শিখ-ইতিহাস।

(সচিত্র।)

কনিংহাম প্রণীত শিখ-ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

কলিকাতা,
[illegible] ঠাকুর ষ্ট্রীট, বহুবাজার, হইতে
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী ক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাম [illegible]।

সম্পাদকের নিবেদন।

আপনার দেশ, আপনার জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, কোন জাতি
ন করিয়া উন্নতি লাভ করিল, কোন জাতির কি প্রকারে অধোগতি
ত হইয়াছে ; তাহারই আদর্শ চিত্র, আদর্শ চরিত্র, আদর্শ ঘটনাবলী
ন জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয়। ইতিহাস, সেই আদর্শের
স্থানীয়। ইতিহাস পাঠ করিলে, জাতীয় উন্নতির নিগূঢ় তত্ত্ব আপনই
পনা প্রতিভাত হয়। কনিংহাম কৃত "শিখ ইতিহাসে" জাতীয়
উত্থানের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত আছে। কনিংহাম কৃত "শিখ-
হাস" গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন
কলসমূহ এক-কেন্দ্রীভূত হইতে পারে; আর সেই শক্তি-সমষ্টিতে কি
রেই বা প্রবল জাতির অভ্যুদয় হয়। ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে, কিরূপে,
ন করিয়া, বিশাল দাবানলের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; ধর্ম্মরক্ষার জন্য,
যে কেমন করিয়া অবহেলায় মস্তক দান করিতে পারে ; আর কেমন
য়া উপকারীর প্রত্যুপকার এবং শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ
ত হয় ;—"শিখ-ইতিহাস" গ্রন্থে তাহা বিশদরূপে পরিবর্ণিত আছে।
গতি ও শিখ ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি, বিস্তার ও প্রাধান্য লাভ ; শিখরাজ্যের
পতনের নিগূঢ় তত্ত্ব ; শিখগুরুগণের অমানুষিক আত্মত্যাগ ও
ত ;—এই গ্রন্থে এমনই জলন্ত দীপক রাগে চিত্রিত যে,
পড়িতে, পড়িতে পড়িতে, প্রাণমন মাতোয়ারা হয় ; যেন
র জন্য, আত্মোৎসর্গ করিতে সকলেই অনুপ্রেরণা আসে
ই "শিখ-ইতিহাস" পাঠ না করিলে, ভারত
য়। রাজা ও প্রজার সর্ব

শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যাল, কনিংহামের সেই বিরাট গ্রন্থ—"শিখ-ইতিহাস" আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়া যশোভাজন হইলেন।

কনিংহাম কৃত "শিখ-ইতিহাসে" প্রথম শিখ-যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত লিখিত ছিল। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের ইতিবৃত্ত কনিংহাম লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু সে অংশ 'শিখ-ইতিহাসের' সহিত সংযোজিত না হইলে, 'শিখ-ইতিহাস' অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই শিখ-ইতিহাস গ্রন্থের সম্পাদন ব্যপদেশে, সেই অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ অভিপ্রায়ে, 'শিখ-ইতিহাসের' পরবর্ত্তী ঘটনাবলী আমি লিখিয়া দিলাম। এই গ্রন্থের "উপসংহার" নামক অংশে, ৬২৭ পৃষ্ঠা হইতে ৭০৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমারই লিখিত। নানা গ্রন্থ হইতে ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া, আমি সংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কনিংহামের রচনার সহিত আমার রচনার যে সামঞ্জস্য বিধান হইবে, সে আশা অবশ্যই কেহ করিতে পারেন না। সুতরাং, শিখ-ইতিহাসের শেষ ঘটনাবলীর আভাস প্রদান করাই, আমার লিখিত অংশের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য যদি কিঞ্চিন্মাত্র সফল হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়,
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সাল,

বিনীত,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

শিখ-ইতিহাস।

শিখ জাতির উৎপত্তি হইতে শতদ্রু
নদীর তীরের যুদ্ধ পর্য্যন্ত।

সহকারি ইঞ্জিনিয়ার এবং ভারতীয় সৈন্যের
অধ্যক্ষ
জোসেফ ডেভি কণিংহাম প্রণীত।

(মূল গ্রন্থের অনুবাদ।)

গ্রন্থকারের ভূমিকা।

যথোপযুক্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম, অথচ যথোচিত কষ্টস্বীকারে সাধারণের সমক্ষে পরিশ্রমের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে; সে ক্ষেত্রে পাঠকগণের নিকট দেখান কর্ত্তব্য,—কি সূত্রে, কি প্রকার উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, লর্ড অকলাণ্ডের অযাচিত অনুগ্রহে, গ্রন্থকার, কর্ণেল ওয়েডের সহকারিত্ব পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণেল ওয়েড, লুধিয়ানায় 'পোলিটিকাল এজেণ্টের' পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পঞ্জাব এবং আফগানিস্থানের সামন্তবর্গের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। ফিরোজপুর সহরের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য, তাঁহার একজন ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক হয়। ফিরোজপুরের অধীশ্বরগণের কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাকায়, সেই ক্ষুদ্র সহর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে সামরিক রীতি অনুসারে সেই সহরের দৃঢ়তা সম্পাদন আবশ্যক হইল। উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কর্ণেল ওয়েডের অভিপ্রায়, তৎকালিক প্রধান সেনাপতি স্যার হেনরি ফেন অনুমোদন করেন। কিন্তু সামান্য প্রাচীর দ্বারা ঐ সহর বেষ্টন করা অপেক্ষা অপর কোন উপায় অবলম্বন শ্রেয়স্কর মনে হয়। তবে এই সময়ে শা সুজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিখ-গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত হইবার জন্য, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফিরোজপুরের দৃঢ়তা সম্পাদন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখেন। এই হেতু ফিরোজপুর অনেক দিন পর্য্যন্ত সামান্য সেনানিবাস রূপেই পরিগণিত ছিল, এবং সেই সেনানিবাস অশ্বারোহী দস্যুদলের আক্রমণ হইতে দুর্গপ্রাকারাদি দ্বারা রক্ষিত করিতে সমর্থ হইত।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত লর্ড অকল্যাণ্ডের যখন সাক্ষাৎ হয়, গ্রন্থকার তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সাহাজাদা তাইমুর এবং কর্ণেল ওয়েডের সহিত তিনি পেশোয়ারেও গমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন জোর করিয়া খাইবার-পাশ গিরিসঙ্কট অতিক্রম পূর্ব্বক কাবুলের পথে অগ্রসর হন, গ্রন্থকার সেই সময়ে তাঁহাদের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানা জেলার শাসনভার গ্রন্থকারের হস্তে অর্পিত হয়। ঐ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সীমান্ত প্রদেশের নূতন এজেন্ট, মিষ্টার ক্লার্ক কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া, কর্ণেল সেন্টন এবং তাঁহার সাহায্যকারী সেনাদলের সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ারে গমন করেন। কর্ণেল হুইলরের পরিচালিত, দোস্ত মহম্মদ খাঁর শরীর রক্ষক সেনাদলের সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ার হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার ফিরোজপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরের শেষ ভাগে, পুনরায় তিনি মিঃ ক্লার্কের সুপারিশে তিব্বতে গমন করেন। জম্মুর অহঙ্কারী রাজা, [illegible] যে রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন কিনা, এবং গুদাক প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ-বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহা পরিদর্শন করাই, তাঁহার তিব্বত যাত্রার উদ্দেশ্য। এক বৎসর পরে গ্রন্থকার তিব্বত হইতে প্রত্যাগত হন। দোস্ত মহম্মদ যখন লুধিয়ানা সহরে লর্ড এলেনবরার সহিত সাক্ষাৎ করেন, গ্রন্থকার তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফিরোজপুর সহরে লর্ড অকল্যাণ্ডের সহিত শিখ-সামন্তগণের সাক্ষাৎকালেও গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার আম্বালা সহরে সিভিল বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন; ঐ বৎসরের মধ্য কাল হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত, গ্রন্থকার কর্ণেল রিচমণ্ডের সহকারী (এসিষ্টান্ট এজেন্ট) স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, মিঃ

অনেকের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধ বিষয়ে, এবং প্রধানতঃ পঞ্জাবের সামরিক শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে একটী বিবরণী লিখিবার ভার গ্রন্থকারের উপর অর্পিত হয়। সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার কল্পনা গ্রন্থকারের মনে উদয় হইয়াছিল; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঐ ইতিহাস রচনার উপাদান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রন্থকার এক্ষণে সেই ইতিহাস সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন।

[illegible] দেশে [illegible] অবস্থিতি অনেকাংশে গ্রন্থকারের পক্ষে শুভসূচক হইয়াছিল। এই সময়েই গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন; [illegible] ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল শিখ যোদ্ধৃগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষেও এই সময়েই গ্রন্থকারের অবসর হইয়াছিল।

সিংহার, কুলাম।
৯ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশের বিবরণ এবং অধিবাসিগণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ভারতের পর্য্যন্ত,—আধুনিক সংস্কার ও পরিবর্ত্তন—নানক প্রচারিত ধর্ম্ম,—

১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত,—

বিষয় পৃষ্ঠা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখগুরু বা শিক্ষকগণ ; গোবিন্দ কর্ত্তৃক শিখধর্ম্মের সংস্কার সাধন।

১৫২৯—১৭৭৬।

বিষয় পৃষ্ঠা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য।

১৭১৬—১৭৬৪।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১৭৫৬-১৭৫৮।— দিল্লি পরিত্যাগে আফগানগণের প্রস্থান; শিখদিগের লাহোর অধিকার এবং তাহাদের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ	২১২
১৭৫৮।—দিল্লীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ	২১৩
আফগানদিগের বিরুদ্ধে আদিনা বেগ কর্তৃক মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা	২১৩-১৪
১৭৫৮ খৃঃ মে মাস।—লাহোরে রাঘবের আগমন; এবং আদিনা বেগকে পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান	২১৪
১৭৫৮ খৃঃ, শেষ ভাগ।—আদিনা বেগের মৃত্যু	২১৪-৫
১৭৫৯-১৭৬১।—আহমদ শাহ পঞ্চম বার ভারত আক্রমণ	২১৫
১৭৬০। আফগানদের কর্তৃক দিল্লী অধিকার, মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক দিল্লীর পুনরুদ্ধার	২১৫-১৬
১৭৬১ খৃঃ, ৭ই জানুয়ারী।—পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার; উত্তর ভারত হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের পলায়ন	২১৬
রাজ্যে শিখদিগের অপ্রতিহত গতি	২১৭
১৭৬১-১৭৬২।—চুরৎ সিং কর্তৃক গুজরানওয়ালার উদ্ধার সাধন এবং লাহোরে দুরাণীদিগের অবরুদ্ধ হওন	২১৮
অমৃতসরে শিখদিগের সম্মিলন; এবং শতদ্রু নদীর উত্তর তীরস্থিত প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠন	২১৮-১৯
ষষ্ঠ বার আহমদ শাহ ভারত আক্রমণ	২১৯
১৭৬২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী।—"ঘালু ঘর" বা লুধিয়ানার সন্নিকটে শিখদিগের সাংঘাতিক পরাজয়	২১৯-২০
পাতিয়ালার আলা সিং	২২০
লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলী মল	

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিখ জাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন।

১৭৬৫—১৮০৮-৯।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে মুলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার।

১৮০৯—১৮২৩-২৪।

বিষয়   পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার হইতে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।

১৮২৪—১৮৩৯।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে জোয়াহির সিংহের মৃত্যু।

১৮৩৯—১৮৪৫।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ।

১৮৪৫—৪৯।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

উপসংহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ

১৮৪৭—৪৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত।

১৮৪৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুলতান অধিকার।

১৮৪৮—১৮৪৯।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ।

১৮৪৮ খৃঃ, অক্টোবর—১৮৪৯ খৃঃ, জানুয়ারী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাবের পরিণাম।

১৮৪৯—মার্চ্চ।

পরিশিষ্ট।

—:o:—

প্রথম পরিশিষ্ট।

"আদিগ্রন্থ" কিংবা প্রথম পুস্তক; অর্থাৎ
শিখদিগের প্রথম গুরু বা শিক্ষক
নানকের ধর্ম্মগ্রন্থ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

"দশম পাদসা কা গ্রন্থ" বা দশম রাজার গ্রন্থ; কিংবা
বাদসাহ-পন্‌টিক বা প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য
গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুদিগের প্রচারিত কতকগুলি
আদর্শ-ধর্ম্মনীতি বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের
কয়েকটী তত্ত্ব।

নানক এবং গোবিন্দ প্রচারিত যে ধর্ম্মমত শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত
এবং সম্মানিত, তাহারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত এই
অতিরিক্ত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

অতিরিক্ত।

সপ্তদশ পরিশিষ্ট।

অষ্টাদশ পরিশিষ্ট।

ঊনবিংশ পরিশিষ্ট।

বিংশ পরিশিষ্ট।

একবিংশ পরিশিষ্ট।

দ্বাবিংশ পরিশিষ্ট।

ত্রয়োবিংশ পরিশিষ্ট।

চতুর্ব্বিংশ পরিশিষ্ট।

পঞ্চবিংশ পরিশিষ্ট।

ষড়্বিংশ পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট।

—•:○:•—

প্রথম পরিশিষ্ট।

—•◇•—

"আদি গ্রন্থ", কিংবা প্রথম পুস্তক; অর্থাৎ শিখদিগের প্রথম গুরু বা শিক্ষক নানকের ধর্ম্ম-গ্রন্থ।

দ্রষ্টব্য।—প্রথম গ্রন্থ ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক নহে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে তাহার কোন পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাৎকালিক ধর্ম্ম এবং সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনাও এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বান্তঃকরণে এবং সত্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, এই গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা। ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতির বিষয় ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মনুষ্যত্ব, সরলতা এবং সৎকার্য্য ব্যতীত কদাচ মুক্তিলাভ হয় না; 'গ্রন্থে' ইহাই পরিবর্ণিত।

'আদি গ্রন্থে' প্রথমতঃ নানকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। শিখদিগের পরবর্ত্তী প্রচারকগণ, অর্থাৎ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরু ব্যতীত, নবম গুরু তেগ বাহাদুর পর্য্যন্ত সকলেরই রচনা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। সম্ভবতঃ, গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের কোন কোন বিষয় পরিত্যক্ত এবং কোন কোন বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি ভক্ত বা যোগী পুরুষের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। মোট

সেই ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া, সেই ভাষা বা বর্ণমালা সময় সময় 'গুরুমুখী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে; পঞ্জাবের প্রচলিত ভাষাও সেই 'গুরুমুখী' নামে পরিচিত। আধুনিক শিখগণ মনে করে, লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিমবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা, নানকের রচনায় স্থান পাইয়াছে। তাহাদের মতে, অর্জ্জুন যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

এই গ্রন্থ, (বড় বড় পৃষ্ঠায়; ৪ পেজি ফর্ম্মায়) ১২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৪টী করিয়া পংক্তি, এবং প্রত্যেক পংক্তিতে ৩৫টী করিয়া অক্ষর। অতিরিক্ত গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, এই গ্রন্থের পত্রাঙ্ক কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; পরিশিষ্ট সমেত গ্রন্থে ১২৪০ পৃষ্ঠা আছে।

'আদি গ্রন্থের' নির্ঘণ্ট।

১ম। 'জপজি' বা সাধারণতঃ 'জপ',—ইহার অপর নাম 'গুরু-মন্ত্র'; দীক্ষাকালে এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। এই অংশ প্রায় সাতটী পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। চল্লিশটী শ্লোক বা "পাউরির" সকল গুলির পরিমাণ সমান নহে; কতকগুলি দুই লাইনে, কতকগুলি আবার বহু লাইনে সমাপ্ত। 'জপ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—স্মরণ করা। প্রকৃত অর্থে, ইহাতে স্মরণ বা উপদেশ বুঝায়। নানকই, 'জপজি' বা 'জপ' রচয়িতা। সাধারণতঃ কথিত হয়, নানক শিষ্যদিগকে প্রত্যহ প্রত্যূষে এই স্তোত্র পাঠ করিতে উপদেশ দেন। অধুনা প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ শিখ, গুরুর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। এই অংশে একজন প্রশ্নকর্ত্তা এবং একজন উত্তরদাতা, রচনাপ্রণালী হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। শিখদিগের বিশ্বাস,—নানকের প্রিয় শিষ্য অঙ্গদই সেই প্রশ্নকর্ত্তা।

২য়। 'সোদার রাই রাস',—শিখদিগের সান্ধ্য বা সায়াহ্ন স্তোত্র। সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ। এই অংশ নানক বিরচিত; কিন্তু

রামদাস ও অর্জ্জুনের রচনাও পরে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। কথিত হয়, গুরু গোবিন্দও কতকাংশে ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। 'রাই রাস' যখন স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন গুরু গোবিন্দের রচনা-গুলিই সচরাচর তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। 'সোদার' অর্থ,—কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কবিতা; 'রাই' শব্দের অর্থ,—উপদেশক; এবং 'রাস' শব্দে কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণ-গুণকীর্ত্তন বুঝা যায়। পঞ্জাবী 'রৌ' (Rowh) শব্দ অনুসারে, কখনও কখনও ইহা ইতর ভাষায় 'রৌ রাস' নামে অভিহিত হয়।

৩য়। "কীরিত সোহিলা"।—বিশ্রামের বা শয়নের পূর্ব্বে এই স্তোত্র পঠিত হইয়া থাকে। এক পৃষ্ঠায় এবং দুই এক বা ততোধিক পংক্তিতে ইহা সন্নিবদ্ধ। নানক এই স্তোত্র রচনা করেন; পরে রাম-দাস এবং অর্জ্জুন তাহাতে নিজ নিজ কবিতা সংযোজিত করিয়াছিলেন। কথিত হয়, গুরু গোবিন্দের একটী কবিতা এই অংশে স্থান পাইয়াছে। সংস্কৃত 'কীর্ত্তি' শব্দ হইতে 'কীরিত' শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দের অর্থ,—প্রশংসাবাদ বা গুণকীর্ত্তন। 'সোহিলা' শব্দের অর্থ,—বিবাহ-সঙ্গীত বা আনন্দগীতি।

৪র্থ। গ্রন্থের পরবর্ত্তী অংশ, একত্রিশটী খণ্ডে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড বিশেষ বিশেষ কবিতাচ্ছন্দ বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—

১। শ্রী-রাগ।	৭। বিহগ্র (বা বিহগরা)
২। মাঝ।	৮। ওয়াদ হান্স্।
৩। গৌরী।	৯। সোরাথ (বা সুরট)।
৪। আশা।	১০। ধানেশ্বরী।
৫। গুজরী (বা গুর্জ্জরী)।	১১। জৈইত সারি।
৬। দেও গান্ধারি।	১২। টোরি।

১৩। বৈরারী।	২২। তোড়ি:
১৪। তৈলঙ্গ।	২৩। কেদারা।
১৫। সোরঠি।	২৪। ভৈরোঁ।
১৬। বিলাওয়াল।	২৫। বসন্ত।
১৭। গৌর।	২৬। সারঙ্গ।
১৮। রামকালী।	২৭। মল্লার।
১৯। নট নারায়ণ।	২৮। কানাড়া।
২০। মালি গৌরা।	২৯। কল্যাণ।
২১। মারু।	৩০। প্রভাতি।
	৩১। জয় জয়ন্তী

গ্রন্থের অধিকাংশই বা প্রায় ১১২৪ পৃষ্ঠা, এই একত্রিশটী খণ্ড সমষ্টিতে পরিপূর্ণ। একজন বা অত্যধিক গুরু, প্রত্যেক খণ্ডের রচয়িতা; কোন কোন অংশে একজন কিংবা কতিপয় ভক্ত বা সাধু পুরুষ আপনাপন রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন: কোন কোন স্থলে আবার শিষ্যের বা ভক্তের সহকারিতায় অথবা তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে গুরু স্বয়ংই আপনার রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত গুরুগণের রচনা এই অংশে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে;—

১। নানক।
২। অঙ্গদ।
৩। উমার দাস।
৪। রামদাস।
৫। অর্জুন।
৬। তেগ বাহাদুর। গুরু গোবিন্দ স্বয়ং তেগ বাহাদুরের কোন কোন রচনা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপে "গ্রন্থে" নিবদ্ধ রাখিয়াছেন।

যে সকল ভক্ত বা সাধু-পুরুষ এবং অপরাপর ব্যক্তির রচনা গ্রন্থের প্রচলিত প্রতিলিপিতে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, নিম্নে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা গেল;—

১। কবির,—খ্যাতনামা ধর্মসংস্কারক।

২। ত্রিলোচন,—ব্রাহ্মণবংশীয়।

৩। বেণী।

৪। রাও দাস,—চামার বা চর্ম-বিক্রয়কারী।

৫। নাম দেও,—'চিপা' বা বস্ত্র-মুদ্রণকারী।

৬। ধান্না,—জাঠ জাতীয়।

৭। শেখ ফরিদ,—মুসলমান ফকীর

৮। জয়দেব,—ব্রাহ্মণ-বংশীয়।

৯। ভিকন।

১০। সেন,—ক্ষৌরকার।

১১। পিপা,—জনৈক যোগী।

১২। সাধন বা সুধনা,-কসাই জাতীয়

১৩। রামানন্দ বৈরাগী,—খ্যাতনামা ধর্ম্ম-সংস্কারক।

১৪। পরমানন্দ বা প্রেমানন্দ।

১৫। সুর দাস,—অন্ধ।

১৬। মিরাণ বাই,—একজন ভক্ত যোগিনী বা পবিত্রাত্মা স্ত্রী-লোক।

১৭। বলবন্ত, এবং

১৮। সাত্তা, উভয়েই 'ডোম' বা বাদ্যকর; অর্জ্জুনের নিকট ইহারা স্তোত্র পাঠ করিত।

১৯। সুন্দর দাস,—'রুবাবী' বা বেহালা-বাদক। তাহাকে প্রকৃত পক্ষে ভক্তমধ্যে গণ্য করা যায় না।

৫ম। "ভোগ",—সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ,—কোন কিছু উপ-ভোগ করা। পুস্ত-বিষয়ক রচনায় উপসংহার, সাধারণতঃ হিন্দু ও শিখ কর্তৃক এই নামে অভিহিত হয়। ভোগ, ৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নানক, অর্জ্জুন, কবির, সেখ ফরিদ প্রভৃতির রচনা ব্যতীত, আরও নয়-জন "ভাট" বা স্তুতিবাদকের রচনা ইহাতে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। উমারদাস, রামদাস এবং অর্জ্জুনের প্রতি এই সকল ভাট বা স্তুতিবাদক বিশেষ অনুরক্ত ছিল।

'ভোগের' প্রথমেই নানকের রচিত চারিটী সংস্কৃত শ্লোক। তৎপরে এক স্থলে ৬৭টী এবং অপর আর এক স্থলে ২৩টী সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত রহিয়াছে; সকল গুলিই অর্জ্জুনের রচনা-প্রসূত।

পঞ্জাবী বা হিন্দী ভাষায় অর্জ্জুনের আরও ২৩টি শ্লোক ইহাতে সন্নিবদ্ধ আছে; সে সকলই অমৃতসরের গুণকাহিনীপূর্ণ। ইহাদের অব্যবহিত পরেই কবির প্রভৃতির ২৪৩টী, শেখ ফরিদের ১৩০টী এবং অর্জ্জুনের উপদেশপূর্ণ আরও কতকগুলি শ্লোক, এই অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর শেষ পর্য্যন্ত, কাল এবং অন্যান্য ভাটের কতকগুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে; সে গুলি অর্জ্জুনের কোন কোন অংশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এই 'ভোগ' নামক অংশে যে নয় জন ভাটের রচনা দেখা যায়, তাহাদের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল;—

১। ভিখা,—অমরদাসের শিষ্য। ৫। সাল,—অর্জ্জুনের শিষ্য।
২। কাল,—রামদাসের শিষ্য। ৬। নাল।
৩। কাল সাহার। ৭। মথুরা।
৪। জলুপ,—অর্জ্জুনের শিষ্য। ৮। বল।
৯। কীরিত বা কীর্ত্তি।

এই সকল নাম কল্পনাপ্রসূত, হয়তো বা কৃত্রিম। "গুরু বিলাস" নামক গ্রন্থে কেবল মাত্র আট জন ভাটের নামোল্লেখ আছে। কল নাম ব্যতীত অন্যান্য সকলগুলিই 'গ্রন্থোক্ত' নাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

গ্রন্থের ক্রোড়পত্র।

৬৯। "ভোগ কা বাণী";—অথবা উপসংহারের শেষ কবিতা। এই অংশ সাত পৃষ্ঠায় বর্ণিত। ইহার অন্তর্গত,—(১) সূচনায় "শ্লোক মেহল পহিলা" বা আদি স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাসীর স্তোত্র নামে কতকগুলি শ্লোক আছে। (২) মুণ্ডার রাজার প্রতি নানকের উপদেশ। (৩) নানকের 'রত্নমালা' অর্থাৎ মহত্ত্বের জপমালা বা ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদের উপাসনা-পদ্ধতি। ইহাতে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদের প্রকৃত বিশেষত্ব বা গুণ বর্ণিত।

আছে ; এবং (৫) "প্রাণ সিংলি" নামক 'গোষ্ঠী' বা বর্ণশাখা সম্পর্কে, সিংহলের রাজা শিবনাভের 'হাকিকত' বা অবস্থা পরম্পরা। কথিত হয়, গোবিন্দের জীবদ্দশায় ভাই ভান্নু নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই শেষোক্ত অংশ বিরচিত।

সাধারণতঃ শুনা যায়, 'রত্নমালা' প্রথমতঃ তুর্কী ভাষায় লিখিত হয়। কিংবা এই রত্নমালা, তুর্কী ভাষায় আদি বা মূল গ্রন্থের সার সংগ্রহ মাত্র।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

"দশম পাদসা কা গ্রন্থ" বা দশম রাজার গ্রন্থ, কিংবা বাদশাহ-পণ্টিফ বা প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ।

টীকা।—"আদি গ্রন্থের' ন্যায় গোবিন্দের "দশম পাদসা'কা গ্রন্থ" আলোচনার কাব্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু উভয় গ্রন্থের মধ্যে ছন্দ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়।

এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় পঞ্জাবী বর্ণমালায় রচিত। শেষ অংশ পারস্য ভাষায় লিখিত বটে ; কিন্তু বর্ণমালা সমূহ 'গুরুমুখী'। গোবিন্দের হিন্দী ভাষা এবং গাঙ্গ্য প্রদেশের আধুনিক প্রচলিত ভাষা, উভয়ই এক আত্মীয় ; তন্মধ্যে পঞ্জাবী ভাষায় কোনই বিশেষত্ব বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না।

"দশম পাদশা কা গ্রন্থ" বা দশম রাজার গ্রন্থের একটী অধ্যায় ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক। এই অধ্যায়ের নাম "বিচিত্র নাটক বা নাটক"। উহা গোবিন্দের রচনাপ্রসূত। কিন্তু রচনায় বিশেষত্ব, ভাষা-বৈচিত্র এবং বর্ণনা-চাতুর্য্য হেতু, পারস্য ভাষায় 'বিকৃতি'

বা গল্পমালা, এই বিচিত্র নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম খণ্ড অপেক্ষা অন্যান্য খণ্ডে অধিক পরিমাণ পৌরাণিক ঘটনাবলী সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে একেশ্বরবাদিতা, জগৎপাতা সৃষ্টি-পালয়িতার মহত্ত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক আদর্শস্থানীয় উদাহরণ বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহার আদ্যোপান্ত জড় জাগতিক বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। কথিত হয়, এই গ্রন্থের পাঁচটী অধ্যায় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম কতকাংশ, গোবিন্দের রচনা-প্রসূত। এই গ্রন্থের অবশিষ্ট ভাগ বা অধিকাংশই গুরুর চারিজন কেরাণী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে গুলি গুরুর আদেশক্রমে লিখিত; অথবা সেগুলি তাহাদের প্রতিলিপি। এই গ্রন্থের রচয়িতৃগণের মধ্যে রাম এবং শ্যাম নামক দুই ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু যে অংশের বিষয় বলা হইতেছে, সেই অংশের গ্রন্থকারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

"দশম পাদসা কা গ্রন্থ" (চার পেজী বড় বড় পৃষ্ঠায়) ১০৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩ লাইন, এবং প্রত্যেক লাইনে ৩৮ হইতে ৪১টী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

"দশম রাজার গ্রন্থের" নির্ঘণ্ট।

১ম। "জপজি",—চলিত ভাষায় ইহা 'জপ' নামে অভিহিত। এই অংশ, নানকের "জপজির" ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্ট বিশেষ। প্রতিদিন প্রত্যূষে এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়; অধুনা প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ শিখ সেই নিয়ম পালন করিয়া থাকে। দ্বি-চরণ বিশিষ্ট ১৯৮টী শ্লোক, ইহাতে সন্নিবদ্ধ, এবং ইহা সাত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কোন কবিতার বা কোন লাইনের শেষ ভাগ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গুরু গোবিন্দ এই 'জপজি' রচনা করিয়াছেন।

২য়। "অকাল স্তুত",—বা ঈশ্বরের স্তুতিবাদ। সাধারণতঃ প্রভাতেই এই স্তোত্র পঠিত হয়। ইহা ২৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; প্রধানতঃ দীক্ষা মন্ত্র বা প্রারম্ভিক কবিতা, গুরু গোবিন্দের রচিত।

৩য়। "বিচিত্র নাটক বা নাটক",—অর্থাৎ বিচিত্র বা আশ্চর্য্য কাহিনী। গোবিন্দ স্বয়ং ইহার রচয়িতা। প্রথমতঃ, ইহাতে গোবিন্দের পরিবার ও বংশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কার সম্পর্কে তাঁহার কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ, এবং তৃতীয়তঃ, হিমালয়ের পার্ব্বতীয় সামন্তগণ এবং বাদসাহ-সৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রভৃতি। এই 'বিচিত্র নাটক' ১৪টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সর্ব্বশক্তিমানের গুণকীর্ত্তন; এবং শেষ অধ্যায়েও সেইরূপ ধরণের কতকগুলি কবিতা দেখা যায়। কিন্তু শেষোক্ত অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কবিতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে গোবিন্দ বলিয়াছেন, তিনি অতঃপর আপনার অতীত জীবনের স্মৃতি এবং বর্ত্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিবেন। 'বিচিত্র নাটক', গ্রন্থের ২৪টী পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

৪র্থ। "চণ্ডী চরিত্র",—দেবী চণ্ডীর অপূর্ব্ব কাহিনী। গ্রন্থে "চণ্ডী চরিত্র"নামে দুইটী অধ্যায় আছে; তন্মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। চণ্ডী দেবী আটটী 'টিটান' বা দৈত্যকে নিহত করেন; এই অংশে সেই চণ্ডী-মাহাত্ম্য এবং সেই দৈত্য-বিজয়-কাহিনী বিবৃত আছে। গ্রন্থের ২০টী পৃষ্ঠা ইহাতেই পরিপূর্ণ। অনুমান হয়, এই অংশ সংস্কৃত ভাষায় পৌরাণিক ইতিবৃত্তের একটী অনুবাদ মাত্র। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, গোবিন্দ সেই পৌরাণিক কাহিনীর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদেবী কর্ত্তৃক যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল;—

১। মধুকৈটভ।
২। মহিষাসুর।
৩। ধূম্রলোচন।
৪,৫। চণ্ড এবং মুণ্ড।
৬। রক্তবীজ।
৭। নিশুম্ভ।
৮। শুম্ভ।

৫ম। "চণ্ডী চরিত্র"—অর্থাৎ ক্ষুদ্র চণ্ডীর কাহিনী। বৃহৎ চণ্ডী-চরিত্রে যে পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, ক্ষুদ্র "চণ্ডী চরিত্রে" তাহারই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ গুলি বিভিন্ন ছন্দে বর্ণিত। ইহাতে গ্রন্থের প্রায় ১৪টী পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

৬ষ্ঠ। "চণ্ডী কি ওর"—চণ্ডী উপাখ্যানের পরিশিষ্ট। ছয় পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ।

৭ম। "জ্ঞান প্রিয় বোধ",—জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব; ঈশ্বরের প্রশংসাবাদে এবং প্রাচীন রাজগণের কাহিনীতে এই অংশ পরিপূর্ণ। তাহাদের অধিকাংশই মহাভারত হইতে গৃহীত। ইহা ২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৮ম। "চৌপায়ন চৌবিশ অবতারন্ কিয়"—চৌপদী প্রবন্ধে চব্বিশ অবতারের বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রায় ৩৪৮ পৃষ্ঠা এই চৌপদীতে পূর্ণ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস,—শ্যাম নামক জনৈক ব্যক্তি সেই চৌপদী কবিতাবলীর রচয়িতা।

চব্বিশ অবতারের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

১। মৎস্য, বা মাছ।
২। কূর্ম্ম, বা কচ্ছপ।
৩। সিংহ বা নর।
৪। নারায়ণ।
৫। মোহিনী।
৬। বরাহ বা শূকর।
৭। নরসিংহ বা নরাকৃতি সিংহ
৮। বামন বা খর্ব্বকায়
৯। পরশুরাম।
১০। ব্রহ্মা।
১১। রুদ্র।
১২। জলন্ধর।
১৩। বিষ্ণু।
১৪। নির্দিষ্ট কোন নাম নাই।

কিন্তু বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত হয়।

১৫। অরহন্ত দেব,—(কথিত হয়, ইনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী "শিরাওগি" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; অথবা ইনি সেই জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।)

১৬। মান রাজা।

১৭। ধন্বন্তরী, (খ্যাতনামা ডাক্তার বা বৈদ্য।)

১৮। সূর্য্য।

১৯। চন্দ্র বা চন্দ্রবা।

২০। রাম।

২১। কৃষ্ণ।

২২। নর, অর্থাৎ অর্জ্জুন।

২৩। বুদ্ধ।

২৪। কল্কী; কলিযুগের শেষ ভাগে যখন পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইবে, তখন ভগবান এই অবতার গ্রহণ করিবেন।

৯ম। কোন নির্দ্দিষ্ট নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু গ্রন্থে সচরাচর "মেদিনীয়" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চব্বিশ অবতারের পরিশিষ্ট বা ক্রোড়পত্র: যখন ভগবান কল্কী অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর পাপ ভার মোচন করিবেন, তখন 'মেদী' প্রকট হইবেন। সচরাচর এইরূপ কথিত হয়,—'সিয়া মতাবলম্বী মুসলমানগণের গতাক্ত অনুসরণে এই নাম ও ভাব গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের এক পৃষ্ঠারও কম অংশে ইহা সন্নিবিষ্ট।

১০ম। নির্দ্দিষ্ট কোন নাম নাই; কিন্তু সচরাচর "ব্রহ্মার অবতার" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার সাতটী অবতারের বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে দৃষ্ট হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই অতীতকালের সাতটী রাজার উপাখ্যান ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই অংশ ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মার সাতটী অবতারের নাম যথাক্রমে,—

১। বাল্মীক।

২। কশ্যপ।

৩। শুক্রার।

৪। বাচেল।

৫। ব্যাস।

৬। শাসুত ঋষি, (অথবা
ছয়জন ঋষি।)
৭। কুল দাস।

আটজন রাজার নাম যথাক্রমে,—

১। মনু।
২। পৃথু।
৩। সগর।
৪। বাণ।
৫। মান্ধাতা।
৬। দলীপ বা দীলিপ।
৭। রঘু।
৮। অজ।

১১শ। কোন নির্দিষ্ট নাম নাই; কিন্তু সচরাচর "রুদ্র বা শিবের অবতার" নামে পরিচিত। ইহাতে ৫৬টী পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ; কেবলমাত্র দত্ত এবং পরেশনাথ নামক দুইটী অবতারের বিষয় এই অংশে বর্ণিত আছে।

১২শ। "শস্ত্র নাম মালা",—বা অস্ত্র-শস্ত্রের নামমালা। বিভিন্ন অস্ত্র সমূহের নাম, এই অংশে বিবৃত। সেই সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্রের গুণাবলী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ সেই অস্ত্র-সমষ্টিকে তাঁহার গুরু বা পরিচালক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও সাধারণের বিশ্বাস, সেই রচনাসমূহ গোবিন্দের লেখনীপ্রসূত নহে। প্রায় ৬০ পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ।

১৩শ। "শ্রী-মুখ বাক, সাইয়া, বাত্তিস",—এই অংশের বত্রিশটী কবিতা গুরু (গোবিন্দের) বাক্য নামে পরিচিত। কথিত কবিতাগুলি গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি বেদ, পুরাণ এবং কোরাণের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ। প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ।

১৪। "হাজরে শবদ",—বা হাজার শব্দ। শব্দাকারে লিখিত সহস্রাধিক কবিতা। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ১০টী কবিতা, দুই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এস্থলে 'হাজার' শব্দ প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; এই

অংশে 'হাজার' শব্দের অর্থ,—'অমূল্য' বা অত্যুত্তম (শ্রেষ্ঠ)। এই কবিতাবলী সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি-চাতুর্য্যের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ। সীমাবদ্ধ বা নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন দেবদেবী এবং যোগী-সন্ন্যাসীদিগের উপাসনা বা তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন তাহাতে নিষিদ্ধ। গুরু গোবিন্দ এই কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

১৫। "স্ত্রী-চরিত্র",—স্ত্রী-কাহিনী। স্ত্রীলোকের স্বভাব ও প্রকৃতির বর্ণনা সম্বলিত ৪০৪টী গল্প এই অংশে সন্নিবিষ্ট। একটী গল্পে বর্ণিত আছে,—এক সময়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবক-পুত্রের প্রতি বিমাতা প্রেমাসক্ত হন। কিন্তু রাজপুত্র বিমাতার কামনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সেই রমণী স্বামীর নিকট বলেন যে, জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার সতীত্ব নষ্টের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া, রাজা পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইতি-মধ্যে মন্ত্রিগণের সানুনয় প্রার্থনায় বা তাঁহাদের বিরুদ্ধমত প্রকাশে পুত্রের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত থাকে। তখন কতকগুলি গল্প-পরম্পরায়, মন্ত্রিগণ স্ত্রীলোকের চরিত্র বিবৃত করেন। অবশেষে রাজা তাঁহার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের বিষয় বুঝিতে পারেন, এবং আপনার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হন। গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ বা ৪৫৬ পৃষ্ঠা এইরূপ গল্প সমূহে পরিপূর্ণ। এতন্মধ্যে একটী বা ততোধিক গল্পের রচয়িতা বলিয়া, শ্যামের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬শ। "হিকায়ত",—বা গল্প-গাথা। দুই লাইনের ৮৬৬টী শ্লোকে, বারটী গল্প এই অংশে সন্নিবিষ্ট। সে গুলি "পারস্য" ভাষায় এবং 'গুরু-মুখী' বর্ণমালায় লিখিত। আওরঙ্গজেবের প্রতি ভর্ৎসনা-মূলক গোবিন্দ বিরচিত এই শ্লোক গুলি, দয়া সিং এবং অপর চারি জন শিখের হস্তে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হয়। ভর্ৎসনা বা নিন্দাবাদ-পূর্ণ তাঁহার ভাষায় লিখিত একখানি পত্রও তৎসঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু সে পত্রখানি এখনও গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

গুরু গোবিন্দ বিরচিত এই গ্রন্থের উপসংহার, এই ত্রিশ পৃষ্ঠা-ব্যাপী পদমালায় পরিপূর্ণ।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

ধর্ম্মোপদেষ্টা শিখ গুরুদিগের প্রচারিত কতকগুলি
আদর্শ ধর্ম্মনীতি বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের
কয়েকটী সূত্র

নানক এবং গোবিন্দ প্রচারিত যে ধর্ম্মমত শিখগণ কর্তৃক সমাদৃত
এবং সম্মানিত, তাহারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত এই
অতিরিক্ত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

১। ঈশ্বর—ঈশ্বরত্ব।

সত্যই ঈশ্বর; তাঁহাতে ভয় নাই, তাঁহাতে শত্রুতা নাই;
তিনি অমর, তিনি ত্রাণকর্ত্তা।
তিনি গুরু এবং তিনি সর্ব্ব মঙ্গলালয়।
সেই আদি সত্য স্মরণ কর;
সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই সত্য বিরাজমান;
হে নানক! সত্য চিরকাল বর্ত্তমান,
এবং সত্য চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে।

অনন্তকাল চিন্তা করিয়াও তর্কে সত্য বোধগম্য হইবে না।
যতই একাগ্রচিত্ত হও, ধ্যানে সত্য পাওয়া যাইবে না।
শত বা শত সহস্র জ্ঞান থাকুক, কিছুই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় না।
কেমন করিয়া সত্য বলা যায়, কেমন করিয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করা যায়,

হে নানক! ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হইবে: সত্য বল; বাপু, এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়।

নানক, 'আদিগ্রন্থ',—'জপজী' (সূচনা)।

হে নানক! তিনিই স্বতঃপ্রকাশ,
তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই চিরস্থায়ী,
তিনি ব্যতীত কেহ নাই, এবং কেহ হইবে না।

"নানক," "আদি গ্রন্থ",—'গৌরী রাগ'।

হে ঈশ্বর, তুমি সর্ব্বভূতে এবং সকল স্থানে বর্ত্তমান,
তুমিই একমাত্র অবিনশ্বর।

রামদাস, "আদি গ্রন্থ",—'আশা রাগ'।

যিনি আত্মা এবং দেহ প্রদান করিয়াছেন,
আমার মন সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরে আসক্ত আছে।

"অর্জ্জুন", "আদিগ্রন্থ",—'শ্রীরাগ'।

সত্যই অদ্বিতীয় ঈশ্বর; তিনিই আদি, তিনিই অন্ত,
তিনিই অনন্ত; তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই সংহারকর্ত্তা;
সৃষ্টি এবং প্রলয় একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব।
দেবতা এবং দানব, ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন; পূর্ব্ব, পশ্চিম,—
তাঁহারই সৃষ্টি; উত্তর, দক্ষিণ, তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু।
বাক্যে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কিরূপে সম্ভব?

"গোবিন্দ, "হাজার শব্দ"।

ঈশ্বরের একই প্রতিকৃতি; আর কোনও প্রতিকৃতিতে
তাঁহাকে অনুভব করা সম্ভবপর কি?

"গোবিন্দ," "বিচিত্র নাটক।"

২। অবতার, সিদ্ধ, ভবিষ্যদ্বক্তা ; হিন্দু অবতার।

মহম্মদ, সিদ্ধ এবং, ফকিরগণ।

বহুসংখ্যক মহম্মদ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ;
অগণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবেরও অভাব ছিল না।
সহস্র সহস্র ফকির ও ভবিষ্যদ্বক্তা এবং অযুত সংখ্যক
সিদ্ধ ও যোগী এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে ;
কিন্তু অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ঈশ্বরের নামই সত্য।
হে নানক! ঈশ্বরের গুণ অনন্ত, তাহা গণনার অতীত,
কে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় ?

নানক,—"রত্নমালা" (জ্ঞানের অভিষিক্ত।)

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে শ্রান্ত ও ক্লান্ত ;
কিন্তু তাহাতে এক সর্ষপ প্রমাণ ফলও লাভ করিতে পারে নাই ;
সিদ্ধ ও যোগিগণ ব্যগ্রভাবে অনুসন্ধান করিয়াছে,
কিন্তু তাহারা মায়া মোহে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট।
দশটী প্রধান অবতার জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ;
কুহকসিদ্ধ মহাদেবও এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন।
চিন্তাতন্ত্র মাথিয়া তাঁহারা ক্লান্ত হইয়াছেন,
কিন্তু হে ঈশ্বর তাঁহারাও তোমার স্বরূপ নির্ণয়ে সক্ষম হননাই।

অর্জ্জুন, "আদিগ্রন্থ"—"সোরী"।

সুর, সিদ্ধ, এবং শিবের অবতারসমূহ ; শেখ, ফকির এবং অসীম প্রতাপশালী ব্যক্তি, এ পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে, আরও অসংখ্য আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে।

অর্জ্জুন,—"আদি গ্রন্থ", শ্রীরাগ।

শ্রীকৃষ্ণকে কুহকই দৈত্যকুল সংহার করেন। বহু আশ্চর্য্য ক্রিয়া

তৎকর্তৃক সম্পন্ন হয়; কৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্মা নামে প্রচার করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; তিনি মরণশীল। সুতরাং কেমন করিয়া তিনি ভক্তগণকে রক্ষা করিবেন? কিরূপে উত্তাল তরঙ্গময় অনন্ত সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তি, অপরকে কিরূপে পরিত্রাণ করিবে? একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্বশক্তিমান; তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই সংহারকর্ত্তা। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় একমাত্র অনন্ত ঈশ্বরেই সম্ভবে।

গোবিন্দ,—"হাজার শব্দ।"

যিনি ঈশ্বর, তাঁহার বন্ধু নাই; তাঁহার শত্রুও নাই।
তিনি প্রশংসায় উৎফুল্ল হন না;
অভিশাপ বা নিন্দাবাদেও তিনি বিচলিত নহেন।
তিনি প্রশংসা ও নিন্দার অতীত।
কৃষ্ণরূপে ব্যক্ত হওয়া তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে?
তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই;—
দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা,
তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর কি?

গোবিন্দ,—"হাজার শব্দ।"

রাম এবং রহিম,* পরিত্রাণকর্ত্তা নহেন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র সকলেই মৃত্যুর অধীন।

গোবিন্দ,—"হাজার শব্দ।

৩। শিখ গুরুগণও পূজ্য নহেন।

যে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে,
আমি তাহাকে নরকের তিমির গর্ভে নিক্ষেপ করি।

---

* রহিম—মুসলমানদিগের দেবতা।

আমাকে ঈশ্বরের ক্রীতদাস মনে কর ;—
তৎপক্ষে কদাচ সন্দিহান হইও না।
আমি ঈশ্বরের ক্রীতদাস মাত্র,
তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য দেখিতেই আমি আসিয়াছি।

গোবিন্দ,—"বিচিত্র নাটক

৪। প্রতিমা এবং যোগিগণের উপাসনা।

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাসনা করিবে না ;
মৃত ব্যক্তির প্রতি মস্তক অবনত করা উচিত নহে।

নানক,—"আদিগ্রন্থ," "সুরাট রাগিণী"।

মন অপবিত্র হইলে, প্রতিমা পূজা করা, তীর্থ স্থান বোধে ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনা করা এবং মরুভূমে পড়িয়া থাকা—সকলই বৃথা। তাহাতে ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিবেন না, তুমি মুক্তিলাভের অধিকারী নও। যদি পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি ঈশ্বরে বিলীন হইতে ইচ্ছা কর, এক মাত্র সত্যের (ঈশ্বরের) উপাসনা কর।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'ভোগ'; নানক বলিয়াছেন, তিনি একজন ব্রাহ্মণের বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মানুষ পশুর সমান ; সে কখনই ঈশ্বরের
ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমানের কথা অনুভব করিতে পারে না।
ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য ;
তাঁহার উপাসনা দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়।
জগদীশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর,
চৈতন্য-হীন প্রস্তরে কখনই ঈশ্বর নাই।

গোবিন্দ,—"বিচিত্র নাটক"

৫। অলৌকিকত্ব।

ঈশ্বর-জ্ঞান শূন্য হইয়া,
'সিদ্ধি' বা আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া,
'ঋদ্ধি' বা অক্ষয় ধন-সম্পদের প্রভুত্ব ক্ষমতা লাভ করা,
আমার অভিপ্রেত নহে। সে সকলই বৃথা।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'শ্রীরাগ'।

তুমি অগ্নিমধ্যে অক্ষত দেহে বাস কর।
চির তুষারাচ্ছন্ন স্থানে অক্ষত শরীরে কালযাপন কর;
প্রস্তরখণ্ড তোমার খাদ্য হউক;
পদ-সঞ্চালনে বৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপ দূরে নিক্ষেপ কর;
তুমি তুলাদণ্ডে স্বর্গ পরিমাপ কর।

তার পর জিজ্ঞাসা করিও, নানক কি কোন অস্বাভাবিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে?

নানক,—অনেক অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি;
"আদিগ্রন্থ", মাঝ ভর।

৬। পুনর্জন্ম বা দেহান্তর গ্রহণ।

অকম্পিত বৃক্ষের ন্যায় জীবনগতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল;
হে নানক! জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা নাই।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'আশারাগ'।

(নানক এবং তাঁহার পরবর্তী শিখ-গুরুগণের রচনা হইতে এইরূপ অনেক অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

যে ব্যক্তি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানে না,
সে অসংখ্য বার জন্মগ্রহণ করিবে।

গোবিন্দ,—"দশো বীর"।

৭। বিশ্বাস।

ভাল বসনে সুখী হওয়া যায়;

কিন্তু ভয় ও বিশ্বাস না থাকিলে মুক্তিলাভ হয় না;

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'সোহিলা মহলা ১ম'।

৮। ঈশ্বর-কৃপা।

হে নানক! জগদীশ্বর যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন,

সে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করে।

নানক,—"আদি গ্রন্থ", 'আশা রাগ'।

হে নানক! ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন,

সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়।

উমার দাস,—"আদি গ্রন্থ," 'বিলাওয়াল।'

৯। অদৃষ্ট—পূর্ব্বজন্ম।

প্রত্যেকেই অদৃষ্ট অনুসারে, আপনাপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে প্রত্যেকের আসা-যাওয়া,—জন্ম, মৃত্যু নির্দ্ধারিত হয়।

নানক,—"আদিগ্রন্থ," 'আশা'।

কিরূপে সত্য বলা যায়? কিরূপে মিথ্যা পরিহার করা সম্ভব? হে নানক! ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইলে,—তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে চলিলে, সত্য বলা যায়, এবং মিথ্যা পরিহার করা যায়।

নানক,—"আদি গ্রন্থ," 'জপজী'।

১০। বেদ, পুরাণ এবং কোরাণ।

যদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রেরিত না হইল, তবে পোথি, সিদ্ধান্ত, বেদ এবং পুরাণ,—সকলই মিথ্যা।

নানক,—"আদি গ্রন্থ," 'গৌড়ী রাগ'।

শাস্ত্র, বেদ এবং কোরাণের প্রতি শ্রদ্ধা কর,—
তাহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য কর,—
তুমি 'স্বর্গে বা নরকে' পৌঁছিতে পার,—
স্বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মিতে পারে ;
(জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া সম্ভব ।);
কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত কেহই মুক্তি প্রদানে সমর্থ হইবে না।
নানক,—"প্রভুমালা" (আদি গ্রন্থের অতিরিক্ত বা পরিশিষ্ট)
জগদীশ্বরের চরণে সে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে ;—
তাই এক ঈশ্বর ব্যতীত তার চক্ষে আর অন্য
কোন মহাজন দৃষ্টিগোচর হয় না।
রাম, রহিম, পুরাণ এবং কোরাণ প্রভৃতির বহু
উপাসক আছে, সন্দেহ নাই ;—
কিন্তু তাহার নিকট অন্য কেহই ভক্তির পাত্র নহে।
স্মৃতি, শাস্ত্র এবং বেদ অনেক বিষয়ে পরস্পর মত বিরোধী ;—
কিন্তু সে কিছুতেই কর্ণপাত করে না।
হে জগদীশ্বর! আপনার অনুগ্রহেই সকলই সংঘটিত হইয়াছে,—
আমার অনুষ্ঠিত কিছুই নহে।
গোবিন্দ,—"বাই রাজ"।

১১। সন্ন্যাস ধর্ম্ম।

যে গৃহী * কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করে না,
যে সর্ব্বদাই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,

* অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় ভিন্ন, সাধারণ শ্রেণীর লৌকিক ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি জীবনের সাধারণ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে।

যে অকাতরে দান-ধর্ম্ম আচরণ করে,
সেই গৃহীই পূত সলিলা গঙ্গার ন্যায় পবিত্রাত্মা।
নানক,—"আদি গ্রন্থ", 'রামকালী রাগিনী'।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকিলে, গৃহীই হউক, আর সন্ন্যাসী হউক,—তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।
নানক,—'আদিগ্রন্থ', "আশা রাগিনী।"

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, অন্তরে উদাসী হও,—কিছুতেই লিপ্ত হইও না।
উমার দাস,—"আদিগ্রন্থ", শ্রীরাগ।

১২। জাতি।

জাতি বিচার করিও না, বিনয়াবনত হও, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে।
নানক,—"আদিগ্রন্থ," 'সারঙ্গ রাগ।'

জগদীশ্বর মানুষের জাতি বংশের বিষয় কিছুই
জিজ্ঞাসা করিবেন না;—
তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—তুমি কি করিয়াছ?
নানক,—"আদি গ্রন্থ", 'প্রভাতি রাগিনী।'

উচ্চ বংশ জাত যদি হয় নীচাশয়।
তাহার আদেশ কভু পালনীয় নয়॥
ঘৃণিত অস্পৃশ্য যদি পুণ্যবান হয়।
পাদপীঠ হয়ে তার নানক সেবয়॥
নানক,—"আদি গ্রন্থ", 'মলার রাগ।'

ব্রহ্ম হ'তে মন্ত্র-পদ্ম হয় যেই জন।
ধরা মাঝে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ॥
কহয়ে ব্রাহ্মণ সবে আছে চারি জাতি।
সবে কিন্তু হয় এক ব্রহ্মার সন্ততি॥
"উমার দাস",—"আদি গ্রন্থ", 'ভৈরব।'

মৃত্তিকা দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ;—
সেই মৃত্তিকায় কত মৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।
নানক বলেন,—কর্ম্ম অনুসারেই মানুষের বিচার হইবে,
এবং ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ না করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হইবে না।
মানব দেহ পাঁচটী উপাদানে গঠিত ;
সেই উপাদান সমষ্টির একটী উচ্চ, অপরটী নীচ,—কে বলিতে পারে ?
উমার দাস,—"আদি গ্রন্থ", 'ভৈরব।'
আমি চারিটী জাতিকে একটী জাতিতে পরিণত করিব।
আমি তাহাদিগকে "ওয়া গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিব॥
"গোবিন্দ",—"রহিত নামে", (এই অংশ
আদি গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই।)

১৩। খাদ্য।

হে নানক! ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দুইটী অধিকার ;—এক শ্রেণীর গো-জাতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন; অপর শ্রেণীর,—শূকর জাতির প্রতি আত-ক্রোধ। কিন্তু যাহারা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহানি করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ সেই সকল শিষ্যকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।
নানক,—"আদি গ্রন্থ," 'মাব'।
অকারণে প্রাণীহত্যা করা উচিত নহে ;—
তাহাকে উপযুক্ত খাদ্য বলা যায় না।
হে নানক! পাপ হইতে চিরকালই পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে ;
নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'মাব'।

১৪। ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মাত্মা প্রভৃতি।

ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরোপাসনা এবং পবিত্রাচরণই
যে ব্রাহ্মণের কার্য্য নীতি ;

বিনয় এবং সন্তোষই যাহাদের সার ধর্ম্ম ;—
সেই সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার সন্তান।
নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিলেও, তাঁহারা মুক্তির অধিকারী।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'ভোগ'।

কার্পাস,*—দয়া ; সূত্র,—সন্তোষ ; এবং সাত্তী গ্রন্থি ;—
সকলকেই ধর্ম্ম স্বরূপ জ্ঞান করা আবশ্যক।
অন্তরে এইরূপ জ্ঞান থাকিলে, উহা ধারণ কর।
ইহা কখনও ছিন্ন হইবে না ; কখনও আগুনে পুড়িবে না ;
ইহার কখনও ধ্বংস নাই, ইহা কখনও অপবিত্র হইবে না।
হে নানক! যে এইরূপ সূত্র ধারণ করে, সে ব্যক্তি
পবিত্রাত্মাগণের মধ্যে পরিগণিত।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'আশা'।

'কিন্তা'—জীর্ণ বস্ত্র বা কৌপীন পরিধান করিলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া যায় না ; দণ্ড ধারণেও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রকাশ পায় না ; ভস্ম মাখিলেই ঈশ্বরনিষ্ঠ হয় না ; মস্তক মুণ্ডনে কিংবা শিঙা বাদনে ঈশ্বরানুরক্তির পরিচয় প্রকাশ পায় না।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'সোধি'।

বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অতি কম ; বর্ত্তমান যুগে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই,—ব্রহ্মার সন্তান। (অর্থাৎ নিষ্ঠাবান এবং পবিত্রাত্মা অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই অধুনা এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

উমার দাস,—"আদিগ্রন্থ", 'বিলাওয়াল'।

নিবিড় অরণ্যকেই সন্ন্যাসিগণ আপনাদের আবাস স্থান
বলিয়া মনে করিবে।

* অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গণের যজ্ঞোপবীতের কার্পাস।

পার্থিব ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির জন্য তাহাদের অন্তর
কখনও লালায়িত হইবে না।

জ্ঞান (বা সত্যকেই-) তাহারা গুরু বলিয়া মনে করিবে।
এবং তাহাদিগকে "রজঃ-গুণি" কিংবা "সত্ত্বঃ-গুণি" অথবা "তমো-গুণি"
বলিয়া কেহ মনে করিবে না। (অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগের
স্বার্থ সাধনের জন্য সৎ-স্বভাব অবলম্বন করিবে না; অথবা
তাহারা সময় বুঝিয়া তদনুযায়ী সৎ বা অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান
করিবে না; উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা সর্ব্বদা অসদুপায়
অবলম্বনেও বিরত থাকিবে।)

গোবিন্দ,—"হাজার শব্দ"।

১৫ শিশু হত্যা।

—শিশু কন্যা হন্তাদিগের সহিত যাহাদের সংসর্গ,
আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি,—তাহাদিগকে অভিশাপ দিই।

পুনশ্চ;—

শিশু-কন্যা হননকারীর নিকট যে আহার্য্য গ্রহণ করে,
তাহার কখনও মুক্তিলাভ হয় না।

গোবিন্দ,—"রেহেৎ নামে" (গ্রন্থের অতিরিক্ত অংশ)।

১৬। সতী।

পতিতে যাহার বিলাশ নাই;—
কিন্ত বহুতাপানলে যিনি দগ্ধীভূত, তিনিই প্রকৃত সতী।

পুনশ্চ;—

পতির প্রতি অনুরক্ত রমণী, পতির সহিত
চিতানলে শয়ন করে। কিন্ত তাহার আত্মা ঈশ্বর
ভক্তিতে বিগলিত হইলে, তাহার দুঃখের অবসান লাভ
হইতে পারিত।

অমর দাস,—"আদি গ্রন্থ" সূহি।

আদিগ্রন্থের পরিশিষ্ট।

ভাই গুরুদাস ভালে কর্ত্তৃক নানকের ধর্ম্মমত প্রচার-পদ্ধতি।

এ জগতে হিন্দুদিগের চারিটী জাতি এবং মুসলমানদিগের মধ্যে চারিটী সম্প্রদায় ছিল। *

তাহারা সকলেই ঘোর স্বার্থপর, ঈর্ষাপরতন্ত্র এবং আত্মাভিমানী ছিল।

হিন্দুগণ, বারাণসী ক্ষেত্রে ও গঙ্গানদীর তীরে এবং মুসলমানগণ কাবাবায় বাস করিত।

মুসলমানগণ স্ব-ধর্ম্মোক্ত সংস্কার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিত; অন্য পক্ষে হিন্দুগণ যজ্ঞোপবীত এবং তিলক ধারণ করিয়া আপনাপন ধর্ম্ম সমর্থন করিত।

হিন্দুগণ রামকে উপাসনা করিত; মুসলমানগণ রহিমের প্রতি অনুরক্ত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান, রাম এবং রহিমকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিত বটে; কিন্তু উভয় জাতিই উপাসনা প্রণালী জানিত না; তাহারা পথ হারাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল।

সেই জন্য বেদ এবং কোরাণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রলোভন বশতঃ তাহারা সংসারজালে আবদ্ধ হইতে লাগিল।

---

* সৈয়দ, শেখ, মোগল এবং পাঠান প্রভৃতি মুসলমানদিগের চারিটি জাতি, এস্থলে চারিটী সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; এবং হিন্দুদিগের চারিটী জাতি বা বংশের সহিত তাহাদের তুলনা করা হইয়াছে। বস্তুত, সাধারণতঃ কথিত হয়,—মুসলমানদিগের চারিটী জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ তুলনা 'হারাম-ই-চহ্ মাজহাব' স্বরূপ। মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা নিষিদ্ধ।

এক দিকে সত্য পড়িয়া রহিল; ব্রাহ্মণ এবং মোল্লাগণ অন্য দিকে সত্য-ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ,—তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল; সুতরাং তাহারা কেহই মুক্তিলাভে সমর্থ হইল না।

জগদীশ্বর (সত্য বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে) অভিযোগ শুনিতে পাইয়া, নানককে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

নানক পৃথিবীতে আসিয়া এক প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন যে, শিষ্যগণ গুরুর পদপ্রক্ষালন করিয়া সেই পাদোদক পান করিবে।

নানক প্রতিপন্ন করিলেন,—কলি যুগে 'পর ব্রহ্ম' এবং 'পরম ব্রহ্ম' উভয়ই এক,—

যে প্রাণী এই পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছে, তাহার চারিটী পদ, বিশ্বাস ভিত্তিতে নির্ম্মিত, বা বিশ্বাসই তাহার চারিটী পা।

এইরূপে চারিটী জাতি পরস্পর মিলিয়া একত্রিত হইল,—তাহারা জাতি ভেদ ভুলিয়া গেল;

উচ্চ ও নীচ তখন সমান হইল; শিষ্যদিগের মধ্যে গুরুপদ প্রক্ষালনের এবং গুরুপদে নমস্কারের প্রথা, নানক এ পৃথিবীতে প্রবর্ত্তন করিলেন। *

মানব প্রকৃতির বিপরীতাচরণে, গুরুপদ শিষ্যের মস্তকোপরি স্থাপিত হইত।

এই কলি যুগে নানকই মানবের মুক্তি বিধান করিয়াছেন; একমাত্র সত্যনামের ব্যবহারে তিনিই মনুষ্যকে প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন।

* আকালিগণ আজি পর্য্যন্ত এই প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে।

এই কলিযুগে মানুষকে মুক্তিদান করিতেই নানক এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

টীকা।—গ্রন্থের অন্তর্গত ভাই গুরুদাস প্রণীত উপরোক্ত অংশ এবং আরও অনেকানেক অংশ, ম্যালকম কৃত "শিখদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ "নামক গ্রন্থের ১৫২ এবং তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সমূহে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। (See Malcolm's "Sketch of the Sikhs" p. 152 &c) এস্থলে সেইগুলির সঠিক অনুবাদ প্রকাশের জন্ত যেরূপ চেষ্টা করা হইল, কিঃ ম্যালকমের গ্রন্থোক্ত সেই সেই অংশের অনুবাদ এরূপ সঠিক নহে।

এই গ্রন্থে ৪০টী অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় বিভিন্ন কবিতাছন্দে বিরচিত। এ গ্রন্থখানি, নানকের সম্পর্কীয় বহু গল্পের আধার; শিখজাতি সেই সকল গল্প পাঠ করিতে অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একটী গল্পের বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

নানক পুনরায় মক্কা গমন করেন; তাঁহার পরিধানে শ্রীকৃষ্ণের বসনের ন্যায় একখানি পীতবসন ছিল।

তাঁহার হস্তে যষ্টি, এবং পার্শ্বে কতকগুলি গ্রন্থ ছিল ; মৃৎপাত্র, বাটী বা পেয়ালা এবং মাদুরও নানক সঙ্গে লইয়াছিলেন।

যেখানে তীর্থযাত্রিগণ আপনাপন শেষ তীর্থ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল, নানক সেইখানে উপবেশন করিয়াছিলেন।

রাত্রিকালে তিনি যখন পা দুখানি ছড়াইয়া নিদ্রা যান, তখন তাঁহার পা দুখানি মন্দিরের সম্মুখদিকে হইয়া পড়ে।

জিউয়ান তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বলিল,—এ কি! কোন্ বিধর্ম্মী কাফের জগদীশ্বরের দিকে পা ছড়াইয়া দিয়া আজ এখানে নিদ্রা যাইতেছে ?

—নানক তখন সেই জিউয়ানের পা ধরিয়া তাহাকে এক দিকে

নিক্ষেপ করিলেন; তাহার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা সহরও ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তখন নানক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচারিত হইলেন।

সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গুরু গোবিন্দের ধর্ম্মপ্রচার-পদ্ধতি।

['বিচিত্র নাটক' হইতে এই অংশ সংগৃহীত। চব্বিশ অবতারের শেষ অবতার এবং তৎপরবর্ত্তী দেবী মাতের সম্বন্ধে কতকাংশ, চব্বিশ অবতারের বর্ণনা হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।]

টীকা।—ক্ষত্রিয় জাতির "সোধিও" এবং বেদী" নামক দুইটী শাখা সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটী অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই দুইটী সম্প্রদায় এক সময়ে পঞ্জাবে রাজত্ব করিত; লাহোর এবং কাশুর তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহারা রামের পুত্রদ্বয়, লব এবং কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত। দশরথ, রঘু, সূর্য্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের বংশপর্য্যায় গণনা করিয়া, রামচন্দ্র আপনাকে আদিম রাজা কালসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে, এই গ্রন্থ কেবল প্রতিজ্ঞা বা ভবিষ্যবাণী সমূহে পরিপূর্ণ। কলিযুগে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া 'বেদিদিগের' প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন এবং যখন চতুর্থ বার অবতার গ্রহণ করিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন, তখন 'সোধি' বংশে তাঁহার জন্ম হইবে,—এইরূপ বহু গল্প বা ভবিষ্যবাণী এই অংশে সন্নিবিষ্ট আছে।

"পঞ্চম অধ্যায়" (মর্ম্ম)—ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রের ন্যায় কদাচারী হইয়া উঠিল; ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। শূদ্রগণও এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের স্থান অধিকার করিতে লাগিল,—ব্রাহ্মণের ন্যায় কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিল, এবং বৈশ্যগণ, ক্ষত্রিয়দিগের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করিল। যথাসময়ে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে

আপনার একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইল বটে; কিন্তু পুনরায় তিনি অঙ্গদরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দ্বিতীয় বার তাঁহার উমার দাস রূপে দেহ ধারণ এবং পরিশেষে তৃতীয় বার রাম-দাসরূপে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ,—এ সকল বিষয় তিনি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর "সোধি" সম্প্রদায়ের মধ্যেই গুরু-পদ বংশানুগত হইল। এইরূপে নানক আর কোন বেশ বা মানব দেহ ধারণ করেন নাই; একটী প্রদীপ হইতে যেমন অপর আর একটী প্রদীপের উৎপত্তি; সেইরূপ নানক হইতেই সকলের উৎপত্তি। প্রকাশ্যতঃ গুরু চারিজনই ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরু নানকের আত্মা, প্রত্যেক গুরুদেহে বর্ত্তমান থাকিত। রামদাস পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র অর্জ্জুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পর্য্যায়ক্রমে,—হর গোবিন্দ, হর রায়, হরকিষেণ এবং তেগ বাহাদুর, শিখদিগের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ধর্ম্মের জন্য জিজীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন; মুসলমানগণ তাঁহাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিয়াছে।

"ষষ্ঠ অধ্যায়" (মর্ম্ম)—যেখানে পাণ্ডু বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন, সেই সপ্ত সুরিঙ্গী বা গিরিশৃঙ্গের সন্নিকটে 'হেমকুণ্ড' নামক স্থানে, গুরু গোবিন্দ সিংহের মুক্ত (অশরীরি) আত্মা ঈশরোপাসনায় রত ছিল। পরিশেষে গোবিন্দের সানুনয় প্রার্থনায়, তাঁহার আত্মা জগদীশ্বরে বিলীন হইয়া গেল। (তাঁহার মুক্তিলাভ হইল,—তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিতে হইল না।) গুরুর আর গুরুর পিতা-মাতাও সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেন; ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতিও কৃপা কটাক্ষপাত করিলেন। পরিশেষে জগদীশ্বর সেই সপ্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে গোবিন্দের আত্মাকে আনয়ন করিয়া, মানব দেহ ধারণের জন্য আত্মার প্রতি আদেশ করিলেন।

এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না,

ঈশ্বর চরণে আমার মন গভীর ধ্যান মগ্ন ছিল ;

কিন্তু জগদীশ্বর পরিশেষে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

ঈশ্বর বলিলেন,—'যখন মানুষের সৃষ্টি হয়, তখন পাপী ব্যক্তিদিগের শাস্তি বিধানের জন্য দৈত্যগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈত্যগণ প্রভূত বলশালী হইয়া উঠিল, তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইল। অতঃপর দেবতাগণের জন্ম হয় ; কিন্তু তাঁহারা, শিব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া মানবজাতির মধ্যে আপনাপন পূজার প্রথা প্রবর্তিত করেন। অতঃপর সিদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহারা ভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। পরিশেষে গোরক্ষনাথ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ; বহুসংখ্যক রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এইরূপে তৎকর্তৃক 'যোগী' নামে একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গোরক্ষনাথের পর, রামানন্দের আবির্ভাব। তিনি আপনার প্রথা অনুসারে "বৈরাগী" নামক একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি সমগ্র আরবের অধিপতি হইয়াছিলেন। তৎকর্তৃক একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শিষ্যগণকে তিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠান হইল, তাহারা সকলেই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা আপনাপন প্রথা প্রবর্তন করিল, এবং সেই সকল কু-প্রথার অনুসরণে মানবজাতি কু-পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। ঐ নির্ব্বোধ মানুষকে কেহই সৎপথ প্রদর্শন করিত না,—কেহই তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। হে গোবিন্দ! সেই জন্যই আমি আজ তোমাকে আহ্বান করিতেছি। এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে গমন করিয়া, একই সত্য ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার কর; এবং যাহারা [illegible]

হইয়া বিপথগামী হইয়াছে, সেই মানবজাতিকে তুমি সৎপথে পরিচালিত কর।" ঈশ্বরের সেই আজ্ঞানুসারেই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছি; তাঁহারই আদেশে একটী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে আমি এই সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান বা প্রচলিত নীতি-প্রথা প্রবর্ত্তন করিলাম। কিন্তু যে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে, আমি তাহাকে নরকের ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিব; কারণ আমাতে ও জনসাধারণে কোনই প্রভেদ নাই; আমিও যেমন, সাধারণ মনুষ্যও তেমনই। আমি সেই পরম পিতার অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশলের একজন দর্শক মাত্র।

[অতঃপর গোবিন্দ প্রচার করিলেন,—হিন্দু এবং মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর; হিন্দুধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্ম মিথ্যা। যোগিগণ, এবং পুরাণ ও কোরাণ-পাঠক সকলেই প্রতারক। মূর্ত্তি,—মৃৎ মূর্ত্তি বা প্রস্তর মূর্ত্তির উপাসনায় কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। গোবিন্দ বলিলেন—'সকল ধর্ম্মই কলুষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী সকলেই সমভাবে অসৎপথ প্রদর্শন করিয়াছে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অপরাপর জাতির উপাসনা পদ্ধতিও বৃথা ও অকিঞ্চিৎকর: ধর্ম্মগ্রন্থ বা পুঁথিপত্রে ঈশ্বর নাই; যাহারা এ কথা বলে করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে নিপতিত হইবে। একমাত্র সত্যনিষ্ঠ এবং বিনয়ী হইলেই ঈশ্বর লাভ হয়।"

"ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে, ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, গোবিন্দের যুদ্ধাদি সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়: বাদশাহের সৈন্য এবং পার্ব্বত্য রাজাদিগের সহিত গোবিন্দ যে সকল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে প্রধানতঃ তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।]

"চতুর্দ্দশ অধ্যায়," (ধর্ম্ম)।—হে জগদীশ্বর! আপনি সদা সর্ব্বদা উপাসকগণকে অসৎ পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন,—তাহাদিগকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; আপনি পাপীদিগের প্রতি কঠোর

শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। আপনি আমাকে অনুরক্ত দাস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আপনি নিজেই আমাকে পালন করিতেছেন। হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমি এ পৃথিবীতে আসিয়া আপনার শক্তিচাতুর্য্য সম্বন্ধে যাহা পরিদর্শন করিলাম এবং আপনার মহিমা সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সকলই আমি আজ আপনার অনুগ্রহে বর্ণন করিব। ঈশ্বরের করুণা বলে, আমি পূর্ব্ব জন্মে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও এক্ষণে সাধারণের গোচরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, হে জগদীশ্বর! সর্ব্ব সময়েই আপনি আমার প্রতি করুণা-কণা বর্ষণ করিতেছেন। 'তো' (তোঁহই) আমার রক্ষাকর্ত্তা। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি সবল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমি যাহা পরিদর্শন করিয়াছি, সে সকলই আমি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিব। আমি মানবকে সকল বিষয়ই বুঝাইয়া দিব।

চব্বিশ অবতার হইতে কতকগুলি মর্ম্ম।

"কল্কী," (শেষ ভাগ)—অবশেষে কল্কী খুনোধ বলশালী এবং অহঙ্কার যুক্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে জগদীশ্বর কুপিত হইয়া, অপর আর একজন যোদ্ধা সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রবল এবং পরাক্রমশালী মেহেদী মীরের সৃষ্টি হইল। মেহেদী মীর কল্কীর ধ্বংস-সাধন করিয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে; তিনিই সর্ব্ব বিষয়ের অধিকারী। এইরূপে চব্বিশ অবতারের অবসান হইল।

"মেহেদী মীর"।—এইরূপে কল্কী ধ্বংসমুখে নিপতিত হইলেন। কিন্তু জগদীশ্বর সর্ব্ব সময়েই অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; কলিযুগের শেষ ভাগে বা অবসানে সকলই ঈশ্বরে বিলীন হইবে।* যখন মেহেদী মীরের নিকট পৃথিবী পরাজয় স্বীকার করিল,—মেহেদী মীর যখন পৃথিবী

* নিজ জোত বা জোত সামান।

অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার মনে কিছু অভিমানের সঞ্চার হইল। তিনি প্রভুত্ব-ক্ষমতা এবং মহত্ত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিলেন; সকলেই তাঁহার নিকট অবনত মস্তক হইল। তিনি আপনাকে সর্ব্ব শক্তিমান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন;—তাঁহার মন হইতে ঈশ্বরের সত্তা তিরোহিত হইল। মেধা দাস বিস্মৃত হইলেন,—তিনি সর্ব্ব-ভূতে এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর সেই নির্ব্বোধকে আক্রমণ করিলেন। জগদীশ্বর অদ্বিতীয়; ঈশ্বর এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সর্ব্বদা সর্বত্র,—জলে, স্থলে, মৃত্তিকাগর্ভে, পাতালে, সকল স্থানেই বিদ্যমান। যে ব্যক্তি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানে না, সে অসংখ্যবার এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে। অবশেষে সর্ব্বশক্তি-মান মেধা দাসের মনুষ্যত্ব শক্তি অপহরণ করিয়া লইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিনাশ করিলেন।

জগদীশ্বর প্রথমে একটা ক্ষুদ্রাকার কীটাণু সৃষ্টি করেন;
যেই কীটাণু মেধার কর্ণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া,
তথায় বাস করিতে থাকে:—
মেধা দাসের কর্ণে কীটাণু প্রবিষ্ট হওয়ায়,
মেধা দাস সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিল।

চতুর্থ পরিশিষ্ট।

কল্পিত বা উপন্যাসোক্ত সম্রাট কেরংের প্রতি নানকের
উপদেশপূর্ণ অথচ তিরস্কার-ব্যঞ্জক পত্র ; এবং
শিখগণকে নির্দ্ধারিত পথে পরিচালনার্থ
গোবিন্দ প্রবর্ত্তিত নির্দ্দিষ্ট
নিয়মাবলী।

টীকা।—কেরংকে যে দুইখানি লিপি লিখিত হয়, তাহা নানক লেখেন, ইহাই সাধারণ সংস্কার। প্রথম পত্রের নাম,—"নাসিহুত নামে" অর্থাৎ তিরস্কার ব্যঞ্জক এবং উপদেশ পূর্ণ পত্র। দ্বিতীয় পত্রের নাম,—"নানকের উত্তর ; তাহা নানকের মুখনিসৃত বলিয়াই ব্যক্ত। কেরং নাম সম্ভবতঃ এশিয়া এবং ইউরোপের প্রথিতযশা "হারুন এল রসিদ" নামের অপভ্রংশ। নানক সম্বন্ধে উভয় রচনাই কাল্পনিক এবং ইহা শেষ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিরচিত বলিয়া বোধ হয়।

গোবিন্দের দুই খানি পত্রের নাম,—"রেহেৎ নামে" অর্থাৎ নিয়মাবলীর পত্র এবং "টাংখনামে" অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় পত্র। সাধারণকে সৎপথে পরিচালনের উপযোগী করিয়া ইহা লিখিত। ব্যক্তিবিশেষের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য, অথবা কোন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাকারীর সংশয় অপনোদন মানসে, ইহা লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দ স্বয়ং যে ইহার রচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাতে গোবিন্দের মতামত অথবা শিখ-ধর্ম্মের নীতি-সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

১। নাসিরুত ‑ ‑ মে অর্থাৎ ধনসম্পত্তিপূর্ণ চল্লিশটি রাজধানী সহরের প্রতাপান্বিত সম্রাট কেরণের প্রতি নানকের পত্র।

মানুষ একাকী আসে, একাকী যায়।
মানুষ যখন চলিয়া যায়, কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না ;—
(কিম্বা তাহার কোন সাক্ষ্য থাকে না।)
হিসাব নিকাশের সময় সে কি উত্তর দিবে ?
যদি তখন সে কেবল অনুতাপ করে,
তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

কেরণ ভক্তি দেখাইতেন না ; তিনি কোন ধর্ম্মে বিশ্বাসও করিতেন না ; ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না ; তিনি কোন ধর্ম্মও মানিতেন না। ন্যায়বান হইয়া তিনি শাসন করেন নাই, ইহা পৃথিবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত।

তিনি শাসনকর্ত্তা নামে অভিহিত হইতেন ; কিন্তু তিনি সুশাসন করিতেন না। তিনি কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে রত থাকিতেন ;—তিনি যেন সেই মোহ-ফাঁদে বিজড়িত হইয়াছিলেন।

তিনি পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ; নরকাগ্নি তাঁহাকে দাহিত করিবে।

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

মানুষের সৎকার্য্য করা উচিত। তাহা হইলে, তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে না।

অনুতাপ করিও ; কিন্তু অত্যাচার করিও না।

অন্যথা, কবরের মধ্যেও নরকাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবে।

অবিশ্বস্ততা, পুণ্যাত্মা, পা এবং পাঁ, কাহারও কোন নিদর্শন
এ পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকে না;
কারণ মনুষ্য মাত্রেই উড্ডীয়মান বিহঙ্গের চঞ্চল ছায়ার ন্যায় নশ্বর।

* * * *

চল্লিশটী ধনভাণ্ডারের অধিপতি হইয়া তুমি মনে মনে কতই অহঙ্কার কর;—তুমি কেবল ভোগসুখেই মত্ত; কিন্তু তুমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষা কর না। হে মানব! ঐ দেখ, কেমন সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হইল।

হে নানক! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর,
এবং এক ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া থাক।

২। মদিনার অধিপতি কেরণের প্রতি নানকের উত্তর:

প্রথমতঃ নানক মক্কায় গমন করেন;
পরে, তিনি মদিনা দর্শন করিতে যান;
মক্কা এবং মদিনার অধিপতি কেরণ,
নানকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া,
নানকের শিষ্যত্ব লাভ করেন।

যখন নানক প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন,
তখন সেই ভাগ্যবান কেরণ তাঁহাকে বলিলেন,—
"এক্ষণে আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী;
কিন্তু আপনি আবার কবে এখানে ফিরিবেন?"

তাহাকে গুরু উত্তর করিলেন,—
"যখন আমি দশম বার মানব-দেহ গ্রহণ করিব,
তখন আমি গোবিন্দ নামে পরিচিত হইব;
তখন শিখগণ কেহই মস্তক মুণ্ডন করিবে না;
তাহারা সকলেই বিশুদ্ধ সিংহ আখ্যা "খালসা" গ্রহণ করিবে।

তখন 'খালসা' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে,

এবং সকলেই 'গুরুর জয়'!—এই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিবে।

তখন জাতিভেদ থাকিবে না,—চারি জাতি এক হইবে;

তখন সকলেরই অঙ্গ পাঁচখানি অস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিবে।

কলিযুগে তাহারা সকলেই নীলবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে;

তখন দেখিবে,—'খালসা' নাম সর্ব্বত্রই বিরাজমান।

আরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে,

সেই খালসার অভ্যুত্থানে সকলেই চমৎকৃত হইবে।

তখন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে,

অনন্তকাল সেই যুদ্ধ চলিবে; তাহার বিরাম হইবে না।

প্রতি বৎসর সেই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে।

তখন সকলেরই অন্তরে গোবিন্দ নাম বিরাজ করিবে;

অনেকেই মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিবে,—

তখন 'খালসা' সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে।

প্রথমতঃ, পঞ্জাবে শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা;

সমগ্র পঞ্জাব শিখদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইবে;

তখন দেখিবে হিন্দুস্থান এবং উত্তর খণ্ডে

খালসার আধিপত্য বিরাজমান।

পরিশেষে অপরাপর দেশও তাহারা অধিকার করিয়া লইবে।

পশ্চিম প্রদেশ তাহাদের নিকট মস্তক অবনত করিবে।

তৎপর শিখগণ খোরাসানে প্রবেশ করিলে,

কাবুল এবং কান্দাহার তাহাদের পদানত হইবে।

তার পর তখন ইরাণ * অধীনতা স্বীকার করিবে,

---

* প্রাচীন কালে পারস্য দেশ, ইরাণ নামে পরিচিত ছিল।

সেই সময়ে আমি পুনরায় মক্কায় আসিব,
এবং তখনই শিখগণ মদিনা আক্রমণ করিবে।
তখন আনন্দের আর অবধি থাকিবে না,
সকলেই "গুরুর জয় হউক" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিবে ;
সর্ব্বত্র ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পদদলিত হইবে ;
পবিত্র "খালসা" উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিবে ;
পশু, পক্ষী, সরিসৃপ সকলেই (ঈশ্বর সম্মুখে) কম্পিত হইবে.
স্ত্রী, পুরুষ সকলেই তখন অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে।
স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল,—সকলই ঈশ্বরের নিয়ম অনুসরণ করিবে।
গুরু কৃপা লাভ করিয়া মনুষ্যমাত্রেই তখন সুখী হইবে।
খালসাতেই তখন সমস্ত ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে ;
তখন পৃথিবীতে আর কোন ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান রহিবে না।
তখন সর্ব্বত্র সকলেই 'ওয়া হ গুরু' শব্দ উচ্চারণ করিবে,—
দুঃখ যন্ত্রণা সকলই অন্তর্হিত হইবে।
ঈশ্বরের নিকট হইতে নানক যে সাম্রাজ্য পাইয়াছেন,
কলিযুগে সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে॥
তখন আমি শঙ্কাহীন অবস্থায় ঈশ্বরের সম্মুখে নিপতিত হইব ;
হে ঈশ্বর! তোমার দাস নানক, তোমার বিধান
কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে।

৩। গুরু গোবিন্দ প্রণীত 'রেহেত নামে'।

(কোন কোন অংশের সার সংগ্রহ এবং কোন কোন অংশের
মর্ম্ম এস্থলে প্রদত্ত হইল।)

খালিসাই [illegible] জয় নিশ্চিত ; [illegible] ([illegible]
[illegible] যাদের সাথে থাকে) [illegible] শিখদের নিকট প্রিয়।
[illegible] শিখদের [illegible] বলিয়া

ছিলেন যে, নানকের অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম-মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তজ্জন্য এক্ষণে 'রেহেত' (বা বিধি-বিধান) প্রণয়নের আবশ্যক।

যে শিখ মস্তকোপরি পাগড়ী (টুপি) * পরিধান করে,
সে জলগণ্ড পীড়ায় সাত বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
আর যে ব্যক্তি সূত্র গলায় দেয়, সে ব্যক্তি
অনন্ত নরকের পথে প্রধাবিত।

[আহারের সময় উষ্ণীষ পরিত্যাগ করা; মিনা, মাসান্দি ও কুড়ি-মার (শিশু-হত্যারক) দিগের সংসর্গে থাকা; এবং স্ত্রীলোকের সহিত সতরঞ্চ খেলা ;—স কলই নিষিদ্ধ। শিখদিগকে এ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গুরুর নাম উচ্চারণ না করিয়া, কোন স্তোত্র পাঠ করিবে না: যে ব্যক্তি গুরু বাক্য অবহেলা করে, এবং বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত শিষ্যের কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হয়, সে নিশ্চয়ই ম্লেচ্ছপদবাচ্য।

যে শিখ গুরুর 'হুকুম নামে' অর্থাৎ পূজোপহার এবং চাঁদা প্রদান

---

* প্রধানতঃ এস্থলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। হয়তো পূর্ব্বে যে সকল মুসলমান 'করোচী' টুপি ব্যবহার করিত, তাহাদের প্রতিও কতকটা লক্ষ্য আছে। এক্ষণে সেই সকল মুসলমান, সেই 'করোচীর' ন্যায় কোন বৃত্তাকৃতি আবরণের চতুর্দ্দিকে তাহাদের সেই শিরস্ত্রাণ জড়াইয়া রাখে। এতদ্ব্যতীত টুপির প্রতি শিখ জাতি যে ঘৃণা প্রকাশ করিত, শিখগণের সে ঘৃণার ভাব এক্ষণে আর নাই; অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় তাহারাও ইংরাজদিগের টুপির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলিয়া, শিখ জাতির সে পূর্ব্ব ঘৃণা এক্ষণে অনেকাংশে বিলীন হইয়াছে।

ব্যক্তিই গুরু গোবিন্দের আদরণীয়; গোবিন্দ সেই শিখকেই সমাদর করিবেন। যে শিখ, তাহার স্বজাতীয় অপর আর একজন শিখকে আহার্য্য প্রদান করে, তাহার উপরই গুরুর চির অনুগ্রহ বর্ত্তমান থাকিবে।

১৭৫২ সম্বতের (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে) এই মাঘ বৃহস্পতি-বার কৃষ্ণপক্ষে এই নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি এই সকল উপদেশ পালন করিবে, সেই ব্যক্তিই গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্য—শিখপদবাচ্য: গুরুর আজ্ঞাও গুরুর ন্যায় পালনীয়। ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।]

৪। "টাঙ্কা নামে",—দণ্ডনীতি বা দণ্ডবিধি, অথবা শিখদিগের প্রতি কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা।

(সার-মর্ম্ম।)

ভাই নন্দলাল কোন সময়ে গুরুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; সেই প্রশ্নের উত্তরে এই অংশ লিখিত হয়। ভাই নন্দলাল, গুরু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিখজাতির পক্ষে কি কি বিধেয়, এবং কি কি পরিত্যাজ্য?

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিখ-জাতির পক্ষে কোন কোন কার্য্য বিধেয় এবং কোন কোন বিষয় পরিত্যাজ্য। তখন গুরু তাঁহাকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন,—শিখদিগের এইরূপ কার্য্য করা উচিত;—শিখদিগের মন সর্ব্বদা ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিবে; তাহারা দান-ধর্ম্মাচরণ করিবে এবং পবিত্রাত্মা হইবে (নাম, দান, স্নান)। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রত্যূষে কোন ধর্ম্মাধিকরণে গমন করে না, কিংবা কোন পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভে বিমুখ হয়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাপী। নিদ্রাভঙ্গ হইবার পর যে (প্রত্যূষে) স্নান দান না করে, তাহার পাপ অনন্তকাল স্থায়ী। জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। উপাসনাতে, কিংবা স্তোত্র পাঠ সমাপন করিয়া, যে ব্যক্তি অতি সত্বরে, অবিলম্বে শয্যা (গৃহাদি দ্বিধাবিভক্ত হয়)

সেই ব্যক্তিই পুণ্যাত্মা। ঐকান্তিকতা সহকারে প্রত্যেক আগন্তুককেই সমভাবে (কড়াপ্রসাদ অর্থাৎ খাদ্য) দান করিতে হইবে। ময়দা, শর্করা এবং নবনীত তুল্যাংশে মিশ্রিত করিয়া সেই প্রসাদ প্রস্তুত করিবে। প্রসাদ-প্রস্তুতকারী প্রথমে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া, কৃতাহ্নিক হইবে; পরে সেই প্রসাদ রন্ধনকালে সর্ব্বদা "ওয়া গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিবে। সেই প্রসাদ প্রস্তুত শেষ হইলে, তাহা একটী লোহাকৃতি পাত্রে রাখিতে হইবে।

যে শিখ, তুর্কদিগের মনোযোগে কবচ তিলকাদি ধারণ করে, অথবা যাহার চরণ দ্বারা লৌহ স্পৃষ্ট হয়, সেই শিখ নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে। যে ব্যক্তি (মুসলমানের) রক্ত এবং পীত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে; কিংবা নস্য (নিশ্বর) গ্রহণ করিবে, তাহার নরক যন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী।*

যে ব্যক্তি, প্রতিবেশী ভ্রাতৃগণের মাতা কিংবা ভগ্নীর প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, অথবা কামকটাক্ষপাত করে,—যে ব্যক্তি আপন অবস্থানুযায়ী উপযুক্তরূপে কন্যার বিবাহ না দেয়,—যে ব্যক্তি আপনার ভগ্নী বা কন্যার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে,—যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পীড়ন করে, অথবা তাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়া লয়,—এবং যে তুর্ককে সম্মান করে,—সে ব্যক্তি দণ্ডার্হ।

---

* তামাক ব্যবহার সম্বন্ধে একমাত্র এই নিষেধাজ্ঞাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শিখদিগের প্রচলিত নীতি অনুসারে অধুনা সর্ব্বপ্রকার তামাক ব্যবহারই নিষিদ্ধ। পেশোয়ার এবং কাবুলের কতকগুলি আফগান নস্য ব্যবহার করে; কিন্তু ভারতবাসীর নিকট আজিও সে প্রথা সম্পূর্ণ নূতন;—ভারতবাসী আজ পর্য্যন্তও কোনরূপে নস্য ব্যবহার করিতে শিখে নাই।

শিখগণ তাহাদের কেশ বিন্যাস করিবে; এবং দিনে দুইবার তাহাদের শিরস্ত্রাণ বা উষ্ণীষ খুলিয়া রাখিবে, এবং দুই বার পরিধান করিবে। প্রত্যেক শিখেরই দুইবার মুখ প্রক্ষালন করা কর্তব্য।

সকল প্রকার দ্রব্যেরই দশমাংশ গুরুর নামে সমর্পণ করিতে হইবে। দান-ধর্ম্মাচরণ করা আবশ্যক।

প্রত্যেক শিখ শীতল জলে স্নান করিবে। 'জপ' পাঠ না করিয়া কোন শিখ আহার করিবে না। প্রাতে 'জপ', অপরাহ্নে 'রাই রাস' এবং বিশ্রামে বা শয়নের পূর্ব্বে 'সোহিল' পাঠ, শিখদিগের সর্ব্বথা কর্তব্য।

কোন শিখই প্রতিবাসীর নিন্দা করিবে না; প্রতিবাসী ও জাতির সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করা, শিখ জাতির পক্ষে পাপজনক। অতি সতর্কতার সহিত প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে হইবে।

তুর্ক জাতির নিকট হইতে শিখগণ কোন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; শিখ জাতির পক্ষে তাহা অবিধেয়।

যে ব্যক্তি আপনাকে সাধু (বা পবিত্রাত্মা) বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সেই শিখ দৃঢ়রূপে আপনার অভিব্যক্তি অনুসারে কার্য্য করিবে,— সেই অভিব্যক্তি অনুযায়ী আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হইবে।

যাত্রাকালে, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এবং ভোজনের সময় প্রথমে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে হইবে; ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কিংবা ঈশ্বরকে না ডাকিয়া, কোথাও গমন করিবে না, কোন কার্য্যারম্ভ করা উচিত নহে, কিংবা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না।

শিখ মাত্রেই আপনাপন ধর্ম্মপত্নীর সংসর্গ উপভোগ করিবে। তাহারা কখনও পর-স্ত্রী-সংসর্গ করিবে না।

যে ব্যক্তি অনাথ দরিদ্রকে কোনরূপ সাহায্য করে না, সে কখনও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরোপাসনা অবহেলা করে, পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণকে সম্মান

করে না; যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কিংবা গুরুনিন্দা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি কদাচ শিখপদবাচ্য নহে।

প্রতিদিন যাহা অর্জ্জন বা সঞ্চয় হয়, তাহার নির্দ্দিষ্ট কতকাংশ ঈশ্বরের নামে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐকান্তিকতা সহকারে এবং সত্য ধর্ম্মে নির্ভর করিয়া সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হইবে।

নিশ্বাসে বা ফুৎকারে অগ্নি নির্ব্বাপিত করা উচিৎ নহে; কিংবা যে জলের কতকাংশ পান করা হইয়াছে, সে জল সেচন দ্বারাও অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে না।

আহারের পূর্ব্বে গুরু নাম উচ্চারণ করিবে। বারবণিতার সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গুরু-ত্যাগী হইয়া কখনও অপরের মতানুবর্ত্তী হইও না। কোন শিখেরই নগ্ন দেহে থাকা উচিত নহে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া কখনও কোন শিখ অবগাহন করিবে না। উলঙ্গ অবস্থায় খাদ্য বিতরণ একেবারে নিষিদ্ধ।* শিখদিগের মস্তক সর্ব্বদা আবৃত থাকিবে।

যাহার মুখ হইতে কখনও অসত্যবাণী নিঃসৃত হয় না,
শত্রু মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়,
দান-ধর্ম্মাচরণই যাহার একমাত্র কার্য্য,
খাঁ জাতিকে বিনাশ করাই যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত,
সেই ব্যক্তি প্রকৃত শিখ পদবাচ্য।
যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়,
"কর্ম্ম" † ভস্মীভূত করা যাহার কার্য্য,

---

* হিন্দু জাতীয় যোগী পুরুষগণ খাদ্য বিতরণ সময়ে যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকেন, এস্থলে তৎপ্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের আচার-পদ্ধতি ঘৃণা করে।

যে ব্যক্তি কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হয় না, *
কিবা রাত্রি, কিবা দিন,—সর্ব্ব সময়েই যে জাগ্রত,
গুরু বাক্যে যে ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করে,
পরাজিত হইয়াও যে কখনও ভীত বা নিরুৎসাহিত হয় না,
সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিখপদবাচ্য।
স্থাবর, জঙ্গম সকলই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি মনে করিয়া,
কাহারও প্রাণে ব্যথা দিও না।
এ আদেশ অন্যথা করিলে, ঈশ্বর আপনিই অসন্তুষ্ট হইবেন।
যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পালন করে,
যে পাপ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,
ঈশ্বরই যাহার একমাত্র অবলম্বন,
যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জনে যত্নবান্, ‡
সেই ব্যক্তিই খালসার অন্তর্ভুক্ত।
ঈশ্বরের প্রতি যাহার ঐকান্তিক ভক্তি,
এ সংসারে যাহার কোনরূপ বন্ধন নাই,
যুদ্ধ ঘোটক আরোহণ করাই যার প্রকৃতি,
যুদ্ধই যাহার একমাত্র ব্যবসায়,
যাহার দেহ সর্ব্বদা অস্ত্র-শস্ত্রে সুশোভিত থাকে,

---

* আরবী ভাষায় "আয়ার" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত হিন্দী ভাষার "আয়াস" শব্দের অনেকাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি কোন সিদ্ধ পুরুষ বা অন্য কাহারও আশ্রিত বলিয়া সেই ভাব প্রকাশ করে। কোন সাধক এবং তাঁহার অনুচরগণের পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধুত্বের বা অধীনতার ভাব থাকে, সেই অধীনতার বা বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশের জন্যও সেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

‡ পারিভাষিক অর্থে,—যে ব্যক্তি কোন রাজ্যে বাস করে।

তুর্ক নিধন করাই যাহার জীবনের ব্রত,
ধর্ম্ম প্রচার করাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য,
যে আপনার সর্ব্বস্ব—মস্তক প্রদানেও কুণ্ঠিত হয় না,
সেই ব্যক্তিই 'খালসার' প্রকৃত সন্তান।
ঈশ্বরের নাম সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে;
কেহই ঈশ্বরকে নিন্দা করিবে না;
পর্ব্বত কন্দর, নদী-গর্ভ, ঈশ্বরের নামে প্রতিধ্বনিত হইবে।
যাহারা ঈশ্বরোপাসনা করে, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিবে।
হে নন্দলাল! যাহা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর;
আমি আমার নিজের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিব,
চারি জাতি পরস্পর মিলিয়া এক জাতি হইবে,
সকলকেই "ওয়া গুরু",—এই স্তোত্র পাঠ করিতে শিখাইবে।
গোবিন্দের শিষ্য শিখগণ সকলেই অশ্বারোহণে যাতায়াত হইবে,
তাহাদের হস্তোপরি সর্ব্বদা বাজ পক্ষী থাকিবে,
(অর্থাৎ তাহাদের সন্ধান অব্যর্থ হইবে।)
তুর্কগণ তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিবে।
এক একজন শিখ সহস্র সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হইবে;
এইরূপে যাহার মৃত্যু হইবে, সেই ব্যক্তিই অনন্ত সুখের অধিকারী।
প্রত্যেক শিখের সিংহদ্বারে সুসজ্জিত হস্তী
এবং বর্শা হস্তে অশ্বারোহী দণ্ডায়মান রহিবে,
তখন সেই সিংহদ্বারের উপরিভাগে সুমধুর
সঙ্গীত ধ্বনি হইতে থাকিবে।
যখন সহস্র সহস্র বাতি একত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে,
পূর্ব্ব ও পশ্চিম খণ্ডে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে।
তখন 'খালসা' একাধিপত্য শাসন দণ্ড পরিচালনা করিবে

বাঙ্গলার গতি কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইবে না; তখন বিদ্রোহীদিগের ধ্বংস অনিবার্য্য, এবং যাহারা অনুগত তাহারা অশেষ অনুগ্রহভাজন হইবে।"

পঞ্চম পরিশিষ্ট।

—:০:—

শিখদিগের কতকগুলি সম্প্রদায় বা উপাধির তালিকা।

(এ স্থলে আরও কতকগুলি নাম বা উপাধি সন্নিবিষ্ট ছিল। বস্তুতঃ সেগুলি কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত পার্থক্যব্যঞ্জক না হইলেও, তাহাদের নামোল্লেখ এস্থলে আবশ্যক।)

১ম। "উদাসী",—নানকের পুত্র, শ্রীচাঁদ কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। উদাসিগণ প্রকৃত শিখ-পদবাচ্য নহে বলিয়া, উমর দাস তাহাদিগকে আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত করেন নাই।

২য়। "বেদী",—নানকের আর এক পুত্র লক্ষ্মীদাস এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত।

৩য়। "তিহন",—গুরু অঙ্গদ 'তিহন' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

৪র্থ। "ভালে",—গুরু উমার দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৫ম। "সোধি",—গুরু রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়, 'সোধি' নামে পরিচিত;

টীকা।—'বেদী', 'তিহন', 'ভালে' এবং "সোধি" সম্প্রদায়ের শিখগণ ক্ষত্রিয়দিগের কতকগুলি শাখা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে। কয়েকজন গুরুর বংশজাত বলিয়া, তাহারা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

৬ষ্ঠ। "রামরায়",—যখন কোন ব্যক্তি গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন,

তখন যাহারা নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া, রাম রায়ের মত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই এই 'রামরায়ী' নামে পরিচিত। হরিদ্বারের সন্নিকটে হিমালয়ের পাদদেশে তাহাদের কয়েকটী ধর্ম্মাধিকরণ দৃষ্ট হয়।

৭ম। "বান্দা পান্থী",—অর্থাৎ বান্দা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ, এই "বান্দা পান্থী" নামে অভিহিত। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর, বান্দা কিছুকাল শিখদিগের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৮ম। "মাসান্দি",—সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় জাতির একটী শাখা সম্প্রদায়ের নাম,—'মাসান্দি'। যাহারা গোবিন্দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদের অনুচরবর্গই বিশেষতঃ এই 'মাসান্দি' নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, "মাসান্দিগণ" রাম রায়ের শিষ্য; আবার কাহারও মতে, যাহারা গুরুপুত্রকে অপহরণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারাই 'মাসান্দি' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে শুনা যায় যে, মাসান্দিগণ কয়েকজন গুরুর গৃহে পুরুষানুক্রমে পরিচারকের কার্য্য করিত; তৎপরে তাহারা অহঙ্কারোন্মত্ত এবং এবং অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে; তথাপি তাহারা আপনাদিগকেই পবিত্র এবং পুণ্যাত্মা বলিয়া মনে করিত; এবং যে সকল শিখ তাহাদিগকে সম্মান করিত না, মাসান্দিগণ তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত। পরিশেষে তাহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া, গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে সংশোধনের অযোগ্য মনে করেন; এবং তাহাদের দুইজন কি তিন জন ব্যতীত আর সকলকেই গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্য শ্রেণী হইতে তাড়াইয়া দেন।

৯ম। "রঙ্গরেথা",—মেথর জাতীয় এবং অপরাপর নীচ শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (এই গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠার ‡ চিহ্নিত টীকা দ্রষ্টব্য।)

১০ম। "রামদাসী", অর্থাৎ 'রাও বা রায় দাসী',—"চামার" (বা চর্ম্ম বিক্রয়কারী) শ্রেণীর কতকগুলি শিখ, এই "রামদাসী" সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহারা রাও দাস বা রায় দাসের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়; গ্রন্থ মধ্যে সেই রাও দাসের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে।

১১শ। "মাঝাবি",—মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্প্রদায়,—"মাঝাবি" নামে পরিচিত।

১২শ। "অকালী",—"অকাল" (বা ঈশ্বরের) উপাসক সম্প্রদায়। ধর্ম্মাশ্রমগণ বা সন্ন্যাসী দিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠতম।

১৩শ। "নিহাঙ্গ",—নগ্ন বা পবিত্র।

১৪শ। "নির্ম্মাল্য",—নিষ্পাপ। এই "নির্ম্মাল্য" উপাধিধারী ব্যক্তিই সাধারণতঃ অপর ব্যক্তিকে 'পহাল' বা দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকে।

১৫শ। "জ্ঞানী",—পুণ্যাত্মা বা বিশুদ্ধাত্মা। যাহারা সুপণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক, সেই সকল শিখদিগের সম্প্রদায়,—এই নামে অভিহিত হয়।

১৬শ। "সুথ সাহী",—সত্য বা পবিত্র; সুচা নামক অনেক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। (অত্র গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় * চিহ্নিত টীকা দ্রষ্টব্য।)

১৭শ। "সাচ্চিদারী",—পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও সত্যনিষ্ঠ এবং পবিত্রাত্মা। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম অজ্ঞাত।

১৮শ। "ভাই",—ইহার প্রকৃত অর্থ ভ্রাতা। সত্য এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য খ্যাতনামা পবিত্রাত্মা শিখগণের প্রতিই এই 'ভাই' উপাধি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কদাচ কোন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যে সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায় সমষ্টি কোন বিশেষ ধর্ম্মাধিকরণের সংশ্লিষ্ট, অথবা যাহারা কোন প্রথিতযশা শিষ্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচার করে, কিংবা যাহারা গুরুপ্রদত্ত উপাধিযুক্ত কোন ব্যক্তির শিষ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়, সেই সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায় সমষ্টিকেও এই অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি ব্যক্তি আপনাদিগকে নানকের অনুচর রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করে। তাহারা অর্জ্জুনের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল; তাহাদের উপাধি,—'বুধা' বা প্রাচীন। আর কতকগুলি ব্যক্তি "রুবাবী শিখ" নামে পরিচিত; গীতবাদ্য তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়। "রুবাব" নামক বাদ্যযন্ত্র বাদক বলিয়া, তাহারা "রুবাবি শিখ" নামে পরিচিত। তাহাদের বিশ্বাস,—নানকের সহচর মরদানা, এই "রুবাবি শিখ" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আর কতকগুলি ব্যক্তি "দিয়ানা" অথবা সরল বা উন্মাদ নামে পরিচিত। কথিত হয়, গুরুর বিশ্বাসী জনৈক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই ব্যক্তি গুরুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অধ্যবসায় সহকারে পূজোপহার সংগ্রহ করিত। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে, সেই ব্যক্তি আপন উষ্ণীষে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিত। অপর একটী সম্প্রদায়ের নাম,—"মুৎসদ্দি" (অথবা হয়তো মুৎসুদ্দি বা কেরাণি কিংবা লেখক সম্প্রদায়)। যাহারা ধর্ম্মের অনুশাসন রূপে নানকের 'জপ' গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সেই সকল শিষ্যের সম্মিলনে এই সম্প্রদায় সংগঠিত। কথিত হয়, সিন্ধু নদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে "মুৎসদ্দি"গণের নির্দিষ্ট বাসস্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সপ্তম পরিশিষ্ট।

লাহোর গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

(সর্দ্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দ্দার ফতে সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, বন্ধুত্বব্যঞ্জক ও একতামূলক সন্ধি। (১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী।)

সর্দ্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দ্দার ফতে সিং উভয়েই নিম্নলিখিত সন্ধি সর্ত্তে সম্মত হওয়ায়, গবর্ণর-জেনারেল অনারেবল সার জর্জ হিলারো বার্লো, বার্ট, মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন, রাইট অনারেবল লর্ড লেকের বিশেষ আদেশ মতে, কোম্পানীর পক্ষ হইতে লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল জন ম্যালকম, সর্দ্দার ফতে সিং স্বয়ং, এবং রণজিৎ সিংহের পক্ষ হইতে রাজদূত রূপে সর্দ্দার ফতে সিং উপস্থিত থাকিয়া, এই সন্ধি স্বাক্ষরিত এবং বিধিবদ্ধ করিলেন ;—

১ম সর্ত্ত। সর্দ্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দ্দার ফতে সিং আলুহ-ওয়ালিয়া উভয়েই এই সর্ত্ত মতে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, যাহাতে যশোবন্ত রাও হোলকার তাঁহার সৈন্য সহ শিব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, অমৃতসর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যাইতে বাধ্য হন, সর্দ্দারদ্বয় উভয়েই তাহার উপায় বিধান করিবেন। অতঃপর হোলকারের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না; সৈন্য দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারে তাঁহারা হোলকারকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিবেন না। সর্দ্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দ্দার ফতে সিং আলুহওয়ালিয়া এই সর্ত্তে আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে-ছেন যে, যশোবন্ত রাও হোলকারের যে সকল সৈন্য নিরাপত্তা রক্ষিণা-পথ অভিমুখে তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবে, রণজিৎ কিংবা সর্দ্দার ফতে সিং কেহই তাহাদিগকে কোনরূপে বিপর্য্যস্ত করিবেন না; অধিকন্ত

তাহাদের সেই অভিপ্রায় যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তৎসাধনকল্পে তাঁহারা হোলকারের সৈন্যদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

২য় সর্ত্ত। এই সর্ত্তমতে নির্দ্ধারিত হইল যে, যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং যশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে পরস্পর সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে, যশোবন্ত রাও হোলকারের সৈন্যদল অমৃতসর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে অগ্রসর হইবা মাত্র, বর্ত্তমান শিবির ভঙ্গ করিয়া বৃটিশ পক্ষের সৈন্যদল বিপাশা-নদী তীরে শিবির সন্নিবেশ করিবে। অতঃপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যশোবন্ত রাও হোলকার যদি কোন সন্ধি স্থাপন করেন, তাহা হইলে, সেই সন্ধিক্রমে নির্দ্ধারিত হইবে যে, সেই সন্ধি নিষ্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই, শিখদিগের অধিকৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হোলকার আপন রাজ্যে গমন করিবেন। প্রত্যাগমন কালে হোলকার যদি কোন শিখ-রাজ্য বা রাজ্যাংশের মধ্য দিয়া গমন করেন, তাহা হইলে হোলকার সেই রাজ্য বা রাজ্যাংশের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবেন না; কিংবা তৎকর্ত্তৃক সেই রাজ্যের কোন অংশ ধ্বংস হইবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সন্ধি সর্ত্তে আরও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সামন্তদ্বয়, সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং, যতদিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণের সহিত কোনরূপ সংস্রব না রাখিবেন, কিংবা তাহাদিগকে কোন সাহায্য প্রদান না করিবেন, এবং যতদিন তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ না করিবেন, ততদিন বৃটিশ-সৈন্য কখনও সেই সামন্তদ্বয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিবে না। তাঁহাদের রাজ্য ও ধন-সম্পত্তি আক্রমণ বা অধিকারের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তত দিন বিরত থাকিবেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দ,
আদিনা নগর।

অষ্টম পরিশিষ্ট।

সার ডেভিড অক্টারলোনি প্রচারিত, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা পত্র।

জেনারেল সেণ্ট লেজারের মোহরাঙ্কিত এবং কর্ণেল সার ডেভিড অক্টারলোনির স্বাক্ষর এবং মোহরযুক্ত ঘোষণা পত্র বা "ইত্তিলা নামে"; ১২২৩ হিজেরা অব্দের ২৩শে জি হিজে বা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকৃত রাজ্যের সীমান্তে বৃটিশ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করায়, এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য মহারাজকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যেই এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল। এই ঘোষণা প্রচারে মহারাজের সামন্তবৃন্দকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব জানান যাইতেছে যে, মহারাজের সহিত মিত্রতা-বন্ধন দৃঢ় করাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে মহারাজের অধিকৃত রাজ্যের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তদুপায়-বিধানও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সংকল্প। যে যে সর্ত্তে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে এবং উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন যে যে সর্ত্তের অধীন, নিম্নে সেই সর্ত্তসমূহ বিবৃত হইল :—

শতদ্রু নদীর পূর্ব্বতীরস্থিত খারু, খাঁপুর এবং অন্যান্য স্থানের দুর্গাভ্যন্তরে যে সকল থানা মহারাজের অধীনস্থ ব্যক্তিবৃন্দের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, অবিলম্বে সেই সকল থানা সমূলে উৎপাটিত হইবে; এবং সেই সকল স্থান তাহাদের পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকারিগণের হস্তে সমর্পিত হইবে।

শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব তীরে যদি কোন অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যদল আসিয়া থাকে, অবিলম্বে সেই সকল সৈন্যদলকে মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রদান করা হইবে।

যে সকল সৈন্যদল ফিলোরের অন্তর্গত ঘাট আগুলিয়া শিবির স্থাপন করিয়া আছে, সেই সকল সৈন্য অবিলম্বে তথা হইতে শতদ্রুর পশ্চিম তীরে গমন করিবে। শতদ্রুর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী যে সকল সামন্ত আপনাপন অধিকৃত থানা সমূহের নিরাপদের জন্য বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মহারাজের সৈন্যগণ কখনও সেই সকল সামন্তের অধিকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিংবা মহারাজ সেই সকল রাজ্য কখনও আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইবেন না; যে নিয়ম অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শতদ্রুর পূর্ব্ব তীরে অল্প কয়েকটী মাত্র "থানা" সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে, থানা হিসাবে, ফিলোরের ঘাটে যদি কখনও কোনও সেনানিবাস স্থাপিত হয়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও আপত্তি করিবেন।

মিঃ মেটকাফের সমক্ষে মহারাজ পুনঃপুনঃ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, মহারাজ যদি সেইরূপ অনুরাগের সহিত উপরোক্ত সর্ত্ত মত কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন, তবেই উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মহারাজ যদি উপরোক্ত সর্ত্ত অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে অসম্মত হন, তাহা হইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা বন্ধন, মহারাজ গ্রাহ্য করেন না; অধিকন্তু তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাচরণে কৃতসংকল্প। এরূপ ক্ষেত্রে বিজয়ী বৃটিশ-সৈন্য আত্মরক্ষার সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বনে যত্নবান হইবে।

ইংরাজদিগের মনোভাব ব্যক্ত করাই এই ঘোষণা প্রচারের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। অপিচ মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হওয়াও ইহার অন্যতর সংকল্প। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অপরিবর্ত্তিত নিয়ম এই যে,

মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন,—এই ঘোষণায় উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের সুবিধাজনক; ইহাতে মহারাজের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইবে,—মহারাজ তাহাই মনে করিবেন। মহারাজের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব,—এই ঘোষণা প্রচারে মহা-রাজের মনে তাহাই দৃঢ়বদ্ধ হইবে। যুদ্ধের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্ধি ও মিত্রতা বাঞ্ছা করেন, সে কথা মনে করিতেও মহারাজ কুণ্ঠা বোধ করিবেন না ;—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহাই বিশ্বাস।

টীকা—এই ঘোষণা পত্রের একটী অনুবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট আছে; কিন্তু তাহার অনেক স্থলে ছন্দ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

নবম পরিশিষ্ট।

লাহোরের সহিত ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর রাজের সন্ধি।

(তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৮০৯।)

ইতিপূর্ব্বে লাহোরের রাজার সহিত কয়েকটী বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অসামঞ্জস্য জন্মিয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে সেই সকল বিরোধীয় বিষয় নির্ব্বিবাদে মিটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে উভয় পক্ষই পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্য কারণে নিম্নলিখিত সন্ধি সর্ত্ত বিধিবদ্ধ হইল; উভয় পক্ষের উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিষিক্তগণ এই সন্ধি সর্ত্তে বাধ্য থাকিবেন। মহারাজা রণজিৎ সিং স্বয়ং, এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ মিঃ টী, মেট্‌কাফ কর্ত্তৃক এই সন্ধি নিষ্পন্ন হইল।

১ম সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর গবর্ণমেণ্ট পরস্পর মিত্রবন্ধন সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে; বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে লাহোর গবর্ণমেণ্ট একটী বিশেষ শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। শতদ্রু নদীর উত্তরস্থ রাজা কিংবা তত্রত্য প্রজাদিগের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না।

২য় সর্ত্ত। শতদ্রুর পূর্ব্বতীরে মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহের জন্য তদুপযুক্ত সৈন্য ব্যতীত, মহারাজ সেই সকল রাজ্যে অতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। মহারাজের সেই সকল রাজ্যের সন্নিকটে, অপরাপর সামন্তের যে রাজ্য আছে, মহারাজ অন্যায়রূপে সেই রাজ্য আক্রমণ করিবেন না; কিংবা সেই সকল সামন্তও মহারাজের রাজ্যে কখনও অনধিকার প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৩য় সর্ত্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ত্ত সমূহের কোনরূপ অন্যথাচরণ হইলে, সেই সকল সর্ত্তের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, কিংবা মিত্রতার কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে, এই সন্ধি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৪র্থ সর্ত্ত। এই সন্ধিতে চারিটী সর্ত্ত রহিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে এই চারি-সর্ত্ত-সম্বলিত সন্ধি নিষ্পন্ন হইল; মিঃ সি, টি, মেটকাফের স্বাক্ষরিত এবং মোহরযুক্ত, পারস্য এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত, এই সন্ধির প্রতিলিপি লাহোর রাজের হস্তে অর্পণ করা হইল। আপন স্বাক্ষর এবং মোহর অঙ্কিত করিয়া, রাজাও সেই সন্ধির একখানি প্রতিলিপি মিঃ মেটকাফকে প্রদান করিলেন। স্বকৌন্সিল কৌন্সিলের অনুমতি ক্রমে, রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদিত আর একখানি প্রতিলিপি দুই মাসের মধ্যে মহারাজকে প্রদান করিতে, মিষ্টার সি, টি, মেটকাফ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলেন। লাহোর-রাজ সেই প্রতিলিপি পাইলে, এই সন্ধি দৃঢ় হইয়াছে

থাকিয়া মনে হইবে; তখন উভয় পক্ষই এই সন্ধি সর্ত্তে বাধ্য থাকিবেন; মহারাজকে এক্ষণে যে প্রতিলিপি প্রদান করা গেল, সেই প্রতিলিপি পাইলে, মহারাজ এই সকল ফেরত দিবেন।

দশম পরিশিষ্ট।

শতদ্রুর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী রাজা সমূহকে লাহোরের বিরুদ্ধে যে আশ্রয় প্রদান করা হয়, তাহার ঘোষণা পত্র।

(১৮০৯ খৃষ্টাব্দ।)

শতদ্রুর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী মালোয়া এবং সারহিন্দের সামন্তগণের বরাবর যে "ইত্তিলা নামা" প্রেরণ করা হয়, তাহারই অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

(১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে।)

শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী কতিপয় সামন্তের আবেদন অনুসারে এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রার্থনায়, শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরাভিমুখে এক দল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সামন্তগণকে আপনাদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে এবং কস্মিনকালেও তাঁহাদের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, বন্ধুত্বের নিয়মানুসারে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন;—তাহা সত্য। সূর্য্যোদয় অপেক্ষাও ইহা স্থূল সত্য এবং গত কল্যের দাবীর অপেক্ষাও ইহা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার কৌন্সিলের মতানুসারে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে মিষ্টার মেটকাফের

প্রতিনিধিতে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজ রণজিৎ সিংহের এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; এক্ষণে আমি, মালোয়া এবং সার হিন্দের সামন্তগণের সন্তোষের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় এবং মন্তব্য ব্যক্ত করিতেছি; নিম্নলিখিত সাতটী সর্ত্তে উহা পরিপূর্ণ হইবে।

১ম সর্ত্ত। মালোয়া এবং সারহিন্দের সামন্তগণের রাজ্য এক্ষণে ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীন। ভবিষ্যতে মহারাজের প্রভুত্ব-প্রভাব এবং আধিপত্য যাহাতে সেই সকল দেশে বিস্তৃত হইতে না পারে, পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণার্থ চেষ্টা করিবেন।

২য় সর্ত্ত। সামন্তগণের যে সকল রাজ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেই সকল রাজ্য হইতে রাজস্ব স্বরূপ কোন অর্থ গ্রহণ করিবেন না।

৩য় সর্ত্ত। ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীন হইবার পূর্ব্বে, সামন্তগণ স্ব স্ব রাজ্যে যেরূপ স্বত্ব উপভোগ করিতেন, এবং যেরূপ প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, এক্ষণেও তাহারা সেই সেই স্বত্ব এবং প্রভুত্ব ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকারী রহিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সে স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না।

৪র্থ সর্ত্ত। সাধারণের মঙ্গলবিধানার্থ যদি কখনও কোন বৃটিশ-সৈন্য পূর্ব্বোক্ত সামন্তগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে, প্রত্যেক সামন্ত আপনাপন অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে সেই সৈন্যদলকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিবেন। যদি সেই সৈন্যদল তাঁহাদের নিকট রসদাদি কিংবা অন্য কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইবার প্রার্থনা জানায়, তাহা হইলে, সামন্তগণ সেই সৈন্যদলের অভাব পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। সামন্তগণের মনে রাখা উচিত যে, ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

৫ম সর্ত্ত। যদি কোন দিক হইতে কোন শত্রু আসিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বন্ধুত্বের পরিচয় স্বরূপ এবং পরস্পর স্বার্থনীতি অনুসারে, প্রত্যেক সামন্তই আপনাপন সৈন্য সহ বৃটিশ সৈন্যের সহিত যোগদান করিবেন। তাঁহারা যখন শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য অশেষ চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে সুনিয়ম এবং রীতিমত আনুগত্যের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

৬ষ্ঠ সর্ত্ত। পূর্ব্বদেশীয় স্থান সমূহ হইতে সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য যে সকল ইউরোপীয় পণ্যজাত আনীত হইবে, তাহার কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া, বা কোন প্রকার শুল্ক না চাহিয়া, সামন্তগণের থানাদার এবং সর্দারগণ অবাধে সেই সকল দ্রব্যজাত ছাড়িয়া দিবেন।

৭ম সর্ত্ত। অশ্বারোহী সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য সারহিন্দ অথবা অন্য কোন স্থানে যে সকল অশ্ব খরিদ করা হইবে, সেই অশ্ব আনয়ন-কারিগণের নিকট দিল্লীর রেসিডেন্ট অথবা সারহিন্দের প্রধান কর্ম্মচারীর মোহরাঙ্কিত "রাহাদারী" থাকিলে, উপরোক্ত সামন্তগণ, তাঁহাদিগের রাজ্য মধ্যে, সেই সকল ব্যক্তিগণকে কোনরূপে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে বিরত থাকিবেন এবং সামন্তগণ তাহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ বাণিজ্য শুল্ক আদায় করিতে পারিবেন না।

একাদশ পরিশিষ্ট।

শতদ্রুর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী রাজ্য সমূহকে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদানের ঘোষণা পত্র।

(১৮১১ খৃষ্টাব্দ।)

শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমির আশ্রিত সামন্তগণের অবগতি এবং নিশ্চয়তার জন্য।

(২২ শে আগষ্ট, ১৮১১ খৃঃ।)

বিগত ৩রা মে তারিখে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে, গত ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সাৎটী সর্ত্তযুক্ত একখানি 'এত্তালানামা' প্রচারিত হইয়াছে; তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখের সন্ধি সর্ত্তক্রমে মলোদা এবং সারহিন্দের সামন্তগণের সমুদায় রাজ্য ইংরেজদিগের আশ্রয়াধীনে স্থাপিত হওয়ায়, উপরোক্ত সামন্তগণের রাজ্যের সহিত রাজা রণজিৎ সিংহের কোনই সম্বন্ধ নাই। 'বকসিস' বা 'নজরানা' দাবী করা, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে; অপিচ সেই সকল সামন্ত আপনাপন রাজ্যে পূর্ব্বতন অধিকার-স্বত্ব উপভোগ করিবেন, এবং সেই সকল রাজ্য সামন্তগণের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিবে। সর্দারদিগের মনে সর্ব্বপ্রকারে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়াই উপরোক্ত এত্তালানামা প্রচারের উদ্দেশ্য; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আরও উদ্দেশ্য,—তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা। সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে; সামন্তগণ আপনাদের রাজ্যে, যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকার এবং প্রভুত্ব-ক্ষমতা বজায় রাখিয়া, শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে সমর্থ হন, তদ্বিষয়েও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তখন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে কতকগুলি জমিদার এবং অন্য প্রদেশের শাসকগণের প্রজাপুঞ্জ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সকল শাসক উপরোক্ত 'এতালানামার' মর্ম অবগত হইয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করেন নাই; ভবিষ্যতে যে তাঁহারা তৎপ্রতি কোনরূপ মনোযোগ দিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী অভিযোগের বিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল;—
(১) ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন সামানার দেলওয়ার আলি খাঁ, কতকগুলি জহরত এবং অপরাপর অস্থাবর সম্পত্তি জোর-জবরদস্তী করিয়া অপহরণ করার অপরাধে, রাজা সাহেব সিংহের কতকগুলি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। উত্তরে দেলওয়ার আলি খাঁকে জানান হয় যে, সামানার কাস্‌বা, রাজা সাহেব সিংহের আধীনদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; সুতরাং দেলওয়ার আলি খাঁ, রাজা সাহেব সিংহের নিকট যেন এই অভিযোগে উপস্থিত করেন। (২) কতকগুলি সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া সর্দার চুরত সিংহের সহিত দশোন্দা সিং এবং গুরুমুখ সিংহের যে গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে গবর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট, সার ডেভিড অক্টার লোনির নিকট দশোন্দা সিং এবং গুরমুখ সিং সেই সকল সম্পত্তির অংশের জন্য সর্দার চুরত সিংহের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের উত্তরে, আর্জির পৃষ্ঠে লিখিত হয়,—চুরত সিংহের কোন ভ্রাতাই এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সম্পত্তির জন্য চুরত সিংহের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই; অথবা এ পর্য্যন্ত কোন অংশীদারের নাম [illegible] হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে সর্দারদিগকে যে "এতালানামা" প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সর্দার [illegible] এবং উঁহাদের

আপনাপন সম্পত্তিতে পূর্ব্বে যে স্বত্বাধিকার ছিল, এখনও তাহাই পুনরপি বিদ্যমান থাকিবে। এই সকল কারণে তাঁহাদের আবেদন পত্র গৃহীত হইবে না। অভিযোগের এই উত্তরে যেন সাধারণকে একটি দৃষ্টান্ত দেখানের চেষ্টা করা হইয়াছিল; প্রত্যেক জমীদার এবং প্রজাবর্গের প্রাণেও এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাপন রাজ্যের নিকট সুবিচার প্রাপ্তির আশা করিবে; কখনও কিয়ৎপরিমাণেও সে অধীনতা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না। এক্ষণে শতদ্রু নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী অন্যান্য সর্দ্দার এবং রাজন্যবর্গের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরস্পরের প্রজাবর্গকে এই বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইবেন। তাঁহাদের প্রজাবর্গ যেন বুঝিতে পারে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করার কোন ফল নাই; পরস্পরের সর্দ্দারগণই সুবিচারের কর্ত্তা; সর্দ্দারগণের স্বাধীন ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় অনুসারে প্রজাগণ সকলই যেন সম্ভাবে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে।

প্রথম ঘোষণাপত্র অনুসারে, অত্র প্রদেশস্থ সর্দ্দারগণের অধিকৃত রাজ্যের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিতে, কিম্বা তাঁহাদের অধিকারস্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে যে, তাঁহারা সর্দ্দারগণের প্রতিকূলাচরণ করেন। একমাত্র তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করে, এই ঘোষণাপত্র প্রচারে সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, রাজা রণজিৎ সিংহের শেষ আক্রমণের সময় হইতে কতকগুলি সর্দ্দার অপরাপর সর্দ্দারগণের রাজ্য অন্যায় পূর্ব্বক অধিকার করায়, সেই অন্যায়াচরণের ফলে, সর্দ্দারগণ আপনাপন অধিকার-স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; সেই সকল রাজ্য উক্ত সর্দ্দারগণকে পুনঃ প্রত্যর্পণের জন্য বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অপহারী সর্দ্দারগণ রাজ্যগুলি ন্যায্য অধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দিয়া [illegible] বিবাদ করিয়াছেন; যেমন রাণী, জোনিয়ানের শিখার, কালোনিয়া

এবং চেলাউদ্দীর তালুকসমূহ এবং চিবা পল্লী তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। স্বল্পকাল মাত্র তৎপ্রদেশের রাজস্ব উপভোগের প্রলোভনই এই বিলম্বের এবং উপেক্ষার একমাত্র কারণ। তাহাতে সেই সকল স্থানের প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপ্রতিশোধনীয় ;—এই সকল হেতুবাদে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে, এক্ষণে এই ঘোষণা পত্র প্রচার সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যদি কোন সর্দার বা অপর যে কোন ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক অপর কাহারও রাজ্য বা সম্পত্তি অপহরণ বা অধিকার করিয়া থাকেন, কিংবা অন্য কোন উপায়ে যদি ন্যায্য অধিকারীকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, কোন অভিযোগ আনয়নের পূর্ব্বেই, সর্দারগণ সেই সেই রাজ্য বা সম্পত্তি তাহাদের ন্যায্য অধিকারিগণকে প্রত্যর্পণ করিবেন ; তাঁহারা কোন মতে সেই সকল রাজ্য বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে দ্বিধাযুক্ত করিবেন না। এই ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি তদনুযায়ী কার্য্য সমাহিত না হয়,—যদি সর্দারগণের শৈথিল্য হেতু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সৈন্য প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, ন্যায্য অধিকারীর উচ্ছেদের তারিখ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, সেই সকল সম্পত্তির বা রাজ্যের রাজস্ব, অপরাধী সর্দারগণের নিকট হইতে দাবী করা হইবে ; সৈন্য প্রেরিত হইলে, তাহাদের যাত্রাকালে যদি তত্তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণের কোনরূপ ক্ষতি হয়, সে ক্ষতিও সর্দারগণ নিরাপত্তে পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। এই সকল আদেশ অন্যথা করিলে, অপরাধিগণের অবস্থা এবং কুক্রিয়া অনুসারে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিচারে, সর্দারগণ যে দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহাও তাঁহাদিগকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বাদশ পরিশিষ্ট।

সিন্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা, মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, সেই নিয়ম-পত্রের সর্ত্ত।

(১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বরের লিখিত প্রথম পাণ্ডুলিপি।)

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক্ষণে মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অকপট ও স্থায়ী মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধন বিদ্যমান। মিঃ, টি. সি, মেটকাফ, বার্ট, মহোদয়ের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এই মিত্রতা এবং বন্ধুত্ব-বন্ধন তাহারই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল লর্ড, ডব্লিউ, জি, বেণ্টিঙ্ক, জি, সি, বি, এবং জি, সি, এইচ মহোদয়ও রূপারের সম্মিলনে, অকপট বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একখানি লিখিত জামিনপত্র প্রদানে, সেই সন্ধি এবং মিত্রতা-বন্ধন আরও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেই অকপট মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধনের বিষয় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় এ জগতে বিদ্যমান; পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীই স্পষ্টরূপে তদ্বিষয় অবগত আছে; সেই মিত্রতা ও চিরবন্ধুত্ব বন্ধন চিরকাল অটুট থাকিবে; এমন কি পুরুষানুক্রমে সেই বন্ধুত্ব-বন্ধন দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভাব ধারণ করিবে;—দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এই সকল বন্ধুত্ব-বন্ধনের স্থায়িত্ব বলে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সাধারণের হিতসাধনকল্পে সিন্ধুনদ (পঞ্চনদের [illegible] দক্ষিণ দিকে) এবং শতদ্রু নদীতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ

উভয় গবর্ণমেণ্টের (লাহোর এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের) অভিপ্রায় অনুসারে, অনারেবল গবর্ণর-জেনারেল, লুধিয়ানার পোলিটিক্যাল এজেণ্ট, কাপ্তেন সি, এম, ওয়েডকে তদুদ্দেশে প্রেরণ করেন; সম্প্রতি কাপ্তেন ওয়েডের সুকৌশলে সিন্ধুনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন সম্পর্কে, বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের জন্য এবং অভীপ্সিত জনপদে বাণিজ্য-ব্যবসায় রক্ষা করে, যে সকল নিয়ম প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যে যে সর্ত্তে বাণিজ্যপোত পরিচালনা নিয়মাধীন হইল এবং যে যে নিয়মানুসারে উভয় রাজ্যের কর্মচারিগণ আপনাপন কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত হইবেন, সেই সকল সর্ত্ত এবং নিয়ম প্রণালী নিম্নলিখিত মতে নির্দ্ধারিত হইল ;—

১ম সর্ত্ত। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীর সম্বন্ধে অত্র সন্ধির সমস্ত বন্দোবস্তে এবং সমুদায় সর্ত্তে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ধিপত্রের অন্তর্গত সমুদায় সর্ত্ত-ব্যবস্থায় উভয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন। যাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে, উভয় গবর্ণমেণ্টই তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন,—তাঁহাদের শাসন-প্রণালীর তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে, শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থিত মহারাজের রাজ্যের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনই সম্বন্ধ-সংস্রব থাকিবে না।

২য় সর্ত্ত। এই বাণিজ্য-পোত পরিচালনার পথ সংক্রান্ত যে নির্দ্দিষ্ট শুল্ক বা মাশুলের তালিকা প্রস্তুত হইবে, সেই মূল্য-তালিকা একমাত্র সেই পথের পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধেই নিয়োজিত হইবে; নদীর এক পার হইতে অপর পারে পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, তৎসহ এই মূল্য-তালিকার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না; ঘাটের মাশুল শুল্ক আদায় পক্ষে ইহাতে কোনই বাধা জন্মাইবে না; অথবা যে সকল স্থান হইতে পণ্যদ্রব্যের শুল্ক সংগৃহীত হইয়া থাকে,

তাহার সহিত বর্ত্তমান শুল্ক-তালিকার কোন সম্পর্ক রহিবে না। সেই সকল বিধি-ব্যবস্থা পূর্ব্বমত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩য় সর্ত্ত। এই পথে যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সচরাচর গতায়াত করিবে, মহারাজের গবর্ণমেণ্টের সীমানা মধ্যে থাকা সময়ে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহাদিগকে মহারাজের প্রভুত্ব-ক্ষমতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; শিখদিগের সামাজিক কিংবা ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থার প্রতি তাহারা কোন মতে অসম্মান প্রকাশ করিতে পারিবে না; কিংবা তাহাদের দ্বারা শিখজাতির অপ্রীতিকর কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না।

৪র্থ সর্ত্ত। যে কেহ উপরোক্ত বাণিজ্য পথে গমনাগমন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে উক্ত রাজ্যের এজেণ্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপনার অভিপ্রায় পূর্ব্বে জানাইতে হইবে; অতঃপর যে রীতি-প্রণালী বা "কায়দা" বিধিবদ্ধ হইবে, তদনুসারে সেই ব্যক্তিকে উক্ত পথে যাতায়াতের 'দস্তক' বা পাশ-পত্রের জন্য পূর্ব্বে তাহাকে আবেদন করিতে হইবে; সেই "দস্তক" বা পাশ-পত্র পাইলে, সেই ব্যক্তি উপরোক্ত পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের কোন স্থান কিংবা অমৃতসর হইতে, যদি কোন ব্যবসায়ী সেই পথে গতায়াত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, হারিকি কিংবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত মহারাজের এজেণ্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, সেই প্রতিনিধির মধ্যবর্ত্তিতায় প্রথমে, সেই ব্যবসায়ীকে 'দস্তক' বা পাশ-পত্র লইতে হইবে। বৈদেশিক, হিন্দুস্থানী, আশ্রিত রাজ্য এবং অন্যান্য স্থানের শিখগণ সকলেই এ পর্য্যন্ত মহারাজের কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে 'দস্তক' বা পাশ পত্র না লইয়া শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া থাকেন। একণে আশা করা যায়, এখন হইতে সেই সকল ব্যক্তি এই সন্ধির নিয়মের বাধ্য হইবেন, এবং

রীতিমত দস্তক বা পাস-পত্র ব্যতিরেকে শতদ্রু নদী অতিক্রম করিবেন না।

৫ম সর্ত্ত। কোন্ পণ্য দ্রব্যের উপর কি হারে শুল্ক ধার্য্য করা আবশ্যক, তৎসংক্রান্ত একখানি শুল্ক বা মাশুলের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে; তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের পণ্যদ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট শুল্ক-হার নির্দ্ধারিত থাকিবে। তৎপরে উভয় গবর্ণমেণ্ট সেই তালিকা অনুমোদন করিলে, তাহাই আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে। বাণিজ্য-শুল্ক-তত্ত্বাবধায়কগণ এবং সংগ্রহকারী সকলেই সেই নিয়মে কার্য্য করিবেন; তদনুসারেই তাঁহারা পরিচালিত হইবেন।

৬ষ্ঠ সর্ত্ত। এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগকে এই নূতন বাণিজ্য-পথ অবলম্বনের জন্য আহ্বান করা যাইতেছে; তাঁহারা অকপট বিশ্বাসে নিঃসন্দেহে এই বাণিজ্য-পথে গমনাগমন করিতে পারিবেন। কেহই তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবে না, কিম্বা অনর্থক তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠিত ষ্টেশনে বা শুল্ক সংগ্রহের কার্য্যস্থানে, বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের জন্য অযথারূপে নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ না থাকেন, তৎপক্ষে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইবে।

৭ম সর্ত্ত। বাণিজ্য-শুল্ক সংগ্রহের জন্য এবং পণ্যদ্রব্য যথানিয়মে পরীক্ষার্থ যে সকল কর্ম্মচারী কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে শতদ্রুর পশ্চিমতীরবর্ত্তী মিথেনকোটে এবং হারিকিতে থাকিতে হইবে; উপরোক্ত দুইটী স্থান ব্যতীত অপর কোন স্থানে, নদী-গর্ভস্থিত বাণিজ্য-পোতগুলি আবদ্ধ হইবে না, কিম্বা তাহাদের পণ্যদ্রব্য পরীক্ষিত হইতে পারিবে না। মাল বোঝাই কিম্বা মাল খালাসের জন্য যদি পোতবাহী বা পণ্যজাতের রক্ষণাবেক্ষণে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, স্বেচ্ছাক্রমে কোন স্থানে পোতের গতি-রোধ করেন, তাহা হইলে অত্র সন্ধি-পত্রের দ্বিতীয় সর্ত্ত অনুসারে পণ্য-

দ্রব্য নামাইবার পূর্ব্বে স্থানীয় পণ্যশুল্কের হারে মহারাজের গবর্ণমেণ্টকে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। মিথেনকোটে যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন, তিনি পণ্য-দ্রব্যসমূহ পরীক্ষা করিয়া তাহার উপর শুল্ক ধার্য্য করিবেন; দস্তক বা পাশ-পত্রও তাঁহাকেই প্রদান করিতে হইবে। সেই পাশ-পত্রে পণ্যদ্রব্য এবং তাহার উপর ধার্য্য শুল্কের সমস্ত বিবরণ সন্নিবদ্ধ থাকিবে। সেই বাণিজ্যপোত হরিকীতে পৌঁছিলে, তত্রত্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক, পণ্যদ্রব্যের সহিত সেই দস্তক বা পাশ-পত্র মিলাইয়া দেখিবেন; তথায় কোন অতিরিক্ত পণ্য দৃষ্ট হইলে, তিনিই সেই অতিরিক্ত পণ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবেন; অবশিষ্ট পণ্যের শুল্ক পূর্ব্বেই মিথেনকোটে সংগৃহীত হওয়ায়, সে গুলি বিনা মাশুলে যাইতে পারিবে। হরিকী হইতে জলপথে সিন্ধুদেশ অভিমুখে যে সকল পণ্যজাত প্রেরিত হইবে, সেই সকল পণ্যজাত সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে; মহারাজের অধিকৃত রাজ্যে অথবা তাঁহার মিত্র-রাজ্যসমূহে, শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থানে, মহারাজ বাণিজ্য শুল্কের যে অংশ পাইবেন, নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে মহারাজের কর্ম্মচারিগণ সেই বাণিজ্য-শুল্ক সংগ্রহ করিবেন। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সম্ভবতঃ এই বাণিজ্য-পথ অনুসরণ করিবে, মহারাজের কর্ম্মচারিগণ তাহাদের নিরাপদ এবং রক্ষার জন্য সাধ্যমত সমুদায় উপায় বিধানে যত্নবান হইবেন; শতদ্রু নদীর উত্তর তীরস্থিত যে কোন স্থানে যদি কোন পণ্য-ব্যবসায়ী ব্যক্তি-বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে স্থাপিত বন্ধুত্ব-ব্যঞ্জক সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে, সেই ব্যবসায়ী, বাজারের বা অন্যত্র স্থানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে পূর্ব্ব হইতেই আপনার অভিপ্রায় জানাইতে বাধ্য থাকিবেন; ব্যবসায়িগণ বা দোকানদার [illegible] জানাইয়া সেই বাজারের বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট [illegible],

করিবেন। এইরূপ সতর্কতা সত্ত্বেও, যদি কখনও কোন সময়ে কোন সওদাগর কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তৎপক্ষে বিশেষ অনুসন্ধান করা হইবে; এবং অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহার ক্ষতি পূরণের জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ানুষ্ঠান অবলম্বিত হইতে পারিবে। পূর্ব্ব বন্ধুত্বের নিয়মানুসারে, রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেল পূর্ব্বোক্ত নদ-নদীসমূহে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ বর্ত্তমান সন্ধির সর্ত্ত অনুমোদন করায়, তাঁহার আদেশ অনুসারে এই সন্ধি-সর্ত্ত মতে অধুনা কার্য্য চলিতে থাকিবে।

লাহোর, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩২ } স্বাক্ষর এবং মোহর শীর্ষস্থানে মুদ্রিত।

ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট।

সিন্ধু-নদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার্থ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের অতিরিক্ত সন্ধি।

সিন্ধুনদে বাণিজ্য-শুল্ক স্থাপনার্থ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সন্ধি।

(১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর।)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে হিজ হাইনেস মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্ধুত্ব-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিত্রতা-মূলক কার্য্য-পরম্পরায় তাহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার এক সর্ত্ত অনুসারে তৎকালে নির্দ্ধারিত হয় যে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট পরস্পর

একমত হইয়া, সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে যে সকল বাণিজ্য-পোত গমনাগমন করে, সেই সকল বাণিজ্য-পোতের পণ্য দ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট হারে নিয়মিতরূপে কর সংস্থাপন করিবেন। এক্ষণে সেই গবর্ণমেণ্টদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাণিজ্য-ব্যাপারে এবং এইরূপ বাণিজ্য-বন্দোবস্তে ভারতীয় জনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; মূল্য এবং পরিমাণ অনুসারে পণ্য-দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণের যে নিয়ম তৎকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে অধুনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকিলে, জনসাধারণের সেই অনভিজ্ঞতা হেতু উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক; তাহাতে অনেক স্থলে বিস্তর ক্ষতিপূরণ করাও আবশ্যক হইয়া উঠিবে; এই জন্য বিষময় পরিণামের প্রতিকারার্থ, লাহোর গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট উভয়েই পূর্ব্ব নিয়মের পরিবর্ত্তে এক "টোল" বা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শুল্ক স্থাপনের অভিপ্রায় করিয়াছেন; বাণিজ্য তরণীতে যে কোন প্রকারের পণ্যই বোঝাই থাকুক না কেন, সেই কর সর্ব্ব প্রকার বাণিজ্য-তরণী হইতেই সংগৃহীত হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব সন্ধিপত্রের অতিরিক্ত সন্ধিরূপে নিম্নলিখিত সর্ত্ত ধার্য্য হইল; এই সন্ধিমতে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই অঙ্গীকার করিতেছেন যে, এই সন্ধি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হারে সেই নির্দ্দিষ্ট 'টোল' বা বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে; পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন গবর্ণমেণ্টই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বা কমাইতে পারিবেন না।

১ম সর্ত্ত। সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীর উপর দিয়া, সমুদ্র এবং রোপারের মধ্যে পণ্যজাত বোঝাই যে সকল পোত বা নৌকা গমনাগমন করিবে, তাহাদের আকার কিংবা বোঝাই মালের পরিমাণ বা মূল্যের কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া, সেই সকল পোত এবং নৌকার উপর একটা "টোল" বা বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে। শতদ্রুর উভয় তীরে

ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের যে সকল স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যের পরিমাণ অনুসারে, উপরোক্ত শুল্ক তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অংশমত বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় সর্ত্ত। শতদ্রুর উভয় তীরে লাহোর মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের স্বত্বাধিকার অনুযায়ী উপরোক্ত শুল্কের যে অংশ মহারাজ পাইবেন, তাহা নিম্নলিখিত তালিকামতে নির্দ্ধারিত হইল : সমুদ্র হইতে রূপার অভিমুখে, মিঠেনকোটের বিপরীত দিকে, যে সকল বাণিজ্যপোত আসিবে, তাহাদের উপর নির্দ্ধারিত শুল্কের কতকাংশ মহারাজ পাইবেন ; এবং রূপার হইতে সমুদ্রাভিমুখে যে সকল পোত গমন করিবে, হারিকী পেটেনের সন্নিকটে সেই সকল পোতের উপর মহারাজ সেই কর ধার্য্য করিতে পারিবেন ; অন্য কোন স্থান হইতে মহারাজ কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না ;—

শতদ্রু এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তদ্দ্বারা অধিকার স্বত্বে মহারাজ, ১৫৫॥ একশত পঞ্চান্ন টাকা চারি আনা পাইবেন।

সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরে মহারাজের যে রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যের অধিকার স্বত্ব হেতু মহারাজের বাণিজ্য-শুল্কের অংশ,—৭৭৸৵৯, সাতাত্তর টাকা পনের আনা নয় পাই মাত্র।

৩য় সর্ত্ত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের সুবিধার জন্য বাণিজ্যসংক্রান্ত কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে সত্বর সন্তোষজনক মীমাংসার অভিপ্রায়ে এবং নূতন পথে বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, মিঠেনকোটের পরপারে একজন বৃটিশ কর্ম্মচারী অবস্থিতি করিবেন ; এবং হারিকীপেটেনের পরপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে, একজন দেশীয় এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন। লুধিয়ানার বৃটিশ এজেণ্টের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতে হইবে। অন্যান্য রাজ্যের পক্ষ হইতে বাণিজ্যপোত পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে সকল এজেন্ট নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ ভাওয়ালপুর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং লাহোর প্রদেশের এজেন্টগণ, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণের সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন।

৪র্থ সর্ত্ত। বণিক্‌গণ সময়ে সময়ে তাহাদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে; অথচ সেই সকল দ্রব্য কখনও তাহাদের চালানী মালের অন্তর্গত ছিল না। তাহাদের সেই প্রতারণা নিবারণ করিবার জন্য, এক্ষণে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, তাহারা যে সকল চালানী মাল লইয়া যাইবে, 'দস্তক' বা পাশপত্র (Pass port) লইবার সময় তাহাদের চালানী মালের মধ্যে যে যে জিনিষ ছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে, এবং দস্তকের সহিত সেই প্রমাণের প্রতিলিপি সংযুক্ত থাকিবে। রাত্রিকালে যেখানে তাহাদের বাণিজ্যপোত রক্ষিত হইবে, তত্রস্থ জমাদারের কিম্বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সেই বিষয় জানাইতে হইবে; ইতিপূর্ব্বে মিথেনকোট বা হরিকীতে তাহারা যে 'দস্তক' বা পাশ-পত্র পাইয়াছিল, এই সময়ে থানাদারদিগকে তাহা দেখাইয়া, বাণিজ্যপোতের নিরাপদের জন্য থানাদারের সাহায্যপ্রার্থী হইবে।

৫ম সর্ত্ত। পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ এবং মূল্যের উপর কর নির্দ্ধারণ এবং কর আদায় সম্বন্ধে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর যে সন্ধি সর্ত্ত ধার্য্য হয়, সেই সন্ধিসর্ত্তের পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম সর্ত্ত এতদ্দ্বারা রহিত হইল; তাহাদের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তগুলি নির্দ্ধারিত হওয়ায়, সেই সকল সর্ত্ত অনুসারে অতঃপর বাণিজ্যশুল্ক আদায় করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শতদ্রু নদীর পূর্ব্বতীরস্থ প্রদেশের অন্য, মহারাজের করদ সামন্তগণকে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত রাজন্যবর্গকে যে পরিমাণ অংশ প্রদত্ত হইবে, ভবিষ্যৎ পরে স্থির করা যাইবে।

চতুর্দ্দশ পরিশিষ্ট।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজার সহিত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহকারিতায় এবং সম্মতিক্রমে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা সুজা-উল্-মুল্কের সহিত মিত্রতা স্থাপনের সন্ধিপত্র।

(১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন লাহোরে এই সন্ধিপত্র প্রচারিত, এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন শিমলা শৈলে স্বাক্ষরিত হয়।)

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজা-উল্ মুল্কের মধ্যে একটী সন্ধি স্থাপিত হয়। সূচনা এবং উপসংহার ব্যতীত সেই সন্ধিপত্রে চৌদ্দটী সর্ত্ত ছিল। কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ বশতঃ সেই সন্ধির সর্ত্তগুলি পরিপালিত হয় নাই। এক্ষণে ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল আর্ল অব অকল্যাণ্ড, জি, সি, বি মহোদয়, সন্ধি-স্থাপনের সর্ব্ববিধ ক্ষমতা প্রদান করিয়া, মিষ্টার ডব্লিউ. এইচ্. ম্যাক্নটেন সাহেবকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন; দুই রাজ্যের মধ্যে যে বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, সেই সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত সন্ধির কতকগুলি সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত এবং তৎসহ চারিটী নূতন সর্ত্ত সংযোজিত হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহকারিতায় এবং সম্মতিক্রমে ১৮টী সর্ত্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র অতঃপর যথানিয়মে এবং সর্ব্বতঃ প্রতিপালিত হইবে;—

১ম সর্ত্ত। সা-সুজা-উল্-মুল্ক্ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের এবং সমস্ত সাদোজিয়দিগের পক্ষ হইতে স্বীকার করিতেছেন যে, সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত প্রদেশে মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকার, সিদ্ধ, হইয়াছে, তৎসমুদায়ে সা সুজা-উল্-

মুলুক বা তাঁহার উত্তরাধিকারি, স্থলাভিষিক্ত এবং সাদোজিয়গণের কোনই দাবী দাওয়া রহিল না। অর্থাৎ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত কাশ্মীর প্রদেশ এবং অন্তর্গত আটক দুর্গ, কচ-হাজারা, খাবাল, আম প্রভৃতি স্থানের দুর্গে, এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে কাশ্মীরের যে সকল আশ্রিত এবং অধীনস্থ রাজ্য আছে, তৎসমূদায়ে, রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইল; সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে পেশোয়ার এবং খাটুক ও ইউসফজায়ীদিগের অধিকৃত রাজ্য, হাসত নগর, মিচনী, কোহাট, হাংগু এবং পেশোয়ারের আশ্রিত ও অধীনস্থ অন্যান্য প্রদেশ-সমূহও রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসিল। এই সন্ধি সর্ত্তে খাইবার পাশ, বারু, উজীরী রাজ্য, দোয়ার-টাঙ্ক, গারাঙ্গ, কালাবাগ, খুসালগড় এবং তৎসমুদায়ের অধীনস্থ প্রদেশ;—রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত হইল। ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ ও তাহার অধীনস্থ প্রদেশ; কোট মিথেন, উমার কোট এবং তাহাদের অধীনস্থ রাজ্য; সাংঘার, হারাউন্দ-দাজাল, হাজিপুর, রাজেপুর, তিনটী কচ্ছ প্রদেশ; মানকেরা এবং তদধীনস্থ জেলাসমূহ; এবং সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত মুলতান প্রদেশ,—রণজিৎ সিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সকল দেশ এবং স্থানসমূহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সম্পত্তি এবং রাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে; তাহাদের সা-সুজার কোন সম্বন্ধ রহিল না এবং থাকিবে না: মহারাজ পুরুষানুক্রমে তৎসমূদায় ভোগ দখল করিতে পারিবেন।

২য় সর্ত্ত। খাইবার পাশের অপর পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ এই সকল রাজ্যে আসিয়া চুর্য্যে, অথবা আক্রমণ বা প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিতে পারিবে না। রাজস্ব অপহরণকারী অপরাধী ব্যক্তি এক রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া অপর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উভয় রাজাই সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া দিতে বাধ্য হইবে। খাইবার গিরিসঙ্কট হইতে যে

নদী প্রবাহিত, কোন পক্ষই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না ; এবং পূর্ব্বতন প্রথা অনুযায়ী ফতেগড় দুর্গ সেই নদীর জল প্রাপ্ত হইবে।

৩য় সর্ত্ত। মহারাজের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি সর্ত্ত স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে মহারাজের প্রদত্ত পাশ-পত্র ব্যতীত, শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব পার হইতে কেহই পশ্চিম পারে যাইতে পারিবে না ; সিন্ধুনদ সম্বন্ধেও এই নিয়ম অব্যাহত থাকিবে ; মহারাজের অনুমতি ব্যতীত কেহই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে পারিবে না।

৪র্থ সর্ত্ত। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরস্থিত সিন্ধুরাজ্য এবং শিকার-পুর সম্বন্ধে যাহা কিছু ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে, কর্ণেল ওয়েডের মধ্যস্থতায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মহারাজ রণ
যে পবিত্র বন্ধুত্ব-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে সা-সুজা-সমস্তই মানিতে বাধ্য হইবেন।

৫ সর্ত্ত। কাবুল এবং কান্দাহারে সা-সুজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি বৎসর বৎসর মহারাজ রণজিৎ সিংহকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ;—(১) মহারাজের অনু-মোদিত বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনোহর-গতি সম্পন্ন, ৫৫টী সুজাত ঘোটক ; (২) ১১টী পারস্যদেশীয় 'সিমিটার' তরবারি ; (৩) ৭টী পারস্য দেশীয় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ; (৪) ২৫টী উৎকৃষ্ট খচ্চর ; (৫) নানাবিধ উপাদেয় ফলমূল ; (৬) 'সারদাস' বা সুস্বাদু সদগন্ধ যুক্ত তরমুজ, প্রতি বৎসর, বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই কাবুল নদীর পথে পেশোয়ারে পাঠাইতে হইবে ; (৭) আঙ্গুর, দাড়িম্ব, আপেল ফল, কিসমিস, বাদাম, চাকা, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে : (৮) নানা রঙের সাটিন ; (৯) লোমের চোগা ; (১০) স্বর্ণ এবং রৌপ্য খচিত কিংখাব ; (১১) পারস্য দেশীয় কার্পেট ;—একুনে ১০১ খানার দ্রব্যাদি সা-সুজা প্রতিবৎসর মহারাজকে পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন।

৬ষ্ঠ সর্ত। প্রত্যেক পক্ষ পরস্পরকে সমভাবে তুল্য জ্ঞানে সম্বোধন করিবেন।

৭ম সর্ত। আফগানিস্থানের যে সকল বণিক, লাহোর, অমৃতসর কিংবা মহারাজের অধিকৃত অন্য কোন স্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে কোনরূপ বাধা দেওয়া কিংবা উৎপীড়ন করা হইবে না; অন্য পক্ষে, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার পক্ষে সর্ব্বত্র আদেশ প্রচার করা হইবে। মহারাজের রাজ্য হইতেও যে সকল ব্যবসায়ী আফগানিস্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদের প্রতিও পূর্ব্বোক্তরূপ সদ্ব্যবহার করা হয় কিনা, মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিবেন।

৮ম সর্ত। সা-সুজার সহিত মিত্রতা বন্ধনের পরিচয় স্বরূপ মহারাজও তাঁহাকে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি পাঠাইবেন;—(১) ৫৫ খানি শাল; (২) ২৫ খানি মসলিন; (৩) ১১ খানি দোপাট্টা; (৪) ৫ খানি কিংখাব; (৫) ৫ খানি গলাবন্ধ; (৬) ৫টী পাগড়ী; (৭) ৫৫ খানি পাড়া বোঝাই 'বারে' চাউল (এই চাউল পেশোয়ার প্রদেশের অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রী)।

৯ম সর্ত। মহারাজের কোন কর্ম্মচারী যদি আফগানিস্থানে ঘোটক ক্রয় করিতে যায়, কিংবা সা-সুজার কোন কর্ম্মচারী পঞ্জাবে বস্ত্রাদি বা শাল প্রভৃতি ক্রয় করিতে আসে, এবং তাহারা যদি ১১ এগার হাজার টাকা পর্য্যন্ত সেই উদ্দেশ্যে লইয়া যায়, তাহা হইলে, মহারাজ কিংবা সা-সুজা উভয়েই পরস্পর পরস্পরের প্রেরিত ক্রেতাদিগের সুবিধা প্রভৃতির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিবেন; যাহাতে তাহাদের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, মহারাজ এবং সা-সুজা উভয়েই তাহারও বিহিত উপায় বিধান করিবেন।

১০ম সর্ত। কখনও কোন সময়ে উভয় রাজ্যের সৈন্য-দল একত্র

স্থানে অবস্থিত হইলে, সেখানে যাহাতে কোন রূপে গো-হত্যা করিতে দেওয়া না হয়, তাহারও বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১শ সর্ত্ত। সা-সুজা যদি মহারাজের নিকট হইতে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বারুকজায়ীদিগের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য,—জহরত, ঘোটক, বস্ত্র-বিস্তর অস্ত্রশস্ত্রাদি,—লুণ্ঠিত হইবে, তাহা উভয় পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। মহারাজের সৈন্যদলের সাহায্য ব্যতীত, সা-সুজা যদি বারুকজায়ীদিগের ধন-সম্পত্তি অধিকারে সমর্থ হন, তাহা হইলে, মিত্রতা-বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ, তাহার কতকাংশ আপন প্রতিনিধি দ্বারা সা-সুজা মহারাজের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১২শ সর্ত্ত। পত্র এবং উপঢৌকনাদি লইয়া পরস্পরের দূত পরস্পরের রাজ্যে সর্ব্বদা গতিবিধি করিবে।

১৩শ সর্ত্ত। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে যদি মহারাজের কখনও সা-সুজার অধীনস্থ সৈন্যদলের কোনরূপ সাহায্য আবশ্যক হয়, এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর অধিনায়কত্বে সা-সুজা একদল সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন; অন্য পক্ষে, মহারাজও তদ্রূপ সা-সুজার প্রয়োজনানুসারে, এই সন্ধির সর্ত্ত মতে, একদল মুসলমান সৈন্য জনৈক প্রধান কর্ম্মচারীর অধিনায়কত্বে কাবুলে পাঠাইতে স্বীকৃত রহিলেন। মহারাজ যখন পেশোয়ারে গমন করিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সা-সুজা জনৈক সাহাজাদাকে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন, সে ক্ষেত্রে মহারাজও যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরের সহিত সাহাজাদাকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং বিদায় দিবেন।

১৪শ সর্ত্ত। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের, শিখ-গবর্ণমেণ্টের এবং সা-সুজা উল্-মুল্কের—এই তিন পক্ষের পরস্পরের শত্রু বা মিত্র সকলেরই শত্রু বা মিত্র বলে গণ্য হইবে।

১৫শ সর্ত। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, সা-সুজা-উল-মুল্‌ক্‌, বিনা আপত্তিতে 'নানকসাহী' বা 'কাল্‌দার' মুদ্রায় দুই লক্ষ টাকা মহারাজকে প্রদান করিবেন; সা-সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে, যে তারিখে মহারাজ শিখ-সৈন্য কাবুলে প্রেরণ করিবেন, সেই তারিখ হইতেই সা-সুজা-উল-মুল্‌ক্‌ ঐ টাকা দিতে বাধ্য হইবেন; সা-সুজার পক্ষ সমর্থনের জন্য, মহারাজ ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পেশোয়ার রাজ্যের মধ্যে সজ্জিত রাখিবেন; যখন মহারাজের সহিত একমত হইয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেই সৈন্যদল, সা-সুজার সাহায্যার্থ প্রেরণ করা উচিত বলিয়া মনে করিবেন, সেই সময় ঐ সকল সৈন্য কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিবে। পশ্চিম প্রদেশে যখনই কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এবং শিখ-গবর্ণমেণ্টের মতে আবশ্যক এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সৈন্যদল তদভিমুখে প্রেরিত হইবে। মহারাজের যদি কখনও সা-সুজার সৈন্যদলের সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য প্রদত্ত হইবে, সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহারাজের প্রাপ্য টাকা হইতে তাহার কিয়দংশ বাদ যাইবে; যে পর্য্যন্ত এই সন্ধির সর্ত্ত অব্যাহত থাকিবে, মহারাজ সা-সুজা-উল্‌-মুল্‌কের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে যাহাতে বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রাপ্ত হন, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টও তৎপক্ষে দায়ী রহিলেন।

১৬শ সর্ত। সা-সুজা-উল্‌-মুল্‌ক্‌ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ, সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের নিকট হইতে প্রাপ্য বাকী রাজস্বের সমস্ত দাবী দাওয়া এবং তৎপ্রদেশের অধিকার-সত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন; (সেই স্থান এক্ষণে আমীরগণ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করিতে অধিকারী হইলেন।)

তৎপরিবর্ত্তে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় আমীরগণ সা-সুজাকে যে পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য হইবেন, সা-সুজা তাহাই লইতে সম্মত রহি-লেন। সেই টাকা হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহকে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। এই টাকা প্রদত্ত হইলে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ যে সন্ধি হইয়াছিল, * সেই সন্ধির ৪র্থ সর্ত্ত রহিত হইবে; মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের মধ্যে যে উপঢৌকন এবং পত্রাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা পূর্ব্বাপর অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

১৭শ সর্ত্ত। সা-সুজা উল্-মুল্ক্ আফগানিস্থানে আধিপত্য বিস্তারে কৃতকার্য্য হইলে, তাঁহার গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হিরাটের শাসনকর্ত্তার অধিকৃত প্রদেশসমূহে সা-সুজা কোনরূপ আক্রমণ বা অত্যাচার করিতে পারিবেন না।

১৮শ সর্ত্ত। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এবং শিখ-গবর্ণমেণ্টের সম্মতি এবং অভিপ্রায় ব্যতীত, সা-সুজা-উল্-মুল্ক্ স্বয়ং, কিংবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ, কোন বৈদেশিক রাজ্যের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না; যদি কেহ অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্যে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের বা শিখ-গবর্ণমেণ্টের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, সা-সুজা যথাশক্তি তাহার প্রতিরোধ করিবেন।

এই সন্ধি-সংশ্লিষ্ট শক্তিত্রয় অর্থাৎ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট, মহারাজ রণ-জিৎ সিংহ এবং সা-সুজা-উল্-মুল্ক্, পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তসমূহে অন্তরের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কদাচ এই সন্ধি-সর্ত্তসমূহের ব্যত্যয় ঘটিবে না; সেক্ষেত্রে বর্ত্তমান সন্ধিপত্রের সর্ত্তে সকলেই চিরকাল বাধ্য থাকিবেন: যে দিন হইতে শক্তিত্রয় এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ও শিল-মোহর অঙ্কিত করিবেন, সেই দিন হইতেই এই সন্ধি অনুসারে কার্য্য চলিতে থাকিবে।

* সা-সুজা এবং রণজিৎ সিংহের মধ্যে এই সন্ধি হয়।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন অর্থাৎ ১৮৯৫ বিক্রমজিৎ, অব্দের ১লা আষাঢ় লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন হইল।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই, শিমলা-শৈলে রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক উহা অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইল।

(স্বাক্ষর।)

অকলাণ্ড।
রণজিৎ সিং।
সুজা-উল-মুলক

পঞ্চদশ পরিশিষ্ট।

সিন্ধুনদ এবং শতদ্রুতে বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্র।

শতদ্রু এবং সিন্ধুনদে পণ্যদ্রব্য গমনাগমনের জন্য যে শুল্ক গৃহীত হইত, তৎসম্বন্ধে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এক অতিরিক্ত সন্ধি হয়; সেই সন্ধি-সর্ত্তের পরিবর্ত্তনে লাহোর-গবর্ণমেণ্টের সহিত যে চুক্তিপত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহারই বিবরণ।

(১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১২শে মে।)

এ যাবৎ ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার সর্ব্ব প্রকার বাণিজ্য-তরণীর উপরই একই হারে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করা হইতেছে। তাহাতে অনেক স্থলে নানাপ্রকার অভিযোগ এবং আপত্তি উত্থাপিত হয়। সওদাগরগণের প্রার্থনা,—বোঝাই মালের মণ হিসাবে, প্রতি মণে, কিংবা বাণিজ্য-পোতের আকৃতি হিসাবে প্রতি পোতের উপর, শুল্ক নির্দ্ধারিত হউক। অতএব এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে, অতঃপর লুধিয়ানা, ফিরোজপুর অথবা

মিরেশকোট ;—এই তিনটী নগরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে, একই সময়ে, সমস্ত বাণিজ্য-শুল্ক সংগৃহীত হইবে; এবং বাণিজ্য-পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য্য না হইয়া, পণ্যজাতের উপর নিম্নলিখিত হারে সেই শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে ;—

পুস্তিনা	...	প্রতিমণ	...	১০৲ দশ টাকা।
অহিফেন	...	„	...	৭৷৹ সাড়ে সাত টাকা।
নীল	...	„	...	২৷৹ আড়াই টাকা।
ফল-মূলাদি	..	„	...	১৲ এক টাকা।
অত্যুৎকৃষ্ট রেশম, মসলিন, ছাপা কাপড় ইত্যাদি			...	।৶৹ ছয় আনা।
নিকৃষ্ট রেশম, তুলা, ছিটের কাপড়			...	।৹ চারি আনা।

পঞ্জাব হইতে রপ্তানি দ্রব্যের উপর।

শর্করা, ঘৃত, তৈল, মাদক দ্রব্য, জিরার, আফরান এবং তুলা	...	প্রতিমণ	...	।৹ চারি আনা।
গুড়	...	„	...	৷৹ আট আনা।
শস্যাদি	...	„	...	৵৹ দুই আনা।

বোম্বাই হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর।

যে কোন প্রকারের দ্রব্যই বোম্বাই হইতে আমদানি হইবে, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের প্রতিমণের উপর ।৹ চারি আনা হিসাবে, বাণিজ্য-শুল্ক গৃহীত হইবে।

ষোড়শ পরিশিষ্ট।

সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে ১৮৪০ খৃ অব্দের চুক্তিপত্র।

শতদ্রু এবং সিন্ধুনদের বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট ও লাহোর-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্ধি।

(১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন)

১৮৮৯ সম্বতের ১৪ই পৌষ (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে), কর্ণেল ওয়েডের (তৎকালে তিনি কাপ্তেন ছিলেন।) মধ্যবর্ত্তিতায় উভয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে, মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ, খালসা রাজ্যের অন্তর্গত শতদ্রু ও সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার সুবিধার জন্য, ভারতের গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিস বেণ্টিক মহোদয় কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। তদ্বিষয়ে ১৮৯১ সম্বতে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) উক্ত কর্ণেল ওয়েডের মধ্যস্থতায়, আর এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিচার না করিয়া প্রত্যেক বাণিজ্য-পোতের উপর কর নির্দ্ধারণ করাই, সেই সন্ধি-পত্রের উদ্দেশ্য। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, গবর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট, মিষ্টার ক্লার্ক, লাহোর-দরবারে উপনীত হন; সেই সময় উভয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে ঐ বিষয়ে আর এক তৃতীয় সন্ধি নিষ্পন্ন হয়; পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতি অনুসারে কর নির্দ্ধারণই এই তৃতীয় সন্ধির উদ্দেশ্য। এই সন্ধি-সর্ত্তে আরও নির্দ্দিষ্ট হয়, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সেই শুল্কের হার কমাইবার জন্য কেহই পুনরায় আর কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। ১৮৯৭ সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে) উক্ত এজেণ্ট মিষ্টার ক্লার্ক, অমৃতসরের খালসা দরবারে পুনরায় উপস্থিত হন; এই সময় শুল্ক সংগ্রহের প্রস্তাবিত পদ্ধতি [illegible]

বাণিজ্য বিষয়ে নানা অসুবিধার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। বাণিজ্য-পোত সকল অনুসন্ধানের জন্য তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হয়; বাণিজ্য পোতে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য বাহিত হওয়ায়, তাহার শুল্ক নির্দ্দেশের অসুবিধায় এবং ব্যবসায়িগণের অনভিজ্ঞতা বশতঃ, নানা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এজেণ্ট উক্ত প্রথার সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি জানাইলেন,—যদি উভয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে, বাণিজ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে শুল্ক স্থির না করিয়া বাণিজ্য-পোতের আকারের অনুপাত অনুসারে কর নির্দ্ধারিত হউক। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টকে সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অবশেষে এজেণ্ট, সিন্ধু এবং শতদ্রু নদীর উপর বাণিজ্য পোত পরিচালনা সম্বন্ধে, পোতের আকৃতি অনুসারে, একটী শুল্কের হার নির্দ্দেশ করিয়া অমৃতসরে দরবারের নিকট তাহার জন্য সেই শুল্ক-হার নির্দ্দেশের একখণ্ড প্রতিলিপি প্রেরণ করিলেন। প্রতিষ্ঠিত মিত্রতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব সন্ধি-পত্রের সর্ত্ত অনুসারে, কয়েকটী ছত্র যোগ করিয়া, দরবার সেই প্রতিলিপিতে শিল মোহর অঙ্কন এবং স্বাক্ষর করিলেন। উভয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি এবং ঐকমত্য ব্যতীত, পরস্পরের স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনায়, কখনও এই সন্ধি-পত্রের আর কোনরূপ প্রতিবাদ, পরিবর্ত্তন বা পার্থক্য সাধিত হইবে না। অমৃতসর, লাহোর এবং অন্যান্য স্থানে কিংবা খালসা রাজ্যের অন্যান্য নদী সম্বন্ধে যে বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, এই সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে তাহার কোন অন্যথা হইবে না।

১ম সর্ত্ত। শস্য, কাষ্ঠ, পাথুরিয়া চুণ সম্বন্ধে কোনই কর লওয়া হইবে না।

২য় সর্ত্ত। ১ম সর্ত্তের লিখিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের শুল্ক, বাণিজ্য পোতের পরিমাণ অনুসারেই গৃহীত হইবে।

৩য় সর্ত্ত। যে সকল বাণিজ্যপোত পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে, রূপার

বা লুধিয়ানা হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্য্যন্ত, অথবা রোজান বা মিথেনকোট হইতে পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে, রূপার কিংবা লুধিয়ানা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে, ৫০ মণের অনধিক ওজনযুক্ত সেইরূপ বাণিজ্য-পোতের শুল্ক ধার্য্য হইবে,—৫০, পঞ্চাশ টাকা।

যথা,—

পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত গমন
অথবা প্রত্যাগমনের জন্য ২০, কুড়ি টাকা।

ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা
প্রত্যাগমনের জন্য ১৫, পনের টাকা।

ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান পর্য্যন্ত
গমন বা প্রত্যাগমনের জন্য ১৫, পনের টাকা।

সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্য ৫০, পঞ্চাশ টাকা।

২৫০ মণের অধিক, কিন্তু ৫০০ শত মণের অনধিক, বোঝাই যুক্ত বাণিজ্যপোতের উপর শুল্কের হার;—পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশ, রূপার কিংবা লুধিয়ানা হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্য্যন্ত; অথবা রোজান কিংবা মিথেনকোট হইতে পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশ, রূপার কিংবা লুধিয়ানা পর্য্যন্ত, বাণিজ্য শুল্কের হার ১০০, এক শত টাকা। যথা,—

পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত গমন
অথবা প্রত্যাগমনের জন্য ৪০, চল্লিশ টাকা।

ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা
প্রত্যাগমনের জন্য ৩০, ত্রিশ টাকা।

ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান
পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য ৩০, ত্রিশ টাকা।

সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্য ৫০, পঞ্চাশ টাকা।

৫০০ পাঁচ শত মণের অধিক বোঝাই যুক্ত বাণিজ্য পোতের জন্য ১৫০, এক শত পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। যথা—

পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত
গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য ৬০, ষাট টাকা।

ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্য্যন্ত গমন
অথবা প্রত্যাগমনের জন্য ৪৫, পঁয়তাল্লিশ টাকা।

ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান
পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য ৪৫, পঁয়তাল্লিশ টাকা।

সমস্ত পথ গমনের অথবা প্রত্যা-
গমনের জন্য ১৫০, এক শত পঞ্চাশ টাকা।

৪র্থ সর্ত্ত। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্য-পোত সমূহে পরিচয়সূচক চিহ্ন লিখিত থাকিবে; এবং প্রত্যেক বাণিজ্য-পোত রেজেষ্টরি করা হইবে।

৫ম সর্ত্ত। শতদ্রু এবং সিন্ধুনদের উপর দিয়া বাণিজ্যপোত গমনাগমন সম্বন্ধে যে প্রণালীতে বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য্য হইল, অন্যান্য নদী সম্পর্কে, অথবা খালসা রাজ্যের স্থলপথের কোন বাণিজ্য-শুল্ক গ্রহণ বিষয়ে, ইহার কোনই সংস্রব থাকিবে না। সে সকল যেরূপ নিয়মে চলিতেছে, সেইরূপ নিয়মেই চলিবে।

১৮৯৭ সম্বতের ১৩ই আষাঢ় তারিখে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন) এই চুক্তিপত্র স্থিরীকৃত হইল।

সপ্তদশ পরিশিষ্ট।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ-ঘোষণা।

ভারতের গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক ঘোষণা প্রচার।

ক্যাম্প, লস্করী খাঁ কা সরাই,
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ।

এ পর্য্যন্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মিত্রতা ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা ও একতাবন্ধক এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির সর্ত্ত সমূহ বিশ্বস্ততার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পালন করিয়া আসিতে-ছিলেন; স্বর্গীয় মহারাজও সেই সন্ধির সর্ত্তসমূহ বিচক্ষণতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণের সহিতও এ কাল পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সমভাবে সেই মিত্রতা সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ শের সিংহের মৃত্যুর পর, লাহোর-গবর্ণমেণ্টের বিশৃঙ্খলা হেতু, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল আত্মরক্ষণোপযোগী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন; যে সকল কারণে যেরূপ উপায়াবলী অবলম্বিত হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লাহোর-গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে।

বিগত দুই বৎসর হইতে লাহোর গবর্ণমেণ্টের ঘোর বিশৃঙ্খলা সত্বেও, এবং লাহোর দরবারের নানাবিধ অসদ্ব্যবহারমূলক কার্য্য-কলাপেও, উভয় পক্ষের সুবিধা ও সুখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পূর্ব্বরূপ মিত্রতা ও একতা সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল বরাবর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজা

শের সিংহের উত্তরাধিকারিরূপে শিশু দলীপ সিংহকে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট মহারাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সেই শিশু মহারাজের নিঃসহায় অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া, এ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেল প্রতি বিষয়েই অত্যধিক পরিমাণে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

পঞ্জাবের প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার, এবং পঞ্জাবের সৈন্যগণকে শাসনে রাখিবার উপযোগী দৃঢ় শিখ-গবর্ণমেণ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সর্কৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেলের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। সর্দারগণের এবং জনসাধারণের স্বদেশ-প্রাণতার গুণে এখনও যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, গবর্ণর-জেনারেল সে আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

বৃটিশ রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে, সংপ্রতি শিখ-সৈন্যগণ লাহোর হইতে বৃটিশ সীমান্তে উপনীত হইয়াছিল; কথিত হয়, দরবারের আদেশ ক্রমেই ঐরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গবর্ণর-জেনারেলের উপদেশ অনুসারে, গবর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট, শিখ-সৈন্যগণের পূর্ব্বোক্ত আচরণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যথাসময়ে তাহার কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায়, পুনরায় কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছিল। উত্তেজনার কোন কারণ নাই; অথচ অকারণে শিখ-গবর্ণমেণ্ট, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত শত্রুতাচরণ করিবেন, গবর্ণর-জেনারেল সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সুতরাং উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, কিংবা মহারাজের গবর্ণমেণ্ট কোনরূপে বিপন্ন না হন, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণর-জেনারেল এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার-উপায় গ্রহণ করেন নাই।

পুনঃপুনঃ কৈফিয়ৎ চাহিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া যাইল না, অথচ লাহোরে সমর-সজ্জার বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাওয়া গেল, তখন অগত্যা সীমান্ত প্রদেশের সুরক্ষা সম্পাদন জন্য গবর্ণর-জেনারেল তদভিমুখে সৈন্য প্রেরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন।

উত্তেজনার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, অথচ শিখ-সৈন্যদল অপ্রতি ব্রিটিশ-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।

ব্রিটিশ-রাজ্যের রক্ষা-বিধান জন্য, ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সন্ধি-সর্ত্ত-উচ্ছেদক, জনসাধারণের শান্তিভঙ্গকারী, দুর্ব্বৃত্ত দিগকে শাস্তি দিবার জন্য গবর্ণর-জেনারেল এক্ষণে কঠোর উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন।

এতদ্দ্বারা গবর্ণর জেনারেল ঘোষণা করিতেছেন যে, শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরস্থিত ব্রিটিশ অধিকারের সন্নিহিত মহারাজ দলীপ সিংহের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য অদ্য হইতে বাজেয়াপ্ত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ঐ সমস্ত প্রদেশের যে সকল জায়গীরদার, জমীদার এবং প্রজাবর্গ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিবে, গবর্ণর জেনারেল তাহাদের সমস্ত স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

সর্ব্বসাধারণের শত্রুদিগকে দমনের জন্য এবং দেশে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে, এতদ্দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আশ্রিত রাজ্যের সর্দার ও সামন্ত-বর্গকে অকপটভাবে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আশ্রয়দাতার প্রতি আশ্রিত রাজন্যবর্গের যে কর্ত্তব্য পালন আবশ্যক, তদনুযায়ী বিশ্বাস ও অনুরাগের সহিত, সর্দার ও সামন্তগণ যদি এ ক্ষেত্রে আপনাপন কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা তাঁহারা সমূহ লাভবান হইবেন। যাহারা বিপরীতাচরণ করিবে, তাহারা ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে, এবং দণ্ডযোগ্য শাস্তি পাইবে।

শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরস্থিত প্রদেশের অধিবাসিবর্গ আপনাপন গ্রামে শান্তি-সুখে কালযাপন করিবে,—এতদ্দ্বারা তাহাদিগকে অনুরূপ অনুমতি করা হইতেছে; সেরূপ ভাবে অবস্থান করিলে, তাহারা ব্রিটিশ-গবর্ণ-মেণ্টের নিকট উপযুক্তরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। সরকারের ক্ষতি

প্রদর্শন করিতে না পারিলে, অস্ত্রধারী দলবদ্ধ ব্যক্তিগণ শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া, তদনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজাপুঞ্জ এবং শতদ্রুনদীর উভয় পার্শ্বে যাহাদের সম্পত্তি আছে, তাঁহারা যদি বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইলে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন; সেই সকল ব্যক্তির প্রকৃত স্বত্ব ও অধিকার যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তৎপক্ষে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিবেন।

অন্য পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল প্রজা, লাহোর-গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এই ঘোষণা যদি তাহারা অমান্য করে, এবং অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়-প্রার্থী না হয়, শতদ্রু নদীর তীরবর্ত্তী তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং তাহারা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

অষ্টাদশ পরিশিষ্ট।

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সন্ধি।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ, বৃটিশগবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে, লাহোরে এই সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্ত্তা স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপন উদ্দেশে যে সন্ধি হয়, সিংহ দিগের সৈন্য শিখ-সেনাদল কর্ত্তৃক, বিনা কারণে বৃটিশ-রাজ্য

আক্রমণ হওয়ায়, সেই সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ হয়; সেই হেতু ১৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা প্রচার দ্বারা, শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরস্থিত বৃটিশ-সীমানার সন্নিহিত, লাহোর-মহারাজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত এবং বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তদবধি উভয় গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে; এবং সেই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে, বৃটিশ-সৈন্য লাহোর অধিকার করিয়াছে। সেই হেতু কতকগুলি সর্ত্তে এক্ষণে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পুনরায় সন্ধি স্থাপন স্থিরীকৃত হওয়ায়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং মহারাজ দলীপ সিংহ বাহাদুর, তাঁহার পুত্র, বংশধর, উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিষিক্তগণের সহিত, নিম্নলিখিত সর্ত্তে এই সন্ধি স্থাপিত হইল; ইষ্ট ইণ্ডিজে (ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থানসমূহে) সমস্ত কার্য্যভার নির্ব্বাহের জন্য অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক, সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, গ্রেট-বৃটেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনারেবল প্রিভি কৌন্সিলের সদস্য, গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ জি, সি, বি, কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফ্রেডারিক কারি, এস্কোয়ার, ব্রেভেট মেজর হেনরি মণ্টগোমারি লরেন্স সাহেব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন; এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবার সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ভাই রাম সিং, রাজা লাল সিং, সর্দ্দার তেজ সিং, সর্দ্দার ছত্র সিং আটারিওয়ালা, সর্দ্দার রঞ্জোর সিং মাজিথিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকির নুরউদ্দীন নিযুক্ত হইলেন।

১ম সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মহারাজ দলীপ সিংহ এবং তাঁহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষিত হইবে।

২য় সর্ত্ত। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ প্রদেশে মহারাজের যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ

তৎসংক্রান্ত সমস্ত দাবী দাওয়া বা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন; কখনও তাঁহারা সেই সকল সম্পত্তির উপর বা তৎপ্রদেশের অধিবাসীর উপর কোন দাবী দাওয়া করিবেন না।

৩য় সর্ত্ত। দোয়াবের অর্থাৎ শতদ্রু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশে, পর্ব্বতে এবং সমতল ক্ষেত্রে তাঁহার সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি এবং স্বত্ব, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকাল তৎসমুদায়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন।

৪র্থ সর্ত্ত। তৃতীয় সর্ত্তে লিখিত সম্পত্তিসমূহে অধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, লাহোর গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও দেড় কোটী টাকা দাবী করিলেন; ঐ সমস্ত টাকা লাহোরগবর্ণমেণ্ট এক কালে প্রদান করিতে অপারগ; এবং তৎসম্বন্ধে সন্তোষজনক জামীন দিতে পারিলেন না; সেই হেতু মহারাজ সিন্ধুনদ এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং কাশ্মীর ও হাজারা প্রদেশ প্রভৃতির সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি, স্বত্ব এবং তাহার দায়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন; অর্থাৎ ইহাদের প্রায় এক ক্রোড় টাকা অর্থের সম্পত্তিতে অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকালের জন্য আধিপত্য লাভ করিলেন।

৫ম সর্ত্ত। সন্ধিপত্রে দস্তখত হইবার পূর্ব্বে বা সময়ে, মহারাজ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

৬ষ্ঠ সর্ত্ত। লাহোর সৈন্যদলের মধ্য হইতে বিদ্রোহী সেনাদিগের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া মহারাজ তাহাদিগকে দলচ্যুত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; ভূতপূর্ব্ব মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে যে প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, 'রেগুলার' বা 'আইন' পদাতিক সৈন্যদলকে যে প্রকার বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে মহারাজ সেই নিয়মের পুনঃপ্রবর্ত্তনায় স্বীকৃত হইলেন। এই সর্ত্তের বিধানমতে

যে সকল সৈন্ত দলকে পদচ্যুত করা হইবে, তাহাদিগের বাকী প্রাপ্য মহারাজ পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলেন।

৭ম সর্ত। অতঃপর লাহোর গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট সৈন্যদলের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইল;—২৫টী পদাতিক সৈন্য দলের প্রত্যেক দলে ৮ শত বন্দুকধারী সৈন্য থাকিবে; তদ্ব্যতীত ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, লাহোর গবর্ণমেণ্ট রাখিতে পারিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত, লাহোর গবর্ণমেণ্ট কখনও এই সৈন্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। যদি কখনও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, তাহার কারণ পরম্পরা বিস্তৃতরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে। বিশেষ কোন কারণে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলে, সেই কারণ দূর হইলে, এই সর্ত্তের প্রথমাংশে লিখিত নিয়মানুসারে, সৈন্য সংখ্যা কমাইতে হইবে।

৮ম সর্ত। মহারাজের যে ৩৬টী কামান আছে, তাহার সকলগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; যেহেতু ঐ সকল কামান ব্রিটিশসৈন্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল, এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া সোব্রাওনের যুদ্ধে ব্রিটিশ-সৈন্য তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

৯ম সর্ত। বিপাশা ও শতদ্রু নদী এবং গারা ও পঞ্চনদ নামক শতদ্রু নদীর যে দুইটী শাখা মিঠনকোট নামক স্থানে সিন্ধুনদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সকল নদীর উপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আধিপত্য করিবেন; মিঠনকোট হইতে বেলুচিস্থানের সীমানা পর্য্যন্ত সিন্ধু নদের উপরেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। ঐ সকল নদীর পারাপারের আয় এবং সর্ব্ববিধ-শুল্ক বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইবেন। তবে ঐ সকল নদীতে লাহোর গবর্ণমেণ্টের নিজের কোন বাণিজ্য-নৌকা বা লোকজন যাতায়াত করিলে, তদ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না;

দুই রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত নদী সমূহের ভিন্ন ভিন্ন পারঘাট সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, ঐ সকল পারঘাটের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, উদ্বৃত্ত আয়ের অর্দ্ধেক অংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, লাহোর গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন। শতদ্রু নদীর যে অংশ লাহোর এবং ভাওয়ালপুর রাজ্যের সীমানার অন্তর্গত, সেই সকল স্থানের পারঘাট সম্বন্ধে এই সর্ত্তের কোন সংস্রব রহিল না।

১০ম সর্ত্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বা তাহার কোন মিত্ররাজ্যের রক্ষার জন্য, মহারাজের রাজ্য মধ্য দিয়া যদি কোন সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্যক হয়, সেরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মহারাজকে তাহা যথারীতি জানান হইবে, এবং বৃটিশ-সৈন্যদল লাহোর রাজ্যের মধ্য দিয়া যথাস্থানে গমনাগমন করিতে পারিবে। সেরূপ অবস্থায় সৈন্যদলের গমনাগমনের সুবিধার জন্য লাহোর-গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ নদীতে পারাপারের জন্য নৌকার এবং রসদাদি সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দিবেন; নৌকা এবং রসদাদি সংগ্রহে যে ব্যয় পড়িবে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্পূর্ণরূপ মূল্য প্রদান করিবেন, এবং সৈন্যদলের গতিবিধি সূত্রে কাহারও কোন ক্ষতি হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। যে প্রদেশ দিয়া সৈন্যদল পরিচালিত হইবে, সেই প্রদেশের অধিবাসিবর্গের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি কখনও কোনরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১১শ সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত কখনও কোনও বৃটিশ প্রজা, কিংবা কোন ইউরোপীয় বা মার্কিন রাজ্যের লোক, মহারাজের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

১২শ সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পুনরায় মৈত্রতা স্থাপন সম্পর্কে বাহাদুর রাজা গোলাপ সিং, লাহোর রাজ্যের যে হিতাচরণ করিয়াছেন, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ [illegible] রাজ্য

প্রদান করিয়া মহারাজ, রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন; স্বর্গীয় মহারাজ খড়্গ সিংহের সময় যে সকল প্রদেশে রাজা গোলাপ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, তৎসমুদায়, এবং যে পার্ব্বত্য প্রদেশ ও রাজ্য অতঃপর স্বতন্ত্র চুক্তিপত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, রাজা গোলাপ সিংহকে প্রদান করিবেন, তৎসমুদায় মহারাজ স্বাধীন বলিয়া মনে করিবেন। রাজা গোলাপ সিংহের সদ্ব্যবহারের পুরস্কার স্বরূপ ঐ সকল প্রদেশে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র সন্ধিসর্ত্তে সেই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে।

১৩শ সর্ত্ত। রাজা গোলাপ সিংহ এবং লাহোর রাজ্যের মধ্যে যদি কখনও কোনও বিবাদ উপস্থিত হয়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্যস্থতা করিবেন; এবং মহারাজ তাহা মানিতে বাধ্য হইবেন।

১৪শ সর্ত্ত। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত লাহোর রাজ্যের সীমা কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

১৫শ সর্ত্ত। লাহোর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু কখনও কোন প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, লাহোর গবর্ণমেণ্টের শুভকল্পনায়, গবর্ণর জেনারেল তদ্বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিয়া যথোচিত সাহায্য করিবেন।

১৬শ সর্ত্ত। উভয় রাজ্যের কোন একটী রাজ্যের প্রজা যদি অপর রাজ্যে গমন করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের প্রতি আপনার রাজ্যের প্রজার ন্যায় সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল সার হেনরী হার্ডিঞ্জ, জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ফ্রেডরিক কারি এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরী মণ্টগোমারী লরেন্স কর্তৃক

বোলটী সর্ত্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র অদ্য স্থিরীকৃত হয়; মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে, ভাই রাম সিং, রাজা লাল সিং, সর্দ্দার তেজ সিং, সর্দ্দার ছত্র সিং আতারিওয়ালা, সর্দ্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকীর নূরউদ্দীন উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধিসর্ত্ত ধার্য্য করেন। গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জ, জি সি, বি, বাহাদুর এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিং কর্ত্তৃক এই সন্ধিপত্র মোহরাঙ্কিত হইয়া অদ্য অনুমোদিত হইল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ, (১২৬২ হিজরী ১০ রবিয়ুলওয়াল দিবসে) লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন, এবং সেই দিনই উহা অনুমোদিত হয়:

ঊনবিংশ পরিশিষ্ট।

—:o:—

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সহিত যে প্রথম সন্ধি হয়; তাহারই কয়েকটী অতিরিক্ত সর্ত্ত।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর দরবারের মধ্যে এই চুক্তি-সর্ত্ত ধার্য্য হয়।

৯ই মার্চ্চে লাহোরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির ষষ্ঠ সর্ত্ত অনুসারে লাহোর-সেনার সংস্কার সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত, মহারাজের শরীর এবং রাজধানী রক্ষার জন্য, লাহোর-গবর্ণমেণ্ট, গবর্ণর জেনারেলের নিকট, লাহোরে একদল বৃটিশ সৈন্য স্থাপনের প্রার্থনা করেন; কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে গবর্ণর জেনারেল, এই ব্যাপারে স্বীকৃত হন; পূর্ব্বোক্ত সন্ধির তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্ত্ত অনুসারে মহারাজ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যে সকল প্রদেশের স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়

বিশেষ নিয়ম ধার্য্য করা আবশ্যক। এই সকল কারণে নিম্ন লিখিত আটটী সর্ত্তযুক্ত এই চুক্তিপত্র অদ্য পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পন্ন হইল ;—

১ম সর্ত্ত। লাহোর সন্ধির ষষ্ঠ সর্ত্ত অনুসারে শিখ সৈন্যের পুনঃ-সংস্কার সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত, লাহোর সহরের অধিবাসিগণের এবং অল্প্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের রক্ষার জন্য, গবর্ণর-জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তদনুযায়ী কতকগুলি বৃটিশ সৈন্য, বর্ত্তমান ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন পর্য্যন্ত, লাহোরে অবস্থিতি করিবে; যে উদ্দেশ্যে ঐ সৈন্য-দল লাহোরে স্থাপিত হইবে, লাহোর দরবার যদি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে, বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই, সুবিধা মত সময়ে, সৈন্যদলকে লাহোর হইতে ফিরাইয়া আনা হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর অতীত হওয়ার পর লাহোরে আর সৈন্যদল অপেক্ষা করিবে না।

২য় সর্ত্ত। পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে, লাহোর গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন যে, উল্লিখিত বৃটিশ-সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে লাহোর দুর্গ এবং লাহোর নগরের অধিকার প্রাপ্ত হইবে; এবং লাহোরের সৈন্য-দলকে নগর হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে। লাহোর গবর্ণমেণ্ট আরও স্বীকৃত হইলেন যে, ঐ সকল বৃটিশ-সৈন্যের অন্তর্গত 'অফিসার' কর্ম্মচারিগণের জন্য, তাঁহাদের আবশ্যক মত সুবিধাজনক বাসস্থান প্রদত্ত হইবে। ঐ সকল সৈন্য বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের আপন সেনা নিবাস হইতে বৈদেশিক রাজ্যে স্থানান্তরিত হইয়া, অপরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ঐ সকল সৈন্য পোষণের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে অতি-রিক্ত ব্যয় হইবে, লাহোর গবর্ণমেণ্ট সে ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৩য় সর্ত্ত। যথালিখিত সর্ত্ত অনুসারে শিখ সৈন্যদলের সংস্কার সাধনকল্পে লাহোর গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে একান্ত মনে চেষ্টা করিবেন; সৈন্য সংস্কার এবং সৈন্যদিগের বেতন সম্বন্ধে, মহারাজ-রণজিতের

কতদূর অগ্রসর হন, লাহোরে যে সকল বৃটিশ-কর্ম্মচারী থাকিবেন, তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় বিবরণ জ্ঞাপন করা হইবে।

৪র্থ সর্ত্ত: পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের কোন বিধান যদি লাহোর গবর্ণমেণ্ট পালন করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে, প্রথম সর্ত্তে লিখিত নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই, যে কোন সময়ে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট লাহোর হইতে সৈন্যদল উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

৫ম সর্ত্ত। ৯ই মার্চ্চের সন্ধি-পত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্ত্তক্রমে, মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের মধ্যে যে সকল জায়গীরদার, স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিং, খড়্গ সিং এবং শের সিংহের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যাঁহাদের ন্যায্য স্বত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা সমর্থনে স্বীকার করিবেন; সেই সকল জায়গীরদার তাঁহাদের জীবন কাল পর্য্যন্ত সকল স্বত্বে স্বত্ববান্ থাকিবেন, এবং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সেই ন্যায্য সত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন।

৬ষ্ঠ সর্ত্ত: লাহোর সন্ধির তৃতীয় ও চতুর্থ সর্ত্ত অনুসারে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট যে সকল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল রাজ্যের কর্দ্দার এবং ম্যানেজারদিগের নিকট লাহোর-গবর্ণমেণ্টের যে বাকী খাজনা পাওনা আছে, বর্ত্তমান বর্ষের (অর্থাৎ ১৯০২ বিক্রমাজিৎ সম্বতের) খারিফ শস্য উৎপত্তির সময় পর্য্যন্ত, সেই রাজস্ব আদায় পক্ষে স্থানীয় বৃটিশ কর্ম্মচারিগণ লাহোর-গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

৭ম সর্ত্ত। পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের লিখিত প্রদেশের দুর্গসমূহ হইতে কামান ব্যতীত আর সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তি লাহোর গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাক্রমে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। সেই সকল সম্পত্তির কোন অংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি দখলে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তাহার উচিত মূল্য লাহোর গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইবেন; যে সকল সম্পত্তি লাহোর গবর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক আছেন, তাহা

বৃটিশ কর্ম্মচারিগণেরও তাহা দখল করার আবশ্যক নাই, তদ্রূপ সম্পত্তির সুব্যবহার জন্য, বৃটিশ কর্ম্মচারিগণ লাহোর গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

৮ম সর্ত্ত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ লাহোর সন্ধির চতুর্থ সর্ত্ত অনুসারে উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ জন্য, উভয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবিলম্বে কমিশনার নিযুক্ত হইবে।

বিংশ পরিশিষ্ট।

রাজা গোলাপ সিংহের সহিত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ অমৃতসরে মহারাজ গোলাপ সিং
এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই
সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

এক পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং অন্য পক্ষে জাম্মুর মহারাজ গোলাপ সিংহ,—উভয়ের মধ্যে এই সন্ধি ধার্য্য হয়। ইষ্ট ইণ্ডিজে (ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থান সমূহে) সমস্ত কার্য্যভার নির্ব্বাহের জন্য অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত, ব্রিটেনেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনারেবল প্রিভি কৌন্সিলের সদস্য, গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ, জি. সি, বি কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং [illegible] [illegible], ফ্রেডারিক কারি এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরী মণ্টগোমারি লরেন্স সাহেব, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে এবং

মহারাজ গোলাপ সিং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধি নিষ্পন্ন করিলেন ;—

১ম সর্ত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ লাহোরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির চতুর্থ সর্ত্ত অনুসারে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট যে রাজ্য প্রাপ্ত হন, সেই রাজ্যের কিয়দংশ মহারাজ গোলাপ সিংহ, এবং তাঁহার পুত্রসন্তানগণ পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে ভোগদখল করিতে পারিবেন : শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত এবং ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরস্থিত, সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ ও তাহার অন্তর্গত আশ্রিত ও অধীনস্থ সাহল ব্যতীত সমস্ত দেশ এবং চাম্বা মহারাজের অধিকারভুক্ত হইল।

২য় সর্ত্ত। পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তানুসারে মহারাজ গোলাপ সিং যে সকল প্রদেশে অধিকার লাভ করিবেন, তৎসমুদয়ের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্ধারণের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মহারাজ গোলাপ সিংহ কর্তৃক কমিশনার নিযুক্ত হইবেন; তদীয় কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা-পত্রে তদ্বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে।

৩য় সর্ত্ত। পূর্ব্বোক্ত সর্ত্ত অনুসারে মহারাজ গোলাপ সিং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে যে সম্পত্তি প্রদান করা হইতেছে, তাহার দরুণ মহারাজ গোলাপ সিং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টকে ৭৫ পঁচাত্তর লক্ষ "নানকসাহী" টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন ; এই সন্ধি অনুমোদিত হইবার সময়ই তিনি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এবং বর্ত্তমান ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন।

৪র্থ সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত মহারাজ গোলাপ সিংহের রাজ্যের সীমানা কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

৫ম সর্ত্ত। লাহোর-গবর্ণমেণ্ট কিম্বা পারিপার্শ্বিক অন্য কোন রাজ্যের সহিত মহারাজ গোলাপ সিংহের কখনও কোনও বিষয়ে বিবাদ

উপস্থিত হইলে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্যস্থতা করিবেন; তৎসম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের বিচারই মান্য করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ সর্ত্ত। বৃটিশ সৈন্যগণ যখন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে অথবা মহারাজের রাজ্যের নিকটে যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইবে, মহারাজ গোলাপ সিংহ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আপনার সমস্ত সৈন্য প্রদান করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিবেন।

৭ম সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত মহারাজ গোলাপ সিংহের কোন কার্য্যে কোন বৃটিশ-প্রজাকে অথবা কোন ইউরোপীয় বা কোন মার্কিণ প্রজাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

৮ম সর্ত্ত। মহারাজ গোলাপ সিংহকে যে রাজ্য প্রদত্ত হইল, তাহার জন্য তিনি, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ লাহোর দরবার এবং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সন্ধিপত্র নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই সন্ধিপত্রের পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম সর্ত্তসমূহ মানিতে বাধ্য রহিলেন।

৯ম সর্ত্ত। বৈদেশিক শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার সহায়তার জন্য বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট মহারাজ গোলাপ সিংহকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন।

১০ম সর্ত্ত। এতদ্দ্বারা মহারাজ গোলাপ সিংহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন; এবং সেই প্রাধান্য স্বীকারের পরিচয় স্বরূপ প্রতি বৎসর তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে একটী ঘোটক, বারটী সুজাত শাল প্রস্তুতের উপযোগী লোম-বিশিষ্ট ছাগল (ছয়টী পুংছাগ এবং ছয়টী স্ত্রী-ছাগ), এবং তিন জোড়া কাশ্মিরী শাল প্রদান করিবেন।

গবর্ণর জেনারেল রাইট অনরেবল স্যর হেনরী হার্ডিঞ্জ জি, সি, বি, মহোদয় কর্ত্তৃক ক্ষমতা-প্রাপ্ত, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ফ্রেডারিক কারি এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরি মণ্টোগোমারি লরেন্স কর্ত্তৃক অদ্য স্বাক্ষরিত এই সন্ধিপত্র এবং মহারাজ গোলাপ সিংহের সহিত

অদ্য নিষ্পন্ন হইল। গবর্ণর-জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ জি, সি, বি, বাহাদুর কর্তৃক উক্ত সন্ধিপত্র অদ্যই মোহরাঙ্কিত এবং অনুমোদিত হইল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ ১২৬২ হিজরী, ১৭ রবিয়লওয়াল দিবসে এই সন্ধি পত্র অমৃতসরে সম্পন্ন হইল।

একবিংশ পরিশিষ্ট।

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় সন্ধি।

ফরেন ডিপার্টমেণ্ট, বিপাশা নদীর পূর্ব্ব-
তীরস্থিত ভাইরোয়াল ঘাট ক্যাম্প,
২২শে ডিসেম্বর, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ।

যখন মহারাজ গোলাপ সিং কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে যান, তখন কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্তা শেখ ইমাম উদ্দীন লাহোর-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্যবল সাহায্যে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১ই মার্চ্চ লাহোর-গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দমন করিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির হস্তে ঐ প্রদেশের ভার প্রদানের জন্য লাহোর-গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করা হইয়াছিল।

সেই কার্য্যের জন্য মহারাজ গোলাপ সিংহের এবং লাহোর দরবার যুক্ত সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে, একদল বৃটিশ-সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল; আবশ্যকমতে ঐ সৈন্যদল সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল।

লাহোর দরবারের আদেশ অনুসারে শেখ ইমাম উদ্দীন মহারাজ গোলাপ সিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছেন, এই কথা তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন; তিনি আরও জানাইয়াছিলেন যে, উজীর রাজা লাল সিংহের লিখিত উপদেশ অনুসারেই এই বিদ্রোহের উদ্যোগ হইয়াছে।

শেখ ইমাম উদ্দীন, বৃটিশ এজেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করেন; তাঁহার সহিত সর্ত্ত হয় যে, তিনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, লাহোর

দরবারের মন্ত্রীর উত্তেজনায় মহারাজ গোলাপ সিংহের রাজ্যাধিকারে বাধা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহার শরীর বা সম্পত্তির প্রতি লাহোর দরবার কোন শাস্তি বিধান করিবেন না, বৃটিশ এজেণ্ট তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতেছেন। যাহাতে এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হয়, বৃটিশ এজেণ্ট তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

শেখ ইমাম উদ্দীন যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, প্রকাশ্যভাবে তাহার অনুসন্ধান হইয়াছিল। অনুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়,—মহারাজ গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে যাইলে, শেখ ইমাম উদ্দীন তাঁহাকে যে বাধা দিয়াছিলেন, রাজা লাল সিংহের গুপ্ত উত্তেজনাই তাহার মূলীভূত।

অতঃপর অবিলম্বে উজীর রাজা লাল সিংহকে পদচ্যুত করিয়া বৃটিশ প্রদেশে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য, গবর্ণর জেনারেল লাহোর-ষ্টেটের সামন্তবর্গের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

উজীর লাল সিং গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করিয়া সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা লাল সিং পদচ্যুত হইলে, গবর্ণর জেনারেল তাহাতে স্বীকৃত ছিলেন। উজীর লাল সিংহের কার্য্যে দরবারের অন্যান্য সদস্যদিগের যে যোগাযোগ ছিল না, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কাশ্মীরের বিদ্রোহদমন করে এবং সন্ধিসর্ত্ত পরিপালনের বাধা দূর করিতে, শিখ-সৈন্যদলের এবং সর্দারগণের ব্যবহারে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উজীর লাল সিংহের অপকর্ম্মের সহিত সমস্ত শিখ-জাতি লিপ্ত নহে।

মন্ত্রিগণ এবং সামন্তগণ একবাক্যে উজীর লাল সিংহের পদচ্যুতি বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন এবং অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

লাহোরের শাসন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দরবারের অবশিষ্ট

সদস্যগণ সমস্ত সর্দার এবং সামন্তগণের সহিত একমত হইয়া, কয়েক দিনের পরামর্শের পর স্থির করিয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে তাঁহার রক্ষার জন্য এবং রাজ্যের সুশাসন কল্পে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সাহায্য এবং মধ্যস্থতা প্রার্থনীয়।

দরবারের এবং সামন্তগণের সেই প্রার্থনা অনুসারে, বর্ত্তমান বর্ষের ৯ই মার্চ্চ তারিখে লাহোরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কিছু সাময়িক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে।

সেই পরিবর্ত্তনের নিয়ম এবং সর্ত্ত নিম্নলিখিত চুক্তিপত্রে লিখিত হইল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং
লাহোর-দরবারের মধ্যে এই চুক্তিপত্রের
সর্ত্তসমূহ ধার্য্য হয়।

লাহোর দরবার এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ ও সর্দারগণ স্পষ্ট ভাষায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে, লাহোর রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য, তাঁহারা গবর্ণর জেনারেলের সহায়তা ও সুপরামর্শের প্রার্থী। তাঁহাদের মতে লাহোর-গবর্ণমেণ্টের রক্ষাকল্পে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের সেই প্রার্থনা অনুসারে, কতকগুলি সর্ত্তের অধীনে, গবর্ণর জেনারেল নিম্নলিখিত চুক্তিপত্রে, বিগত ১১ই মার্চ্চ তারিখে লাহোরে যে চুক্তিপত্র ধার্য্য হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন। গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ, জি, সি, বি, কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, গবর্ণর-জেনারেলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এজেণ্ট, লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল হেনরি মণ্টগোমারি লরেন্স, সি, বি, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটরী, ফ্রেডারিক ক্যারি এস্কোয়ার, এতদুভয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই সন্ধিসর্ত্ত স্থিরীকরণে নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দ্দার তেজ সিং, সর্দ্দার শের সিং, দেওয়ান দীননাথ, ফকীর নুরউদ্দীন, রায় কিষণ চাঁদ, সর্দ্দার রণজোর সিং মজিথিয়া, সর্দ্দার উত্তর সিং কালীওয়ালা, ভাই নিধান সিং, সর্দ্দার খাঁ সিং মজিথিয়া, সর্দ্দার শমশের সিং, সর্দ্দার লাল সিং মোরারিয়া, সর্দ্দার কের সিং সিন্ধানওয়ালা, সর্দ্দার অর্জ্জুন সিং রাঙ্গরাঙ্গিয়া, লাহোরে সমবেত সমস্ত সামন্ত ও সর্দ্দারদিগের সম্মতিক্রমে একমত হইয়া হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে এই সন্ধিসর্ত্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন :—

১ম সর্ত্ত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর ষ্টেটের মধ্যে যে সন্ধি ধার্য্য হয়, সেই সন্ধির অন্তর্গত পঞ্চদশ ধারা ব্যতীত অপরাপর ধারা বিষয়ে উভয় গবর্ণমেণ্ট সমভাবে বাধ্য থাকিবেন ; উক্ত পঞ্চদশ ধারা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

২য় সর্ত্ত। উপযুক্তরূপ সহকারিগণের সহিত একজন বৃটিশ কর্ম্মচারী গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লাহোরে অবস্থিতি করিবেন। তত্রত্য সমস্ত বিভাগের কার্য্যাবলীর উপর তাঁহার আধিপত্য থাকিবে ; তাঁহার আদেশমত সমস্ত সৈন্য পরিচালিত হইবে।

৩য় সর্ত্ত। জনসাধারণের প্রকৃতি এবং মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতীয় আচার ব্যবহার, শিক্ষা-পদ্ধতি ও ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা করিয়া এবং সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে।

৪র্থ সর্ত্ত। শাসনের প্রণালী এবং বিভাগ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না। তবে লাহোর গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য স্বত্ব রক্ষার জন্য, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible]

পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে তাহা করা হইবে। আপাততঃ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারাই রাজকীয় সদস্য-সভার তত্ত্বাবধানে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে; প্রধান প্রধান সামন্ত এবং সর্দ্দারগণকে লইয়া বৃটিশ রেসিডেন্টের পরিচালনে এবং শাসনাধীনে সদস্য-সভা গঠিত হইবে।

৫ম সর্ত্ত। আপাততঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া রাজকীয় সদস্য সভা (Council of Regency) গঠিত হইবে;—যথা, সর্দ্দার তেজ সিংহ, সর্দ্দার শের সিং আটারিওয়ালা, দেওয়ান দীননাথ, ফকীর নুর উদ্দীন, সর্দ্দার রণজোর সিং মজিথিয়া, ভাই নিধান সিং, সর্দ্দার উত্তর সিং কালীওয়ালা, সর্দ্দার শমসের সিং সিন্ধানওয়ালা। গবর্ণরের আদেশ এবং অনুমতিপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সম্মতি ব্যতীত সদস্যগণের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না।

৬ষ্ঠ সর্ত্ত। রাজকীয় সদস্য-সভার দ্বারা দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, কিন্তু বৃটিশ রেসিডেন্টের অভিপ্রায় মত তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। সেনা বিভাগের সকল কার্য্যেই বৃটিশ রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার বিদ্যমান থাকিবে।

৭ম সর্ত্ত। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং মহারাজের শরীর রক্ষা কল্পে গবর্ণর জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তদনুরূপ বৃটিশ সৈন্য লাহোরে অবস্থিতি করিবে, সৈন্যদলের সংখ্যা, অবস্থান এবং শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলই স্থির করিবেন।

৮ম সর্ত্ত। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং রাজধানী নিরাপদ বিধান কল্পে, গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছানুসারে লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত যে কোন দুর্গ বা সেনা-নিবাস বৃটিশ সৈন্য দ্বারা অধিকার করিয়া রাখিতে পারিবেন।

৯ম সর্ত্ত। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে ব্যয় হইবে, তাহা নির্ব্বাহ জন্য, লাহোর-ষ্টেট প্রতি বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে

পূর্ব ওজনের ২২ লক্ষ নূতন 'নানকশাহী' টাকা প্রদান করিবেন। দুই কিস্তিতে, অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রতিবৎসর মে ও জুন মাসের মধ্যে, এবং ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রত্যেক বৎসর দিতে হইবে।

১০ম সর্ত্ত। মহারাজ দলীপ সিংহের জননী, হার হাইনেস মহারাণীর নিজের এবং তাঁহার অধীনস্থগণের ভরণ-পোষণের জন্য, প্রতি বৎসর তাঁহার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হইবে; সেই টাকা মহারাণী স্বেচ্ছাক্রমে ব্যয় করিতে পারিবেন।

১১শ সর্ত্ত। এই সন্ধির সর্ত্ত সমূহ মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মহারাজের ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে, অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে, এ সকল সর্ত্ত রহিত হইবে। মহারাজের গবর্ণমেণ্টের রক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তার যখন আর আবশ্যক হইবে না, গবর্ণর জেনারেল এবং লাহোর দরবার যখন তাহা বুঝিতে পারিবেন, সেই সময় গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে, মহারাজের সাবালক অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই, এই সন্ধির ব্যবস্থা রহিত করিতে পারিবেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ এবং সর্দার ও সাহেবগণ উপস্থিত থাকিয়া এগারটী সর্ত্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র লাহোর নগরে স্বাক্ষর করিলেন।

	টাকা	টাকা
জের	৭০,০০,০০০	২,১৯,৭০,০০০
কাঙড়ার রাজগণ (রণবীর চাঁদ প্রভৃতি) ...	১,০০,০০০	
সর্দার লেহনা সিং মজিথিয়া ...	৩,৫০,০০০	
সর্দার নিহাল সিং আলহুওয়ালিয়া ...	৯,০০,০০০	
সর্দার কিষেণ সিং (জমাদার খুসাল সিংহের পুত্র) .	১,২০,০০০	
সর্দার তেজ সিং ..	৬০,০০০	
সর্দার শ্যাম সিং, এবং ছত্র সিং আতারিওয়ালা ...	১,২০,০০০	
সর্দার শমসের সিং সিন্ধানওয়ালা ...	১৫,০০০	
সর্দার অর্জ্জুন সিং, এবং হরি সিংহের অপরাপর পুত্র ...	১৫,০০০	
কুমার পেশোয়ারা সিং ...	৫,০০০	
কুমার তারা সিং ...	২০,০০০	
সর্দার জোয়াহির সিং (দলীপ সিংহের পিতৃব্য।) ...	৪০,০০০	
সর্দার মঙ্গল সিং ...	৫০,০০০	
সর্দার ফতে সিং মান ...	৫০,০০০	
সর্দার উত্তর সিং কালিয়ানওয়ালা ...	৫০,০০০	
সর্দার হুকুম সিং মালওয়াই ...	৫০,০০০	
সর্দার মেলা সিং মোকাল ...	৫০,০০০	
সর্দার সুলতান মহম্মদ, পৈয়র মহম্মদ এবং পির মহম্মদ খাঁ ...	১,৫০,০০০	
সর্দার জামাল-উদ্দীন খাঁ ...	১,০০,০০০	
সেখ গোলাম মহিউদ্দীন ...	৩০,০০০	
ফকীর আজীজ-উদ্দীন, তাঁহার ভাইগণ ...	১,০০,০০০	
	৮৫,১৫,০০০	৩,১৯,৭০,০০০

জের	জের	১৪	১	২৮	৩	২
জেনারেল ছিমেদ সিং	মুসলমান; কয়েক জন মাত্র শিখ সৈন্য	২	০	৩	০	০
জেনারেল গোলাপ সিং পোহ্বভিন্দিয়া	তিনটী মুসলমান সৈন্য দল; কামান পরিচালক, শিখ এবং মুসলমান সৈন্য	৩ *	০	১৪	০	০
জেনারেল মহাতাব সিং মজিথিয়া	পদাতিক শিখ সৈন্য; শিখ এবং মুসলমান গোলন্দাজ	৪	১	১২	০	০
জেনারেল গুরদত্ত সিং মজিথিয়া	প্রধানতঃ শিখ পদাতিক সৈন্য	৩	০	০	০	০
কর্ণেল, জন হলমস	গোলন্দাজ সৈন্য,—শিখ এবং মুসলমান। পূর্ব্বে এই সৈন্যদল জেনারেল কোর্টের অধীনারকল্পে পরিচালিত হইত।	১	০	১০	০	০
জেনারেল গৌকুল সিং	হিন্দুস্থানী সৈন্য; অল্প সংখ্যক শিখ	২	০	০	০	০
কর্ণেল কোর্টলাণ্ড (ইঁহাকে কার্য্য হইতে জবাব দেওয়া হয়)	পদাতিক সৈন্য—শিখ এবং হিন্দু; গোলন্দাজ সৈন্য—শিখ এবং মুসলমান	২	০	১০	০	০
		৩১	২	৭৭	৩	২

* শেষ ইহার অধীন পরে তাঁহার চতুর্থ সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন।

স্থায়ী সৈন্যদল।		পদাতিক সৈন্যদল	অশ্বারোহী সৈন্যদল	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান	বৃহৎ কামান	
প্রত্যেক সৈন্যদলের অধিনায়ক।	সৈন্যদলের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বর্ণন।				যুদ্ধ কামান	অবরোধক কামান
জের	জের	৩১	২	৭৭	৩	২
শেখ গোলাম মহী উদ্দীন	পদাতিক সৈন্য—শিখ ; গোলন্দাজ সৈন্য—শিখ এবং মুসলমান	১	০	৬	৮	০
যে কোন সংযোগকারী প্রধান ; জেনারেল ইলাহী বকেসর অধীনে কামান পরিচালক সৈন্য	পদাতিক,—শিখ ; গোলন্দাজ,—শিখ এবং মুসলমান (জেনারেল ভেণ্টুরা)	৪	২	১২	২২	০
জেনারেল গোলাপ সিং কালকাটাওয়ালা (মৃত)	শিখ সৈন্য	৪	১	১৩	০	০
জেনারেল দেব সাম	শিখ, মুসলমান এবং পার্বত্য জাতি (জেনারেল এভিটেবাইল)	৪	১	১২	৩	০
জেনারেল খাঁ সিং মান	শিখ এবং মুসলমান	৪	০	১০	০	০
		৪৮	৬	১৩০	৩৬	২

লাহোরের সৈন্য সংখ্যা।

স্থায়ী সৈন্যদল।		পদাতিক সৈন্যদল	অশ্বারোহী সৈন্যগণ	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান	বৃহৎ কামান	
প্রত্যেক সৈন্যদলের অধিনায়ক।	সৈন্যদলের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বর্ণন।				যুদ্ধ কামান	অবরোধ কামান
জের	জের	৬৩	৮	২০৮	১১৬	৯৯
মেজারেল গেণ্ডা সিং	শিখ এবং মুসলমান	০	০	১০	১০	০
কর্ণেল আমীর চাঁদ	প্রধানতঃ মুসলমান	০	০	০	১০	০
কোম্পানি মোজাহর আলি	মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী	০	০	১০	০	০
জেনেরল মজা সিং (লাহোর)	মুসলমান ; কতিপয় শিখ	০	০	০	২০	১২
জেনেরল গুরু সিং (অমৃতসর)	শিখ এবং মুসলমান	০	০	০	০	১০
বিভিন্ন প্রকারের অবরোধ কামান		০	০	০	০	৫০
		৬০	৮	২২৮	১৫৬	১৭১

সমগ্র সৈন্যের খতিয়ান।

প্রত্যেক দলে ৭০০ শত হিসাবে ৬০টী পদাতিক সৈন্যদল	৪২,০০০
“মাযবোগ” এবং “আকালি”	৫,০০০
অস্থায়ী সৈন্যদল এবং অবরোধকারী সৈন্য	৪৫,০০০
	৯২,০০০
	পদাতিক সৈন্য।
প্রত্যেক দলে ৬০০ শত হিসাবে, ৮টী অশ্বারোহী সৈন্যদল	৪,৮০০
ঘোর সোয়ার (অশ্বারোহী)	১২,০০০
জায়গীরদারী অশ্বারোহী সৈন্য	১৫,০০০
	৩১,৮০০
	অশ্বারোহী সৈন্য।
যুদ্ধ কামান	৩৮৪টী কামান।

	পুস্তকের নাম	মূল্য	আকাঙ্ক্ষা
৭৭।	My Dairy in India—by Milton Howard Russel Vol II	১।০	০
৭৮।	Narratives of Bengal by Francis Gladwin	১০	
৭৯।	Disaster of Afganistan, by Lady Sal,	১৶০	০
৮০।	My Dairy in India (By William Howard Russel) Vol I	১৲	০
৮১।	Historical Fragments of the Mogol Empire (by Robert Orme)	১।০	০
[illegible]	Tavernier's in India	১৷৶০	০
[illegible]	Thirty Five Years in the East by Honigberger	১।০	০
[illegible]	A Visit to Europe by T. N. Mukherji	৸০	০
[illegible]	History of the Sikhs by J. D. Cunningham	২৲	০
[illegible]	Emperor Humayun's life by Major Charles Stewart	১৲	০
[illegible]	"Ratnavali" by Michael Madhusudan Dutt	[illegible]	০
[illegible]	"Sarmishta" by Michael Madhusudan Dutt	।০	০

শিখ-ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশের বিবরণ ও অধিবাসিগণ।

[illegible] অধিকৃত এবং তদধীনে শাসিত রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা ;—জলবায়ু ও ভূমির প্রকৃতি ;—অধিবাসিগণ, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও [illegible] ;—জাতি ও বংশের বিশেষ লক্ষণ এবং পরিণাম ;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির [illegible] উপনিবেশ স্থাপন ;—বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ-জ্ঞাপক [illegible]।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত শিখগুরু নানক এবং গোবিন্দ, ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজস্বাধীনতা বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রচার করিলে, লাহোর ও শতদ্রু নদীর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী কৃষিজীবী "জাঠ" অধিবাসিগণ সেই নবপ্রচারিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে; "শিখ" অর্থাৎ "শিষ্য সম্প্রদায়" এক্ষণে একটী জাতিরূপে পরিণত; দিল্লী হইতে পেশোয়ার ও সিন্ধু হইতে কারাকোরাম পর্ব্বত-শ্রেণী পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে তাহাদের অধিকার ও আধিপত্য বিস্তৃত। এক্ষণে শিখ জাতির অধিকৃত রাজ্য উত্তর অক্ষাংশের অষ্টাবিংশ ও ষট্‌ত্রিংশ সমান্তরাল রেখায় (28th and 36th parallels of north latitude) এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমার একসপ্ততি ও সপ্তসপ্ততি সংখ্যক মাধ্যমিক রেখায়

(71st and 77th meridians of east longitude) মধ্যবর্ত্তী। পাকিপথ্‌ হইতে "খাইবার পাশ" পর্য্যন্ত প্রায় চারি শত মাইল পরিমিত একটী ভূমি-রেখা টানিলে, তাহার উপর দুইটী সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত হইতে পারে; রণজিৎ সিংহের বিজিত রাজ্য এবং শিখ-জাতির স্থায়ী উপনিবেশসমূহ তাহারই অন্তর্গত।

শিখ-রাজ্য এইরূপে মধ্যবর্ত্তী অক্ষাংশ সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রের জলরেখা হইতে অনধিক উচ্চ প্রান্তর এবং দুই তিন মাইল উচ্চ পর্ব্বতমালা সমাচ্ছন্ন থাকায় এই বিশাল শিখরাজ্যে প্রকৃতির আগর্ভনে সর্ব্বত্রই বিবিধ প্রকার জল-বায়ুর প্রভাব দৃষ্ট হয়, এবং স্বভাবজাত সর্ব্ববিধ দ্রব্যই জন্মিয়া থাকে। তুষারের শীত দীর্ঘকাল-স্থায়ী এবং অসহনীয়; বৎসরার্দ্ধ কাল স্থানটী তুষারাচ্ছন্ন থাকে; নিভৃত প্রান্তরের নিস্তব্ধতায় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, এবং কোন সজীব প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পর্ব্বতমালা-সমাচ্ছন্ন উচ্চ অনুর্ব্বর প্রদেশ শাল-পশম-উৎপাদনকারী রোমবিশিষ্ট ছাগলের জন্য প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশস্থ জলপরিশূন্য ভূমিখণ্ডে উৎকৃষ্ট গম এবং যব প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উচ্চ প্রান্তর হইতে মধ্যাহ্নেও নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়; অধিকন্তু এ স্থানের সূক্ষ্ম আকাশে কচিৎ বজ্র-নির্ঘোষ-ধ্বনি শ্রুত কর্ণ বিদীর্ণ হয়। তিব্বত দেশের

* সিন্ধু নদের প্রধান শাখা এবং শাজুকের (Shajuk) মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ পতিত ভূমিখণ্ডে শালের উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট শাল-পশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শতদ্রু নদীর উপত্যকা হইতে লুধিয়ানা ও দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে ১০০,০০০ টাকা, অথবা ১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে (১৮৩৪ সালের কলিকাতার "এসিয়াটিক সোসাইটির" পত্রিকার ৩য় খণ্ড, ২৭০ পৃঃ—"Journal, Asiatic So-

শীত এবং বায়ুচালিত হিমানী অপেক্ষা, মুকতানের উত্তাপ ও ধূলিঝড় (dust storm) অধিকতর অসহনীয়। নগরটী নদীর তীরে মরুভূমির দ্বারে অবস্থিত বলিয়া দেশজাত পণ্যাদি এবং গালিচার ব্যবসায়ের

ciety [of Bengal" for 1844. p. 210)। মুরক্রফ্‌ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একমাত্র কাশ্মীরেই প্রায় ৭৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের পশম আমদানী হইয়াছে। (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় ভাগ, ১০৫ পৃঃ—"Travels", ii P. 165)। এইরূপে শতদ্রুর প্রান্তবর্ত্তী দেশসমূহে শাল-পশমের ব্যবসায় সমগ্র দেশব্যাপী ব্যবসায়ের ন্যূনাধিক দশমাংশ মাত্র। মুরক্রফ্‌ট তিব্বত দেশের যব ও গমের চাষের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি তিব্বত দেশে যব শস্যের যে উৎকৃষ্ট জমি দেখিয়াছিলেন, সেরূপ অতুলনীয় শস্যক্ষেত্র কুত্রাপি তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, একজন ইংরেজ কৃষক বহুদূর ভ্রমণ করিয়াও এরূপ নয়নতৃপ্তিকর যব-গম-ক্ষেত্র কোথাও দেখিতে পায় কিনা সন্দেহস্থল। ("Travels", 269, 280;—'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', ২৬৯, ২৮০ পৃঃ।)

তিব্বতের উত্তরবর্ত্তী স্বর্ণক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও উপলখণ্ড এবং বালুকারাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়; কিন্তু হ্রদ সমূহে যে স্বর্ণসংযোগযোগী কাঁচা সোহাগা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য, বহুমূল্য ধাতু অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক।

ইয়ারখন্দে "চরস" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়; ভারতবর্ষে ইহার প্রচুর কাটতি। তখন আফিমের হিমালয়ের পর পারে প্রভৃতি হইতে, এবং হিন্দু ও চীনদেশীয় ব্যবসায়িগণ এই দুই বিষতুল্য পদার্থের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত।

তিব্বতের মধ্য দিয়া কাশ্মীর এবং কাবুল পর্য্যন্ত, চা-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল; তখন কলিকাতা বাজারেই ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি হইত। অর্থাৎ পাঁচ হাজার "চায়" খণ্ডে (block) তদানুসারে ১২ ও ১৬ শিলিং

সম্পূর্ণ উপযোগী। অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বর্তমান থাকায় এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে গম, নীল এবং কার্পাস জন্মিয়া থাকে।* হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশস্থ নিম্নভূমি সময়ে সময়ে বৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়। কিন্তু ভাওয়ালপুর প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে প্রায়শঃই বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না, এবং

হইতে ৩৬ ও ৪৮ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হইত (Moorcroft Travels', p. 350 and 351 :—মুরক্রফটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ৩৫০ ও ৩৫১ পৃঃ।)

* মুলতানের 'গম' শীষপূর্ণ; ইহার শস্য (শীষ) দীর্ঘ ও গুরুভার। এই শস্য ভাওয়ালপুরাধার এবং ব্রিটিশ অধিকারের সময় হইতে সিন্ধুদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। মুলতানের শিল্পজাত কার্পেটের বার্ষিক মূল্য সম্ভবতঃ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক নহে। রেশমজাত দ্রব্যাদির মূল্য কার্পেটের মূল্য অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক; অথবা, ভাওয়ালপুরের শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য সমেত সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০,০০০ চারি লক্ষ টাকা। কিন্তু সিন্ধুদেশের একটী রাজবংশ বিতাড়িত হওয়ার সময় হইতে, শিল্পজাত বস্ত্রাদির আমদানী যে প্রচুর পরিমাণে কমিয়াছে— তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বঙ্গদেশজাত রেশম অপেক্ষা শক্ত, উজ্জ্বল এবং চাকচিক্যশালী বলিয়া, তৎপরিবর্ত্তে আজকাল, বোখারার ঊর্ণা-তন্তু (অপরিষ্কৃত রেশম) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিজাতী বস্ত্রাদির এবং বস্ত্রোপযোগী কার্পাস সূত্রের ব্যবহার (ন্যূনাধিক পরিমাণে) ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিরাই এই সমস্ত বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভাওয়ালপুরের তন্তুবায়গণ কেবলমাত্র আটার "টন" কার্পাস সূত্রের কাপড় প্রস্তুত করে; কিন্তু সেই জেলায় অন্ততঃ তিনশত "টন" পরিষ্কৃত কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত্রত্য অধিবাসিগণ অল্প পরিমাণে ঐ কার্পাস সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং অবশিষ্টগুলি বিক্রয়ার্থ ভাওয়ালপুরাধার প্রেরণ করে।

মুলতান ও সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে ইহার কষ্টেরও আর্দৌ অনু-
ভূত হয় না। মধ্যপঞ্জাব বন-জঙ্গলাবৃত, কিংবা পশুচারণ-যোগ্য অনুর্ব্বর
প্রান্তর-সমাচ্ছন্ন। বহু সংখ্যক নদনদীর প্রাচুর্য্য-হেতু এই প্রদেশটী
মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই; কিন্তু অনাবৃষ্টি এবং গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন
স্থানটী হিংস্র জন্তুর বাসের অনুপযোগী, এবং গো-মেষাদি গৃহ-পালিত
পশু এই দেশের মুখ্য সম্পদ। পর্ব্বতমালা-সমাচ্ছন্ন সীমাবদ্ধ বিস্তৃত
সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদ এবং শাখানদীসমূহ প্রবহমান থাকায়,
এ প্রদেশটী ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর।
জনাকীর্ণ সহরগুলি কার্পাস, রেশম ও পশম বয়নকারী সুনিপুণ শিল্পিগণে
পরিপূর্ণ; এই প্রদেশে চর্ম্ম, পশম এবং লৌহব্যবসায়ী বহুসংখ্যক
সুদক্ষ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর উপরিভাগের অতি সন্নি-
কটেই জল দৃষ্ট হয়। জল-সেচন প্রভৃতি কার্য্যে সাধারণতঃ পারস্য-
দেশীয় যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে শর্করা
জন্মে। ভারতবর্ষের মধ্যে অমৃতসহরই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল;
এখানকার সওদাগরগণ এই মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশ কাবুল ও
সিন্ধুদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে *। কাশ্মীরের শিল্পিগণ, এবং অন্যান্য

পঞ্জাবের নিম্নভূমিসমূহে এবং ভাওয়ালপুরে যথাক্রমে ৭৫০ এবং ১৫০
টন নীল জন্মে। অন্যান্য স্থানে প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ৯ হইতে ১৮
পেন্স মাত্র। উহা প্রধানতঃ খোরাসানেই অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়।
হয় ও, ভারতজাত নীল কতক পরিমাণে পারস্য উপসাগরের পথে ঐ
দেশে প্রেরিত হয় বলিয়া, অন্যান্য স্থানসমূহে নীলের ব্যবসায় অনেকটা
হ্রাস হইয়াছে। শিখজাতি এবং সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানগণ
নীলবর্ণের পোষাক এক্ষণে বিশেষ পছন্দ করে বলিয়া, ঐ অঞ্চলে নীলের
ব্যবহার প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব প্রদেশের আমদানী-রপ্তানী দ্রব্যাদির এক

উপত্যকায় কুঙ্কুম, আঙ্গ্রাপ, প্রভৃতি বিবিধ পণ্য দ্রব্য সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ; কাশ্মীরের শাল, দেশ-বিখ্যাত এবং উল্লেখযোগ্য *। আটক ও পেশোয়ারের সমতল ক্ষেত্রে গণ্ডার প্রভৃতি আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাবর অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার আগমনের সময় হইতেই এই প্রদেশে হিংস্র জন্তুর প্রভাব লোপ পাইয়াছে। অধুনা সেই সকল সুদীর্ঘ প্রান্তর-ভূমি ধান্য, যব, গম, প্রভৃতি বহুমূল্য শস্যক্ষেত্রে পরিশোভিত। পর্ব্বতমালা হইতেও বহুবিধ ঔষধ, দ্রব্য এবং ফল সংগৃহীত হইতেছে। এই সমস্ত অত্যুচ্চ পর্ব্বত পার্শ্বে সুদীর্ঘ দেবদারু-বন এবং তাম্র-খনি দেখিতে পাওয়া যায়। সৈন্ধব লবণ এবং অপরিষ্কৃত লৌহের বিস্তৃত খনি এই বিশাল পর্ব্বত-বক্ষে নিহিত রহিয়াছে। সিন্ধুনদ ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাগুলি অতি মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর; এই জন্যই মনে হয়, আসিয়াখণ্ডে এই প্রদেশ অতুলনীয়; সামরিক আবহাওয়া ইউরোপীয়দিগের উপযোগী। এখানে বর্ষাকালের কঠোরতা আদৌ

আবকারীর শুল্ক সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০,০০০ কি ২৫০,০০০ পাউণ্ড আদায় হয়। এই শুল্কের পরিমাণ রণজিৎ সিংহের সমগ্র আয়ের অর্থাৎ ৩,২৫০,০০০ পাউণ্ডের ত্রয়োদশাংশ।

* মিঃ মুরক্রফ্‌ট্‌ (Travels, II. 194 ;—ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৯৪) গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কাশ্মীরজাত শালের বাৎসরিক মূল্য ৩,০০,০০০ পাউণ্ড; কেবল মাত্র অপরিষ্কৃত বস্ত্রের মূল্যই যদি ৭৫,০০০ পাউণ্ড হয়, তাহার তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ অল্প বলিয়া বোধ হইতেছে (Travels; ii. 165, &c); অর্থাৎ সমস্ত বস্ত্রের প্রত্যেকটীর বয়নোপযোগী তিন শত পাউণ্ড ওজনের (প্রতি পাউণ্ড অর্দ্ধ সের) প্রত্যেক পাউণ্ডের মূল্য পাঁচ শিলিং (একটি শিলিং প্রায় আট আনা)।

অন্তর্ভূত হয় না; বরং তৎপরিবর্ত্তে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের রমণীয় বসন্ত-বায়ু প্রাণ মন মোহিত করে।

শিখ অধিকৃত পাঞ্জাবে নানা জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের ভাষা, বংশ এবং ধর্ম্ম পরস্পর বিভিন্ন ছিল। পুরাকালে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়,—এই দুই জাতিই প্রকৃত সভ্য জাতি বলিয়া অভিহিত হইত। তাহাদের আবাসভূমি—সেই আর্য্যাবর্ত্তের বিস্তৃত প্রান্তর—দরায়ুস ও আলেকজান্দারের সময় হইতে বাবর এবং নাদের সার সময় পর্য্যন্ত,—সময়ে সময়ে 'পারসী' এবং 'সিদিক' প্রভৃতি অসভ্য জাতি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভিন্ন আক্রমণকারীর অনেক নিদর্শন এখনও হয়ত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান জাতির প্রাদুর্ভাব এবং উত্তর এসিয়া-খণ্ড হইতে পাঞ্জাবভূমিতে জাঠ জাতির উপনিবেশ স্থাপন,—এই দুইটিই প্রধান উল্লেখযোগ্য। 'গ্রীক'দিগের 'গীতি' (Getae) এবং চীনদেশীয়দিগের 'ইউইচি' (Yuechi) প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প প্রসঙ্গে 'জাঠ' কিম্বা 'চন্দ্র'বংশসম্ভূত 'যদুর' বংশ-পর্য্যায় আলোচনা করিয়া, চীন কৃষিজীবী ও গ্রীকদিগের সহিত তাহাদের স্বতঃপ্রমাণিত সাদৃশ্য নির্ণয়ের আবশ্যক নাই; অথবা রণজিৎ সিংহ 'সাঁসি' বংশ-সম্ভূত কিনা,—তাহাও আলোচনা করিতে চাহি না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রথম যুগে আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুধর্ম্ম এবং সভ্যতার প্রাবল্য হেতু হিংস্র অসভ্য আক্রমণকারিগণও ক্রমে সুসভ্য হইয়াছিল; প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই 'জাঠ' জাতি ব্রাহ্মণদিগের ভাষা এবং ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল। সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরস্থ 'জাঠ' অধিবাসিগণ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে; এবং উত্তর খণ্ডের জাঠজাতি বহুদিন ধরিয়া প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপাসক ছিল। সম্প্রতি এই শেষোক্ত সম্প্রদায় এক নূতন

জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে ; এক্ষণে তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব এবং মানবের একত্ব ও সমত্ব প্রচার করিতেছে ; এবং বহুদিন হিন্দু ও মুসলমান নরপতির অধীন থাকিয়া এক্ষণে তাহারা এক অসীম প্রবল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।* সৌন্দর্য্য

---

* অভিধান অনুসারে "জ্যাট" (Jat) শব্দে একটী 'জাতি,' 'বংশ' অথবা 'বিশেষ কোন একটী জাতি বুঝায় ; কিন্তু "জাট" (Jut) শব্দে 'রীতি,' 'জাতি' এবং 'কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ' বুঝা যায়। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ইহার অর্থ 'ভেড়ার লোম' অথবা কেশরাশি! সিন্ধু দেশের উত্তরাংশে "জাঠ" (Jut) শব্দে অধুনা 'উষ্ট্র ও গো-মহিষাদি পালনকারী' অথবা 'মেষ-পালক' বুঝিতে হইবে ; এ অঞ্চলের কৃষকশ্রেণী এই জাতির অন্তর্গত নহে। পঞ্জাবে "জাঠ" (Jut) বলিলে এখনও সাধারণতঃ 'গ্রামবাসী' অসভ্য বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ হইতে তাহাদের রীতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র ; তাহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে "দেবীস্থান" রচয়িতা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন (Dābistan, ii. 252—দেবীস্থান, দ্বিতীয় খণ্ড ২৫২ পৃঃ)। কিন্তু লাহোরের 'জাঠ' জাতি (Jut) এবং যমুনার পার্শ্ববর্ত্তী "জাট" (Jat) সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাপন্ন হওয়ায়, ঐ শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়াছে ; এক্ষণে সচরাচর ঐ শব্দে উহার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়কেই বুঝায়। 'জাঠ'গণ এক দিকে রাজপুতদিগের সহিত এবং অন্যদিকে আফগানদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'জাঠ' জাতির শাখা-সম্প্রদায়গুলি পূর্ব্ব অঞ্চলের 'রাজপুত' এবং পশ্চিমাঞ্চলে 'আফগান' ও 'বেলুচি' বলিয়াই অভিহিত হয়। অন্যান্য অনেক জাতির বংশাবলী আলোচনা করিলে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় যে, তাহারাও 'আফগান' কিংবা 'রাজপুত' অথবা 'জাঠ' জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই 'জাঠ' বংশ রাজপুতানার প্রাচীনতম

লোপের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা,—সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে ; তাহাতে জনসাধারণের ভাষাও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহম্মদের নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র ভারতীয় সমাজ-বন্ধনও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভিন্ন-জাতীয় বিজেতৃগণের নব-প্রচারিত ধর্ম্মমত অপেক্ষা তাহাদের অসদ্ব্যবহারে, পরাজিত জাতি অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এখনও 'জাট' এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে, প্রজাপীড়কগণ "তুর্ক" নামে অভিহিত হয়, 'তুর্ক' এবং "পীড়নকারী"—একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

[illegible] [illegible] রাজবংশের মধ্যে একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাঠবংশ,—অনেক ইতিহাস-লেখক এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (Tod's Rajastan, i. 106;—টডের "রাজস্থান" প্রথম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ)। অধিকন্তু এই "জাঠ" জাতি 'চন্দ্রবংশসম্ভূত' এবং "ভূটিগণ" দিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। পাতিয়ালার মহারাজও ঐরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতবাসী নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য অধিবাসিগণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ; ইহার প্রমাণ এই যে, টড সাহেব "বারক্" (অথবা "বীরক্"—Virks) নামক বিখ্যাত জাতিকে, 'চালুক্য' বংশীয় জাঠ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (i, 100,—প্রথম খণ্ড, ১০০ পৃঃ)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "হুকার" এবং "কাকুর" সম্প্রদায়ের জাঠ এবং "কুকার-কোক্কুর" ও 'কাক্কুর' নামক আফগান জাতিও এই বংশসম্ভূত ; কিন্তু 'গুকার' জাতি এই তিন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। উমার কোটের রাজপরিবার "প্রামর" বা "শক্তি" বংশ সম্ভূত (Rajastan i. 92. 93.;—"রাজস্থান" প্রথম খণ্ড, ৯২, ৯৩ পৃঃ) ; কিন্তু হুমায়ুনের জীবনীলেখক, অমরকোটের রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে "জাঠ" বলিয়া পরিচয়

গর্ব্বিত রাজপুতজাতি কেবলমাত্র মুসলমানদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহারা দাসত্বের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তুরুস্ক-দেশীয় মুদ্রার অপর নাম—রাজকরজ্ঞাপক "তুর্কানা" (অথবা তুর্কদেশীয় মুদ্রা) শব্দ আপন জাতীয় ভাষায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

লদাক এবং ক্ষুদ্র তিব্বত নামক সিন্ধুনদের উচ্চতর উপত্যকা ভূমি-খণ্ডে "ভুটি" বংশই প্রধান এবং আদিম অধিবাসী। ইহারা প্রবল পরাক্রান্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের "তাতার" জাতির শাখা বিশেষ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সিন্ধুনদের অধঃপ্রদেশে অথবা গিলগিট ও চুলাস নামক স্থানে, "দার্দ্দুস" (Durdoos) এবং "দাঙ্গারস" (Dunghers) নামক ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইসকারডো এবং গিলগিট উভয় স্থানেই এক মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা 'পামের' এবং 'কাশকর' প্রভৃতি বক্ষপ্রদেশস্থ অসভ্য "টুর্কম্যান" সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কাশ্মীরের অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে উত্তর, দক্ষিণ

দিয়াছেন (Memoirs of Humayoon' P. 45)। ভৌগোলিক সমিতির সমাচারপত্র-সম্পাদকগণ (Editor of the Journal of the "Geographical Society," XIV, 207, note) বলেন,—প্রাচীন ও আদিম সংস্কৃত শব্দ "জিয়েসৃতা" শব্দ হইতে 'জাঠ' (Jut) শব্দ নিষ্পন্ন, এবং ইহাতে "আদিম অধিবাসী" বুঝায়। এইরূপ শব্দ-সাধনে স্বভাবতঃ "গীতি" এবং "ইউইচি" দিগের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে প্রমাণিত বিষয়েও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না ; মধ্য এশিয়ার "জেঠিয়া (Jettehs) জাতির সহিত তৈমুরলঙ্গের যুদ্ধাদি-বিষয়ে যে ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে,—তাহাও অপ্রীতিকর প্রতীয়মান হয়।

"জাঠ" দিগের কতকগুলি প্রসিদ্ধ শাখা পঞ্জাবে সিন্ধু, চীমে, ভুল্লাইচ, চাহেল, সিধু, ভুড়িয়াল ও গণ্ডাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

ও পশ্চিম হইতে প্রত্যাগত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা হিন্দুস্থানী; এবং তাহারা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। "তাতার" জাতির সহিত নিকট সম্বন্ধ হেতু আদিম "কুশ" অথবা "কচ" জাতির আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে "কাক্কা" এবং "বুম্বা" জাতি বাস করে; তাহাদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে "ইউসফজাই" (Eusoizaees) এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক আফগান জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নির্জ্জন উপত্যকাসমূহেও বহুসংখ্যক "গুজার" জাতি বসবাস করে। এই "গুজার" জাতির ঐতিহাসিক তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই; ইহারা আরব দেশীয় "সৈয়দ"দিগের অথবা 'আফগান' এবং "টুর্কমান" জাতীয় রাজাদিগের প্রজা বিশেষ।

কাশ্মীরের দক্ষিণ বিতস্তা নদীর পশ্চিম হইতে সিন্ধুতীরস্থ আটক ও কালাবাগ পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে "গুকার", "গুজের", "খাটির", "আওয়ান" এবং "জাঞ্জু" প্রভৃতি বহু জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়-সমষ্টি সময়ে সময়ে হিন্দুজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের ভাষা, ভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার 'জুঞ্জু'—প্রধানতঃ গুকার জাতি, অত্রত্য স্থানে বিশেষ সম্ভ্রম-শালী। পেশোয়ার এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী চতুর্দ্দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আফগান জাতি বাস করে; ইহাদের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশস্থ "ইউসফজাই" ও "মুমাণ্ডণ," মধ্যপ্রদেশস্থ 'কুলিল' ও অপরাপর সম্প্রদায়, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদেশস্থ "আফ্রিদি" "খট্টক" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোহাটের দক্ষিণবর্ত্তী পর্ব্বত-সমূহে এবং টাঙ্ক ও বান্নু প্রদেশে অবিমিশ্র অসংখ্য আফগান জাতি বাস করে; পশুপালক "ভুজিদি" প্রভৃতি সম্প্রদায় তন্মধ্যে প্রধান।

এই প্রদেশে আর এক শ্রেণীর কৃষক জাতি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা এই আফগান জাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ সিন্ধু নদের উত্তর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতমালার এক একটী উপত্যকায় এক একটী স্বতন্ত্র জাতি বাস করে; তাহাদের কার্য্যকলাপ, ভাষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—সকলই পরস্পর বিভিন্ন। সাধারণতঃ দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ণিত নিরেজ আদিম "দাদ্রু" জাতি, একদিকে আফগান ও অন্যদিকে তুর্কমান কর্ত্তৃক প্রায়শঃই উৎপীড়িত হইত।

কালাবাগের দক্ষিণ সিন্ধু নদের উত্তর পার্শ্বস্থ স্থান সমূহে এবং মুলতানের চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসী, কতক "বেলচ" এবং কতক "জাঠ" সম্প্রদায় ভুক্ত; ইহারা আবার "উরোরা" এবং "রায়েন" জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। 'সুলেমান' পর্ব্বতশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে 'আফগান' জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধুদেশ এবং শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী পতিত ক্ষেত্র সমূহে "ক্রুন", "ভুটিন", "শিয়াল", "কুরুল", এবং "কাথি" প্রভৃতি বহু সংখ্যক বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণ বাস করে; পশুপালন এবং দস্যু-বৃত্তি ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এই জাতিসমষ্টি, এবং শতদ্রু ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ স্থানসমূহের "চিব" ও "গুহাও" জাতি এই সকলের আদিম অধিবাসী। বিজেতা হিন্দু ও মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেও ইহাদের আচার-পদ্ধতির কিছু-মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। চন্দ্রবংশসম্ভূত বলিয়া গর্ব্বান্বিত 'ভুটিজাতি' এবং আরও দুই একটী জাতিকে প্রাচীনকালের বিজেতৃরূপে অথবা উপনিবেশিকগণের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে; পরে ইহারা অধিকতর ক্ষমতাশালী কোন-না-কোন জাতির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। বস্তুত, এক সময়ে 'ভুটি' বা 'ভাটি' জাতি যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল,—তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই জাতি এক্ষণে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যশল্মীরের বালুকা-

তীর্ণ প্রান্তর সমূহে এখনও ইহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শতদ্রুর পার্শ্ববর্ত্তী 'পাকপট্টনের' চতুর্দ্দিক "উট্টু" এবং "যোহিয়া" সম্প্রদায়ের রাজপুতজাতির * বাসস্থান। শতদ্রুর অধঃপ্রদেশ সমূহে "লঙ্গা" জাতীয় কতকগুলি অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা এক সময়ে মুলতান এবং 'উচ' প্রদেশে রাজত্ব করিত।

কাশ্মীর এবং শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি রাজপুতদিগের অধিকৃত; মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে রণকুশল ভারতবাসিগণ একদিকে রাজপুতনায় ও বুন্দেলখণ্ডের পর্ব্বত সমূহে এবং অন্যদিকে হিমালয় পর্ব্বতে বিতাড়িত হইয়াছে। জম্মুর চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সমূহে এবং পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের লোকসংখ্যার অধিকাংশই এক প্রকার মিশ্রিত জাতি; ইহারা "ডোগ্রা" নামে অভিহিত ও রাজপুত বংশ বলিয়া পরিচিত। এখানে আরও কতকগুলি মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে "গাধি" নামক জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া এবং "কোলি" জাতি আদিম অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। মধ্য-

---

* টড বলেন,—এই 'যোহিয়া' বংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে (Rajasthan, i. 118)—রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা। ভাটনের এবং বাহওয়ালপুরের মধ্যবর্ত্তী শতদ্রুর উভয় তীরস্থ স্থান সমূহে ঐশ্বর্য্যশালী কৃষিজীবী যোহিয়াগণ এখনও বাস করিতেছে; কিন্তু অধুনা তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। টড উল্লিখিত "ডাহিয়া" (i. 114) জাতি শতদ্রুর নিম্নতর ভূমি সমূহের অধিবাসী। ইহারা মুসলমান ও কৃষিজীবী; ইহারা অন্যত্র স্থানে "ডেহে" বা "ডাহোর" এবং "ডাহার" নামে অভিহিত হয়। ইহারা এবং অন্যান্য কতকগুলি জাতি কতকাংশে রাঠোরবংশীয় রাজপুতদিগের এবং কতকাংশে "বেলোচি"দিগের বংশজ স্বীকার করিয়াছে।

ভারতের অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত ইহাদের আচার-পদ্ধতি, এমন কি ভাষারও বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তুষারাচ্ছন্ন স্থান সমূহে "ভুটি" নামক এক মিশ্রিত জাতি বাস করে; কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ও সহরগুলিতে, তত্রত্য উপত্যকার অন্য প্রকার মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিতস্তা (Jhelum) হইতে হান্সি, হিসার ও পাকপত্তন পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর-সমূহের কেন্দ্রস্থলে এবং পঞ্জাব ও প্রাচীন দিপালপুরের উত্তরদিকবর্ত্তী সমতলক্ষেত্রে "জাঠ" অধিবাসীই প্রধান। কিন্তু লাহোর ও অমৃতসরের চতুর্দ্দিকে, গুজরাট হইতে শতদ্রুর উত্তর, এবং দক্ষিণদিকস্থ ভাতিন্দা নগর ও সুনাম পর্য্যন্ত শিখ-রাজ্য বিস্তৃত। পূর্ব্বোক্ত অংশটী "মাঞ্জা" অথবা মধ্যদেশ নামে এবং অপরটী মালব নামে অভিহিত। মধ্য-ভারতের মালব দেশের সহিত উর্ব্বরতা ও সজীবতায় কথিত সাদৃশ্য হেতু, ইহা "মালব" নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের "ভুটি" ও "ডোগার" এবং পূর্ব্বদিকের "রায়েন", "গুড়" এবং অন্যান্য জাতীয় বহুসংখ্যক অধিবাসী পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। "গুজার" এবং "ভুটি" ভিন্ন অন্যান্য রাজপুত জাতি সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোনও কোনও নগর ও গ্রামে "পাঠান" নামক অপর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠানদিগের মধ্যে "কুসুর" নামক স্থানের অসংখ্য অধিবাসিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী ছিল, এবং রাজপুতগণ তত্রত্য স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মধ্য প্রদেশস্থ সমগ্র কৃষিজীবী অধিবাসিগণকে সমান দশ ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, 'জাঠ'গণের সংখ্যাই সেই ভাগ-সমষ্টির চারি ভাগেরও অধিক; গুজারদিগের সংখ্যা একভাগ; ন্যূনাধিক অবিমিশ্র রাজপুতদিগের সংখ্যা—এই দশ ভাগের দুই ভাগ মাত্র। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন-স্থান-প্রত্যাগত মুসলমানদিগের সংখ্যা এক ভাগেরও কম।

বস্তুত সমগ্র লোক সমষ্টির তৃতীয়াংশ অধিবাসী, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অনুমিত হয়। *

* শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ১০৩০ খানি গ্রাম-সমষ্টিতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১টী বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিজীবী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানগুলি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। বিভিন্ন কৃষিজীবী সম্প্রদায় নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে বিভিন্ন গ্রাম-সমূহে বাস করিত। যেখানে কোন এক সম্প্রদায় সমগ্র গ্রাম্য সম্প্রদায়ের এক অংশরূপে গৃহীত হয়, সেই অংশ সমূহও এই তালিকাভুক্ত হইল।

জাতি বা বংশ			গ্রাম সমষ্টি।
জাঠ	...	...	৪৫৩
রাজপুত	...	...	১৬৪
গুজার	...	...	১৭৯
সৈয়দ	...	...	১৭
শেখ	...	...	২৫
পাঠান	...	...	৪৮
মোগল	...	...	৫
ব্রাহ্মণ	...	...	২৮
ক্ষত্রিয়	...	...	৬
রায়েন (অথবা আরায়েন)		...	৫৭
কুম্বো	...	...	১৯
মালি	...	...	১২
রঙ্গড়	...	...	৩৩
জোহার (মুসলমান কিন্তু ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়)			২৮

অধিকন্তু প্রতি নগর ও প্রতি সহরে ধর্ম্মপ্রচারক, সৈনিক, ব্যবসায়ী অথবা কারিকর সম্প্রদায় বাস করিত; এইরূপ প্রাদেশিক রাজধানীর

কুলাল	...	...	৫
গোসাঞি ধর্ম্ম প্রচারকগণ		...	৩
বৈরাগী	...	...	২
অন্যান্য ২৪ শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায়			
৯৬ খানি গ্রামে বাস করে।		...	৪৬
		মোট	১০৩০

এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ, আপনাপন বাসস্থান, বংশ এবং ধর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয় নাই; সমগ্র দেশের ইতিহাস সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এরূপ শ্রেণী-বিভাগ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের ব্রাহ্মণ-জাতিদের তালিকায় কতকগুলি বংশের বিষয় উল্লিখিত আছে; উহাতে অন্ততঃ প্রত্যেক গ্রামের প্রবল জাতিগুলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই তালিকা সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া অনুসন্ধানের এবং পুনর্ব্বার সংশোধনের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল।

পঞ্জাব এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের শিখদিগের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০,০০০ নিরূপিত হইয়াছে। (Compare Burnes, Travels, i. 284, and Elphinstone, History of India, i, 275, note); কিন্তু এরূপ গণনায় ইহাদের সংখ্যা, নিরূপিত সংখ্যার তৃতীয়াংশ কি অর্দ্ধাংশের কম বলিয়া অনুমিত হয়; এ সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করাও উচিত নহে। তবে শিখ সৈনিকগণের সংখ্যা কখনও ৭০,০০০ এর কম দেখা যায় নাই; সময়ে সময়ে তাহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও

সমগ্র বিভাগ-সমূহে পবিত্র ব্রাহ্মণ * অথবা প্রকৃত সৈয়দ বংশ, আফগান অথবা পুরুষানুক্রমে সৈন্যগণ, ক্ষত্রিয়, উগ্রোয়া এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বেণিয়াগণ,

---

অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু চন্দ্রভাগা ও যমুনার মধ্যবর্তী শিখ-সম্প্রদায় যে স্বধর্ম্মাবলম্বী লোকসমূহের পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার অর্দ্ধেক পরিমাণ লোক সংগ্রহ ও একত্রিত করিতে পারিত,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; তবে কৃষিজীবী শিখ জাতির কোন কোন সম্প্রদায় যে আদৌ অস্ত্রগ্রহণ করিত না, এবং অন্যান্য পরিবারের অন্ততঃ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে অধি-জমা চাষ-আবাদের জন্য যুদ্ধে যাইত না,—তাহা নিশ্চিত। এই হেতু সমগ্র শিখ জাতির লোক সংখ্যা,—স্ত্রীপুরুষ এবং পুত্র-কন্যা সহিত সর্ব্বশুদ্ধ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কিম্বা ১৫ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থকারগণের অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলেন, (Memoirs, P 29,) হিন্দু ও মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা যথাক্রমে ৫ ও ১। কিন্তু গঙ্গার উপত্যকার অধিবাসিগণের বর্তমান আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে অল্প। এলফিনষ্টোনের (History of India, ii. 238 and notes) মতে, সমগ্র দেশের লোক সংখ্যার পরস্পর আপেক্ষিক অনুপাত যথাক্রমে ৮ ও ১ মাত্র।

* পঞ্জাব এবং গঙ্গার তীরবর্তী স্থান সমূহের ব্রাহ্মণগণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় পণ্ডিত না হইলেও, সাধারণতঃ "মিশ্র", "মিশ্র" অথবা "মিশরা" নামে অভিহিত। এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং বহুদর্শী ইতিহাসজ্ঞ অনেক ভারতবাসী অনুমান করেন যে, পুরাকালে মুসলমান আক্রমণকারিগণ এদেশে এই উপাধি প্রথম প্রচলন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সম্ভবতঃ বুঝা যায়, একেশ্বরবাদী প্রতিমাভঞ্জনকারিগণ, ব্রাহ্মণগণকে মূর্ত্তোপাসক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের বস্ত্রশিল্পিগণ, অথবা হিন্দুস্থানের যন্ত্রবিদ্যাবিশারদগণ এবং হীন জাতীয় বহুসংখ্যক নীচ ব্যবসায়িগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ই বিশেষ ক্ষমতাশালী কিংবা একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই; ইহাদের সংখ্যাও এত অধিক ছিল না যে, পারিপার্শ্বিক অসভ্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। কিন্তু জাঠদিগের অবনতির পর, ক্ষত্রিয়গণই এই প্রদেশে বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং অধ্যবসায়শীল বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।*

---

* পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়গণ বংশমর্য্যাদা এবং জাতীয় পবিত্রতা এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে,—যে যোদ্ধ-জাতি পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। পঞ্জাবের উত্তর ভাগ এবং দিল্লী ও হরিদ্বারের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ইহাদের সংখ্যা অনেক অধিক। কাশী এবং পাটনা পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরস্থ সহর সমূহে ক্ষত্রিয় জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে, মধ্যভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; এই স্থানসমূহে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশসম্ভূত দুই একটী রাজপরিবার ভিন্ন আর কোন ক্ষত্রিয় জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্জাবের মধ্যে প্রাচীন দীপালপুর ক্ষত্রিয়দিগের রাজধানী ছিল। ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—(১) "চার জাতি" অথবা চারিটী বংশ; (২) "বার জাতি" অথবা বারটী বংশ; এবং (৩) "বাবান জাতি" বা বাবান্নটী বংশ। (ক) শেঠ, (খ) মারোটা, (গ) খন্না, এবং (ঘ) কপুর প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চারি জাতি নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথমটী দুইটী এবং অবশিষ্ট তিনটী প্রত্যেকে তিন তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বার জাতির শাখাগুলির মধ্যে চোপরা, টালোয়ার, টণ্ডন, স্যাইগাল, কুকর, বাহেরা প্রভৃতি প্রধান। "বাবান জাতির" মধ্যে

গৃহশূন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অন্যান্য জাতির মধ্যে "চামার"গণের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক, এবং ইহারা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহাদের সম্বন্ধে

সুনারি, মাইগ্রোও, শেটি, সুর্ব, সানি, উমাজ, রামিন, শোদি, বেদি, ঠিহান এবং বুলি প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"উরোরা" জাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যানী বা শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এইরূপ দাবী করিয়া থাকে। দিল্লী হইতে ক্ষত্রিয়গণ বিতাড়িত হইয়া যখন প্রথমতঃ টাট্টা ও সিন্ধুদেশের অন্যান্য প্রদেশে এবং পরিশেষে মুলতানে উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই সময়ে ইহারাও বহুল পরিমাণে "উচ" নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকে। তাৎকালিক যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ উরোরাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, উরোরাগণ সাহায্য করিতে স্বীকার করে। এই কারণে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের প্ররোচনায় উরোরাদিগের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এইরূপে উরোরাগণ ৩০০ তিন শত বৎসর কাল সমাজচ্যুত ছিল। তৎপরে দীপালপুরের "সিদ্ধভোজা" ও "সিদ্ধ সোয়ামা" ইহাদিগকে পুনরায় হিন্দু-সমাজভুক্ত করিয়া লন। শিকারপুরের হিন্দু-কুঠিওয়ালাগণ উরোরা সম্প্রদায় ভুক্ত, এবং বোখারা ও খোরাসানের হিন্দু ব্যবসায়িগণও এই উরোরা বংশসম্ভূত,—পঞ্জাবীগণ ইহাই অনুমান করেন। উরোরাগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) "উত্তরদি" অথবা উত্তরাংশের অধিবাসী, এবং (২) "দক্ষিণী" অথবা দক্ষিণাংশের অধিবাসী। এই "দক্ষিণী"র আবার "দুহানি" নামে একটী প্রধান শাখা দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্ন পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশীয় সমগ্র হিন্দু ব্যবসায়িগণ মুসলমান কর্ত্তৃক "কেরার" নামে অভিহিত হয়; উত্তর পঞ্জাবে "কেরার" শব্দ "ভীরু" অথবা "নীচ" ও "ঘৃণিত" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; মুলতানে এই শব্দ 'হিন্দু ও ব্যবসায়ী" প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ঘৃণা-ব্যঞ্জক। মধ্যভারতে

বিশেষ আলোচনা কর্ত্তব্য : তুরস্ক দেশীয় "চিঙ্গানি", রুষ-জাতীয় "চাইগান", জর্ম্মণীর "জিগুয়েনার", ইটালির "জিঙ্গারুন", স্পেন দেশীয় "গিটানো" এবং ইংরেজদিগের "জিপ্সি" প্রভৃতি জাতি এবং এই "চাঙ্গালগণ" একই জাতীয় বলিয়া অনুমিত হয়। দিল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসিগণ "কাঞ্জার" নামে অভিহিত। কুলটা নর্ত্তকী বালিকাগণ পঞ্জাব প্রদেশে "কাঞ্জারী" বলিয়া পরিচিত।

এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির বংশ এবং ধর্ম্ম বিভিন্ন; নচেৎ, পৃথক দুইটী জাতিকে সাধারণতঃ এক জাতি বলিয়া মনে হইত। লুদাকের অধিবাসিগণ ও অধীনস্থ রাজবংশ 'লামা' প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; অধুনা বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্যভারতের সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে প্রচারিত। কিন্তু

"কেরার" নামে এক জাতি বাস করিত; যদিও প্রায় এক শতাব্দী পরে এই কেরারদিগের একটী ভিন্ন জাতি গঠিত হইয়াছিল, তথাপি সেই সময়ে মধ্যভারতে "কেরার" শব্দে চলিত কথায় 'পার্ব্বত্য' অথবা 'বন্য' বুঝাইত। অধ্যাপক উইলসন বলেন, প্রাচীন আদিম "কিরাত" ও "কেরার"—একই জাতীয়। বস্তুতঃ, হিন্দুদিগের পাঁচটী "প্রস্থে"র অথবা "প্রদেশ"-সমূহের মধ্যে 'কেরার' অন্যতম। সেই পাঁচটি "প্রস্থ" যথাক্রমে,—"চীন প্রস্থ", "যবন প্রস্থ", "ইন্দ্রপ্রস্থ", "কাবুল প্রস্থ" এবং "কিরাত প্রস্থ" নামে, অভিহিত হয়। এই "কিরাত প্রস্থকে উজ্জয়িনী এবং উড়িষ্যার অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ বলিয়া ভারত-বাসীরা অনুমান করেন। (Compare Wilson. "Vishnoo Pooran", p. 175. note for the Keratas of that book) মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী গণ্ডগণ "রাজগণ্ড" নামে এবং অহিন্দু-গণ্ডগণ "কিরিয়া গণ্ড" নামে পরিচিত। এই শব্দে ইহাদের অপবি-ত্রতার অবস্থা বুঝা যায়।

ইসকারদোর তিব্বতীয় জাতি, গিলগিটের "দার্দ্", এবং বন্নুর পার্ব্বত্য প্রদেশের "কাকা" এবং "বাম্বা" গণ "সিয়া" সম্প্রদায়ের মুসলমান। কাশ্মীর, কিসটোয়ার, ঝিলম, পাখলি এবং সিন্ধুনদ ও সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী পর্ব্বত-সমূহে "সুন্নি" সম্প্রদায়ের মুসলমান বাস করে। পেশোয়ার, সিন্ধুনদের দক্ষিণবর্ত্তী নিম্নভূমি, মুলতান এবং পিণ্ডদান-খাঁ, চুনিয়ট ও দিপালপুর পর্য্যন্ত উত্তর দেশীয় অধিবাসিগণ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। কিসটোয়ার ও ঝিলামের পূর্ব্বের হিমালয়ের অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুরাগী হিন্দুজাতি। উত্তর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে কতকগুলি মুসলমান জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। মাঞ্ঝা এবং মালবের অধিকাংশ "জাঠ" অধিবাসী "শিখ" ধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র লোকসংখ্যার আনুমানিক তৃতীয়াংশ নানক ও গোবিন্দ-প্রচারিত নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের কতকগুলি মুসলমান এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুরাগী।

ডেরা সহর ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক সহরে, পেশোয়ার ও কাশ্মীরের অন্তর্গত মুসলমান অধিকৃত জেলার গ্রামসমূহে, এবং মাঞ্ঝা ও মালোয়ার অন্তর্গত শিখ-অধিকৃত জেলা-সমূহের গ্রামসমষ্টিতে, প্রচুর পরিমাণে হিন্দু-ব্যবসায়ী ও হিন্দু-দোকানী দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের সহরগুলিতে ক্ষত্রিয় জাতি এবং মুলতানে বহুসংখ্যক 'উরোরা' জাতি প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের এবং বাঙ্গালী বাবুদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অনেকেই সরকারী কর্ম্মচারী; কিন্তু ক্ষত্রিয় ও উরোরাগণ সামান্য মুহুরী এবং করদাতা কৃষিজীবী। কেবলমাত্র মালব দেশে অর্থাৎ ভাতিন্দা এবং সুনামের চতুর্দ্দিকে অবিমিশ্র শিখ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকসমূহের কি পুরোহিত, কি সৈনিক, কি শিল্পী, কি দোকানী, কি

কৃষক, সকলেই শিখ-সম্প্রদায়-ভুক্ত,—এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিয়াছে।

পঞ্জাবে এবং ভারতের সর্ব্বত্র কতকগুলি নীচ জাতি বাস করে; ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন না, কিম্বা মুসলমানগণ কখনও তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইতে উদ্যোগী হন নাই। তাহারা গ্রাম্য অথবা বনদেবতা কিম্বা বংশের আদিপুরুষের উপাসনা করে; অথবা, কোন প্রস্তরমূর্ত্তি মনুষ্য জাতির সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া, সেই প্রস্তরমূর্ত্তিই পূজা করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাদের কতকগুলি সম্প্রদায়, আধুনিক হিন্দুসংস্কারকগণের উপদেশ-সমূহ অবগত হইয়া, আপনাদিগকে অন্যান্য শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক একটী অপকৃষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া অনুমান করে। হিমালয়ের যে সকল দূরবর্ত্তী প্রদেশে মোল্লা, লামা কি ব্রাহ্মণগণ, কেহই বসতি স্থাপন করেন নাই,—সেই সমস্ত সুদূর উপত্যকার অধিবাসিগণের কোন শিক্ষিত ধর্ম্মোপদেশক ছিল না; কিংবা তাহারা কোন বিশেষ ধর্ম্মমতও বিশ্বাস করিত না। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ গিরিশৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর উপাসনা করিত, এবং তুষারাবৃত প্রতি পর্ব্বতচূড়ায় অধিষ্ঠাত্রী উপাস্য দেব-দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিত। ঈশ্বরের অনুগত ও আজ্ঞাবাহী ব্যক্তি, সময়ে সময়ে যে প্রহেলিকাময় বাক্যসমূহে ঈশ্বরের আজ্ঞা বিজ্ঞাপনার্থ আদিষ্ট হয়,—তাহারা তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। তাহাদের ধারণা এই যে, পর্ব্বাদি-উপলক্ষে সমারোহ-যাত্রাকালে "দৈত্য" কিম্বা "শয়তানের" প্রতিমূর্ত্তি বহনসময়ে, দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে প্রতিমার আপেক্ষিক গুরুত্ব,—সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এবং সুখ-দুঃখের পরিচায়ক। *

* পঞ্জাবে হিমালয়ের পাদদেশে "গুগা" বা "গোগা"র অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণই প্রাচীন

দৈবপ্রাপ্ত পদমর্য্যাদা ও সমসাময়িক স্ত্রী-শক্তির সাফল্যলাভ অপেক্ষা, জাতি ও ধর্ম্মের বিশেষত্ব,—সর্ব্বত্র বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয় : কিন্তু উৎপত্তি, বংশমর্য্যাদা, আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির প্রভাবের বিষয়, বিশেষরূপে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বুদ্ধ, ব্রহ্মা এবং মহম্মদ প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত এসিয়ার সর্ব্বত্রই বিস্তৃতভাবে প্রচলিত ছিল ; এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসে সহস্র সহস্র লোকের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল ধর্ম্মমতে উপাসকগণকে উন্মত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই ; তাহাদের ধর্ম্ম এক্ষণে জীবনীশক্তিহীন। এখন এই ধর্ম্মমতগুলিকে সামাজিক প্রথা ব্যতীত অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মরীতি বলিয়া আর কেহই বিশ্বাস করে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্ম্মমতগুলি, বহু শতাব্দী হইতে অত্যন্ত রীতি-

---

বীর-পুরুষের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ এই মন্দিরগুলিকে বিশেষ সম্মান করে। সেই বীর-পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত এবং স্বাভাবিক আকৃতি নানারূপে বর্ণিত হয়। একটী গল্পে লিখিত আছে,—"সেই বীর-পুরুষ গজনীর অধিপতি ছিলেন; অর্জ্জুন এবং সুরজান নামক তাঁহার দুই সহোদরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটী পর্ব্বত বিভক্ত হইল; এবং গুগা পুনরায় যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া পর্ব্বত হইতে অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইলেন!" আর একটী গল্পে বর্ণিত আছে,—"গুগা রাজাওয়ারার মরুময় প্রদেশের ডাড়-ডুরেরা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন।" এই বীর পুরুষের সম্বন্ধে টড্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এই বৃত্তান্তের অনেক বিষয়ে ঐক্য-মত দৃষ্ট হয় (Rajasthan, ii. 447)। টড্ বলেন, এই বীর ম্লেচ্ছ-সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

মনুষ্যের প্রতি স্বাভাবিক ও বদ্ধমূল সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সময়ে তিব্বতীয়গণের এবং হিন্দুজাতির মধ্যে তাহাদের চিরন্তন পৌত্তলিক ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল। জগদীশ্বর মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং চক্রগতিতে প্রার্থিত বিষয় পূরণ করেন,—অসভ্য তিব্বতীয়গণ নিঃসংশয়চিত্তে তখনও এই ভ্রম-বিষয়ে বিশ্বাস করিত; এদিকে আবার হিন্দুগণ, ঈশ্বর মৃত্তিকা বা প্রস্তর-মূর্ত্তিতে আংশিকরূপে থাকিতে ভালবাসেন,—এইরূপ পুণ্যজনক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং তিব্বত ও হিন্দু উভয় জাতিই বিদেশীয়গণের অস্বাভাবিক নূতন ধর্ম্মমত প্রচারে বাধা জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু যে শক্তিবলে গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে শীতমণ্ডল পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বক্তা শাক্যের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; যে শক্তিতে ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী; যে শক্তিবলে তাঁহারা বিজয়-শ্রী লাভ করিয়াছিলেন;—ব্রাহ্মণগণের এবং লোকদিগের সেই প্রাচ্য সরল ও সতেজ দৈবশক্তি এক্ষণে আর নাই। স্ব স্ব অমরত্ব লাভের আশায় বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং বেদ-ধর্ম্মানুরাগী উভয়েই পরম সুখী; সুতরাং জন-সাধারণের এই ধর্ম্ম-গ্রহণসম্বন্ধে তাঁহারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা যেমন নিজ নিজ ধর্ম্মবিষয়ে অন্যের অনধিকার-চর্চ্চা সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, তেমনই অন্যের বা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও একান্ত নিস্পৃহ। এমন কি, যে মুসলমানগণ কোন প্রকার ঈশ্বর-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া দেব-দেবীর উপাসনা করিত না, তাহারাও মনে করে যে,— মৃত ব্যক্তি ঐশ্বরিক শক্তির আধার, এবং তাঁহাদের কবরস্থান তীর্থস্থান স্বরূপ। সুতরাং যে শক্তিবলে অসভ্য আরবজাতি এবং কষ্টসহিষ্ণু স্বধর্ম্মত্যাগী 'তুর্কমান'-সম্প্রদায় পৃথিবীর পুরাতন সভ্যজাতিগণের পরপারে রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া-

ভিন্ন,—সেই শক্তি বুঝাইবার জন্য একটী সাধারণ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন; তদ্বিষয়ে বৃথা অন্বেষণও অনাবশ্যক। বস্তুতঃ, মুসলমান-প্রধান স্থান-সমূহে, এখনও এমন স্বধর্ম্মানুরাগী মুসলমান এবং অনেক পার্ব্বত্য জাতি ও পশুপালক-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ধর্ম্ম-যুদ্ধে বীরভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তুর্কী, পারসী এবং পাঠান জাতি কর্ত্তব্যানুরোধে মুসলমানধর্ম্ম রক্ষা হেতু মহম্মদের নামে ধর্ম্মযুদ্ধে যত শীঘ্র একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়,—কি রুশ, কি সুইড, কি স্পেনিয়ার্ড, কেহই তত শীঘ্র ধর্ম্মযুদ্ধে এক সাধারণ "ক্যাথেড্রে" বা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না,—এ কথা কে না স্বীকার করিবেন? মুক্তির উপায় করায়ত্ত করিয়াছে বলিয়া মুসলমানগণ অভিমান করিয়া থাকে। তাহারা যাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া ঘৃণা করে, সেই ঘৃণিত ও নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে তাহারা কখনও অগ্রসর হয় না। তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ সুযশ অর্জ্জন করিতে অত্যন্ত অভিলাষী; তাহারা হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভাল বাসে না। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই এক একটী ধর্ম্মজ্ঞ প্রচারক-সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেকেই স্বতঃ-প্রমাণিত ধর্ম্মসংহিতা অথবা দৈবনিয়ম সমূহে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপে স্ব স্ব ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী হওয়ায়, তাহারা আপনাপন বিচার-শক্তি এবং মুক্তির আশায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। এই কারণেই আধুনিক সভ্য ধর্ম্মপ্রচারকগণ ইহাদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা এত দুরূহ বলিয়া মনে করেন, এবং তাঁহাদের উদ্ভাবিত উপায়ও কার্য্যকরী হয় না। স্বধর্ম্মানুরাগী খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মপ্রচারকগণ বিজ্ঞানের এবং সভ্য-

লোচনার অসার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াই নিরস্ত থাকেন; তাঁহারা লোকের অন্তরাত্মা উত্তেজিত করিতে কিংবা কল্পনা-শক্তির উন্মেষ করিতে প্রয়াস পান না, অথবা শ্রোতৃবর্গের আশাতীত কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিতেও সমর্থ হন না। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ উপবাসী হইয়া মরুভূমে যাইতে, কিংবা ধর্ম্মোপাসনা হেতু নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরে বাস করিতে অসমর্থ। তাঁহারা সাধারণের বহু-যত্ন-পোষিত মানসিক আশা পূরণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বলিতে অপারক। কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচারকালে, অস্ত্র-সাহায্যে ধর্ম্ম-প্রচারে সিদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা এবং এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ রহিয়াছে,—প্রভৃতি সন্দেহমূলক বিষয় প্রচার করিতে তাঁহারা অসমর্থ। পশু বিষয়ে পবিত্রতার কোনপ্রকার কঠোর বিধানেই লোকের মানসিক ধারণা বদ্ধমূল হয় না। কারণ পণ্ডিত ও মোল্লাগণ—কি তর্কশাস্ত্র, কি নীতিতত্ত্ব, এমন কি ঈশ্বরবাণী প্রভৃতি বিষয়েও পরস্পর বিরোধী। ধর্ম্মানুরাগী খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, খৃষ্টানদিগের মধ্যেই হয় ত, ঈশ্বরোপাসক, ইন্দ্রিয়-সুখাশক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন; হয় ত, তাঁহারা পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা-দান ও প্রতিপালন সম্বন্ধে নানারূপ প্রশংসনীয় কার্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন; হয় ত, তাঁহাদের প্ররোচনায় অনেক অজ্ঞানী এবং দরিদ্র ব্যক্তি, এমন কি কতকগুলি জ্ঞানী এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন জাতি এবং মুসলমানদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা এখনও তাঁহাদের আশাতীত বলিয়া বোধ হয়। *

* শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কদ্বারা কিংবা প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত লোক কর্ত্তৃক কোন বিষয়ের অসারত্ব প্রমাণিত হইলে, লোকে সেই বিষয়ের অসারত্ব

প্রাচীন ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সরল ধর্মমত অনুসরণ করিয়া থাকেন; তাহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত; অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু শিখগণ আর এক নূতন ধর্মে দীক্ষিত;—এই নূতন ধর্মে ব্রহ্মা এবং মহম্মদ প্রচারিত বিবিধ ঐশ্বরিক মত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে তাহারা এই নূতন ধর্মের নূতন ভাবে বিভোর;—এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রভাবে তাহারা এক অভিনব উৎসাহে উৎসাহিত! জগদীশ্বর তাহাদের সঙ্গী, তাহাদের সমস্ত কার্য্যে তিনি সাহায্যকারী, এবং অতি শীঘ্রই তাহাদের শত্রু বিধ্বস্ত করিয়া তিনি নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন;—অধুনা তাহারা এইরূপ ধর্ম্ম-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সভ্য ইংরেজ জাতির সভ্যতা এবং শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব এতদুভয় কারণেই শিখদিগের এই অভিনব ধর্ম্মনীতি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা উচিত। গুরু

অতি সহজেই বুঝিতে পারে। যুক্তিতর্ক দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কোন বিষয় বুঝাইতে যাওয়া নিষ্ফল; ডাক্তার 'মি' কর্ত্তৃক অনুদিত মার্টিনের 'পারসিয়ান কণ্ট্রোভারসি'ই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এলাহাবাদের খৃষ্টান মিসনারিগণ এবং লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান মোল্লাদিগের পরস্পর বাদানুবাদেও এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের "আস্তিকতা এবং বেদ" বিষয়ক গ্রন্থে এবং কলিকাতার "তত্ত্ব-বোধিনী সভার" চিঠি-পত্রে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "মুরক্রফটের ভ্রমণবৃত্তান্ত" গ্রন্থের যে অংশে কতকগুলি উদাসী সন্ন্যাসী, মুরক্রফ্‌টকে তাহাদের ন্যায় এক ঈশ্বর মাত্র করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নিজ নিজ সন্তোষের জন্য হিন্দুগণ, সেই অংশ পাঠ করিয়া দেখিবেন। (Moorcroft "Travels," i. 118)

গোবিন্দের শিষ্যগণ যখন স্বজাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্যফল আলোচনা করিতে থাকে, তখন উৎসাহে তাহাদের চক্ষু আরক্তিম হয়,—উত্তেজনায় মাংসপেশী কম্পিত হইতে থাকে। যাঁহারা গুরু গোবিন্দের কোন শিষ্যের এইরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন ;—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি শক্তিবলে অসভ্য আরবজাতি রোম এবং পারস্যদেশীয় বর্ম্মধারী অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল ;—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি শক্তিবলে ইংরেজদিগের সাহসী ধর্ম্মানুরক্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণ এশিয়ার প্রান্তসীমায় ধর্ম্ম-যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। শিখজাতি ভিন্ন ভিন্ন বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত নহে। তাহারা ধর্ম্মানুরাগী এবং রণনিপুণ; তাহাদের সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও, তাহাদের একতা, ধর্ম্মানুরাগ এবং রণনৈপুণ্য অনুসারেই তাহাদের সৈন্যবল স্থির করা কর্ত্তব্য। "খালসা" বা 'সাধারণ-তন্ত্র' রক্ষা হেতু তাহারা বহুকষ্ট সহ্য করিত,—এমন কি, জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কৃতসংকল্প ছিল। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও নিরুৎসাহ হয় না; বরং নানক ও গোবিন্দ প্রচারিত বিবিধ ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে ভারতীয় অন্যান্য জাতিকে,—আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে,—এই নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যত্নবান হয়।

ধর্ম্মের বিশেষত্ব অপেক্ষা জাতিগত বিশেষত্বই চিরস্থায়ী এবং অধিকতর বদ্ধমূল সংস্কার বলিয়া মনে হয়। কোন সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের উৎপত্তি ও গঠন, এবং তাহাদের বংশ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি একযোগে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের উত্তর এবং পশ্চিম খণ্ডে 'জাঠ বা জ্যাঠ' জাতি পরিশ্রমী এবং উন্নতিশীল কৃষক সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত; পরন্তু তাহারা সৈনিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় যুদ্ধকালে যুদ্ধ করিতে এবং যুদ্ধান্তে কৃষিকার্য্য করিতে সমভাবে অভ্যস্ত। তাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য কৃষকশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যমুনাতীরবর্ত্তী স্থান-সমূহে তাহাদের প্রাধান্য সহজেই উপলব্ধি হয়; ভরতপুর তাহাদের ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শতদ্রুর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ধর্ম্ম-সংস্কার ও রাজনৈতিক উন্নতির ফলে, এক জাতির শক্তির সাহায্যে তাহারা নূতন বলে বলীয়ান; তাহাদের কার্য্যশীলতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা বহুল পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দ্বিগুণ সাহসে সাহসী।* যদিও "রাইনি", "মালি" এবং অন্যান্য কয়েকটী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 'জাঠ'গণের ন্যায় সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে, তথাপি পরিমিতাচার এবং পরিশ্রম প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে, তাহারা 'জাঠ' জাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। রাজপুত জাতি সাধারণতঃ সাহসী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এমই সম্প্রদায়ের রাজপুতগণ বহুল পরিমাণে একত্র বাস করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান,—উভয় ধর্ম্মাবলম্বী "গুজার" জাতিই কৃষি-কার্য্য অপেক্ষা পশু-পালন কার্য্যই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করে, এবং 'গুজার'গণ সর্ব্বত্রই পশু-পালক সম্প্রদায়ভুক্ত। 'বেলুচি'গণ বহুদিনের অধিকৃত স্থানসমূহেও যত্ন-পূর্ব্বক চাষ আবাদ করে না। পার্ব্বতীয়গণ স্বভাবতঃই কলহপ্রিয় এবং দস্যুস্বভাবাপন্ন। তাহারা উষ্ট্র প্রতিপালন করিয়া প্রধানতঃ জীবনাতি-

---

* তালুকদার (জায়গীরদার), কি পূর্ব্বতন খরিদদার, রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইলে, মালেকী স্বত্ব বিক্রয়ের যে ইংরাজী প্রথা প্রচলিত আছে, সেই প্রথানুসারে উত্তর ভারতের জাঠজাতি ক্রমশঃ অধিকাংশ জমি দখল করিতেছে,—এ কথা আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট মিঃ টমসনের নিকট অবগত হইয়াছি। সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন জাঠ ৫০৲ টাকা জমাইতে পারিলে, তাহা বিবাহাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে ব্যয় না করিয়া ঐ টাকা দ্বারা একটী কূপ খনন কিংবা একজোড়া বলদ ক্রয় করিয়া থাকে।

বাহিত করে, এবং উষ্ট্রদল পরিচালক-রূপে ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-খণ্ডে পরিভ্রমণ করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আফগানজাতিও এক্ষণে কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। যদবধি তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে শান্ত স্থাপন করিয়া বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, অথবা যে সময় হইতে তাহারা স্বদেশে নিরাপদে বাস করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই তাহারা কৃষিকার্য্যে বিশেষ উন্নতিশীল। কিন্তু তাহারা 'বেলুচি' অপেক্ষাও অধিকতর কলহপ্রিয়; এই কারণে সর্ব্বত্রই বেতনভোগী আফগান সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত এই উভয় জাতিই আপন আপন দেশে দস্যুদল হইতে কতকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। বিধর্ম্মীর প্রতি তাহাদের অত্যাচার প্রধানতঃ ধর্ম্মের নামেই সম্পাদিত হয়, ধর্ম্মের নামেই তাহারা অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; এবং সমধর্ম্মাবলম্বী সকলেই একত্রিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। নগর ও সহরের "ক্ষত্রিয়" ও "ভরোরা"গণ বণিকদিগের ন্যায় অধ্যবসায়শীল এবং ব্যবসায়ীর ন্যায় মিতাচারী; তাহারাই দেশের প্রধান রাজস্ব-সচিব এবং ধনাধ্যক্ষ। ক্ষত্রিয়গণ এক সময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখনও তাহাদের অন্তরে সময়ে সময়ে সেই বীরোচিত পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, এবং তাহারা দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন এবং সৈন্য পরিচালনা করিয়া থাকে।* বলিষ্ঠ কাশ্মীরীগণ প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত

* রণজিৎ সিংহের সেনাপতিগণ-মধ্যে হরি সিং নামক একজন শিখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই শিখ বীরপুরুষ জাতিতে ক্ষত্রিয়। রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে মুলচাঁদ ও মোহনলাল একই শিখ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আলুওয়ালীয়া' সম্প্রদায়ের শিখ শাসনকর্ত্তার অধীনে 'খত্রী' সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব বুদু মল বহু দিবসাবধি

দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কার্য্যদক্ষতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের জন্ত একপক্ষে তাহারা যেমন বিখ্যাত, অন্তপক্ষে তাহারা আবার তেমনি দরিদ্র, ভীরু এবং চরিত্রহীন বলিয়া পরিচিত। কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী

করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তাঁহার বিশেষ আদর ছিল। জলন্ধর দোয়াব এবং লাহোরের ব্রাহ্মণগণ কুলুমের এই অদ্ভুত শিক্ষার জন্ত কতকটা তাঁহাকে হিংসা করিত। যে চণ্ডমল এতকাল হারিদ্রবংশের নিজামের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই চণ্ডমলও আর্য্যজাতির ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত ছিলেন, এবং নিজাম রাজ্যের বেতনভোগী শিখ সৈন্তদিগকে আরব এবং আফগানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈনিক এবং রাজ-পুরুষ হইতে মহাজন ও দোকানী অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের অধঃপতন হইয়াছে। ইতিহাসে ইহুদীদিগের অবনতি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে, তৎসঙ্গে ক্ষত্রিয় জাতির এই অবনতির অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পরিশ্রমী এবং কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ব্যবসায় নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়া লন। বিজেতা রোমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া এবং বর্ত্তমান সময়ে তুর্ক নরপতিগণের অধীনে থাকিয়া গ্রীকগণের যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল,—তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেও এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আরও জানিতে পারি যে, মধ্যযুগের স্পেনিয়ার্ডগণের অন্যান্য প্রজার মধ্যে পরাজিত "মুর-গণই" অধিকতর পরিশ্রমী ছিল। আজকাল ইংরেজাধিকৃত ভারত-বর্ষের মোগলজাতি ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতেছে। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্যাক্সন্ অধিকৃত "ইংলণ্ডের", ফরাসী-বিজিত "গালের" এবং 'গথ' রাজ্যভুক্ত ইতালীয়, ব্যবসায়ী এবং ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় প্রধানতঃ রোমান বংশজাত।

পার্ব্বত্য জাতিসমূহের জাতি-ধর্ম্মগত কোন বদ্ধমূল প্রকৃত বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে এইটুকু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতিগৌরব এবং সাহসিকতার জন্য কয়েকটী অবিমিশ্র রাজপুত জাতি অন্যান্য স্থানে আদরণীয়, এখনও কোন কোন স্থলে, কতকগুলি অবিমিশ্র রাজপুত-জাতি সেই জাতিগৌরব এবং সাহসিকতার আদর করিয়া থাকে। "গুকার"গণ বাবরের বিরুদ্ধে এক সময়ে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং পরে হুমায়ুনের রাজ্যলাভে সাহায্য করিয়াছিল ;—সেই স্মৃতি এখনও তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। তিব্বতীয়গণ মিতাচারী; তাহারা তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি চাষ আবাদ করিয়া জীবনাতি-বাহিত করে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ভীরু। তাহাদের বর্ত্ত-মান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহারা কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এমন কি, নৃশংসরূপে উৎপীড়িত হইলেও, তাহারা তাহাতে বাধা প্রদানে অক্ষম। স্ত্রীলোকের বহু স্বামী ও বহু বিবাহের প্রথা তিব্বতীয়দিগের মধ্যে রুচি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয় না ; বরঞ্চ ইহা একটী চিরন্তন অনি-বার্য্য নীতি—এইরূপ কথিত হয়। পর্ব্বতমধ্যস্থিত কৃষি-কার্য্যোপযোগী প্রত্যেক ভূমিখণ্ডেই বহুকাল হইতে চাষ আবাদ হইতেছে। লোক-সংখ্যার অনুপাতে প্রচুর পরিমাণ জমি বর্ত্তমান থাকায়, সাধারণে সমভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক পরি-বারের মালেকী স্বত্ব এবং বন্দোবস্তের ক্ষমতা একই পুত্রবান ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকায়, এই অনুপাত পূর্ব্ব হইতেই একইভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচার-শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপ-নিবেশ স্থাপন করিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবে চিরস্থায়ী প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এমন কি, লামা-তিব্বতীয়গণ কেহ কেহ

সময়ে ব্যবসা বা অন্য উপায়ে সামান্য ধনের অধিকারী হইলেই, প্রত্যেক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকে।* "চিব" ও "ঢুহ্যো" প্রভৃতি পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতি, এবং সমতল খণ্ডের "জুন", "কার্ম্ব", "ডোবার" এবং "ভুচি" প্রভৃতি জাতির বিষয় বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। ইহাদের কতকগুলি জাতি অশান্ত ও দস্যুপ্রকৃতি; কতকগুলি পশুপালক, ইহার সৎ ও শান্ত প্রকৃতি। অবস্থা এবং স্বভাবগত বিশেষত্ব ভিন্ন আর অন্য কারণ কি হইতে

* লদাকে স্ত্রীলোকের বহু স্বামী। বহু বিবাহ সম্বন্ধে মুরক্রফট (Travels ii, 321, 322,) এবং এসিয়াটিক-সোসাইটীর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের "জর্নাল" (P. 202 &c) দ্রষ্টব্য। ফলতঃ এইরূপ প্রথার প্রচলনে বহুসংখ্যক জারজ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শতদ্রু এবং পিটি (বা স্পিতি) নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থলে 'খাড়্গ্রাঙ্' নামক ক্ষুদ্র স্থানের ৭৬০টী পরিবারের মধ্যে ২৬টী জারজ সম্প্রদায় লক্ষিত হয়; এবং প্রতি ২৯টীর মধ্যে একটী করিয়া জারজ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নিজ নিজ জন্ম-বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়া থাকে বলিয়া, এই হিসাবে জারজ-সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও অধিক হইতে পারে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের গণনায় ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৪,৭৫০,০০০ স্থির হয়। ইহার মধ্যে (নূতন Poor law প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে) ৬৫,৪০৫টী জারজ সন্তানকে প্রমাজভুক্ত করা হয়। তখন প্রতি ২২৬টীর মধ্যে একটীর অনুপাতে জারজ সন্তান দেখা গিয়াছিল। (Wade's 'British History', pp 1041—1055)। এমন কি, স্ত্রীলোকের চরিত্র কলুষিত হয় বলিয়া, জারজ ব্যক্তির সংখ্যা, জানিত সংখ্যার দ্বিগুণ হইলেও, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা প্রমাণিত হয় না।

পারে? দীর্ঘকায়, সুপুরুষ দীর্ঘজীবী "জুন" ও "কাথি", উষ্ট্র, গো-মেষাদি পশুপাল প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহাদের দুগ্ধের নবনীত পূর্ব্বদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া সহরে আমদানি হয়, এবং এতৎ স্থানীয় অধিবাসিগণ এই দুগ্ধ পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া থাকেন। *

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, জাতি-ধর্ম্মগত বিশেষত্ব চিরস্থায়ী নহে। অধুনা ভারতের সর্ব্বত্রই কৃষক-সম্প্রদায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। রাজনৈতিক অত্যাচার, জলকষ্ট ও বন্যা প্রভৃতি কারণেও কোন জেলা বা গ্রামের অধিবাসিগণ অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া বাস করে। অধিকন্তু রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ, পরিশ্রমী ঔপনিবেশিকদিগকে অল্পহারে জমি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই কারণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যেরও অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর পৃথক থাকিতে এবং বংশ-মর্য্যাদা ও জাতিগত পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভালবাসে: তজ্জন্য তাহারা বিশেষরূপ যত্নবান্ হয়। ইহার ফলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশের সংখ্যা এরূপ অসীম হইয়া উঠিয়াছে! কিছুকাল হইল, সিন্ধুনদের উত্তরখণ্ডের শিখরাজ্যে 'বেলুচি'গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে: বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে 'সিন্ধিয়ান' জাতির

---

* "On milk sustained, and blest with length of days,
The Hippomolgi, peaceful, just, and wise."
"Iliad, xiii, Cowper's Translation."

"হিপমল্গী শান্তিপর, জ্ঞানী, ন্যায়বান,
পুষ্টকায়, দীর্ঘজীবী, করি দুগ্ধ পান।"
"ইলিয়ড", ১৩শ খণ্ড, কাউপারের অনুবাদ।"

"দাউদপুত্র সম্প্রদায়" শতদ্রুর নিম্নভূমিগুলি অধিকার করে; দিল্লী হইতে ফিরোজপুরে "ডোগার" জাতি এবং বিবার হইতে শতদ্রু তীরবর্ত্তী পাকপট্টন নামক স্থানে 'জোহিয়া'গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এতদুভয় জাতির স্থানান্তর-গমন জনশ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হয় না,—ইতিহাসেও ইহা বর্ণিত আছে। পরিশ্রমী হিন্দু 'মেটার'গণ ক্রমশঃ রাড়ী ও চন্দ্রভাগা হইতে পূর্ব্বদিকে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অগ্রসর হইয়া, অধিকতর সাহসী অথচ অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী সম্প্রদায়-সমূহের সহিত ধীরে ধীরে মিলিত হইতেছে।

যদিও বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-যুদ্ধ উপস্থিত হয় না; যদিও অন্ততঃ বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মবন্ধন কতক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে;—তথাপি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সকলেই অপরাপর সকল জাতিকেই নিজ নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সর্ব্বদা যত্নবান। মুসলমান ধর্ম্ম এখনও জীবনী শক্তি প্রদান করিতে পারে বলিয়া,—এখনও মুসলমান ধর্ম্মের নামে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় বলিয়া, মুসলমানগণ বহুদিন পর্য্যন্ত অসভ্য জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণকে তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইবে। ইসলাম ধর্ম্ম ইয়ার্কান্দ হইতে লে পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের উত্তরাংশে প্রচারিত হইতেছে এবং ক্রমে বৌদ্ধদিগকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছে। পেশোয়ারের সীমান্তবর্ত্তী পৌত্তলিক "কাফের"দিগের রাজ্যের সীমাও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীরের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সংপ্রতি মুসলমান-ধর্ম্মই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জনাকীর্ণ সহরে এবং মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ সমূহে মুসলমান ধর্ম্ম যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছে,—তাহা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিস্তোয়ারের পূর্ব্বদিকে হিমালয়ের নিম্নতর উপত্যকা-সমূহের পরপারে বিজেতা রাজপুতগণ

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অধিকতর বন্য পর্ব্বত-সমূহে,—যে স্থানের অজ্ঞান অধিবাসিগণ গ্রাম্য ও স্থানীয় দেবতা পূজা করিয়া থাকে,—সম্প্রতি বৌদ্ধগণ সেই দুর্গম স্থানসমূহেও অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল দুর্গম স্থানে এক পুরুষ পূর্ব্বে কেহই যাইতে সাহসী হয় নাই, সেখানে 'লোহিত' ও 'পীত' সম্প্রদায়ের লামাগণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভারতীয় বন্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। কি 'ভীল', কি 'গণ্ড', কি 'কোল',—প্রত্যেকই একটু ক্ষমতাশালী কিংবা ধনবান্ হইলেই "ম্লেচ্ছ" অপেক্ষা বরং হিন্দু নামে অভিহিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। * কিন্তু অন্য পক্ষে আবার সাধারণ হিন্দুগণ কয়েক বৎসর হইতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও হিন্দুগণের সংখ্যা এখনও

* গণ্ডদিগের রাজ্য অপহরণ করিয়া মধ্য ভারতের 'ভূপাল' রাজ্যের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গণ্ডগণ বলপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চিম দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আরঙ্গজেবের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইহারা হোসঙ্গাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী নর্ম্মদা-তীরস্থ স্থানসমূহে আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। তথায় বহু কাল রাজত্ব করিবার পর, একজন আফগান জাতীয় আক্রমণকারী, রাজ্য-ধ্বংসের সূচনা পাইয়া, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। সেই আফগান,পরাজিত জাতির কতকগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা আত্মীয় প্রদান করিয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার সুলাভ ও চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আফগান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে নর্ম্মদার উত্তর পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে কতকগুলি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী 'গণ্ড' পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গণ্ডগণ অপেক্ষা ইহারা জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছে।

হ্রাস হয় নাই, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের সে প্রভাব আর নাই। "গোসাঞি" ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণ, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অনেকাংশে অধিকার করিয়াছে। শিখজাতি এখন প্রধানতঃ তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তত্রত্য অধিবাসীদিগকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে; কারণ, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, শিখগণ পূর্ব্বদিকে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং তজ্জন্যই যমুনা ও গঙ্গার নিকটবর্ত্তী 'জাঠ'গণ পুরাতন পৌত্তলিক ধর্ম্মেরই উপাসনা করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মমত,—আধুনিক সংস্কার ও পরিবর্ত্তন,—নানক প্রচারিত ধর্ম্ম,—১৫২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

[যোদ্ধগণ ;—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি ;—বিজয়ী ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া ;—প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-প্রতীতির সীমা ;—শঙ্করাচার্য্য ও শৈব ধর্ম্ম ;—ভিক্ষু সম্প্রদায় ;—রামানুজ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ;—'মায়া' সূত্র (যোগ) ;—মুসলমান অধিকার ;—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের পারস্পরিক ক্রিয়া ;—রামানন্দ, গোরক্ষনাথ, কবির, চৈতন্য এবং বল্লভ কর্ত্তৃক নূতন ধর্ম্ম প্রচার ;—নানক প্রচারিত সংস্কার।]

রোম রাজ্যের অধঃপতন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প-কৌতূহলপ্রদ হইলেও, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অবস্থা,—জগতের ইতিহাসে একটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান-বিশেষ। 'ককেশীয়' সম্প্রদায়ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধজাতি দক্ষিণঘাট হইতে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এশিয়ার এই উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। তাহারা প্রাচীন "বৈদিক" ও "পারস্ত" ভাষার ন্যায় একটী স্বতন্ত্র ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, এবং সুবৃহৎ নদী ও সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহারা বাবিলন ও মিশরে প্রচলিত ধর্ম্মমতের অনুরূপ স্বতন্ত্র একটী ধর্ম্মের উপাসক ছিল ;—তাহাদের সেই ধর্ম্মমত এখনও অসংখ্যক মানবের মনে শক্তি প্রদান করিতেছে। ধার্ম্মিক ও সংসারিকবর্গের বসতি-স্থান—দিল্লী, লাহোর, গুজরাট এবং বঙ্গদেশ—আর্য্যা-

ধর্ম্মের অন্তর্গত। প্রকৃত পক্ষে, এক নূতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত হওয়ায়, গঙ্গাতীরবর্ত্তী উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অধিবাসিগণের লুকায়িত তেজই প্রথম প্রকটিত হয়। ইহার ফলে, ব্রাহ্মণদিগের এক নূতন সভ্যতা প্রচারিত হয়, এবং আকোসিয়া হইতে 'সুবর্ণ' কার্শোনিস্ত পর্য্যন্ত কতকগুলি বৌদ্ধ-পরিবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিয়াসের বীরত্ব, সেকন্দর সাহের মহত্ত্ব, গ্রীসের দর্শন শাস্ত্র এবং চীনের ধর্ম্মশিক্ষা,—সকলই ভারতবর্ষে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। যে সময়ে রোমীয়গণ, 'জর্ম্মাণ' এবং 'কিমূব্রী'দিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে রত ছিল, এবং ক্রমশঃ 'গথ' ও 'হুন'দিগের অধীনতা স্বীকার করিতেছিল, হিন্দুগণ সেই সময়ে অসংখ্য জনপূর্ণ, 'সিদিক' জাতিকে অনায়াসেই স্বদলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রভাবে (Sacae) * "শাকী" জাতি দেশ হইতে বিতাড়িত হয়; তাঁহারা (Getae) "গিতি" জাতিকে আপনাদিগের এক প্রসিদ্ধ জাতির অন্তর্ভুত করিয়া লন; † এবং অন্যান্য বীর

* Sacæ (Sakæ) শাকীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিক্রমাদিৎ যে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করেন, তজ্জন্য তিনি "শাকারি" (Sakaree) উপাধি প্রাপ্ত হন। ইয়রকন্দ এবং মানসসরোবর হ্রদের মধ্যবর্ত্তী তাতারের বক্ষ প্রদেশে এই জাতির অনেক বিশুদ্ধ সম্প্রদায় এখনও সম্ভবতঃ বর্ত্তমান আছে। এখানকার 'শকপো' জাতি মুসলমান কর্ত্তৃক "কেলমাক" (Kelmaks) নামে অভিহিত হয়। তিব্বতের অধিবাসিগণ ইহাদিগকে সময় সময় ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে।

† Getae (গিতি) জাতি এবং আদিম চীনদেশীয় ইউইচি (Yucchi) এবং আধুনিক 'জাঠ' বা 'জ্যাঠ' (Juts or Jats)—একই জাতি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তর্ক-যুক্তি-সমালোচনায় তাহাদের স্বরূপতা নির্ণীত না হইলেও কারতঃ তাহা বুঝিতে পারা যায়।

জাতিকে আপনাদিগের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন *। অতঃপর ভারতবর্ষ-বিজয়-লিপ্সু মুসলমানগণ ধর্ম্মের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু রাষ্ট্রের 'তুর্কমান' দিগের ধর্ম্মান্ধতায় সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষও মুসলমান সাম্রাজ্যের একটী শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং আরব দেশীয় সেই ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রতিভা-শক্তিতে হিন্দুদিগের মানসিক অবস্থার একটী স্থায়ী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। এক্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ভারতবাসীর মঙ্গলামঙ্গল পশ্চিম খণ্ডের এক প্রধান জাতির অদৃষ্টের সহিত গ্রথিত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত এবং রোমদেশীয় রাজ্যশাসন-নীতি-সমূহের আদর্শের সহিত, ধর্ম্মানুগত ব্রাহ্মণগণের,

* ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুতদিগের চারিটী "অগ্নিকুল" জাতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—"চৌহান", "সোলাঙ্কি", "পাওয়ার" (অথবা প্রামর) এবং "পুরিহার"। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের আদি-পুরুষগণ এদেশ আক্রমণ করেন। ব্রাহ্মণদিগের সহিত 'ক্ষত্রিয়-দিগের ও বহিস্থ ধর্ম্মত্যাগিগণের এবং গ্রীস ও ব্যাক্ট্রিয়া-দেশস্থ আক্রমণকারিগণের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ইহারা ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষ অবলম্বন করে। ইহাদের যোদ্ধৃ প্রকৃতি ও প্রতিভা, ধর্ম্মোপদেষ্টা সাহায্য ও পশ্চাদ্বর্ত্তী সাদৃশ্য প্রভৃতি কারণে, সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে স্বতন্ত্র নামে ইহারা "অগ্নিবংশ" বলিয়া অভিহিত। উজ্জয়িনী হইতে রেওয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাশীর নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনও "অগ্নিকুল" ক্ষত্রিয় দৃষ্ট হয়, এবং "আবু" পর্ব্বত তাহাদের অলৌকিক জন্ম বা আবির্ভাব স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের প্রতিপোষক বিক্রমাজিত এই "পাওয়ার" বংশ সম্ভূত বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হয়।

শাসনশক্তিসম্পন্ন মোল্লাগণের এবং মূর্তিবিশ্বাসী শিখগণের যতদিন পর্যন্ত মতবিরোধ চলিবে।

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীন ধর্মমত লইয়া বহুকাল ব্রাহ্মণ ও পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগের বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল; পরিশেষ ক্রমে ক্রমে সেইমত পরিবর্তিত হইয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়।*

---

* পরস্পর তুলনায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের আপেক্ষিক অগ্রপশ্চাত্ত ও প্রাধান্য বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে বহুতর তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছিল। এক সময়ে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সময়ে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় ধর্মের মূল বিভিন্ন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়ই যে এক সময়ে সম-সাময়িকরূপে বহুকাল বিদ্যমান ছিল,—তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অযোধ্যা ও ত্রিহুতের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচলিত ছিল। এম বাৰ্নুফ বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত এবং ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি; কিন্তু এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ("Introduction a l' Histoire du Buddhisme Indien, Avertissement, i); তথাপি অনুমান হয়, এই "বৌদ্ধ" শব্দ সংস্কৃত "বুদি" অর্থাৎ "বুদ্ধি" শব্দ হইতে উৎপন্ন; অথবা "বো" বা "বোধি" অর্থাৎ পিপুলগাছ (the ficus religiosa) হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য শক্তি ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত ও উন্নত হয়, এবং এই ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা বলে হিন্দুমাত্রেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের এই শ্রেষ্ঠ ধর্মশিক্ষা এবং শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শত্রুগণ অনেক সাহায্য পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত গৌতম, ব্রাহ্মণ-

খৃষ্ট-জন্মের পর নয় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন মনু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ণ করেন ; তৎপরে সেকেন্দর সাহ যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ; এমন কি,

---

দিগের এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় অধিকতর বিশুদ্ধ জ্ঞানিক রীতি অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার কার্য্য সংসাধন করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে শৈবধর্ম্মেই বেদোক্ত উপাসনার পদ্ধতি লক্ষিত হয় (Compare Wilson "As. Res" XVII. 170 &c, and "Vishnoo Pooran", Preface. XIV.)। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বেশ-ভূষা বিষয়ক বিশ্বাস-দ্বয়ের সংমিশ্রণে যথাক্রমে বৈষ্ণব ও জৈন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। শাক্ত ধর্ম্মে সমগ্র লোকের প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস অধিকতর স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় ; শক্তি-উপাসকগণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যু-বিধায়িনী ভয়ঙ্করী দেবীর সমক্ষে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকে ; অধুনা মধ্যভারতের অন্তর্গত ভিলসার নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের "টোপি" বা অর্দ্ধগোলাকার যে স্মৃতিস্তম্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছে, বোধ হয়, সেইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক পুরুষ পূর্ব্বে ইংরেজগণ প্রাচীন কীর্ত্তি-কাহিনী পরিপূর্ণ এই স্তম্ভ-মধ্যস্থিত কাল্পনিক কোটা বা পাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য স্তম্ভটীর কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া ইংরেজ নাম কলঙ্কিত করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজগণ কেবলমাত্র তাহার একটী নক্সা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা জ্ঞানীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অদ্বিতীয় প্রস্তর-প্রাকারের বহুসংখ্যক ভাস্কর্য্য ("bas-reliefs",) অশোকের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতিসমূহের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত ভাস্কর্য্য দেখিলে বুঝা যায় যে, তাৎকালিক অধিবাসিগণ, বৃক্ষ, স্তম্ভ, স্তূপ (অথবা টোপি) গুলিকেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত পর্ব্বত

খ্রিষ্টের জন্মের সাত শত বৎসর পরেও, যখন অজ্ঞাত-কুলশীল অসভ্য "হেহিয়ান" জাতি সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অন্নার্জ্জন করিত;—তখনও কতকগুলি রাজ্য, প্রাচীন "আর্য্য"জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতির শাসনাধীন ছিল। প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর-স্বরূপা অস্পষ্ট-ভাবে বর্ত্তমান, তথাপি একেশ্বরবাদী বেদধর্ম্মের অপেক্ষা এই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপাসক সংখ্যাই অধিক। বেদধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রথম সূর্য্য, বায়ু কিংবা অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন সাদৃশ্য স্বীকার করিত না। *

বা মেরুর প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং বুদ্ধকে জগদীশ্বরের সাকার স্বরূপ মনে করিয়া, যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও উপাসনা করিত। তৎকালে এতদ্দেশবাসি-গণের মধ্যে কোন কোন জাতি উচ্চ "টুপি" এবং ছোট জামা ব্যবহার করিত। তাহাদের বেশ-ভূষা হিন্দুদিগের প্রচলিত বেশ-ভূষা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ছিল।

* এলফিনষ্টোন সাহেব উইল্‌সনের 'অক্‌সফোর্ড' বক্তৃতা এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন (History I. 13),—"অর্চ্চনীয় দেবতার কোন প্রতিমূর্ত্তি বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন আছে বলিয়া মনে হয় না।" অথচ নূতন ও পুরাতন উভয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থেই (Old and New Testaments) অগ্নিই ঈশ্বরের প্রধান নিদর্শন,—এইরূপ বর্ণিত আছে (Strauss Life of Jesus, 501)। বেদে ঐশ্বরিক তেজ (শক্তি) এবং গুণের মনুষ্যরূপ বর্ণিত আছে। ইহুদীগণের অন্যান্য দেবদেবীর বর্ণনায় 'জেহোবার' অদ্বিতীয় শক্তিমত্তার হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা শিব, এবং অন্যান্য দেবদেবীর অবতারণায় একেশ্বর প্রথার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যদিও বৈদিক প্রথা সম্বন্ধে "কোলব্রুকের" ও অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তার এবং রামমোহন রায়ের প্রয়োজনীয় টীকা এবং অনুক্রমণিকা

এই যুগে হিন্দুদের প্রতিভাশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ, বহুৎ এবং বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বে গ্রীকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। বীররসপূর্ণ প্রাচীন কবিতাগুলি অলৌকিক কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির পরিচায়ক। রামায়ণ এবং মহাভারতের কবিতাগুলিতে এখনও মনোভাব উত্তেজিত হয়; লোকচরিত্রে তৎপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে। গণিত-শাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এতদূর নির্ভুল ও সম্পূর্ণ ছিল যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে পরিমাপ করা যাইত *।

বর্তমান আছে, তথাপি বেদ ও বেদান্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষার অভাব রহিয়াছে। ("Asiatic Researches, VIII; "Transactions, Royal Asiatic Society", i and ii, and "Ram mohan Roy on the Veds") এ সম্বন্ধে (Ward's Hindu's ii, 175, ওয়ার্ডের "হিন্দু" নামক গ্রন্থের "বেদান্ত সার" নামক অনূদিত অংশ এবং ডাক্তার রোয়ারের পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত অনুবাদ দ্রষ্টব্য (Journals, Asiatic Society of Bengal. Feb. 1845. No 108)। যদি অনুবাদকারিগণ আধুনিক গ্রন্থ অনুসারে সংস্কৃত শব্দগুলির ইংরাজী প্রতিবাক্য না দিয়া, প্রত্যেক শব্দ বিশদরূপে ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে, আদিম বিচারকর্ত্তাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত বুঝিবার পক্ষে বিশেষরূপ সুবিধা হইত।

* ভারতবর্ষে সাধারণতঃ 'সৌর' বৎসরই (solar year) প্রচলিত আছে। এইরূপ বৎসর গণনায় সম-দিবা-রাত্রির স্বরূপ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিঘ্ন হয় নাই, কিন্তু নাক্ষত্রিক বৎসর হিসাবে এইরূপ গণনা অনেকাংশে সমীচীন। সূর্য্যের ভ্রমণ-পথ এবং বিষুব-রেখার পরস্পর মিলন-বিন্দুদ্বয়ের আবর্ত্তন হিন্দুগণ বহুকাল পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন।

কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু জনসাধারণ পরমার্থ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত। প্রথমতঃ উভয় দলের দর্শন-জ্ঞান ও পরমার্থ-জ্ঞান দৃঢ়তররূপে নিকট-সম্বন্ধীয় এবং অভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণগণ, ঈশ্বরের একত্ব, পৃথিবীর সৃষ্টি, আত্মার অমরত্ব এবং মানব জাতির দায়িত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রাচীন অধিবাসিগণ পারত্রিক (ভবিষ্যৎ) জীবন এবং ঈশ্বরের একত্ব ও সর্ব্ব-শক্তিমত্তা প্রচার করিত; কিন্তু এই সম্বন্ধে মোজেস (Moses) কোন মতই প্রকাশ করেন নাই; এ বিষয়ে তিনি নির্ব্বাক কিংবা অনভিজ্ঞ। *

এইরূপ প্রপঞ্চ আরম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে হিন্দুদিগের কতকগুলি স্থূল গণনা করা হইয়া থাকে; (Compare Mr Davis's paper in the "As. Res." Vol ii and Bentley's Astronomy of the Hindus, P. 2—6. 88)

* জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মোজেসকে,—ষ্ট্রাবো নাস্তিক এবং মিসরীয়দিগের ধর্ম্মযাজক বলিয়া মনে করিতেন। (as quoted in Volney's Ruins, Ch. xxii, Sec. 9, note) কিন্তু মোজেস যে আত্মার নশ্বরত্বে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন—এ কথা স্বীকার না করিলেও, ইহুদীগণ যে জেহোবাকেই তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা বা অদ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করিত—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হেরোডোটাস (Herodotus. Euterpe, cxxiii) যদিও বলিয়াছেন, যে, মিসরীয়গণই প্রথম আত্মার অমরত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে, তথাপি তার্কিক "সাদুকী"গণ তাহাদের ধর্ম্মগুরুকে ঐরূপ ভাবেই অভিহিত করিয়া থাকে। সক্রেটিস্ এবং প্লেটো সম্পূর্ণ শূন্য-পরায়ণ হইলেও, উভয়েই বলিয়াছেন যে, আত্মার অপরাপর অবস্থা অপেক্ষা

বহুদেববাদী গ্রীক ও রোমানগণ, * এবং দ্বৈতবাদী "মিথরেইক" জাতীয় বিধিবিধায়কগণ,ঈশ্বরের একত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহেন। মন্দ কার্য্য করিলে ঈশ্বর গুরুতর শাস্তি বিধান করেন,—ব্যাস এই মত প্রচার করেন। ব্যাস-প্রবর্ত্তিত এই মতে জনসাধারণে মন্দ কার্য্য করিতে অধিকতর ভীত হইত। এ বিষয়ে ব্যাস প্লেটোকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। † প্রকৃত পক্ষে, আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং মৃত্যুর পর দেহান্তর

অমরত্ব ভাবই অধিক। ; ("Phoedo", Sydiaham and Taylor's Translation. iv. 324).

* এথেন্সবাসীদের (Athenians) অজ্ঞাত দেবতা অদৃষ্ট (fate) । প্রতিহিংসা-পরবশ 'নেমিসিস' (Nemisis) এবং 'জিয়স' বা জুপিটারের ক্ষমতা-বহির্ভূত অন্যান্য দেবশক্তির বর্ণনায় বুঝা যায় যে, প্রাচীন ব্যক্তিগণ প্রচলিত পৌরাণিকতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক ; আধুনিক সমালোচনায় যদি কৃত্রিম বা অসত্য বর্ণনা প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে, হোমারের সাময়িক 'থিয়োজ' ("theos") অর্থাৎ কাল্পনিক বর্ণনা সম্বন্ধে যে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়াছেন, (Odyssey, XIV, Cowpers note, P. 48. vol ii. Edition of 1802) হর ত বিশপ থারওয়াল (History of Greece. i. 192 &c) এবং মি গ্রোট উভয়েই তাহা অবিশ্বাস করিতেন (History of Greece, 1, 3. and XVI Part i generally.)

† প্লেটো, কর্ত্তব্য জ্ঞান এবং বাধ্যতা স্বীকার করিতেন না ; কিংবা তিনি কর্ত্তব্য ও বাধ্যতার নিয়ম দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিতেন না। সক্রেটিস প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে এই নিয়ম বাঁধাবাঁধিরূপে পালন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই,—এই হেতুবাদে রিটার তাঁহাকে এই দোষ হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন (Ancient Philo-

গ্রহণ, এই দুই মত পরস্পর জড়িত হইয়াছিল : কার্য্যকরী গুণ (কর্ম্ম) অপেক্ষা দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং মানসিক ঔদাসীন্য অধিকতর প্রশংস-

sophy, ii. 387) প্লেটো মনে করেন যে, এইরূপ কঠোরতায় নৈতিক দর্শনের উপযোগিতা অল্প বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাই তাঁহার আপত্তির প্রধান কারণ। বেকন অতি হেয়রূপে প্লেটোর এই মত স্পষ্টতঃ অবলম্বন করিয়াছেন (Compare 'Hallam's 'Literature of Europe. iii, 191. and Macaulay, Edinburgh Review. July. 1837. P 84.)। যদিও ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান অস্বাভাবিক, এবং নাস্তিকদিগের দর্শন-শাস্ত্রের প্রথায় ইহা অনাবশ্যক, সামাজিক মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় : সভ্য গ্রীস দেশে এবং আধুনিক ইউরোপ ব্যতীত সমগ্র এসিয়াখণ্ডে "কর্ম্মশাস্ত্র" এবং "তত্ত্বশাস্ত্র" পরস্পর নিকটে সম্পর্কীয় এবং একত্র অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। প্লেটো বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার বিচার আরম্ভ হয়; বিচারানুসারে দুষ্ট ব্যক্তির আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত ও উৎপীড়িত হইয়া অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। (উদাহরণস্বরূপ "Gorgias,' Sydenham and Taylor's Translation, IV. 451) বস্তুতঃ এইরূপ নিয়মই সাধারণের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রদ। কিন্তু গ্রীকদিগের শাস্ত্রানুসারে অবিনশ্বর মানুষী আত্মার পরিতৃপ্তি ও উপভোগ এবং ঈশ্বরের প্রতি ন্যায়পরতাই পুণ্যজনক বলিয়া কথিত হয়।) Compare Schleiermacher's Introduction to Plato's Dialogues, P. 181, &c, and Ritter's Ancient Philosophy, ii. 374) ব্যাসদেব যে কৃতজ্ঞতা ও ন্যায়পরতা-মূলক ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে লোকে তাহাই কর্ত্তব্য জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। তাহাই যে তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য এবং তাহাতেই যে তাহারা বাধ্যতা ;—তাহাও স্পষ্টরূপে বলিতে পারা

ণীয় হইত।* যাজকগণ পরস্পর সমান নহে, এবং একই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মোপদেষ্টা থাকিতে পারিবেন—এইরূপ মত প্রচারিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণদিগের নীতিশাস্ত্র তৎসহ গুরুতর রূপে জড়িত হইয়া যায়।†

যায় না। সম্ভবতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে নিরেশ্বর শাস্ত্রের উপদেশক হওয়ার পরিবর্ত্তে তত্ত্ব শাস্ত্রোপদেশক হওয়াই অধিকতর সহজ হইতে পারে।

* ঈর্ষাপর খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ, হিন্দু-তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আত্মার দেহান্তর গ্রহণ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই নীতি অবলম্বন করিলে মানবের ইচ্ছা-বৃত্তির স্বাধীনতার অনেকটা লাঘব হয়; পূর্ব্বজন্মসমূহের দোষযুক্ত আত্মা পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করায়, পূর্ব্ব আত্মা অপেক্ষা পর-আত্মা অনেকটা পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। শুনা যায়, এইরূপে মনুষ্য গ্রীক ও রোমানদিগের ভাগ্য-দেবীর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। (Compare "Ward on the Hindoos" ii. Introductory Remarks, xxviii. &c). নীতিশাস্ত্রানুসারে আত্মা পূর্ব্ব জন্মের পাপ ভারাক্রান্ত হইলেও, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী আত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; আদমের (Adam) পাপসমূহে আত্মা কলুষিত হইলেও, বর্ত্তমান জীবনের আচার-ব্যবহারে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না; দর্শনশাস্ত্র মতে, আত্মা দেহান্তর-গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র বর্ত্তমান জীবনে পাপ সমূহের অবস্থিতির এবং মনুষ্যের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃতির পরিমাণ-নির্ণয়ার্থ একটী প্রকৃষ্ট পন্থা ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

† জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়; মিসর এবং পারস্যেও এক সময়ে এই প্রথার প্রভাব ছিল এবং প্রাচীন কোন জাতি ব্যক্তির ধর্ম্মকার্য্য এবং পুরুষানুক্রমিক আচার অনুষ্ঠান করিত। মধ্যযুগে এবং

ব্রাহ্মণগণ ভারত উপদ্বীপ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; খৃষ্ট জন্মের নয় শত বৎসর পরে, যখন শঙ্করাচার্য্য

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে এই প্রথা কতকাংশে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় একত্র করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া খ্যাত, যাঁহারা বহুদর্শী, জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাঁহাদের ঐরূপ একটী প্রবন্ধ রচনা করা উচিত। প্রাচীন সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তী সময়ে যেরূপ বিষম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলে এই জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দি হইতে এই প্রথা যেরূপ দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে, পুরাকালের আদিম অধিবাসিগণ ইহা সেরূপ কঠোরতার সহিত মানিয়া চলিত না। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিক্রমজিতও ঐ পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষরূপ ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব এই প্রকারে এক শূদ্রকে পুরোহিত শ্রেণীতে উন্নীত করেন; তাহার বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতীয় হইলেও, তাহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হয়। (Ward on the Hindoos, i. 85; and see Munoo's Institutes, chap. x. 42-72 দেখ। এস্থলে মনু স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র যোগ্যতা অনুসারেই জাতিদিগের মর্য্যাদা ও শ্রেণী বিভক্ত হয়, এবং সেই গুণে যে কোন জাতি উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।) এমন কি বর্ত্তমান সময়েও শিকনশাহী সম্প্রদায়ের কতকগুলি জাঠ-শিখ পরিবার (ইহারা রণজিৎ সিংহের সম্পর্কীয়), রাজপুতদিগের সামাজিক সংস্কার ও আচার ব্যবহারে যোগদান করিবার প্রমাণ পাইয়াছিল এবং এক সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। যদি বিজয়ী রোমান ও পাঠান জাতি একই ধর্ম্মে বিশ্বাস-

ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় মত প্রচলনের চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তখন কয়েকটী শিক্ষিত পণ্ডিত এবং নিরীহ অরণ্যবাসী জৈন * ব্যতীত ভারত উপদ্বীপে আর কোন জাতি দেখা যায় নাই।

গ্রহণ না করিত, এবং তাহাদের প্রচলিত ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা বেদ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুত্রদের মধ্যে পরিগণিত হইত,—তাহাতে কোন সংশয় নাই।

তন্তুবায় কবির, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মসংস্কারক রামানন্দের মুখে এই কথা প্রকাশ হওয়ায়, পুরোহিত সম্প্রদায়ের আদিম নীতি প্রচারিত হয়। (The Dabistan ii. 184.)

হিন্দুদিগের ন্যায় ভারতীয় মুসলমান জাতিও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান। সকলেই মহম্মদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী জাতি মহম্মদের জাতীয়, এবং মহম্মদের জামাতা 'আলির' বংশধর বলিয়া ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সকলেরই এই বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্মত্যাগকারী ক্ষত্রিয় এবং স্বধর্ম্মবর্জ্জিত শিখ, "শেখ" নামে অভিহিত হয়, এবং অন্যান্য নীচ জাতীয় স্বধর্ম্মবর্জ্জনকারী "মোগল ও পাঠান" জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ "সৈয়দ" শ্রেণীভুক্ত হয়,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

* আধুনিক জৈনগণ, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহাদের স্বধর্ম্মের নিকট সম্বন্ধ অকপটভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, পূর্ব্ব মালবের জৈন সম্প্রদায়গণ, "তিলসা'র "চৌপিকে" জৈনদিগের ধর্ম্মমন্দির বলিয়া মনে করে। কোন্ সময়ে 'জৈনগণ' জনসাধারণের নিকট একটী ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল,—তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। আপনাদের

তখন কেবলমাত্র এই "জৈন"গণই "ম্লেচ্ছ" জাতি বলিয়া অভিহিত হইত। ইহারাই হিন্দুদিগের মধ্যে অসভ্য ছিল এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপাসনা করিত। ক্ষত্রিয়গণ এই সময়ে রাজ্য বিস্তার করেন। সাকারবাদী অসভ্য ব্রাহ্মণগণ কেহ কেহ তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল; কেহ কেহ বা তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা প্রচারকরূপে ধর্ম্ম-প্রচার করা ভালবাসিতেন না। অপেক্ষা ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হওয়াই বরং শ্লাঘনীয় মনে করিতেন। এই জন্য বিদেশে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল। কোনও রাজা জ্ঞানজিজ্ঞাসু হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান না করিলে, কিংবা কোন উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে, দূর দেশস্থ কেহই তাঁহাদিগকে আদর করিত না। হিন্দু ধর্ম্ম উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল; এই ধর্ম্ম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অবনতি ও ধ্বংসের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ভিন্ন দেশের আগন্তুক-দিগের সহিত মিলিত হওয়ায়, তাহাদের আচার-পদ্ধতি কতকাংশে হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া যায়। সহানুভূতি প্রকাশের ইচ্ছা প্রবল হইলে, মানব সহজেই আশ্রয়োপযোগী কোনও উপাস্য দেবতা অনুসন্ধান করিয়া লয়; তখন আর নিরাকার ও নির্ব্বিকার দেবতায় বিশ্বাস

বিষয় এই যে, "কোষ" বা অমরসিংহের অভিধানে যদিও জড় জগতের প্রতিনিধি দেবী, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গৌতমের মাতা, "মায়াদেবীর" নামাবলীর মধ্যে "জিন" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে "জৈন" শব্দের আদৌ কোন নিদর্শন নাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধ "জিনের" পুত্র; তিনি "বিশুদ্ধ দেশ" বা বিহারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

করিতে প্রবৃত্তি হয় না। * ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কর্তৃদোষে সামান্ত একটী কালো প্রস্তর-লিঙ্গ পূজা করিয়া তখন আর কাহারও মনঃপ্রাণ তৃপ্ত হইত না। †

---

* এলফিন্‌ষ্টোন্ বলেন, (History of India, i, 159) রাম এবং কৃষ্ণ মনুষ্যোচিত ভাব এবং কার্য্য দ্বারা অধিক সংখ্যক উপাসকের প্রাণ মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; অপরিস্ফুট শৈবধর্ম্মে তত লোক আকৃষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয়, "এডিনবরো রিভিউ" পত্রে দেখিয়াছি যে, এই তত্ত্ব বিশেষ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, যীশুখৃষ্ট যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃতই খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল ; ক্রুশাবদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "ঘোড়াগুলি ধার্ম্মিক হইলে, তাহাদের দেবতা গো-মহিষাদির আকার ধারণ করিত,—" জেনোফেনের এই তীব্র মন্তব্য সত্য বলিয়া মনে হয় ; কেননা, তখন লোকে সাধারণতঃ দেবতাগুলিকে মনুষ্যের আকৃতিতে সাকার কল্পনা করিতে ভালবাসিত। (Grote, History of Greece, iv. 523, and Thirwall, History, ii 136).

† হিন্দুদিগের 'শৈবধর্ম্ম অথবা 'লিঙ্গ' উপাসনার প্রথা, জ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একটী পরিবর্ত্তনের নিদর্শন। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিশেষ প্রাধান্য লাভে জনসাধারণের ভ্রম-সংস্কার বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এখন পর্য্যন্তও ভারতের সাধারণ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তুতেই ঈশ্বরের বিদ্যমানতার নিদর্শন দেখিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পৌত্তলিকদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে, উপাসনা সময়ে কাল প্রস্তরটীকে নিরাকার নির্গুণের প্রতীক বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মূর্ত্তি-উপাসকগণকেও ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ক্ষমতা প্রদান

যিনি ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসায় জড়বাদী বৌদ্ধগণকে নীরব করিয়াছিলেন, যিনি নাস্তিক চার্ব্বাকদিগের * ধর্ম্ম বিষয়ক ঘোর নাস্তিক্য মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই শঙ্করাচার্য্যও তন্ত্র এবং শক্তিসমূহের উপাসনা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত ধর্ম্মেও

করিয়াছেন। লিঙ্গই পুনরুৎপাদিকা শক্তির প্রতিরূপ,—এইরূপ ব্যাখ্যা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ঈশ্বর জ্ঞান, অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই প্রচলিত। ইহারা দেবদেবীর সাধারণ স্বরূপ মূর্ত্তির মধ্যে কল্পিত ভাবে এবং উচ্ছৃঙ্খলরূপে গুপ্ত-শক্তির আবির্ভাব দেখিয়া থাকে। (Compare Wilson. "Vishnoo Pooran," Preface lxiv).

* অধ্যাপক উইল্সন্ ("Asiatic Researches", xvi 18.) চার্ব্বাক নামক কোন যোগী বা মুনির নাম হইতে এই "চার্ব্বাক" সম্প্রদায়ের উপাধি নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ, (অন্ততঃ মালবের ব্রাহ্মণগণ), এই সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়ের গুরু,—এতদুভয়ের এই বিশেষ নাম, "চারু" (প্রবৃত্তিজনক, অত্যুত্তম) এবং "বাক" (বাক্য, বক্তৃতা) শব্দদ্বয় হইতে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। এইরূপে নিষ্পাদিত হইলে, এই সম্প্রদায়টী তার্কিক, ভাবাবিষ্ট কিংবা প্রতারক বলিয়া বর্ণিত হয়। বস্তুত, পরিশেষে সম্প্রদায়টী এই নামেই পরিচিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের সকলেই ঘোর জড়বাদী; তাহারা শারীরিক উপাদান সমূহের নির্দ্দিষ্ট কোন অবস্থা অথবা অবস্থা-সমূহের একত্রীকরণের নিয়ম হইতে চিন্তা-শক্তির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে। মনে হয়, এ সম্বন্ধে তাহারা প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার লরেন্সের মত অনুভব করিয়াছিল। ডাক্তার লরেন্সের ধারণা এই যে, যকৃত্ যেমন পিত্তের আধার, তেমনি মস্তিষ্কও চিন্তা শক্তির আধার। (Compare Wilson,-As. Res." xvii. 308 and Troyer's "Dabistan," ii. 198, note.)

প্রতিমা অর্চনা হইত, এবং দেবমন্দিরে মৃত্তিকা বা প্রস্তরের দেব-মূর্ত্তি অথবা মূর্ত্তি-বিহীন নিদর্শন (শিবলিঙ্গ) স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল; যিনি আত্মস্বরূপ, তাঁহাকে আর কেহই উপাসনা করিত না। প্রকৃত ধর্ম্মোপাসকগণ, পালনকর্ত্তা "বিষ্ণু", সংহারকর্ত্তা "শিব", সূর্য্যের প্রতিনিধি দেবতা, এবং সিদ্ধি-বিনায়ক গণেশ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিত; অথবা, প্রকৃতির পুনরুৎপাদিকা শক্তিকেই দেবীরূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করিত। তাহারা মনে করিত যে, জগদীশ্বর নিশ্চয়ই তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং পূজা গ্রহণ করেন। *

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ গৃহাশ্রমে অথবা নির্জ্জনে ধর্ম্মোপাসনা করিতেন। বৌদ্ধগণের ধর্ম্মোপাসনা সাধারণ স্থানে অথবা ধর্ম্মসভায় হইত; ব্রাহ্মণ-জাতীয় তপস্বিগণ জনসমাগম হইতে পৃথক থাকিতেন; কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কিংবা উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ গৃহ-ধর্ম্ম আচরণ করিতেন; কিন্তু বৌদ্ধগণ অবিবাহিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, এবং অধিকাংশ ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিতেন। বিজিত জাতি সমূহের এইরূপ আচার ব্যবহারের প্রভাব বিজেতৃগণের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব দৃঢ় করিবার চেষ্টায়, 'সেণ্ট বেনিডিক্ট' ও 'পোপ হনোরিয়াসের' বিভিন্ন মতের একত্র সমাবেশ করিলেন। † তিনি ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীদের নিমিত্ত একটী 'মঠ' স্থাপন করেন;

---

* যে পাঁচটী জাতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই হিন্দুধর্ম্মের বিভক্ত দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

† অধ্যাপক উইল্‌সন, "এসিয়াটিক রিসার্চের" ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে হিন্দুজাতির যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ত প্রত্যেক বিদ্যানুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার নিকট ঋণী। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকখানি

তিনি দণ্ডকমণ্ডলুধারী অসভ্য নির্জ্জনবাসী "দণ্ডী"দিগকে স্বতন্ত্র একটী সম্প্রদায়ে পরিণত করেন; তখন সেই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় "মঠবাসী" বা "ভিক্ষুক" বলিয়া পরিগণিত হইল; তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল এবং পবিত্রতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। * শঙ্করাচার্য্যের

ভারতবাসী বহু লোকের গৃহে বিদ্যমান; বিশেষতঃ, "ভগবৎমালা" বা সন্ন্যাসীদিগের ইতিহাস এবং তাহার সার সংগ্রহ সকলের নিকটই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অবস্থাজ্ঞ কোন পণ্ডিতের টীকার সহিত মিলাইয়া এই গভীর রহস্যপূর্ণ বিষয় পাঠ করাই অধিকতর সুবিধাজনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধ্যাপক উইল্‌সন সম্প্রদায় সমূহের ধর্ম্মমত এবং সংস্কার বিষয়ক উন্নতির বিষয় বর্ণনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। হিন্দু-দিগের সম্বন্ধে মিঃ ওয়ার্ড যে, বিস্তৃত বহুমূল্য কয়েকখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই। "দেবীস্থান" লেখক মোসান ফানীর পুস্তকেও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের এবং ন্যায়-সঙ্গত বর্ণনার অভাব। ফানী একটু প্রগল্‌ভ এবং সরল বিশ্বাসী হইলেও, এই প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকের মত এবং বর্ণনাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইনি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কাপ্তেন টেলার তাঁহার এই "দেবীস্থান" অনুবাদ করিয়াছেন, এই জন্যই একটু অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক ইংরেজই এই মহামূল্য গ্রন্থ পাইতে পারেন।

* শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্মণ; অধ্যাপক উইল্‌-সনের মতানুসারে ('As. Res.' xvii, 180) শঙ্করাচার্য্য অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কিন্তু এরূপ গণনাও সন্দেহমূলক; যেহেতু সাধারণতঃ কথিত হয় যে, রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং অধিনের ছিলেন; সুতরাং তাঁহার জন্মের তারিখ উইল্‌সনের গণনায় এক শতাব্দী

এই সংস্কৃত ধর্ম্ম পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইল। এই 'দণ্ডিগণ' শিবকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করায়, আরও অধিকতর পৃথক্ হইয়া গেল। ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ কল্পনা করিয়া এখন হইতে তাহারা "শিবকেই" উপাসনা করিতে লাগিল; এবং শীঘ্রই অন্যান্য সকলেও তাহাদের পথানু-অনুসরণ করিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'রামানুজ' নিজ নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিমার্জ্জিত নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইল। তাহারা বিষ্ণুকেই প্রকৃত ঈশ্বর নামে উপাসনা করিত; সর্ব্বশক্তিমান্ জগদী-শ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ও গুণ কল্পনা করিয়া সাধারণের নিকট তাহারা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য ধ্বনি করিয়াছিল। * প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত নিয়ম প্রতিপালন

কিংবা দেড় শত বৎসর পর হওয়াই সম্ভব। তিনি চারিটী "মঠ" (সন্ন্যাসী-দিগের মন্দির অথবা চারিটী ধর্ম্মসম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার দশ জন শিক্ষিত শিষ্যের মধ্যে যে চারি জন তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত দৃঢ়তরূপে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাই সেই চারিটী "মঠের" প্রধান পাণ্ডা ও রক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়। শঙ্করাচার্য্যের এই চারিটী শিষ্যের অনু-চরগণ "দণ্ডী" নামে অভিহিত হইত। অথবা, ইহাদের সহিত ছয়টী নাস্তিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মিশিয়া সকলে একত্র "দশনাম" নামে পরিচিত হইয়াছে। (Compare, Wilson, "As. Res," xvii. 169 &c.)

* রামানুজের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন। (Wilson, "As. Res." xvi. 28, note). মধ্যভারতে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, রামানুজ তাঁহার পিতৃব্যকে (শঙ্করাচার্য্যকে) বলিয়াছিলেন,—"তিনি (শঙ্করাচার্য্য) যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পথ নহে।" সুতরাং রামানুজ

এবং ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধির জন্যই এই নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; ব্রাহ্মণের শরীর সর্ব্বসময়েই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলেই বিশ্বাস করিত, ধার্ম্মিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ইচ্ছা করিলে, ইহজন্মেই আত্মাকে দেহমুক্ত করিয়া ঈশ্বরে লীন হইতে পারেন। যখন শঙ্করাচার্য্য, কতকগুলি প্রিয় শিষ্যকে অবাধ্য এবং স্বধর্ম্মে বিচলিত দেখিয়া সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিলেন, তখন রামানুজ দেখিলেন যে, এক্ষণে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি লোকে আর তত আস্থাবান নহে; সুতরাং তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের গুরুভক্তির প্রবৃত্তি, কোনও মানবের প্রতি ন্যস্ত করিতে উপদেশ দিলেন। কিছুকাল পরে, সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, "গুরুর" জন্য সকল জিনিষই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, এবং "তনু, মন, ধন" (শরীর, আত্মা এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্য),—সকলই গুরুর নামে উৎসর্গ করিতে হইবে। * ধর্ম্মগুরুর সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিলে, ধর্ম্মান্তঃ দেবতা

গুরুত্যাগ করিয়া 'মঠ' অথবা শিক্ষকশ্রেণীর প্রতিবোধক চারিটী "সম্প্রদায়" বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হইতে সম্প্রদায়ের উপযোগী বোধে তিনি বিষ্ণুকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামানন্দ নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে "শ্রী" বা "লক্ষ্মী" নামে অভিহিত করেন। তৎপরে আরও তিনটী সম্প্রদায় স্থাপিত হয়; প্রথমটী মাধব কর্ত্তৃক; দ্বিতীয়টি বিষ্ণু স্বামী এবং তাঁহার পরিচিত শিষ্য বল্লভ কর্ত্তৃক; এবং তৃতীয়টি 'নিম্বারক বা নিম্বাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহারা যদিও সকলেই বৈষ্ণব, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় যথা-ক্রমে ব্রহ্মা, শিব এবং ব্রহ্মার পুত্র সনকাদিকের নাম অনুসারে পরিচিত ছিল। (Compare Wilson, 'As, Res', xvi. 27 &c.)

* Compare Wilson, Asiatic Researches, xvi. 90.

সম্বন্ধে জীবন্ত ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে। যে সকল অসভ্য জাতি নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রতীতি অসম্ভব; ধর্ম্মকার্য্যে দৃঢ় মনোযোগী না হইলে, ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ দুর্লভ। এই মত-পরিবর্ত্তনের হেতু-স্বরূপ প্রতিপন্ন রামানুজ করিয়াছেন যে, ঐহিক ধর্ম্মকার্য্যের কতকগুলি উপ-করণ আবশ্যক। * শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত সম্প্রদায়সমূহের দৃঢ়বিশ্বাসী-দিগের ধর্ম্মমত পরীক্ষা করিলেই, তাহাদের সরলতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কারকগণ মুক্তিপ্রার্থী-দিগের নিকট হইতে অন্ধবিশ্বাস এবং আশার এইরূপ প্রমাণোক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মাচরণেরও যেমন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রচলিত হইতে লাগিল, দর্শন-শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সিদ্ধান্তও তৎসঙ্গে সমভাবে পরিবর্ত্তিত হইল। বিদ্যা, অর্থ এবং লোকের সহিত অধিক পরিমাণে মিলনের দরুণ নাস্তিকতার প্রতি

---

* ক্লভিজ একটী যুদ্ধ জয়ের পর যীশুর ঈশ্বর বিশ্বাস এবং মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া কিরূপ শোক ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—পাঠক-গণের স্মরণ থাকিতে পারে। ক্লভিজ তাঁহার স্ত্রীর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "রীমসের" প্রাচীন ধর্ম্মোপদেশকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"যদি আমি আমার সাহসী ফরাসী সৈন্যদলের সহিত উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে যীশুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতাম।" (Gibbon, "Decline and Fall of the Roman Empire," vi. ৩০৪.) মুসলমানগণও আলির পুত্র হোসেন এবং তাইমুরের সম্বন্ধে ঠিক একইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। বিজয়ী তৈমুর বলিয়াছিলেন,—"সত্যপর ইমামের প্রাণরক্ষা করিতে কিংবা তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আমি অনতিবিলম্বে যাত্রা করিতাম!"

সাধারণতঃ সকলেরই আসক্তি জন্মিল। ছয়টী নাস্তিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী ছয়টী দৃঢ় ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইল। মানসিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি তর্কশাস্ত্র সাহায্যে আলোচনা করিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞান মীমাংসার চেষ্টা হইতে লাগিল। * পরমাণুর সত্ত্বা ও অবিনশ্বরত্ব, এবং জ্ঞান ও বিবেক প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। জীবন ও আত্মা

* তাহাদের ছয়টী শ্রেণীই, যুক্তি তর্ক এবং স্বভাব (শরীর) বিষয়ে গ্রীকদিগের তিনটী দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুরূপ। অথবা চলিত কথায় (নৈতিক বা নীতি), হেতু এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই শ্রেণী বা সম্প্রদায় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জৈমিনীর "পূর্ব্ব মীমাংসা" এবং ব্যাসের "উত্তর মীমাংসা" বা বেদান্ত, বেদের অবলম্বনে লিখিত। সক্রেটিসের নৈতিক মতের সহিত উহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। গৌতমকৃত 'ন্যায়' বা 'তার্কিক' মত জেনোফেনদিগের তর্কশাস্ত্রের সমতুল। কপিলের সাংখ্যদর্শন, এবং পাতঞ্জলের পরিবর্ত্তিত সাংখ্য-দর্শন বা "যোগ", উভয়ই নাস্তিকতার ভাবে পরিপূর্ণ। উহা থেলের জড়জাগতিক "আইওনিক" মতের সদৃশ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু কণাদের 'বৈশেষিক মীমাংসার' তার্কিক মত এবং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় মত উভয়েই বিদ্যমান। যদিও বৈশেষিক মতটী "এ্যাটোমিক" এই বিশেষ নামে সাংখ্য বা নাস্তিক মতের সহিত একই জাতীয় গণনা করা যায়; কিন্তু উহা পূর্ব্ববর্ত্তী মতের নিকটসম্বন্ধীয় অথবা গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের তুল্য বলিয়া মনে হয়। মিঃ ওয়ার্ড ("On the Hindoos" ii. 113) প্রত্যেক শাস্ত্রকারের পরস্পর তুলনা করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বা গ্রীকদিগের ধর্ম্মমতের প্রকৃত গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; সুতরাং এইরূপ সামঞ্জস্যের সত্যতা এবং কার্য্যকারিতা নির্ণয় করাও দুরূহ। এই দুই

উভয়ই পরস্পর পৃথক,—আবার আত্মা ও জীবন উভয়ই এক এবং ঈশ্বরের সহিত তুল্য,—এই সমস্ত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। এইরূপ বিচার-মীমাংসার ফলে, কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা সাকার উপাসনা করিতে লাগিল; পরন্তু অধিকাংশ লোকেই "মায়া-সূত্র" অবলম্বন করিল। এই মায়াসূত্রানুসারে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানই ইহ-জীবনের একমাত্র পরিচালক হইয়া দাঁড়াইল। মায়াসূত্রাবলম্বিগণ বাহ্য জগতের কোন বস্তুই সত্য এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া স্বীকার

সম্প্রদায়ের বিশেষ সমতা সম্বন্ধে এল্‌ফিনষ্টোন যে কতকগুলি স্যায়সঙ্গত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। (History of India, i. 234.)

আধুনিক ছয়টী নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটী বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক, যোগাচার এবং বৈভাসিক"; দুইটী জৈন সম্প্রদায়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত,—যথা, "দিগম্বর" এবং "শ্বেতাম্বর"। "দিগম্বর" সম্প্রদায় মনে করে, স্ত্রীজাতি মুক্তি লাভে অসমর্থ এবং তাহাদের আত্মাও অমর নহে; যদি ভিন্ন ভিন্ন জৈন সম্প্রদায়কে এক বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে, "চার্ব্বাক" বা "বার্হস্পত্য" সম্প্রদায় উপরোক্ত ছয়টীর ষষ্ঠটী বলা যাইতে পারে। ইহারা ঘোর নাস্তিক; প্রচলিত ধর্ম্মমতের কোনটাই ইহারা অনুসরণ করে না। হিন্দুগণ মনে করেন, "জুপিটার" গ্রহের প্রতিনিধি বৃহস্পতি—নাস্তিকতার আদি দেবতা। কারণ সাধারণ লোকে ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, এবং নির্ব্বিকাতিশয়ে তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে। ঈশ্বর চিন্তা এবং সৎপথে থাকিয়া তাহারা এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করতঃ স্বর্গের অধিকারী হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই বৃহস্পতি নানারূপ ভ্রমাত্মক বিষয়ের অবতারণা করেন; সেইজন্য জনসাধারণের বিচার-শক্তির হ্রাস হইল এবং তাহারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিল না।

করিত না। এই সূত্র পরবর্ত্তী সংস্কারকগণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। *

---

* হিন্দুদিগের "মায়া-সূত্র", নীতি, কাব্য ও দর্শন এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

"নীতি"শাস্ত্রানুসারে—মায়া সলোমনের ধর্ম্ম, (Ecclesiastes, and ..) অথবা জগতের অসারত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্য ঋষিরা বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ মায়া ইন্দ্রজালের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চয় অথবা নৈতিক ভ্রমপূর্ণ। (Asiatic Researches, xvi. ..) মি. মিলম্যান্ বিশ্বস্ততার সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সেন্ট জন, প্লেটোর "লগোজের" (ঈশ্বর-বাক্য, যীশু) যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভারতীয় "মায়া সূত্র" সেই ভাবেই পরিগৃহীত হইয়াছে। (Note in "Gibbon"s History, iii. 312.) হিন্দুগণ সম্পূর্ণ জাগতিক চিন্তা বিষয়ে "মায়াসূত্র" গ্রহণ করিয়াছেন। সেণ্ট জন, গ্রীক এবং রোমানদিগকে জগদীশ্বরের সহিত যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিয়াছেন; তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতঃ বলিয়াছিলেন যে, যীশুখৃষ্ট হইতেই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যক্ত হইবে।

"কাব্য"শাস্ত্রানুসারে,—"মায়া" ঈশ্বর, এবং ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন বীরগণের দৃষ্টিশক্তি-প্রতিরোধকারী সূক্ষ্ম আবরণ বিশেষ;—ইহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি অথবা ইন্দ্রিয়জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। (Heeren's Asiatic Nations, iii, 203.) প্যালাস তদ্রূপ ডাইওমেডের চক্ষের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ঈশ্বরের স্বর্গীয় মূর্ত্তি নশ্বর মানব-চক্ষের গোচর করিয়া রাখিয়াছেন (Iliad, v)। কিন্তু জন-সাধারণের মনের বিশ্বাস এই যে,—অজ্ঞতাসিদ্ধ অপূর্ণ শক্তি হেতু মানব নৈসর্গিক জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে অক্ষম।

যীশু জন্মের সহস্র বৎসর পরেও হিন্দুধর্ম্ম এবং নীতিশাস্ত্রের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ক্রমিক জাতি-বিচার ও জাতিবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রহণের উপযোগিতাও বিশেষরূপে হ্রাস হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণ সৈনিক এবং কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেন। ঈশ্বরের বহুত্ব প্রচার করিয়া এবং সমাজে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ধার্ম্মিক গার্হস্থ্য সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান অর্পণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কারণে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের দেবদেবীগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রতীত হইলেন, এবং উপাসকগণের মধ্যেও ঘোরতর শত্রুতা আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ বীর ক্ষত্রিয়-জাতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞ ও সুনিপুণ নায়ক-পদে অভিষিক্ত

“দর্শন”-শাস্ত্রমতে,—বেদান্ত দর্শনে “মায়া-সূত্রে” যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বার্কেলির মনস্তত্ত্বের তুল্য। (এই বেদান্ত-সূত্র, সাংখ্য-সূত্রের প্রকৃতি। জেনোফেনের সৃষ্টি-বিবরণের সহিত কতকাংশে ইহার সমতা দৃষ্ট হয়। এবং হীরাক্লিটাসের অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্ত ঈশ্বরলীলার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।) বেকনের “আইডোলা” সূত্র এবং মায়া সূত্র,—উভয়েরই উৎপত্তি স্থল এক; এইরূপ ইন্দ্রজাল অথবা ভ্রম-মূর্ত্তির ন্যায় মায়া প্লেটোর “Idea” বা “সত্য” মতের বিপরীত। সাধারণতঃ মায়া বলিলে প্রকৃত বস্তুর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত অস্তিত্বের বা অনুভবনীয় বস্তুই বুঝা যায়,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাধারণতঃ রজ্জুকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ,—এতদুভয় স্থানেই বার্কেলির স্বপ্ন-বিষয়ক কল্পনা এবং ব্রাহ্মণদিগের ঐন্দ্রজালিক মত একই অসার যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। একটী উন্মত্ত হস্তী কর্তৃক শঙ্করাচার্য্য বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য নিজদেহ এবং অন্যান্য মানবদেহ অসার বলিয়া মনে করিতেন। যখন

হইলেন, এবং এক ধর্ম্মশাসন হইতে অপরটী ও এক ঈশ্বর হইতে অন্য ঈশ্বর শ্রেষ্ঠতর মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রকৃত ধর্ম্মারাধনার প্রসার-প্রতিপত্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল; অধিকাংশ লোকে ধর্ম্মযাজক ও প্রচারকগণের যোগ্যতা, সরলতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। পরন্তু এই উপদেষ্টা-সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরস্পর মতানৈক্য জন্মিল।

এই সময়ে একরূপ নূতন জাতির আবির্ভাব হইল; এবং এক নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, ভ্রষ্ট হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। "খ্রিষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে প্রাচীন

পারস্য প্রত্নতত্ত্বের আঘাত লাগায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তখনই উঁহার এই মত বিপন্ন হইয়াছিল,—ডাক্তার অনন্দন্ গোসাঁই মনে করেন। শিষ্যের অনুচরগণের যুক্তিশক্তি অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিশক্তি প্রখরা ছিল। যখনই শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধবাদিগণ ক্ষুদ্র প্রাণী হত্যাশঙ্কায় সর্পপদবিক্ষেপের জন্য তাঁহাকে ঠাট্টা করিত, তখনই তিনি ভৎর্সনা করিয়া বলিতেন যে, এ সকলই ইন্দ্রজাল। তিনি বলিতেন, প্রকৃতপক্ষে শকটও নাই, হস্তীও নাই, পলায়নও নাই,—এ সকলই ইন্দ্রজাল। (Debistan, ii. 103)।

চতুর্থতঃ, মায়া রাজনৈতিক হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "তন্ত্র শাস্ত্র" অথবা চতুর্থ "উপবেদের" "নীতি" বা "সাহিত্য" অংশে এইরূপ বর্ণিত আছে। ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শাসনকর্ত্তৃগণের কর্ত্তব্য বিষয়েও বহু মীমাংসা রহিয়াছে; ইহা ঈপ্সিত বস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ বলিয়াও কথিত হয়। অভিধান বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে, "মায়া" অর্থে গোপন জাদু, ছলনা কিংবা রাজনৈতিক কৌশল বুঝায়। ইহাতে সম্পূর্ণ প্রতারণা বুঝায় যায় না; কারণ মিথ্যা এবং প্রতারণা ইহাতে নিষিদ্ধ। কথিত হয় যে, মায়া-বলে শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া যায়; মনুষ্যজাতিও বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে।

আরব জাতির আক্রমণ এবং লুণ্ঠন-বাসনা তত অনুভূত হয় নাই। যখন আব্বাসাইদ্‌গণ "কালিফ" পদে উন্নীত হইলেন, তখন হইতেই তাঁহারা বহুদূর বিস্তৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। স্পেন পৃথক হওয়ায়, তাঁহাদের রাজ্য অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারা আর দূরদেশে রাজ্য-বিস্তারে বলক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না; তাঁহারা মনে করিলেন, বিদ্রোহে সে রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। অধিকন্তু আরব জাতির আর সে একতা, উৎসাহ ও বীরত্ব ছিল না; তাঁহাদের প্রতিনিধি আরবগণ ঘোর স্বার্থপর এবং বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ দেশ-বাসীদিগকে প্রথমে যে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা আপনাদের রাজ্য-বিস্তারের ক্ষমতা অনুভব করিতে পারিয়াছিল। এক্ষণে সিন্ধীয় হিন্দুদিগের এবং কন্‌ষ্টান্টিনোপলের খৃষ্টানদিগের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুসলমান-ধর্ম্মে সাহসিকতার আর এক নূতন বিশ্বাস উদ্রেকের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই উত্তেজনা-শক্তি মুসলমানগণ "খুর্দ্দ" নামক পার্ব্বত্য জাতির এবং প্রধানতঃ পশুপালক "তুর্ক-মান" জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই "খুর্দ্দ" ও "তুর্কমান"গণ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ আর একবার উর্ব্বর এবং ধন-ধান্যপূর্ণ দক্ষিণ দেশসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই যুদ্ধপ্রিয় পশুপালক জাতি সিন্ধু-নদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। পুরাকালে "গথ" ও "ভ্যাণ্ডাল" জাতি এবং তাহাদের আদিপুরুষগণ 'অগাষ্টস' এবং 'ট্রেজানের' রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া যেভাবে শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ মহম্মদের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া শাসন-সংরক্ষণ বিস্তার করিয়াছিল। তুগ্রল বেগ ও সালাদিন,—টিলিকো ও গিয়োজোখিকর অন্তর্গত শাখা-বিশেষ। বাগদাদের খোজা এবং সৈয়দগণ,

গ্রীক এবং লাটিন ধর্ম্মমন্দির সম্প্রদায়ের "বিশপ" এবং 'ডিকন'দিগের ন্যায় 'কাফের'দিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে উৎসুক হইয়াছিল। ভিন্ন দেশবাসী যে সকল অসভ্য জাতি সময়ে সময়ে ইউরোপ আক্রমণ করিত, তাহারাও খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা এসিয়া আক্রমণ করিত, তাহারাও তাহাদের উপযোগীবোধে স্বেচ্ছাক্রমে এবং অনুরাগবশতঃ 'ইস্লাম ধর্ম্ম' গ্রহণ করিয়াছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে, ইহাদের অনির্দিষ্ট এবং ভিত্তিহীন বিশ্বাসগুলি লুপ্ত হইল; এবং তাহারা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিল। এক্ষণে তাহারা ধর্ম্ম বলে পরিচালিত; রাজ্য বিস্তার তাহাদের উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্ম এবং রাজ্য বিস্তার লালসায় পরিচালিত হইয়া, "তুর্ক" জাতি বাইজান-টাইন সিজার-দিগের ধ্বংসপ্রায় রাজ্য এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল।

১০০১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য, বিধর্ম্মীদিগের উন্নতিতে বাধা দিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যে বিবিধ ধর্ম্মমত প্রচলিত থাকায়, দেশবাসী জনসাধারণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তিনি সেই সকল বিভিন্ন মতের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পঞ্জাব চিরদিনের জন্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হয় এবং সুলতানের মৃত্যুর পূর্ব্বেই মুসলমানগণ কনৌজ ও গুজরাট লুণ্ঠন করে। ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ঘোরী'গণ, 'গজনবী'দিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। তৎপরে তাহাদের কর্তৃক বাঙ্গালা দেশ অধিকৃত হয়। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে যখন "ইবেক" তুর্কগণ বলপূর্ব্বক তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, তখন হিন্দুস্থান মুসলমান রাজ্যের একটী স্বতন্ত্র অংশরূপে পরিণত হয়। পরে প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানগণ আধিপত্য স্থাপন করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলগণ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফগান জাতি বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল;

তাহাদের আগমনে পরবর্ত্তী শাসন-কর্ত্তাদিগের ক্ষমতা দৃঢ়তর হইল; পরাজিত জাতির ভাষা ও ভাবে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। খিলজী, তোগলক এবং লোদীগণ এত অসভ্য ছিল যে, তাহারা আপনাদের গোঁড়ামির কারণ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিতে চাহিত না। তাহারা রাজস্ব আদায় বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করিত বটে; কিন্তু প্রচলিত আইন উল্লঙ্ঘন করিত না। ধর্ম্মে দীক্ষিত করা এবং অধিক পরিমাণে কর আদায় করা,—এই দুইটীর মধ্যে শেষোক্তটি প্রশংসনীয় বিবেচনা না করিলেও, তাহারা তাহাই অধিকতর লাভজনক বলিয়া মনে করিত। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মসজিদ তাহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার এবং বদান্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহারা অনমুসরণীয় "চান্দ্র" বৎসরের পরিবর্ত্তে "সৌর" বৎসর গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের এই ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য বিষয়ে অবহেলা করিত না বটে, কিন্তু কৃষি-কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। * মুসলমানগণ রীতি-প্রকৃতিতে ভারত-

* বস্তুতঃ সৌর অথবা নাক্ষত্রিক বৎসর, "সানুর সূর্য্য",—অথবা আরও ইতর ভাষায় "সূর সূর্য্য",—নামে অভিহিত হয়। আরবী মাসের বৎসরেরও এই নাম। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা ১৩৪১ ও ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, তোগলক সাহ দাক্ষিণাত্যে এই "সৌর" বৎসর প্রথম প্রচলন করেন। এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিশেষ আবশ্যকীয় দলিল পত্রেও এই বৎসরের উল্লেখ করিয়া থাকেন। হিন্দী (মারহাট্টী) অক্ষরে আরবী কথায় ইহা লিখিত হয়। (Compare Princep's useful Tables, ii. 30. Who refers to a Report, by Lieut-Col Jervis on Weights and Measures.) ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যে সকল "ফসলী" বা "খন্দ" (শস্য) বৎসর প্রচলিত আছে, তাহা আকবর এবং শাজাহানের রাজ্যকালে প্রবর্ত্তিত হয়। এখনও ইহার ব্যবহার দেখিতে

খানীর ন্যায় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর উভয় মতের উপাদান-সমষ্টি একত্র করিয়া জাতীয় শাসন-প্রণালী বা রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করেন। রাজনৈতিক বশ্যতা-স্বীকারে সকল সময়ে সামাজিক একতা সাধিত হয় না; মুসলমানদিগের মনে ইহারই প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। আরঙ্গজেব অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। আরঙ্গজেবের চাঞ্চল্যের ফলে, মোগলবংশ শীঘ্রই লোপ প্রাপ্ত হয়।

আর এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব, ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা ক্ষত্রিয়-দিগের সমকক্ষ; পরন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। শঙ্করাচার্য্য বৈদিক মতের যে সরল অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা সেই অংশ পুনরায় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই নূতন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিত; প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা একেশ্বরত্ব প্রচার করিত, এবং মূর্ত্তি-পূজায় ঈশ্বরের স্বরূপে নিয়ম প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহাদের এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ তখনও লোকের বিশ্বাস ছিল, জাতি ও বংশানুক্রমে তাহারা যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করে, সেই সকল দেবদেবী বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও শক্তির আধার। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে মনুর

পাওয়া যায়। এমন কি, ইংরেজগণও রাজস্ব-হিসাব-বহিতে এইরূপ বৎসর (ফসলী) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক বৎসর গণনা, খৃষ্টীয় শকের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়; মুসলমানগণ হিজরী এবং হিন্দুগণ "শাক" (শক) ও "সম্বৎ" প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা একতা এবং সরলতার নিদর্শন আর কি হইতে পারে? তখন ইংরেজদিগের সর্ব্বব্যাপী প্রাধান্যহেতু এই উপযোগী মত সহজেই প্রচলিত হইয়াছিল।

আইন-প্রকরণ প্রচারিত হয়। এক্ষণে, মানবের চিন্তা ও আচার-ব্যবহার অনুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল। তখন, অসভ্য বিজেতৃগণও ব্রাহ্মণদিগের জাতি-ভেদমূলক গৌরবে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। শেখ এবং সৈয়দগণ আপনাদের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতেছিল; কিন্তু মোগল ও পাঠানগণ রাজপুতজাতির স্বতন্ত্র্য-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। নূতন নূতন কুসংস্কারে প্রাচীন ধর্ম্ম বিশ্বাসসমূহ বিদূরিত হইতে লাগিল। "পীর" এবং "সহিদগণ" "যোগী" এবং "সন্ন্যাসিগণ" অলৌকিক কার্য্য-সম্পাদনে কৃষ্ণ এবং ভৈরবের স্থান অধিকার করিল। মুসলমানগণ অভীষ্ট সাধনোপযোগী দেবতার উপাসনা করায়, তাঁহাদের একেশ্বরবাদিতা বিলুপ্ত হইল। এইরূপে আচার-পদ্ধতি এবং ধর্ম্মমতসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। অল্পসংখ্যক কতকগুলি লোক কোরাণ এবং বেদ প্রভৃতি ঈশ্বর বাক্যসমূহ যথারীতি পালন করিতে লাগিল; কিন্তু অধিকাংশ লোক মানসিক উত্তেজনা বশে ব্রাহ্মণ, মোল্লা, মহাদেব, মহম্মদ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইল। *

---

* গীবন (History, ii. 356) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্রীক ও রোমানদিগের নাস্তিকতায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। "কোয়ার্টার্লি রিভিউয়ের" (for June, 1846, P. 116) একজন লেখকও তদনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেকেন্দর সাহের আক্রমণকালে এবং রোমরাজ্যের প্রাধান্য সময়ে, এসিয়া এবং ইউরোপের কুসংস্কারগুলির পরস্পর মিশ্রণ সংসাধন হইয়াছিল বলিয়াই যে, আধুনিক নাস্তিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা কেহই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না।

মুসলমানদিগের অত্যাচার এবং শিক্ষা-প্রভাবে ইউরোপীয়দিগের মানসক্ষেত্র গঠিত হইয়াছিল, অধুনা সকলেই তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের বাধ্যবাধকতা "হ্যালাম"

এইরূপে পরস্পর মতবিরোধ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে, প্রথমতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামানুজের মতানুবর্ত্তী রামানন্দ, কাশীতে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ধর্ম্ম—এক বিশ্বাস পূর্ব্বেই

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (Literature of Europe, i. 90, 91, 149, 150, 157, 158, 189, 190.) অক্সফোর্ড কলেজের প্রতিনিধি, সমালোচক এবং স্বভাব-কবি উইলিয়ম গ্রে (Sketch of English Prose Literature, P. 22, 37) কেবল এশিয়ার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিয়াই বিরত হন নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "প্রথ" জাতির প্রতিভার উপর সেই কল্পনাশক্তির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহারাও সেই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল, এবং তাহা সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছিল। ইহা প্রথমে ভারতবর্ষে মিশরে ইহার উৎপত্তি হয়; গ্রীক এবং রোমীয়গণ উহা পরিবর্ত্তিত এবং পরিমার্জ্জিত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইদানীং এই বিজ্ঞান শাস্ত্র আধুনিক ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বহুলভাবে এক নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে; খৃষ্টানদিগের বিবেক-শক্তি অপেক্ষা মুসলমানদিগের বিবেক-শক্তি অধিকতর প্রখর এবং শ্রেষ্ঠ ছিল; দার্শনিকদিগের বিবেক-শক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান সময়েও, স্পেনের রাজ্যশাসন নীতিতে, চিকিৎসা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চলিত ভাষায়, ইউরোপের করদরাজ্য সমূহের প্রচলিত "গান"সমূহে, তাহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। এই "গান"গুলি আরব দেশীয় ধর্ম্ম-প্রচারকের, এবং তুর্ক কিংবা সারাসেনদিগের উদ্দেশে গীত হয়; অথবা ইহাতে মুসলমান পরবাযুক্ত খৃষ্টান বীর-পুরুষ "কীডের" কার্য্যাবলী ও বর্ণিত ও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

"হুয়েওয়েল" (History of Inductive Sciences i, 22, 276) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আরবীয়েরা প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র,—প্রাকৃতিক

বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে বিদেশী বিজেতৃবৃন্দ রাজ্য অধিকার করায় ধর্ম্মপ্রচারক এবং ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে কার্য্য-প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া পড়িল; জ্ঞানার্জ্জনের আগ্রহ কমিয়া আসিল; পুরাণ বা প্রাচীন ইতিবৃত্তে কবির কল্পনা এবং বংশকাহিনী সংযোজিত হইতে লাগিল; বেদের আধিপত্য হ্রাস হইয়া আসিল। * উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের

বিজ্ঞান, কি দর্শন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যদি কিছু করিয়া থাকে, তবে তাহার পরিমাণ অতি অল্প: আরবজাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিষয়, রয়েওরেল একটি চাকরের গল্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন।—তিনি বলিয়াছেন যে, চাকরটীর শক্তি ছিল বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোনই কার্য্য সাধিত হয় নাই। যাহা হউক, নিম্নলিখিত হেতুবাদে রয়েওরেল তাহাদের দোষ অপনোদনও করিতে পারিতেন;—আরব জাতির সমস্ত প্রতিভা-শক্তি ধর্ম্ম প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় পারস্যের দুষ্ট-নীতি সৎপথে আনীত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদিতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং আজ পর্য্যন্তও ইউরোপীয়গণ আফ্রিকার যে সকল স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, আরবজাতি প্রতিভাবলে তথাকার ঘোর পৌত্তলিক ধর্ম্মেরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল!

* পুরাণ বহুকাল পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে,—আধুনিক সমালোচকগণ একথা স্বীকার করেন না। ফলতঃ, 'রাজপুত,' 'ভাট' বা 'কবি,' এবং 'চাঁদ' প্রভৃতির অসম্বদ্ধ বিবরণের প্রচলিত সংখ্যায়, পৃথ্বিরাজ এবং মামুদের পরবর্ত্তী বংশাবলী এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সমূহের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল পুরাণে যে সেইরূপ অসংখ্য এবং আধুনিক অসম্বদ্ধ বিবরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরাতন বিবরণগুলি হইতে নূতন বিষয় পৃথক করা কঠিন; সমা-

(মধ্যগঙ্গার উপকূল-প্রদেশের) এই নূতন সম্প্রদায় মহাবীর রামচন্দ্রকে উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিল। মুসলমানদিগের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের বংশানুগত শ্রেষ্ঠত্ব নীতি লোপ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ প্রচার করিলেন,—ঈশ্বরের সমক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান।" রামানন্দ, উপাসনার ভেদনীতি প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তিনি সকল শ্রেণীর লোককেই সমভাবে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন যে, প্রকৃত উপাসক সমাজ-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থানে উন্নীত হয়, এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করে।*

কোচিত এবং স্বল্প-দৃষ্ট রামায়ণ এবং মহাভারতই যে পুরাণ মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ,—সমালোচক এবং প্রতিবাদকারিগণ সকলেই হয়ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী তোষামোদকারিগণ আধুনিক সম্প্রদায়ের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—এই একমাত্র কারণে তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ পুরাণের অসীম ক্ষমতার এবং সারবত্তার ব্যাখ্যা করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাই হউক, পুরাণ সমূহকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা না ভাবিয়া, চিন্তাস্রোতের গতি নির্দ্দেশক মনে করাই বাঞ্ছনীয়।

* Compare "Dabistan" ii. 179. and Wilson, "As. Res". xvi, 36 &c.) অধ্যাপক উইলসন্ বলেন যে (idem. P. 44, and also xvii. 183), কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বস্তুত, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণই এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দের অনুগত বৈষ্ণবগণ বহুকাল পর্য্যন্ত শৈবদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোনমতেই নর্ম্মদা নদী পার হইয়া যাইত না। তাহারা মনে করিত, ঐ নদী 'মহাদেব বা মহেশ্বর' নিকট

এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত গোরক্ষনাথ পঞ্জাব প্রদেশে 'যোগধর্ম্ম বা সূত্র' প্রচার করেন এবং তথাকার সকলেই আগ্রহ-সহকারে তাহা গ্রহণ করে। এই 'যোগ সূত্র' প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী আদর্শ বা কল্পনা প্রসূত। কিন্তু দার্শনিক মত বলিয়া ব্যাস এবং শাক্য উভয়ের শিষ্যগণই এই সূত্র সমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। যাহা হউক,

---

বিশেষরূপ পবিত্র; পরন্তু দেশ ভ্রমণ কালে তাহারা ঐ নদীর চারিদিক ঘুরিয়া যাইত।

মধ্যভারতের সকলেই মনে করেন যে, একদিন না একদিন নর্ম্মদা গঙ্গার স্থান অধিকার করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র নদীমধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই নদী যে শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মহেশ্বরে একটী ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে। পতিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ ইহাতে গোলাকৃতি এবং পরিষ্কৃত হইয়া কতকটা "লিঙ্গের" আকৃতি ধারণ করে; উহা ধর্ম্মব্যবসায়িদিগের আয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। হিমালয়ের বিশেষ কোন অংশের নারায়ণ-চক্রেও বৈষ্ণবদিগের এইরূপ লাভ হইয়া থাকে। এই ঘূর্ণাবর্ত্তের সলিলকণা পার্ব্বত্য নদীর চতুর্দ্দিকের প্রস্তরগুলির পবিত্রতা বিধান করে। দেশীয় ভাষায় কথিত হয়,—"রেওয়া কি কঙ্কর সব শঙ্কর সমান," অর্থাৎ নর্ম্মদার (রেওয়ার) প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন এবং শিবতুল্য।" মহেশ্বর, "সুহেসর বাউ" বা সহস্র-বাহু নামক এক ক্ষত্রিয় রাজার রাজধানী ছিল; হিন্দিয়ার পরপারে অবস্থিত 'নিমা-উর' নগরের অনতিদূরে পরশুরামের হস্তে সেই রাজা নিহত হন। এই ঘটনাই, ক্ষত্রিয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ বীর-বংশের ধ্বংসের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

তখন লোকের ধারণা ছিল যে, এই কলিযুগে পাপী ব্যক্তি এরূপ মহৎ এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ নহে এবং সম্পূর্ণ মোক্ষ লাভেও অক্ষম। কিন্তু গোরক্ষনাথ এই উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কঠোর মানসিক ঔদাসীন্য এবং উপাসনায়, অতি অধম পাপীর শরীরও পবিত্র স্বর্গীয় দেবত্ব লাভ করে, এবং তাহার আত্মা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের আত্মার সহিত মিলিত হয়। তিনি শিবকেই শিষ্যগণের একমাত্র উপাস্য দেবতা মনোনীত করিয়া তদনন্তর প্রচার করিলেন যে, এই উপাস্য দেবতা শিবই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের কঠোর অধ্যবসায়ের এবং উপাসনার পুরস্কার বিধান করিবেন। তিনি তখন শিষ্যগণের সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ ললাটস্থ সামান্য চিহ্নে পরিতৃপ্ত হইলেন না। অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য তিনি তাহাদের কর্ণ-বেধের ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় "কাণকাটা" (কাণফুটা) বা ছিন্নকর্ণ যোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। *

---

* (Compare Wilson As. Res, xvii. 183, &c,) and the Dabistan (Troyer's Translation, i, 123 &c.) শেষোক্ত গ্রন্থে, লেখকখানে, মোসান ফানী দেখাইয়াছেন যে, যোগী এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যোগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে দেখা যায় যে, যোগ এবং ঔদাসীন্য বা আত্মজ্ঞান (বিবেক) উভয়ই এক। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, আত্মা অমরত্ব লাভ করে এবং ভাগ্যচক্রের অধীন হয় না। ইহাতে সত্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং প্লেটোর "বিবেক" ("Idea") অথবা পৃথিবীর আদিম গঠন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আরও দেখা যায় যে, কি ভারতবাসী, কি গ্রীকগণ কেহই স্বীকার করেন নাই যে, মনুষ্যগণ এই জ্ঞানপূর্ণ

এইরূপে ধর্ম্মসংস্কারের প্রথম স্তর গঠিত হইল। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায়, ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অভিমান এবং গর্ব্ব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং জীবনের সুখ-সচ্ছন্দ বিসর্জ্জন,—সেই জাতিভেদ ধ্বংসের উপায় মধ্যে পরিগণিত হইল। পরবর্ত্তী যুগে, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে, অজ্ঞাত তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত 'কবির' নামক রামানন্দের একজন শিষ্য পৌত্তলিক ধর্ম্ম বা মূর্ত্তি উপাসনা প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহার প্রভাবে কোরাণ এবং শাস্ত্রের প্রভুত্ব ও কার্য্যকারিতা, এবং শিক্ষিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে সমভাবে শিক্ষা দান করিতেন; তিনি তাহাদিগকে কল্পিত কবিরের উপাসনা করিতে চলিলেন, এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা-লাভে সর্ব্বদা যত্নবান হইতে উপদেশ দিতেন: সমগ্র সৃষ্টি বা জগতকে, তিনি "মায়া" বা প্রতারণা ও ইন্দ্রজাল-পরিপূর্ণ স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এইরূপে তিনি মানবের দুর্ব্বলতা এবং পাপকার্য্যে আসক্তি সম্বন্ধে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কবির ঈশ্বরের বাহ্

অবস্থায় ঈশ্বরে লীন হইতে এবং সত্য বিষয়ে এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। (Compare Ritter, "Ancient Philosophy, Morrison's Translation," ii. 207, 334-336, and Wilson, 'As. Res.' xvii. 185) আরও বিশেষ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইত যে, মূল সূত্রের কপিল এবং পাতঞ্জলের সমবেত মতের সহিত প্লেটোর মত, অনেকাংশে তুল্য। যথা,—ঈশ্বর এবং প্রকৃতি উভয়ই অমর—চিরস্থায়ী; 'মাহাৎ' অথবা বিবেক অথবা আত্মিক বিবেকশক্তি এবং নোয়স (Nous) অথবা লগোস (Logos) সকলই এক। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সাদৃশ্য স্বীকার করিতেন ; তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, রাম অথবা বিষ্ণুই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ প্রতিকৃতি। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারকগণের ন্যায় তিনিও ভ্রমবশতঃ জগদীশ্বরকে নানা আকৃতি প্রদান এবং বহুগুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করা বিধেয় ; "সাধু" অথবা পবিত্র, নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ ব্যক্তি, সহিষ্ণু, ধীর বা নিরীহ উপাসকই ইহজীবনে সর্ব্বশক্তিমানের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ কিন্তু এইরূপ মত প্রচারে তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্কার-নীতি সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। যাহা হউক, কবিরের এই সংস্কৃত মত স্পষ্টরূপে প্রচারিত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই ; কিংবা কেহ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গমও করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে আচার-পদ্ধতি প্রচলন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যে কৌশলে তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থসমূহ ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ আদরণীয় এবং বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। *

. . . .

* Compare the Dabistan, ii, 184 &c., Wilson "As. Researches", xvi, 53 and Ward's Hindus," iii, 276. কবির একটী আরবী শব্দ ; ইহার অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অধ্যাপক উইলসন বলেন, কবির নামে কোন ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহস্থল : যোসাফ কাণী যে কবিরের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। হয়ত, ছদ্মবেশধারী কোন ব্রহ্মজ্ঞানী হিন্দু এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও কবির নাম বিশেষ সংজ্ঞানির্দ্দেশক, কিন্তু আজকাল ইহার বহুল প্রচার। কবির পিতৃমাতৃহীন অসহায় অবস্থায় একজন তন্তুবায় কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন, এবং পরিশেষে রামানন্দ তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন,—এইরূপ সাধারণ গল্প প্রচলিত আছে, এবং ইহাই কবিরের পরিচয় প্রদানে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া অনুমিত হয়। তাহিতে

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, চৈতন্য নামক নদীয়ার একজন ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে রামানন্দের ধর্ম্মসংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। কতকগুলি মুসলমান তাঁহার এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। চৈতন্য সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল ধর্ম্মের লোককেই তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত করিতেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেন,—একমাত্র 'ভক্তি' বা 'বিশ্বাস' বলেই অপবিত্রের পবিত্রতা সাধিত হয়; তিনি বিবাহ এবং গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম অনুমোদন করিতেন; তাঁহার শিষ্যগণ কিন্তু গুরুভক্তির সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ বলিত, ঈশ্বরের সমক্ষে গুরুরও উপাসনা করা কর্ত্তব্য। * এই শতাব্দীতেই, বল্লভ স্বামী নামক

পাওয়া যায়, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহার শরীর আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মোসান ফাণী বলিয়াছেন, অনেক মুসলমান, বৈরাগী বা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যোগী হইয়াছিল। রামানন্দ এবং কবিরে শিষ্যগণই এই সম্প্রদায়ের কয়েকটী প্রধান শাখা বিশেষ। (Debistan ii 193) তখন চিন্তাস্রোতের এবং ধর্ম্মমতের পরস্পর যে মিল ছিল, এবং অধুনা তাহার যে উন্নতি সাধিত হইতেছে,—তাহার আরও দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মক্কার "কাবা" রক্ষকদিগের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানী হিন্দু অকমনাথের উপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অকমনাথ প্রথমে তাহাদিগকে গৃহস্বামীর অবস্থিতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিন্দা করেন। পরে, কেন প্রতিমা নষ্ট করা হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। রক্ষকগণ বলে যে, মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আর তাহাদের উপাস্য নহে। তাহাদের এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"এই মন্দিরও ত মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত ; সুতরাং মন্দিরটীর প্রতিও ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত নহে!" (Dabistan ii, 117)

* চৈতন্য এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণের বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত

তেলিঙ্গনার একজন ব্রাহ্মণ, প্রচলিত উন্নতিশীল সংস্কৃত ধর্ম্মে পুনরায় এক নবশক্তি প্রদান করেন। তিনি বলিতেন,—কেবলমাত্র বিবাহিত ধর্ম্ম-গুরুই যে জ্ঞানোপদেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা নহে; গৃহস্বামী মাত্রেই ধর্ম্মগুরু পদে বরণীয়, এবং গুরু ও শিষ্য উভয়েই সমভাবে সংসারসুখভোগে অধিকারী। শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী (বণিক) সম্প্রদায় এই নীতি (ধর্ম্মোপদেশ) আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিল। গোসাঁইগণ পারিবারিক ধর্ম্মানিকরণের একমাত্র উপদেষ্টা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, তাঁহারা দেশবাসী যাবতীয় পরিশ্রমী শান্তি-পিপাসুদিগের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারা "বাল গোপাল" অর্থাৎ শিশু-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নূতন একটী ঈশ্বর-মূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের সংখ্যা পুনরায় বর্দ্ধিত হইল। *

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপে হিন্দুদিগের মন উন্নতির পথে ধাবিত হইল। মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মনেও এক নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম নবোন্নতিলাভের জন্য

গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—যথা,—Wilson, "Asiatic Researches" xvi, 109 &c, and Ward on the Hindoos, iii, 467 &c; অধিকন্তু ভক্তি বা বিশ্বাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকৃত মন্তব্যের জন্য, Wilson, "As, Res. xvii, 312. দ্রষ্টব্য।

* See Wilson "Asiatic Researches" xvi, 85 &c; মাধবের একমতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—যে সম্প্রদায় এক্ষণে শৈব-দিগের সহিত মিশ্রিত হইতে চেষ্টা পাইতেছে,—বিবরণের জন্য Wilson, As. Res. xvi. 100 দ্রষ্টব্য।

পরিবর্ত্তিত হইয়া এক সজীব ভাব ধারণ করিল। রামানন্দ এবং গোরক্ষ ধর্ম্মের সমতা প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য সেই সমধর্ম্মাক্রান্ত সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্কার সাধন করিলেন। পৌত্তলিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে কবির দেশ-প্রচলিত ভাষায় জন-সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। বল্লভ জগতের সাধারণ কর্ত্তব্য কার্য্যের সহিত সকাম উপাসনার সম্বন্ধ-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমুদায় সদাচারী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ ইহজীবনের নশ্বরত্বে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন যে, মানবের সামাজিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে বলিয়া মনে করেন নাই। বহু দেবার্চ্চনা, ঘোর পৌত্তলিকতা এবং পৌরহিত্য-কার্য্য হইতে মুক্তিলাভ হয়,—ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা সন্তুষ্ট শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবী সুখের আশায় ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা স্বজাতিবর্গকে সমাজ এবং ধর্ম্মবন্ধন পরি-ত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই; কিংবা প্রাচীনকালের ঘৃণিত কুরীতি হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা পান নাই। তাঁহারা জাতিগঠনের বীজ বপন না করিয়া, আপনাপন বিভিন্ন ধর্ম্মমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়গুলি এখনও সেই উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। সমাজ ও ধর্ম্মের এই অবস্থায় নানক ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রকৃত উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানকের প্রতিষ্ঠিত সেই দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তদনুবর্ত্তী গোবিন্দ স্বদেশবাসীদিগের মনে জাতীয়তার এক নূতন বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন,—কি জাতি, কি বংশ, কি রাজনৈতিক অধিকার, কি ধর্ম্মমত, সর্ব্ব বিষয়েই উচ্চ ও নীচ সকলেই সমান।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে নানক জন্মগ্রহণ করেন। * তাঁহার পিতা কালু জাতিতে হিন্দু ছিলেন। কথিত হয়, তিনি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির "বেদী" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নানকের পিতা স্বজাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তির ন্যায় নিজ গ্রামে একজন সামান্ত

* কথিত হয়, লাহোরের উত্তর ইরাবতী (Ravee) নদীতীরে তলোয়ান্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন। "ভুটী" জাতীয় "রাই-ভুইয়া" বংশ তখন এখানে রাজত্ব করিত। (Compare Malcolm, "Sketch of the Sikhs," p 78, and Forster, "Travels" i. 292-3): কিন্তু একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, নানকের পিতা তলোয়ান্দী গ্রামে বাস করিতেন বটে; কিন্তু ধর্ম্মগুরু নানক, লাহোরের ১৪ মাইল দক্ষিণ 'কানাকচ' গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ পঞ্জাব অঞ্চলে স্ত্রীলোকগণ অন্তঃসত্ত্বা সময়ে, বিশেষতঃ প্রথম সন্তান প্রসবকালীন, যে পিত্রালয়ই উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিত,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপে সন্তানগণ মাতার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করিত বলিয়া সচরাচর "নানক" (স্ত্রীলিঙ্গে "ননাকী",—"ননকে" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন,—মাতার পিত্রালয়) নামে অভিহিত হইত। দরিদ্র এবং শ্রমশীল হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই "নানক" একটী সাধারণ প্রচলিত নাম বিশেষ। নানকের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মাসের কোন দিন তাঁহার জন্ম হয়, এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, নানকের জন্মদিন, ১৫২৬ বিক্রমজিৎ বৎসরের ১৩ই কার্ত্তিক; কোথায় বা দেখা যায়, ঐ বৎসরের ১৮ই কার্ত্তিক নানক জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২৬ বিক্রমজিৎ, খৃষ্টীয় ১৪৬৯ অব্দের শেষভাগের সমসাময়িক।

ব্যবসায়ী ছিলেন। * নানক শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক এবং চিন্তাশীল ছিলেন। অনেক স্থলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি যৌবনকালেই হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির প্রচলিত ধর্ম্মমত শিক্ষা করেন; এবং কোরাণ ও ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রে সাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। †

---

* "সৈর-উল-মুতাক্ষরীণে" ("Brigg's Translation i. 110) বর্ণিত আছে, নানকের পিতা শস্য-ব্যবসায়ী ছিলেন। দেবীস্থানে (ii. 247) দেখিতে পাওয়া যায়, নানক নিজেই শস্যের গোলাদার ছিলেন। শিখদিগের বিবরণে নানকের পিতার সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই; কিন্তু নানকের এক ভগ্নীর সহিত যে একজন শস্য-ব্যবসায়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহা শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে। এই ইতিহাসে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানক নিজে তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট ব্যবসায় শিক্ষা করিতেন, কিংবা তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

† পারস্য ভাষার একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে দেখা যায়,—একজন মুসলমান নানকের প্রথম গুরু ছিলেন। "সৈর-উল-মুতাক্ষরীণ" পাঠে জানা যায় (i. 110) যে, নানক সৈয়দ হসেন নামক এক ব্যক্তির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি নানকের পিতার প্রতিবেশী ছিলেন, নানকের পিতাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; তিনি নিঃসন্তান এবং ধনবান ছিলেন। এই পুস্তকে আরও বর্ণিত আছে যে, নানক মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। ম্যালকমের মতে (Sketch. P, 14), মুসলমানগণ বলিত যে, খিজির বা ভবিষ্যদ্বক্তা ইলিয়াসের নিকট নানক সর্ব্বপ্রকার নৈসর্গিক বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। মুসলমানদিগের প্রচলিত বিবরণ পাঠে জানা যায়, নানক অতি শৈশবকালে বর্ণমালার প্রথম বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে অত্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন। আরবী এবং

সুবুদ্ধি এবং স্বাভাবিক ব্যগ্রতা হেতু ধর্ম্মমতের নীচ কুসংস্কারগুলিতে তাঁহার বিরক্তি জন্মে। তিনি শিক্ষিত ও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন; দর্শনশাস্ত্রের আপাতঃমধুর গূঢ় তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণে তিনি তৃপ্তি বোধ করিতেন না। কবির এবং গোরক্ষনাথের ধর্ম্মোপদেশ যে তাঁহার ধারণাশীল ধী-শক্তির উপর সহজেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অসম্ভব নহে। * যে মুহূর্ত্তে তাঁহার চিত্তোন্মত্ততা জন্মিল, সেই মুহূর্ত্তেই নানক গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অনুতাপ, চিন্তা, অধ্যয়ন, মানব জাতির সহিত বহুল পরিমাণে এবং বিস্তৃত রূপে আলাপ পরিচয় এবং আচার ব্যবহার দ্বারা বিবেক বা জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। † সম্ভবতঃ নানক ভারত-

---

পারস্য ভাষার বর্ণমালায় এই বর্ণ একটী ক্ষুদ্র সরল রেখা বা দাঁড়ি মাত্র; উভয় ভাষায় ইহা ঈশ্বরের একতা প্রতিপন্ন করে। যীশুখৃষ্ট দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বর্ণমালা সমূহের গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া শিক্ষককে কত চমৎকৃত করিয়াছিলেন,—প্রমাণসিদ্ধ বাইবেলে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, পাঠকগণের হয় ত তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। (Strauss, Life of Jesus, i. 272)

* কবিরের গ্রন্থ হইতে কোন কোন স্থানের মর্ম্ম অথবা সারসংগ্রহ "আদি গ্রন্থের" অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। আদি গ্রন্থের সর্ব্বত্রই—কোন স্থানে গোরক্ষের এবং অধিকাংশ স্থলেই কবিরের মত উল্লিখিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে।

† কতকগুলি ফকিরের সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎকার (Malcolm Sketch, p. 8, 13) লাভ করায় এবং একজন দরবেশের (Debistan, ii. 247) নিকট আরও নিয়মিতরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় নানকের মন অভিভূত হইয়াছিল। এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায়, নানক

বর্ষের সীমার পরপার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নির্জ্জনে উপাসনা করিতেন, এবং বেদ ও মহম্মদের উদ্দেশ্য বিষয়ে চিন্তারত থাকিতেন। তিনি সম্যক্ ব্যগ্রতার সহিত পণ্ডিত, ধর্ম্মযাজক এবং সরল

তাঁহার জীবনের ভবিষ্য গতি নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ম্যালকমের বিবরণে লোকপ্রীতিকর আরও গল্প দেখা যায় যে, নানক কখনও কখনও ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভগ্নীপতির গোলার সমস্ত শস্য বিতরণ করিতেন; তথাপি সেই শস্য-গোলা সর্ব্বদাই শস্যে পরিপূর্ণ থাকিত। নানকের ভগ্নী-পতির মনীব, দৌলত খাঁ লোদি, যখন জানিতেন সকল শস্য বিতরিত হইয়াছে; জমাখরেচের হিসাব মিলাইয়া দেখিতে পাইতেন, আয়-ব্যয় সমস্তই ঠিক রহিয়াছে।

শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত আছে বাদশাহ বাবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নানক কথাবার্ত্তা এবং আচার ব্যবহার দ্বারা সেই দুঃসাহসিক বাদসাহকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি বাদশাহকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই বাদসাহ; উভয়েই দশজনের বংশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাবর অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমি কেবল মাত্র দুইটী উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তন্মধ্যে একটী স্পষ্টতঃ "আদিগ্রন্থের" 'আশারাগ' এবং 'তেলঙ্গ' অংশ হইতে উদ্ধৃত। এই দুইটী স্থলেই সাধারণতঃ একটী গ্রাম ধ্বংসের বিবরণ এবং বাদসাহবেশে তাঁহার রাজ্য আক্রমণের বিষয় লিখিত আছে। মোসান ফাণী (Dabistan, ii. 249) এক অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নানক আফগানদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মোগলদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন।

ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং সুখের উপায়—এই দুইটী বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। * প্লেটো, বেকন, ডেকারটে এবং

---

* সাধারণতঃ সকলে বলিয়া থাকে, নানক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি পারস্যে গমন করেন; তৎপর মক্কা দর্শন করিয়াছিলেন; Compare Malco Sketch. p. 16. and Forster, "Travels," i. 295-6)। কিন্তু তিনি কত বৎসর ধরিয়া এইরূপ দেশ পর্য্যটন করেন, এবং কোন দিন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন,—তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না। তাঁহার কতকগুলি সঙ্গী ছিল, তাহাদের মধ্যে 'রুবাবি' বা বীণাবাদক (অথবা সাধারণ ভাবে গায়ক, অথবা বেহালার ন্যায় তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র-বাদক) মারদানা, তাঁহার অনুবর্ত্তী লেহনা, 'বালা' নামক সিন্ধুদেশীয় একজন জাঠ; এবং বুদ্ধ বা প্রাচীন নামে অভিহিত, রামদাস প্রভৃতির কথাই সচরাচর উক্ত হইয়া থাকে। চিত্রিত ছবিগুলিতেও মারদানা এবং নানক,—উভয়কেই একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত গল্পে জানা যায়, যখন মক্কায় গমন করিয়া নানক তথাকার একটি মন্দিরের দিকে পা দুখানি ছড়াইয়া ঘুমাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি কোন সাহসে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিলে?" নানক উত্তর করিলেন,—"এমন কি কোন স্থান আছে, যেখানে ঈশ্বর মন্দির নাই, এবং সেইদিকে তিনি তাঁহার পা দিবেন?" (Malcolm, Sketch of the Sikhs, p. 159.) অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, নানক মুসলমান দরবেশের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মুলতানে একদল মুসলমান দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানক তাঁহাদের দলে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গঙ্গার স্রোতের ন্যায় তিনি পবিত্রতা সাগরে

আল্‌ম্বাআলি সকলেই জগতের প্রচলিত দার্শনিক মত গুলি আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু চিন্তাশক্তির কার্য্যকারিতা বিষয়ে কেহই সত্যের প্রকৃত ভিত্তি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মাত্মা নানকের অন্তঃকরণও একটী বিশ্রাম বা বিরাম স্থানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি সে বিরাম স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইলেন। পরিশেষে মানবের পরস্পর-বিরোধী বংশ এবং জাতি পরম্পরা এবং তাহাদের আচার-পদ্ধতি তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিল। নানক বলিতেন,—সকলই ভ্রান্তি। তিনি কোরাণ ও পুরাণ দুইই পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই। * নানক স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন; কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; সংসারে প্রবেশ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট অংশ ধর্ম্ম প্রচারে অতিবাহিত হইল। তিনি

প্রবেশ করিতেছেন। (Compare Malcolm. Sketch, p. 21. and the "Seir ool Mutakhereen". i. 311.)।

* নানকের উদ্দেশে একটী কবিতা প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই;—

"বহু শাস্ত্র, ধর্ম্মগ্রন্থ করি অধ্যয়ন।
নাহি পান ঈশ্বরের কোন নিদর্শন॥
পুরাণ, কোরাণ আদি যত শাস্ত্র আর।
কিছুতে প্রত্যয় নাহি হইল তাঁহার॥"

আদিগ্রন্থে এই মর্ম্মের আরও অনেক কবিতা আছে। অধিকন্তু "মূলমালা" নামক ক্রোড়পত্রাংশে নানক বলিয়াছেন,—"বেদ ও কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া মনুষ্য অধিক স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভ দুষ্কর।"

সকলকে একই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে, সৎপথে থাকিয়া ধর্মার্জন ও জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে, এবং ক্ষমা ও সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। নানকের সদ্ব্যবহার, একাগ্র ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিজনক অধ্যবসায়—সকলই প্রশংসার বিষয়। নানক বহুসংখ্যক উৎসাহী, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়-বিশ্বাসী শিষ্য রাখিয়া, ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। *

---

* নানকের মৃত্যুকাল নির্ণয়ে সকল গ্রন্থেই একরূপ বর্ণনা দেখা যায়; সকল গ্রন্থই ১৫৯৬ বিক্রমাজিৎ বৎসর বা ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ, নানকের মৃত্যুবৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। একখানি "গুরুমুখি" সারগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নানক সাত বৎসর, ৫ মাস এবং ৭ দিন ধর্মগুরু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং হিন্দুদিগের "অশোক" মাসের ১০ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরষ্টার ("Travels" i. 295) বলেন, নানক ১৫ বৎসর কাল দেশ পর্য্যটন করেন। লাহোর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে ইরাবতী (Ravee) নদীতীরে 'কার্ত্তারপুর' গ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়। তথায় তাঁহার পবিত্র নামে এক ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ 'শ্রীচান্দ'—একজন সন্ন্যাসী ছিলেন "উদাসী" নামক একটী হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি প্রসিদ্ধ। কনিষ্ঠ 'লক্ষীদাস' সর্ব্বদা সুখসম্ভোগরত ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নানকের বংশধর নানকপুত্রগণ "সাহেবজাদা" কিংবা প্রভুপুত্র নামে পরিচিত শিখজাতি তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করে। বণিক সম্প্রদায়ে 'নানকপুত্র'গণ, দেশের রাজার নিকট বিশেষ সত্ত্ব বা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোহসন ফানি ('Dabistan' ii, 253) প্রমাণ দ্বা

নানক পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারকদিগের প্রচারিত মতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের গুরুতর ভ্রমগুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রামানন্দ এবং কবির প্রবর্ত্তিত নরাকৃতি এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতাবিশিষ্ট ঈশ্বর উপাসনার পরিবর্ত্তে, নানক সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলেন যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সময়াতীত সত্তা বিশেষ। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি স্বয়ম্ভু; তিনি জ্ঞানাতীত; তিনি অবিনশ্বর। তিনি বলিতেন,—সত্য এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর—উভয়ই এক। সত্য, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান। আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা দেখিতে পাই ও জানিতে পারি, তাহার অন্তিম জ্ঞান ও কারণস্বরূপ সত্য বা ঈশ্বর চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। * মোল্লা, পণ্ডিত, দরবেশ এবং সন্ন্যাসী,—সকলকেই

দেখাইয়াছেন যে, নানকের প্রতিনিধিগণ "কারতারী" নামে অভিহিত। তাহারা কেবল কারতারপুরের অধিবাসী বলিয়াই ঐ নামে অভিহিত হয় না; পরন্তু তাহারা ঈশ্বরের কার্য্যে বিশ্বাসী কিংবা বিশেষ পবিত্র বলিয়া ঐ "কারতারী" নামে পরিচিত।

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "আদিগ্রন্থের" 'গৌরী' রাগ নামক অংশ, এবং "জপ" নামক মুখবন্ধ (সূচনা) অথবা 'অনুযোগ ও স্তুতি' বিষয়ে প্রার্থনার অংশ দ্রষ্টব্য। Compare also Wilkins, Asiatic Researches i. 288, &c.

† "অকালপুরীক" বা সময়াতীত সত্তা, শিখদিগের ঈশ্বর নামের একটী সাধারণ সংজ্ঞা। ইংরাজী ভাষায় প্রচলিত "অলমাইটী" (Almighty,—সর্ব্বশক্তিমান) শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তথাপি গোবিন্দ দ্বিতীয় গ্রন্থের "হজারা শাব্দ" অংশে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "সময়ই" একমাত্র প্রকৃত এবং সত্য ঈশ্বর; জগদীশ্বর প্রথমেও বর্ত্তমান ছিলেন, প্রলয়কাল পর্য্যন্তও বিদ্যমান থাকিবেন; ঈশ্বর অসীম অনন্ত ইত্যাদি।

নানক সমভাবে শিক্ষা দিতেন। যিনি অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবের অবতার গ্রহণ এবং লয়প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নানক সেই সর্ব্ব-শক্তিমান, অনন্তকালস্থায়ী, অক্ষয়, অব্যয় ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। * নানক বলিতেন,—"পুণ্য,

---

মিলটন 'সময়ের' সাময়িক এবং পরিমিত প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেক্‌পিয়রও সময়ের একটী সীমা স্থির করিয়া দিয়াছেন :—

"কালগতি অনন্তের পথে প্রধাবিত।
পার্থিব স্থায়িত্বে তার সীমা নিরূপিত॥
বর্ত্তমান, ভবিষ্যত, ভূত কালত্রয়।
সান্তভাবে অনন্তের সীমা নিরূপয়॥"

"Milton, 'Paradise Lost' v."

"চিন্তাশক্তি জীবনের হয় ক্রীতদাস।
জীবন কালের করে পুত্তলী ক্রীড়ার॥
কালের জগৎ-গতি নির্ণয়ে প্রয়াস।
একদিন অবশ্যই অবসান তার॥"

"Shakespeare, 'Henry iv. Part First' v. 4"

ভারতবর্ষের আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রাধ্যায়ী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের "সাংখ্য," "পৌরাণিক" এবং "শৈব" নামক তিনটী শাখা আছে; তাহাদের মতে, "কাল" বা সময়, মানসিক এবং ভৌতিক জগতের যথাক্রমে ২৭,৩০ বা ৩৬টী সার-সমষ্টি বা প্রপঞ্চ সমূহের একটী। এইরূপে সময়ের পৃথক কার্য্য অথবা স্বতন্ত্র সত্ত্বা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

* আদি-গ্রন্থের পরিশিষ্টে নানকের নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায়। কতকগুলি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, গুরু-সন্ন্যাসিগণের বিবরণের পর এই কবিতাটী লিখিত আছে ;—

দয়া-দাক্ষিণ্য, বীরোচিত কার্য্যকলাপ এবং জ্ঞানার্জ্জন সকলই অমূলক। যে জ্ঞান অনন্তব্যাপী এবং অনন্তকালস্থায়ী,—তাহাই একমাত্র ঈশ্বর-জ্ঞান।" * যে সকল গর্ব্বিত ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসেই যাহারা অনন্ত জীবন বা মুক্তি লাভে প্রয়াসী হয়,—তাহাদিগকে তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়েই যেন নানক বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিই তাহাদের একমাত্র ঈশ্বর। † পরন্ত ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের সদ্ব্যবহারের সহিত ঈশ্বরানুগ্রহ বিজড়িত। এই সকল মানসিক এবং ইচ্ছাশক্তি যে যেমন পরিচালনা করিবে, সে সেই পরিমাণ ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। নানক বলিতেন,—"বিবিধ পুণ্য কার্য্য, সত্যতা, সাধুতা এবং সদাচার দ্বারা মুক্ত বা ঈশ্বরে লীন হওয়া যায়। মৃত্যুর পর জগদীশ্বর মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন,—কি কার্য্য করিয়াছ?" ‡ অধিকন্তু ধর্ম্মগুরু মনুষ্যের কার্য্যের জন্য যথাযোগ্য অনুতাপ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন,—"যদি পাপী ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা

"ঈশ্বরের ঈশ্বর যিনি, তিনিই ঈশ্বর।
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, তিনি পরাৎপর॥
হে নানক! ইহা তুমি জানিও নিশ্চয়।
অনন্ত গুণের কভু ধারণা না হয়॥"

* আদি-গ্রন্থের "আশা" (Assa) নামক অংশের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

† আদি-গ্রন্থের "আশা রাগ" (Assa Rag) অংশের শেষভাগ এবং "রত্নমালা" (Rutna Mala) নামক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

‡ The Adee Grunt'h, Purbhatee Raginee. Compare Malcolm (Sketch, P. 161 &c.) and Wilkins. (As. Res. i. 289 &c.)

প্রার্থনা এবং আপনাকে পতিত মনে না করে, তাহা হইলে, সে অক্ষয় শান্তি প্রাপ্ত হয়।" *

নানক স্বদেশবাসিদিগের প্রচলিত দার্শনিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—জন্মান্তর এবং দেহান্তরগ্রহণে আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত এবং পাপমুক্ত হয়। ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিলে, আত্মা দেহান্তর গ্রহণে বিরত হইয়া থাকে। তিনি পরম সুখকেই আত্মা এবং ঈশ্বরের আবাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহার মতে জীবন উড্ডীয়মান পক্ষীর প্রতিবিম্বস্বরূপ, কিন্তু মানবের আত্মা কুলালচক্রের ন্যায় দণ্ডের চতুর্দিকে অনবরত আবর্তন করিতেছে। † অন্যান্য বিষয়েও প্রচলিত ভাষা এবং সাময়িক জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, নানক একইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—যে অন্ধকারপুঞ্জ (Unjan—অঞ্জন) উজ্জ্বল ও আলোক প্রাপ্ত হয়; ইন্দ্রজাল এবং প্রতারণাদ্বারাও (Maya—মায়া) যে বিচলিত ও মুগ্ধ হয় না; যে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও বিশুদ্ধ এবং অকলঙ্কিত;—সেই ব্যক্তিই সুখের অধিকারী। ‡ কিন্তু প্লেটো ও ব্যাসের রীতি অনুসারে নানক ভৌতিক

* 'নাসিহত নামে" (Nusseeut Nameh) বা 'ক্যারোন' নামক এক কল্পিত রাজার প্রতি নানকের তিরস্কারমূলক অংশ দ্রষ্টব্য: গ্রন্থে কিন্তু এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। হয়ত এই ব্যক্তিগত কিংবা নির্দিষ্ট প্রয়োগ, গ্রন্থের সাধারণ ভাবের উপযুক্ত নহে বলিয়া ইহার বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই। ফলতঃ, যদিও ইহাতে নানকের মানসিক ভাব বর্তমান আছে, তথাপি নিশ্চিতরূপে ইহা নানকের রচিত বলিয়া মনে করা যায় না।

† "Adee Grunt'h", end of the 'Assa Reg'.

‡ "Adee Grunt'h", in the 'Sohee' and 'Ramkullee' portions. (আদি গ্রন্থের "সোহি" এবং "রামকলি" অংশ দ্রষ্টব্য)।

জগৎ এবং স্রষ্টা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন—এরূপ অনুমান করা অবিধেয়।* মানবদেহ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয় এবং আত্মা চিরকালব্যাপী পাপ ও

---

* অধ্যাপক উইলসন, ('As. Res'. xvii 233 and Continuation of 'Mill's History of India' vii. 101, 102) নানকের ধর্মজ্ঞান এবং মতগুলিকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন; যেহেতু উহা বেদান্তদর্শন এবং জড়-জাগতিক ঔদাসীন্যের আদর্শ বোধক; সুস্থাঙ্কর উপলব্ধি: জগদীশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড়ই সুকঠিন। এরূপ হইলে, কোন না কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দোষে কলুষিত হইতেই হইবে; রাজনৈতিক কবি মিল্টন যখন ভাবিতেন,—"শরীর আত্মার দিকে ধাবমান",—তখন হয় ত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল (Paradise Lost, v); কিন্তু ধর্ম্মগুরু প্রেমোন্মত্ত সেণ্ট পল যখন বলিয়াছেন, "ভৌতিক দেহ রোপিত হইয়াছে এবং স্বর্গীয় দেহে উত্তীর্ণ হইবে; (Corinthians. xv. 44) তখন কি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত? অথবা তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে হইবে? "জগদীশ্বর কি স্বর্গ এবং পৃথিবীকে পূর্ণ করেন নাই? বা জগদীশ্বর পৃথিবী ও স্বর্গে কি বিরাজমান নহেন," (Jeremiah xxviii. 24); যে জগদীশ্বরে আমরা বাস করি, গমনাগমন করি এবং যাঁহাতে আমাদের জীবন অধিষ্ঠিত" (Acts. xvii. 24); "যাঁহা হইতে, যাঁহার জন্য এবং যাঁহার কর্ত্তৃত্বে আমরা সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হই" (Romans xi. 36); এই সকল বাক্যাবলী পাঠ করিয়া কি বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর-প্রেরিত দূত এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ নাস্তিক ও দেহাত্মবাদী ছিলেন? যাহা হউক, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জেরিমিয়া, পল এবং নানকের, দার্শনিক মত প্রচার ভিন্ন আরও অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা লোকের মনে

নরকাগ্নির যন্ত্রণাভোগ করে,—নানক এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন না। পুণ্যকার্য্য দ্বারা ঘোর নারকী, পাপাসক্ত আত্মারও পবিত্রতা জন্মে এবং

ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং সততা বদ্ধমূল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে ভাষা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং যে ভাষা কখনও কাহাকেও বিপথগামী করিবে না, তাঁহারা সেই চলিত ভাষার সাধারণ প্রয়োগই এ কার্য্য সাধনের বিশেষ উপযোগী মনে করিয়াছিলেন।

শিখ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম,—এতদুভয়ের মধ্যে যথাক্রমে যে সাদৃশ্য এবং মতদ্বৈধ প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক উইল্‌সন (As. Res.' xvii. 233 237. 238) সহিত মোসান ফাণীর (Dabistan, ii 269. 270. 285. 286) তুলনা করা উচিত। ইহাদের উভয়ের সহিত আবার 'সৈর-উল-মুতাক্করীণ' (i. 110) মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহাদের প্রত্যেকের বর্ণনাই সত্য। তাঁহাদের একজন, শিখদিগের— প্রধানতঃ গঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের শিখদিগের—অসম্পূর্ণ এবং কুরীতি-মূলক ধর্ম্মবিশ্বাস বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; অপর জন, নানকপ্রবর্ত্তিত যে ধর্ম্মশিক্ষা পণ্ডিতগণ সচরাচর প্রচার করিয়া থাকেন, সেই প্রচলিত ধর্ম্মের প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে একটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে, নানক এবং গোবিন্দ প্রবর্ত্তিত শিক্ষা, মহম্মদ প্রভৃতি প্রচারিত ঈশ্বর-ভক্তির সমাধি ও সমাপ্তি মাত্র;—শিখদিগের ইহাই বিশ্বাস। যোজেফ, এব্রাহাম, মাইকেল ও গেব্রিল প্রভৃতি স্বর্গীয় দূতের প্রতি খৃষ্টানগণ যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা শিখদিগের ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য স্বর্গীয় দেবতার উপাসনা,—অধিকতর অলৌকিক বলিয়া মনে হয় না। মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ, খৃষ্টধর্ম্মের সার নিয়ম পরিত্যাগ করতঃ, কেবলমাত্র ভাষার উপর নির্ভর করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন মহ দেখাচেনা

আত্মা পর্য্যায়ক্রমে নূতন দেহ ধারণ করে,—এতৎপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া নানকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত নহে।* নানক আরবদেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শিখদিগের ঈশ্বরোপাসনা, খৃষ্ট-প্রচারকদিগের একেশ্বরবাদিতা অপেক্ষা অধিকতর উপেক্ষণীয়।—Hallam, "Middle Ages." iii 346.

নানক পৌরাণিক বার্ত্তাগুলির নৈতিক ব্যবহার করিতেন। এ সম্বন্ধে ওয়ার্ডের 'হিন্দু' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য (Ward on the Hindoos, iii 465)। বস্তুতঃ নানক সর্ব্বদাই হিন্দুদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের উল্লেখ করিতেন; কিন্তু তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। আর একটী বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সেণ্ট জন গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্র হইতে "দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেন, সেণ্ট পলও গ্রীক কবিগণের কাব্যের উপযুক্ত প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বহুকাল হইল, মিল্টন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন (Speech for the Liberty of Unlicensed Printing). প্রাচীনকালে "ভাইনি" বৃক্ষের পত্র যীশুখৃষ্টের ক্রোড়োর ভবিষ্যদ্বাচক বলিয়া উক্ত হইত। এক্ষণে এই সকল বাক্যের কৃত্রিমতা উপলব্ধি হইয়াছে; খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ এক্ষণে আর বহু-দেবার্চ্চনা-দোষে দূষিত নহেন। এখন আর তাঁহারা এমালথিয়া বা জুপিটারের ধাত্রীকে কুমারী 'মেরীর' প্রকৃত প্রতিকৃতি মনে করিয়া কলুষিত নহেন।

* "আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ" সম্বন্ধে সাধারণতঃ মুসলমানগণ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, ইহজন্মের দুষ্ট আত্মা পরজন্মে তাহার পূর্ব্বাবস্থা এবং গত শাস্তির কথা স্মরণ করে না; সুতরাং পরজন্মে পবিত্রতাসম্বন্ধে আত্মার স্বাভাবিক কোনও উত্তেজনা-শক্তি থাকে না। আদমের পাপ-জ্ঞান এবং তাহার ফলস্বরূপ আদমের বংশধরগণের

মহম্মদ এবং হিন্দুদিগের ঈশ্বরাবতার-সমূহেরও উল্লেখ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রতারক অথবা কুনীতি-প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, এই সকল মহাত্মা সত্য সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত। তবে তাঁহাদিগের এত চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও পাপের প্রাধান্য বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। নানকের মতাবলম্বিগণ নানককেই অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, পতিত পাপিগণের উদ্ধারকল্পে—স্বদেশ এবং স্বজাতিবর্গের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য—তিনি যেন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে, নানকও আপনাকে সেইরূপ মনে করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।—নানক কোন বিশেষ দেবতার উপাসনার প্রথা ও শিক্ষা দেন নাই। সর্ব্বত্রে সকল সময়ে তাঁহার ধর্ম্মমত সকলেই গ্রহণ করিতে পারিত। নানক বলিতেন,—তিনি ঈশ্বরের একজন ক্রীতদাস এবং সর্ব্বশক্তিমানের একজন আজ্ঞাবাহী দূত মাত্র। নানক সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য-

---

পাপাসক্তির বিষয় মুসলমানগণ কখনও স্বীকার করে না। ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি হইতে আত্মা পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে,—ব্রাহ্মণদিগের ইহাই নীতি। মিশর দেশীয় প্রচারকগণের মত এই যে, বিচারের দিন নশ্বর এবং পাপ দেহ পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়। নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এ বিষয়ে মিশরীয়দিগের মত অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের মতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। মোজেস যদিও এ বিষয়ে উদাসীন, তথাপি 'ইস্রায়েল'দিগের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল; ইহাতে অন্যান্য ধর্ম্মমত প্রচারে বহুদিন পর্য্যন্ত বাধা জন্মাইয়াছিল; অলৌকিক কার্য্যসমূহে লোকের বিশ্বাস হওয়ায়, সাধারণের মনে এই বিশ্বাসও প্রবলরূপে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। (See also note, P. 33-34.)

ধর্ম্মই আপন দৌত্য-কার্য্যের একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।* তাঁহার গ্রন্থসমূহ বিবেক এবং আত্মোৎসর্গ বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ।†

---

* নানকের উপদেশের মর্ম্ম এই ;—জগদীশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা ; মানসিক পবিত্রতাই প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রার্থনীয় এবং সাধনীয় বস্তু নানক সকলকে আত্মোৎসর্গ এবং আরাধনা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবর্ত্তকগণের প্রচারিত ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-নীতি সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি কখনও আপনাকে অপরাপর সকল প্রবর্ত্তকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অসাধারণ গুণ ও শক্তিশালী মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, অন্যান্য সকলের ন্যায় জনসাধারণের মধ্যে তিনিও একটী ক্ষুদ্র প্রাণী-বিশেষ। তাঁহার স্বদেশ-বাসীদিগকে পবিত্র জীবন যাপন করিতে তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। (Compare the Dabistan, ii. 249, 250, 253 : and see Wilson, As. Res. xvii. 234, for the expression "Nanuk thy slave is a free-will offering unto thee."—অর্থাৎ 'হে পরমপিতা ; নানক আপনারই ভৃত্য। আপনি তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন ; আপনাকে আরাধনা করিতেছি।')

† মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তৃগণ নানকের পুস্তকগুলি এবং উপদেশ সমূহ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। (Compare the "Seir-ool-Mutakhereen", p. 110, 111, and the 'Dabistan', ii 251 252.)

এসিয়াবাসীদিগের এই সকল প্রশান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতির সহিত ইউরোপের 'ব্যারণ হ্যুজেলের' মত মিলাইয়া দেখিলে, অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যারণ হ্যুজেল (Travels, p, 283) বলেন, গুপ্ত, অনির্দিষ্ট, অসার এবং মিথ্যা তত্ত্বের মিশ্রণে গ্রন্থ (Grunt'h)

তিনি তাঁহার রচনাবলিকে ঈশ্বর-বাক্যের প্রকৃত অনুলিপি মনে করিয়া, তাহার কোনও অভিনব যোগ্যতা বা গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হন নাই; অথবা তিনি কখনও স্বীয় ধর্ম্মের প্রচার করিতে অলৌকিক কার্য্যের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই; কিংবা অলৌকিক কার্য্য-কলাপেই যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে,—নানক সে কথাও কখনও প্রকাশ করেন নাই।* তিনি বলিতেন,—"এক ঈশ্বর বাক্য ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র-সাহায্যে যুদ্ধ করিও না; ধর্ম্ম-নীতির

পরিপূর্ণ। তিনি স্বীকার করেন যে, শিখগণ একই ঈশ্বর উপাসনা করে; পৌত্তলিকতার নিন্দা করে; এবং অদ্ভুত কাল্পনিক জাতিভেদ অবমাননা করিয়া থাকে।

* আদি গ্রন্থের ('Adee Grunt'h') শ্রীরাগ ('Sree Rag') অধ্যায় বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের "মাজভর" (Majh-var) অংশে বর্ণিত আছে যে, নানক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনে পারদর্শী একজন প্রতারককে বলিয়াছিলেন,—"তুমি অগ্নি মধ্যে অক্ষত দেহে বাস কর; চির তুষারাচ্ছন্ন স্থানে অক্ষত শরীরে কালযাপন কর; প্রস্তর খণ্ড তোমার খাদ্য হউক; তুমি পদ সঞ্চালনে বৃহৎ মৃত্তিকা রাশি দূরে নিক্ষেপ কর; এবং তুলাদণ্ডে স্বর্গ পরিমাপ কর। তারপর তুমি জিজ্ঞাসা করিও, নানক কি অস্বাভাবিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে?"

ষ্ট্রস (Strauss, 'Life of Jesus', ii. 237) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যীশুখৃষ্টও অলৌকিক কার্য্য সাধনের উপায় অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন (John, iv. 48); ষ্ট্রস বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরাদিষ্ট দূতগণ কখন বাক্যে কিংবা লেখনীমুখে কোন অস্বাভাবিক কার্য্যের উল্লেখ করেন নাই।

পবিত্রতা ভিন্ন, নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মগুরুর অন্য কোন উপায় বা অস্ত্র নাই।" * নানক বলিতেন,—"পৃথিবীতে পুণ্যকামনারত ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ অথবা সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নিকট সাধু ও গৃহী সমভাবে প্রিয় এবং আদরণীয়।" যদিও তাঁহার নিজ দৃষ্টান্তে বুঝা যাইত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় স্বভাবজাত ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধন কর্ত্তব্য; তথাপি, তিনি, তাঁহার সমসাময়িক যবনের ন্যায় বিবাহিত গুরুর প্রতি কোনরূপ ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন নাই। † হিন্দুগণ গো-জাতির পূজা করেন এবং মুসলমানগণ শূকরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার সময়ে, নানক বিজ্ঞতার ও সমদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে দয় ও নানক শিক্ষাজনিত কুসংস্কার ও স্বাভাবিক সদ্ভাব কতকটা প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"বিধর্ম্মীদিগের দুইটী অধিকার। এক শ্রেণীর—গোজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন; অন্য শ্রেণীর—শূকর জাতির প্রতি জাত-ক্রোধ। কিন্তু যাহারা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহানি করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।" ‡

* Malcom. "Sketch, p. 20, 21, 165.

† "Adee Grunth" particularly the "Assa Raginee" and "Ramkullee" Raginee (Compare the Dabistan, ii. 271):—"আদি-গ্রন্থ" আশা রাগিণী এবং রামকলী রাগিণী বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য।

‡ আদিগ্রন্থ, "মাঝ" অধ্যায় (Adee Grunt'h, Majh chapter)। ম্যালকমের স্কেচ্, ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (note and Page 137).

এইরূপে নানক, বহুকাল-প্রচলিত পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার এবং কুরীতি হইতে তাঁহার শিষ্যদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। চিত্তের একাগ্রতা জন্য

এস্থলে বর্ণিত আছে যে, নানক শূকরের মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে হিন্দুদিগের পক্ষে গৃহ-পালিত শূকর-জাতির মাংস সকল সময়েই জাতিধর্ম্ম-নাশক। ('Munnoo's Institutes', v. 19) 'দেবীস্থানে' (Dabistan, ii. 28) লিখিত আছে, নানক মাদক দ্রব্য (মদ্য) *এবং শূকরের মাংস খাইতে নিষেধ করেন। বস্তুতঃ, খাদ্য-নির্দেশ সম্বন্ধে বিপরীত-মতবাচক অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। ওয়ার্ড (Ward "On the Hindoos", ii. 466) সপ্রমাণ করিয়াছেন, যাহারা মাংস ভক্ষণ করে নানক তাহাদিগকে নির্দোষী বলিয়াছেন। নানক আরও বলিয়াছেন, যে শিশু মাতৃস্তন্য পান করে, সে শিশু কাজে-কাজেই মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। "গুরু রত্নাবলী" ("Gooroo Ratnaolee") রচয়িতাও সেই মত কিয়ৎপরিমাণ অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মনুষ্য স্ত্রীলোক বিবাহ করে না কি? ধর্ম্মপুস্তক পশু-চর্ম্মে বদ্ধ হয় না কি?"

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে নানকের সাধারণ নিয়মগুলির অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ ব্যাখ্যায় ব্যবহারিক ভাবে পশু-জীবন-রক্ষার বিষয় বুঝা যায়। (Wilson, As. Res., xvii. 235) কিন্তু শিখদিগের এইরূপ কোন মনোভাব বুঝা যায় না। জৈন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মাছি ও পিপীলিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে এত অধিক সাবধান যে, এইরূপ প্রথা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করায় তাহাদিগকে সকলেই উপহাস করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কতকগুলি "রোমান-ক্যাথোলিক"

সামাজিক আচার-ব্যবহারের উৎকর্ষ-সাধনই শ্রেষ্ঠ ও প্রথম কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে সাহস এবং স্বাধীনতা প্রদান করেন; তাহাদিগের মনের সন্দেহ ভঞ্জন হয়। পরন্তু নানক কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া শিষ্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ায়, দৃঢ়বিশ্বাসী উপাসকের দল ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে; একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হয়; নানকের সংস্কার-নীতির সাক্ষাৎ-ফলস্বরূপ ধর্ম্মবিষয়ক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ, "শিখ" অর্থাৎ শিষ্য নামে অভিহিত হইত; তাহাদিগকে কেহই অধীনস্থ প্রজা বলিয়া মনে করিত না। সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক উন্নতি-বিধানে নানক কোনও সহজবোধ্য [illegible]-পন্থার মতের অধিকারী ছিলেন,—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক। সময়স্রোতে শিষ্যগণের উন্নতি-বিধান ন্যস্ত করিয়া, তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ণ, এবং সমাজের অবস্থা অনুপযোগী মনে করিয়া, তিনি আপনাকে ধর্ম্মবিধি-প্রণয়নকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন নাই। মনুর বিধি-বিধান ধ্বংস-করণ, কিম্বা জাতি ও বংশ-পরম্পরায় পারম্পর্য্যাগত রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন-সাধন,—তিনি সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন নাই; তাঁহার পক্ষে সে বিষয় সহজসাধ্যও ছিল না।*

খৃষ্টান সম্প্রদায়ও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ভূপালের "ক্যাথলিক" সম্প্রদায়গুলি, "লেণ্টের" সময় (চল্লিশ দিনের উপবাস-পর্ব্ব) নিত্য-ব্যবহার্য্য অপরিস্কৃত শর্করা ব্যবহার করেন না; কেননা, চিনি প্রস্তুত-করণায় সময় বহু প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

* ম্যালকম ('Sketch' pp. 44, 147) বলেন,—নানক হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়মের কিছুই পরিবর্ত্তন সাধন করেন

যাহাতে তাঁহার শিষ্যগণ কোন একটী সম্প্রদায়-বিশেষ গঠন করিতে না পারে, এবং যাহাতে তাঁহার সর্ব্ব-সামঞ্জস্যাত্মক ধর্ম্ম-নীতিসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম-মতের ন্যায় পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়,—সেই সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ

নাই। ওয়ার্ড (Hindoos, iii. 463) বলেন, শিখদিগের আদালত কিম্বা ফৌজদারী সম্বন্ধীয় কোন আইন ছিল না। প্রাচীন খৃষ্টানদিগের সংহিতা বা আইনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ নিন্দা বা প্রশংসা করা যায়। আমরা জানি, শিষ্যগণের সন্দেহ ও কুসংস্কারের জন্য এবং প্রমাণ-সিদ্ধ কোন নীতির অভাবে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল (Acts xv. 20, 28, 29, and other passages)। ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দির-বিযুক্ত সপ্তম সংখ্যক নিয়মাবলী, এবং স্কটদিগের ধর্ম্ম-স্বীকারের (Scottish Confession of Faith), ঊনবিংশ অধ্যায় পাঠে, ধর্ম্মপ্রচারে আধুনিক ধর্ম্মাচার্য্যদিগের বর্ত্তমান বিরক্তির ভাব জানা যায়। ইহুদীদিগের আইনের জন্য খৃষ্টানগণ কিরূপ দায়ী এবং হিন্দুগণের জাতি-ব্যবহার ও মনুপ্রবর্ত্তিত নিয়ম-সমূহ শিখদিগের অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য কিনা,—এ সম্বন্ধে যে বহুকাল ধরিয়া বাদানুবাদ চলিবে,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে "জুডা"জাতীয় এক খৃষ্ট-সম্প্রদায় ছিল; এক্ষণে ব্রাহ্মণ জাতীয় শিখ বর্ত্তমান। তাহাদের এক সম্প্রদায় শূকর স্পর্শ করে না; অপর সম্প্রদায়ের মতে গো-জাতি পবিত্র। একই বংশ ও একই জাতীয় পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে,—এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, জাতিভেদ রহিত হওয়া অসম্ভব। (Compare 'Ward on the Hindoos', iii. 459; Malcolm, 'Sketch', p. 157 note; and 'Forster's Travels', i. 293, 295, 308)

চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসী পুত্রকে ধর্ম্মাধিকরণের উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া, তিনি আপন উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত হয়, নানকের মৃত্যুকাল উপনীত হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে ডাকিয়া তাঁহাদের যোগ্যতা এবং আনুগত্যের পরীক্ষা করেন; পরিশেষে সরল ও অনুরাগী লেহনাকে 'শ্রেষ্ঠ'-পদে বরণ করিয়া যান। সশিষ্য নানক যখন পদব্রজে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথিপার্শ্বে একটী মনুষ্যের মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা দেখিয়া নানক বলিলেন,—"যদি আমাতে তোমাদের ভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই খাদ্য (মৃতদেহ) ভক্ষণ কর।" লেহনা ব্যতীত আর সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। লেহনা, হাঁটুর উপর ভর দিয়া উপবেশন করিয়া, মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিল, এবং মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া নরমাংস ভক্ষণের উপক্রম করিতেই সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল, সেখানকার মৃতদেহ অন্তর্দ্ধান হইয়াছে এবং তাহার স্থানে নানক পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন গুরু তাঁহার বিশ্বাসী শিষ্যকে আলিঙ্গন করিলেন; বলিলেন—তাঁহাতে ও শিষ্যেতে কোনই প্রভেদ নাই; তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা শিষ্য-দেহে বিরাজমান থাকিবে।* তখন নানক-

---

* অনেক পঞ্জাবী গ্রন্থকার এই গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার ম্যাকগ্রেগারও তাঁহার শিখ-ইতিহাসে (i. 41) প্রকারান্তরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যায়ক্রমে চারি যুগেই পাঁঠা, ঘোটক, হস্তী ও নরবলীর প্রথা প্রচলিত ছিল,—দবিস্তানে ('Dabistan', ii. 268, 269) এইরূপ গল্প বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, নরমাংসাশী পুণ্যাত্মাগণ মুক্তিলাভ করিত এবং হত ব্যক্তি পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইত।

দেহের নাম পরিবর্তন করিয়া 'আঙ্গ-ই-খুদ' অথবা 'অঙ্গদ' (নিজ দেহ) এই নাম রাখিলেন।* এইরূপ গল্পের ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, শব্দ-সাধন সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক,—শিখদিগের কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, পরবর্ত্তী প্রত্যেক গুরুর দেহে নানকের আত্মা অবতার-রূপে আবির্ভূত হইতেন।† 'অঙ্গদ' শিখদিগের গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন নানক যে ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীচাঁদ ‡

* Compare Malcolm, 'Sketch of the Sikhs, p. 24, note.

† এই বিশ্বাস শিখ-ধর্ম্মের একটী নীতি বিশেষ। Compare the Dabistan (ii. 253, 281)—দেবীস্থান দ্রষ্টব্য। "দেবীস্থান"-রচয়িতা মোসান ফানীর নিকট গুরু হরগোবিন্দ "নানক" নাম দস্তখত করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন।

‡ উদাসীনদিগের কতক বিবরণের জন্য উইলসনের "এসিয়াটিক রিসার্চ", সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Wilson 'Asiatic Researches xvii. 232) এই সম্প্রদায় একণে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সভ্যগণ শিখদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য বিশেষ অভিমানী ; ইহারা সকলেই নানকের 'গ্রন্থ' ব্যবহার করে এবং তৎপ্রতি ভক্তি করিয়া থাকে।

টীপ্পনী।—নানকের সম্বন্ধে আরও গল্প জানিবার ইচ্ছা হইলে, উৎসুক পাঠকগণ ম্যাল্‌কমের 'সার-সংগ্রহ' ('Malcolm's 'Sketch'), 'দেবীস্থানের' দ্বিতীয় পুস্তক (Second volume of the 'Dabistan') এবং ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রীগরের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, নব-সংস্করণ (Dr. Macgregor's History, first volume) আলোচনা করিয়া

বাস্তবিক তাহাই করিয়া বসিলেন; তিনি 'উদাসী' (পার্থিব চিন্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন) নামক এক হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার গুরু-পদে বরিত হইলেন।

দেখিতে পারেন। মূলগ্রন্থে কিংবা 'নোটে' ইহা সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক মনে হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ; গোবিন্দকর্তৃক শিখ-ধর্ম্মের সংস্কার-সাধন।

১৫২৯—১৭১৬।

[গুরু 'অঙ্গদ' ;—গুরু অমর-দাস এবং 'উদাসী' সম্প্রদায় ;—গুরু রামদাস ;—গুরু অর্জ্জুন ;—"প্রথম গ্রন্থ" এবং শিখদিগের সমাজ-গঠন ;—গুরু হরগোবিন্দ এবং শিখদিগের সৈনিক-সম্প্রদায় ;—গুরু হরগোবিন্দ রায় ;—গুরু হরকিষেন ;—গুরু তেগ বাহাদুর ;—গুরু গোবিন্দ, এবং শিখদিগের রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা ;—গোবিন্দের অনুবর্ত্তী বান্দা বৈরাগী ;—শিখদিগের প্রসার বৃদ্ধি।]

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নানক পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদ শিখদিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত হন। অঙ্গদ ক্ষত্রিয় জাতির 'তিহন' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী গেওয়ালের নিকট কাডুর নামক স্থানে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অঙ্গদের ধর্ম্মাধিকরণ-কালের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে তিনি নানকের পুরাতন সহচর বালা-সিন্ধুর নিকট নানকের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, নানকের অর্চ্চনা বা সেবার সময় যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং নানকের প্রকৃতি-সম্বন্ধে নিজে যাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন,—কেবলমাত্র সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী-কালে সেইগুলি একত্রিত হইয়া "গ্রন্থে" সন্নিবেশিত হয়। মহাত্মা নানক তাঁহাকে যে শিক্ষা—যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, অঙ্গদ আজীবন

তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। অঙ্গদ তাঁহার দুইটী পুত্রের কাহাকেও ধর্ম্মাধিকরণের বা আপন উত্তরাধিকারিত্বের উপযুক্ত মনে করেন নাই। সেই জন্যই 'উমারদাস নামক একজন পরিশ্রমী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অনুচরকে প্রচার কার্য্যে ও ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন।*

উমারদাসও গুরুর ন্যায় ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত; কিন্তু তিনি 'ভাল্লে' শাখার অন্তর্ভুক্ত। বহু ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মে শিষ্যরূপে দীক্ষিত করিয়া, উমারদাস ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কথিত হয়,—সম্রাট্ আকবরও মনোযোগ সহকারে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। অঙ্গদের শিষ্যমণ্ডলীর ন্যায় নানকের পুত্র শ্রীচাঁদের অনুচরগণও 'প্রথম গুরুর' শিষ্য বলিয়া মনে হইত। উমারদাস ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, সংসারত্যাগী 'উদাসিগণ' কর্ম্মকুশল সংসারাসক্ত 'শিখ'-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ঘোষণা প্রচারে, বহু সম্প্রদায়ের আধিপত্য-হেতু শিখধর্ম্ম কলুষিত বা বিলুপ্ত না হয়,

* অনেকে বলেন, অঙ্গদ ১৫৬১ সম্বৎ বা ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; আবার কেহ বলেন,—১৫৬৭ সম্বৎ অথবা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে অঙ্গদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সাধারণতঃ সকলেই ১৬০৯ সম্বৎ (১৫৫২ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করেন। কখন কখন বা তাঁহার মৃত্যুবৎসর কিছুকাল পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হয়। শিখদিগের বিবরণে, মাস ও দিনের কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ফরষ্টার (Forster, 'Travels', i. 296) ১৫৯২ সম্বৎ অঙ্গদের মৃত্যু তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হয়ত, ভ্রমবশতঃ ১৫৫২ সম্বৎ স্থলে ১৫৯২ সম্বৎ মুদ্রিত হইয়াছে।

উমারদাস তাহার উপায়-বিধান করিলেন।* উমারদাসও নানকের ন্যায় গর্বের সহিত বলিতেন,—"অগ্নিতে যাঁহার বিনাশ নাই, কিন্তু অনুতাপানলে যিনি দগ্ধীভূত, তিনিই প্রকৃত সতী; অনুতপ্ত দীন ব্যক্তিই ঈশ্বরোপাসনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উমারদাস ধীরে ধীরে কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলেন; কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত না করিয়া প্রাণের ভিতর বিশ্বাসের বীজ বপন করিলেন; জনসাধারণকে সদ্ব্যবহারে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে দোষ-সংশোধনের পথ প্রদর্শন করিলেন।† উমারদাস প্রায় সাড়ে বাইশ বৎসর গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটী পুত্র

---

* ম্যালকম (Malcolm, 'Sketch', p 27) স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, উমার দাস এই পার্থক্য বিধান করেন। দেবীস্থানে (Dabistan. ii. 271) বর্ণিত আছে, সাধারণতঃ শিখদিগের গুরুগণই এই পার্থক্য প্রবর্তন করেন। ইদানীং কতকগুলি শিক্ষিত শিখ মনে করে যে, উদাসী এবং নানকের প্রকৃত শিষ্যগণের মধ্যে এই পার্থক্য অর্জ্জুনই প্রথমতঃ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

† "আদি-গ্রন্থের" ('Adee Grunt'h, 'Soohee' Chapter) 'সুহি' অধ্যায়ের যে অংশ উমারদাস রচিত,—তাহাই দ্রষ্টব্য। ফরষ্টার (Forster, 'Travels' i. 309) বলেন,—নানক সতীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। প্রথমতঃ আকবর ও জাহাঙ্গীর (Memoirs of Jehangheer), এবং পরবর্তীকালে ইংরেজগণ, এই কু-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ আত্মোৎসর্গ নিবারণের কোন চেষ্টা হয় নাই।

এবং একটী কন্যা ছিল।* কন্যার অকৃত্রিম পিতৃভক্তিতে এবং সেবাব্রতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলন; কথিত আছে, তজ্জন্য অপরাপর শিষ্যগণ অপেক্ষা স্বীয় জামাতাকে তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, এবং পরিশেষে তাহাকেই "বারকাত" বা গুরুর ন্যায় গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কথিত আছে, তাঁহার সেই উচ্চাভিলাষিণী কন্যার নিকট গুরু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন,—কন্যার সন্তান-সন্ততিই পর্য্যায়ক্রমে গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবে।

উমার দাসের জামাতা রামদাস, ক্ষত্রিয় বংশের "সোধি" শাখার অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীর ভালবাসার এবং গুরুর মনোনয়নের তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। বাদসাহ আকবর রামদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; রামদাসকে তিনি কিছু ভূ-সম্পত্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ভূমি-খণ্ডে রামদাস একটী পুষ্করিণী খনন করেন; সেই পুষ্করিণীই "অমৃতসর",—বা 'অমরত্বের আধার' বলিয়া বিখ্যাত। রামদাসের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমন্দির এবং তৎচতুষ্পার্শ্বর্ত্তী পর্ণ-কুটীর-সমূহ, তাঁহারই নামানুসারে, রামদাসপুর" নামে অভিহিত হইয়াছিল।† রামদাস,

---

* উমারদাসের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল বর্ণনানুসারে উমারদাস ১৫৩৬ সম্বৎ বা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল, ১৬৩১ সম্বৎ (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ) স্থির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একস্থলে এই বিবরণে ব্যতিক্রম দেখা যায়; তাহাতে দেখা যায়, ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

† Malcom, 'Sketch', p. 29; Forster, 'Travels,' i. 297; the 'Dabistan', ii 275. শিখগণ বর্ণনা করিয়া থাকে যে, একজন বৈরাগী আকবর-প্রদত্ত এই স্থানের দখল লইয়া বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বৈরাগীর বিশ্বাস এই যে, ঐ স্থানের প্রাচীন পুষ্করিণী

শিখ-গুরুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। সাধারণের গ্রহণোপযোগী কোনও 'সূত্র' বা নীতি তিনি প্রচার করেন নাই; কোনরূপ কার্য্যকরী নিয়মও তিনি বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তিনি সাত বৎসর গুরু-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নানকের পরবর্ত্তী শিখ-গুরুগণ, বিয়াল্লিশ বৎসরের চেষ্টাতেও, শিখগণের অধিক শিষ্য-সংখ্যা বাড়াইতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কিরূপে ধীরে ধীরে উন্নতি-লাভ করিয়াছিল। *

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রামদাসের পুত্র অর্জ্জুন শিখদিগের গুরুপদে বরিত হন। এইরূপে তাঁহার মাতার (উমার দাসের কন্যার) মনোবাঞ্ছা

তাঁহাদের সম্প্রদায়ের পৃষ্টপোষক দেবতা রামের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।—ইহা বলিয়াই সে বিবাদ করিত। কিন্তু শিখগুরু স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিয়াছিলেন, তিনিই সেই বীরের প্রকৃত প্রতিকৃতি। বৈরাগী কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিল না; রামদাস মৃত্তিকার গভীরতম তলদেশ খনন করাইয়া তাঁহার অনুচরদিগকে তাঁহার কথিত দেবতার কীর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন।

* বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাই কাণ সিং একখানি হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার-সাধন করেন। তাহাতে দেখা যায়, তিনি (নানক) তাঁহার ৮৪ জন শিষ্যের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গের তাহাই মর্ম্ম।

রামদাস ১৫৮১ সম্বতে (১৫২৪ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর (অমৃত সরোবর) প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

পূর্ণ হয় * অর্জ্জুনই সর্ব্ব-প্রথম নানক-প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন। সেই সমুদয় নীতি, জীবন ও সমাজের কোন্ অবস্থায় কিরূপভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে,—তিনিই তাহা সর্ব্বপ্রথম অনুধাবন করেন। অমৃতসরে তাঁহার শিষ্যগণের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পার্থিব ভোগ-লালসায় আকৃষ্ট হইয়া, এই পবিত্র স্থানে তাহারা একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইত। যে স্থানে এক সময়ে রামদাসের নির্জ্জন পর্ণকুটীর ও পুষ্করিণী, বিদ্যমান ছিল, সেই স্থান এক্ষণে বহুজনাকীর্ণ সহরে পরিণত ;—উহা শিখদিগের একটী মহৎ তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত †। পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণের

* রামদাসের দুইটী কি তিনটী পুত্র ছিল,—তাহা সন্দেহস্থল। পৃথীচাদ (বনাম ভারতমল বা ধীরমল), অর্জ্জুন এবং মহাদেও তাঁহার এই তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্জ্জুন ও পৃথীচাদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ ছিলেন,—তাহাতেও সংশয় জন্মে; তবে ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যদিও পৃথীচাদ পিতার মৃত্যুর পর ধর্ম্মাধিকরণের দাবী করেন নাই, কিন্তু ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বের জন্য জিদ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে বিষ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করে। (Compare Malcolm, 'Sketch', p. 30 and 'Dabistan', ii. 273). শতদ্রুর নিকটবর্ত্তী স্থানে, বিশেষতঃ ফিরোজপুরের দক্ষিণে "কোটহার-সুহাই" নামক স্থানে পৃথীচাদের বংশধরগণ আজিও বসবাস করিতেছে।

† শিখদিগের সাধারণ বিবরণে দেখা যায়,—অর্জ্জুন অমৃতসরেই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুকাল 'তারাণ-তারাণ' ("Turun Tarun") নামক স্থানে বাস করেন; এই স্থান অমৃতসর

সূত্র বা নীতি সংগ্রহ করিয়া, অর্জ্জুন একত্র বিন্যাস করেন। * তাঁহাতে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের ধর্ম্ম-সংস্কারকদিগের সবিশেষ পরিচিত ও উপযোগী গ্রন্থসমূহ সংযোজিত হয়। পরিশেষে তৎসহ স্ব-হস্ত-লিখিত ঈশ্বরোপাসনার বিধি ও সদুপদেশ সমূহ গ্রথিত করিয়া, অর্জ্জুন ঘোষণা করেন, সেই সঙ্কলনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "গ্রন্থ" বা ধর্ম্মশাস্ত্র। শিষ্যগণের নৈতিক এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত আচার-পদ্ধতি পরিচালনার জন্য অর্জ্জুন কয়েকটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। সেই নিয়ম প্রবর্ত্তনকালে, তিনি বলেন,—সাধারণ লোক, এমন কি ধর্ম্মাচার্য্য ব্রাহ্মণগণও, বেদাধ্যয়নে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; এক্ষণে তাহাতে আর এক তিল পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন করাও কর্ত্তব্য নহে। † ইতিপূর্ব্বে শিষ্যগণ যে সকল পূজোপহার (প্রণামী) প্রদান করিত, এক্ষণে তাহা রীতিমত

এবং শতদ্রু বিপাশা নদীদ্বয়ের মিলন স্থানের মধ্যে অবস্থিত। (Compare the 'Dabistan,' ii. 275)

* Malcolm, "Sketch," p. 30. সাধারণ জনশ্রুতি ও অনেকানেক গ্রন্থকারের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অর্জ্জুনই "প্রথম-গ্রন্থ" (Frist Grunt'h) সঙ্কলন করেন; কিন্তু নানকের অনেক ধর্ম্মোপদেশ অঙ্গদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফর্ষ্টার (Forster, Travels, i. 297) বলেন, রামদাস প্রথমে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগের ইতিহাস এবং মূল-সূত্র সঙ্কলন করিয়া তাহাতে টীকা সন্নিবেশ করেন। সেই গ্রন্থকর্ত্তা (Forster, Travels, i. 297 note) প্রতিবাদসূচক বাক্যে আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অঙ্গদই ইহার সঙ্কলন-কর্ত্তা।

† "Adee Grunt'h," in that portion of the "Soohee" Chapter written by Arjoon. (আদি গ্রন্থের 'সুহি' অধ্যায়ের যে অংশ অর্জ্জুন লিখিয়াছেন,—তাহাই দ্রষ্টব্য।) "আদি আমরা এখন

রূপে পরিণত হইল: অর্জ্জুনের প্রাধান্য-সময়ে তাঁহার শিষ্য ও সহচরগণ, প্রত্যেক সহরে ও প্রদেশে বসবাস বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এবং তাঁহাদিগের পূজা ও প্রণামী প্রদানে, শিখগণ স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। সামাজিক রীতি এবং স্বাভাবিক গুরুভক্তি বশতঃ সাংবৎসরিক ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া গুরুর পাদপদ্মে শিখগণ যে প্রণামী প্রদান করিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রতিনিধিগণ দেশের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতেন। সমসাময়িক মোসান ফাণী বলিয়াছেন,—এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, শিখগণ রীতিমত রাজ্যশাসন-তন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।* অর্থ-সংগ্রহ এবং প্রাধান্য-বিস্তৃতির অন্যান্য উপায় উদ্ভাবন করিতেও অর্জ্জুন অমনোযোগী ছিলেন না। শিষ্যগণকে অর্জ্জুন বিদেশে প্রেরণ করিতেন। শিষ্যগণ ধর্ম্মে যেমন বিশ্বাসী ও অনুরাগী ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেও সেইরূপ প্রবল প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণ তুর্কীস্থান হইতে ঘোড়া ক্রয় করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; সওদাগরী ব্যবসায়েও তাহারা বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।†

ধর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বীদিগের মধ্যে অর্জ্জুন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ বলেন, বহুসংখ্যক যোগী ও

গ্রন্থের কতক বিবরণ জানিতে হইলে, পরিশিষ্টের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (See Appendix i, "Adee" or "First Grunt'h.")

* The 'Dabistan,' ii. 270 &c. Compare Malcolm, 'Sketch,' p. 30.

† শিখদিগের সাধারণ বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। Compare the 'Dabistan,' ii. 271.

ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ধনী এবং সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অর্জ্জুন, লাহোর প্রদেশের রাজস্ব-সচিব চাণ্ডু সাহের কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।* তিনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। জাহাঙ্গীরের পত্র

* Compare Forster, "Travels" i 298 (ফর্ষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম পুস্তকের ২৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। শিখদিগের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অর্জ্জুনের পুত্রই চাণ্ডু-কন্যা-বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন। চাণ্ডু গর্ব্বিতভাবে এ প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদিও অর্জ্জুন একজন বিখ্যাত এবং ধনী ব্যক্তি, তথাপি সে একজন ভিক্ষুক মাত্র।" এই কথা শুনিয়া, উপহাসের জন্য অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধের শান্তিহেতু এবং পুনরায় তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপনের জন্য, চাণ্ডু নিজে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন সে বিবাহে কিছুতেই সম্মত হন নাই।

নামের শেষে "সা" (সাহ) শব্দের যোগ,—ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত একটী কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপাধি মাত্র। ইহা পারস্য ভাষার শব্দ; ইহার অর্থ "রাজা"। কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'মহারাজা' উপাধি প্রচলিত, মুসলমান ফকিরদিগের মধ্যেও তেমনই "সা বা সাহ" উপাধি প্রযুক্ত হয়; ইহাতে একজন প্রধান সওদাগর বুঝায়; অথবা "সাহু" বা "সাহুকর" শব্দের অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শব্দ "সা" অথবা "সুহাই" শব্দের অপভ্রংশরূপে "নাম" অথবা "পদবী"স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত নর্ম্মদার তীরবর্ত্তী 'গওরগণ' সকলেই নামের সঙ্গে "সাহ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

খসরু যখন রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কিছুকাল পঞ্জাব অধিকার করেন, তখন অর্জ্জুন ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। বাদসাহ এক সময়ে গুরুকে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আহ্বান করেন; কথিত হয়, প্রধানতঃ চাণ্ডু সাহের প্ররোচনায় বাদসাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন চাণ্ডুসাহের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ায়, অবসর বুঝিয়া, বাদসাহের নিকট চাণ্ডু সা জ্ঞাপন করেন,—"অর্জ্জুন একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি; উঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে।" * ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ,—ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের দৃঢ়

* "Dabistan", ii. 272, 273. শিখদিগের সকল বিবরণেতেই গুরুর দুর্দ্দশা এবং বিচার সম্বন্ধে এক মত; কোথাও তাঁহার রাজদ্রোহিতার বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। তাহারা সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে যে, বাদসাহ গুরুর ধর্ম্মনিষ্ঠতা এবং নির্দ্দোষিতায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; অথচ তাহারা বলে, চণ্ডুর ঈর্ষাবশতঃ এবং আজ্ঞা অবহেলা করায়, গুরু পুনঃপুনঃ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। (Compare Malcolm, 'Sketch,' p. 32) মোসান ফানীও বলিয়াছেন, খসরুর মঙ্গল প্রার্থনা করায় থানেশ্বরের একজন মুসলমান সন্ন্যাসীও জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। (Dabistan, ii. 273) বাদসাহ জাহাঙ্গীর ('Memoirs,' p. 86) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যখন তিনি লাহোরের সাত শত বিদ্রোহীকে বিধ্বস্ত করিয়া সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি থানেশ্বরের শেখ নিজাম নামক এক ব্যক্তিকে একটী উপহার প্রদান করেন (Memoirs p. 81.)। সম্ভবত, তৎপরে তাহার বিদ্রোহিতাচরণের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

বিশ্বাস,—বাদসাহের অনুমতিক্রমে গুরু একদিন ইরাবতী নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন; প্রহরিগণকে ভীত এবং চমৎকৃত করিয়া, সেই স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনীর মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হন।' *

অর্জ্জুনের ধর্ম্মাধিকরণ কালে, তাঁহার শিষ্যগণের মনে নানকের নীতি-সমূহ দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল। † গুরদাস নামক তাঁহার একজন শিষ্য এরূপ উদার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে গুরুর উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি হইয়াছিল। গুরদাস আপন গুরুকে ব্যাস বা মহম্মদের স্বলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে,—নানক ঈশ্বর-প্রেরিত; বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা; পৃথিবীর বর্ত্তমান পাপভার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর আচার ব্যবহার দূর করিবার জন্যই নানকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মুসলমানদিগের অন্ধ-ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং তাহাদিগের উদ্ধত প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদী ছিলেন;—হিন্দুদিগের সন্ন্যাস-ধর্ম্মে ঘৃণা করিতেন। তিনি পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে

* Compare Malcolm 'Sketch,' p. 33. ; the 'Dabistan,' ii. 272-3 ; and Forster. 'Travels,' i. 298.

একটী বিবরণানুসারে জানা যায়,—১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার জন্ম-বৎসর ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ হওয়াই অধিক সম্ভবপর। ১৬৬৩ সম্বৎ, ১০১৫ হিজিরা, অথবা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

† মোসান ফানী (Mohsun Fanee, 'Dabistan,' ii, 270), অনুধাবন করিয়া বলিয়াছেন, অর্জ্জুনের সময়ে শিখগণ দেশের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। নানক যে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর উপাসনা করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই ধর্ম্মনিষ্ঠ শিখের কঠোর অথচ অনুরাগপূর্ণ বিধানগুলি "আদি-গ্রন্থে" সন্নিবিষ্ট করিতে অর্জ্জুন অস্বীকার করেন। হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, নানক যে নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের অনুপযোগী; কেননা, নানকের নীতিসমূহ কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণা বা ভয় প্রদর্শন করে না। বস্তুতঃ, গুরুদাসের হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি ব্যবহারিক কার্য্যকলাপের রূপক বর্ণনা বিশেষ; সে গুলিকে ঈশ্বরের গুণানুবাদমূলক সরল স্তোত্র বলা যাইতে পারে না। তাঁহার উদ্ভাবিত নীতিসমূহে নানকের উদ্দেশ্য বরং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নানকের প্রধান উদ্দেশ্য,—হিন্দু-মুসলমান সকলেই তৎপ্রবর্ত্তিত অভিনব ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া, নূতন ভাবে বিমোহিত হইবে। গুরুদাস যে নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—তাহাতেও নানকের উদ্দেশ্য বিশেষ-রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। নানকের গূঢ় কল্পনাপ্রসূত দিব্যজ্ঞান পরিবর্ত্তিতভাবে এই সময়ে লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল; সকলেই সেই নীতি অবলম্বন করিয়া নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে গুরুদাসের হস্তলিখিত নীতিসমূহ উপেক্ষনীয় নহে। নানক কখনও ছলনা বা প্রতারণা করিতেন না; তিনি মানবের পাপাসক্তির জন্য সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন; তিনি স্বদেশবাসীদিগকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। গুরুদাস প্রমুখ সমগ্র শিখজাতি নানককে স্বর্গীয় শক্তি বলিয়া মনে করিত; তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ভক্তি করিত; জগতের পাপভার মোচনের জন্য ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার আবির্ভাব,—ইহাই বিশ্বাস করিত। ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভবিষ্যৎ আশা ও চিন্তার বিষয়

আলোচনা করিলে, নানকের প্রচারিত নীতি-সমূহের গুপ্ত উদ্দেশ্যের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। *

---

* ভাই গুরুদাস বল্লভের ঐ নামযুক্ত অথবা "জ্ঞান-রত্নাবলী" নামক গ্রন্থ শিখগণ অতি সযত্নে পাঠ করিত। (Malcolm, Sketch, p. 30. note) এই পুস্তকখানি চল্লিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং বিভিন্নরূপ কবিতায় রচিত। ইহার কতকগুলি অংশ পরিশিষ্টের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে। ম্যাল্‌কম-কৃত "সার-সংগ্রহের" ১৫২ পৃষ্ঠায়ও ইহা দৃষ্ট হয়। (Appendix iii and in Malcolm, 'Sketch', p. 152&c.) গুরুদাস, অর্জ্জুনের কেরাণী ছিলেন; তিনি অভিমান ও গর্ব্বের জন্য গুরুর বিরাগভাজন হন, এবং সেইজন্য গুরু তাঁহার নীতিসমূহ 'গ্রন্থে' সন্নিবিষ্ট করিতে অস্বীকার করেন। সময় এবং চিন্তার আবর্ত্তনে,—শিখগণ আর একটী অলৌকিক কার্য্যের বিষয় বলিয়া থাকে,—গুরুদাস নিজের দোষ এবং নীচতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শিষ্যের অনুতাপ বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, তাঁহার হস্তলিপি "গ্রন্থে" সন্নিবিষ্ট হইবে। কিন্তু গুরুদাস শেষকালে এত ধীর ও নম্র হইয়াছিলেন যে, তিনি গুরুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নীতিসমূহ "গ্রন্থে" সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত নহে। অতঃপর গুরু এই নিয়ম প্রচার করিলেন যে, যাহাই হউক না কেন, শিখজাতি এ নীতিসমূহ অবশ্য পাঠ করিবে। তিনি বলেন, (Malcolm, "Sketch," p, 30. note) পিতৃ-অভিষেক বা প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে অর্জ্জুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা এই গুরুর অসাধারণ অনুজ্ঞাসূচক ক্ষমতার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(Malcolm, "Sketch," p. 30.) ম্যাল্‌কম বলেন,—চাণ্ডু শা (বা চুনীচাঁদ) এবং গুরুদাস একই ব্যক্তি; যাহা হউক, এস্থলে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

অর্জ্জুনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র গুরুপদে অভিষিক্ত হইবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিনি তখন শিশু; সুতরাং অর্জ্জুনের ভ্রাতা পৃথ্বীচাঁদ সেই গুরু-পদ প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন,—সেই বিশ্বাসে শিখগণ অবিলম্বে অর্জ্জুনের পুত্রকেই আপনাদিগের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিমধ্যে পৃথ্বীচাঁদও কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহারা পৃথ্বীচাঁদের নিয়মাবলী অনুসরণ করিল। এইরূপে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইল;—বিবাদ এবং বিবর্ত্তনের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। পরিশেষে সম্প্রদায় ও ধর্ম্মমত যতই বাড়িতে লাগিল বিবাদ ও দলাদলি ততই বাড়িয়া উঠিল।* অর্জ্জুনের মৃত্যুকালে, পুত্র হরগোবিন্দের বয়স এগার বৎসরের অধিক ছিল না। কিন্তু শিষ্যগণের নিকট চাণ্ডু সাহের শত্রুতার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি নানা উপায়ে চাণ্ডু সাহের বিরুদ্ধে বাদসাহকে উত্তেজিত করিলেন; বাদসাহ কর্ত্তৃক চাণ্ডু সাহের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল। এরূপও কথিত হয়, বাদসাহের নিকট কোনরূপ আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া, হরগোবিন্দ নিজেই চাণ্ডু সাহের নিধন-সাধন করেন।† চাণ্ডুর মৃত্যু এবং হর-

* Malcolm, "Sketch," p. 30. and "Dabistan" ii. 273. এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাবলম্বিগণ "মিনা" (Meena)" নামে অভিহিত। গোলাম কাদী বলেন, পঞ্জাবে এই শব্দ "ঘৃণা বা অখ্যাতিসূচক" অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। মতবিশেষের প্রতি আদিম খৃষ্টানদিগের শ্রদ্ধা অনুভব করিয়া, 'পল' তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। (I Corinthians, i. 10-13)

† Compare Forster, "Travels," ii. 298.

গোবিন্দের গুরুপদ-প্রাপ্তির প্রথম সময়ের বিবরণ যেরূপই হউক না কেন,—হরগোবিন্দ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখদিগের ধর্মগুরু এবং নেতৃপদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নানক গার্হস্থ্য-ধর্মের নীতিসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন; নানকের অনুজ্ঞা ও সেই নীতি-সমূহ অর্জ্জুন কর্তৃক ব্যবহারোপযোগী হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে হরগোবিন্দ যে নবশক্তি প্রদান করিলেন, তাহাতে ঐ সম্প্রদায় প্রচলিত বহু-বিস্তৃত এবং সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে পরিগৃহীত হইল। অবস্থা-বশে এবং স্বাভাবিক প্রতিভাবলে হরগোবিন্দ যে নূতন প্রথা প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। পিতার অপমৃত্যুতে তাঁহার মানসিক বৃত্তি বিচলিত হইয়াছিল; তিনি পিতৃ-প্রদর্শিত নীতি অতিক্রম করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র অতি নীচ ব্যক্তিকেও আত্মরক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে; হর-গোবিন্দ মস্তুর উপদেশ জানিতেন। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের সেই প্রভাব তাঁহার মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; তিনিও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।* কূট-রাজনৈতিক নিয়মানুসারে, অর্জ্জুন সওদাগরের ন্যায় বাণিজ্য করিতেন; ধর্ম্মকার্য্য সময়ে যাজকত্ব করিতেন। কিন্তু হরগোবিন্দ এক্ষণে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন; বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ

---

* এই শেষোক্ত অনুমিত বিষয়ে ম্যালকম-কৃত 'সারসংগ্রহের' ৪৪ ও ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (See Malcolm's, "Sketch", p. p. 44, 189.) অনুমান হয়,—মুসলমান-রাজত্ব সময়ে, এ সম্বন্ধে মনুর নীতি-সমূহ অনেক দিন হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ অনুমানে ন্যায্য বিষয়ে যুক্তি-তর্ক সম্বন্ধে অনেকটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে হরগোবিন্দ সম্রাটের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিতেন; হরগোবিন্দ অসীম সাহসে সৈন্য পরিচালনা করিয়া আপন শত্রু অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিতেন। নানক নিজে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; জ্ঞানবান্ অর্জ্জুন সেইরূপ পরিমিতাচার অবলম্বন করিয়া যোগিজনোচিত জ্ঞান ও ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসিক হরগোবিন্দ পশু শীকার করিতে ভালবাসিতেন এবং মাংসাহার করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণও গুরুপ্রদর্শিত রীতি অনুকরণ করিয়াছিল। * সৈন্যদিগের নেতৃত্বে, শত্রুর অনুসরণে এবং যুদ্ধের বিপদাশঙ্কায় এই যুদ্ধপ্রিয় ধর্ম্মগুরু সর্ব্বদাই আনন্দ উপভোগ করিতেন। পিতার শোক, ধর্ম্মনেতার কর্ত্তব্য এবং মনের উচ্চাভিলাষ—এতৎসংমিশ্রণে ধর্ম্মনেতা হরগোবিন্দের মন সংগঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তদনুসারেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবর-পুত্রের রাজ্য-শাসন সময়ে শিখগণ আংশিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেও হরগোবিন্দের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। পলাতক এবং অপরাধিগণকে হরগোবিন্দ সমভাবে শিষ্যরূপ গ্রহণ করিয়া দলভুক্ত করিতেন। যদিও তাহারা অনেক সময়ে আপনাদিগের রীতি-প্রকৃতি সংশোধন করিতে পারিত না, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা উপস্থিত হইলে তাহারা হরগোবিন্দের পক্ষ হইয়া প্রাণপণে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। ফলতঃ, তাহাদের বিশ্বাস ছিল—ধর্ম্মনিষ্ঠ শিখগণই স্বর্গে গমন করিবে। † একটী আস্তাবলে হরগোবিন্দের আটশত ঘোড়া ছিল; তিন শত অশ্বারোহী শিখ সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাবাহী থাকিত। যদি হরগোবিন্দ কখনও নিহত

* The Dabistan, ii. 248 and Malcolm, "Sketch" p. 38.

† The "Dabistan", ii. 284, 280.

হওয়ার বিষয় মনে করিয়া ভীত হইতেন, তাহা হইলে বাটজন বন্দুকধারী প্রহরী তাঁহার শরীর রক্ষক নিযুক্ত হইত।* হরগোবিন্দ শিখদিগকে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহারা সেই শক্তি ও উত্তেজনা বলে সমগ্র হিন্দু-জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়াছিল। হর-গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ পূর্ব্বের রীতি আর অনুসরণ করিল না; সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগের সীমাবদ্ধ পথ অবলম্বন করা তাহারা বিপজ্জনক মনে করিল।†

---

* The "Dabistan" ii. 277.

† ম্যাল্কম (Sketch, p. 34-35) এবং ফর্ষ্টার ("Travels," p. 298, 299) উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলমান-দিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিষয়ক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, হরগোবিন্দ কতক-পরিমাণে এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরগোবিন্দের পিতৃ-মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়; তিনি শিখদিগকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করেন; প্রকৃত যোদ্ধার স্থায় সৈন্ত পরিচালনা করিয়া শত্রু-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। শিখগুরু হরগোবিন্দ যে কারণে এরূপ যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন, মোসান ফাণী তাহা আশ্চর্য্যজনক এবং অস্বাভাবিক মনে করেন নাই; সুতরাং "দেবীস্থান" নামক তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের সংস্কার সম্বন্ধে শিখগণ নিজেরাই বলে যে, মিথিলা দেশের পৌরাণিক 'জনকের' যার্থ-ভাবিক নীতির সহিত উহার আছে। নানকের শরীরে এই মহাত্মার মুক্তাত্মা প্রবিষ্ট হওয়ায়, নানক তৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ('Dabistan,' ii 268)। ব্যক্তিগত পৌরাণিক বার্ত্তায় বিশ্বাসে তাহারা তাহাদিগের শাসনকর্ত্তার আদর্শ অনুগ্রহ করিয়াছে।—অর্জ্জুনের স্ত্রীর পুত্র-সন্তান ছিল না;

হরগোবিন্দ বাদসাহ জাহাঙ্গীরের একজন অনুচর হইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে, তিনি অসমসাহসিক যোদ্ধৃপুরুষ এবং উন্মত্ত

তিনি ইহজীবনে পুত্রের মাতা হইতে পারিলেন না বলিয়া হতাশ হইতে লাগিলেন। তিনি নানকের একমাত্র পুরাতন বন্ধু 'ভাই বুধার' নিকট তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে গমন করেন। কিন্তু ভাই বুধা তাঁহার অবস্থা ও বহুমূল্য পুজোপহার দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। অতঃপর তিনি নগ্নপদে গরীব প্রজার উপযুক্ত যৎসামান্য খাদ্য মস্তকে লইয়া একাকী মহাত্মার সান্নিধ্যে গমন করেন। ভাই বুধা তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া হাসিয়া বলিলেন,—তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইবে, এবং সেই পুত্র "দেগ" ও "তেগ" ('Deg and Tegh') উভয়ে আধিপত্য করিবে। অর্থাৎ সরলভাষায়—সাধারণতঃ খাদ্য এবং তরবারি ভাণ্ডারের (অস্ত্র-শস্ত্র); কিন্তু সার-কথায়, ঈশ্বর-প্রসাদ এবং রাজশক্তির অধিকারী হইবে। জনকের "রাজ" এবং "যোগ" (১) শব্দদ্বয়ের সহিত,

(১) রাজ মেন যোগ কুমাইও ('Raj men jog koomaio') অর্থাৎ—পরলোকের পুণ্য ও ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে, অথবা পৃথিবীতে ঐহিক রাজ-শক্তি পরিচালনা-কালে, সুখে-সচ্ছন্দে বাস করিতে এবং ঈশ্বর-কৃপা পাইতে অভিলাষী হইলে, "রাজ ও যোগ" আচরণ করিও—এইরূপ বাক্যই অতরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; "আদি-গ্রন্থেও" ইহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি ভাট-কবি "সিউউইয়াস" (Suweias) মধ্যেও ইহা ব্যবহার করে। এইজন্ত 'বিকা' (Beeka) নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "রাম-দাস (চতুর্থ গুরু) উহার দাসের নিকট "রাজ ও যোগ" সম্বন্ধে তক্ত (Takht) বা সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ধর্ম্ম-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হন; তাহার স্বাভাবিক গুণ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাটের সৈন্যের সহিত তিনি কাশ্মীরে গিয়া-

ভারতীয় মুসলমানদিগের 'পিরি' ও "মিরি" শব্দদ্বয়ের সহিত, য়িহুদীদিগের ভাবী যীশুখৃষ্ট (Messiah) এবং 'মেকসিছেদেক'দিগের পৌরহিত্য ও রাজত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের সহিত "তেগ ও দেগ" শব্দ তুল্যার্থব্যঞ্জক। কথিত হয়,—এইরূপে হরগোবিন্দ দুইখানি (তরবারি) অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন;—একখানি তাঁহার পারমার্থিক শক্তি, এবং অপরখানি তাঁহার শাসন-কর্তৃত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ ঘোষণা করিতে ভালবাসিতেন যে, একখানি তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় এবং অপরখানি মুসলমান-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে ধারণ করিয়াছিলেন। (See Malcolm, "Sketch," p. 35).

যাহা হউক, অর্জ্জুনের মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্রের তেজ-প্রকৃতি, এই উভয় কারণেই শিখজাতি অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই পরিবর্ত্তন কিরূপে সাধিত হইল, তাহা স্পষ্টরূপে অনুমিত হয় না; অথবা সে বিষয়ের অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত ঘটনা খুঁজিয়া বাহির করিবারও কোন উপাদান পাওয়া যায় না। প্রাচীন খৃষ্টানদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সিজারের সময় যাহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন কার্য্যে ঘৃণা করিত, তাহারা যে পরিবর্ত্তন ও উন্নতিবলে 'ডাইওক্লিসিয়ানের' রাজত্ব সময়ে সৈন্য-দলভুক্ত হইয়া সৈন্যসংখ্যার মাত্রা পূর্ণ করিয়াছিল; এবং পরিশেষে 'কনস্টান্টাইন' নামক এক ব্যক্তিকে ইউরোপীয় সৈন্যদলের অধিপতি মনোনীত করিয়াছিল;—সেই পরিবর্ত্তন ও উন্নতি কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনভিজ্ঞ।

ছিলেন; তিনি এক সময়ে মোগলদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা মোল্লাদিগের সহিত পবিত্র ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে যে বেতন দিতে হইবে, সেই বেতনের টাকা আপনার নিকট রাখিবার জন্য এক সময়ে সম্রাটের সহিত হরগোবিন্দের মতান্তর ঘটিয়াছিল। হরগোবিন্দের বহুসংখ্যক শিষ্য ও অনুচর ছিল। পশুশিকারে তিনি একান্ত আসক্ত ছিলেন; মানবের ধর্ম্মগুরুরূপে তিনি স্বাধীনতার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। বন এবং শিকার সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করায়, বাদসাহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন; অধিকন্তু অর্জ্জুনের প্রতি যে অর্থ দণ্ড হইয়াছিল, অর্জ্জুন তাহা কখনও পরিশোধ করেন নাই; এই সকল কারণে, বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে হরগোবিন্দকে কারাবদ্ধ করেন। সেখানে তাঁহার জন্য অতি সামান্য মাত্র আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বিশ্বাসী শিষ্যগণ, ইহাতেও কিন্তু তাহাদের নেতাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রকৃত গুণশালী বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা সকলে গোয়ালিয়রের দুর্গ-প্রাকারের নিকট সমবেত হইল; যে দুর্গে উৎপীড়িত গুরু আবদ্ধ ছিলেন, সেই দুর্গ-প্রাচীর সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর কারামুক্তি পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ করিয়াছিল। অবশেষে বাদসাহ দয়াপরবশ হইয়া অথবা কুসংস্কার প্রণোদিত হইয়া, গুরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। *

* Compare the 'Dabistan,' ii. 273, 274 and Forster, "Travels," i. 290, 299. দেশীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কাশ্মীর-ভ্রমণ এবং মুসলমান যোদ্ধাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপের বৃত্তান্ত উদ্ভূত হইয়াছে। মোসান ফানীর মতে হরগোবিন্দ দ্বাদশ বৎসরকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ফরষ্টার বলেন, প্রথমে একজন মুসলমান সেনা,

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ মুসলমান বাদসাহের অধীনেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি পঞ্জাবের রাজকীয় মুসলমান কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য তুর্কদেশ হইতে কয়েকটী বহুমূল্য ঘোটক আনয়ন করিয়াছিল। কথিত হয়, সেই ঘোড়াগুলি বাদসাহের সম্পত্তি বলিয়া অবরুদ্ধ হয়; একটী ঘোটক পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের কাজী (বিচার কর্ত্তা) প্রাপ্ত হন। গুরু সেই ঘোটক খরিদ করিবার ছল করিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করেন। এইরূপে প্রতারিত হওয়ায়, বিচারকর্ত্তা কাজী হরগোবিন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। আর একটী কারণে তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। শিখগণ বলেন, কাজীর কন্যা, এবং মুসলমানগণ বলেন কাজীর উপপত্নী, গুরুর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এবং গুরু তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কারণেও হরগোবিন্দ মুসলমানদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মুসলমানগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। মুকুলিস খাঁ নামক একজন সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাদসাহের সমগ্র সৈন্য শিখদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া-

---

হরগোবিন্দকে বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন; এই নেতার মধ্যস্থতায় তাঁহার কারামুক্তি হয়।

বাদসাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে, যোগী ও ঐন্দ্রজালিক-দিগের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান-সম্বন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের ১২৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা, বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য। সেস্থলে একজন ঐন্দ্রজালিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ বর্ণিত আছে।

ছিল। কথিত আছে,—এই যুদ্ধে তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্যের নিকট রাজকীয় সাত হাজার সৈন্য পরাজিত হয়। অতঃপর শিখধর্ম্মাবলম্বী একজন দস্যু লাহোর হইতে বাদসাহের দুইটী শ্রেষ্ঠ ঘোটক চুরি করিয়াছিল; তজ্জন্য প্রাদেশিক সৈন্যগণ কর্তৃক গুরু পুনরায় আক্রান্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে সেই সমুদায় সৈন্য বিধ্বস্ত এবং সেনাপতিগণ নিহত হইয়াছিল। তখন হরগোবিন্দ মনে করিলেন যে, শতদ্রুর দক্ষিণ ভাতিন্দা নামক নির্জ্জন বন্য-প্রদেশে যাইয়া কিছুকাল বাস করাই বিধেয়;—ভাবিলেন, সেই স্থানে তিনি নিরাপদে বাস করিবেন; রাজকীয় সৈন্যগণ সেরূপ দুর্গম স্থানে যাইয়া তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করা নিষ্প্রয়োজন বা বিপদসঙ্কুল মনে করিবে। তিনি সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আর আসিল না। নূতন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্যই যেন, পুনরায় তিনি পঞ্জাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পায়েণ্ডা খাঁ নামক এক ব্যক্তির মাতা হরগোবিন্দের ধাত্রী ছিল। এই স্ত্রীলোক এক সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। হরগোবিন্দ তাঁহার সেই ধাত্রী-পুত্রের প্রতি এতদিন বিশেষ দয়াপরবশ ছিলেন, এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিতেন। কোন সময়ে ঘটনা-বশতঃ গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটী বহুমূল্য বাজ পক্ষী উড়িয়া পায়েণ্ডা খাঁর বাড়ীতে যায়। পায়েণ্ডা সেই বাজ-পক্ষীটী নিজে রাখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পক্ষীটীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে। সেই পক্ষীটী আবদ্ধ করায় জন্য পায়েণ্ডা খাঁ একটু অপদস্থ হইয়াছিল। পায়েণ্ডা গুরুকে ছলনা করিল, এবং ক্রমশঃ গুরুর প্রকাণ্ড শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে হরগোবিন্দের উপস্থিতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহার ক্ষমতা লোপ করিতে, এবং শত্রু-দমন কল্পনে, পায়েণ্ডা খাঁ বাদসাহের সেনাপতি নির্দ্দিষ্ট হইল। পায়েণ্ডা খাঁ গুরুকে আক্রমণ করিল। কিন্তু যুদ্ধ-কুশল গুরুর তাঁহার সৈন্যের

শত্রুকে স্বহস্তে নিধন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে একজন সৈনিক-পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় গুরুকে আক্রমণ করিয়াছিল; গুরু তাহার অস্ত্রাঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, তাহাকে নিহত ও পদতলে পাতিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলেন,—"তুমি যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলে, তরবারি সেরূপে ব্যবহৃত হয় না। আমি তোমাকে যেরূপে নিপাতিত করিয়াছি, সেইরূপে শত্রু-ধ্বংসের জন্যই তরবারি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" গুরুর এই উপদেশ-পূর্ণ বাক্য অবলম্বন করিয়া, 'দেবীস্থান'-রচয়িতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে,—"হরগোবিন্দ ক্রোধ পরবশ হইয়া কাহাকেও অস্ত্রাঘাত করিতেন না; তিনি নিহত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহার সাথে আঘাত করিতেন; কারণ, শিক্ষাবিধান করাই গুরুর একমাত্র কার্য্য।" *

বোধ হয়, ইহা ভিন্ন হরগোবিন্দকে আরও অনেকানেক বিপদসঙ্কুল ও দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। এই কারণে তিনি সময় সময় ঘোর বিপজ্জালে জড়িত হইতেন; কিন্তু তাঁহার অনুচর শিখগণ সর্ব্বদাই সুসজ্জিত থাকিত। পঞ্জাবিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পারস্য

---

* See the "Dabistan", ii. 275; ('দেবীস্থানের' দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রধানতঃ ঘটনাবলীর পর্য্যায় বর্ণনা ক্রমেই এদেশবাসী মুসলমান এবং শিখদিগের দেশীয় বিবরণ অনুসৃত হইয়াছে। যাহা হউক, ভক্তগণ একজন শিষ্যের ঘোটকসমূহের অববোধ সম্বন্ধে 'দেবীস্থানের' দ্বিতীয় পুস্তক—২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Dabistan, ii. 284).

দেশীয় একজন প্রাচীন ও বিখ্যাত ধার্ম্মিক যোগিপুরুষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। * ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে শতদ্রুর তীরবর্ত্তী কীর্ত্তিপুর নামক স্থানে হরগোবিন্দ সুখ-শান্তিতে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কহলুর নামক স্থানের পার্ব্বত্য রাজা হরগোবিন্দকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরু-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ শিষ্যগণ কয়েকজনের ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিল। হর-গোবিন্দের একজন রাজপুত শিষ্য গুরুর চিতাগ্নির মধ্যে ঝম্প প্রদান করতঃ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গুরুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে। 'জাঠ' জাতীয় একজন শিষ্যও ঐরূপ ভয়াবহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অন্যান্য শিষ্যগণ ঐরূপ কার্য্য অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী গুরু, হর রায়, তাহাদের এইরূপ আত্মোৎসর্গে বাধা প্রদান করিলেন। †

---

* The "Dabistan", ii. 280.

† "দেবীস্থানের" বর্ণনা অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ('Dabistan', ii. 280, 281.) "দেবীস্থানের" মূল অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে যে,—৩রা মহরম, ১০৫৫ হিজিরী অথবা ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১০শে ফেব্রুয়ারিতে হরগোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যাল্কমের 'সারসংগ্রহ' (Malcolm, 'Sketch', P. 37) এবং ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' (Forster, 'Travels', i. 299)—উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আছে যে, ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু হয়। এই বিবরণেই প্রকৃত এবং সত্যরূপ। এইরূপ গণনায় হয়ত তাঁহারা স্পষ্টই মনে করিয়াছেন যে, ১৭০১ সম্বৎ, ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের সহিত সর্ব্বাংশে তুল্য। কিন্তু কেবল যে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম নয় মাসের সহিত ১৭০১ সম্বতের শেষ অংশের মিল,—এ বিষয় তাঁহারা ভাবেন নাই। বর্ত্তমান ইতিহাসের

হরগোবিন্দের সময়ে শিখদিগের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অর্জ্জুনের রাজস্ব-বিষয়ক নীতির ফলে এবং তৎপুত্রের অস্ত্রধারণ ব্যাপদেশে, বৃহৎ সাম্রাজ্য মধ্যে শিখদিগের স্বতন্ত্র একটী রাজ্য গঠিত হইল। যখন গুরু তাঁহার সরল-বিশ্বাসী মুসলমান বন্ধুর সহিত কৌতুক করিতেন, কিংবা অভিমানের জন্য বন্ধুকে তিরস্কার করিতেন, তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুপ্ত শক্তি প্রকাশ পাইত। একদিন তাঁহার বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"উত্তর দেশের এই রাজা, দিল্লীর বিষয় এবং তত্রত্য রাজার নাম ও তাঁহার বংশ-বিবরণ অবগত হইবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিয়াছেন; আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, তিনি ধার্ম্মিক-প্রবর নরপতি-শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের নাম অবগত নহেন"। * কিন্তু হরগোবিন্দ তাঁহার বৈচিত্র্য-

---

আরও অনেকগুলি তারিখ গণনা সম্বন্ধেও এই ভ্রম দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি আলোচনা করিলে দেখা যায়, হরগোবিন্দের মৃত্যু-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দ্দিষ্ট আছে;—দেখা যায়, তাঁহার মৃত্যুকাল যথাক্রমে, ১৬৩৭, ১৬৩৮ এবং ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে যেরূপ বর্ণনাই থাকুক না কেন,—সকলেই একটী মাঝামাঝি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মোসান ফাণী বলেন,—তিনি ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দকে জীবিত দেখিয়াছিলেন; ('Dabistan', ii. 281) কিন্তু ঐ সকল বিবরণে, তাঁহার মৃত্যুকাল কিছু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশবাসীদিগের গণনায়, হরগোবিন্দের জন্মকাল ১৬৫২ সম্বতের প্রথমভাগে নির্দ্দিষ্ট হয়; ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের সহিত ইহা এক।

* See the 'Dabistan', ii. 276, 277. ("দেবীস্থান", দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৬, ২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মোসান ফাণী নিজেই এই প্রসঙ্গের মুসলমান বন্ধু। এই গল্পে জানা যায়, শিখগণ মুসলমান-সম্রাট্‌কে সত্য সত্যই আড়ম্বর-প্রিয় বলিয়া মনে করিত। যে সময়ের

যর জীবন প্রকৃত কথা বিস্মৃত হয় নাই। শিখগণের দৃঢ় বিশ্বাস,—নানকের আত্মা পরবর্ত্তী অভিষিক্ত প্রত্যেক গুরুর আত্মা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অনুপ্রাণিত এবং নূতন শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। * নিজ শিষ্যগণের এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, হরগোবিন্দ সাধারণতঃ আপনাকে নানক নামেই অভিহিত করিতেন। হরগোবিন্দ দর্শন-বিজ্ঞান যতদূর জানিতেন, এবং যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেই সময়ের প্রচলিত মতগুলিই গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে,—ঈশ্বর অদ্বিতীয়, বিশ্বসংসার ইন্দ্রজালময় ;—সার-সত্তাহীন বাহ্যাকৃতি মাত্র। এইরূপে তিনি অধিকতর নাস্তিক-মত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই ঈশ্বরের প্রতি-কৃতি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তবে এইরূপ চিন্তা তাঁহার মনে অধিক দিন স্থান পায় নাই, অথবা তাঁহার অন্তর তাহাতে মগ্ন হয় নাই ; একদিন একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন যে,—'যদি বিশ্ব-সংসার এবং ঈশ্বর একই, তাহা হইলে, অদূরে যে গর্দ্দভ চরিয়া বেড়াইতেছে, গুরু হইয়াও তিনি ঐ গাধার তুল্য।' ব্রাহ্মণের এই ভর্ৎসনা-বাক্যে ধীর সহিষ্ণু হরগোবিন্দ কেবল একটু হাসিয়াছিলেন। † তিনি ভাবিতেন,—বিবেক এবং বুদ্ধি আমাদের একমাত্র পরিচালক। একব্যক্তি

কথা বলা হইতেছে, তখন সাজেহাম বাদসাহ ছিলেন। "দেবীস্থানের" অনদিত খণ্ডে বর্ণনা মধ্যস্থিত অংশে জাহাঙ্গীরের পরিবর্ত্তে সাজেহানের বিষয়ই বর্ণিত রহিয়াছে। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। হরগোবিন্দের সহিত মোসান ফানীর পরিচয়, গুরুর জীবনের শেষভাগে অথবা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

* Compare the 'Dabistan', ii, 281.

† Compare the 'Dabistan', ii, 277, 279, 280.

প্রচার করে যে,—ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ ঈশ্বর-নিষিদ্ধ। তৎ-সম্বন্ধে গুরুর যাহা মত, সেই ব্যক্তির প্রতি গুরুর উত্তর হইতেই তাহা উপলব্ধ হইতে পারে। তিনি বলেন,—যদি পরমেশ্বর কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন করা মানবের পক্ষে সুকঠিন। *

হরগোবিন্দ পৌত্তলিক ধর্ম্ম ঘৃণা করিতেন;—সময়ে সময়ে তিনি নানক-প্রবর্ত্তিত প্রীতিপ্রদ উপদেশসমূহও পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার, নিম্নলিখিত আখ্যান হইতে বিচার করা যাইতে পারে;—একদা তাঁহার একজন শিষ্য একটী প্রতিমার নাসিকা ভগ্ন করিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী শাসন-কর্ত্তাগণ গুরুর নিকট সেই শিষ্যের নামে অভিযোগ করেন। শিখ-শিষ্য গুরু-সমীপে আহূত হয়। গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, অপরাধী দোষ অস্বীকার করে; ব্যঙ্গভঙ্গি সহকারে বলে,—"যদি ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তাহা হইলে সে স্বেচ্ছায় প্রাণদান করিতে প্রস্তুত আছে।" গুরু বলিলেন,—"হে নির্ব্বোধ! ঈশ্বর কিরূপে কথা বলিবেন?" গুরুর এই কথায় শিখ উত্তর করিল,—"এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, কে নির্ব্বোধ। ঈশ্বর যদি নিজে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি তোমার উপকার করিবেন,—কিরূপে তিনি তোমাকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন?" †

হরগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদত্ত, বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে একজন শিখদিগের গুরুপদে

* The 'Dabistan', ii, 280.

† The 'Dabistan,' ii. 276.

বরিত হইয়াছিলেন।* এই নবাভিষিক্ত গুরু, হর রায়, কিছুকাল কীর্ত্তিপুরেই বাস করেন। তিনি যখন কাবুলের রাজাকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ

---

* গুরুদত্ত বা গুরদিত্ত সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় 'দেবীস্থানে' বর্ণিত রহিয়াছে। (See "Dabistan." ii. 281, 282.) তাঁহার স্মৃতি এখনও অতি স্নেহ-সহকারে রক্ষিত হয়। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্য ও নৈপুণ্য বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শতদ্রু-তীরে কীর্ত্তিপুর নামক স্থানে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র,—এক্ষণে উহা শিখদিগের একটী তীর্থস্থান। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটী গল্প আছে; এই গল্পে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, শিখ-গুরুগণ অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করিয়া সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। গুরদিত্ত একটী দরিদ্র ব্যক্তির স্তব-স্তুতিতে বিচলিত হইয়া, সেই ব্যক্তির একটী মৃত গাভীর প্রাণদান করেন। এইরূপ কার্য্যে লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া, গুরদিত্তের পিতা দুঃখিত হইয়াছিলেন। গুরদিত্ত তাহাতে বলিয়াছিলেন, "একটী জীবন ঈশ্বরের আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি যখন সেই জীবনটী রক্ষা করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের জীবন প্রদান করিবেন।" এই কথা বলিয়া, গুরদিত্ত ভূমিতে শয়ন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন। হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অতুল রায় সম্বন্ধেও ঐরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি জনৈক শোকাতুরা বিধবার মৃত-পুত্রের প্রাণদান করেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—গুরুগণ পুণ্য ও পবিত্রতায় ক্ষমতা প্রকাশ করিবে। সেই যুবককে কেহ কেহ শিশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুরদিত্ত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াই ঐ যুবক প্রাণত্যাগ করেন।

করেন, পূর্ব্ব-বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে শীরমুর জেলায় বাস করাই তখন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।* শেষোক্ত স্থানে তিনি কিছুকাল শান্তিতে বাস করেন। এই সময়ে ভারত-সাম্রাজ্য লইয়া দারা-সেকো এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই বিবাদে যোগদান করায়, গুরু হর রায়ের শান্তি ভঙ্গ হইল। কেন যে তিনি দারার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার কোন স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। যুদ্ধে দারা পরাস্ত হইলেন,—তাঁহার সাহায্যকারী সৈন্যগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। হর রায়, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জামীন-স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। হর রায়ের পুত্র বাদসাহের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে শীঘ্রই মুক্তিদান করেন। শুনা যায়, কূট-নীতিজ্ঞ আওরঙ্গজেবের এইরূপ অনুগ্রহে হর রায়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছিল।† হর রায়ের জীবন-লীলা শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিল।

অমৃতসরে তাঁহার সমাধি হয়; সেই স্থান এক্ষণে শিখদিগের একটী পবিত্র তীর্থ স্থান।

গুরুদিত্তের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ধীরমল। জলন্ধর দোয়াবের কারতারপুর নামক স্থানে ধীরমলের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছে।

* See 'Dabistan', ii, 282. যে স্থানের আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম "টাকশাল" বা "টাংসাল" হইতে পারে। আম্বালার উত্তর ইংরাজদিগের বর্ত্তমান প্রধান আড্ডা কাশৌলীর নিকট উহা অবস্থিত।

মোসান ফাণীর বিখ্যাত গ্রন্থে শিখ-ইতিহাসের এই অংশ পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।

† কেবল দেশীয় বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, দারার প্রতি [illegible] এই পক্ষপাতিতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দারার [illegible]

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।* তাঁহার ধর্ম্ম-শাসন অতিশয় ধীর এবং গম্ভীর ছিল; যদিও তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই, তথাপি তিনি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। গুরুর অনুগৃহীত সঙ্গীদিগের বংশধর "ভাই" অথবা ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের অনেকেই হররায়ের কোন না-কোন প্রিয় ও খ্যাতনামা শিষ্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত।† শিখদিগের অন্যান্য যে শাখা সম্প্রদায়গুলি প্রচলিত আচার-পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ স্বভাব ও ধর্ম্মনীতি আলোচনা করিয়া দেখিলে, উহা সম্পূর্ণ সন্তোষপর বলিয়া মনে হয়।

* প্রসিদ্ধ লেখকগণ সকলেই হর রায়ের মৃত্যুকাল-সম্বন্ধে এক-মতাবলম্বী। কিন্তু একটী বিবরণে তাঁহার মৃত্যু-বৎসর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, গুরু ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; কেহ বলেন,—১৬২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

† ইহাদের মধ্যে লর্ড লেকের দলভুক্ত কাইথাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা "ভাই জাগটু" বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওয়ারিশ-অবর্ত্তমানে সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত প্রথার কার্য্য-করণে এই বংশের কিছু গৌরব-হানি হইয়াছে। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী "বাগোয়ান" নামক স্থানের সম্ভ্রান্ত "ভাই"গণের পূর্ব্বপুরুষ ধরম-সিং, হর রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন।

পূর্ব্বপুরুষ গুরুর অনুচর বা সহচর হউন আর না হউন, আজকাল বিশেষ পুণ্যবান শিখ-যোনিমাত্রেই সচরাচর "ভাই" উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। অন্য পক্ষে "বেদী" ও "সোধী"গণ তাহাদের জাতীয় নামেই খ্যাত; এই নামেই তাহারা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আছে। "বেদী"গণ—"বাবা" বা "শিজা" নামে উক্ত

নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই সম্প্রদায়গুলিও গুরুর এই শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মশাসন ও প্রাধান্য-সময়ে গঠিত হইয়াছিল। *

হর রায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম রায়; কনিষ্ঠের নাম হরকিষণ। হর রায়ের মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স, ১৫ বৎসর; কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স, ছয় বৎসর মাত্র। রাম রায় দাসী-গর্ভজাত ছিলেন; সুতরাং হর রায় মৃত্যুকালে, ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকেই শিখদিগের গুরুপদে নির্ব্বাচন করিয়া যান। ফলে, দুই পুত্রের মধ্যে গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, বাদসাহের উপর সে বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পিত হয়। কোনও কোনও বিবরণে বর্ণিত আছে, আওরঙ্গজেব শিখদিগের গুরু মনোনীত করিবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে, একইরূপে একই ধরণের পরিচ্ছদে সজ্জিত কতকগুলি রমণীর মধ্য হইতে এই শিশু যেরূপ

হয়। অন্যত্র "সোধী"গণ গোবিন্দ এবং রামদাসের প্রতিনিধিরূপে পরিচিত হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক গুরু-উপাধি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে।

* এই সম্প্রদায়-সমষ্টির মধ্যে "সুট-রা" অথবা 'সুথরা-সাহী'গণই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখ-যোগ্য। 'সুচ্চা' নামক একজন ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরের দুর্গ প্রাচীরের নিম্নে তাহাদের একটী "স্থান-ডেরা" বা আবাস-স্থান আছে। (Compare Wilson, "As Res", xvii, 236). তাহাদের নাম অথবা নির্ব্বাচন সাধারণতঃ পবিত্রতা-বাচক। কাভু নামক হর রায়ের আর একজন শিষ্য, ক্ষত্রিয়-জাতীয় পণ্য-ব্যবসায়ী; কাভু নিজে 'ভাই পির' নাম গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা উপাধিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, এই ব্যক্তি উদাসীদিগের প্রকৃত স্থাপনকর্তা।

তিপ্রতারিতা-সহকারে বাদসাহের বেগমকে বাছিয়া বাহির করিয়াছিল, তাহাতে বাদসাহ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন,—গুরুপদে হরকিষণের স্বত্বই অবধারিত। তদনুসারে হরকিষণই শিখদিগের নেতা এবং গুরু-পদে বরিত হন। কিন্তু এই শিশু ধর্ম্মগুরু দিল্লী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন। *

শুনা যায়, হরকিষণের জীবন-দীপ যখন নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি ইঙ্গিত-সহকারে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্ত্তী শিখ-গুরু বিপাশা নদী-তীরে গোয়ালের নিকটবর্ত্তী "বাকালা" গ্রামে দৃষ্ট হইবে। এই গ্রামে হরগোবিন্দের বহু আত্মীয়-স্বজন বাস করিত। তাঁহার পুত্র, তেগ বাহাদুর, বহুকাল দেশ পর্য্যটনের পর গঙ্গার তীরবর্ত্তী পাটনায় কিছুকাল বাস করেন। এই সময় তিনি 'বাকালা' গ্রামে বাস করিতেছিলেন। রাম রায় গুরু-পদের দাবী করিতেছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি বৃহৎ দল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সুতরাং তেগ বাহাদুরই সর্ব্বসম্মতিক্রমে শিখদিগের গুরু-পদে বরিত হইলেন; মহা সমারোহে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। শুনা যায়, তিনি পিতৃ-তরবারি ধারণে অনুপযুক্ত ছিলেন; তাঁহার কার্য্যকলাপেও তাঁহার প্রতি অনেকের সন্দেহ হয়; সুতরাং রামরায়ের ধূর্ত্ততা ও প্রতারণায় অতি অল্পকালের মধ্যেই

---

* Compare Malcolm, 'Sketch' p. 38, and Forster, 'Travels', i, 299:—(ম্যালকমের 'সার-সংগ্রহ' ৩৮ পৃঃ এবং ফর্ষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' প্রথম পুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখ)। একটী দেশীয় বিবরণে হর কিষণের মৃত্যু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দই তাঁহার সর্ব্ব-সম্মত প্রকৃত মৃত্যুকাল। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

তাঁহার জীবন ও প্রভুত্ব বিপজ্জালে জড়িত হইল। * প্রতারক এবং শান্তি-ভঙ্গকারী, প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, তিনি দিল্লীতে আহুত হইলেন। জয়পুরের রাজা তাঁহার প্রতিবাদ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। এই রাজপুত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বাদানুবাদ করিয়া ছিলেন; বলিয়াছিলেন,—এইরূপ যোগিপুরুষগণের পক্ষে রাজত্ব-পদের অভিলাষ অপেক্ষা তীর্থ-পর্যটনই বরং শ্রেয়স্কর; ভাবী বঙ্গদেশ আক্রমণ কালে রাজা গুরুকে সঙ্গে লইবেন। † তেগ বাহাদুর রাজার সহিত

* Compare Malcolm, 'Sketch', P. 38, and Forster, 'Travels", i, 299, and Browne's 'India Tracts' ii, 3. 4. দেশীয় হস্তলিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, তেগ বাহাদুরের পিতৃ-উত্তরাধিকার-গ্রহণে অসম্মতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণে আরও একটী গল্প আছে যে, তিনি এইরূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে যে একটী বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহারই ফলে তিনি গুরু-পদে বরিত হন। মুকুন্দ সা নামক এক জন শিখ "বাকালা" গ্রামের মধ্য দিয়া গমনকালে, ধর্ম্মগুরুকে কিছু পূজোপহার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি উপহার দাবী করায় মুকুন্দ সা একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া যান। তাঁহার উপহারের মূল্য সর্ব্বশুদ্ধ ৫২৫ টাকা। কেবল মুকুন্দই ঐ উপহারের মূল্য অবগত ছিলেন। মুকুন্দ সাহ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন;—মনে করিলেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বশেষ উপহার গ্রহণ করিবে, তাঁহাকেই আত্ম-উপলব্ধি দ্বারা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তেগ বাহাদুর অবশিষ্ট-গুলি দাবী করায়, তিনি গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন,—ইত্যাদি।

† ফরষ্টার এবং ম্যাল্‌কম উভয়েই এতদ্দেশীয় বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন। যে রাজা তেগ বাহাদুরের আনুকূল্য করিয়াছিলেন, এবং

পূর্ব্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় কিছুকাল পাটনাতে বাস করেন। ইতিহাসজ্ঞ অনেক পণ্ডিত বলেন, অতঃপর আসামের শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-সজ্জা হয়, তাহাতে জয়লাভ করিবার অভিলাষী হইয়া তেগবাহাদুর পুনরায় শিখ-সৈন্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে ধ্যানমগ্ন হন। শুনা যায়, কামরূপের রাজার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া, তেগ বাহাদুর রাজাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। *

তেগ বাহাদুর যাঁহার সহিত বঙ্গদেশে যুদ্ধার্থ গমন করেন,—তাঁহাকে জয়সিং নামে অভিহিত করিয়াছেন। একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে দেখা যায়,—বীর-সিং—এই কৃপালু রাজা। টড ('Rajastan,' ii. 355) বলেন, জয়-সিংহের পুত্র রামসিং প্রথম আসামে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যের কোন বিবরণ তিনি প্রদান করেন নাই। আজকাল যেমন শিখগণ রণজিৎ সিংহের সৈন্য বলিয়া পরিচয় দেয়; সেইরূপ বহুপূর্ব্বে মৃত এক-জন খ্যাতনামা ব্যক্তির বর্ত্তমানকালে জীবিত থাকার পরিচয় প্রদান করা—ভারতবর্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পিতা "মির্জ্জা রাজার" সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়ায়, রামসিংহের নাম যে কতকটা লোপ হইয়া-ছিল,—তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সমসাময়িক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ সুহাই জয়সিং, এবং পণ্ডিতগণের প্রতিপালক রাজা জয়সিং,—এই দুইটী নাম পরস্পর মিশাইয়া, শিখ ঐতিহাসিকগণ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বিষয়ে ম্যাল্‌কম (Mal-colm, "Sketch", p. 37.) সম্ভবতঃ ফষ্টারের ('Trarvels', i. 299, 300) অনুকরণ করিয়াছেন। ম্যাল্‌কম বলেন,—এই সময়ে তেগ বাহাদুর দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

* হস্তলিখিত 'গুরুমুখী' নামক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুসারে, তেগ বাহাদুরের জীবনীর শেষোক্ত বাক্যাংশ দুইটী লিখিত হইয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে তেগ বাহাদুর পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন; শতদ্রু-নদী-তীরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। এই স্থান এক্ষণে "মাখোয়াল" নামে অভিহিত; তাঁহার পিতার অতি-প্রিয় মনোরম বাস-স্থান কীরিতপুরের সন্নিকটে ইহা অবস্থিত। এখানে আসিয়াও কিন্তু তিনি রামরায়ের বৈরিতা ও প্রভুত্বের হাত এড়াইতে পারিলেন না। শিখদিগের প্রচলিত, বর্ণনায় জানা যায়,—এই ধার্ম্মিক-প্রবর নির্দোষ ধর্ম্মোপদেষ্টাকে আর একবার বাদসাহ-সমীপে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তেগবাহাদুর যে পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিছুকাল পরে তেগবাহাদুর শতদ্রু এবং হান্সীর মধ্যবর্ত্তী মরু-প্রদেশে আপন গুপ্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। সে সময় লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা শিষ্যদিগের ও আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।* কাজে কাজেই এক হিসাবে তিনি লোকের নিকট পরিচিত হইয়া পড়েন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, আদম হাফিজ নামক একজন মুসলমান ধর্ম্মানুরাগীর সহিত তেগ বাহাদুর মিত্রতা স্থাপন করেন। তাঁহার ঐ মুসলমান বন্ধু, ধনী মুসলমানদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন; তেগবাহাদুরও এক্ষণে অবস্থাপন্ন হিন্দুদিগের উপর কর ধার্য্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উঁহারা উভয়েই পলাতক অপরাধীদিগকে আগ্রহ-সহকারে আশ্রয় প্রদান করিতেন।

---

* সৈর-উল-মুতাক্ষেরীণের লেখক (Seir-ool-Mutakhereen, i. 112, 113.) তেগ বাহাদুরের এই দস্যু বৃত্তি-এবং বিদ্রোহ-সূচক কার্য্য কলাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হস্তলিখিত সাধারণ পুঁথি-গুলিতেও এইরূপ অভিযোগের বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। কাহ্লুরের রাজাকে মাখোয়ালের মূল্যস্বরূপ তিনি ৫০০ শতমাত্র টাকা প্রদান করেন।

কিছুকাল মধ্যেই তাঁহাদের প্রতাপ ও আধিপত্য বিস্তৃত হইল; দেশের উন্নতি-পক্ষে উহাঁরা বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর উঁহাদের বিরুদ্ধে বাদসাহ একদল সৈন্য-প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে তেগবাহাদুর ও তাঁহার মুসলমান-বন্ধু পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। বাদসাহ সেই মুসলমান ফকিরকে নির্বাসিত করেন; কিন্তু শিখ-গুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

দিল্লীতে যাইবার সময় তেগবাহাদুর তাঁহার পুত্রকে আহ্বান করেন। হরগোবিন্দের তরবারি দ্বারা পুত্রকে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকেই শিখদিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত করিয়া যান। যাত্রাকালে তিনি তাঁহার পুত্রকে কহিলেন,—বিপক্ষগণ তাঁহাকে বধ করিতে লইয়া যাইতেছে; তাঁহার মৃতদেহ যেন কুকুরের ভক্ষণীয় না হয়। পরিশেষে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার উপযোগিতা বুঝাইয়া, পুত্রের প্রতি তিনি আদেশ করিলেন,—"প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসাই পুত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য।" এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত আছে যে,—তেগবাহাদুর বাদশাহের নিকট উপনীত হইলে, কতকটা অবমাননা ও অবিশ্বাসের সহিত বাদসাহ তাঁহার ধর্ম্মের ঐশ্বরিকত্ব প্রমাণ-কল্পে-অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তেগবাহাদুর উত্তর দেন,—"ঈশ্বরের উপাসনাই একমাত্র কার্য্য।" তথাপি তিনি আর একটী কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি একটী মন্ত্র লিখিয়া দিলেন; জানাইলেন,—যাহার গলার চতুর্দ্দিকে ঐ মন্ত্র বাঁধা থাকিবে, তরবারির আঘাতে তাহার গলা বিচ্ছিন্ন হইবে না। অতঃপর তিনি আপনার গলার চতুর্দ্দিকে উহা বাঁধিয়া হত্যাকারীর সমক্ষে মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু তরবারির একই আঘাতে মস্তক ছিন্ন হইল; কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিচারপতি প্রমুখ দর্শকগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরিশেষে দেখা গেল,—কাগজে এই কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে,—শির দিয়া, সার দেই নাই;

আমার মস্তক দিয়াছি; কিন্তু গূঢ়তত্ত্ব কিছুই প্রদান করি নাই। ফলতঃ, তাঁহার জীবন নষ্ট হইল; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত নবশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান সংসারে বিদ্যমান রহিল। অসভ্য এবং ইন্দ্রজাল-প্রিয় জাতির উপাখ্যান এইরূপ। তবে তেগবাহাদুর যে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে জল্লাদ-হস্তে নিহত হন, এবং ক্রূর-প্রকৃতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব যে দিল্লীর রাজপথে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করেন,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। *

তেগবাহাদুর তাঁহার পিতার ন্যায় নম্র অথবা পুত্রের ন্যায় উচ্চমনা ছিলেন না। তিনি কষ্টসহিষ্ণু ও রূঢ়-প্রকৃতি ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার দৃষ্টান্তে, নানকের শিষ্যগণ সাহসী, রণকুশল ও ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিল। পিতার তরবারির প্রতি তিনি অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন; শিষ্যগণকে তিনি অস্ত্রধারী প্রতিনিধির আদেশ প্রতিপালন করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবংবিধ ব্যবহারে সপ্রমাণিত হয়, তিনি ধর্ম্মযাজকের শক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। বস্তুতঃ, এই সময় হইতেই শিখ-গুরুগণ তাঁহাদের শক্তির পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন; অনুচরগণও গুরুদিগকেই "সাচ্চা পাদসাহ"—অর্থাৎ "যথার্থ রাজা", বলিয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ, শিষ্যগণ বুঝিয়াছিল, গুরুগণই যথার্থ রাজা; কারণ, তাঁহারা অস্ত্রসাহায্যে রাজ্যশাসন করেন না; তাঁহারা ন্যায়-শক্তিতে

---

* তেগ বাহাদুর যে অতি নৃশংসরূপে ও নীচভাবে নিহত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সকল বিবরণই একমতাবলম্বী। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, (কেহ কেহ বলেন, "মাগসের" মাসে) তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গণনাই অধিক সত্য বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার জন্মবৎসর কোথাও ১৬১২ এবং কোথাও ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন; তাঁহারা ধর্ম্মপথ-প্রদর্শক এবং মুক্তি-দাতা। অপরাপর রাজগণ কেবলমাত্র সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। শিখদিগের এইরূপ বাক্য সকল অবস্থাতেই উপযোগী। এই বাক্যের গূঢ় কার্য্যকারিতায় মোগল-বাদসাহগণ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মানসিক শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। একজন বিচক্ষণ মুসলমান গ্রন্থকার উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তেগ বাহাদুর বহু সহস্র সৈন্যের নায়ক হইয়া রাজশক্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। *

তেগ বাহাদুর যখন রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র গোবিন্দের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। সত্য ও কর্ত্তব্যানুরোধে প্রাণদাতা গুরুর শেষ উপদেশ ও ভয়াবহ মৃত্যু, গোবি-

---

* যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি সৈর-উল-মুতাক্ষেরীণের (Seir-ool Mutakhereen, i. 112) গ্রন্থকর্ত্তা সৈয়দ গোলাম হোসেন।

ব্রাউন তাঁহার 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট' (Browne India, Tracts ii. 2,3) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—তেগ বাহাদুরের "যথার্থ রাজ উপাধি" ধারণ করেন; পরন্তু তাঁহার বংশ-মর্য্যাদা এবং গরীমা-সূচক "বাহাদুর" পদবী গ্রহণে বাদসাহ ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাকে হত্যা করার জন্য আওরঙ্গজেবের দৃঢ়-সঙ্কল্পের এই সকলই কারণ। বক্ষ্যমাণ বর্ণনানুসারে, গুরু অলৌকিক শক্তি বড় ঘৃণা করিতেন। "সাচ্চা পাদসাহ" শব্দ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।

শিখ তরবারি গ্রহণে তেগ বাহাদুরের অসম্মতি, এবং আপন মনুষ্যের পূজা বিষয়ে তাহার আদেশ প্রচার, অর্থাৎ তাঁহার মনুষ্যের-বাণীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়ার অনুজ্ঞা,—এই সমস্ত বিষয় দেশ-প্রচলিত বিবরণের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

[১৪৫ পৃষ্ঠা।]

দের মনে গভীর ও স্থায়িরূপে অভিমত হইয়া রহিল। পিতার প্রাণদণ্ড এবং স্বদেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি মুসলমানদিগের চিরন্তন শত্রু হইয়া উঠিলেন; বিধ্বস্ত হিন্দুদিগকে একটী অভিনব বিজীগিষু জাতিতে পরিণত করিবার মহৎ কল্পনায় অনুপ্রাণিত হইলেন। গোবিন্দের তখন অতি শৈশবাবস্থা; অধিকন্তু তাঁহার অনুচরদিগের প্রতি বাদসাহ সন্দেহ করিতেন: শিখদিগের মধ্যেও এমন অনেক দল ছিল; তাহারা তেগ বাহাদুরের পুত্রের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কয়েকটী অনুরক্ত শিষ্যের ঐকান্তিকতায় মৃত গুরুর ছিন্ন দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, গোবিন্দ পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন; এইরূপে মৃত-আত্মার সদ্গতি এবং তাঁহার আত্মীয়গণের মাঙ্গলিক কার্য্য সমাহিত হয়।* গোবিন্দ কিছুকাল যমুনার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী নিম্ন-পার্ব্বত্য-প্রদেশে যাইয়া নিভৃতে বাস করেন। সেখানে কতেক বৎসর কেবল ব্যাঘ্র ও বন্য-শূকর শিকারে ব্যাপৃত হন। তিনি পারস্য-ভাষা শিক্ষা করেন, এবং যে সকল গ্রন্থে জাতীয় মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তৎসমুদায় মনোভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখেন।†

---

* অপবিত্র ঘৃণিত মেথর জাতীয় কতকগুলি ব্যক্তি, তেগ বাহাদুরের বিক্ষিপ্ত দেহ দিল্লী হইতে আনয়নের জন্য প্রেরিত হয়। মুকুন সা নামক যে ব্যক্তি মৃত গুরুকে গুরু বলিয়া প্রথম সম্বোধন করিয়াছিল, কতকটা তাহারই চেষ্টায়, শিষ্যগণ গুরুর মৃত-দেহ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

† গোবিন্দের প্রথম বয়সে নির্জ্জন-বাস এবং কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ফর্ষ্টারের (Forster, "Travels", i. 301) "জন্মুখীয়" বর্ণনা পাঠে জানা যায় প্রথমতঃ

প্রায় বিশ বৎসর কাল গোবিন্দ এই অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন।* যৌবন-কালেই তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণ দর্শন করিয়া নানকের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তিনি এক্ষণে শিখদিগের গুরু ও নেতৃপদে বরিত হইলেন। রাম রায়ের শিষ্যগণ তাঁহাদের গুরুকে উপেক্ষা করিয়া, এক বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ায়, রাম রায়ের ক্ষমতা হ্রাস হইল। চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী নরপতিগণ গুরুর প্রাধান্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বুঝিলেন,—গুরুর কোন উচ্চাভিলাষ নাই; তৎসম্বন্ধে তাঁহারা আশঙ্কারও কোন কারণ দেখিলেন না। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় এবং আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর ব্যবহার, গোবিন্দের মনে চির-দিন জাগরূক ছিল; বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে ও ঈশ্বর-চিন্তায় গোবিন্দের মানসিক

গোবিন্দ পাটনায় নীত হন, সেখানে কিছুকাল বাস করিয়া পরে তিনি শ্রীনগরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রস্থান করেন।

* ইংরেজ অথবা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ কেহই প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। তারিখ ও ঘটনাবলী তুলনা করিলে দেখা যায়,—১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত, গোবিন্দ ধর্ম্মগুরু-রূপে নূতন কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। ম্যাল্‌কম একজন শিখ-গ্রন্থকারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। (Malcolm, "Sketch, p. 186 note) এই শিখ গ্রন্থকারের গণনায় ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দের ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল মত খণ্ডনকল্পে, গোবিন্দের কতকগুলি বাক্য অথবা তাঁহার হস্তলিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখিলে, বুঝা যায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গোবিন্দ যখন ভারতবর্ষের দক্ষিণ-প্রদেশে গমন করেন, তখন হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

বৃত্তিগুলি সমুন্নত হইয়াছিল; বহুদর্শিতায় তাঁহার বিচারশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। গোবিন্দ এক্ষণে পিতার অপমৃত্যুর ও স্বদেশের অনিষ্টের জন্য প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। নবশক্তি বলে তাঁহার উত্তেজনা বৃদ্ধি হইল; আপন শিষ্যদিগের পুনরায় এক নূতন প্রাণ সঞ্চারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নানক-প্রবর্ত্তিত সর্ব্ব-সম্মত ধর্ম্মশিক্ষার নূতন সংস্কার-সাধন করিয়া, তাহাতে অধিকতর সঠিক ও উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী শক্তি-সঞ্চার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন সাম্রাজ্য-মধ্যে বাস করিয়াও তিনি সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সামাজিক অবনতি ও ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার প্রভৃতির মধ্যেও তিনি আচার-পদ্ধতির সরলতা, উদ্দেশ্যের অভিন্নতা এবং দুর্দমনীয় চিত্তোন্মত্ততা সৃষ্টি করিলেন। *

* প্রচলিত বিবরণে গোবিন্দের পিতামহের সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, গোবিন্দের বিষয়েও সেইরূপ জানা যায়,—পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায়ই তিনি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ অন্যান্য কারণেও এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সে কারণাবলী যে বাস্তবিক, তাহা অস্বীকার করা কোন মতেই উচিত নহে। তিনি উৎকট জীঘাংসা-পরবশ হইয়া তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, অবধা উৎপীড়িত হইলে, এইরূপ মনোভাব সকলেরই জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেমন প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রবল ছিল; এক্ষণে ভারতবর্ষেও সেই ভাব সর্ব্ব-সাধারণের মনে জাগরুক। এমন কি, একজন প্রকৃষ্ট-স্বাতন্ত্র্যানুরাগী, "হেডগের" তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থ হেতু কোন বর্ণনা না করিয়া, এই ভাবেই তাহার নির্দ্দোষিতা

গোবিন্দ, বলবীর্য্যে অদ্বিতীয়, শারীরিক গঠনে অতুলনীয় এবং উৎসাহে অটল ছিলেন। তাঁহাকে অবিবেচক উদ্দেশ্য-বিহীন, প্রতারক অথবা আত্মপ্রবঞ্চক মনে করা ভ্রম-মূলক। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহ কোন মহৎ কার্য্যসাধনোপযোগী করিয়া গঠন করা যাইতে পারে। বহুকাল-সঞ্জাত কু-সংস্কার ও কু-রীতিসমূহ দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও সন্তপ্ত হই-লেন; যে অত্যাচার অবিচারে তাঁহার জীবন বিপদ-জালে জড়িত হইয়াছিল তজ্জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস হইল, মানবের স্বাভাবিক ইচ্ছা-শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে, অন্য এক গুরুর আবির্ভাব আবশ্যক। প্রাচীন কালের বীর-পুরুষদিগের বীরোচিত কার্য্যকলাপের স্মৃতি, গোবিন্দের মনোমধ্যে জাগরুক ছিল। স্বীয় কল্পনাশক্তি-প্রভাবে সংসারে উপদেশ দিবার জন্য, গোবিন্দ পর্য্যায়ক্রমে ঐশ্বরিক বিধি-ব্যবস্থাগুলি পর্য্যালোচনা করিলেন। ভাগ্যচক্র সম্বন্ধে

প্রমাণ করিয়াছেন। নশ্বর মানবরূপে এ বিষয়ে তাঁহার নিজের সহানু-ভূতি এখনও সংসারে বর্ত্তমান,—

> প্রিয় পথ-প্রদর্শক! তুমি ধ্রুবতারা!
> তাই কহি, প্রতিশোধ নাহি কি জগতে?
> নৃশংস ভীষণ হত্যা শিহরে হৃদয়!
> যে লাঞ্ছনা অপমান, সহিল সে জন,
> প্রতিশোধ নাহি কি তাহার? দণ্ড নাই,—
> কলঙ্ক-কলুষ-পূর্ণ ঘোর পাপাচারে?
> মরিল সে,—নীরবে চলিয়া গেল হায়!
> স্মরিলে অদৃষ্ট তার বিদরে পরাণ!

"Dante, 'Hell', xxix,—Cary's Translation."

তাঁহারও কু-সংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস ছিল। একখানি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, পৌরাণিক রাজবংশ হইতে গোবিন্দ আপন বংশ গণনা করিয়াছেন।* তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের বর্ণ্মাদির ও ঈশ্বরানুগত্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেন,—তাঁহাদের এই পুণ্য অনুষ্ঠানের জন্যই জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"তাহার বিমুক্ত আত্মা ঈশ্বর-সন্নিধানে পরম সুখ উপভোগ করিতেছিলেন,—তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার আত্মা একদা অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—ঈশ্বরের প্রিয় দূতরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন; তিনি নানকের স্থলাভিষিক্ত হইবেন;—একটী প্রদীপ যেমন অন্যটীতে তাহার তেজ বা শিখা প্রদান করে, সেইরূপে নানকের আত্মা ও তেজের শুভ্র আলোক মালায় গোবিন্দের আত্মাও আলোকিত হইবে; গোবিন্দ নানকের তেজোবীর্য্যের অধিকারী হইবেন।†

---

* "বিচিত্র নাটক" অথবা "বৈচিত্রময় গল্প"—"দশম পাদসাকা গ্রন্থ" অর্থাৎ "দশম রাজার গ্রন্থ" নামক পুস্তকের একটী অংশ মাত্র; এস্থলে তাহারই বিষয় বলা হইল।

† রোমের "দিগ্বিজয়ী বাদশাহের" ছায়া সম্বন্ধে 'ভারজিল' যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার সহিত ভারতবর্ষের এই ধর্ম্ম সংস্কারকের ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থের তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য:—

প্রবল প্রতাপশালী সেই সে 'সিজার'।
মরণের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত এখন॥
পৃথিবীর যে যাতনা—নাহি সহে আর।
শক্তির মন্দিরে স্পৃহা মৃত্যু আলিঙ্গন॥

—Ænied, vi.

পাঠকগণ এই বিষয়ে মিল্টনের, অভিব্যক্তিও স্মরণ করিবেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ যোগিবর মিল্টনের সেই ভাবের বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন;—

পাপ-ধ্বংসের নিমিত্তই মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। গোবিন্দ বলিলেন,—যদিও তিনি শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি অপরের ন্যায় তিনিও একজন সামান্য মানব;—ঈশ্বরের একজন আজ্ঞাবাহী ভৃত্য;—সৃষ্টি-কৌশলের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যাবলীর একজন পরিদর্শক মাত্র। যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া অর্চ্চনা করিবে, সেই ব্যক্তি আবহমানকাল নরকের চিরাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। তিনি প্রচার করিলেন,—হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির শিক্ষা, রীতি-নীতি,—সকলই তাঁহার পক্ষে অনুপযোগী; কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা নিষ্প্রয়োজন;- দেবমূর্ত্তি-সেবক অথবা মৃত-ব্যক্তির উপাসক, কেহই কখন পরম স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে না। 'ধর্ম্মগ্রন্থ' পাঠে, ঈশ্বর-প্রতিকৃতি উপাসনায়, কিংবা সামাজিক আচার-পদ্ধতির কঠোর অনুসরণে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ হয় না;—বিনয়ী ও অকপট হইলেই ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি উভয়ই লাভ করা যায়। *

গোবিন্দ ধর্ম্ম-প্রচারের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের শিষ্যগণ তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-মতে বহুরূপকের সৃষ্টি করিয়াছিল; তাঁহার স্বর্গীয় কল্পনার সহিত নানারূপ পার্থিব চিন্তার সমাবেশ করিয়াছিল। কথিত হয়,—গোবিন্দ "নাইনা" নামক পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে গমন করিয়া তথাকার দেবী-মন্দিরে কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—পুরাকালে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন একটী বাণ দ্বারা কি উপায়ে সহস্রেক লোকসমষ্টি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরে গোবিন্দ জানিতে পারেন যে, একমাত্র আরাধনা ও আত্মোৎসর্গ দ্বারাই সেই ক্ষমতা

* "বিচিত্র নাটক" হইতে ম্যাল্‌কম একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Malcolm, 'Sketch,' p 173 &c)

লাভ করা যায়। গোবিন্দ বারাণসী হইতে অনেক ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। শুনা যায়,—পর জগতের কার্যেও ঐ ব্রাহ্মণের অশেষ ক্ষমতা ছিল। গোবিন্দ সেই ব্রাহ্মণের নিকট পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বেদাধ্যয়ন করেন। এক্ষণে গোবিন্দ এক ভয়াবহ উৎসব-কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দ শিষ্যমণ্ডলীকে আহবান করিলেন; সকলকেই সেই দুঃসাহসিক কার্য্যে যোগদান করিতে বলিলেন। তিনি সর্ব্ব-সমক্ষে সেই ঐন্দ্রজালিকের সমস্ত গুণ একে একে পরীক্ষা করিলেন। বহু পরিশ্রম সহকারে "হোমের" জন্য এক প্রকাণ্ড 'বেদী' নির্ম্মিত হইল। ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে বলিলেন,—অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবী ছায়ারূপে গোবিন্দকে দর্শন দিবেন; গোবিন্দ নির্ভয়ে অটল অচল ভাবে ও ভক্তি সহকারে দেবীকে অর্চ্চনা করিবেন;—এবং দেবীর নিকট বর-প্রার্থী হইবেন। কিন্তু, গুরু ভয়ে অভিভূত হইলেন; আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তরবারি বাড়াইয়া ধরিলেন;—বোধ হইল, গুরু যেন তদ্দ্বারা সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিকে অভিবাদন করিলেন। সেই দেবী-মূর্ত্তি তাঁহাকে অভিবাদন-গ্রহণ ব্যপদেশে, তরবারি স্পর্শ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি-শিখা মধ্যে একখানি স্বর্গীয় অস্ত্র,—একখানি লৌহ-কুঠার—দৃষ্ট হইল। তখন প্রচারিত হইল,—দেবীর প্রসন্নতার ও আনুকূল্যের ইহাই নিদর্শন। কিন্তু গুরু সন্ত্রস্ত ও ভীত হওয়ায়, যজ্ঞ পণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্ম-প্রচারে জয়লাভ করিতে হইলে, হয়,—গোবিন্দ নিজে প্রাণদান করিবেন; না হয়,—তাঁহার প্রিয়তম কোন ব্যক্তির জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। তখন গুরু বিশেষ চিন্তিত হইলেন; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—এই পৃথিবীতে এখনও অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে; এখনও তিনি পিতার সম্বন্ধে আমার তুষ্টি-বিধান করিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি সন্তানগণের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু মাতৃ-স্নেহ প্রবল হওয়ায়, গোবিন্দের স্ত্রী সন্তানগণকে লইয়া পলায়ন করিলেন; গোবিন্দের বাসনা পূর্ণ হইল না। তখন তাঁহার পাঁচিশ জন প্রিয়-শিষ্য অগ্রসর হইয়া প্রাণদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল; তাহাদের মধ্য হইতে গোবিন্দ একজনকে মনোনীত করিলেন; অতঃপর জগদ্দেবী সুপ্রসন্ন হইলেন। *

অতঃপর গোবিন্দ পুনরায় শিষ্যদিগকে একত্রিত করিলেন। সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আপন দেহ-পরিগ্রহের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন; এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইল। গোবিন্দ বলিলেন,—অতঃপর একমাত্র "খালসা" বা মুক্ত ব্যক্তিগণই † আধিপত্য করিবে; একাগ্রচিত্তে ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে; কিন্তু কেহই সর্ব্বশক্তি-

---

* এই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে; ম্যাল্‌কমের বর্ণনা একরূপ (Malcolm, 'Sketch,, p 53. note); আবার ম্যাকগ্রীগরের শিখ-ইতিহাসের বর্ণনা অন্যরূপ। ('Macgregor's History of the Sikhs', i. 71) কথিত হয়, গোবিন্দ এক সময়ে বিশেষ নিদ্রাভিভূত হন; নিদ্রাবস্থায় তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দেবী-মূর্ত্তি বিষয়ক একটী স্বপ্ন দেখিতে পান। সম্ভবতঃ, গোবিন্দের সেই স্বপ্ন-বিষয়ক গল্পেই বর্ত্তমান ঘটনার যথার্থ বিবরণ জানিতে পারা যায়; সেই ঘটনাই, বোধ হয়, এই উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ। শুনা যায়,—১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (Malcolm, 'Sketch' p. 86)

† "খালসা" বা "খালিসা" শব্দ আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—পবিত্র, বিশেষ, মুক্ত ইত্যাদি। এই শব্দে সাধারণতঃ কর ও মিত্ররাজ্য হইতে পৃথক-সংজ্ঞক স্বাধীন রাজা অথবা রাজ্য বুঝায়। "খালসা" শব্দে গোবিন্দের রাজ্য নির্দেশিত হয়;—অথবা, শিখজাতি ঈশ্বরানুগৃহীত,—ইহাই বুঝায়।

সাধের কোন প্রস্তর বা মৃৎমূর্ত্তির উপাসনা করিবে না; তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। একমাত্র বিশ্বাস ও ভক্তিতেই অপরীশ্বর "খালসা"র (সম্প্রদায়-ভুক্ত শিখদিগের) নিকট প্রকট হইবেন। গোবিন্দ প্রচার করিলেন,—সকলেই সমান; উচ্চ-নীচ সকলেই তুল্য; জাতি-ভেদ ভুলিতে হইবে; পৃথিবীতে ছোটবড় কিছুই নাই।* শিষ্যগণ সকলেই তাঁহার নিকট "পাহাল" বা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।† চারি জাতি একত্র মিলিত হইবে, এবং একই ভোজনপাত্রে আহার করিবে। "তুর্ক"দিগকে বিনাশ করিতে হইবে। সিদ্ধ-পুরুষদিগের কবর পদদলিত করিবে। হিন্দুদিগের আচার-পদ্ধতি পরিহার্য্য; তাঁহাদিগের পবিত্র দেব-মন্দির এবং নদনদী-সমূহ পরিত্যক্ত হইবে। ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিতে

---

* "রহেত নামে," অর্থাৎ গোবিন্দের জীবনীতে এই বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে; উহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। গুরু বলিয়াছিলেন,—"যে ব্যক্তি গুরুকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে "খালসাতেই" তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। কেহ কেহ বলেন, বোধ হয় গুরুই এ কথা বলিয়াছিলেন।

অনেকে এই তুলনায় আপত্তি করেন। পবিত্রতা লাভের এইরূপ চেষ্টা সম্বন্ধে অনেকের মত-বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু এ স্থলে, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—আবিলার্ড ত্রয়াত্মক ঈশ্বরকে ত্রৌতিবাদের তিনটী শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ওয়ালিস আবার স্বতঃসিদ্ধ বর্ণমালা ব্যবহার্য্য পরিমাণের একটী ঘন-পরিমাণ বিন্দুর সহিত ঈশ্বরের তুলনা করিয়াছেন। 'Boyle's Dictionary', art "Abelard")

† 'পাহল' ("পাহুল",—এরূপও উচ্চারিত হয়) অর্থে সাধুভাষায় [illegible] ধৃত-জল; উহা হইতেই দীক্ষা বা মন্ত্রগ্রহণ বুঝায়। এই শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দের উৎপত্তির তুল্য।

হইবে ; একমাত্র "খালসার" আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মুক্তিলাভ হইবে। ধর্ম্ম ও গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। "কীরিত নাশ" "কুলনাশ", 'ধর্ম্মনাশ', 'কর্ম্মনাশ',—জাতি ব্যবসায় ও সংসার-ত্যাগ, বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ ;—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে। গোবিন্দ বলিলেন,—"এইরূপে কার্য্য কর ; তোমরা সমগ্র জগতের অধীশ্বর হইবে।* বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ ইহাতে আপত্তি করিল ; কিন্তু নীচ জাতীয় শিষ্যবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইল। তাহারা গোবিন্দকে তাহাদের আত্মোৎসর্গ ও সেবার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল পবিত্র সলিলা জলাশয়ে স্নান করিতে এবং অমৃতসরের মন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তদ্বিষয়ে দ্বি-জাতী ঘোর আপত্তি করিলেন ; অনেকেই গুরু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোবিন্দ স্পর্দ্ধা-সহকারে কহিলেন,—অতঃপর নীচ ব্যক্তিগণ উন্নীত হইবে, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিবে।† অনন্তর গোবিন্দ একটী

* মূল গ্রন্থে কেবল ভাবটুকু দেওয়া আছে। সাধারণতঃ, কোন কোন স্থলে আবার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মূল, কথায় কথায় মিলাইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। (Compare also 'Malcolm, Sketch' p. 148, 151)

† পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 'চূড়া' বা 'মেথর' জাতীয় কতকগুলি লোক দিল্লী হইতে তেগ বাহাদুরের মৃতদেহ আনয়ন করিয়াছিল। (See ante P. 141) পঞ্জাবের সেই ঘৃণিত জাতির অনেকেই শিখ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ "মাজহবী" শিখ নামে অভিহিত হয়। দিল্লীর চারিদিকে যে সকল রাজপুত মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল,—"রাংঘর" শব্দ তাহাদের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হয়। "রাংঘর" রাজপুত সম্প্রদায় ঐ নামে পরিচিত। "রাঙ্গা" শব্দে অবজ্ঞাসূচক বুঝায়। সম্ভবতঃ এই উপাধি "রঙ্ক" (অর্থাৎ, পতিত ব্যক্তি) শব্দ হইতে

পাত্রে জল ঢালিয়া খড়্গ-ছুরায় অথবা দেবী-সংস্পর্শ-পবিত্র তরবারি দ্বারা সেই জল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় সহসা তাঁহার স্ত্রী পঞ্চবিধ মিষ্টান্ন-পূর্ণ-পাত্র হস্তে লইয়া সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গোবিন্দ সানন্দে বলিলেন,—ইহাই শুভ লক্ষণ। এই সময়ে স্ত্রীলোকের আগমন শুভলক্ষণ-জ্ঞাপক। ইহাতে "খালসার" বহুসংখ্যক সন্তান-সন্ততি বৃক্ষপত্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। তখন এই জলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া গোবিন্দ তাহার

নিষ্পন্ন। "রাংগ্রেথা" শব্দ "রাঙ্গুর" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ যেরূপ বুঝা যায়, তদনুসারে ইহা "রঙ্গ" (বর্ণ) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন নহে। "রাঙ্গ্রেথা" শিখগণ কখন কখন "মাজ্‌বি" অথবা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত হয়। ভিন্ন বংশে দীক্ষিত মুসলমান-গণ এই নামে পরিচিত; ভারতবর্ষের মেথরজাতীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ তখন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দুদিগকে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার কালে প্রসঙ্গে কথিত আছে,—গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, কি করিয়া গৃধ্রকে পদদলিত করিতে হয়, চড়ুই পক্ষীকে তাহা তিনি শিক্ষা দিবেন। [এস্থলে ম্যালকমের "সারসংগ্রহ", ৭৪ পৃষ্ঠা (Malcolm: 'Sketch', p. 74) দ্রষ্টব্য; ম্যালকম্ বলিয়াছেন,—আওরঙ্গজেবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ এ কথা বলিয়াছিলেন। এস্থলে আবার মত-বিরোধ দেখা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, গোবিন্দই এই বাক্য প্রয়োগ করেন; কিন্তু কাহার উদ্দেশে গোবিন্দ এ কথা বলিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কেহই সঠিক কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সকলেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র মতাবলম্বী।

কতকাংশ পাঁচ জন ধর্ম্ম-বিশ্বাসী শিষ্যের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় এবং তিনজন শূদ্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে "সিং বা সিংহ" নামে সম্ভাষণ করিলেন; তাহারা 'খালসা" নামে অভিহিত হইল। গোবিন্দ নিজে শিষ্যগণের নিকট "পাহুল" গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ সিং বা সিংহ নামে পরিচিত হইলেন। তখন গোবিন্দ বলিলেন—অতঃপর যখনই পাঁচজন শিখ এক স্থানে সমবেত হইবে, তখনই তিনি তথায় উপনীত হইবেন। *

---

* কথিত হয়,—এই নব-দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের একজন অধিবাসী। ক্ষত্রিয়টী—পঞ্জাবের। শূদ্রের মধ্যে প্রথমটী ঝিওয়ার' (কুহার) জাতীয়; জগন্নাথ তাঁহার বাসস্থান। দ্বিতীয়টী হস্তিনাপুরের একজন জাঠ; এবং তৃতীয়টী একজন "চিঁপা" অর্থাৎ বস্ত্ররঞ্জক; তাঁহার বাসস্থান গুজরাটের দ্বারকা নগরে।

গোবিন্দ প্রচার করেন,—পাঁচ জন শিখ মিলিত হইলে, একটী ধর্ম্মসমাজ গঠিত হইবে; অথবা পাঁচজন শিখ সমবেত হইলে, সেখানে নিশ্চয়ই গুরু উপস্থিত থাকিবেন; সে সমাজে গুরু-কৃপা বর্তমান থাকিবে;—সত্যতা নির্ণয়ার্থ ম্যালকমের সার-সংগ্রহের ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Malcolm, 'Sketch', p. 186),

বস্তুতঃ "গোবিন্দ" শব্দ "রায় শব্দের একটী কৌলিক উপাধি অথবা কল্পিত নাম মাত্র। এই উপাধি হিন্দুগণ সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাকেন। রণকুশল মারহাট্টাগণের মধ্যে 'রাও' উপাধি প্রচলিত; 'রাও' শব্দ,—এই 'রায়' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সর্ব্বসামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, গুরু এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী "সিং বা সিংহ" উপাধি গ্রহণ করেন; এইরূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইল। সাধারণ কথায় "সিংহ" শব্দে "সিংহ" বুঝায়। কিন্তু আলঙ্কারিক

গোবিন্দ এইরূপে জাতি-ভেদ লোপ করিলেন। * শিষ্যগণের কুসংস্কার ও ভ্রম-বিশ্বাস দূর হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—জঘন্য লোকের অন্তর আকৃষ্ট করা এবং তাহাদের জ্ঞান-পিপাসা

ব্যবহারে ইহার অর্থ—"যোদ্ধা" বা "শূর"। রাজপুতদিগের মধ্যে এই আভিজাত্য-ব্যঞ্জক ও গুণবাচক নাম সচরাচর বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহা গোবিন্দের শিষ্যগণের অপরিহার্য্য উপাধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। মুসলমানদিগের "খাঁ" উপাধিতে সদ্বংশজাত বুঝা যায়। শিখদিগের এই 'সিং' উপাধিও শ্রেষ্ঠত্ব-ব্যঞ্জক। শিখগণ সাধারণতঃ যেমন তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতৃবৃন্দকে বিশেষ নামে অভিহিত করে; শিখরাজগণও সেইরূপ রণজিৎ সিংহের বিষয় বলিবার সময় "সিং সাহেব" উপাধি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই শব্দ ইংরাজী "স্যার কিং" (রাজা মহাশয়) অথবা "স্যার নাইট" (নাইট মহাশয়) উপাধির ন্যায় প্রায় তদর্থসূচক। কোন শিখকে সম্মান-সূচক নামে ডাকিতে হইলে, অপরিচিত ব্যক্তিগণও "সিংজী" শব্দ প্রয়োগ করে।

* হরগোবিন্দ প্রকৃত পক্ষে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করেন নাই; তিনি সম্যক্-ভাবে জাতিভেদ রহিত করিয়াছিলেন। শিখজাতি এখনও যে বংশ-মর্য্যাদা অবলম্বন করিয়া আছে;—এ বিষয়েও ন্যায্য আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। শিখগুরুগণ কেহই বলেন নাই, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। প্রত্যহ এক সঙ্গে বসিয়া একই বস্তু আহার করিবে,—গুরুগণ তাহাও কখনও বলেন নাই। ফলতঃ, তাঁহারাই যে এই জাতিভেদ নাশের বীজ বপন করিয়াছিলেন, এবং সেই বীজই যে পরিণামে অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফল পরিশোভিত মহা-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণিত হইবে। এস্থলে মনে রাখা উচিত,—

পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক; শিখদিগকে একতা-সূত্রে বন্ধন করা প্রয়োজন। এই একতার বলে, যাহাতে দুর্ব্বল ব্যক্তিও নবজীবনের নব-প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারে, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও দ্বিগুণ উৎসাহে উপাসনায়

শিখগুরুগণ একমাত্র ধর্ম্মবিষয়ক একতা-বন্ধন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন;—

"জাতিভেদ চিন্তা মনে স্থান দিও না; বিনয়ী ও নম্র হও, মুক্তিলাভ করিবে"—নানক, সারঙ্গ রাগ।

"ঈশ্বর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না, তুমি কোন বংশসম্ভূত, অথবা তুমি কোন জাতীয়? তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিবেন,—কি কাজ করিয়াছ?"—নানক,—প্রভাতী রাগিণী।

উচ্চবংশজাত যদি হয় নীচাশয়।
তাহার আদেশ কভু পালনীয় নয়॥
ঘৃণিত অস্পৃশ্য যদি পুণ্যবান হয়।
পাদপীঠ হয়ে তার নানক সেবয়॥

"নানক, মলার রাগ।"

ব্রহ্মা হ'তে সমুৎপন্ন হয় যেই জন।
ধর্ম্ম-জ্ঞানে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ॥
কহয়ে ব্রাহ্মণ সবে আছে চারি জাতি।
সবে ভিন্ন হয়ে এক ব্রহ্মার সন্ততি॥

"অমর দাস,—ভৈরব।"

"যে ব্যক্তি সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ভাবিয়া থাকে, যে সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া তাঁহার উপাসনা করে,—সে ক্ষত্রিয়ই হউক, আর ব্রাহ্মণই হউক, শূদ্রই হউক, আর বৈশ্যই হউক,—নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে।"—রামদাস, বিলাওয়াল।

যুক্ত হয়,—তাহার উপায়-বিধান করাই তাহার প্রথম কর্ত্তব্য। গোবিন্দ বলিলেন,—তাঁহার শিষ্যগণ সকলে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে: পাঁচজন প্রধান শিষ্য যোগজল প্রক্ষেপ দ্বারা এই দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিবে। *

---

* চারি জাতি এক জাতি হইবে নিশ্চয়।
ক্ষেত্রিব সকলে গুরু আছয়ে যথায়॥

"গোবিন্দ, রহিত নামে" (গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে)।

Compare Malcolm, Sketch, p. 45 note (ম্যালকমের সার-সংগ্রহ, ৪৫ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য)। এস্থলে গোবিন্দের সম্বন্ধে একটী বিষয় বর্ণিত আছে। গোবিন্দ বলিয়াছিলেন,—হিন্দুদিগের "পানসুপারির" চারিটী উপাদান সুচারুরূপে চর্ব্বিত হইলে, যেমন একটী বর্ণ ফুটিয়া বাহির হয়; সেইরূপ যখন চারিটী জাতি সুচারুরূপে মিশিয়া যাইবে, তখন একটী জাতি গঠিত হইবে।

বস্তুতঃ শিখগণ সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে প্রসাদ (ইতর ভাষায়,—পরসাদ), অথবা উৎসর্গীকৃত খাদ্য, ভোজন করিয়া থাকে; ময়দা, মোটা চিনি এবং ক্ষীর এক সঙ্গে মিশাইয়া এই প্রসাদ প্রস্তুত হয়। এখনও হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। (See Wilson, "Asiatic Researches", xvi. 83, note, and xvii. 239, note.)

* বিচার শক্তি পরিস্ফুট ও স্মৃতি-শক্তির বিকাশ না হইলে, শিখগণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইত না। যতদিন তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইত, ততদিন গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন না। সাত বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, কখন কখন বা সাবালক না হইলে, গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন না। কিন্তু এ বিষয়ে বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নাই। অথবা যে প্রথানুসারে এই দীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহার প্রবাদ-সিদ্ধ কোন বাহ্য-প্রক্রিয়া চিরকালে নিরূপিত হয় নাই। বিশেষ আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যতার মধ্যে যেমন

অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা; নানক ও তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুগণের স্মৃতি শিখগণ অতি ভক্তিসহকারে

যায়,—অন্ততঃ পাঁচজন শিখও একত্র সমবেত হইবে। সময় সময় আর একটী ব্যবস্থা হইয়া থাকে; তাহাদের একজনও অন্ততঃ ধর্ম্ম-বিষয়ে খ্যাতনামা হওয়া আবশ্যক। যে কোন পাত্রে শর্করা ও জল মিশ্রিত করা হয়; শাণিত ছোরা দ্বারা তাহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। লৌহ-নির্ম্মিত যে কোন অস্ত্র দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। যে ব্যক্তি মন্ত্রগ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তি যুক্তকরে নম্রভাবে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। গুরু যে মন্ত্র—যে ধর্ম্মনীতি, উচ্চারণ করেন, দীক্ষিত ব্যক্তি পর পর তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। পরে সেই পবিত্র জলের কতকাংশ তাহার মুখমণ্ডল ও গাত্রে প্রক্ষিপ্ত হয়; অবশিষ্ট জল সে পান করিয়া গুরুকে সাদরে অভিবাদন করে। তখন গুরুর জয় হউক,—এই ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। অতঃপর সেই ব্যক্তি সর্ব্বসময়ে ঈশ্বরের নিকট সততা প্রকাশ করিবে, এবং শিখরূপে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিবে,—তাহাকে এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইলে, এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। দীক্ষার বিশেষ নিয়ম প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ; নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহে দ্রষ্টব্য :—Forster 'Travel's i. 307; Malcolm Sketch' p. 182; and Princep's edition of Murray's Life of Run-jeet Singh (p. 217) শেষোক্ত গ্রন্থে একজন ভারতীয় সঙ্কলন-কর্ত্তার কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে একজন শিখের পাদোদক ব্যবহারের নিয়ম ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পদাঙ্গুলি দ্বারা জলস্পর্শ করায় যে নিয়ম পরে প্রবর্ত্তিত হয়, সে প্রথাও এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; শেষোক্ত প্রথা, সম্ভবতঃ শিখদিগের নম্রতা ও আনুগত্যের পরিচায়ক।

শ্রদ্ধা করিবে।* "গুরুর জয় হউক!"—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র।†
কিন্তু ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থ" ব্যতীত অন্য কোন দৃশ্য বস্তুর প্রতি তাহারা

যে জলে ব্রাহ্মণের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধৌত হইয়াছে, হিন্দুদিগের নিকট সেই জলই পবিত্র। সম্ভবতঃ এই ধারণাই—প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম উৎপত্তির কারণ। পদ ও পদাঙ্গুলির পরিবর্ত্তে গোবিন্দ তরবারি প্রবর্ত্তিত করিলে, তাঁহার চিহ্ন-বিশিষ্ট সেবকত্ব লৌহ-খণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিয়াছেন।

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকগণ যথারীতি শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হয় না। কিন্তু কখন কখন তাহারা এইরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের দীক্ষা সময়ে, জল ও চিনি মিশ্রিত হয়; শাণিত তরবারির এক পার্শ্ব দ্বারা উহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

* "Transanimate" (উত্তরকালের জীবিত ব্যক্তিগণ) শব্দের প্রয়োগ সম্ভবতঃ আপত্তিজনক হইবে না। শিখদিগের বিশ্বাস,—পরবর্ত্তী প্রত্যেক শিষ্যের দেহে নানকের আত্মা অবতার গ্রহণ করেন। "বিচিত্র নাটকে" (Vichitr Natuk) গোবিন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ বলিয়াছেন,—এক প্রদীপ যেমন অন্য প্রদীপে রশ্মি বিকীরণ করে, সেইরূপ নানকের আত্মা দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

† শিখ-জাতির ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূল সূত্র সরল ভাষায়,—"ওয়া গুরু"। অর্থাৎ "হে গুরো"! অথবা "গুরুর জয় হউক"। কিন্তু বিশদভাবে,—তাহাদিগের মূল সূত্র,—"ওয়া! গুরু কি খালসা"! এবং ওয়া! "গুরু কা খালসা"!—(গুরুর ধর্ম্ম ও শক্তির জয় হউক; গুরুর ও শিষ্যের মঙ্গল হউক!—গুরুর ধর্ম্মাধিকরণ বা রাজ্যের কুশল হউক।)—ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। কিন্তু পূর্ব্ব-বর্ণিত বাক্যটী সচরাচর ব্যবহৃত হওয়ায়, উহা শিখদিগের অভ্যাস হইয়াছে। "খেদ" ও "ভেদ" শব্দদ্বয়

ভক্তি প্রদর্শন করিবে না। তৎপ্রতি অভিবাদন করাও উচিত নহে।* সময়ে সময়ে অমৃতসরের জলাশয়ে অবগাহন করা কর্ত্তব্য;

মধ্যে যে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, গোবিন্দ তাহারই ব্যুৎপত্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। এই শব্দদ্বয় শিখ্যদিগের অভিবাদনের সূত্ররূপে নির্দিষ্ট না হইলেও, গোবিন্দ যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই অভিবাদনের সৃষ্টি হইয়াছে।

"আদিগ্রন্থ" বহু খণ্ড ও অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই খণ্ড ও অধ্যায়-গুলির অধিকাংশ সংখ্যায় প্রথমেই "একো ঊনকর, সাথ গুরু-প্রসাদ" প্রভৃতি বাক্য লিখিত আছে। "অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ও পরম-সুখী গুরুর কৃপা"—সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ। "দশম পাদসা কা গ্রন্থের" কতকগুলি অধ্যায়ের প্রথমে, "একো ঊনকর, ওয়া গুরুকি ফতে" অর্থাৎ "পরমেশ্বর অদ্বিতীয় এবং গুরুর ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা,"—এই সকল লিখিত আছে!

"গুরু রত্নাবলীর" শিখ-গ্রন্থকার "ওয়া গুরু"! প্রভৃতি সম্বোধনের সার্থকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে মূলীভূত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়,—

"ওয়াসদেও (বাসুদেব), প্রথম যুগ বা সত্যযুগের সম্বোধন.
হর হর, দ্বিতীয় বা ত্রেতাযুগের সম্বোধন;
গোবিন্দ গোবিন্দ, তৃতীয় বা দ্বাপর যুগের সম্বোধন,
রাম রাম, চতুর্থ যুগ বা কলি যুগের সম্বোধন;
ইহা হইতেই এই পঞ্চম যুগ বা নব-বিধানের "ওয়া (বাহবা) গুরু" (Wah Goo Roo) নিষ্পন্ন হইয়াছে।

* "রহিত নামে" অথবা গোবিন্দজীবনের নিয়মাবলীতে একমাত্র "অকাল" প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে। শিখদের

শিষ্যদিগের মস্তক-মুণ্ডন নিষিদ্ধ। তাহারা সকলেই "সিং" অর্থাৎ সৈন্ত-সম্প্রদায় বলিয়া পরস্পরকে সম্বোধন করিবে। জড় পদার্থসমূহের মধ্যে কেবল অস্ত্রের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণরূপ অনুরক্ত থাকিবে। * অন্ত-

অনেকেই গোবিন্দকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিত। তাহাদের এই কার্য্যের জন্য গুরু তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। এইরূপে গোবিন্দ শিষ্যগণের ভাবী পৌত্তলিকতা ধ্বংস করিয়াছিলেন।

* শিখ-জাতি লৌহের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যথা,—Malcolm, 'Sketch', :. 48, p. 117 note, and p. 182, note.

মূল পুস্তকে এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—সেই ব্যাখ্যাই প্রকৃত। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের (হাতিয়ার পাত্রের) পূজা হয়। পশ্চিম-অঞ্চলের প্রচলিত সাধু-ভাষায় বলিতে গেলে, এ সকলই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং ঈশ্বরের নামে সকলেই তাহা উৎসর্গ করিত। প্রধানতঃ ব্যবসায়ী সওদাগরদিগের মধ্যেই এই প্রথার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রতি বৎসর একস্থানে স্বর্ণ স্তূপীকৃত করিয়া তৎসমক্ষে ধর্ম্মকার্য্যের উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। যাহারা পুরুষানুক্রমে কেরাণীগিরি অথবা সকল-নবিসী করে, তাহারাও সেইরূপ মসীপাত্র পূজা করে। সৈনিক-বিভাগেও এ প্রথার অভাব দেখা যায় না; সেনাধ্যক্ষগণ দশ-হরার উৎসবের দিন পতাকা ও রাশিকৃত অস্ত্রশস্ত্র ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে। গোবিন্দের শিক্ষাগুণে তাঁহার শিষ্যগণ জাতি-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হলাকর্ষণ, বস্ত্র-বয়ন, কেরাণীগিরি, প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। একণে শিখ-জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই সকল ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল। গোবিন্দের শিক্ষা-প্রভাবে তাহারা

পক্ষে তাহাদের দেহ সর্ব্বদা ভূষিত থাকিবে; তাহারা সর্ব্বদা যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবে। সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি শত্রু নিধন করিতে

বুঝিল,—এই পৃথিবীতে তরবারিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। যদ্দারা ক্ষমতা-প্রভুত্ব লাভ হয়; যাহার সাহায্যে নিরাপদে নিরুপদ্রবে কালযাপন করা যায়; যাহাতে প্রাত্যহিক খাদ্যের সংস্থান হয়;—তৎপ্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জ্ঞান সর্ব্বদেশেই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের (ইংরাজদের) স্বদেশে কোন নাবিক নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত হওয়া সম্মানার্হ বলিয়া মনে করেন। অন্য বিভাগের কার্য্য অপেক্ষা নৌ-বিভাগের কার্য্য তাঁহাদের নিকট শ্লাঘনীয়। ভারতবর্ষে পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায়-প্রথা প্রচলিত থাকায়, এই ভাব উচ্চ-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; দর্শন-শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা আত্মার পুনর্জ্জন্মলাভ সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট নীতি-বিশেষ। কিন্তু বিবেক-শক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায়, মনুষ্যের প্রাত্যাহিক ক্রিয়া-কলাপ সুচারুরূপে পরিচালিত করিতেই এই নীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে; এবং পরম সুখ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই নীতি অপরিহার্য্য হইবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যুদ্ধ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকে; যে ব্যক্তি তরবারিই একমাত্র অবলম্বনীয় মনে করে,—তাহার আত্মাই নিকৃষ্ট আত্মা। মুক্ত আত্মা সর্ব্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় রত থাকে।

"সাচ্চা পাদশা" বা প্রকৃতরাজা,—এই শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সুকঠিন। এই শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি একই রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মরাজ বা গুরু অবিনশ্বর আত্মার উপর আধিপত্য করেন; তিনি মুক্তির পথ-প্রদর্শক। কিন্তু ঐহিক রাজা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনার পথ-প্রদর্শক। তিনি ইন্দ্রিয়-সুখভোগ-লালসা ও প্রবল বাসনায় পরিবৃত ব্যবহারের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

পারিবে,—তাহারই জীবন সার্থক; পরাজিত হইয়াও যে হতাশ হইবে না,—সেও ধন্য; তাহাদের মহিমাই অতুলনীয়। তিনি স্বধর্ম্ম-বিরোধী তিনটী সম্প্রদায়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। যাহারা অর্জ্জুনের ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সেই মীরমণী সম্প্রদায়কে;—তাঁহার পিতার নিধনকল্পে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল, সেই রামরায়ের দলকে;—এবং যাহারা তাঁহার নিজ ক্ষমতা বিস্তারের অন্তরায় হইয়াছিল,—সেই মুসান্দীদিগকে, গোবিন্দ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সমস্ত মুণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অথবা হিন্দু-মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। তৎকালে কতকগুলি অধার্ম্মিক লোক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া শিশু-কন্যা হত্যা করিত; গোবিন্দ সেই নৃশংসদিগের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার কোন নিদর্শন নাই। *

মুসলমানদিগেরও তাহাই বিশ্বাস। এবং তাহাদের মধ্যে একতাব্যঞ্জক মালিক হাকিকি শব্দ প্রচলিত আছে।

* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গোবিন্দের "রেহেত" এবং "টাঙ্খা" নামে নামক গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে এই সমুদায় এবং অন্যান্য আরও অনেক ভেদ-ব্যঞ্জক প্রথা দৃষ্ট হইবে।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের স্বাভাবিক প্রভেদ-ব্যঞ্জক অমুণ্ডিত কেশদাম ও নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা গোবিন্দের কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন আদেশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, মুসলমান আচার পদ্ধতি ও ব্যবহারিক রীতি হইতে তাহারা বিশেষ একটী নিদর্শন স্বরূপ এই প্রভেদ-ব্যঞ্জক রীতি গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই নীলবর্ণ-পরিচ্ছদ-পরিধান একেবারে নিষেধাধীন ছিল; এক্ষণে তাহারা আর

গোবিন্দ এক বিষয়ে জয়লাভ করিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম্মপ্রচারে শিষ্যগণের প্রভু হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার একটী গুরুতর প্রব-

---

যে প্রথা অনিবার্য্য বলিয়া মনে করে না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিরূপতাচরণের ফলেই এতদুভয় প্রথার সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণ যত্ন-সহকারে মস্তক মুণ্ডন করেন; ধর্ম্মকার্য্যে, প্রথম দীক্ষা-কালে এবং নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে হিন্দু জাতি মস্তক-মুণ্ডন করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ এখনও নীলবর্ণ ঘৃণা করেন। আজিও রাজপুত কৃষকগণ জমীতে নীল বপন করে না; তাহারা এ কার্য্য লজ্জাকর বলিয়া মনে করে। অন্যপক্ষে, মুসলমানগণ নীলপোষাক বিশেষ পছন্দ করে। হয়ত, মুসলমান-রাজত্বের সময় হইতেই নীলবর্ণের প্রতি হিন্দুদিগের বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছে। অন্যান্য বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণের নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। যাহা হউক, নানকের বিষয় উল্লেখ কালে, 'ভাই গুরুদাস' নামক একজন শিখ গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"যখন আমরা মক্কায় গিয়াছিলাম, তখন নানকের পরিধানে ফকিরের ন্যায় নীলবর্ণের পোষাক ছিল। সেইরূপ শিখদিগের কেহই "সুহি" রঙের অথবা কুসুমজাতীয় পুষ্প-রঙে রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান করে না। বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুগণ এই রঙ্ বিশেষ ভালবাসিত। কিন্তু আজকাল এই রঙ্ ক্রমে ক্রমে ফকিরদিগের বিশেষ আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শিখজাতি ধূমপান করে না; অথবা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে না। নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ তামাকের কথাই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মদ নিষিদ্ধ দ্রব্য; কাজেই তামাক ও মদ ব্যবহার করিত না। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথমে তামাকের আমদানি (দেখ। M'Culloch's Commercial Dictionary, 'art-Tobacco').

সাধ্য কার্য অবশিষ্ট আছে। সে কার্য্য,—অবিশ্বাসী প্রজাপীড়নকারী বিধর্ম্মিগণের রাজ্যের ধ্বংস-সাধন। মুসলমানদিগের বিদ্রোহের এবং হিন্দুদিগের কুসংস্কারের মধ্যেও তিনি 'খালসার', বা 'সিং'দিগের ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পীর ও মোল্লা, সাধু ও পণ্ডিত,—সকলকেই তিনি চমকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এখনও একটী কার্য্য অবশিষ্ট আছে। সে কার্য্য,—প্রবল-প্রতাপ মুসলমান সম্রাটের সৈন্যগণের দিগ্দলন-সাধন এবং অসংখ্য ঘৃণিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উচ্ছেদ-বিধান। যাঁহারা প্রাচীন রোমের দৃঢ় শাসন ও কূট-রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন; যাঁহারা আধুনিক ইউরোপের প্রভুত্ব-ক্ষমতা ও রাজ্যশাসন-নীতির সুবন্দোবস্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন,—তাঁহাদের নিকট হয়ত গোবিন্দের এই কল্পনা ও বিধি-ব্যবস্থা অসভ্যতা ও প্রলাপের পরিচায়ক বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু এসিয়ার বিস্তৃত রাজ্য-সমষ্টি, ইউরোপের অর্দ্ধ-অসভ্য

আমার বোধ হয়, আকবরের কোন বংশধর একবার তামাক বহিষ্কারের বৃথা চেষ্টা করেন; কিন্তু আজকাল ভারতীয় মুসলমানগণ সকলেই ধূম পান করিয়া থাকেন;—তামাক ব্যবহার করেন।

পার্থক্যের আর একটী চিহ্ন লক্ষিত হয়;—শিখগণ এক প্রকার পা-জামা পরিধান করে। কিন্তু হিন্দুগণ যেরূপে গাত্র আবরণ করিয়া থাকে, শিখগণ সকলেই তদ্বিপরীতভাবে পেণ্টুলান পরিধান করিয়া থাকে। রোমীয় যুবকের পক্ষে "টগা ভিরিলিস" দ্বারা ধর্ম্মাধিকার প্রদান করা যেরূপ অত্যাবশ্যকীয়; শিখ বালকেরও তেমনই "কুচ" বা "পায়জামা" গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিন্দু রমণীগণ একই রকমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। কিন্তু শিখ রমণীগণ বহু প্রকারের পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। প্রধানতঃ তাহাদের উচ্চ খোঁপা বিশেষ পার্থক্য-পরিচায়ক।

জাতির অধিকৃত রাজ্যের ন্যায়, অসংখ্য লোকসমষ্টির গভীর বিশ্বাস-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; তাহারা একই জাতীয় বিভিন্ন রাজবংশে বিভক্ত। সামরিক শক্তির ক্রমবিকাশে, এবং দলপতিগণের প্রতিভা শক্তিতে তাহারা বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল। এক বংশের পর অপর বংশ পর্য্যায়ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিত। সাইরাস পারস্য সৈন্য সাহায্যে, এবং সার্লিমেন অল্পসংখ্যক ফরাসী সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। বাবর রাজ্য-স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান; মুষ্টিমেয় তাতার সৈন্য সাহায্যে আকবর সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 'একিমি-নিডিস' এবং 'কারলোভিঞ্জিয়ান' দিগের ন্যায়, মোগলদিগের রাজ্যে তেমন সুশাসন ছিল না; বাবরের স্বজাতীয়গণের সংখ্যাও অধিক নহে,—এবং তাঁহার পুত্র সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আকবর বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কৃপালু ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন: তাঁহার দক্ষতা ও সৎসাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার অনুচরগণ সাহসী ও উদ্যমশীল ছিল। আকবর নিজেও কূটরাজনীতিজ্ঞ এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে আকবর সমগ্র ভারত-বর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তৎকালে আকবর লোকের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ পরিচালনা-শক্তি বলে, তিনি হিন্দু-মুসলমানদিগের, রাজপুত, তুর্ক ও পাঠানদিগের পরস্পর-বিরোধী সংস্কার ও ধর্ম্মমতগুলির সমতা বিধান করেন। পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর আকবর তাঁহার উত্তরাধিকারী-দিগের ভোগের জন্য একটী বহু বিস্তৃত এবং সুশাসিত রাজ্য রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এক পুত্র রাজ্য লালসায় পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পরে, সাজাহান যখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন প্রথমে তাঁহার পুত্রগণ রাজ্য-লাভের আশায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; এবং পরিশেষে এই যোদ্ধ-

পুত্রের একজন ভক্ত ও সত্য-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক, সাহাজান কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব চিরকাল ভয় করিতেন,—পাছে বা তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অন্য কেহ আধিপত্য স্থাপন করে। আরঙ্গজেব নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে সন্দেহ করিতেন। তাহার গোঁড়ামিতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নে হিন্দু-প্রজাগণও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে আরঙ্গজেব কেবল অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল না। কোন বীর জাতিই তাঁহার সহিত যোগদান করিতে না; রাজ-সভায় প্রায়ই বিশ্বস্ত ব্যক্তি দেখা যাইত না। অসাধারণ বুদ্ধিবলে আরঙ্গজেব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; সেই বুদ্ধিবলেই তিনি এতকাল তাঁহার অন্তরের অসারত্ব লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন; জীবিতকালে তাঁহার অসারত্ব কেহই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার প্রকৃত স্বভাব ও অসারত্ব সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মোগল রাজত্বে রাজনৈতিক একতার অভাব ছিল। সিংহাসন লইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইত; তাহাতেই রাজ্য-শাসন-নীতি ও আধিপত্যের সুশৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল। * মোগল

* মোগল রাজ্যে এ দোষ চিরদিন বর্ত্তমান ছিল; আকবর পরগণে "চৌধ্রি" এবং পরগণা "কানুনগো" নামক দুইটী পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই দুইটী পদবী, বংশানুক্রমিক "সেরিফ" এবং জমি-জমা ও ধনসম্পত্তির সেরেস্তাদারের ন্যায় তুল্যার্থবাচক। সেইরূপ দীর্ঘকাল-স্থায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা ইংরেজদের পক্ষে এখনও প্রকৃত আয়াস-সাপেক্ষ। বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রবল ও সত্যবাদী তাহাকেই সিংহাসনে বসানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদি বর্গীয় উত্তরাধিকারিত্বের আপত্তিজনক নিয়ম সংশোধিত হইয়াছে।

সাম্রাজ্যের অধীনে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজারা অতি অনিচ্ছা-সত্ত্বে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। আবার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি জায়গীরদারও ছিল। সেই সকল রাজবংশ এবং বিত্তভোগী জায়গীরদারগণ সম্রাটের শাসন কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত; তাঁহারা পূর্ব্বেও বিশ্বাস করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন যে— বাদসাহ কেবল নিজ স্বার্থের জন্যই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; দেশের জনসাধারণের মঙ্গল-বিধান-কল্পে তিনি কোন কার্য্যই করেন না। সাধারণের মনে এই বিশ্বাস অনেকটা বদ্ধমূল ছিল; সুশাসিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের শত চেষ্টায়ও তাহা দূর হয় নাই। তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি প্রভুত্ব লাভে সমর্থ হইলে, তাহারই প্রশংসা-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইত। রাজা এবং প্রজার মধ্যে এই বৈরিভাব দূর করিবার জন্য আকবর অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলেন না। দেশে স্বাধীনতার ভাব পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়াছিল; ধর্ম্ম-বিষয়ক অসন্তোষ নিবন্ধন সেই ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ অধিকৃত হয়; তখন আওরঙ্গজেব রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি সেই দূরদেশে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বৃথা চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। মোগলগণ কাশ্মীর ব্যতীত হিমালয়ের অন্য কোন প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই; সেই সকল বক্র গিরি-সঙ্কটেই সহসা বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সময়ে শিবাজি মহারাষ্ট্রীয় জাতির নিদ্রিত শক্তি জাগরিত করিলেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণু পর্ব্বতবাসীদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া একদল সুনিপুণ সৈন্য গঠন করিলেন; বাদসাহের অধিকারের অনতিদূরে তাঁহার এক [illegible] রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বীরোচিত [illegible] গোবিন্দ [illegible] [illegible]

উদ্দীপ্ত করেন। আওরঙ্গজেবের সুপ্ত গৌরবের উপর তিনি এক নূতন জাঠ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন; তাঁহার সে কল্পনা প্রলাপ-জনক বা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না।

পরন্তু গোবিন্দের কার্য্য-প্রণালীর শৃঙ্খলা-সাধন সহজসাধ্য নহে; তাঁহার কার্য্যাবলীর গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করাও অসম্ভব। একজন বিশ্বাসযোগ্য মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন,—গোবিন্দ তাঁহার শিষ্য-গণের ভিন্ন ভিন্ন দল এবং ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যগণের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইত। * তিনি একদল পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—তাহারা সর্ব্বত্রই বিজয়-শ্রী লাভ করিত। † গোবিন্দ শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে দুইটী কি তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নাহনের নিকটবর্ত্তী "কিয়দা" উপত্যকার 'পাওন্‌টা' নামক স্থানেও তাঁহার একটী আড্ডা ছিল;—বহুকাল পরে, এই স্থানে ইংরেজ ও গুর্খাদিগের বিষম যুদ্ধ হয়। আনন্দপুর-মাখোয়ালও তাঁহার একটী আশ্রয় স্থান; তাঁহার পিতা সেই আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ‡ চামকৌরে গোবিন্দের আর একটী

* Sicr ool Mutakhereen, i. 113.

† মারহাট্টাদিগের ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায়, শিবজীও এইরূপে বহু সংখ্যক বেতনভুক পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করেন; তাহারা বিজাপুর রাজ্যে কার্য্য করিত; এক্ষণে ঐ রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। (Grant Duff, 'History of the Mahrattas, i. 105.)

‡ মাখোয়ালের অতি সন্নিকটে আনন্দপুর অবস্থিত। মাখোয়ালের নিজ বাসস্থানটিকে গোবিন্দ প্রকৃতপক্ষে এই "আনন্দপুর" নামে অভিহিত করেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার বাসভূমি তপোভূমি-আনন্দভূমি হইয়াছিল

আশ্রয়স্থান ছিল;—এই স্থানটী শতদ্রু নদীর নিম্ন-প্রদেশস্থ উপত্যকায় অবস্থিত। তখন এই স্থানটী তেগ বাহাদুরের অতি প্রিয় ছিল। এইরূপে কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গের অধিপতি হইয়া গোবিন্দ পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য অধিবাসিগণের আক্রমণ হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোবিন্দ এই সকল অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজগণের রাজকার্য্য পরিচালনায় যোগদান করিতে প্রয়াসী হন, এবং এইরূপে সেই সকল অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজগণের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি মনে মনে বুঝিলেন,—দুর্গম পর্ব্বত-শ্রেণী-মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে আধিপত্য স্থাপিত হইবে, তাহাতেই মোগলরাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মগুরুরূপে গোবিন্দ বহু উপঢৌকন প্রাপ্ত হইতেন; ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতেই শিষ্য সংগৃহীত হইয়াছিল; গোবিন্দ সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদিগের ন্যায় নিরাপদ স্থানে পলায়নের আবশ্যকতা বুঝিতেও তিনি অক্ষম ছিলেন না।

প্রধান নেতৃরূপে অথবা অন্য রাজার সাহায্যকল্পে গোবিন্দ যে সকল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎসমুদায় তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।*

সম্পূর্ণ পৃথক, এবং তাহার অর্থ,—সুখস্থান। এখানে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটী 'চৌকী' আছে। কথিত হয়, গোবিন্দ এই স্থান হইতে সওয়া ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে শর নিক্ষেপ করিতেন;—ইংরাজী গণনায় এই দূরত্বের পরিমাণ প্রায় দুই মাইল; কারণ পঞ্জাবীদিগের ক্রোশের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

* দ্বিতীয় গ্রন্থের একটী অংশরূপে এই অংশ—"বিচিত্র নাটক"—পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তথা শিখদের "গুরুবিলাসে" গোবিন্দের এই বিবরণ সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাতে বহু বিস্তৃত বিবরণও দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বিবরণ-সম্বলিত "বিচিত্র নাটকের" কতকগুলি

তাঁহার বর্ণনাগুলি তাঁহার কার্য্যকলাপের জীবন্ত প্রতিকৃতি; ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে সে গুলি মূল্যবান এবং অন্যান্য বর্ণনা অপেক্ষা গোবিন্দের সেই বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। পুরাতন বন্ধু নাহনের রাজার সহিত গোবিন্দের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুরের রাজা নাহনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, সেই রাজা একবার গোবিন্দ কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দের বেতনভোগী কতকগুলি পাঠান সৈন্যও নাহনের সহিত যোগদান করিয়াছিল। গোবিন্দের নিকট তাহাদের বেতন পাওনা ছিল বলিয়া তাহারা দাবী করিত। তাহারা মনে করিয়াছিল—গোবিন্দের ধ্বংস সাধনে এবং তাঁহার আবাসস্থান লুণ্ঠনে তাহাদের সমুদায় দাবী পূরণ হইবে;—তাহদের সমুদায় ক্ষোভ দূর হইবে। কিন্তু গোবিন্দ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কতকগুলি পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধে নিহত হয়, এবং গোবিন্দ স্বহস্তে নালাগড়ের যুবক যোদ্ধা হরিচাঁদকে নিহত করেন। অনন্তর শত্রু পশ্চাৎ অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সময়ে কোট-কাঙ্ড়ার রাজকীয় কর্ম্মচারিদিগের সহিত কাশুরের ভীমচাঁদের যুদ্ধ চলিতেছিল; সেই সুযোগে, আনন্দপুর সুরক্ষিত করিয়া ভীমচাঁদের বন্ধুরূপে গোবিন্দ সেই যুদ্ধে যোগদান করেন। বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য রাজা মুসলমানদলপতির সহিত যোগদান করে; কিন্তু এই যুদ্ধে মুসলমান সেনা-দলক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধে ভীমচাঁদ জয়লাভ করেন; বিদ্রোহের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর কিছুকাল বিশ্রামে অতি-বাহিত হইল। গোবিন্দ বলেন,—এই সময়ে তিনি তাঁহার অমনোযোগী

অংশের ম্যালকম অনুবাদ (Malcolm, 'Sketch', p. 58.) করিয়াছেন; তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু ম্যালকমের সাধারণ বিবরণ এই ঘটনাবলীর বিপরীত ও তাহা অমূলক।

ও উচ্ছৃঙ্খল অনুচরবর্গের শাস্তি-বিধান করিয়াছিলেন। কাশুরের রাজাকে গোবিন্দ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তৎপ্রতিবিধানার্থ এই সময়ে একদল মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য্য হয়। অতঃপর একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে বাদসাহের আর একদল সৈন্য গোবিন্দকে দমন করিতে আগমন করে। যে সকল পার্ব্বত্য রাজগণ গোবিন্দের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া কর প্রদানে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাও এই সেনাপতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। উভয় দলে কিছুদিন যুদ্ধ চলিল; পার্ব্বত্য রাজগণ সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হইল। যাহা হউক, পরিশেষে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল।

গোবিন্দ এইরূপে পুনঃপুন যুদ্ধে জয়লাভ করায়, মুসলমানদিগের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। তাঁহার কার্য্য-কলাপে পার্ব্বত্য-রাজগণের মনে প্রথমেই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। যিনি প্রকৃত রাজা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধ্বংস-সাধনকল্পে তাহারা বাদসাহের সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আওরঙ্গজেব লাহোর ও সারহিন্দের শাসনকর্তাদিগকে গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন; তাহাদিগের সাহায্যার্থ বাদসাহপুত্র বাহাদুর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ জনরব উঠে।* যাহা হউক, বাদসাহের সৈন্যগণ আনন্দপুরে

---

* ম্যালকম বলেন, (Malcolm, 'Sketch', p. 60, note) —ইহাতে বুঝা যায়, এই যুদ্ধ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে হয়। এই সময়ে বাহাদুর সা দক্ষিণাপথ হইতে কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, শিখদিগের কতকগুলি বিবরণে জানা যায়, গোবিন্দ বাহাদুর সাহের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অথবা তাহাদের মতে, বাহাদুর সাহের

গোবিন্দকে পরিবেষ্টন করে। সর্ব্বপ্রকার বিপৎপাতে গোবিন্দ স্বরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অটল ছিলেন; এই সময় তাঁহার অনুচরগণ অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশাপ করিলেন; যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে দ্বিধা-ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি স্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং ঘৃণা ও অপমান সহকারে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন,—কেবলমাত্র অতি অল্পসংখ্যক শিষ্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; চল্লিশটী মাত্র অনুরক্ত শিষ্য তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছে। তাঁহার মাতা, তাঁহার পত্নীদ্বয় এবং দুইটী সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান,—সকলেই সারহিন্দে পলাইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে তাঁহার পুত্রদ্বয় মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল; মুসলমানগণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলে।* এই চল্লিশ জন অনুরক্ত শিষ্য

প্রতিই গোবিন্দ দয়া প্রকাশ করেন। "বিচিত্র নাটকে" গোবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন,—বিদ্রোহ দমনের জন্ত বাদসাহের এক পুত্র প্রেরিত হইয়াছিল। গোবিন্দ কিন্তু তাঁহার কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনও (Elphinstone, 'History', ii. 545) বাহাদুর সাহের নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলেন নাই। বস্তুতঃ, বোধ হয়, তিনি অনুমান করিয়াই বলিয়াছেন, রাজবংশের একজন রাজপুত্র, মুলতানের নিকটে বিদ্রোহ দমনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন,—তিনি সারহিন্দের শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন।

* গোবিন্দের সন্তানগণের হত্যাবিষয়ক বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ ব্রাউনের "ইণ্ডিয়া ট্রাক্টে" সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ('Browne's India Tract ii. 6, 7.)

বলিল,—তাহারা রাজা ও গুরু গোবিন্দের সহিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের-দুর্ব্বল হৃদয় ভ্রাতৃবৃন্দের অভিশাপ মোচনের জন্য তাহারা প্রার্থনা করিল; তাহাদিগকে মুক্তির আশা প্রদান করিতে অনুরোধ করিল। গোবিন্দ বলিলেন,—তাঁহার ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী হইবে না; গোবিন্দ নিজ অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিলেন। চামকৌরের দুর্গ তাঁহার অধীনেই ছিল; রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া গোবিন্দ নির্ব্বিঘ্নে সে স্থানে পৌঁছিলেন।

এই চামকৌর দুর্গে গোবিন্দ পুনরায় অবরুদ্ধ হইলেন।* বিপক্ষগণ তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলিল, এবং স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র অজিৎ সিং ক্রোধপ্রকাশে সংবাদবাহী দূতকে নিরুত্তর করিলেন। তাহাতে বিপক্ষ সৈন্য চারিদিক হইতে শিখদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। গুরু সর্ব্ব স্থানেই উপস্থিত ছিলেন; অবশিষ্ট দুইটী পুত্রও তাঁহার চক্ষের সমক্ষে নিহত হইল; তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যও প্রায় ধ্বংস হইল। অবশেষে তিনি পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তমসাচ্ছন্ন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে গোবিন্দ শিবিরের বহির্ভাগে গমন করিলেন; কিন্তু দুই জন পাঠান সৈন্য

---

* চমকৌরের ইষ্টক-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দুর্গের একটী চূড়ায় একটী বিখ্যাত যোদ্ধার কবর এখনও বিদ্যমান আছে। এই যোদ্ধা 'মেথর' জাতীয় একজন শিখ;—তাহার নাম,—জিউরাম সিং। এই যুদ্ধে সেই ব্যক্তি নিহত হয়। মঠটী সেই মহাপুরুষের কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়, অজিৎ সিং ও যুজার সিং যে স্থানে নিহত হন, সেখানে একটী বর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিখদিগের বিবরণানুসারে, গোবিন্দের পরাজয় ও পলায়নের কাল ১৭০৫ ও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। কথিত হয়,—এই পাঠানদ্বয় পূর্ব্বে কোন সময়ে গুরুর নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠান সৈন্যদ্বয়ের সহায়তায় তিনি বেহোলপুর নগরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া গুরু ইস্লাম ধর্ম্মের তৃতীয় প্রচারক পীর মহম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কথিত হয়,—গুরু এক সময়ে পীর মহম্মদের নিকট কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই স্থানে গোবিন্দ মুসলমানদিগের অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন;—আপৎকালে মুসলমানের অন্ন গ্রহণ দূষণীয় নহে বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর নীল বর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ মুসলমান ফকিরবেশের ন্যায় গোবিন্দ ছদ্মবেশে ভাতিন্দার পার্ব্বত্য উপত্যকায় পৌঁছিলেন। শিষ্যগণ পুনরায় তাঁহার নিকট সমবেত হইল; তাহাদের সাহায্যে অনুসরণকারিগণকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। তদবধি সেই স্থান "মুক্তসর" অর্থাৎ "মুক্তি-সরোবর" নামে অভিহিত। গোবিন্দ পলায়ন করিয়া হান্সি ও ফিরোজপুরের মধ্য-পথবর্ত্তী দামদামা বা "বিশ্রাম স্থান" পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তখন বাদসাহের কর্ম্মচারিগণ মনে করিলেন,—গোবিন্দের সৈন্য এবং তাহার ক্ষমতা যথেষ্টরূপে হ্রাস হইয়াছে। সেই বিশ্বাসে তাঁহারা বন্ধুর মরুময় প্রদেশে আর অধিক দূর গোবিন্দের অনুসরণ করিলেন না।

গোবিন্দ দমদমায় কিছুকাল অবস্থান করিলেন; এই স্থানে শিষ্যগণের শক্তির পুনরুদ্দীপন এবং ধর্ম্মানুরক্ত শিষ্যদিগের মুক্তির আশা প্রদান জন্য "দশম-রাজার-গ্রন্থ" নামক "গ্রন্থের" ভোক্তার প্রণয়নে ব্যাপৃত হন। "বিচিত্র নাটক" বা "অত্যাশ্চর্য্য গল্পসমূহ" ইহারই অন্তর্নিবিষ্ট; 'বিচিত্র নাটক' উক্ত গ্রন্থেরই ঐতিহাসিক অংশ। যে জগদীশ্বর পূর্ব্বাপর তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমানের স্তোত্রে এই গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। গোবিন্দ বলিয়াছেন,—

তিনি যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। তিনি যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা, এবং পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে তাহার স্মৃতি ও কল্পনা সকলই তাহাতে যোজিত হইবে। তিনি বলিলেন,—"তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন", সে সকলই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে;—"লো" বা লৌহ তরবারির ঐশ্বরিক ক্ষমতাতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" যখন গোবিন্দ এইরূপে নির্জ্জনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনৈক দূত আসিয়া তাঁহাকে বাদসাহের নিকটে উপস্থিত হওয়ার আদেশ জ্ঞাপন করে। কিন্তু তিনি রাজার প্রতি ভর্ৎসনা-সূচক কতকগুলি পদ্যে আরঙ্গজেবের আদেশের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এই সকল পদ্যে ও তাঁহার প্রেরিত পত্রে, বাদসাহের নিকট বিনীত না হইয়া বরং তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাদসাহের কোপ শান্তির চেষ্টা করেন নাই; বরং বাদসাহের প্রতি ঈশ্বর কুপিত,—ইহাই বলিয়া বাদসাহকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—বাদসাহের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই; "খালসা" এখনও বাদসাহের কু-কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত আছে। তিনি নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-নীতির বিষয় উত্থাপন করেন; অর্জ্জুন ও তেগ বাহাদুরের মৃত্যু-কাহিনীও সংক্ষেপে স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং তাহার পুত্রগণকে নিহত করিয়া তাহাকে যে অপুত্রক করা হইয়াছে,—সে সকল কথাও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও বলিলেন;—এ সংসারে তাঁহার সংসার-বন্ধন কিছুই নাই; তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; বাদসাহের বাদসাহ অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী জগদীশ্বর ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি বলিলেন,—দরিদ্রের প্রার্থনাও নিষ্ফল হয় না; শেষ বিচারের দিন দেখা যাইবে,—বাদসাহ কি উত্তর দেন; তাঁহার অসংখ্য নিষ্ঠুরতা ও অত্যা-

কার্য্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া কিরূপে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন? ইহার পর আর একবার আওরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য গুরু আহূত হইয়াছিলেন। গুরু নিজেই তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শুনা যায়,—সেই উদ্দেশ্যে বাদসাহের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে গোবিন্দ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।*

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর সা সিংহাসন অধিকারার্থ কাবুল হইতে আগমন করিলেন। তিনি আগরার নিকট এক ভ্রাতাকে পরাজিত ও নিহত করেন; এবং দক্ষিণমুখে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা কামবক্সকে পরাজিত করিলেন। কামবক্স গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। যখন বাহাদুর সা এই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় গোবিন্দকে তাঁহার শিবিরে আহ্বান করিয়াছিলেন। গুরু তথায় গমন করিলেন; বাহাদুর সা তাঁহাকে সম্মানপুরঃসর গ্রহণ করিয়া বিশেষ সদ্ব্যবহার করিলেন; গুরু গোদাবরীর উপত্যকার সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাদসাহ হয়ত মনে করিয়াছিলেন,—রাজদ্রোহী মারহাট্টাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 'জাঠ'গণের নেতার নিয়োগ বিশেষ ফলবতী হইবে। তখন গোবিন্দ দেখিলেন, বাদসাহের অধীনে কার্য্য গ্রহণই, বাদসাহের সন্দেহ

* গোবিন্দের বীরপুরুষোচিত কার্য্যাবলীর এই বিবরণ, ভকাসিংহ বিরচিত "গুরু বিলাসের" অন্তর্গত 'বিচিত্র নাটকের', এবং 'গুরমুখী' ও পারস্য-ভাষায় সঙ্কলিত প্রচলিত গ্রন্থ-সমূহের উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থের অসম্পূর্ণ প্রতিলিপির শেষোক্ত খানি ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ('History of the Sikhs: pp. 79—99).

নিরসনের এবং আপন সৈন্যদল গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়।* দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে, গুরু শিষ্যগণকে ভয় দেখাইলেন, এখন হইতে যে তাঁহাকে-পরিত্যাগ করিবে, তাহার সমূহ অনিষ্ট সম্ভাবনা। তিনি সাহসী বীর বান্দাকে দক্ষিণ প্রদেশের অস্ত্রস্বরূপ নিয়োগ করিলেন। শতদ্রুর উত্তর পার্শ্বে বহুসংখ্যক শিখগণ পুনরায় সমবেত হইল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই এ সংসারে গোবিন্দের কার্য্যের অবসান হইয়া আসিয়াছিল। গোবিন্দ নিজে আর বেশী কিছু লাভ করেন,—তাঁহার অদৃষ্টে তাহা ছিল না। এই সময়ে একজন অর্দ্ধ-ব্যবসায়ী ও অর্দ্ধ-যোদ্ধা আফগান সামরিক বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; গোবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে বহুসংখ্যক অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।† এই সওদাগর বা ভৃত্য গুরুকে আপন অস্ত্রা-

* গুরু দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন,—শিখ গ্রন্থকারগণ সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক মুসলমান লেখকগণ বলেন,—পাটনায় গোবিন্দের মৃত্যু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফি খাঁ, বাহাদুর সার উদার-ব্যবহারের বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। কাফি খাঁ বলেন, মোগল সৈন্যগণের মধ্যে তিনি একটী বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। (See Elphinstone, 'History of India', ii. 566. note); গোদাবরী নদী-তীরে গুরুর মৃত্যু হয়,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, তাঁহারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। লোক-পরম্পরাগত যে সকল বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৭৬৫ সম্বতের কার্ত্তিক মাসে অথবা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে 'নাদের' নামক স্থানে গুরু আসন ন করেন।

† পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আফগান ও তুর্কমান সওদাগরগণ, ঘোটক বিক্রয় করিয়া দৈনিক ব্যয়ভার সঙ্কুলান করিত। তাহাদের আক্রমণকালের মাঝামাঝি সময়ে, ভারতবর্ষের কতদূরে উপনিবেশ স্থাপিত

থের স্থির-জ্ঞাপন করিয়া, প্রাপ্য টাকা পাইবার দাবী করিতে লাগিল। দাবী অনেক টাকার; সুতরাং টাকা প্রদানে বিলম্ব হইতে লাগিল; সেই হেতু অধৈর্য্য হইয়া, সেই আফগান ব্যবসায়ী গুরুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিল। পরিশেষে তাহার অসংযত বাক্যে উত্তেজিত হইয়া, তরবারির এক আঘাতে গোবিন্দ তাহাকে নিহত করেন। হত পাঠানের মৃতদেহ স্থানান্তরিত এবং কবরিত হইল। তাহার পরিবার-বর্গ সকলেই অধিনায়কের মৃত্যুতে গোবিন্দের নিকট বশ্যতার ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহার পুত্রগণ মনে মনে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনা পোষণ করিতে লাগিল, এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিল। একদিন তাহারা গুপ্তভাবে গুরুর নিভৃত বাসে গমন করিল; গুরু তখন নিদ্রিত ছিলেন; তাঁহার রক্ষকগণ কেহই তথায় ছিল না। সেই অবস্থায় তাহারা তাঁহার প্রতি সংঘাতিক অস্ত্রাঘাত করিল। গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হত্যাকারিগণ ধৃত হইল। কিন্তু তাহাদের মুখভঙ্গীতে অস্বাভাবিক বিকট হাস্যচ্ছটা বিকাশ পাইল; তাহারা আপনাদিগের দোষ-স্খালনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল;—কৃত কার্য্যের সার্থকতা সম্পাদনে যুক্তিজাল বিস্তার করিল; নানা তর্কের অবতারণা করিল। গুরু সকলই শুনিলেন; তাহাদের পিতার

হইয়াছিল, তাহার অনুসরণ করা বড়ই আমোদজনক। লোকপরম্পরায় শুনা যায়,—মানিক্যালানগর ধ্বংসকারী এবং হরিয়ানার অন্তর্গত ভাজনির প্রতিষ্ঠাতা,—সকলেই ভিন্ন-দেশবাসী ছিলেন। পরে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবস্থানুসারে ঘোটকাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও ভারতীয় যোদ্ধা, আমীর খাঁও বাল্যের জন্য সেইরূপ অশ্ব-বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ('Memoirs of Ameer Khan', p. 16.)

অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিলেন; আপন পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া বাকী রহিয়াছে,—তাহাও তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি যুবকদ্বয়কে বলিলেন,—তাহারা উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছে। তখন গুরু আজ্ঞা করিলেন,—তাহাদের কোনরূপ শাস্তি বিধান না করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করা হউক। * মুমূর্ষু গুরু অপুত্রক ছিলেন; সমবেত

* মূল গ্রন্থে গোবিন্দের মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, অন্যান্য বিবরণেই সেইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় একটু আধটু পার্থক্য দেখা যায়। আবার কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, হত পাঠানের বিধবা স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য পুত্রদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেন। আরও অনেক বর্ণনায়, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিবরণে, দেখা যায়,—গোবিন্দের মানসিক বিকার জন্মিয়াছিল। কতকগুলি শিখ গ্রন্থকারও এই বিশ্বাসের সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, গুরু যে যুবকদ্বয়ের পিতৃ-হত্যা করেন, তাহাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে সুযোগমত প্রতিশোধের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতেন; তাহাতে বোধ হইত, যেন তিনি নিজে তাঁহার জীবন ভারাক্রান্ত বোধ করিয়াছেন, এবং তাহাদের হস্তে নিহত হইবার জন্য প্রস্তুত আছেন। শের-উল-মুতাক্ষরীণে জানা যায় (i. 114), গোবিন্দ পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। Compare Malcolm, 'Sketch', p. 70 not, pur Elphinstone, 'History' ii 564). নান্দেরের ধর্ম্ম-মন্দিরের পুরোহিতগণ আর এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—হয় গোবিন্দ পরেওা খাঁর হত্যা বিধান করেন; পরেওা খাঁর পৌত্রই গোবিন্দকে নিহত করিয়াছিল; গোবিন্দের সহিত তাহাদের বিবাদের আর কোন কারণ ছিল কি না,—তাহা এ বিষয়ে জানা যায় না।

শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুকালে অতি দুঃখিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—কে তাহাদের সত্য-ধর্ম্মের জ্ঞান প্রদান করিবে? তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, কে তাহাদিগকে বিজয়-পথে পরিচালিত করিবে? তখন গুরু সকলকে আনন্দ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি ভাবিলেন,—নির্দ্দিষ্ট দশ জন গুরু তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে ঈশ্বর বা অমর গুরুর নিকট "খালসা" সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন,—"যে গুরু-সাক্ষাৎকার লাভে ইচ্ছুক, সে যেন নানকের "গ্রন্থ" অনুসন্ধান করিয়া দেখে। গুরু সর্ব্বদা 'খালসার' সহিত বাস করিবেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও; যেখানেই পাঁচজন শিখ একত্র সমবেত হইবে, সেখানে আমিও উপস্থিত থাকিব।" *

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী নদী-তীরে 'নান্দের' নামক স্থানে গোবিন্দ নিহত হন। † তখন গোবিন্দের বয়স ৪৮ বৎসর। যদি কেহ মনে

* মৃত্যুকালে গুরু যে আদেশ প্রচার করেন, তৎসম্বন্ধে এই বিবরণই প্রচলিত আছে। অনেকের বিশ্বাস,—গোবিন্দ নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য পূরণ করিয়াছিলেন; উহা লোকের উদ্দেশ্যো-পযোগী হইয়াছিল; আজকাল উহা শৈব-ধর্ম্মের একটী প্রধান নীতি। গোবিন্দের মাতা ও স্ত্রী, গোবিন্দের মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সাধারণ "খালসা"দিগের মধ্যেই গুরু অবস্থিত; কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইবার উপযুক্ত নহে। এই কারণে শিখদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধার্ম্মিক ব্যক্তিও সম্মানজনক "গুরু" নামে অভিহিত হন না। "ভাই" শব্দ তাহাদের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মোপাধি। চলিত কথায় ইহার অর্থ,—"ভ্রাতা"; কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ইংরাজী "অগ্রজের" (elder) শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

† কথিত হয়,—গোবিন্দ ৭৬৫ সম্বতের "পো" মাসে ১৭০৮

করেন, গোবিন্দের এই রহস্যময় অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সমগ্র জীবনের আশা-ভরসা সকলই মিথ্যা হইয়াছিল,—তাহা হইলে তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,—

কল্পনার ক্রীড়নক মানব নিশ্চয়।
ইঙ্গিতে চালিত তার দৃঢ় শক্তিচয়॥
কল্পনার মোহময় পথ সে ভীষণ।
উৎসাহে ধাইয়ে তাহে মৃত্যু অনুক্ষণ॥ *

খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু যে ১৭৬৫ সম্বৎ অথবা ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে হয়, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না।

নান্দেরে একটী বৃহৎ ধর্ম্ম-মন্দির আছে। কতকাংশে স্থাবর সম্পত্তির আয়ে, কতকাংশে চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা, আবার কতকাংশে বা অর্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে বাৎসরিক করাদায়ে উহার ব্যয় সঙ্কুলান হইত। অদ্যাবধি এই ধর্ম্মাধিকরণের অধিপতি দেখাইবার জন্য প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা সকলে নিজ নিজ অবস্থানুসারে অর্থ প্রদান করেন। এইরূপে ভূপালের রাজার সাধারণ অশ্বপালকগণ প্রতি বৎসর এক টাকা চারি আনা এবং তাহা ব্যতীত তীর্থযাত্রা-কালে অন্যান্য উপহারও প্রদান করিয়া থাকে।

রণজিৎসিংও নান্দেরে বহু অর্থ প্রেরণ করিতেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত অর্থে যে ইমারত আরম্ভ হয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

নান্দেরের আর এক নাম,—"উপচাল্লা" নগর। দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতে ইহা ভক্তিসূচক "গুরুদ্বাওয়ারা" অর্থাৎ "গুরু-গৃহ" নামে অভিহিত।

* Sir Marmaduke Maxwell, a dramatic poem, act iv, scene 6.

যখন মহম্মদ মক্কা হইতে পলায়ন করেন, তখন হয়ত "একজন আর-বের বরশার আঘাতে সমগ্র জগতের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইত"; * পদ্যে বর্ণিত সত্যের প্রতিমূর্ত্তি বিখ্যাত একিলেস, (Achilles) ট্রয় নগর অধিকার না করিয়াই পলায়ন করিতেন। "মাসিডন"দিগের অধি-পতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও, তিনি চিরকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। "সিমর" ও "কামাণ্ডার"দিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে তিনি যে হেয় মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে সেইরূপ নৃশংস ও হেয় মৃত্যুই সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভূ-খণ্ডে যাহার অক্ষয় কীর্ত্তি বিরাজমান; যাহার যশোরশ্মিতে দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত; যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে জেরুসালেম উদ্ধারের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন;— ঈশ্বরের পবিত্র নগর বিধর্ম্মীর করতলগত রহিল বলিয়া এবং তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে না পারিয়া, সেই বীরশ্রেষ্ঠ রিচার্ডও, লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়াছিলেন; তিনি আর মুখ দেখাইলেন না। তিনি যে পুণ্যভূমির উদ্ধার সাধনে অক্ষম হইলেন, সে পুণ্যভূমির দিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। তিনি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন; পরিশেষে অকাল মৃত্যুতে তাঁহার আশা ভরসা সকলই ফুরাইল। † যাহা হউক, কার্য্যসিদ্ধি দ্বারা সকল সময়ে মহত্ত্বের পরিমাপ

---

* Gibbon, "Decline and Fall of the Roman Empire," ix. 285.

† সিংহতুল্য রাজার বিষয় জানিতে হইলে, গিবনের রোম-রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire xi. 143.) দ্রষ্টব্য। টাসোর কৃত একিলিস ও রিচার্ডের পরস্পর তুলনা দেখা উচিত। (Turner's History of England, p. 300.) গ্রিক ও ইংরাজ-বীরের পরস্পর আলোচনা

হয় না। শিখদিগের শেষ গুরু গোবিন্দ জীবিত কালে স্বীয় উদ্দেশ্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি একটী পরাজিত ও অধঃপতিত জাতির বিলুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব ও সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত ও কার্য্যক্ষম করিয়া যান। নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসূত্র-বলে, সমাজ-স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রাধান্যের অভিনব সুখ লালসায় তাহারা সকলেই উন্নত হইয়া উঠে; তাহাদের মন সেই স্বাধীনতা-সুখ লাভের উৎকট ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হয়। তখনও যাহা জীবন্ত গোবিন্দ তাহারই মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চালিত করিলেন; হৃদয়ে উদ্দীপনার অনলস্রোত প্রবাহিত হইল। সমগ্র শিখজাতি একই জীবন্ত আত্মার অধিকারী। গোবিন্দ প্রচারিত ধর্ম্ম ও উপদেশসমূহ কেবল তাহাদের মানসিক শক্তি উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল; তাহাদের শরীর সুগঠিত ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। তাহাতে তাহারা অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এইরূপে শিখ-জাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও বাহ্য আকৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। একজন শিখ-রাজাকে তাঁহার প্রতাপশালী দেহ এবং স্বাধীন ও বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া সুন্দররূপে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু শিখ ধর্ম্মের একজন গুরুকে ততোধিক সহজে চিনিতে পারা যায়; কারণ তাঁহার আত্মা ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যগ্র;—তাঁহার আত্মা সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার সেই সমুদায় লক্ষণ দেহে প্রকটিত হয় এবং তাহাতেই গুরুকে সহজে চিনিতে পারা যায়। * যাহা হউক, এই সকল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, অধিকাংশ

তুলনায় শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরতা সম্বন্ধে হালামের সম্মতি দ্রষ্টব্য। (Hallam, Middle Ages, iii. 482.)

* এইরূপ বাহ্যিক পরিবর্ত্তন প্রথমে স্যার আলেক্‌জান্দার বার্ণেস লক্ষ্য করিয়াছেন। (Travels i. 285, and ii. 39.) এলফিন্‌ষ্টোন (History of India, ii, 594.) এবং ম্যালকম (Sketch, p.

শিখই হিন্দুবংশজাত। ফলতঃ, তাহাদের দৈনিক রীতি-পদ্ধতি এবং চলিত ভাষা যে সকলই হিন্দুদিগের ন্যায়—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক প্রথা ও কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া গোবিন্দ শিষ্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। তথাপি, তাহারা ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং সাংসারিক কামনায় অন্যান্য ভারতীয় জাতি অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাহারা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত; সকলেই একই ভাব—একই চিন্তা, মনোমধ্যে পোষণ করিত। এই অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনেই, তাহারা একতা-সূত্রে একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের এ উদ্দেশ্য—এ ভাব আর কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এক সময়ে একটী সম্প্রদায় খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; গ্রীস ও রোম দেশের পণ্ডিতগণ এই নবজীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত শক্তি ও তেজ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

---

১২৪) তাহা সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দু পরিবারের কতকগুলি বংশধর এক কিংবা দুই শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের ব্যক্তিগত আকৃতির সহিত মালব এবং উত্তর ভারতবর্ষের নানা স্থানের ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসিগণের প্রতিকৃতির বিশেষরূপে তুলনা করা যাইতে পারে;—তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি ও পরিচ্ছদেও একইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতে পারে। প্রিচার্ডও (Physical History of Mankind, i. 183 and i. 191.) খৃষ্ট ধর্ম্ম-দীক্ষিত "হটেনটট" ও "এসকুইমাক্স"দিগের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহাদের স্বাভাবিক মুখ-শ্রীর কোন পরিবর্ত্তন দেখেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়,—অনুসন্ধিৎসু ইংরাজগণ প্রকৃত বিষয়ের কোন তথ্য নিরূপণ করেন না; অথবা পূর্ব্ব-বর্ণিত ভারতের জাতিগণ বড় ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্যের সহিত এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—অধিকন্তু তাঁহারা কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই।

সুতরাং শিখদিগের প্রকৃতশক্তি বুঝিতে না পারিয়া, তদ্বিষয়ে যে সকল ভ্রমাত্মক ঘটনার অবতারণা দেখা যায়, তাহাতে জনসাধারণের চমৎকৃত হইবার কোন কারণ নাই, অথবা ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করারও আবশ্যক নাই।* টাসিটস্ এবং সুইটোনিয়স মনে করিতেন, প্রাচীন খৃষ্টানগণ ইহুদী জাতীর একটী সম্প্রদায় বিশেষ। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য ভেদ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের যে গুপ্ত শক্তি ও প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব প্রভাবে আধুনিক সভ্যতা দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছিল; যাহাতে সেই সভ্যতার ক্ষীণ রশ্মির নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতে

* গ্রন্থকর্ত্তা প্রধানতঃ অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলসনের বিষয় বলিতেছেন। তাঁহার শিক্ষা ও পরিশ্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এইরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। (See, 'Asiatic Researches' xvi, 237. 238, and 'Continuation of Mill's History', vii, 101 102.) ম্যাল্‌কমও এক স্থলে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (Malcolm, 'Sketch', p. 144, 148. 150); কিন্তু অন্যস্থলে আবার এই মতের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ('Sketch' p. 43) যাহা হউক, এই সকল মতের সহিত এলফিন্‌ষ্টোনের অধিকতর বিশুদ্ধ মত তুলনা করা যাইতে পারে। (Elphinstone, 'History of India, ii. 562, 564) এবং স্যার আলেকজাণ্ডার বার্ণেস (Sir. Alex. Burnes, 'Travels', i. 214, 28 ও ম্যাজর ব্রাউনের মন্তব্যও (Major Browne's, India 'Tracts', ii,, 4) ইহার সহিত তুলনীয়। ম্যাজর ব্রাউন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমিয়দিগের মধ্যে যে প্রকার, শিখ ও হিন্দুদিগের পরস্পরও পরস্পর সেইরূপ সমতা দৃষ্ট হয়।

আদিল,—তাঁহারা তাহার প্রকৃত তথ্য বা প্রাণভূত শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।*

---

* See the 'Annals of Tacitus.' 'Murphy's Tanslation' (book xv. Sect 44, note 15) ট্যাসিটস বলেন,—খৃষ্টানধর্ম্ম একটা ভয়াবহ কু-সংস্কার। তিনি মনে করেন,—খৃষ্ট-প্রচারকগণ "সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি ঘৃণার ও অপ্রসন্নতার প্রণোদিত"।—এই সময়ে তাহাই জুডাইকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুইটোনিয়স বলেন,—ক্লডিয়সের রাজত্ব সময়ে "ক্রেসটাস" নামক এক ব্যক্তির উত্তেজনায় জিউগণ বিদ্রোহের সূত্রপাত করিয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তিনি স্পষ্টতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গ্রীক শব্দে "অভিষেকের" পরিবর্ত্তে একটী লাটিন শব্দের প্রয়োগ করিয়া তিনি আরও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আবার, ভোপিসকাস নামক একজন অপরিচিত ঐতিহাসিক বাদসাহ হাড্রিয়ন লিখিত একখানি "পত্রের" বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—"সিরাপিস" ভক্তবৃন্দের সহিত খৃষ্টানগণের তুলনা করা হইয়াছে; তাহাতে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঈশাগণ প্রধানতঃ সেই অস্বাভাবিক দেবতার ঘোর পক্ষপাতী এবং উপাসক; এই দেবতার উপাসনা 'পলেমি' জাতি কর্ত্তৃক মিশরে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। (Waddington, 'History of the Church', p. 37.) ইউসিবিয়াসও নিজে, খৃষ্টান এবং এসেনিক্ থিরাপিউটী (Essenic Therapeutae) এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান নাই. (Strauss, 'Life of Jesus', i, 294) কিন্তু শেষোক্তটী একটী সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষ;—ইহারা বৈরাগ্যের ও বুদ্ধির আলোচনা অহোনিকার তাপ করিত।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, মিঃ নিউম্যানও ট্যাসিটাসের এই

গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য বান্দা দক্ষিণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন; তিনি "বৈরাগী" সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত।* গুরুর মৃত্যুর পর, তাঁহার শিষ্যগণের কার্য্য-প্রণালীর বর্ণনা হইতে মৃত গুরুর সাজসজ্জা, সৈন্যপরিমাণ, এবং তাহার ধনৈশ্বর্য্যের বিষয় উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। যখন বান্দা উত্তর-পশ্চিম দিকে পৌঁছিলেন, তখন বিজয় কেতন স্বরূপ গোবিন্দের শর বহন করিয়া বহুসংখ্যক শিখ তাঁহার নিকট সমবেত হইল। বান্দার আগমনে সারহিন্দের নিকটবর্ত্তী মোগল কর্ম্মচারিগণ পলায়ন করিলেন; তখন তিনি সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিলেন; সে ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হইল। সারহিন্দ লুণ্ঠিত হইল; গোবিন্দের সন্তানগণকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপকারী হিন্দুগণ এবং তাহাদিগের

বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়,—এ বর্ণনা প্রকৃত পক্ষে ইহুদীগণের পরিবর্ত্তে খৃষ্টানদিগকেই নির্দ্দেশ করে। (On the Development of Christian Doctrine, p. 205, &c) হয়ত, এই বিষয়ে তাঁহার বর্ণনাই যথার্থ। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মতের সহিত তাঁহার মত-বিরোধের কোন কারণ, তিনি উল্লেখ করেন নাই।

* কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বান্দা উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন। ম্যাজর ব্রাউন যে গ্রন্থকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, জলন্ধর দোয়াবে বান্দার জন্ম হয়। ('India Tracts, ii. 9)

"বান্দা" শব্দে "ক্রীতদাস" বুঝায়। "গুরু রত্নাবলী" রচয়িতা স্বরূপ চাঁদ বলেন, এই বৈরাগী যখন দক্ষিণ দিকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি এই নাম বা উপাধি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি দেখিলেন যে, গুরু-সান্নিধ্যে তাঁহার রক্ষক দেবতা বিদ্যুৎ ক্ষমতা শিক্ষন। তখন হইতেই বান্দা বলিলেন,—তিনি গুরুর ক্রীতদাস হইবেন।

পিকদকারী মুসলমানগণ সকলেই প্রতিশোধ-পরবশ শিখগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল।* অতঃপর বান্দা সাহ্মুর পর্ব্বতের পাদদেশে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন; † শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল; তখন তিনি সাহরাণপুর জেলা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ‡

এই সময়ে বাদসাহ বাহাদুর সা, তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা কামবক্সকে পরাজিত করিলেন। মারহাট্টাদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হইল। এক্ষণে তিনি রাজপুতনার রাজাগণকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন যে,—অজাত-কুলশীল বান্দা কর্ত্তৃক রাজকীয় সৈন্য পরাজিত হইয়াছে এবং বিপক্ষ দল নগর লুণ্ঠন করিয়াছে। ¶ তিনি অতি শীঘ্রতর পঞ্জাবে গমন

* সারহিন্দ অবরোধ সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য :—Browne, 'India Tracts,' ii. : 9, 10 ; Elphinstone, 'History of India' ii 565, 566. ম্যাল্‌কম বলিয়াছেন, এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নাম—ফৌজদার খাঁ। (Malcolm. 'Sketch' p. 77, 78) বস্তুতঃ, তাঁহার নাম ভুজির খাঁ,—ফৌজদার খাঁ নহে। প্রকৃত পক্ষে ভুজির খাঁ এই প্রদেশের "ফৌজদার" অর্থাৎ সেনানায়ক ছিলেন বটে; কিন্তু এক্ষণে এই শব্দ নামস্বরূপ প্রযুক্ত হয়, এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে বুঝায়।

† সাদোয়ারা আম্বালার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। মুখলিসপুর তাহারই সন্নিকটে অবস্থিত। ইহাই বোধ হয়, সৈর-উল-মুতাক্ষেরীণের "লো-গড়" বা লৌহদুর্গ। (Seir ool Mutakhereen, i. 115)

‡ Forster, 'Travels' i. 304.

¶ নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য:—Elphinstone, 'History of India', ii. 561 and Forster. 'Travels, i. 304. ১৭০৯-১০ খৃষ্টাব্দে ইহা সংঘটিত হয়।

করিলেন। দক্ষিণাপথে বিজয়লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি সেখানে একটুও বিলম্ব করিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার সেনাপতিগণ পানিপথের সন্নিকটে একদল শিখ সৈন্য পরাস্ত করিলেন; বান্দা তাঁহার দুর্গে পুনরায় বিপক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই অবরোধ সময়ে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত একজন ধর্ম্মানুরাগী স্বেচ্ছায় নায়কের বেশ ধরিয়া ছদ্মবেশে যখন বহির্গমন করিতেছিল, তখন শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এবং বান্দা তাঁহার সকল অনুচরবর্গের সহিত সেখান হইতে পলায়ন করেন।* অতঃপর কতকগুলি সামান্য সামান্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, লাহোরের উত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতমালামধ্যে জাম্বুর সন্নিকটে বান্দা স্বীয় আবাস স্থান স্থাপিত করিলেন, এবং পঞ্জাবের অভ্যন্তর ভূমিখণ্ড বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাহাদুর সা স্বয়ং লাহোর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।†

বাদসাহের মৃত্যু হওয়ায়, সিংহাসন লইয়া পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইল। বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জাহান্দার সা প্রায় এক বৎসর নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোকসের তাঁহাকে পরাজিত ও

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য:—Elphinstone, 'History of India, ii. 66 and Forster, 'Travles', i. 305. ঐ শিখের একান্ত অনুরক্তি দেখিয়া, বাদসাহ তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন নাই।

† সৈর-উল-মুতাক্ষেরীন, প্রথম খণ্ড, ১০৯ ও ১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (Compare 'Seir ool Mutakhereen' i. 109 and 112.)

নিহত করেন। মোগলদিগের এই সমুদয় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্দ্রোহে শিখদিগের বিশেষ সুবিধা হইল; তাহারা পুনরায় একত্রিত হওয়ায় অজেয় হইয়া উঠিল, এবং বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যবর্তী স্থানে "গুরুদাসপুর" নামে একটী বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিল।* লাহোরের শাসন-কর্ত্তা বান্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন; কিন্তু একটী খণ্ড যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শিখগণ সারহিন্দ অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিল; তথাকার শাসন-কর্ত্তা বাইজিদ খাঁ তাহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। একটী ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি মৃদু-পদ-বিক্ষেপে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে গুরুতররূপে অস্ত্রাঘাত করে; সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অধিনায়কের মৃত্যুতে মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; অনুমান হয়, এই নগর দ্বিতীয় বার আর বিজয়োন্মত্ত শিখদিগের হস্তে পতিত হয় নাই।† এক্ষণে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা আবদুল সামাদ খাঁ নামক 'তুরাণি' বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সুচতুর সেনানায়ককে পঞ্জাবের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে বাদসাহ অনুমতি করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ পূর্ব্ব দিক হইতে কতকগুলি

* গুরুদাসপুর কুলানোরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত; এখানে আকবর বাদসাহ পদে অভিষিক্ত হন। ফরষ্টার, ম্যাল্‌কম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যে সাধারণ বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন, এই স্থানেই, বর্ণিত "লৌগড়" অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণগণ শিখদিগের আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম্মনীতি অধিকাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এখানে আজকাল তাহাদের একটী ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

† তথাপি কতকগুলি বিবরণে দেখা যায় যে, বান্দা পুনরায় সারহিন্দ অধিকার করিয়াছিলেন।

সুশিক্ষিত সৈন্ত প্রেরিত হইল। আবদুল সামাদ খাঁ নিজেও কয়েক সহস্র সুশিক্ষিত ও রণকুশল স্বদেশবাসী সৈন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধাস্ত্র ও গোলন্দাজ সৈন্ত প্রাপ্ত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ করতঃ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বান্দার প্রচণ্ড বাধা ও যুদ্ধ সত্বেও এই যুদ্ধে শিখসৈন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণ শিখ সৈন্তের পশ্চাদ্ধাবন করিল; বান্দা বিজয়ী মুসলমান সেনানায়কের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার (আবদুল সামাদ খাঁর) সৈন্তের গুরুতর ক্ষতি করিয়া, একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি নিজে গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতি সঙ্কীর্ণভাবে দুর্গ অবরুদ্ধ হইল; দুর্গের বহির্ভাগ হইতে মধ্যভাগে কোন জিনিস সরবরাহ করিবার সুবিধা ছিল না; সমুদায় খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়ায়, ঘোড়া, গাধা, এমন কি অখাদ্য গোমাংস ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে বান্দা আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।* অধিকাংশ শিখ নিহত হইল। যখন তাহারা অসভ্য অথবা অর্দ্ধ-সভ্য এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিজয়িগণের

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য :—Malcolm, 'Sketch', p. 79, 80; Forster, 'Travels', i. 306 and note; and the 'Seir ool' Mutakhereen', i. 116, 117. প্রচলিত সাধারণ বিবরণে শিখ সৈন্তের সংখ্যা ৩৫,০০০ প্রদত্ত হইয়াছে (ফরষ্টার বলেন, ২০,১০০); তাঁহারা বলেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে আবদুল সামাদ এক বৎসর লাহোরে ছিলেন; সেই বিবরণানুসারে জানা যায়,—সমুদায় পার্ব্বত্য রাজগণ তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন; এতদুক্ত ঘটনাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানেরা অবমাননা-সূচক ও লজ্জাকর প্রথানুসারে দিল্লি অভিমুখে গমন করিতেছিল, তখন তাহারা শিখদিগের ছিন্ন মস্তক—বান্দা এবং তদনুচরের সমক্ষে বংশে বিদ্ধ করিয়া বহন করিতে লাগিল। * শিখদিগের সকলেই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিল,—কে আগে মরিবে! সকলেই এ কার্য্যে অগ্রণী হইতে লাগিল; সুতরাং তাহাদের মধ্যেও বিবাদ উপস্থিত হইল! পরস্পর বিবাদহেতু প্রত্যহ এক শত শিখ নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে অষ্টম দিনে বান্দা নিজেই বিচারক-দিগের সমক্ষে অভিযুক্ত হইলেন! বিচারে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হওয়ায়, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একজন বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হইয়া, তিনি কিরূপে পাপকার্য্য করিলেন; সেই পাপ কার্য্যে তিনি নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেন, জানিয়াও কেন তিনি সেই পাপে লিপ্ত হইলেন? বান্দা উত্তর করিলেন যে,—দুষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান বা দণ্ড বিধান করিতে তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র অস্ত্র-স্বরূপ; এবং এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করায়, তিনি যে পাপ করিয়াছেন,—এক্ষণে কেবল তাহারই

* সমসাময়িক কাফি খাঁর বিবরণ উল্লেখ করিয়া শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণ লেখক ('Sen ool Mutakhereen,', i. 118, 120) এবং এলফিন্‌ষ্টোন (Elphinstone 'History', ii, 574, 576) উভয়েই বলিয়াছেন,—শিখ-কয়েদীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪০ জন। বাইজিদ খাঁর মৃত্যু মাতা কিরূপে তাহার পুত্রহন্তাকে নিহত করিয়াছিল, তাহা শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণে বর্ণিত আছে। যখন তিনি ও অন্যান্য কয়েদিগণ লাহোরের পথ দিয়া পরিচালিত হইতেছিলেন, তখন বাইজিদ খাঁর মাতা মধ্যকোণটি একখানা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া পুত্রহন্তাকে নিহত করে।

শান্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল,—তাঁহার হস্তে একখানি ছুরিকা প্রদত্ত হইল; বান্দা আপন পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি অবিচলিতভাবে এবং নিঃশব্দে তাহাই করিলেন। পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে বান্দা অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না; অতঃপর তাঁহার নিজ শরীরের মাংস অগ্নিবৎ তপ্ত সাঁড়াশী দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; বান্দা অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে জীবলীলা সংবরণ করিলেন। মুসলমান-গণ বলেন,—বান্দার পাপময় আত্মা ঘৃণিত নরকে নিক্ষিপ্ত হইল! *

শিখগণ বান্দার স্মৃতির প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করে না। বান্দা স্বভাবতঃ অপ্রসন্ন-চিত্ত ছিলেন। একজন উৎসাহী, অধ্যবসায়শীল এবং সাহসী সেনাপতি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তবে তাঁহার অনুচরবর্গের কেহই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। নানক ও গোবিন্দ যে ধর্ম্ম-সংস্কার প্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা সেই সংস্কার-নীতির গূঢ় উদ্দেশ্য অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই; সম্প্রদায়-বিশেষের নীতি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। নানক এবং গুরু গোবিন্দ যে ধর্ম্মনীতি,—

---

* এস্থলে ম্যাল্‌কম (Malcolm, 'Sketch', p. 82) শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণ হইতে কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণ (Seir-ool Mutakhereen, i. 109), অরম (Orme 'History,' ii. 22) এবং এলফিনষ্টোন (Elphinstone. History. ii. 564) স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন যে, ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বান্দা পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু ফরষ্টার ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বান্দার মৃত্যুকাল নির্দেশ করিয়াছেন। (Forster, "Travels", i. 306, note).

যে আচার-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা তাহারই সংস্কার-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; আপন সন্ন্যাসধর্ম্মের রীতি ও হিন্দুদিগের ধর্ম্মনীতি তাহাতে সংযোজিত করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুরাগী শিখগণ তাঁহার সেই বিধি-বিরুদ্ধ সংস্কার-সাধনে বাধা প্রদান করিয়াছিল। হয়ত, বান্দার এই অবৈধ ও অবাঞ্ছিত বিধি-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হেতু, শিখগণ তাঁহার ন্যায় একজন দক্ষ ও অধ্যবসায়শীল নায়কের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। *

বান্দার মৃত্যুর পর, শিখদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। যুদ্ধে তাহাদের বহু সৈন্যবল ক্ষয় হইয়াছিল। যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহারাও হয় নিহত, না হয় বাধ্য হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, যে যত শিখসৈন্য নিহত করিবে, সে সেই হিসাবে

* Compare Malcolm, "Sketch", p. 83. 84, সৈয়র-উল-মুতাক্ষরীণে জানা যায়,—বান্দা সময়ে সময়ে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক 'গুরু' নামে অভিহিত হইতেন। (Seir ool Mutakhereen, i. 114) বর্ত্তমান সময়েও কতকগুলি ধর্ম্ম-বিশ্বাসী শিখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা বান্দাকেই তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সমাদর করে। কথিত হয়, বান্দা স্বতন্ত্র একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু গোবিন্দের শিখ-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বান্দা আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি অভিবাদন ও আরাধনার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। "ওয়া গুরু কি খালসা",—গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত বা তৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত এই সম্বোধন পরিবর্ত্তিত করিয়া "ফতে ধরম" ও "ফতে দর্শন" (ধর্ম্মের জয়! সম্প্রদায়ের জয়!) প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। Compare Malcolm, "Sketch", p. 83, 84.

পুরস্কৃত হইবে,—এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ায় বিপক্ষগণ প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। শিখদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে লাগিল। পরিশেষে অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়নে শিখদিগের অনেকেই বাধ্য হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল; অপরাপর সকলে ধর্ম্মের বাহ্যিক নিদর্শন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ধর্ম্মানুরাগী শিখগণ নিভৃত পর্ব্বত কন্দরে পলায়ন করিল; কেহ কেহ আবার শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশে পলাইয়া গেল। ইহার পর প্রায় এক পুরুষ কাল শিখদিগের আর কোন বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। *

এইরূপে দুই শত বৎসরের পর শিখ-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইল। সেই ধর্ম্ম-নীতি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল; শিখ-ধর্ম্মের প্রভাবে সকলেই পরিচালিত হইতে লাগিল। এই ধর্ম্ম-নীতি মানবের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, শিখধর্ম্ম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। প্রথমতঃ নানক একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠন করেন। সম্প্রদায় বিশেষের প্রভাবে তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে কু-পথে পরিচালিত না হয়, নানক তাহার উপায়-বিধান করিয়া যান। আপন উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে নানক, পৌত্তলিক হিন্দু-সম্প্রদায় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সম্প্রদায় হইতে আপনার শিষ্যগণকে পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে শিখদিগের স্বাতন্ত্র্য পরিরক্ষিত হয়। শিখসম্প্রদায় যাহাতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে পরিণত না হয়, উমার দাস তাহার উপায় বিধান করেন। অর্জ্জুন শিখদিগের সমাজ গঠনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া যান, এবং উন্নতিশীল শিখসম্প্র-

---

* Compare Forster ("Travels", i. 312,313), and Browne ("India Tract", ii. 13) and also Malcolm ("Sketch", p. 85, 86)

কার্য্যের ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদনের ও চরিত্র গঠনের নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। গুরুগোবিন্দ কর্ত্তৃক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের নিয়ম ও যুদ্ধ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পরিশেষে গোবিন্দ সিংহের শিক্ষা প্রভাবে শিখগণের প্রাণে স্বতন্ত্র একটী রাজনৈতিক ভাব উদ্দীপ্ত হয়। গোবিন্দ তাহাদিগকে সামাজিক মুক্তি প্রদান করেন; তাহাতে তাহাদের কঠোর সমাজ-বন্ধন দূর হয়;—জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎকট আশায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে। অতঃপর আর কোন ব্যবস্থা-প্রকরণ বা শাসন-নীতির আবশ্যক হয় নাই। কেবল গুরুগণের অদ্ভুত শিক্ষা প্রভাবে শিখদিগের মনে এক অদম্য প্রবৃত্তি বিস্তৃত ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদের মনে অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইত; এক্ষণে তাহাদের সেই অনিশ্চিত ভাব উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছে। শিখ ধর্ম্মের এই প্রক্রিয়া এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে এই ধর্ম্ম উন্নতির পথে প্রধাবিত; অতঃপর এই ধর্ম্ম প্রভাবে কি ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা বড়ই সুকঠিন। পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছিল; ব্রাহ্মণগণ আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন * তখন

---

* শিখ ধর্ম্মের মধ্যেও পরিবর্ত্তনের বিষয় দেখা হয়। কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগে সময় সময় শক্তির আধিক্য সূচিত হয় বটে; কিন্তু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ সর্ব্ব সময়েই দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করে; সম্প্রদায় স্বষ্টেরও ইহাই কারণ। শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক অধিক। কিন্তু গুরু গোবিন্দ প্রবর্ত্তিত মতের উন্নতিতে অন্যান্য সম্প্রদায় লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে শিখগণের মধ্যে নানকের "খালাসা" এবং গোবিন্দের "খালসা" নামক যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিষয় ফষ্টার বর্ণনা করিয়াছেন, (Forster, "Travels", i. 309) তাহা আর এক্ষণে সমধিক ফলশালী নহে। বস্তুতঃ, পূর্ব্বোক্ত

মুসলমান ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি হইতেছিল। সুতরাং শক্তিসঞ্চারক মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ সাধিত হইল, তখন হইতেই শিখ-ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। একণে এই শিখ-ধর্ম্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা-বলে ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের সংস্পর্শে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বহুকাল পরে ইহার ফল প্রকটিত হইবে:— পরবর্ত্তী বংশধরগণ তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

"খালসা" শব্দ আজকাল একরূপ অজ্ঞাত; কিন্তু সকলেই "খালসা" সম্প্রদায়ের সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াসী। প্রথম গুরুর শান্তি-প্রিয় শিষ্য শিখগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়; কিন্তু দশম রাজার যুদ্ধপ্রিয় "সিং"গণ সচরাচর পঞ্জাবে দৃষ্ট হয়। সৈনিক ব্যবসায়ে তাহারা কাবুল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

"জীবনী"—পাঠকগণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ পরিশিষ্ট দেখিবেন। শিখদিগের গ্রন্থে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গুরুগণ তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি ও আচার-পদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন; নানক ও গোবিন্দ কতকগুলি চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সার-সংগ্রহ এবং শিখদিগের জীবন ও ধর্ম্মনীতির বিস্তারিত বর্ণনা সকলই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি শিখ সম্প্রদায় এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন 'পদবী' পঞ্চম পরিশিষ্টের তালিকায় সংযোজিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য।

১৭১৬—১৭৬৪।

[মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ;—শিখদিগের পুনরাবির্ভাব ;—বীর বন্দ কর্তৃক শিকদিগের নির্য্যাতন, এবং আমেদ শার পুত্র তৈমুরের উৎপীড়ন ;—"খালসা" সৈন্যের ও "খালসা" রাজ্যের স্থায়ী শক্তির বিকাশ ;—আদিনা বেগ খাঁ এবং রাঘবের নেতৃত্বাধীনে মারহাট্টাগণ ;—আমেদ শার আক্রমণ ও বিজয়লাভ ;—সারহিন্দ ও লাহোর প্রদেশে শিখদিগের রাজ্য স্থাপন ;—[illegible]রূপে শিখদিগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা।—"আকালি" সম্প্রদায়।]

বাদশাহ আরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরলঙ্গবংশের শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রতিভার অবসান হইল। আরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ দুর্ব্বলচেতা ছিলেন; স্বার্থপর অবিশ্বাসী মন্ত্রিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায়, রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বৃহৎ সাম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; অধীনস্থ বিদ্রোহী প্রজাগণ দমন করিয়া রাজ্যশাসন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুঃসাহসিক মুসলমানগণ, বঙ্গদেশ, অযোধ্যা এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া সহসা রাজধানীর সম্মুখে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষের মুসলমানগণকে চমকাইয়া দিলেন।* এদিকে দুর্দ্ধর্ষ নাদির শা রক্ত-

* ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বাজীরাও আগরা হইতে দিল্লী অভিমুখে গমন করেন। (See Elphinstone "History", ii. 609, and Grant Duff's History of the Mahrattas, i. 533, 534).

রক্ষিত রাজধানীর মধ্যে দূর-সম্পর্কিত তুর্ক ভ্রাতা বহম্মদ সাকে অবজ্ঞার সহিত আলিঙ্গন করিলেন।* এই সময় রোহিলখণ্ডের আফগান ঔপনিবেশিকগণ, এবং ভরতপুরের হিন্দু "জাঠগণ" বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।† যখন লুণ্ঠনকারী বিজেতা নাদির সা লুণ্ঠিত দ্রব্য সমভিব্যাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন, তখন বাদসাহ হীনবল; সমাজ বিশৃঙ্খল;—এমন কি, যখন নিরাশ্রয় বাবর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বংশ-সামর্থ্যের উপযুক্ত সিংহাসন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তখনও বোধ হয়, এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

মোগল সাম্রাজ্যের এই অবস্থান্তর, সেই ভগ্নপ্রাণ শিখজাতির পুনরাভ্যুদয়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। আবদুল সামাদ সাহেবের কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্তন করেন; তাঁহার এবং তাঁহার দুর্বল বংশধরগণের‡ শাসনাধীনে, শিখগণ প্রজার ন্যায় শান্তভাব

---

* ভারত আক্রমণে কৃতকার্য্য হইয়া, নাদির সা তাঁহার পুত্রের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ('Asiatic Researches, x, 545, 546)

† রোহিলাদিগের সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ, ফরষ্টারের "ভ্রমণ বৃত্তান্তে" দ্রষ্টব্য (Forster, 'Travels', i. 115 &c) একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ নেতা হাকিম রহমত খাঁর জীবনী, "লণ্ডন ওরিয়েণ্টাল ট্রান্‌স্লেসন কমিটির" একখানি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

ভরতপুর এবং ঢোলপুর, হাতরাস এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের জাঠদিগের স্বতন্ত্র ইতিহাস আবশ্যক।

‡ তিনিও বাদ্দা-বিজেতার পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম,—জাকারিয়া খাঁ, এবং তাঁহার উপাধি—খাঁ বাহাদুর।

প্রদর্শন করিত। কখন কখন তাহারা দস্যুবৃত্তি-দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত; বন্য-প্রদেশে ও গিরি-গুহায় শিকার অন্বেষণে লুকাইয়া থাকিত। * যাহা হউক, নানক ও গোবিন্দের ধর্ম্ম-নীতিসমূহ লোকের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল। সামান্য গৃহী ও শিল্পী সকলেই এই ধর্ম্ম অন্তরে অন্তরে পোষণ করিত। অধিকতর অনুরাগী ব্যক্তিগণ প্রতিশোধ ও বিজয় লাভের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত গুরু বলিয়াছিলেন, তিনিই শিখদিগের শেষ গুরু। সুতরাং ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের ঐহিক কোন পরিচালক ছিল না; কিন্তু যাহারা ধর্ম্মগুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞানে সম্মান করিত, সেই রূঢ় ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনাপন উন্নতিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ব্যতীত শিখদিগের আর কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম বা অন্য কোন একতা-বন্ধন ছিল না। এই নূতন ধর্ম্মের শ্রী-বৃদ্ধি, এবং এই ধর্ম্মাবলম্বিগণের উন্নতির প্রধান কারণ,—এই ধর্ম্মকে লোকে সত্য ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং ভারতবাসীর মন এই ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণতন্ত্রমূলক এইরূপ একটা সরল নীতি যে এত শীঘ্র সকলে গ্রহণ করিবে,—তাহা অনেক সময় অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ধীর ও অনিয়মিত ভাবে এই ধর্ম্মের গতি প্রবাহিত হইয়াছিল। গোবিন্দের মৃত্যুকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শিখদিগের ইতিহাস আলোচনা কালে এই বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

নাদির সাহের আক্রমণ কালে শিখগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে একত্র সমবেত হইয়াছিল। প্রত্যাগত পারস্য দেশীয় সৈন্যদলের ধন-সম্পত্তি

---

* Compare 'Forster's,' 'Travels,' i. 313, and Browne's 'India Tracts,' ii. 13.

সকলই তাঁহারা লুণ্ঠন করিয়াছিল। নাদির সাহ আগমনে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, এবং পরে দিল্লীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইলে যাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, শিখগণ তাহাদের যৎসামান্য সম্বল লুণ্ঠন করিয়া লইল।* এই সকল অবৈধ কার্য্যের জন্য দণ্ড না হওয়ায়, তাহারা অধিকতর দুঃসাহসিক কার্য্য সাধনের প্রশ্রয় পাইল। শিখগণ প্রকাশ্যভাবে অমৃতসরে আগমন করিতে লাগিল। এক্ষণে আর তাহাদের সে ছদ্মবেশ রহিল না। একজন মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছেন, নানা দিগেশ হইতে অশ্বারোহী শিখ সৈন্য আসিয়া এই পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিত। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল, অবশিষ্ট কয়েকজন মাত্র বন্দী হইয়াছিল। কিন্তু এই পবিত্র স্থানে গমন কালে, নিগৃহীত হইলেও তাহাদের কেহই স্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই।†

* Browne. 'India Tracts', ii. 15. ।‡ মোগল বাদসাহের নিকট নাদির, সিন্ধুদেশ ও কাবুল এবং বিতস্তার নিকটবর্ত্তী লাহোরের চারিটী প্রদেশ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে আবদুল সামাদের পুত্র, জাকারিয়া খাঁ, লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

দিল্লীর বাদসাহের পরাজয়, এবং রাজধানীতে নাদিরের প্রবেশ, যথাক্রমে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তখন তিনপুরুষ পূর্ব্বে সংবাদাদি জ্ঞাপনের পদ্ধতি এত নিকৃষ্ট এবং ইংরেজদিগের নিকট দিল্লী নগরী এত কম আদরণীয় ছিল যে, অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরীতে এ সংবাদ পৌঁছে নাই। (Wade's Chronological British History, p. 417).

† ম্যালকম এস্থলে গ্রন্থকারের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু

পরে কতকগুলি শিখ ইরাবতী তীরে দালিওয়াল নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করে। এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাদের বিষয় অবগত ছিল না। অতঃপর তাহারা এমিনাবাদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সমবেত হইল; তাহাদের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; তত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট হইতে তাহারা কর আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইল;—সকলেই সন্ত্রস্ত হইলেন। তৎপূর্ব্বে কেহই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না। এক্ষণে লুণ্ঠনকারিগণ আক্রান্ত হইল; যুদ্ধে সৈন্যগণ বিতাড়িত এবং তাহাদের সেনাপতি নিহত হইল। পুনরায় অধিকতর সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার শিখগণ পরাজিত এবং তাহাদের অনেকে বন্দী হইল। বহুসংখ্যক অপরাধী লাহোরে আনীত হয়; তাহাদের হত্যা বা বধ্যভূমি এক্ষণে "শহিদগঞ্জ"—বা হত ধর্ম্মপ্রিয়গণের স্থান—নামে অভিহিত।* এই স্থানটীর প্রসিদ্ধির আর একটী কারণ আছে, এখানে ভাই তারু সিংহের কবর স্থাপিত। ইনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু গুরু গোবিন্দের পূর্ব্ব বন্ধু কখনও স্বীয় বিবেক অথবা স্বীয় ধর্ম্ম প্রকৃতির অবমাননা করেন নাই;—অপরের অধীনতাও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও তাঁহার প্রভুত্বের বিষয় সকলে

তিনি প্রস্তকারের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। (Malcolm, 'Sketch'. p. 83).

* এ বিষয়ের সম্যক বিবৃতির জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Browne, 'India Tracts. ii. 15.; Malcolm, 'Sketch' p. 86, and 'Murray's Runjeet Singh by Princep,' p. 4. এই সময় জাকারিয়া খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জেহাইয়া খাঁ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

স্মরণ করিয়া থাকে। কেহ বলেন তাঁহার উত্তর প্রকৃত; কেহ বলেন, তাহা ছলনাপূর্ণ। তিনি বলিতেন,—মস্তকের চুল, শুক ও মস্তকাবরণ,—সকলই পরস্পর একসূত্রে আবদ্ধ। মনুষ্যের মস্তক ও জীবনের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ, এবং তিনি সানন্দে প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই সময়ে লাহোরের শাসনকর্তৃত্ব লইয়া, জাকারিয়া খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। জাকারিয়া খাঁ, আবদুল সামাদের বংশধর ছিলেন; সেই আবদুল সামাদই বান্দাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সা নেওয়াজ খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সা নেওয়াজ, আমেদ সা আবদালির সহিত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টিত হন; সেই উদ্দেশ্যে তিনি আমেদ সার সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নাদির সাহকে নিহত করিয়া আহমদ সা আবদালি আফগানিস্থানের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মধ্য এশিয়ার কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জাতি দুরাণী রাজার সহিত যোগদান করিল। ঐ সকল জাতি দূর দেশে যাইয়া লুট-তরাজ করিতে ভালবাসিত;—তাহারা লুণ্ঠনকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ঐ সকল জাতির সহায়তা পাইয়া দুরাণী রাজা মনে করিলেন, ভারতবর্ষই তাঁহার বিজয়ের বা লুণ্ঠনের উপযুক্ত স্থান। তদ্দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—তিনি বিশেষ লাভবান হইবেন। দুই প্রকার ছলনা করিয়া তিনি গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, লাহোরের শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার শত্রু, নাদির সার অধীনস্থ কাবুলের সেই পলাতক শাসনকর্তা, দিল্লীতে গিয়া বাদসাহের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—এই দুই হেতুবাদে তিনি ভারত-

বর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।* যাহা হউক, আমেদ সা সিন্ধু নদ অতিক্রম করিলেন; লাহোরের শাসনকর্তা রাজদ্রোহিতা অপরাধে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইলেন। তখন কু-অভিসন্ধি অপেক্ষা সদাশয়তাই প্রবল হইয়া উঠিল। আফগানগণ যাহাতে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারে তজ্জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না; আমেদ সা আবদালি পঞ্জাব অধিকার করিয়া বসিলেন। আমেদ সা সারহিন্দ পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এই স্থানে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উজীরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ এবং একটী চূড়ান্ত যুদ্ধ হইল। এই সকল যুদ্ধের ফল আক্রমণকারীর পক্ষে এত প্রতিকূল হইয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সতর্ক শিখগণ এই সময় আবদালি-সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল; তাহারা আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস করিবার আর এক প্রমাণ পাইল। একটী সামান্য যুদ্ধে দিল্লীর মন্ত্রী গোলার আঘাতে নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র মীর মনু বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং পিতার মৃত্যুতে 'মইন-উল মুলক্'

* Compare 'Murray's Runjeet' Singh, by Princep, p. 9, and Browne, 'India Tracts' ii. তাৎকালিক শাসনকর্তা নাছির খাঁ, ভিন্ন-জাতীয় আমেদ সার সহিত কন্যা বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। তিনি তাঁহাকে রাজা বলিয়াও স্বীকার করেন না; পরন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করেন। যাহা হউক, এস্থলে এলফিনষ্টোনের কাবুলের বিবরণ দ্রষ্টব্য। (Elphinstone, 'Account of Caubul, ii. 285) এ সম্বন্ধে তিনি এই সকল বিশেষ বিবরণের কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

উপাধি গ্রহণ করিয়া, তিনি লাহোর এবং মুলতানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।*

এই নূতন শাসনকর্তা, বীর্য্যবান এবং সুচতুর ছিলেন। বাদসাহের মঙ্গল কামনা করা অপেক্ষা নিজ স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শাসনকার্য্যে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। নিজের বুদ্ধি অনুসারেই তিনি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কাওরা মল এবং আদিনা বেগ খাঁ নামক দূরদর্শী ব্যক্তিদ্বয়কে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; কাওরা মল তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন, এবং আদিনা বেগ জলন্ধর দোয়াবের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে বিদ্রোহী শিখগণ শাসন-কার্য্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সুতরাং শীঘ্রই তাহাদিগের প্রতি রাজদ্রোহী শাসন কর্ত্তাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। তাঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত শিখ বিদ্রোহ দমন করিলেন।† আমেদ সার আক্রমণ কালে তাহারা অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী "রাম রাওণি" নামক একটী দুর্গ ধ্বংস করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে মদ্য-বিক্রেতা যুশা সিং কুলাল নামক একজন

* Compare Elphinstone. 'Caubul," ii. 285, 286 and Murray's 'Ranjeet Singh', p. 6—8.

† কাওরা মল গোবিন্দের নীতি অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজে নানকের শিষ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (Forster, 'Travels', i. 314) জাকারিয়া খাঁ, আদিনা বেগ খাঁকে জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। আদিনা বেগ নাদির সার প্রত্যাবর্ত্তনের পর, এখানে শিখদিগের ক্ষমতা লোপ করিতে আদিষ্ট হন। (Browne India Tracts, ii 14.)

সুদক্ষ সেনানায়ক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সাহস ও বীরত্বের সহিত শিখ-সাম্রাজ্যে একটি নবশক্তির সঞ্চার করেন। ইহাই "খালসা"র "দাল" অথবা "সিংহ"-উপাধি-যুক্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৈন্যদল।* মীর মন্নু আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াই, বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহী শিখদিগের দুর্গ অবরুদ্ধ হইল; সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন।† ইতিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন,—আফগানগণ দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এই অবসরে তাঁহার সকল কল্পনাই বিফল হইল। এই বিপদ নিবারণ কল্পে তিনি বিতস্তা নদীতীরে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। দুরাণীর শিবিরে দূত প্রেরিত হইল; এই বিপদ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। আমেদ সাহ নিজ রাজ্যের শাসন-

* Compare Browne, 'India Tracts, ii. 16. তিনি বলিয়াছেন, চেরপা সিং, টোকা সিং এবং কিরপার সিং,—সকলেই ফুলা কুমারের সহিত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হন।

† কাওরা মল এবং আদিনা বেগ উভয়েই শিখদিগের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতে মীর মন্নুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। কাওরা মল্লের পূর্ব্ব হইতেই শিখদিগের প্রতি অনুরাগ ছিল; এবং আদিনা বেগ রাজনৈতিক গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে তাঁহাদের প্রতি আক্রমণে অমত করিয়াছিলেন। (Compare Browne, 'Tracts'. ii. 16, and Forster, 'Travels, i. 314, 315, 327, 328.) ফষ্টার বলেন, শিখদিগের অপরিণত সম্প্রদায়কে দমন করা অপেক্ষা মন্নুর আরও গুরুতর উদ্দেশ্য মনে হইয়াছিল। স্বার্থ অধিকতর আবশ্যকীয় মনে করিয়া, তিনি এই দুর্বল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন নাই।

শৃঙ্খলা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সারহিন্দে যে যুবক তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল, তিনি তাহার দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সা তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আবদালি নাদীর সার উত্তরাধিকারী ছিলেন; সেই স্বত্বেই তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎকালে নাদীর সাহ চারিটী প্রদেশের কর প্রাপ্ত হইতেন। আমেদকেও তাহা প্রদানের অঙ্গীকার করায়, তিনি সিন্ধুনদের পরপারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। *

মীর মন্নু যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, দিল্লীতে তিনি বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি অবগত হইয়া, উজীর সাফদার জঙ্গ বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি অযোধ্যার বিষয়ে মনে মনে এক কল্পনা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন; তখন আর আত্মীয়-পুত্র বলিয়া মীর মন্নুর মুখ চাহিলেন না। তিনি এক প্রস্তাব করিলেন; সা নাওয়াজ খাঁকে মুলতানের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া মীর মন্নুর ক্ষমতা হ্রাস করা কর্ত্তব্য। মীর মন্নু কৌশলে সেই সা নাওয়াজকে লাহোরের সিংহাসন-লাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। † মন্নু বাদসাহের

---

* আফগানগণের বিবরণ অনুসারে জানা যায়, পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মীর মন্নু, আমেদ সার করদ রাজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই আক্রমণকারীকে দূরে রাখিবার জন্য এবং তাঁহার আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার অভিপ্রায়ে আবদালির নিকট তিনি কোন না কোন সর্ত্তে আবদ্ধ হন। (Compare Elphinstone, 'Caubul' ii. 286, Murray, 'Runjeet' Singh', p. 9. 10.)

† মুলতানের স্থানীয় বিবরণে জানা যায় যে, ১৭৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে যখন

ক্ষমতা ও সৈন্যবল সকলই বিশদরূপে অবগত ছিলেন; আপন অর্থ-সামর্থ্যও বুঝিতে তাঁহার বাকী ছিল না। মন্নু আপন প্রতিনিধি কাওরা মল্লকে নূতন শাসন-কর্ত্তার গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। সা নাওয়াজ খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহাতে দিল্লীশ্বর শাসনকর্ত্তা তাঁহার কৃতকর্ম্মা অনুচরকে "মহারাজ" উপাধি প্রদান করেন।* তিনি বাদসাহের অধীনতা-পাশ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। শিখদিগের বিদ্রোহ দমিত হইল। পর পর কৃতকার্য্যতা লাভে উৎসাহিত হইয়া, মন্নু আপন গূঢ় অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আমেদ সাহকে তিনি যে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজস্ব আদায়ের ছলনা করা হইল; মন্নুও সমস্ত বাকী রাজস্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু উভয় পক্ষের কেহই কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন সৈন্য সহ আফগান রাজ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্নু সীমান্ত প্রদেশেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু অবশেষে নগর-প্রাকারের মধ্যস্থিত একটী সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মন্নু যদি শত্রুকে বাধা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে যত্নপর হইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ আবদালির

নাদির সা সিন্ধুদেশে প্রবেশ করেন, তখন জাকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হিয়াএতুল্যা খাঁ মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নাদির সার উদ্দেশ্য ছিল,—তিনি সিন্ধুদেশে অধিকার করিয়া, তথায় রাজ্য স্থাপন করিবেন। তখন হিয়াএতুল্যা খাঁ সেই পারস্য দেশীয় বিজেতার অধীনতা স্বীকার করেন। হিয়াএতুল্যা নাদির সার নিকট 'সা নেওয়াজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

* Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 10.

সমুদায় চেষ্টা বিফল হইত; কিন্তু মন্নু তদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তিনি দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। চারি মাস কাল এই অবস্থায় কালযাপন করিয়া, পরিশেষে আবদালী সৈন্যের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কাওরা মল্ল নিহত হইলেন; আদিনা বেগ যুদ্ধে যোগদান করিলেন না। তখন মন্নু দেখিলেন,—যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হইলে, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা; সুতরাং তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বিজেতার প্রতি তাঁহার আনুগত্যের অশেষ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। আমেদ সা বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; লাহোর ও মুলতান আফগান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদ সা, মন্নুর অসাধারণ সৈন্য-পরিচালন-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন;—তাঁহার শাসন ক্ষমতায় মোহিত হইলেন। এই সমস্ত কারণে আমেদ সা মন্নুকেই নব-বিজিত রাজ্যের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর কাশ্মীর অধিকারের জন্য আমেদ সা নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইল। *

এইরূপে বিদেশীয়গণ কর্তৃক লাহোর দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হওয়ায়, তৎপ্রদেশের শাসন-শৃঙ্খলা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। চির-স্বাধীনতা-লোলুপ শিখগণ পুনরায় মস্তকোত্তলন করিল, এবং নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। আদিনা বেগ লাহোরের যুদ্ধে যোগদান করেন নাই; স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তৎকালে সকলের মনে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে আদিনাকেও মনে করিলেন,—তাঁহার প্রতি সেই সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করাই যুক্তি-

* Compare Elphinstone, 'Caubul', ii. 288, and Murray's 'Runjeet Singh', p. 10. 13.

করেন। শিখগণ ইতিমধ্যে অমৃতসর এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়াছিল। আদিনাবেগ ভাবিলেন,—শিখদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য। মাখোয়ালে এক উৎসবের দিনে তিনি তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিলেন; যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপ পরাজিত হইল। শিখগণ তাঁহাকে মিত্র বলিয়া মনে করে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় হইল। তিনি শিখদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন; তাহারা নামমাত্র যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিবে—ইহাই ধার্য্য হইল। এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকের নিকট হইতে তাহারা পরিমিত পরিমাণে অথবা নির্দ্দিষ্ট হারে কর আদায় করিতে পারিবে স্থির হইল। বহুসংখ্যক শিখদিগকে বেতন প্রদানে তিনি আপনার কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে সূত্রধর জাতীয় যশা সিং নামক এক ব্যক্তি পরিশেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।*

নূতন প্রভুর অধীনে আপনার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই মির মন্নুর মৃত্যু হয়।† তাঁহার বিধবা পত্নী নাবালক

* Compare Browne, 'India Tracts', ii. 17, and Malcolm, 'Sketch', p. 82.

† ফরষ্টার ("Travels", i. 315) এবং ম্যাল্কম ("Sketch," p. 92) বলেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মীর মন্নুর মৃত্যু হয়। ব্রাউন ("Travels," ii. 18) বলেন, হিজীরা বৎসর ১১৬৫। ইহা ইংরাজী ১৭৫১ ও ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের সহিত এক। মারে ("Runjeet Singh," p. 13) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকারের পর মন্নু আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু এলফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন,—১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধির মৃত্যু হয়।

পুত্রের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন; লাহোরের শাসন-কর্তৃত্বের জন্ত পুত্রের পক্ষ হইতে কৌশলক্রমে বাদসাহের স্বীকারপত্র সংগ্রহ করিলেন। বাদসাহ এবং দুরাণী-রাজ উভয়ের সহিত তিনি সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি উভয়ের অধীনতা স্বীকারের ভাব প্রকাশ করিলেন। দক্ষিণাপথের প্রথম নিজামের পৌত্র গাজী উদ্দিনের সহিত তাঁহার কন্তার বিবাহ হয়। নিজাম এক সময়ে পতনোন্মুখ ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন; সেই সময় তৎকর্তৃক অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি কৌশলক্রমে পদচ্যুত হন।* তখন উজীর আপন প্রভুর জন্ত একটী প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। নিজেও পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া একটী উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ করিতে থাকেন। এক্ষণে তিনি লাহোরে গমন করিয়া তাঁহার ক্রোধ-পরায়ণ শ্বশ্রূকে স্থানান্তরিত করিলেন; কিছুকালের জন্ত সমগ্র পঞ্জাব আদিনাবেগ খাঁর নামমাত্র শাসনাধীনে রহিল। পরিশেষে আমেদ সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন। ১৭৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে দুরাণী-রাজ লাহোরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন; তাঁহার পুত্র তাইমুর জেহান খাঁ নামক এক ব্যক্তির অভিভাবকতায় তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সারহিন্দ আমেদ সার রাজ্যভুক্ত হইল। গাজী উদ্দিনের সমস্ত অপরাধ আমেদ সা ক্ষমা করিলেন বটে; কিন্তু দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠন না করিয়া তিনি কান্দাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সম্রাট উজীরের একজন ক্রীড়া-পুত্তলি ছিলেন; তদর্শনে আমেদ সা, নাজিবুদ্দৌলা নামক একজন রোহিলা বংশীয় সেনানায়ককে দিল্লী-সাম্রাজ্যের নামমাত্র সেনাপতিপদে

---

* গাজীউদ্দীনের প্রথম নাম সাহাবুদ্দিন। সাহেবলোক কর্তৃক অপভ্রংশে চলিত কথায় সাহদিন এবং সাওদিন নামে অভিহিত হয়।

প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; সে ব্যক্তি আবদালীর স্বার্থ-সাধনের জন্ত সর্ব্বদা চেষ্টিত রহিল। *

যুবরাজ তাইমুরের দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। যথা ; তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য,—বিদ্রোহী শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য,—আদিনা বেগ খাঁর দণ্ড বিধান করা। লাহোর পুনরুদ্ধার কালে আদিনাবেগ মরাঠীকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহাই তাঁহার অপরাধ। এই সময় সুত্রধরজাতীয় যুশা অমৃতসরের রামরাওণী পুনরুদ্ধার করেন। সুতরাং সেই স্থান আক্রান্ত হইল ; বিপক্ষগণ দুর্গটী ধূলিসাৎ করিল ; ঘর বাড়ী চূর্ণ হইল ; পবিত্র সরোবর এই সকল ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আদিনা বেগ যুবরাজকে বিশ্বাস করিতেন না ; সুতরাং তিনি পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। আদিনা বেগ তথায় অতি সংগোপনে প্রতিহিংসা-পরবশ শিখদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে

* নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Forster, "Travels," i. 316. 317 ; Browne, "Tracts." ii. 48 ; Malcolm, "Sketch", p. 92, 94 ; Elphinstone, "Caubul. ii. 288, 289 ; and Murray, "Runjeet Singh," p. 14, 15.

মীর মন্নুর বিধবা স্ত্রীর নাম-মাত্র শাসন সময়ে, তাঁহার প্রতিনিধি বিকারী খাঁ নামক এক ব্যক্তি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বিকারী খাঁকে নিহত করেন ; কারণ, বিকারী খাঁ তাঁহার ক্ষমতা প্রতিহত করিতে সংকল্প করিয়াছিল। যাহা হউক, বিকারী সম্ভবতঃ তাঁহার উপপতি ছিল বলিয়া বোধ হয়। (Compare Browne, ii. 18 and Murray, p. 14) বিকারী খাঁ লাহোরের স্বর্ণ-মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

লাগিলেন। তাহারা দলে দলে একত্র মিলিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সেই দুর্দ্ধর্ষ কৃষক গ্রামবাসিদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। কর্ম্মাসক্ত সহরবাসীদিগের ন্যায় পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ চিন্তায় শিখজাতি প্রকৃত ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কৃত্রিম সমাজের নির্দ্ধারিত নিয়মের বশবর্ত্তী হয় নাই। তাহারা বাহ্য লোকাচারে বিশ্বাস স্থাপন করে না। এই সময়ে লাহোর ও তৎচতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থানে বহুসংখ্য অশ্বারোহী শিখ দলে দলে ভ্রমণ করিত; দস্যু বৃত্তি দ্বারা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। যুবরাজ এবং তাঁহার অভিভাবক তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; তাঁহারা বহু আয়াস স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। সুতরাং পলায়ন করাই তাঁহারা অধিকতর নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। বিজয়োন্মত্ত শিখগণ কিছুকাল লাহোর অধিকার করিয়া রহিল। যুশা সিং প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"খালসা" একটী রাজ্যরূপে পরিণত হইবে, এবং তদধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত থাকিবে। তিনিই এক্ষণে তাহাতে আর একটী স্থায়ী ক্ষমতার নিদর্শন প্রদান করিলেন। তিনি টাকা প্রস্তুতের জন্য মোগলদিগের টাকশাল ব্যবহার করিতেন। তাহাতে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহাতে মুদ্রিত থাকিত,—"যুশা কুলাল বিজিত আমেদের রাজ্য মধ্যে "খালসার" অনুগ্রহে এই টাকা প্রস্তুত হইল।" *

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Browne, "Tracts" ii. 19; Malcolm, "Sketch," p. 93 &c; Elphinstone, "Caubul," ii. 289; and Murray's "Runjeet Singh, p. 15.

আফগানদিগের বিবরণ অবলম্বন করিয়া, এলফিন্‌ষ্টোন বলেন যে, তাইমুরের একদল সৈন্য আদিনা বেগের নিকট পরাজিত হয়। পঞ্জাবের

এই সময় দিল্লীর মন্ত্রী নাজিব উদ্দৌলাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আপন উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে মন্ত্রীবর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নাজিবুদ্দৌলা, আমেদ সা আবদালির প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময় নিজ ক্ষমতা ও নিপুণতা প্রভাবে তিনি রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গাজি-উদ্দীন পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘবকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। রাঘবও দ্বিধামত না করিয়া সহজেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। মারহাট্টাগণ দিল্লী অধিকার করিল, এবং নাজিবুদ্দৌলা অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। আদিনা বেগ দেখিলেন,—শিখগণ অযথা বিলম্ব করিতেছে, পরন্তু তাহারা এত অধিক পরাক্রান্ত ও বলশালী নহে যে, আদিনা বেগ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে পঞ্জাব শাসন করিতে সমর্থ হন। সুতরাং সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে আহ্বান করিলেন। সারহিন্দে আমেদ সার একজন প্রতিনিধি-শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সমবেত আক্রমণে তিনি বিতাড়িত হইলেন। এদিকে শিখগণ আদিনা বেগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। এক্ষণে তাহারা মনে করিল,—দুই পুরুষ ধরিয়া যে সহর তাহারা ক্রমাগত লুণ্ঠন করিয়াছে, যাহাতে তাহাদের স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ণ, এবং যাহা তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ, আজ মারহাট্টাগণ সেই সহর লুণ্ঠন করিবে! সুতরাং শিখগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; তাহাদের অসংযত ব্যবহারে মারহাট্টাগণ কুপিত হইল। শিখগণ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কয়েকটী সুরক্ষিত দুর্গ ফেলিয়া আফগান সৈন্যগণ প্রস্থান করিল; মহারাষ্ট্রীয়গণ এক্ষণে মুলতান, আটক এবং রাজধানী

মুসলমানদিগের বর্ণনা অনুসরণ করিয়াই হয়ত বারে শিখদিগের লাহোর অধিকার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

অধিকার করিলেন। আদিনা বেগ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যে সুখ-আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায়, তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইল;—প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই, তিনি কবর-শায়িত হইলেন। * মারহাট্টাগণ দেখিলেন,—সমগ্র ভারতবর্ষই তখন তাঁহাদের পদানত। এক্ষণে অযোধ্যা অধিকার করিয়া রোহিলাদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে,—এই মর্ম্মে শাজাউদ্দিনের নিকট মারহাট্টাগণ এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—উভয় পক্ষের প্রীতিকর এক ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। † ইতিমধ্যে পঞ্জাব অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আমেদ সা ছিতীয়বার যমুনা তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন; তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারহাট্টা-প্রাধান্যের পথটুকু পর্য্যন্ত চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। ‡

দুরাণী-রাজ বেলুচিস্থান হইতে সিন্ধু নদের তীর দিয়া উত্তরাভিমুখে পেশোয়ারে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Browne, "India Tracts," ii. 19, 20; Forster, "Travels" i. 317, 318; Elphinstone, "Caubul" ii. 290; এবং Grant Duff's "History of the Marhatta's, ii. 132. ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই আদিনাবেগের মৃত্যু হয়।

† Compare Elphinstone, History of India, ii. 669. 670.

‡ যখন শাজিয়ুদ্দৌলা এবং রোহিলাগণ দেখিল যে, মারহাট্টাগণ তাহাদের প্রাণসমূহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, তখন তাহারা আমেদ সাহকে প্রত্যাগমন করিতে বিশেষ জিদ করিয়াছিল। Elphinstone, "India," ii. 670, এবং Browne, "Tracts," ii. 20.

লাহোরে উপনীত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে মারহাট্টাগণ মুলতান ও লাহোর পরিত্যাগ করিল; আমেদ সার আগমনে গাজী উদ্দিন বাদসাহের জীবন সংহার করিতে চেষ্টিত হইলেন। তখন যুবরাজ রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; বঙ্গদেশের নবাবিপতি ইংরাজদিগের সাহায্যে তিনি আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং পরে সা আলম উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর বাদসাহ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে মারহাট্টা-অধিনায়ক সিন্ধিয়া এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। অতঃপর আফগান-রাজ দিল্লী অধিকার করিয়া গঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মারহাট্টাগণ মুসলমান রাজত্ব চিরদিনের জন্য লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সমবেত আক্রমণে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাই আমেদ সার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় একজন সেনানায়ক পুনা হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। উত্তর ভারতবর্ষের সমুদায় যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে পেশোয়ার বংশধর এবং খ্যাতনামা মারহাট্টা রাজগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই নবাভিষিক্ত সেনাপতি দিল্লীর অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সহাসিউরাও কর্তৃক আফগানদিগের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য-দল দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইল। মারহাট্টাগণ আফগানদিগের প্রধান সৈন্যাংশ দোয়াবের দুর্গে অবরোধ করিলেন। এক্ষণে তিনি বিশ্বাস রাওকে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাণিপথের যুদ্ধে আহম্মদ শা জয়লাভ করিলেন। মারহাট্টাগণ পরাজিত হইলেন। আপন মহারাষ্ট্রের উপর পেশোয়ার আধিপত্য-প্রভাব ধ্বংস হইল, এবং

হিন্দুস্থানে মারহাট্টাদিগের ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। অতঃপর মারহাট্টাগণ আর আপনাদের পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়া পান নাই;—কিংবা পূর্ব্ব ক্ষমতা পুনঃ-প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের পতনের পর, বিদেশীয়গণের ক্ষমতা বিস্তারে বিশেষ সুবিধা হইল; সাধারণের অজ্ঞাতসারে বিদেশীয়গণ প্রকারান্তরে মারহাট্টাগণের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিলেন। *

অতঃপর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সারহিন্দ ও লাহোরে দুই জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া আফগান সম্রাট কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। † শিখগণ এই যুদ্ধ সময়েই অবতীর্ণ হয়; তাহারা দলবদ্ধ হইয়া দুরাণী সৈন্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত; এবং সুযোগ মত তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। রীতিমত কোন শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত না থাকায়, তাহারা অধিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। আপনাপন পল্লীতে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; বিদেশীয় সম্প্রদায়সমূহকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ইতিপূর্ব্বেই দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক কি অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রণজিৎ সিংহের পিতামহ চুরত সিং তাঁহার স্ত্রীর বাসস্থান গুজারাওলি (বা

* ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট' দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৩, ২১ পৃঃ; এলফিন্‌ষ্টোন কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; এবং আমার বিরচিত "রণজিৎ সিং," ১১ ও ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এলফিন্‌ষ্টোন বলেন, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বিলম্ব করিতে লাগিলেন; বিশ্বাসকে হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য,—যে পর্য্যন্ত দুরাণীগণ সিন্ধুনদের পরপারে বিতাড়িত না হয়, ততদিন তাঁহার পক্ষে নীরব থাকাই কর্ত্তব্য।

† ব্রাউনের (Browne, "India Tracts" ii. 21, 23) মতানুসারে সেই দুই ব্যক্তির নাম—লাহোরের বুলন্দ খাঁ এবং সারহিন্দের জিন খাঁ।

গুজরাণওয়ালা) নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; দুর্গটী লাহোরের উত্তরে অবস্থিত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দুরাণী-রাজ বা তাঁহার প্রতিনিধি খাজা ওবেইদ, সেই দুর্গ ধ্বংস করিতে আগমন করেন।* শিখগণ দলবদ্ধ হইয়া দুর্গ রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। যুদ্ধে আফগানগণ পরাজিত হয়; সমুদয় সম্বল পরিত্যাগ করিয়া, খাজা ওবেইদ লাহোরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।† শিখগণ সে সমুদয় দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লয়। মালের কোটলার হিংখাণ খাঁ নামক একজন দেশ-প্রসিদ্ধ ও সুচতুর সেনানায়কের সাহায্যে সারহিন্দের শাসন-কর্ত্তা অতি সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। শিখগণ এই পাঠানের শত্রুতাচরণে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল। এক সময়ে তাহারা জিন্দিয়ালার একজন হিন্দুর প্রতি এইরূপে কুপিত হয়। সেই ব্যক্তি শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও আমেদ সার অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল,—ইহাই তাহার অপরাধ। যাহা হউক, "খালসা সৈন্য" অমৃতসরে সমবেত হইল; প্রগাঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণ পুণ্যতোয়া সরোবরে

---

* মারের ((Murray, "Runjeet Singh, p. 21) মতে, খাজা ওবেইদই এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা। তিনি হয়ত বুলন্দ খাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—এসময় বুলন্দ খাঁ রোটাসে (রোহতকে) বাস করিতেন। যে গ্রাম আক্রান্ত হয়, তাহার আধুনিক নাম, গুজরাণওয়ালা। আধুনিক নাম হইলেও, ঐ স্থান গুজরাণওয়ালা নামে অভিহিত। রণজিৎ সিং এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহার আয়তনও কম নহে, এবং ক্রমশঃই উন্নতিশীল। (Compare "Moonshi Shahamut Alee's Shikhs and Afghan's," p. 51.)

† Murray's "Runjeet Singh," p. 22, 23.

ঈশ্বরোপাসনা সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষেই শিখদিগের "গুরুমাতা" অথবা "রাজসভা" বা মহতী সৈনিক-সভার প্রথম অধিবেশন হয়। তাহারা হিংবাল খাঁর অধিকৃত সমুদায় রাজ্য লুণ্ঠন করিল। অধিকতর লাভজনক অথচ বিপদ-সঙ্কুল কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠান স্বরূপ তাহারা জিন্দিয়ালাকে পত্র-পুষ্প-সুশোভিত ও অন্যান্য ভূষণে ভূষিত করিল। *

কিন্তু চক্রবর্ত্তি আমেদ সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। আমেদ সা, আফগান বীরগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি কষ্ট-সহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল এবং অদ্বিতীয় বীর-পুরুষ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রাজ্যাধিকারে তিনি অসীম প্রতিভাশালী হইলেও, তাঁহার সাম্রাজ্যগঠনের ক্ষমতা ছিল না। এই জন্যই বোধ হয়, রাজ্যের পর রাজ্য হারাইয়া পুনরায় তাহার উদ্ধার-সাধনে তিনি আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে আমেদ সা লাহোরে পৌঁছিলেন; তাঁহার আগমনে শিখগণ শতদ্রুর দক্ষিণে প্রস্থান করিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, আমেদ সার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বেই, সারহিন্দের শিখ-ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্যক; এবং সমবেত আক্রমণে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা জিন খাঁকে পরাভূত করা তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু লুধিয়ানার পথ অবলম্বন করিয়া লাহোর হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে সৈন্য পরিচালনার আবশ্যক হওয়ায়, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমেদ সার প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং আমেদ সা তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। মুসলমানগণ যেরূপ নৃশংসতার সহিত শিখদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,

* Compare Browne, 'India Tracts' ii. 22, 23. and Murray's 'Runjeet Singh', p. 23.

তদপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা সহকারে তাহারা শিখদিগের অনুসরণ করিল। অনেকে বলেন,—বার হইতে পনের হাজার শিখ এই যুদ্ধে নিহত হয়। শিখদিগের এই পরাজয় আজিও "ঘালুঘর" (Ghuloo Ghara) বা "ঘোর সঙ্কট" নামে অভিহিত। * বন্দিগণের মধ্যে বর্ত্তমান পাতিয়ালা বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা সিং ছিলেন, তাঁহার সৎসাহসিকতার বীরশ্রেষ্ঠ দুরাণি-রাজ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। "মাজোয়া" এবং "মালুবা" 'সিং'দিগের মধ্যে অধিকতর পার্থক্য বিধানের উপযোগিতা বিজেতা আমেদ সা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমেদ সা তাঁহাকে একটী রাজ্যের রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। অতঃপর সারহিন্দে গমন করিয়া, সা আপন মিত্র অথবা অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা যাঁবুদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে কান্দাহারে এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সুতরাং কাবুলী মল্ল নামক একজন হিন্দুকে লাহোরের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দূরদেশের বিদ্রোহ দমনকল্পে আবদালী কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিলেন; তাঁহার অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুচরবর্গের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; অমৃতসরের নবসংস্কৃত ধর্ম্মমন্দির তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল; মন্দিরাভ্যন্তরে তাহারা গো-হত্যা করিল এবং সেই নিহত

---

* লুধিয়ানা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে গুজিরওয়ালা ও বারনালার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। অনুমান হয়,—মালের কোটলার হিংঘাণ খাঁর উপদেশ অনুসারে সা পরিচালিত হইয়াছিলেন। ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট', দ্বিতীয় খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা; ফষ্টারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠা; এবং মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ২৩ ও ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই যুদ্ধ হয়।

গাভীগুলিকে পবিত্র সরোবরে নিক্ষেপ করিল; গাভীদেহে সরোবর পরিপূর্ণ হইল। বহু সংখ্যক ত্রিকোণাকৃতি স্তম্ভ হত শিখদিগের ছিন্ন-মুণ্ডমালায় ভূষিত হইল; এবং বিধর্মী শত্রুদিগের রক্তে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য মসজিদ সমূহের প্রাচীর পরিস্কৃত ও রঞ্জিত হইল। *

শিখ জাতি তখনও নিরুৎসাহিত হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; জাতীয়তার এক অভিনব উদ্দীপনা তাহাদের মনোমধ্যে জাগরূক হইয়াছিল; সকলেই এক্ষণে প্রতিহিংসা-পরবশ এবং প্রতিফল প্রদানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের সেনা-নায়ক ও নেতৃবৃন্দ সকলেই যশঃপ্রার্থী এবং রাজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। প্রথমতঃ, তাহারা কাসুরের পাঠান উপনিবেশ আক্রমণ করে; ঐ প্রদেশ তাহাদের অধিকৃত হয়, এবং তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিয়া ফেলে। অতঃপর তাহারা পূর্ব্ব-শত্রু মালের কোটলার হিংখাণ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যুদ্ধে হিংখাণ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন; পরিশেষে সারহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া শিখগণ সারহিন্দ আক্রমণ করিল। তৎকালে দিল্লীর বাদসাহ হীনবল হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষার্থ তিনি শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিলেন না। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চল্লিশ হাজার শিখ সৈন্যের সহিত তত্রত্য আফগান শাসনকর্তা জিন খাঁর যুদ্ধ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে জিন খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সারহিন্দের বিস্তৃত উপত্যকা শিখগণ অধিকার করিয়া লইল,—কেহই আর তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। শুনা যায়,—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিখগণ চতুর্দ্দিকে

* Compare, Forster, 'Travels' i. 320; and 'Murray' 'Runjeet Singh', p. 25.

বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক শিখ-অশ্বারোহী গ্রাম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া, সম্পূর্ণ নগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, পর্য্যায়ক্রমে আপনাপন কটিবন্ধ, অসি-কোষ, পরিচ্ছদ-সামগ্রী এবং বর্ম্ম নিক্ষেপ করিতে লাগিল; এইরূপে তাহারা সেই সকল গ্রাম ও নগর আপনাদিগের অধিকারভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইল। সারহিন্দ সহরটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল। গোবিন্দ সিংহের মাতা এবং সন্তানগণ যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থানের ইষ্টক বহন করিয়া লওয়া পুণ্যজনক ও প্রশংসার্হ বলিয়া শিখগণ এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই যুদ্ধ-জয়ে উৎসাহিত হইয়া বহুসংখ্যক শিখ যমুনা অতিক্রম করিল। এই সময়ে নাজিবুদ্দৌলা "জর্ঠ"-দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সুখ্যাত শিখদিগের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইতিমধ্যে শিখগণ সাহরাণপুরে উপনীত হইল। আপন রাজ্য রক্ষার্থ নাজিবুদ্দৌলা সে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নাজিবুদ্দৌলা ভাবিলেন,—সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, আক্রমণকারিগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কিংবা কতকাংশে বলপ্রয়োগ দ্বারা আক্রমণকারীদিগকে বিদূরিত করাই বিধি-সঙ্গত। *

নাজিবুদ্দৌলা জাঠদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে সুর্য্য মল্ল নিহত হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মৃত সর্দারের পুত্র উজীর—রাজপ্রতিনিধিকে দিল্লিতে অবরোধ করিলেন। এদিকে বহুসংখ্যক শিখ সৈন্য ভরতপুরের জাঠ রাজার সহিত মিলিত হইল। মারহাট্টাগণও

* Compare Browne, 'India Tracts', ii. 24, and Murray's 'Runjeet Singh', p. 26. 27. কোন কোন বিবরণে দেখা যায়, শিখগণ এই সময়ে লাহোরও কিছুকালের নিমিত্ত অধিকার করিয়াছিল।

রাজকীয় শক্তি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। * সারহিন্দ অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আমেদ সা সপ্তমবার সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন; নাজিবুদ্দৌলা বিবিধ বিপদ-জালে জড়িত হইয়া যমুনার নিকটবর্ত্তী স্থানে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় অবরোধ পরিত্যক্ত হইল; মারহাট্টা শাসনকর্ত্তা হোলকারের মধ্যস্থতায় কিংবা তাঁহার অনুসম্পূর্ণতায় মারহাট্টাগণ দিল্লী পরিত্যাগ করিল। এদিকে আমেদ সার স্বদেশে, নিজরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সুতরাং তিনি সারহিন্দ পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করিলেন না; সত্বর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজে পাতিয়ালার আলা সিংহকেই তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় সেই রাজা সময় বুঝিয়া গুরুর একজন পূর্ব্ববন্ধুর বংশধরের নিকট বিনিময়ে সহরটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; শিখ-সম্প্রদায় এই স্থানটী বন্ধুকে প্রদান করিয়াছিল। যাহা হউক, শিখদিগের ইতিহাসে দেখা যায়, আমেদ সা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া, নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। অমৃতসরের নিকট উভয়পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোনপক্ষেই জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় না; পরন্তু এই যুদ্ধের ফলে, আফগানগণ ত্বরায় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শিখ সৈন্ত অনায়াসে লাহোরের শাসনকর্ত্তা কাবুলিমলের উচ্ছেদ সাধন করিল। ইরাবতী হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্য শিখদিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইল। শিখগণ পূর্ব্ব বৎসর সারহিন্দ বিভাগ করিয়া লইয়াছিল; এইবার শিখ-রাজগণ এবং

* Compare Browne, 'Tracts' ii. 24. এই উপলক্ষে যে সকল রাজত-মুদ্রা দ্বিতীয় শাক-সবজীর [illegible] মুদ্রিত করিয়াছিলেন, শিখদিগের প্রচলিত উপাখ্যানে এখনও তাঁহাদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহাদের অনুচরবর্গ এই বিশাল রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন। বহুসংখ্যক মসজিদ ধ্বংস হইল; বন্দী আফগান-গণ শূকরের রক্তে মস-জিদের ভিত্তি-ভূমি প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর শিখ সর্দার-গণ অমৃতসরে সমবেত হইলেন; মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইল; এইরূপে তাঁহারা আপনাপন প্রভুত্ব এবং শিখধর্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন। গুরু গোবিন্দ নানকের নিকট যে "দেগ, তেগ ও ফতে"—ঈশ্বরানুগ্রহ, প্রভুত্ব-শক্তি, এবং জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—মুদ্রার উপরি-ভাগে তাহাই খোদিত হইল। *

* ব্রাউনের "ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫ ও ২৭ পৃষ্ঠা; ফরষ্টার, 'ভ্রমণবৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ৩২১, ৩২৩ পৃঃ; এলফিনষ্টোন, "কাবুল," দ্বিতীয় পুস্তক, ২১৬—২১৭ পৃঃ; এবং মারে বিরচিত "রণজিৎসিংহ" ২৬, ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মুদ্রিত টাকা "গোবিন্দসাহী" নামে অভিহিত। বাদসাহের নাম ব্যবহারে সকলেই আপত্তি করিয়াছিল। (ব্রাউনকৃত "ট্রাক্ট", দ্বিতীয় পুস্তক ২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আজকাল যে সকল মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ ঐ সকল মুদ্রা প্রচলন করেন। রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে, এক প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল; তাহার উপরিভাগে লেখা থাকিত;—"দেগ্, ওয়া তেগ্, ওয়া ফতে, ওয়া নস্রত বি দিরাং ইয়াফ্ৎ আজ নানক গুরুগোবিন্দ সিং"। ফলতঃ ইহাতে বুঝা যাইত, ঈশ্বরানুগ্রহ, ক্ষমতা ও বিজয়লাভ—জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিতা—গুরু-গোবিন্দ সিং নানকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ১১৮-১২১ পৃষ্ঠায় টীকায় তেগ্, দেগ্, ও ফতে' সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তব্য দৃষ্ট হইবে। ব্রাউন্ (ট্রাক্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা ৭ম পৃষ্ঠা) "দেগ" শব্দের কোনরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেন নাই। সুতরাং তিনি ঐ শব্দ

প্রায় দুই বৎসরকাল শিখদিগের কার্য্য-কলাপে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই। এই অল্পমাত্র অবসরের সময় তাহারা অধিকৃত রাজ্যগুলির সীমা নির্দ্দেশে ব্যাপৃত ছিল; তাহাদের স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের অন্তর্গত অবস্থায় পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শিখধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেই স্বাধীন;—প্রত্যেকেই সাধারণ-তন্ত্রের এক একজন প্রকৃত সদস্য। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সংস্থান, শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং মান-সম্ভ্রম একরূপ নহে। এখন সকলেই বুঝিতে পারিল,—প্রত্যেকেরই সমানরূপ শক্তি-সামর্থ্য নাই; তাহাদিগের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধও বর্ত্তমান আছে। সুতরাং প্রকারান্তরে তাহারা জায়গীর-প্রথার প্রবর্ত্তন করিল। রাজা, প্রজা ও সর্দ্দারগণ পর্য্যায়-ক্রমে পরস্পর ঈশ্বরের নামে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইল। অর্দ্ধ-সভ্য সমাজে রাজা, জমীদার ও প্রজাদের মধ্যে যেরূপ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকে, শিখগণের তিন শ্রেণীর মধ্যেও সেইরূপ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইল। তাহারা জানিত,—ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী; তিনিই তাহাদের একমাত্র বিচারক। তাহারা একই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিত, এবং সাধারণের মঙ্গলকামনাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নীতি অবলম্বন করিয়াই তাহারা সকল কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইত এবং যুদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। গোবিন্দের লৌহ তরবারির প্রতি তাহারা অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিত; সেই তরবারিই ইহজগতে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন

অর্দ্ধহীন অবস্থায়ই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'কর্ণেল স্লিমান' অপেক্ষা বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'কর্ণেল স্লিমান' বলিয়াছেন,—"তরবারি, পট (pot) বিজয়, এবং যুদ্ধে জয় লাভ সহজেই প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছিল।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। (See "Rambles of an Indian Official", ii. 235; note).

ছিল। প্রতিবৎসর সাময়িক বৃষ্টিপাতের বিরাম হইলে, যখন সেনানিবেশ স্থাপনে আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকিত না, তখন পৌরাণিক বীর রামচন্দ্রের উৎসব উপলক্ষে, 'সাঁরবাত খালসা',—বা সমগ্র শিখজাতি, অন্ততঃ একবার মাত্র অমৃতসরে সমবেত হইত। হয়ত, তাহারা মনে করিত,—পুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, পাপকার্য্য সম্পাদনে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; তাহাতে সমুদায় স্বার্থ বিদূরিত হইয়া সাধারণের শুভজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং অধিনায়ক-দিগের সভা "গুরুমাতা" নামে অভিহিত। ইহাতে বুঝা যায়,—গোবিন্দের উপদেশ ও আদেশানুসারে তাহারা সকলেই তাহাদের গুরু ও ধর্ম্ম পুস্তক হইতে জ্ঞান-শিক্ষা করিত এবং একমতাবলম্বী হইতে যত্নবান হইত। * যে সকল অধিনায়ক এই সদুদ্দেশ্যে সমবেত হইতেন,

* "মাত" শব্দে "জ্ঞান-শক্তি', এবং "মাতা" শব্দে "পরামর্শ বা বিবেক বুঝায়। অতএব "গুরুমাতা" শব্দের প্রকৃত অর্থ,—"গুরুর উপদেশ।"

ম্যাল্কম ('Sketch', p. 52) এবং ব্রাউন (Tracts, ii: vii) প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—গোবিন্দ এই 'গুরুমাতা' মিলনের আদেশ করেন। গোবিন্দ কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন,—তাহা কোন বিবরণে দেখা যায় না। তদ্বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। তবে তিনি যে নীতি প্রবর্তন করিয়া যান, সেই নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থানুসারে সেই সকল রাজসভা এবং সৈন্য-সমিতি অধিবেশনের বিধি-বিধান বদ্ধমূল হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই মানবজাতি এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ সভাসমিতির অধিবেশন হয়। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ সভা-সমিতি অধিবেশনের বদ্ধমূল প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ে শিখদিগের রাজ্যশাসন অধিক কাল

তাঁহারা কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদিগের অনুচর বর্গের অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাদিগকে অকপটে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত না, কিংবা তাঁহাদের আদেশ পালন করিত না। তাহারা পরস্পরের অধীনে জায়গীর ভোগ করিত, এবং জায়গীর-প্রণালী অনুসারে পরস্পরের অধীনে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত। সুতরাং শিখগণ সামরিক রীতি অনুসারে এক্ষণে অধিনায়কগণের অধীনতা স্বীকার করিল। বিধিবদ্ধ বিধানক্রমে তাহারা এই সামরিক নীতি আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিতে লাগিল। শিখ-রাজগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কোন রাজ্য অধিকার করিলে, তাঁহারা সেই বিজিত রাজ্য তুল্যাংশে পরস্পর ভাগ করিয়া লইতেন। তাঁহারা আপনাপন অংশ সমানভাগে বিভক্ত করিয়া অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অধিনায়কদিগকে প্রদান করিতেন। এই দলপতিগণ আবার আপনাপন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বণ্টন করিয়া কোর্‌া-প্রজাই-সত্বের নিয়মানুসারে অধীনস্থ সৈন্যগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন।* কিন্তু

স্থায়ী হয় নাই; তাৎকালিক অধিবাসিগণও অধিকতর কষ্ট-সহিষ্ণু ছিল। তাহাদের স্বভাবজাত এই সমুদায় গুণবিষয়ক বিবরণ, এবং শিখদিগের শাসন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য ফরষ্টারের 'ভ্রমণবৃত্তান্তে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (Compare Forster, "Travel's. i. 328 &c) 'গুরুমাতা' গঠন সম্বন্ধে ম্যালকমের সারসংগ্রহ দ্রষ্টব্য। (Malcolm, 'Sketch,' p. 120)

* মারে বিরচিত "রণজিৎ সিং" নামক গ্রন্থের ৩৩—৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শিখগণ কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিল; তাহারা তাহা আপনাদের শাসনাধীনে রাখে নাই। সেই সমুদায় রাজ্য হইতে তাহারা 'রাখী বা সংরক্ষণী রাজস্ব' (আশ্রয় প্রদানহেতু যে রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়) রীতিমত আদায় করিত। এই 'রাখীর' পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

এই নিয়ম সকল অবস্থায় সর্ব্ব সময়ে উপযোগী হইত না। কারণ, শিখগণ অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ "জমগতে" ভোগদখল করিত এবং তাহাতে তাহারা স্বভাবতঃই অধিকারী ছিল। শিখদিগের অনেকে আবার এরূপ সর্ত্তে রাজ্যভোগ করিত যে, প্রধান রাজশক্তি প্রত্যাহৃত হইলেই, তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিত। ফলতঃ, এই সমস্ত শিখ কাহারও প্রজা নহে; কিম্বা কোন জায়গীরদারের অধীনতা স্বীকার করিত না। তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন ব্যক্তির অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিত; তাহারা নিজেরাই সৈন্যদল পরিচালনা করিত; "খালসা" অথবা সাধারণ-তন্ত্রের নামে নূতন নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেরাই তাহা ভোগদখল করিত। শিখগণ কখনও কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অধীনতা পাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিত না;—কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বাপর একতা সূত্রে আবদ্ধ হইত না। সুতরাং তাহাদের এই চির-পরিবর্ত্তনশীল বিধি-ব্যবস্থা, 'রাজনৈতিক শাসনপ্রণালী' নামে অভিহিত হইতে

বিভিন্নরূপ ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত এই রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের যেমন 'চৌথ' অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্থাংশ; শিখদিগেরও তেমনি 'রাখী' বা অর্দ্ধাংশ হইতে পঞ্চমাংশ। উভয় শব্দের অর্থ ই এক;—অর্থাৎ 'অত্যাচার নিবারণার্থ দস্যুদিগের বৃত্তিস্বরূপ বার্ষিক দেয় টাকা'। কিন্তু সাধুভাষায় ইহার অর্থ—'কর বা রাজস্ব'। Compare Browne. India Tracts' ii. viii. and Murray's 'Runjeet Singh,' p. 32. কখনও কখনও সম্পত্তিগুলি এত ক্ষুদ্রতমাংশে বিভক্ত হইত যে, দুই, তিন, এমন কি দশজন শিখ একই গ্রামের রাজস্বের অংশীদার হইত, কিংবা সহরের একই রাস্তার বাড়ী ভাড়ার অংশ পাইত। ফলতঃ, কোন নির্দ্দিষ্ট সীমান্তবর্ত্তী স্থানের স্বত্ব-নির্দ্দেশে অধিকন্তু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

পারে না। কোন রীতি-পদ্ধতির রেখামাত্র কল্পনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্বাধীন শিখদিগের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আমাদের প্রকৃতিগত নিয়মাবলী প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলেও তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। পরন্তু তৎসম্বন্ধে সভাসমিতির বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী কিংবা তাহাদের ধর্ম্মগুরুদিগের উপদেশসমূহ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া অপরের শ্রদ্ধাভাজন হইতে অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। পশুবলে আপনাপন ক্ষমতা প্রয়োগে যাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, তাঁহারা তৎসমুদায় অধিকার করিতে উৎকট প্রয়াসী হইলেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহা হউক, ঈশ্বরানুগ্রহের কঠোর অনুশাসন প্রত্যেক শিখের মনেই জাগরূক ছিল। শিখধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট 'খালসার' প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত। কিন্তু প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসে নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া, সেই ধর্ম্মোন্মত্ত জনসাধারণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতে হইলে, অসীম প্রতিভা ও অবস্থা বিশেষের প্রক্রিয়া একমাত্র আবশ্যক।

অতঃপর শিখগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এই সমুদায় সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ বারটী। প্রত্যেক সন্মিলিত সম্প্রদায় "মিছিল" নামে অভিহিত হইত। "মিছিল"—একটী আরবী শব্দ; ইহার অর্থ,—তুল্য বা সমান-পদস্থ।* প্রত্যেক "মিছিল" এক একটী 'সর্দারের'

---

* 'মিছিল' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। তথাপি মনে রাখা উচিত যে, আরবী শব্দ "আমলাহাট" ('misl' শব্দের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তদ্ব্যতীত এই শব্দের উচ্চারণকালে আর একটী 's' যোগ করিতে

আজ্ঞানুসারে পরিচালিত হইত; সচরাচর একজন রাজা বা সেনাপতি এই 'সর্দার' পদে বরিত হইতেন। কিন্তু এই উপাধি তখন অতি সাধারণ ভাবে প্রযুক্ত হইত। সামান্য একটী দলের নেতা হইতে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তুল্য-সত্ত্বাধিকারী "সিং"দিগের দলপতি পর্য্যন্ত,—ছোট বড় সকল দলের অধিনায়ক বা সেনাপতি সকলেই এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই সমুদায় সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সকলগুলিই একই সময়ে সমভাবে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই; পরন্তু একটী "মিছিল" হইতে অপরটী উৎপন্ন হইত। এই সমুদায় সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সংযোগ-নীতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে কোন ক্ষমতাশিপ্সু দলপতি তাৎকালিক সমাজ বা দল পরিত্যাগ করিয়া, বৃহৎ একটী দল গঠন করিতেন। প্রথম অথবা প্রসিদ্ধ অধিনায়কের নাম, থাম, জেলা অথবা কোন পূর্ব্বপুরুষের নাম অনুসারে প্রত্যেক "মিছিল" স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইত। কখনও বা এক একটী মিছিল সামাজিক রীতি-পদ্ধতি অথবা অধিনায়কের কোন গুণবিশেষ অনুসারে পরিচিত হইত। এইরূপ বারটী সম্প্রদায়ের নাম ও পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল।—(১) "ভাঙ্গী" সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 'ভাঙ্' নামক এক প্রকার মাদক দ্রব্য পান করিতে ভালবাসিত, এবং তজ্জন্যই তাহারা 'ভাঙ্গী' নামে পরিচিত। *

হয়) অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহার অর্থ,—'অস্ত্র-শস্ত্র-সুসজ্জিত ব্যক্তি' অথবা 'যুদ্ধকুশল জাতি'। ভারতবর্ষে 'মিছিল' শব্দের অর্থ অন্যরূপ; ইহাতে সাধারণতঃ কাগজপত্রের ফাইল অথবা সজ্জিত বস্ত্র বা সাজান জিনিষ বুঝায়।

* 'মদা' গাছ হইতে ভাঙ্ উৎপন্ন হয়। রাজপুতগণ যেরূপ অহিফেন সেবন করিতে ভালবাসে, ইউরোপীয়গণ যেমন উগ্রকারী মদ্যপান

(২) "নিশানিয়া" সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যুদ্ধ-সৈন্যের বিজয়কেতন-বাহীদিগের অনুবর্ত্তী বলিয়া ঐ নামে অভিহিত হয়। (৩) "সাহিদ" এবং "নিহাঙ্" সম্প্রদায়; যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিনায়ক। (৪) "রামগড়িয়া" সম্প্রদায়; অমৃতসরের 'রামরাওনি' অথবা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত দুর্গবহির্ভাগস্থ ক্ষুদ্র-রক্ষণীয়' নাম অনুসারে এই সম্প্রদায় 'রামগড়িয়া' নামে অভিহিত। সূত্রধর বংশজাত যুশা সিং কর্ত্তৃক এই স্থানটী 'রামগড়' বা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত দুর্গ নামে অভিহিত হয়। (৫) "নাকিয়া" সম্প্রদায়; লাহোরের দক্ষিণে 'নাকিয়া' নামক একটী জনপদ ছিল; তৎপ্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। (৬) "আলহওয়ালিয়া" সম্প্রদায়; যুশা সিং প্রথমতঃ যে গ্রামে আরক চুয়ান কার্য্যে আপন পিতার সহায়তা করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়। এই যুশা সিং প্রথমে "খালসার" সৈন্য সম্প্রদায় গঠন করেন। (৭) "খানিয়া বা কানিয়া" সম্প্রদায়। (৮) "ফৈজুলাপুরিয়া" বা "সিংপুরিয়া" সম্প্রদায়। (৯) "সুকারচাকিয়া" সম্প্রদায়। (১০) "ডালেওয়ালা" সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ তাহাদের অধিনায়কের বাসভূমি বা গ্রামের নাম হইতে এই নামে অভিহিত হইয়াছে। (১১) "ক্রোড়া সিংঘিয়া" সম্প্রদায়; তৃতীয় অধিনায়কের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কখন কখন এই সম্প্রদায়টী "পাঞ্জগরিয়া" সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। প্রথম অধিনায়কের স্ব-গ্রামের নাম অনুসারে ঐ সম্প্রদায়টী "পাঞ্জগরিয়া" সম্প্রদায় নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। (১২) "কুলকিয়া" সম্প্রদায়; আলা সিং এবং তাঁহার

করিতে তৎপর, শিখগণও তেমনি 'তামু' খাইতে অভ্যস্ত। স্বাস্থ্যনাশ এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয় বলিয়া এই মাদকদ্রব্য সর্ব্বত্রই নিন্দনীয়।

পরিবারের অন্যান্য সর্দারদিগের একজন পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে এই সম্প্রদায় "ফুলকিয়া" সম্প্রদায় নামে অভিহিত। *

এই সমুদায় 'মিছিলের' মধ্যে "ফুলকিয়া" ব্যতীত অবশিষ্ট সকল গুলিই শতদ্রুর উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহারা সকলেই "মাঞ্জা"সিং নামে পরিচিত। লাহোরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বিশাল ভূ-খণ্ড মাঞ্জা নামে অভিহিত বলিয়া দেশের নামানুসারে তাহারা ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মাঞ্জা নামে পরিচিত হইয়া "মালোয়া" সিং দিগের সহিত তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সারহিন্দ এবং শীর্ষার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহ সাধারণতঃ 'মালোয়া' নামে অভিহিত, এবং তত্রত্য অধিবাসিগণ "মালোয়া" সিং নামে পরিচিত। মাঞ্জার প্রথমে "ফৈজুলাপুরিয়া", "আলুওয়ালিয়া" এবং "রামগড়িয়া" সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়; কিন্তু তাহাদের সে প্রাধান্য অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময় "ভাঙ্গী" সম্প্রদায় প্রাধান্য স্থাপন করে, এবং কিছুকাল তাহাদের ক্ষমতাই অক্ষুণ্ণ থাকে। অতঃপর 'ফৈজুলাপুরিয়া'দিগের "কাণিয়া" নামক একটী শাখা সম্প্র-

* কাপ্তেন মারে ("রণজিৎ সিং," ২৯ পৃঃ ইত্যাদি।—Captain Murray's Runjeet Singh," p. 29 &c.) সর্ব্বপ্রথমেই শিখদিগের এই "মিছিল"-প্রথা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ফরষ্টার, ব্রাউন, অথবা ম্যালকম কেহই এই "মিছিল গঠনের" বিষয় অথবা এই শব্দের উল্লেখ করেন নাই। স্যার ডেভিড অক্টারলোনি প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলেন,—"মিছিল" শব্দে জাতি ও বংশ বুঝায়; ইহাতে অভিব্যক্ত দল বা সম্প্রদায় কিছুই নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং স্যার ডেভিড তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। (Sir D. Ochterloney to the Government of India, 30th December, 1809)

দাসের অভ্যুত্থানে, 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হয়। অতঃপর রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থানে এবং "সুকারচাকিয়া" সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায়, "কানিয়া" দিগের প্রাধান্য নষ্ট হয়। মালবের "ফুলকিয়া" সম্প্রদায়, পাতিয়ালা-শাখা-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিত। আলা সিংহকে উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া, আমেদ শাও পাতিয়ালার আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে সম্প্রদায়সমষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলিতে গেলে, একমাত্র "ভাঙ্গী" সম্প্রদায়ের নিকটই "পাতিয়ালা" শাখা সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছিল। "নিসানিয়া" এবং "সাহিদ" সম্প্রদায় কদাচিৎ প্রকৃত "মিছিল গঠনে সমর্থ হইত। তাহাদের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলি স্বতন্ত্র থাকিত, এবং বিশেষ কারণ বশতঃ সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত। * "নাকিয়া" সম্প্রদায় কখনও খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্য লাভে সমর্থ হয় নাই; "ডালিওয়ালা" এবং "ক্রোড়া সিংঘিয়া" নামক "ফৈজুলাপুরী" সম্প্রদায়ের দুইটী শাখা সারহিন্দ আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাজ্যের অধিকাংশই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। শেষোক্ত সম্প্রদায় বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল বটে; কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর

* "নিশানিয়া" এবং "সাহিদ" সম্প্রদায় স্বতন্ত্র দুইটী "মিছিল" সংগঠন করিয়াছিল,—কাপ্তেন মারে তাহা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকারী নহেন। অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতস্তার পশ্চিমদিকে যাহারা বাস করিত, তাহাদেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "মিছিল" বা একতা-সূত্রে-আবদ্ধ সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল। শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে তৎকালে যে সকল মতামত প্রচলিত ছিল, এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে কাপ্তেন মারে কেবল তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিংবা সে সম্প্রদায়গুলি তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয় নাই।

"ভাঙ্গী" সম্প্রদায়ের অধিকৃত দেশ বহুদূর বিস্তৃত। উত্তরে লাহোর ও অমৃতসর হইতে বিতস্তা নদী এবং তন্নিম্ন-প্রদেশ পর্য্যন্ত "ভাঙ্গী" সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। অমৃতসর এবং পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে "কানিয়" সম্প্রদায় বাস করিত। "ভাঙ্গী"-রাজ্যের দক্ষিণ, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে "সুকারচাকিয়া" সম্প্রদায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে ইরাবতী নদীর তীরে "নাকিয়া" সম্প্রদায়ের বাস। শতদ্রু ও বিপাশার সঙ্গমস্থলের নিম্নপ্রদেশে 'কৈজুলপুরিয়া' সম্প্রদায়, নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়াছিল। আবার বিপাশা নদীর পূর্ব্ব তীরে "আলহুওয়ালিয়া" সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। "ডালিওয়ালাগণ" শতদ্রুর উত্তর দিকের পশ্চিম তীরে বাস করিত, এবং "রামগড়িয়া" সম্প্রদায় শেষোক্ত দুইটির অন্তর্গত পর্ব্বতমালার পাদদেশের অধিবাসী ছিল। "ক্রোড়া সিংঘিয়া-গণ" জলন্ধর দোয়াবের কতকাংশ অধিকার করিয়াছিল। শতদ্রুর দক্ষিণস্থ সুনাম ও ভাতিন্দার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে "ফুলকিয়াগণ" বাস করিত। "সাহিদ" এবং "নিশানিয়" সম্প্রদায়দ্বয় নানা দেশ অধিকার করিয়াছিল; তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তাহারা বাস করিত; তদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে তাহাদের সম্প্রদায় দৃষ্ট হইত না। এইরূপে এই দুইটী "মিছিল" এবং মাঝার কতকগুলি সম্প্রদায় (এই সম্প্রদায় সমষ্টি পূর্ব্বে সারহিন্দ আক্রমণ করিয়াছিল) অর্থাৎ "ভাঙ্গী", "আলহুওয়ালিয়া" "ডালিওয়ালিয়া", "রামগড়িয়া" এবং "ক্রোড়াসিংঘিয়া" সম্প্রদায়-সমষ্টি একত্র সমবেত হইয়া, ফিরোজপুর হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত শতদ্রুর দক্ষিণ-বর্ত্তী পর্ব্বত-পাদদেশস্থ বিশাল ভূ-খণ্ড পরস্পর বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। এদিকে সারহিন্দ এবং দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে

"কুলকিয়াগণ" আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। * এই স্থান পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়-সমষ্টির অধিকৃত মালোয়ার সন্নিকটে অবস্থিত।

শিখদিগের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। অনেকের অনুমান তাহাদের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ৭০ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার পর্য্যন্ত হইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সৈন্যসংখ্যা প্রকৃত পক্ষে কত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। † তবে নিশ্চিত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, "ভাঙ্গী" সম্প্রদায় এক সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল; কিন্তু "সুকারচাকিয়া" ও "নাকিয়া" সম্প্র-

* ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রীগর তাঁহার "শিখ ইতিহাসে" ("History of the Sikhs," i. 28 &c) কয়েকটী "মিছিলের", সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

† ফরষ্টার বলেন, ("Travels," i. 333) ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে শিখ-সৈন্যের সংখ্যা ৩০০,০০০ তিন লক্ষ নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু শিখ-সৈন্যের পরিমাণ ২০০,০০০ দুই লক্ষও হইতে পারে। ব্রাউন সাহেব ("Tracts, Illustrative map") প্রতিপন্ন করেন,—এই সময়ে শিখ-দিগের ৭৩ হাজার অশ্বারোহী এবং ২৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে, কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন একখানি গ্রন্থে (Life of Shah Alum, note p. 75) উল্লেখ করিয়াছেন যে, শিখগণ ২ লক্ষ ৪৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত। তিনি আর এক-খানি পুস্তকে (Life of George Thomas, note, p. 68) বলিয়াছেন, যুদ্ধ সময়ে শিখগণ ৬৪ হাজারের অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। জর্জ টমাস নিজে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—তৎকালে শিখ-দিগের ৬০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। (Life, by Francklin, p. 274.)

রাজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। "জাগী"গণের বিস্তৃত বিভিন্ন রাজ্যে অন্যূন ২০ সহস্র সৈন্য সমবেত হইত; কিন্তু শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সৈন্য সংখ্যা উহার দশমাংশ মাত্র। সমগ্র শিখজাতির সৈন্য সংখ্যা গড়ে উক্ত সংখ্যার অধিক নহে; এই গণনাই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। শিখদিগের প্রত্যেকেই অশ্বারোহী; পার্ব্বত্য প্রদেশের অথবা সমতল ভূমির অর্দ্ধবর্ব্বর অধিবাসিগণের মধ্যে কিংবা অশিক্ষিত সৈন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্বারোহী শিখ সৈন্য সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয়। শিখগণ অশ্বপৃষ্ঠে কৃতিত্বের সহিত বন্দুক চালনা করিতে পারিত বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কথিত হয়, তাহারা এই যুদ্ধবিদ্যা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। কেবলমাত্র দুর্গ-রক্ষার্থ পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকেই পদব্রজে "মিছিলের" অনুগামী হইত, এবং যতদিন লুণ্ঠন দ্বারা অশ্ব সংগ্রহ করিতে না পারিত, কিংবা অশ্বক্রয় করিবার সম্বল না হইত, ততদিন তাহারা এই অনুষ্ঠানে "মিছিলের" অনুবর্ত্তী থাকিত। প্রাচীন কালে শিখগণ গোলাগুলি ব্যবহার করিত না। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। কারণ উহা অর্থ-সংশোধক এবং উহাতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যের আবশ্যক হয়। *

এই সমুদয় সম্প্রদায় ন্যূনাধিক পরিমাণে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিত। এতদ্ব্যতীত আর একটী সম্প্রদায় তৎকালে বর্ত্তমান ছিল। তাহারা সর্ব্বপ্রকার ঐহিক অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল;—তাহারা পৃথিবীতে

* জর্জ টমাস ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক সামরিক অবস্থার যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের ৪০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান ছিল। (Life, by Francklin, p. 274.)

কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিত না। তাহাদের মধ্যে শিখধর্ম্মের প্রকৃতস্থ উপাদান বিদ্যমান ছিল। এই সম্প্রদায় "আকালি" অর্থাৎ "অবিনশ্বর" বা ঈশ্বর-নিযুক্ত সৈন্য সম্প্রদায় নামে অভিহিত। তাহারা নীল পরিচ্ছদ পরিধান করিত—তাহাদের হস্ত লৌহ-বলয় ভূষিত থাকিত; গোবিন্দ সিংহের আদি সমাজের অন্তর্গত বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ স্পর্দ্ধা করিত। ধর্ম্মের জন্য গুরু সকলকে ধন-মান, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে অনুমতি করিয়াছেন;—ঘর-বাড়ী—সংসার—বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ-বৃত্তি গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। গুরু গোবিন্দ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ সকলেই একবাক্যে হিন্দুদিগের অসার সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপে অসার ও অনুপযোগী সার্ব্ববিধ উপকরণ পরিত্যক্ত হওয়ায়, ধর্ম্মোন্মত্ত শিখদিগের মনে এক ভয়াবহ আবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল;—তাহাদের মানসিক গতি অস্বাভাবিক কার্য্য সাধনে ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম আচরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় উৎকট অভিলাষ হওয়ায়, দুইটী বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত অনুষ্ঠানের সংঘর্ষে "আকালিগণ" একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মভীরু বিনয়ী ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রতি হেয় কার্য্য আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে সম্পন্ন করিত। কিন্তু অপরাপর ব্যক্তিগণ সময় সময় দুর্দ্দমনীয় ধর্ম্মোন্মত্ততা-বশে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অমৃতসরের প্রহরী নিযুক্ত হইত। কখনও বা কুসংস্কারবশে উত্তেজিত হইয়া যথেচ্ছা গমন করিত, এবং সময় সময় উত্তেজনা-বশে একাকী ভ্রমণ করিয়া তরবারি সাহায্যে জীবিকা অর্জ্জন করিত।*

---

* ম্যালকমের সার সংগ্রহ দ্রষ্টব্য। (Malcolm, "Sketch", p. 116.) গুরুগোবিন্দ এই "আকালি" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন,—ম্যালকমও সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। তবিষয়ে গুরু-গোবিন্দের কোন

তাহারা সময় সময় পরিবর্ত্তক এবং বিচারকের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিত। তাহাদের কোন অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে "খালসার" নিকট অভিযুক্ত হয় নাই। তাহাদের নামে সকলেরই মনে ভয়ের সঞ্চার হইত;—সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত। কোন ব্যক্তি তাহাদের বিরাগভাজন হইলে, অথবা সাধারণ-তন্ত্রের কোন অনিষ্ট সাধন করিলে, তাহারা সময়ে সময়ে সেই ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। একমাত্র ধর্ম্মানুরাগীদিগকেই গোবিন্দ শিখ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয় তাহাতে হয়ত জানা যাইত। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত।

শিখদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে, প্রত্যেক শিখ কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, অথবা কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। যে ব্যক্তি সংসার-বিরাগী এবং স্বভাবতঃ যুদ্ধ-প্রিয় নহে, সাধারণ-তন্ত্রের মঙ্গল সাধনার্থ তাহাকেও কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। এক সময় গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন,—একজন 'আকালি' শতদ্রুর সমতল ভূমি হইতে শুদ্র কীরিতপুর সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঢালু অত্যুচ্চ পর্ব্বত-কন্দরের মধ্য দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিত। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই ব্যক্তির জন্য সর্ব্বসাধারণে খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তাহার এই অধ্যবসায়শীলতা ও একাগ্রতায় একজন মেষপালক হিন্দু বালকের মনে এক অভিনব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই হিন্দু বালক আকালিদিগের ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই যেমন ঈশ্বরকে ভয় করিয়া থাকেন, সেই বালকও তদ্রূপ ভীতি সহকারে ধর্ম্মালাপ করিত।

"আকালি" সম্প্রদায় কিছুকাল বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের এই উন্মত্ততা বহুদিন বর্তমান ছিল। অতঃপর রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা ও আধিপত্য ধ্বংস হয়। এই উন্মত্ত সম্প্রদায়কে দমন করিয়া, জন-সমাজে আপন অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সেই সুদক্ষ ও অধ্যবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতির বহু অর্থ ব্যয় এবং কালক্ষয় হইয়াছিল;—তিনি যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিখজাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন।

১৭৬৫—১৮০৮-৯।

[আমেদ সাহ দোরাণীর ভারত আক্রমণ;—শিখজাতির "আকালী" সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন;—তাইমুর সার আক্রমণ;—হারিয়ানার "ফুলকিয়া" শিখ-সম্প্রদায়;—জাবিতা খাঁ;—শিখজাতির মধ্যে "কাণিয়া" সম্প্রদায়ের আধিপত্য স্থাপন;—মাহা সিং সুকেরচাকিয়ার প্রতিষ্ঠালাভ;—সা জামানের আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়;—সিন্ধিয়ার অধিনায়কত্বে উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রাধান্য স্থাপন;—জেনারেল পেরণ এবং জর্জ টমাস;—শিখজাতি এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের সন্ধি স্থাপন;—শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ;—সিন্ধিয়া এবং হোলকারের বিরুদ্ধে লর্ড লেকের যুদ্ধযাত্রা;—শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম সন্ধি;—ফরাসীর ভারত আক্রমণের বাধা প্রদানের উদ্যোগ,—রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রতা-বন্ধন, এবং শতদ্রুর পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী শিখ-সর্দারগণের স্বকার্য সন্ধি স্থাপন।]

শিখজাতি কর্ণাল এবং হান্সি হইতে বিতস্তা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের একতাবন্ধন অধিক দিন স্থায়ী হইল না; দুর্দ্ধর্ষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বতঃই রিপুর বশবর্ত্তী হইল; তাহারা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা আত্ম-স্বার্থই প্রবল বলিয়া মনে করিল। কতকগুলি লোক প্রকৃত বা কাল্পনিক অনিষ্ট সম্ভাবনায় কার্য্য করিতে লাগিল। তখন তাহারা মনে করিল,—প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। অপর কতকগুলি ব্যক্তি আধিপত্যলিপ্সু

অবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া নিকটস্থ নগর ও জেলা সমূহ অধিকার করিতে উদ্যত হইল। ধর্ম্মনিষ্ঠ শিখগণ ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া, অথবা কোন কোন রাজ্যে কর স্থাপন করিয়া তাহারা খালসার সাধারণ রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কিছুকাল বিশ্রামের পর, নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, যখন শিখজাতির পুনরভ্যুদয় হইতে লাগিল, তখন আমেদ সা পঞ্চমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া শিখজাতি পুনরায় একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগ-তাপের আধিক্য হেতু আমেদ সার উৎসাহ, কার্য্য-নৈপুণ্য এবং ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল; তথাপি সেই আফগান নরপতি আপন রাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্ব্বরভূমি পঞ্জাব পুনরুদ্ধারের জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি শতদ্রু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন; তিনি আর অধিক দূর গমন করিলেন না। সুতরাং লাহোর পরিত্যক্ত হইল। যখন তিনি বুঝিলেন, শিখদিগকে পরাভূত করা একণে তাহার ক্ষমতাতীত, তখন তিনি তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে রণকুশল উমার সিং পিতামহের উত্তরাধিকারে পাতিয়ালার সিং বা মালোয়া শিখদিগের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন। আমেদ সা তাঁহাকেই মহারাজ উপাধি প্রদান করিয়া, সারহিন্দের সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন আমেদ সা দেখিলেন, কটোচের রাজপুত সর্দ্দারও তাঁহার সহিত মৈত্রতাস্থাপনে অভিলাষী। আমেদ সা তাঁহাকেও উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, জলন্দর-দোয়াব এবং তৎসংলগ্ন পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সৈন্যদলের অব্যবস্থা হেতু তাঁহার সকল উদ্দেশ্য—সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাঁহার দ্বাদশ সহস্র সৈন্য কাবুল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; অগত্যা তিনিও তাহাদের অনুসরণ করাই শ্রেয় বোধ করিলেন। কিন্তু

প্রত্যাগমন কালে, আমেদ সা পুনরায় বিপর্য্যস্ত হইলেন। সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই, রণজিৎ সিংহের পিতামহের অধিনায়কত্বের এবং পারিপার্শ্বিক "ভাঙ্গী" সম্প্রদায়ের একটী সৈন্যদলের সাহায্যে "সুকারচাকিয়াগণ, শেঃ সার রোটাসের পার্ব্বত্য দুর্গ অবরোধ করিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকৃত হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই "ভাঙ্গী"গণ রাওলপিণ্ডি এবং খানপুরের বিস্তৃত উপত্যকা পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিল। "শুকার" সম্প্রদায় আক্রমণকারী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে যে সৎসাহস ও শ্রমশীলতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আর সেরূপ সৎসাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইল না। *

অতঃপর হরি সিংহের অধীনায়কত্বে "ভাঙ্গী"গণ মুলতান অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু 'দাউদ-পৌত্র' নামক এক মুসলমান সম্প্রদায়ের আক্রমণে তাহাদের গতি প্রতিহত হইল। নাদির সাহ দাউদ-পৌত্রদিগকে কাবুলে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; নাদির সাহের সেই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাহারা সিন্ধু-দেশ পরিত্যাগ করিয়া, পঞ্জাবে এক উপনিবেশ স্থাপন করে। অধুনা সেই স্থান 'ভাওয়ালপুর' নামে অভিহিত। † অতঃপর হরি সিংহের সহিত সর্দ্দার মোবারক খাঁ সন্ধি

* ফরষ্টারের "ভ্রমণ বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ; এলফিন্‌ষ্টোন, "কাবুল," দ্বিতীয় খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা; প্রিন্সেপ-বিরচিত "রণজিৎ সিং" ২৭ পৃষ্ঠা; মুরক্রফ্‌টের "ভ্রমণ বৃত্তান্ত" প্রথম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক আলোচনা করিয়াছেন, তাহারও আলোচনা আবশ্যক।

† নাদির সা এক সময়ে সিন্ধুদেশে আপন ক্ষমতা বিস্তারের জন্য গমন করেন; তখন ভাওয়ালপুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার বশে শিকারপুর

স্থাপন করিলেন। দেশপ্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির যে স্থানের অধিকারী, সেই নিরপেক্ষ পাকপট্টন সহরই উভয় পক্ষের সাধারণ সীমা নির্দ্ধারিত হইল। অনন্তর হরি সিং সিন্ধুনদ এবং ডেরাগাজিখাঁ অভিমুখে গমন করিয়া, বল-পূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন তিনি রাজ্য বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার গুজরাটের প্রতিনিধি রাওলপিণ্ডি অধিকার করিয়া কাশ্মীর-প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্যম ব্যর্থ হয়; প্রতিনিধি সে স্থান হইতে বিতাড়িত হন, এবং তাঁহার বহু সৈন্যবল নষ্ট হয়। বৃদ্ধ সাহীব-উদ্দৌলাকে জগাদ্রি পরগণা এবং পারিপার্শ্বিক নগর সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শাসন কর্ত্তা মনে করিয়া, রায় সিং

বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাদির সা তাঁহাকে সেই প্রদেশের উত্তর-তৃতীয়াংশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ, নাদির সা তাহাদিগকে গজনীতে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হন। তখন সেই রাজবংশ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রুর উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লয়। দাউদ (ডেভিড) নামক সেই বংশের বিখ্যাত আদিপুরুষের নাম হইতে এই সম্প্রদায় "দাউদপোত্র" নামে অভিহিত। তাহাদের বিশ্বাস,—তাহারা কাদিক আব্বাসের বংশধর! কিন্তু তাহারা সিন্ধুদেশীয় 'বেলুচি' জাতি; অথবা তাহারা আদিম বেলুচি জাতি,—সিন্ধুদেশে অধিক কাল বাস হেতু তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। শতদ্রু তীরে তাহারা আধিপত্য স্থাপন ও বাসস্থান নির্দ্দেশ করায়, প্রাচীন "দুধা" ও "জোহিয়া" সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট জাতিগুলি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সিন্ধু দেশীয় সেচ-প্রণালী দ্বারা জল-সেচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। সেই নদীর উভয় তীরেই পাকপট্টনের নিম্নদেশে তাহাদের প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্যের এবং কৃষিকার্য্যের আজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভাঙ্গী তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে যমুনা তীরে এবং সুরুক্ত দোয়াবে রায় সিং ভাঙ্গী এবং বাঘেল সিং ক্রোড়া-সিংঘিয়া নাজিবুদ্দৌলার প্রতি দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া, নাজিবুদ্দৌলা সেই সর্দারত্রয়ের বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণের জন্য মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সে কল্পনা,—অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। বিপদ কালের মিত্র জ্ঞান করিয়া, তিনি শিখদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। *

এই সময়ে হরি সিং ভাঙ্গীর মৃত্যু হইল। ঝান্দা সিং তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ঝান্দা সিংহের অধীনে "মিছিলের" ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জাম্মু করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। তৎকালে আফগানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং শিখদিগের অবিচ্ছিন্ন রাজদ্রোহ ও লুণ্ঠনে, সমতল প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য পার্ব্বত্য প্রদেশের বক্র অথচ নিরাপদ পথে পরিচালিত হওয়ায়, জাম্মু প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হইল। রাজপুত বংশীয় রাজা রণজিৎ দেও অতি সৎ-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন; ব্যবসায়িগণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আশ্রয়ার্থ তাঁহার রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিল। অনন্তর কাশুরের পাঠান রাজ্যসমূহ করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। পরিশেষে ঝান্দা সিং আপন প্রতিনিধি মাজ্জা সিংহকে মুলতান আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভাওয়ালপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া, সম্মিলিত আফগান-সর্দারগণের সমবেত

---

* ভাওয়ালপুর পরিবারের ইতিবৃত্ত এবং হস্তলিখিত শিখ ইতিহাস দ্রষ্টব্য। (ফর্ষ্টারের "ভ্রমণ বৃত্তান্ত," প্রথম খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা)।

সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনি পরাজিত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল। পর বৎসর, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেই সহযোগী শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের একজন ঝান্দা সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিবেচক সর্দ্দার স্বয়ং দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি দেখিতে পাইলেন,—জাম্মু-সিংহাসনের আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে চড়ৎ সিং সুকারচাকিয়া এবং 'কাণিয়া মিছলের' উন্নতিশীল অধিনায়ক জয় সিংহের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু স্বহস্তস্থিত কামান বিদীর্ণ হইয়া সেই গুলির আঘাতে চড়ৎ সিং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতঃপর জয় সিং বিবিধ হেয় উপায়ে ঝান্দা সিংহকে নিহত করিয়া আপন নীচাশয়তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপে একটী পরাক্রান্ত নরপতিকে অপসারিত করিয়া, জয় সিং কাণিয়া অতি আনন্দ লাভ করিলেন বটে; কিন্তু আধিপত্যপ্রার্থী বীর শত্রু-নিবারণ এবং সংকল্প-সাধন-কল্পে একাকী বর্ত্তমান রহিলেন, এবং তিনি তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইলেন। তখন, সূত্রধরজাতীয় যশা সিংহকে বিতাড়িত করিবার মানসে "কাণিয়া" সর্দ্দার জয় সিং, যশা সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত মিলিত হইয়া এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তৎকালে যশা সিং সূত্রধরের প্রভাবে আমেদ শাহ্‌র নামধারী প্রতিনিধি, কটোচের ঘমণ্ড চাঁদ এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজপুত সর্দ্দারগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যসমূহ যশা সিং সূত্রধরের করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে রামগড়িয়া যশা সিং পরাজিত হইয়া হরিয়ানার মরু প্রদেশে পলায়ন করিলেন, এবং দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, ১৭৭৪ [illegible] লাহোরে কাবুলের মুসলমান শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হইল। তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ

দিল্লী কিংবা কাবুলের অধীনতা স্বীকার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কটোচের অভ্যুত্থানশীল অধিপতি বহুকালাবধি তাঁহার দেশ-প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিতে লালায়িত ছিলেন। যাহা হউক, কটোচের নরপতি জয় সিং কাণিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; জয় সিংহও সাহায্য দান করিতে সম্মত হইলেন। সমবেত আক্রমণে সেই সুদৃঢ় দুর্গ অধিকৃত হইল। কিন্তু শিখ-সেনাপতি দুর্গটী নিজে অধিকার করিয়া বসিলেন। পারিপার্শ্বিক রাজা ও ঠাকুরদিগের উপর বহুকাল হইতে ঘুণা সিংহের একাধিপত্য ছিল। জয় সিংহ এক্ষণে রাজকীয় দুর্গ অধিকার করিয়া, ঘুণা সিংহের আধিপত্য অপহরণ করিতে লাগিলেন। *

পঞ্জাবের দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে "ভাঙ্গী" সম্প্রদায়ের শিখগণ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। মানকেরা এবং মুলতানের বৃহৎ দুইটী সুরক্ষিত দুর্গ শিখদিগের অধিকৃত ছিল এবং তাহারা কালাবা হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র নিম্ন-প্রদেশে বলপূর্ব্বক কর আদায় করিত। মুলতান অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আফগান-জাতি সুজাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। শিখগণ সেই স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাইমুর সা পিতৃসিংহাসন

---

* ভাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং শিখদিগের হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। বাবে-বিরচিত "রণজিৎ সিং" নামক পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠা এবং ফষ্টারের "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত," প্রথম খণ্ড, ২৮৩, ২৮৬, ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জম্বুর রণজিৎ দেওর মৃত্যু হয়।

দৈব-ঘটনাক্রমে ঝুণ্ড সিং নিহত হন, এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গণ্ডা সিংহের মস্তক বিখণ্ডিত হয়।

পাতিয়ালার উমার সিংহের সহিত যুদ্ধে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, হরি সিং ভাঙ্গী নিহত হন।

প্রাপ্ত হন। তিনি পরিশেষে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ছিল; সিন্ধুদেশ, ভাওয়াল-পুর এবং নিম্ন-পঞ্জাব-প্রদেশ অধিকার করিবার মনস্থ হওয়ায়, তিনি লাহোর পুনরধিকারের কোন চেষ্টা করিলেন না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে কাবুল সৈন্যের দুইটী ক্ষুদ্র দল মুলতান হইতে শিখদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে সা স্বয়ং সৈন্য-সমভিব্যাহারে তদ্বিরুদ্ধে গমন করেন। "ভাঙ্গী" দিগের নূতন অধিনায়ক গান্দা সিং এই সময়ে অন্যান্য শিখ-অধিনায়ক-গণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন; তাঁহার প্রতিনিধিগণ প্রতিরোধের ভাণ করিয়া রাজধানী সমর্পণ করিলেন. ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাইমুর সা তথায় রাজত্ব করেন; কিন্তু তিনি একয়েক বৎসর সিন্ধিয়া, কাশ্মীররাজ এবং উজবেকদিগের বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি শিখজাতির রাওলপিণ্ডি অধিকারে তাইমুর কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। তাহাদের দস্যু-ব্যবসায়ী অশ্বারোহী কচ্ছ হইতে আটকের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছিল; তৎসমুদায় প্রদেশ শিখদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। *

ইতিমধ্যে উমার সিং ফুলকিয়া, হারিয়ানা এবং দিল্লীর সীমান্ত পর্য্যন্ত আপন প্রভুত্ব বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন। তিনি সিরসা এবং ফতেহাবাদ অধিকার করিলেন; তাঁহার রাজ্য বিকানির ও ভাওয়ালপুর রাজ্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। তাঁহারা অধীনস্থ ঝিন্দ এবং কাইথালের গোষ্ঠান হান্সি

* ভাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং অন্যান্য হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। Compare Browne, "India Tracts, ii". 28, and Forster, "Travels", i. 324. এলফিনষ্টোন ("Caubul", ii, 303) বলেন, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের হস্ত হইতে মুলতান পুনরধিকৃত হয়।

এবং রোহতকের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সময় সারহিন্দ প্রদেশে প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার-কল্পে দিল্লীর বাদসাহ শেষবার চেষ্টা করিলেন। সুতরাং উমার সিং আপন রাজধানী পাতিয়ালায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক মন্ত্রী এবং সম্রাট পরিবারের কারখান্দা বখত নামক জনৈক সেনানীর অধীনে একদল সৈন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিল। কর্ণাল পুনরধিকৃত হইল; অনেকে রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিল এবং খ্যাতনামা ক্রোড়াসিংথিয়া-অধিনায়ক বাঘেল সিং বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কাইথালের দেশু সিং বহু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে রাজকীয় সৈন্য পাতিয়ালায় প্রবেশ করিল। উমার সিং বাদসাহেরবশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। তখন বাঘেলসিং আপন উদ্দেশ্য সাধন কল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন সময়ে হঠাৎ সংবাদ আসিল,—সুবৃহৎ একদল শিখ সৈন্য লাহোর হইতে যাত্রা করিয়াছে; তৎক্ষণাৎ মোগল সৈন্য দ্রুতবেগে পাণিপথ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু তাহাদের মনে এক সন্দেহ জন্মিল যে,—মন্ত্রীবর শিখদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মলিপ্সা চরিতার্থ করিয়াছেন, এবং অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক প্রভুর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উমারসিং একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক উন্মাদগ্রস্ত পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার দুই বৎসর পরে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপে,হরিয়ানা জনশূন্য হয়; তত্রত্য অধিবাসিগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং অনেকেই স্থানান্তরে গমন করে। দিল্লী মরুভূমিতে পরিণত হইল। তৎকালে একটী বহু বিস্তৃত প্রদেশ শিখদিগের হস্তস্খলিত হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। অতঃপর শিখগণ সেই প্রদেশ আর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই।*

* ভুটিয়ানার সীমা সম্বন্ধে মিঃ [illegible]

গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী নিম্নপ্রদেশের শিখগণ, নাজিব-উদ্দৌলার পুত্র জাবিতা খাঁকে বহু অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। সেই শাসনকর্ত্তা সাম্রাজ্যের নামমাত্র মন্ত্রী-পদ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হন, এবং সেই মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য তিনি নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে রাজকীয় সৈন্যের পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য্য হইলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী নগরী অবরোধ মানসে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু যুদ্ধ-কাল উপনীত হইলে, তাঁহার আপন ক্ষমতায় অবিশ্বাস জন্মিল। এদিকে বাদসাহও তাঁহাকে আর অধিক উত্তেজিত ও কুপিত করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। উভয় পক্ষের এক সন্ধি হইল। বাদশাহ জাবিতা খাঁকেই সাহরাণ-পুরের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই উপলক্ষে একদল শিখ সৈন্য জাবিতা খাঁর সহায়তা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে অনুরঞ্জিত করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায়,—জাবিতা খাঁ তাহাদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া "পাহুল" বা দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণানন্তর ধরম সিংহ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

বৃত্তান্ত প্রদান করেন। এস্থলে সেই বিবরণ এবং হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য। ফ্রাঙ্কলিন কৃত 'সা আলম' ৮৬ ও ৯০ পৃষ্ঠা এবং সা নাওয়াজ খাঁর "মিরিট-ই-আফ্টাব নুমা" নামক ভারত-ইতিহাসের সারসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

* ফর্ষ্টারের "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড ৩২৫ পৃষ্ঠা; ব্রাউনের "ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট," দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা; এবং ফ্রাঙ্কলিন কৃত "সা আলম," ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Forster, "Travels", i, 325; Browne, "India Tracts", ii, 29; and Francklin's "Shah Alum", p. 72.)

কুশা সিং রামগড়িয়া, "আলহুওয়ালিয়া" এবং "কাণিয়া" সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন হিসারের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে আপন আধিপত্য স্থাপন-কল্পে তিনি উমার সিং ফুলকিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতেই তিনি দিল্লীর সীমান্ত পর্য্যন্ত বাহুবলে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য দোয়াবের নিম্ন-ভূমি আক্রমণ করিল; কিন্তু বাদশাহের সেনাপতি মির্জ্জা সাফি বেগের সহিত মিরাটে তাহাদের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, জিন্দের গজপৎ সিংহ বন্দী হইলেন। তথাপি, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাঘেল সিং এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু নদীর পরপারে অযোধ্যায় বাদশাহ-সৈন্যের সতর্কতা হেতু তাঁহাদের সে উদ্যম ব্যর্থ হয়; তাঁহারা গঙ্গা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে—দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কুশা সিং বাধ্য হইয়া দোয়াবে গমন করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত সম্প্রদায়-সমষ্টি রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিয়া, বরেলি হইতে চল্লিশ মাইলের অনধিক দূরবর্ত্তী চান্দোসি পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশ লুণ্ঠন করিয়া ফেলে। এই সময়ে জাবিতা খাঁ ঘৌষগড়ের দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন। গাড়ওয়ালের পার্ব্বত্য রাজা চন্দ্রভাগার পশ্চিম-তীরবর্ত্তী পর্ব্বত-পাদদেশস্থ অন্যান্য রাজপুতগণের ন্যায় করদ-রাজগণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। তাঁহারই পূর্ব্ব পুরুষ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া, তৎপুত্র দারাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে সে পূর্ব্ব-গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেন না। অযোধ্যার সীমান্ত হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে শিখ জাতিই তৎকালে প্রবল ও প্রধান ছিল। পরিব্রাজক ফর্ষ্টার কৌতুক-

স্থলে বলিয়াছেন,—দুর্গ প্রাচীর মধ্যে দুই জন অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য দেখিয়া, সেই দুর্গাধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক সর্দার-বালকের এবং তাঁহার অনুচর ও প্রজাবর্গের মনে মহা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ফরোয়ারাদের স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট সমসংখ্যক শিখ সৈন্য বিশেষ সম্মান-সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহারা শিখদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। সাধারণ অভ্যর্থনা-স্থলে সমবেত পথিকবৃন্দের নিকট তাহারা যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল,—ফরষ্টার আরও মনোমুগ্ধকর ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। *

তখন পঞ্জাবে জয় সিং কাণিয়ার ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল দুরন্ত সিং সুকার-চাকিয়ার পুত্র মাহা সিং এই সময়ে তাঁহার রক্ষণাধীনে ছিলেন। তৎকালে মুসলমানগণ চন্দ্রভাগা-তীরবর্ত্তী রসুলনগর অধিকার করিয়াছিল। সেই নগরের উদ্ধার-সাধন-কল্পে জয় সিং সেই সর্দার-বালকের সহায়তা করেন। মাহা সিংহের প্রশংসা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে জয় সিংহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া, ১৭৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বার্থ-সাধন-কল্পে স্বেচ্ছাক্রমে তিনি জম্মুর কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিলেন। শুনা যায়, জম্মুর কার্য্যকলাপে বাধা প্রদান করায়, সেই স্থান লুণ্ঠিত হয়। সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া তিনি বহু ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হন, এবং পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। স্বেচ্ছাক্রমে জম্মু লুণ্ঠনে এবং স্বাধীনতা অবলম্বনে জয় সিং তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। মাহা সিং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু জয় সিং তাঁহার সকল প্রস্তাব প্রত্যাহার

---

* ফরষ্টারের "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড, ২২৮, ২২৯ ও ৩২০ পৃষ্ঠা এবং টীকা। ফ্রাঙ্কলিনের "শা আলম", ৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠা "এবং সিয়র-উল-মুতাক্ষরীন" পত্রক আমার সাফল্যের বটিকা।

করেন। তাহাতে যুবরাজের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এবং অস্ত্র সাহায্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা ও প্রতিকার করিতে তিনি কৃত-সংকল্প হইলেন। অতঃপর তিনি যুশা সিং রামগড়িয়ার নিকট দূতপ্রেরণ করিলেন। সেই সেনাপতি লুপ্ত-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি মাহা সিংহের সহিত মিলিত হইলেন, এবং অতি সহজেই কটোচের মুরাদ চাঁদের পৌত্র সংসার চাঁদের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কানিয়াগণ আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। যুদ্ধে জয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুবক্স সিং নিহত হইলেন, এবং বৃদ্ধ জয়সিংহের শক্তি দ্বিবিধ দুঃখে যথেষ্ট হ্রাস হইল। যুশা সিং স্বীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সংসার চাঁদের পিতা ও পিতামহ যে দুর্গ অধিকার করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংসার চাঁদ সেই 'কাঙ্গড়া' দুর্গ লাভ করিলেন। এক্ষণে মাহা সিং পঞ্জাবে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, রণজিৎ সিংহ, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের সহিত আপন পিতৃ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা উভয় পরিবারের একতা-বন্ধন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিতে প্রয়াসী হইয়া, জয়সিংহের বিধবা পত্নী সাদা কৌর মাহা সিংহের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মাহা সিং তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর মাহা সিং গুজরাট আক্রমণ মানসে যাত্রা করিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মিত্র তত্রত্য 'ভাঙ্গী'-রাজ সাহেব সিংহের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি নিজেও সেই নগর অবরোধ সময়ে, বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং পর বৎসরের প্রথম ভাগে গুজরাণওয়ালায় সাতাইশ বৎসর বয়সে অকালে কালকবলে পতিত হন। *

* হস্তলিখিত ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত দ্রষ্টব্য। ফর্ষ্টারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা; মারে বিরচিত "রণজিৎ সিংহ" ৫২ এবং ৫৩

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সা জামান কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ভারত-সাম্রাজ্য জয়ের এক অকিঞ্চিৎকর আশায় তাঁহার মন সর্ব্বদা পরিপ্লুত থাকিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি হাসেন আবদাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া, তথা হইতে একদল সৈন্য পূর্ব্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কথিত হয়, তাহারা রোটাসের দুর্গ পুনরধিকার করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পশ্চিমস্থ রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থা হেতু, তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। পুনর্ব্বার দুরাণি আক্রমণের এক জনরব উঠে। উত্তর ভারতের তাৎকালিক নরপতিগণ ইংরেজ এবং মারহাট্টাগণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা যে দুরাণি-আক্রমণের ভয়ে ভীত হন নাই,—তাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। রোহিলখণ্ডের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা, গোলাম মহম্মদ, ১৭৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব অতিক্রম করিলেন। আপন কল্পনা কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশে সা জামানকে উত্তেজিত করাই তাঁহার বাসনা ছিল। তাঁহার এই দুঃসাহসিক দুরভিসন্ধি ব্যর্থ-করণ মানসে অযোধ্যার আসফ-উদ্দৌলার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিনিধিগণ গোলাম মহম্মদের অনুগমন

পৃষ্ঠা; মুরক্রফটের "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা। (Compare Forster "Travels" i. 288, Murray's "Ranjeet Singh", p. 42, 48, and Moorcroft's "Travels", i. 127.) যুশা সিংহের স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি এবং 'ভুনিয়া'দিগের পরাভবের সময় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত না হইয়া,—১৭৮৫, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। [illegible] সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহার কারণ, ফর্ষ্টারের বিবরণ অনুসারে ("Travels", 326 note) ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড অবরুদ্ধ হয়, এবং যে যুশা সিং সেই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে, তিনি তৎকালে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে নিস্তারকারী বলিয়া গ্রহণ করিবে,—বাদশাহ্ সা জামানকে ওবিষয়ে অনুরোধ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া সা লাহোরে উপনীত হইলেন। শিখদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া, স্বীয় কাল্পনিক আধিপত্য-স্বত্ব সকলের উপযোগীরূপে প্রকট করা,—তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। কতকগুলি রাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু শিখগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা-স্বীকারে ইচ্ছুক হইলেও, স্বীয় ভ্রাতা মামুদের সন্দেহমূলক কার্য্য-প্রণালীতে তিনি স্বদেশে পুনরাহুত হইলেন তজ্জন্য এতদ্দেশে তিনি কোনরূপ বিধি-বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরাজিত মারহাট্টাগণ এবং ইংরেজ অপেক্ষা শিখগণ অত্যন্ত ভয় বিহ্বল হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ইংরেজগণ তদ্বিষয়ে কোন সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই।

অযোধ্যার উজীরের সহিত সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। শেষোক্ত সকলেই তাঁহার রাজ্যে বিপৎপাত-হেতু দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত দোয়াবের অন্তর্গত অনুপসহরে একটী সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। সকলে ভয়-বিহ্বল হওয়ায়, পারস্যের সাহকে আফগান রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে তেহেরাণে এক দূত প্রেরিত হইল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সা জামান পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার পঞ্চ সহস্র সৈন্য বহুদূর অগ্রসর হইল; কিন্তু বিতস্তা নদী-তীরে বিপক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল। সা অবাধে লাহোরে প্রবেশ করিয়া কখনও বা শিখদিগকে অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন, কখনও বা তাহাদিগের প্রতি ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভয়-প্রদর্শন ও অনুরঞ্জনের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টিত হইলেন। এই সময়ে নিজাম-উদ্দীন নামক একজন যুবক পাঠান কাসুর নিবেশ

পঞ্জাব-কেশরী

মহারাজ রণজিৎ সিংহ

[২০০ পৃষ্ঠা ।]

খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সেই পাঠান সা জামানের পক্ষ অবলম্বন করিল; কিন্তু সা জামান তাহার মিত্রতায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, সা জামান তাহাকেই শিখদিগকে এবং বীর যুবক রণজিৎ সিংহকে দমন করিতে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সা জামানের আত্ম-মর্য্যাদায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। এদিকে নিজামুদ্দীনও তাঁহার প্রভুত্বের স্থায়িত্বে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইল,—সা জামানের প্রত্যাগমনের পর প্রতিবেশী শিখগণ তাঁহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বীভৎস অভিনয় করিবে; সুতরাং নিজামুদ্দীন অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত শিখদিগের প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন। কয়েকটী অবিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধ হইল; কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না। এই সময়ে যাদুদেব উদ্দেশ্য ও চেষ্টা সফল হইল; তিনি পারস্যের সার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং হৃতভাগ্য আফগান সম্রাট ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। সা জামানের দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণকালে, রণজিৎ সিংহের সৎ-স্বভাব এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তির ক্ষমতা আফগান সম্রাট দুরানী সা এবং শিখদিগের মানস-পটে সমভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল; সকলেই রণজিৎ সিংহের ভাবী মহত্ত্বের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লাহোর অধিকারের অভিলাষ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ, ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর অধিকারের আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদয় হয়। যাহা হউক, রাজা আপনার তরুণতায় বুদ্ধাক্রমবৃহ, জলপ্লাবিত প্রবল বেগবতী বিতস্তা নদীর পরপারে লইতে অসমর্থ হইয়া, রাজ্যাভিমুখী সর্দারগণের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন,—এই আফগান যুদ্ধোপকরণ সমূহ নদীর পর পারে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে, মহৎ উপকার সাধিত হইবে; রাজা অবশ্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। অতএব যে কামানগুলি কৌশল ক্রমে উদ্ধার

করা হইয়াছিল, সার গমনের অব্যবহিত পরেই তৎসমুদায় প্রেরিত হইল। রণজিৎ সিং আপন অভীপ্সিত বিষয় লাভ করিলেন;—পুরস্কার স্বরূপ রণজিৎ সিং পঞ্জাবের রাজধানী-শাস্তের এক সনন্দ বা রাজকীয় অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহারাজের ইতিহাসের সহিতই শিখদিগের ইতিহাস কেন্দ্রীভূত হইল। কিন্তু উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুত্থানে, এবং ভারত-রঙ্গভূমে ইংরেজদিগের আগমনে শিখদিগের শৌর্য্য-বীর্য্য অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।*

মাধোজী সিন্ধিয়ার কার্য্য-নৈপুণ্যে উত্তর ভারতবর্ষে মারহাট্টাদিগের ক্ষমতার পুনরভ্যুদয় হইল। নিয়মাধীন সৈন্যদলের শিক্ষা-নৈপুণ্যে

---

* এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ('কাবুল' দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা—Caubul, ii. 308) বলেন, দিল্লীর একজন আশ্রিত রাজপুত কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, সা জামান ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণের ভার গ্রহণ করেন; টিপু সুলতানও এ সম্বন্ধে সা জামানকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ভাওয়ালপুর রাজপরিবারের ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর করিয়া, পরাজিত রোহিলা সর্দার গোলাম মহম্মদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং অযোধ্যার উজীরের দৌত্য-কার্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিবরণানুসারেই সা জামান এবং সিন্ধিয়ার মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময়ের বিষয় উল্লিখিত হইল। অপরাপর পত্রাবলীর সাহায্যে প্রতিনিধিগণ ভাওয়ালপুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের আসফ-উদ্দৌলার সন্দেহমূলক যোগাযোগের বিষয় ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই। উত্তর-ভারত-আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে মিত্র-রাজ্যের উদ্ধার-সাধন-কল্পে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন,—তাঁহারা তাহার বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি ভাওয়ালপুর ইতিবৃত্তের বর্ণনাগুলি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া অনুমিত হয়।

তাঁহার রাজ্য-শাসন-প্রণালী সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আগরার অধিপতি হইলেন; দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ, সা আলম, তাঁহাকে নায়েব-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি যুক্ত-শিখ-রাজগণের সহিত এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; যুদ্ধের ফলে, স্থিরীকৃত হইল যে,—যমুনার উত্তর পার্শ্বে তাহাদের সমবেত বিজিত রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ মহারাজী পাইবেন, এবং অবশিষ্টাংশ "খালসার" অধিকারে থাকিবে। * অনুমিত হয়,—তাঁহাদের এই মিত্রতা-বন্ধন ও সন্ধি-স্থাপন অযোধ্যা জয়োদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজগণ অযোধ্যা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মিত্রতার আর এক উদ্দেশ্য,—দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা প্রতিপন্ন ও দৃঢ় করা; কেননা, দিল্লীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ও দৃঢ় করিতে—তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু গোলাম কাদির নামক একজন রোহিলার উদ্যমে মারহাট্টাদিগের এই সকল মন্ত্রণা কিছুকাল ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জাবিতা খাঁর পুত্র, গোলাম কাদির, পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নামাশিক এক বৎসর পরেই বাদসাহের শরীর-রক্ষক হইবার আশায়, তিনি এক দুঃসাহসিক উপায় উদ্ভাবন করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে এক অতি নৃশংস ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার অভিনয় করিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তৎকর্তৃক হতভাগ্য বাদসাহের চক্ষুরুৎপাটিত হইল। কাল্পনিক ঐশ্বর্য্য লালসায় তিনি রাজ-প্রাসাদ লুণ্ঠন করিলেন, এবং একজন নগণ্য যুবককে আকবর-আওরঙ্গজেবের সিংহাসনাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সমুদায় কার্য্যকলাপে সিন্ধিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

* ব্রাউনের "ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট," দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা। (Compare Browne's "India Tracts", ii. 29.)

পরন্তু গোলাম কাদির এবং দুরাচার আফগানদিগের নিষ্ঠুরতার অবসানে দিল্লীতে সিন্ধিয়ার প্রাধান্য-স্থাপন অনাদরণীয় বা অশুভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইল না; সকলেই মহা সমাদরে তাঁহাকে দিল্লীতে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার বিধিসঙ্গত শাসন-নৈপুণ্যে লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী শিখগণ দমিত হইয়াছিল। একণে তাহারা দেখিল,— মিত্ররাজগণ বলিয়া আর কেহই সর্দারদিগকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ রাখিতে সকলেই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাগধ্রীর কুলপতি সর্দার, রায় সিং, কিছুকালের নিমিত্ত দোয়াবে কতকগুলি দেশের অধিপতি ছিলেন। দশ বৎসরের মধ্যেই পাতিয়ালার এবং সারহিন্দের অন্যান্য প্রদেশসমূহ তিনবার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইল। এই সময়ে মৃত উমার সিংহের হস্তু দেওয়ান নান্নু মল্ল অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত পাতিয়ালার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ক্রোড়া সিংঘিয়াদিগের অধিনায়ক বাঘেল সিংহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহারা সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও সামরিক শক্তিতে উমার সিংহের অপরিসীম আস্থা ছিল। তিনি বিবিধ উপায়ে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথমতঃ বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসকরূপে তিনি কর সংগ্রহ করিতেন; দ্বিতীয়তঃ, পাতিয়ালার রাজাকে সাহায্য প্রদান করিয়া, কৌশলে শিখদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন। এইরূপে তিনি মোগল এবং মহারাষ্ট্রীদিগের দাবীকৃত বিষয় আদায় পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই দাবী সম্বন্ধে পরিশোধ হইত না; কিম্বা তদ্বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতেও কেহ সাহসী হইত না।*

* হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ফ্রাঙ্কলিন কৃত "শা আলম"— ১৭৬-১৮৫ পৃষ্ঠা। (Compare Francklin's "Shah Alum", p. 176-185).

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে জেনারেল পেরণ, দৌলত রাও সিন্ধিয়ার বৃহৎ ফৌজের সেনাপতি-পদে বরিত হইলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী ডি' বয়েন এই সময়ে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে পেরণ উত্তর ভারতে মহারাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অপেক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সাই অধিক ছিল। তথাপি ধারাবাহিকরূপে তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হোল্কার কর্ত্তৃক সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব বিপর্য্যস্ত না হইলে, এবং দুঃসাহসিক জর্জ্জ টমাসের কৃতকার্য্যতায় ও শত্রুতাচরণে পেরণের অভিসন্ধি ব্যর্থ না হইলে, পেরণ আপন ক্ষমতা বা মারহাট্টা-প্রভুত্ব লাহোর পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে পারিতেন। এই ইংরাজ নৌ-বিভাগের কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু স্বভাবতঃ উগ্রতা এবং দুর্ব্বিনীত সংস্কার-প্রিয়তা হেতু, ১৭৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের একখানি যুদ্ধ-জাহাজ হইতে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল তৎপ্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনে সামরিক কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে দেশবিখ্যাত সমরু বেগম তাঁহাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পেরণ বেগমের অনুগ্রহে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ছয় বৎসরের মধ্যেই বেগমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি আপ্পা খাণ্ডে রাওয়ের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। আপ্পা খাণ্ডে রাও সিন্ধিয়ার একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার অধীনেই ডি, বয়েন প্রথম সৈন্যদল গঠন করেন। যখন মারহাট্টাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন টমাস কর্ত্তৃক একদল শিখ-সৈন্য কর্ণালে পরাজিত হয়। তৎপর তিনি আরও অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের এইরূপ বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া, টমাস স্বতন্ত্ররূপে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা-করণে এক অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন

করেন ; তাঁহার সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া যায়। অতঃপর তিনি অতীত-গৌরব হাঁন্সির ভগ্ন প্রাকার-সমূহের পুনঃ-সংস্কার করিয়া, স্বীয় অধিকারকল্পে তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত করিলেন ; পরিশেষে দুর্গের চতুর্দ্দিকে কামান সন্নিবেশ করিয়া, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। পেরঁ তাঁহার প্রভুত্ব দর্শনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। হোলকার টমাসকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, ফরাসী সেনাপতির চিরন্তন বৈরী এবং প্রতিশোধ-লোলুপ লাকোয়া প্রদা ও অন্যান্য রাজপুত্রগণ, টমাসের সহায়তা করিতেছেন,—তাহা ভাবিয়া পেরঁ অধিকতর ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।*

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টমাস 'ফুলকিয়া' সম্প্রদায়ের ভাগ সিংহের অধিকৃত জিন্দ নগর অবরোধ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা বাঘেল সিং ক্রোড়া সিংঘিয়া এবং পাতিয়ালার হীনবল রাজার সমরানুরাগিণী ভগ্নী একত্র সমবেত হইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু হাঁসি প্রত্যাগমন কালে, টমাসকে আক্রমণ করায়, তাঁহারা বিতাড়িত হইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে টমাস ফতেহাবাদ অধিকার করিলেনন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ফলে সেই প্রদেশ জন-শূন্য মরুপ্রায় হয় ; পরবর্ত্তী কালে হরিয়ানার পুরুষ-ব্যবসায়ী ভুট্টিগণ তাহা অধিকার করিয়া লয়। তাহাদের ক্ষমতা প্রতিহত করিতে পাতিয়ালার রাজা অশেষ চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম ব্যর্থ হয় ; ভুট্টিগণ তত্রত্য স্থানে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। যাহা, হউক, অবশেষে পাতিয়ালার রাজা অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে নিজ প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন,

---

* Francklin's Life of George Thomas, p. 1. 79, 107 & and Major Smithes Sket'h of Regular Corps in the Service of Indian Princes, p. 118 &c.

এবং টমাসের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন। অতঃপর পাতিয়ালা অধিকার করিতে টমাসের উৎকট লালসা জন্মিল; টমাস তদনুসারে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় রাজার স্ত্রী অধ্যক্ষীরূপে সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন; তাহাতে উৎসাহিত হইয়া, টমাস আপন উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু দুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ তারা সিংহের প্রতিকূলতাচরণে কিছু বাধা প্রাপ্ত হইয়া, টমাস অতি সতর্কতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, তারা সিংহের পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য্য হইলেন; মালের কোটলার পাঠানগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল, এবং রাইকোটের ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণ টমাসকে মুক্তিদাতা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিল। তাহারা কিছুকাল লুধিয়ানায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং সকলেই সমভাবে শিখদিগের প্রতি জিঘাংসা-পরবশ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে সাহেব সিং নামক নানক-বংশীয় একজন বেদী, স্বয়ং অভিনব ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন; তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুধিয়ানা অবরোধ করিলেন। মালের কোটলা তাঁহার পদানত হইল; শিখদিগের ধর্ম্ম-গুরুর প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন হইতে, তিনি ইংরেজ বীরের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু সাহেব সিং অধিককাল স্বদেশবাসীদিগকেও আজ্ঞাধীন রাখিতে পারিলেন না; পরিশেষে তাঁহাকে শতদ্রুর পরপারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। বেদীর অনুপস্থিতিতেও টমাসের বিশেষ কিছু উন্নতি হইল না। তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বাপর সর্ব্বত্রই ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল; সকলেই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি লুধিয়ানার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে হান্সি দুর্গে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, জিন্দ-রাজের

শাসনকর্ত্তার অধিকৃত 'সাবিনন' নামক এক প্রাচীন সহর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল বটে; কিন্তু নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, স্থানটী পরিত্যক্ত হইল। টমাস তাহা অধিকার করিলেন। কথিত হয়, এই সময়ে তাঁহার অধীনে দশটী পদাতিক সৈন্য-দল এবং ৬০টী কামান ছিল। তিনি যে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহার বাৎসরিক রাজস্ব ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই বিশাল রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন; অপর তৃতীয়াংশ তিনি মারহাট্টাদিগের জায়গীরদারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি পেরণের সকল প্রস্তাবগুলি সন্দিগ্ধচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সুতরাং পেরণ তাঁহার ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বাধ্য হইয়া টমাস শিখদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। পেরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যই যে তিনি শিখ-সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছেন,—এতদ্দ্বারা তিনি তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাদের ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, অথবা যিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই তাহারা অধিকতর প্রয়াসী হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে পাতিয়ালার হর্ত্তাকর্ত্তা বর্ণনে, ফরাসী সেনাপতি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন;—পাতিয়ালায় উমার সিংহের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য প্রত্যার্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ক্রমাগত দুইবার উপর্য্যুপরি পেরণের সৈন্যসমষ্টি ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বিপর্য্যস্ত করিয়া, অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে টমাস আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন; ইংরেজাধিকৃত প্রদেশে পুনরাগমন করিলে, সেই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। *

* প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—ফ্রাঙ্কলিন কৃত টমাসের জীবন

এইরূপে পেরণ অধিকতর কৃতকার্য্য হইলেন। এক দিকে বুর-কুইন নামক তাঁহার একজন কর্ম্মচারী, শতদ্রুর পূর্ব্বদিকবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া কর সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে সেনাপতি স্বয়ং আফগান রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বত-শ্রেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তারের কল্পনা স্থির করিলেন;—সিন্ধিয়া যেমন পেশোয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। * সমবেত আক্রমণে সিন্ধু-প্রদেশ অধিকার করিয়া, লাহোরের দক্ষিণস্থিত সমগ্র দেশ সমভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে,—এই অঙ্গীকারে, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি-সূত্রে মিলিত হইলেন। † কিন্তু সেই সময়ে হোল-

---

চরিত'; গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠা প্রভৃতি; এবং ম্যাজর স্মিথ কৃত "ভারতীয় স্থায়ী সেনাদলের সারসংগ্রহ"। (Francklin's Life of Thomas p. 21 &c. and of Major Smith's Sketch of Regular Corps in Indian States.) পাতিয়ালা রাজার ভগ্নীর বহু দুঃসাহসিক কার্য্যের বিবর শিখ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে মাজনের পার্ব্বত্য-রাজ্য আক্রমণই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সেই রাজ্য হইতেই পাতিয়ালার রাজা পিঞ্জোর উপত্যকা এবং তদন্তর্গত দুর্গোদ্যান বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। কিন্তু পেরণের প্রতিনিধি বুরকুইনের সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

* ম্যালকম (সার-সংগ্রহ, ১০৬ পৃষ্ঠা—Sketch, p. 106) বলেন, পেরণ অতি সহজেই শিখদিগকে পরাভূত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিতে পারিতেন।

† ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই দিল্লীর "রেসিডেণ্ট," স্যার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ... রেসিডেণ্টের

কারের নিকট পরাজিত হওয়ায়, সিন্ধিয়ার ক্ষমতা অধিকতর হ্রাস হইল। মহারাজ পুনঃপুনঃ পেরণের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সে সাহায্য দান তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, নানা অজুহাতে প্রকারান্তরে মহারাজের সে প্রার্থনায় পেরণ এতকাল উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ইংরেজদিগের সহিত মিথ্য হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন, এবং স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্য বিশ্বাসঘাতের দণ্ড স্বরূপ পেরণ পদচ্যুত হইলেন। তেজস্বীতার সহিত সৈন্য পরিচালনা দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন অভিনব সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিয়া পেরণ আপন প্রভুত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন নাই; কিম্বা সে সম্বন্ধে কখন চেষ্টা করেন নাই। তিনি জানিতেন, তিনি নিজেই দোষী; সুতরাং তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, নিরাপদ এবং শান্তিময় ইংরাজ রাজ্যে গমন করিলেন। দিল্লী, লাশোয়ারি, আসাই এবং আরগাম প্রভৃতি স্থানে জয় লাভ করিয়া, তৎকালে ইংরাজগণ ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তারের সূচনা করিতেছিলেন। *

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে বাঙ্গালায় অধিনায়কত্বে শিখজাতি বিদ্রোহাচরণ করে। তৎকালে ইংরাজ বণিক দলের নবীন উদ্যমের সময় তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ বাদসাহের দরবারে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাহাতে ইংরেজ বণিকগণের বিরক্তি জন্মে। বণিক-সম্প্রদায়ের সদ্বিবেচক ব্যক্তিগণ বাণিজ্যের সুবিধা হেতু বিশেষ অধিকারের জন্য আবেদন করিতেছিলেন; তাঁহারা হয়ত খালসা সৈন্যের স্ব-জাতীয়

নিকট প্রতিনিধি ও আবেদন প্রেরিত হয়। তদনুসারেই এই সন্ধির নিয়ম প্রণত হইয়াছে।

* Compare Major Smith's Account of Regular Corps in Indian States, p. 31 দেখ।

"সিং"দিগের বীরোচিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ যে প্রতিভা বলে শিখ জাতিকে নূতন শক্তি ও তেজে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা কেহই তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, এবং কার্য্যকারিতার ফলে, যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি গঠিত হইতেছিল, তাহাও তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই। †
চল্লিশ বৎসর পর, যে বিদ্রোহের ফলে পলাশী ক্ষেত্রে বিজয় লাভ হয়, তাহাতে উমীচাঁদ নামক একজন ব্যবসায়ী বিশেষ কুপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; নানকের সাংসারিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত সেই 'শিখ' বাহ্য সাজ-সজ্জায়ও ধর্ম্মের ভাব বিস্তার করিতেন; তিনি ক্লাইবের যুক্তঃ

---

† অরম, "ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; এবং উইলসন সঙ্কলিত "মিল", তৃতীয় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (See Orme, History, ii. 22 &c. and Mill, Willson's edition, iii. 34 &c.)
১৭১৫, ১৭১৬, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কাল, এই বণিক দল উদ্দেশ্য-সাধনোদ্দেশে দিল্লীতে বাস করেন। সেই আবেদনকারিগণের মধ্যে প্রধানতঃ ডাক্তার মিঃ হ্যামিল্টনের অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষণার ফলে, বাদসাহ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৭টী গ্রামের এক দানপত্র তাঁহাকে প্রদান করেন। ইংরেজদিগের সেই অনুমতি-পত্রের ফলে, পণ্যদ্রব্যের শুল্ক রহিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত স্বত্বাধিকারের ফলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজদিগের অভ্যুদয়ের সূচনা হইল। বাণিজ্য-শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, সহযোগী ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ কোন সুবিধা বা লাভ না হইলেও, ইংরাজ প্রজাদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দের প্রভাব অবশ্য চারিটী স্থানে ইউরোপীয়দিগের নিকট উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে শেষোক্তটী একজন ইংরাজের প্রতি নির্দ্দে-

এবং মিথ্যাবাদিতার প্রতারিত হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়ী ইংরেজের অবজ্ঞা ও ঈর্ষা হেতু ভগ্ন-মনোরথ এবং নিরাশ হইয়া পড়েন;—বিজয়ীর নীচাশয়তায় ও আপন ধনলিপ্সায় অনুতপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। * অকপট শিখগণ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল; এ যাবৎ তাহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রতি হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি ভাবিলেন, দিল্লীর রাজসভায় একজন ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে, অযোধ্যার উজীরের প্রতি শিখজাতি উৎপীড়ন করিতে পারিবে না। † কিন্তু কিরূপে অপরকে জয় করিতে হয়, এবং কি উপায়ে

পাও। প্রথমতঃ, "অকাল স্তুত" অংশে, ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটী জাতি বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ, ২৪ অবতারের "কল্কী" অধ্যায়ে, স্পষ্টভাবে ইউরোপীয়দিগের আচার-পদ্ধতির প্রশংসা দেখা যায়: এবং চতুর্থতঃ, পারস্যদেশীয় "হিকায়াতে" ইউরোপীয়দিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে: এস্থলে একজন ইউরোপীয় একটী রাজবালার সহিত বিবাহার্থে মুক্তার্থী; কিন্তু সে ব্যক্তি উপন্যাসের বীরপুরুষের নিকট পরাজিত হয়।

* ফরষ্টারের বর্ণনানুসারে উমীচাঁদ শিখ বলিয়া বর্ণিত হইল। (Forster, 'Travels' 1. 337) তিনি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন,—এ বিষয় উইলসন বিশ্বাস করিতে চাহেন না। (Mill's, 'India', iii. 192. note, edition 1840.)

† ব্রাউনের "ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট", দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯. ৩০ পৃষ্ঠা; এবং ফ্রাঙ্কলিন কৃত "শা আলম", ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Browne, 'India Tracts, ii. 29, 30, and 'Francklin's 'Shah Alum' p. 115, 116.)

অপরের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে হয়,—শিখজাতি সে সকলই শিক্ষা করিয়াছিল। কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ রেসিডেণ্টকে আহ্বান করিল; মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষণোদ্দেশে তাহারা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিল। সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি পর্য্যবেক্ষণোদ্দেশে দিল্লীর সন্নিকটে যে ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য ছিল, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহারা অনুরোধ করিল। * তখন একটী অভিনব এবং রুক্ষদেশবাসী জাতির সম্বন্ধে ইংরাজদিগের অল্পই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। দুই পুরুষ পূর্ব্বের একটী বিবরণ দেখিয়া লাহোরের অধিপতি ও রুক্ষক-কুল হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়াছেন,—"শিখ জাতির দেহ উন্নত; তাহারা উগ্র-মূর্ত্তি; তাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী। * * * * * তাহারা হুইফ্রেঞ্জি-জের নিকটবর্ত্তী আরবজাতীর তুল্য; কিন্তু তাহারা সচরাচর আফগানদিগের চলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। * * * * তাহাদের সৈন্য-সমষ্টি ২ লক্ষ ৫০ হাজার;—দুর্দ্ধর্ষ হইলেও, একতার অভাব হেতু বিশেষ কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।" † তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল সম্রাটের শিখদিগের এই বিশাল যুদ্ধ-সজ্জা সম্বন্ধে সমরূপ বর্ণনা সমূহে কতকটা বিশ্বাস স্থাপন

* Auber's 'Rise and Progress of the British Power in India', ii. 26, 27. যে রাজা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—গুরুদত্ত সিং। যমুনা-তীরস্থিত লাদোর নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন; পরে তিনি সিন্ধিয়ার অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। ফ্রাঙ্কলিনের "শা আলম", ৭৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। (Compare Francklin's 'Shah Alum', p. 78 note.)

† ফ্রাঙ্কলিনের "শা আলম,"৭৫, ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Francklin's 'Shah Alum', p 75, 77, 78.)

করিয়াছেন; অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থকার অপেক্ষা তিনি অধিকতর নিশ্চিতরূপে শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে একটী মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—একজন দক্ষ সেনানায়ক দুর্দ্ধর্ষ সাধারণতন্ত্রের সমাধি-ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ একাধিপত্য লাভ করিবেন, এবং তাহাতে পারিপার্শ্বিক রাজন্যগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থানে ভবিষ্যদ্বাণী যথেষ্টরূপ প্রমাণিত হইয়াছিল। *

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক যুদ্ধ হয়। পাঁচ সহস্র শিখ সেই যুদ্ধে যোগদান করে; কিন্তু সহসা আলিগড় অবরুদ্ধ হওয়ায়, সেই বিপুল সৈন্যদল আশ্চর্য্যান্বিত হইল। † মারহাট্টাগণ পরাজিত হইল, এবং শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইহার কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ সেনানায়কের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। সময় সময় খ্যাতি-সম্পন্ন বহু রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইত; কখনও বা তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। তাঁহাদের মধ্যে ভাই লাল সিং লর্ড লেকের কৃতিত্ব স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন; ঝিন্দের শাসনকর্ত্তা-কুলপতি ভাগসিংহের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে তিনি থানেশ্বরের অপত্য রাজা, ভাঙ্গা সিং নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ‡ অতঃপর দুই মাসের মধ্যে লাসোয়ারিতে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সেই যুদ্ধের ফলে, উত্তর-ভারতবর্ষে মারহাট্টাদিগের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। বৃদ্ধ,

---

* ফরষ্টার, "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা; এবং ৩২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Forster, 'Travels' ii, 340. See also p. 324):— এস্থলে ফরষ্টার বলিয়াছেন, শিখগণ পঞ্জাবে ধর্ম্ম-বন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল।

† Major Smith's 'Account of Regular Corps in 'Indian States', p. 34.

‡ Manuscript Memoranda of Personal Inquiries.

এবং বাদসাহ—সা আলমের প্রতি বিজেতৃগণ আর একবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন;—তিনি নামমাত্র রাজকীয় ক্ষমতা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু বিজেতার আচরণে তাঁহার অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা প্রশমিত হইয়াছিল। তখনও মোগল নাম সম্ভ্রমব্যঞ্জক এবং ভীতিপ্রদায়ক বলিয়া অনুমিত হইত। সুতরাং একটী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াই, সেই স্বাধীন অথচ রাজভক্ত সেনাপতি সন্তুষ্ট হইলেন। একজন সদ্বংশজাত ইংরাজ সেই উপাধিতে ভূষিত হইলে বুঝা যায়, তিনি মহাবীর তৈমুরলঙ্গ-বিজিত "রাজ্যের তরবারি" স্বরূপ। *

ইতিমধ্যে অধ্যবসায়শীল বীর যশোবন্ত রাও হোলকার উত্তর ভারতবর্ষ আক্রমণের সংকল্প করিলেন। কর্ণেল মনসনের প্রত্যাবর্ত্তনে, বিজয়লিপ্সায় এবং রাজ্যলালসায় তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। তিনি দিল্লী অবরোধ করিলেন; তাঁহার সৈন্যে দোয়াব পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু স্যর ডেভিড অক্টারলোনি অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে 'দীগ' নামক স্থানে পরাজিত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি পুনরায় রাজপুতনায় বিতাড়িত হইলেন। এই সকল যুদ্ধকালে, কর্ণেল বরণের অধীনে ক্ষুদ্র একদল ইংরাজ সৈন্য সাহরাণপুরের নিকটস্থ সামলিতে গুরুতররূপে বিপর্য্যস্ত হয়। কিন্তু কাইথালের লাল সিং এবং ঝিন্দের বাঘ সিং উভয়ে যথাসময়ে সাহায্য প্রদান করায়, পরিশেষে সেই স্থান শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হয়। † এই সময়ে এইকারাও নামক একজন

* উইলসন সম্পাদিত, মিলের "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, ৫১০ পৃষ্ঠা। (Mill's 'History of British India,' Wilson's Edition vi. 510).

† হস্তলিখিত ঝুলিলিপি দ্রষ্টব্য। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের এই ব্যাপার

মারহাট্টা সেনাপতি দিল্লী ও পাণিপথের মধ্যবর্ত্তী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শিখরাজদ্বয় উভয়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। তাহাতে উপযুক্ত পত্র দ্বারা, লর্ড লেক তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কিন্তু অপরাপর সকলেই তাঁহাদের মিত্ররাজগণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে অভিলাষী হন। কর্ণেল বরণের সহিত যুদ্ধে বুরিয়ার শের সিং নিহত হইলেন, এবং লাদোয়ার গুরুদত্ত সিংহের ব্যবহারে এবং কার্য্যকলাপে বাধ্য হইয়া, ইংরাজ সেনাপতি দোয়াবের জনপদ সমূহ এবং কর্ণাল নগর হইতে তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।*

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হোলকার এবং আমীর খাঁ উভয়ে পুনরায় উত্তর ভারতবর্ষ অভিমুখে গমন করিয়া প্রচার করিলেন,—শিখজাতি, এমন কি আফগানগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবে। কিন্তু সহসা লর্ড লেকের উপস্থিতিতে তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা কিছুকাল পাতিয়ালায় অবস্থান করেন। তত্রত্য হীনবল রাজার সহিত তাঁহার স্ত্রীর তখন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া অর্থ সংগ্রহেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই।† কিন্তু ইংরাজ-

বিষয়ে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে শিখদিগের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধিৎসু ইংরাজ গ্রন্থকারগণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ, সেই বিষয় উল্লেখের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। (Mill's History, vi. 503, 592. edition 1840).

* লিখিত দলিল পত্রের হস্তলিখিত স্মৃতি-লিপি এবং নিজের অনুসন্ধান-পত্র দ্রষ্টব্য।

† আমীর খাঁ স্বীয় জীবনীতে (Memoir's. 276) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, হোলকার, রাজা এবং রাণীর মধ্যে যে বিবাদ

সৈন্য যখন কর্ণালের সমীপবর্ত্তী হইল, তখন হোলকার উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন; যেখানে সমর্থ হইলেন, সেই স্থান হইতেই সুবিধামত কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন কিন্তু শতদ্রুর পশ্চিম দিকে, কোন শিখ সর্দারই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন না। কথিত হয়, তাঁহার উত্তেজনায় পঞ্জাবের কতকগুলি সর্দার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ বহুদিন নীরব ছিলেন। পরিশেষে অমৃতসরে হোলকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মারহাট্টাগণকে কোন সাহায্য প্রদানের পূর্ব্বেই, প্রথমতঃ কাশুরকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে সেই সুচতুর যুবক-শাসনকর্ত্তা মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আমীর খাঁ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, নিরীহ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে তিনি কোন ভিন্ন-পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন না; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যশোবন্ত রাও পেশোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলেন। তখন লর্ড লেক সৈন্য-সমভিব্যাহারে বিপাশা নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন; ইংরেজ সেনাপতিও কোনরূপ অন্যায় দাবী করেন নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল; তাহাতে হোলকার নিরাপদে মধ্যভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। *

দেখিয়া, আমীর খাঁকে বক্তব্যস্বরূপ বলিয়াছিলেন,—"নিশ্চয়ই জগদীশ্বর আমাদের জন্য এই দুইটী পায়রা প্রেরণ করিয়াছেন; তুমি এক জনের পক্ষ অবলম্বন কর, আর আমি আর এক জনকে সাহায্য করি।"

* আমীর খাঁর ইতিবৃত্ত, ২৭৫ পৃষ্ঠা; এবং মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং," ৫৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (Compare 'Ameer Khan's 'Memoirs', p. 275, and Murray's Runjeet Singh, p. 57, &c.).

লর্ড লেক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। লাল সিং ও বাঘ সিং নামক দুই জন নরপতি তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বলহীন এবং নিরাশ্রয় সাহেব সিং পাতিয়ালায় তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড লেকের হস্তে দুর্গ-ভার অর্পিত হইল; ব্রিটিশ-শাসনে তাঁহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহা তিনি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। বাঘ সিং রণজিৎ সিংহের মাতুল ছিলেন। একদল শিক্ষিত পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার-কল্পে সেই বিচক্ষণ সেনাপতির সাহায্য-গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক; এরূপ সাহায্য-গ্রহণ অপ্রশংসনীয় বলিয়া অনুমিত হইল না। কথিত হয়,—রণজিৎ সিং ছদ্মবেশে ইংরাজ-শিবির পরিদর্শন করেন। তৎকালে ইংরাজ সেনাপতি কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে সিন্ধিয়া ও হোলকারের ক্ষমতা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রণজিৎ সিং হয়ত ইংরাজ সেনাপতির সামরিক সাজ-সজ্জা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। * অধিকন্তু যে সকল রাজপুরুষ রাজ্যচ্যুত হইয়া তৎকালে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যের সহিত যাহাতে তাঁহার অদৃষ্ট-বন্ধন সংঘটিত না হয়, তদ্বিষয়ে চিরস্থায়ী কোন সুযোগ অনুধাবনেও রণজিৎ সিং বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যুধা সিং ভূমাকের ভ্রাতুষ্পৌত্র এবং ভাবী মহারাজার প্রিয় সখী, ফতে সিং আহলুওয়ালিয়া, এই সন্ধি স্থাপনের মধ্যস্থ ছিলেন; অনতিবিলম্বে 'সর্দার' রণজিৎ সিং এবং 'সর্দার' ফতে সিংহ উভয়ের সহিত একটী সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল, হোলকার অনুতসর হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইবেন; এবং যতদিন সর্দারদ্বয় বন্ধুত্ব-সূত্রে

---

* মুরক্রফট, 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। (See Moorcroft, 'Travels', i. 102.)

আবদ্ধ থাকিবেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ততদিন তাঁহাদের রাজ্য অধিকারের জন্ত কোন ষড়যন্ত্রে যোগদান করিবেন না। * এই সময়ে লর্ড লেক কটো-চের সংসার চাঁদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিলেন; উভয়ের মধ্যে মিত্রতাসূচক চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল; তৎকালে সংসার চাঁদ পার্ব্বত্য রাজগণকে বশীভূত করিয়া, রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কোন সন্ধি হইল না; ইংরাজ সেনা-পতি আম্বালা ও কর্ণালের পথ অবলম্বন করিয়া অধিকৃত প্রদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। †

রাজকার্য্য ব্যপদেশে লর্ড লেক সারহিন্দের অনেক শিখ সর্দ্দারগণের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; সর্দ্দারগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহাদের কতকগুলির সাহায্য সময়োচিত এবং বিশেষ কার্য্যকরী ও মূল্যবান হইয়াছিল। বাঘ সিং দিল্লীর সন্নিকটে যে জায়গীর ভোগ দখল করিতেছিলেন, দিল্লীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাহাতেই তিনি পুনরধিষ্ঠিত হইলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে আর একটী রাজ্য তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধু কাইথালের লাল সিংহকে একত্রে প্রদত্ত হইল। অতঃপর, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে, সেনাপতির পুনরায় আর একটী রাজ্য পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন; তাহার বার্ষিক

---

* সপ্তম পরিশিষ্টে, সন্ধি-সর্ত্ত দ্রষ্টব্য।

† রাজকীয় কাগজ পত্রাদিতে দেখা যায়, কিছুকাল কটোচে একজন সংবাদ-লেখক নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই সকল পত্রাদি পাঠে সংসার চাঁদের সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মে যে, রণজিৎ সিং কখনও সেই রাজার বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বিস্মৃত হন নাই। তিনি লাহোর হইতে স্বাধীন ছিলেন,—ইংরাজগণও এ বিষয়ে কখনও বিরুদ্ধ অবলম্বন করেন নাই।

রাজস্ব—১১ হাজার পাউণ্ড। স্থির হইল, তাঁহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকি-
বেন, ততদিন সেই রাজ্য তাঁহারা ভোগদখল করিবেন। তাঁহাদের
প্রতীতি হইল যে,—লর্ড লেক সেই সর্ত্তে তাঁহাদিগকে পুনরায় হান্সি ও
হিসার প্রদান করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সেই মরুসদৃশ প্রদেশদ্বয় লাভজনক
বলিয়া অনুমিত না হওয়ায়, তাঁহারা তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেন।
অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণও আপনাদের কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার
পাইলেন। ইংরাজদিগের বিরোধের পূর্ব্বে যিনি যে রাজ্যের
অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় সেই সকল রাজ্য
উপভোগ করিতে থাকিবেন,—সে জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে কোন
রাজস্ব দাবী করা হইবে না,—এই মর্ম্মে তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন।
লর্ড ওয়েলেস্‌লির কূট-রাজনীতির ফলে, যখন চারিদিকে ঘোর নিন্দাবাদ
প্রচারিত হইতেছিল, যখন তৎপ্রতি জনসাধারণ তীব্র ঘৃণার ভাব প্রকাশ
করিতেছিল, তখন এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। ইংরাজ-রাজত্বের
সীমা যমুনা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল; জয়পুরের রাজার সহিত পূর্ব্বে যে
সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া এক্ষণে সে সন্ধি পরিত্যক্ত
হইল: ভরতপুরের সহিত ভারত-গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক অনিশ্চিত রহিল।
সারহিন্দের শিখরাজগণকে এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানান হইল না বটে,
কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিচ্যুত হইল;—পরস্পরের
উপকারার্থে পরস্পরের সাহায্য প্রদান রহিত হইল। *

* ঝিন্দ, কাইথাল এবং অন্যান্য কতকগুলি রাজ্যের আদি দান-
পত্র এবং সিন্চয়তার নিদর্শনস্বরূপ অন্যান্য দলিলাদি কোন কোন রাজ-
পরিবার অতি যত্নের সহিত এতকাল পর্য্যন্ত তুলিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজ-
দিগের অনেকগুলি রাজকীয় কাগজ-পত্রাদি হইতে বুঝা যায় যে, ঝিন্দের

শিখগণের মধ্যে এক্ষণে রণজিৎ সিংহের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; অতঃপর তাঁহারই বিবরণ পুনরুল্লেখ আবশ্যক। এই সময় "ভাঙ্গী" সম্প্রদায়ের কতকগুলি অযোগ্য শাসনকর্তা লাহোরে আধিপত্য করিতেন. তাঁহাদের নিকট হইতে লাহোর অধিকার করাই রণজিৎ সিংহের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সা জামানের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই, রণজিৎ সিং বলে ও কৌশলে সা-জামান-প্রদত্ত ভূমি-সমূহ অধিকার করিলেন। লাহোর—রণজিৎ সিংহের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। "কানিয়া" (ঘানী) সম্প্রদায়ের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই "ভাঙ্গী"গণকে পরাজিত করিলেন। "ভাঙ্গী"গণ কাসুরের নিজাম-উদ্দীন খাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তাহারা রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিল। ১৮০১-০২ খৃষ্টাব্দে সেই পাঠান অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্গ অবরোধ ও ধ্বংস করা সুকঠিন হইলেও, পাঠান সেনাপতি জায়গীরদাররূপে রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন; নরাধিপতির অধীনে স্বীয় সৈন্য পরিচালনা করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইল। বিবিধ প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়া, রণজিৎ স্নানার্থ তারণ-তরণের পবিত্র সরোবরে গমন করিলেন। তথায় ফতে সিং আলুহ-ওয়ালিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে,—তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন। ইহাই বন্ধুত্ব-পরিচায়ক লৌকিক আচার-নীতি বিশেষ,—ইহাই বন্ধুত্বের বা ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। দেশ-প্রসিদ্ধ

ফতে সিং,—লর্ড লেক, স্যার জন ম্যাল্কম্ এবং স্যার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট বন্ধুত্ব পাত্র ও শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন।

শেষ "ক্ষাঙ্গী" সেনাপতির বিধবা স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নকিবস্থ সর্দারগণ অমৃতসর অধিকার করিলেন। সমবেত আক্রমণে সমগ্র নির্জিত রাজ্য বিজেতৃগণ বিভাগ করিয়া লইলেন। শিখরাজ্যের অন্যতর রাজধানীর অধিপতির অংশে অমৃতসর পড়িল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কটোচের অধিপতি সংসার চাঁদ, স্বীয় কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের আশা বলবতী হওয়ায়, তদুদ্দেশ্যে জলন্ধরের অন্তর্গত উর্ব্বর দোয়াব ক্ষেত্রের কতকাংশ অধিকারার্থে তিনি উপর্য্যুপরি দুইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং এবং তাঁহার মিত্ররাজগণের আক্রমণে সংসার চাঁদ বিতাড়িত হইলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সংসার চাঁদ পুনরায় পার্ব্বত্য-প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন; হোসিয়ারপুর ও বিজোয়ারা অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু রণজিৎ সিংহের উপস্থিতিতে তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই গুর্খাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল; গুর্খা-গণ একটী নূতন জাতি; তাহারা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সমগ্র হিমালয়-প্রদেশ জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছিল। *

* মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং", ৫১ এবং ৫৫ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's Runjeet Singh, p. 51. 55.)

আম্বালার রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কাপ্তেন মারে, এবং লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) কাপ্তেন ওয়েড প্রত্যেকেই রণজিৎ সিংহের এক একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। মারের গ্রন্থখানিতে কতকগুলি নোট সংযোজনা করিয়া, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী, এচ্‌. টী. প্রিন্সেপ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিতরূপে তাহার মুদ্রণ-কার্য্য সম্পাদন করেন। এক্ষণে কাপ্তেন ওয়েডের কার্য্য-বৃত্তান্ত কিম্বা তাঁহার গ্রন্থ দেখিতে পাই। কিন্তু তিনি মনে করেন,—মারের জীবনী অপেক্ষা

পঞ্জাব পরিত্যাগের পর এক বৎসরের মধ্যেই সা জামান, আপন ভ্রাতা মামুদ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন; মামুদ তাঁহার দুইটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় ভ্রাতা, সা সুজা, মামুদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। এই সমুদায় অন্তর্দ্রোহে আমেদ সার বিদেশীয় বৃহৎ সাম্রাজ্যের শীঘ্রই অধঃপতন হইল। প্রদেশ ও নগরসমূহে দুরানি শাসনকর্তৃগণ হীনবল হইয়া

তাঁহার গ্রন্থ অধিকতর সঠিক। ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং বাচনিক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সেই গ্রন্থ বিরচিত,—সমসাময়িক ইংরাজদিগের দলীল-পত্রাদির অনুকরণে লিখিত নহে। কারণ সেই সমুদায় দলীলাদিতে কেবল সাময়িক মতামতের পরিচয়ই পাওয়া যাইত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই সাধারণতঃ সেই দলিলাদি প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ, ইংরাজ কর্মচারীদিগের অনুরোধ, সুচতুর ভারতবাসি-গণের বর্ণনা-সমূহ হইতে বক্ষমাণ বিবরণবস্তু সংগৃহীত। তন্মধ্যে বুটা সা নামক একজন মুসলমানের এবং মোহনলাল নামক একজন হিন্দুর লিখিত ইতিবৃত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই গ্রন্থসমূহ সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতে পারে। কাপ্তেন ওয়েড বহু বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের কার্য্যাবলীর অবিচ্ছিন্ন বিবরণ সংগ্রহের জন্য জন-সাধারণ সেই কর্মচারীদ্বয়ের নিকট বিশেষ ঋণী।

শিখদিগের সহিত ইংরেজের মিত্রতা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হয়, বর্ত্তমান অধ্যায়ের শেষ অংশ, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়, সেই সমুদায় বিবরণের অনুকরণে রচিত। গ্রন্থকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বহস্ত লিখিত ও স্বরচিত বর্ণনাদি অনেক সময়ের কথা যাইতে পারে,—এবং সেরূপ ব্যবহার অনুচিত নহে।

পড়িলেন। রণজিৎ সিং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় অস্ত্রবল পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না;—রণজিৎ সিংহের অবিচ্ছিন্ন আক্রমণে তাঁহারা বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন। ১৮০৪-৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন; ঝঙ্গ ও সাহিওয়ালের মুসলমান শাসনকর্তৃগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল; রণজিৎ সিং তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। মুলতানের মজঃফর খাঁ বহু মূল্য উপহার প্রদান করিলেন; রণজিৎ সিং তাঁহাকে আর আক্রমণ করিলেন না। উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া, রণজিৎ সিং সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজধানীতে "হোলি" উৎসব সম্পন্ন করিলেন। পরিশেষে গঙ্গাস্নানার্থ হরিদ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে কার্য্য-কলাপের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি আর একবার পশ্চিমদিক আক্রমণ করিলেন; এইবার ঝঙ্গ-অধিপতি দৃঢ়রূপে রণজিৎ সিংহের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু হোলকার ও আমীর খাঁ সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, রণজিৎ সিং প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; অনন্তর রণজিৎ সিং স্বকং শিখজাতির অধিকৃত নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। তখন প্রতীত হইল,—আসন্ন বিপদ উপস্থিত। এক দিকে প্রবল মারহাট্টাদিগের অনেক খ্যাতনামা সেনাপতি একজন আফগান সেনাপতিকে নিরস্ত করিতে প্রয়াসী; অন্যদিকে একদল সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্য অমৃতসরের সমীপবর্ত্তী হইল।* তাহাদের উদ্দেশ্য এবং শক্তি-সামর্থ্যও কেহ অবগত ছিল না।

* এলফিন্‌ষ্টোন প্রণীত "কাবুল" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা; এবং মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং", ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা। (See Elphinstone's 'Cabul', ii. 375. and Murray's 'Runjeet Singh', p. 56, 57.)

শিখদিগের একটী মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইল। কিন্তু তাহাদের নেতৃবর্গের কয়েকজন মাত্র সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে তাহারা সকলে একই উদ্দেশ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত; তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—যাবতীয় কার্য্যে ঈশ্বর তাহাদের সহায়তা করেন; সেই বিশ্বাসেই শিল্পনিপুণ মেষ-পালক জাতি অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিফল প্রদান করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই, এবং সেই অভিনব শক্তি বলেই, তাহারা আমেদ সাকে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের প্রভুত্ব-ক্ষমতাদির ঐশ্বর্য্য-প্রয়াসী বংশধরগণের মনে সে একতা এবং সে ধর্ম্ম-বিশ্বাস সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। দুর্দ্ধর্ষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার নীতি-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আপনাপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত এবং সংসার-সুখভোগ-লালসায় সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত হইত। সুতরাং কৃষিজীবী অধিবাসিগণের মধ্যে পুনর্ব্বার এক অভিনব ভাবে শিখধর্ম্মের প্রকৃত শক্তি জাগাইবার আবশ্যক হইয়াছিল। তাহারা পরস্পর স্বাধীন ছিল; আবার পরস্পর মিত্রতা বন্ধনেও মিলিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বাধীনতা ও মিত্রতার সেই কঠোর মিশ্রণ-নীতি বহু-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। বস্তুতঃ, তাহাতে একটী মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল;—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত ও মিশ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রভাবে 'মিছিল' বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ লোকেই স্ব স্ব গ্রামে স্বাধীন-ভাবে বাস করিতে ভালবাসিত। প্রায় প্রদেশে রাজস্ব-আদায়ের কঠোর বিধি-বিধান ছিল না; অনেক স্থলেই কর সংগ্রহ হইত না;—কোন বিচার-ব্যবস্থা কিম্বা আইন-আদালত প্রচলিত ছিল না। সামান্য সামান্য সর্দারগণ এবং তাহাদের বিশ্বাসী অনুচর-বর্গ সকলেই স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তি দ্বারা

রক্তপাত করিতে তৎপর হইত, এবং সকলেই আপনাপন ঐহিক প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিত। সামাজিক প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, সেই সকল সর্দার ও অনুচরবর্গ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত; কিন্তু পরস্পরের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে কেহই ইচ্ছা করিত না। কেহ কেহ ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল; কেহ কেহ বা বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত মিত্র নিজ ভাগ্য-গ্রহণে উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের প্রতি ঈর্ষা-পরবশ ছিল, এবং তাঁহার চিরন্তন শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র রণজিৎ সিংহই বিদেশীয় আক্রমণকারিগণকে বিদূরিত করিতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি জানিতেন,—সামরিক প্রাধান্য-স্থাপন-কল্পে তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে সেই বিদ্রোহিগণই একমাত্র অন্তরায়; তাঁহার বিশ্বাস—সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাম্রাজ্যের জনসাধারণ সমভাবে নিরাপদে এবং সুখ-স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন বিশৃঙ্খলোত্থ অংশু এবং বিক্ষিপ্ত উপাদান সমূহের একতা-বিধান-কল্পে এবং সংহতি-প্রদানোদ্দেশ্যে, রণজিৎ সিং বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা সহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ যেমন স্বতন্ত্র-মতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সমষ্টিকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের একটী জাতি গঠন করিয়াছিলেন; তিনি যেমন নানকের উপদেশ এবং শিক্ষার কার্য্যকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন;—রণজিৎ সিংহও তেমনি ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিখজাতির একটী সুগঠিত ও সুনিয়মবদ্ধ রাজ্য বা সাধারণ-তন্ত্র গঠন করিতে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। *

---

* ম্যালকমের [illegible], ১০৬, ১০৭ পৃষ্ঠা (Malcolm's

হোলকার প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে,—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত রণজিৎ সিং মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সন্ধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়তা ছিল না। তৎকালে নাভার সর্দার এবং পাতিয়ালার রাজার মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। সেই বৎসরের শেষ ভাগে সেই বিবাদে যোগদান করিয়া শতদ্রু অতিক্রমের জন্য রণজিৎ সিং আরত্ত হইলেন। যমুনা অতিক্রম করিয়া তত্রত্য প্রদেশের অধিপতিগণের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিহারের কঠোর আদেশ পুনঃপুনঃ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ প্রথমতঃ সেই বিবাদে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া, কর্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়। রণজিৎ সিং শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। পতনোন্মুখ মুসলমান পরিবারের অধিকৃত লুধিয়ানা তৎকর্তৃক অধিকৃত হইল। সেই মুসলমান-পরিবার ঐ সময়ে ইংরাজ বীর জর্জ্জ টমাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব রণজিৎ সিংহের পিতৃব্য ঝিন্দের অধিপতি ভাগ সিংহ সেই স্থান প্রাপ্ত হন। নাভা এবং পাতিয়ালার এই বিবাদ-সূত্রে, রণজিৎ সিং নাভার সর্দার যশোবন্ত সিংহকে সাহায্য প্রদানের জন্য গমন করেন; এবং পাতিয়ালার রাজা সাহেব সিংহের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তথায় আহুত হন। কিন্তু যশোবন্ত সিং এবং সাহেব সিং উভয়েই মনে করিলেন,—রণজিৎ সিংহের মধ্যস্থতা উভয়ের পক্ষেই সাংঘাতিক। সুতরাং উভয়েই তাঁহার হস্ত

"Sketch", p. 106, 107) লর্ড লেকের আক্রমণ কালে, শিখদিগের মধ্যে একতার অভাব দেখিয়া, ম্যালকম্ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং", ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's "Runjeet Singh", p. 57, 58.)

হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। বহু ঐশ্বর্য্য এবং একটী কামান উপহার প্রাপ্ত হইয়া রণজিৎ সিং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সে স্থান হইতে তিনি কাঙড়ার পার্ব্বত্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিয়া, জালামুখীর স্বভাবজাত অগ্নিশিখার স্বধর্ম্মানুযায়ী উপাসনা সমাপন করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। *

এই সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া কটোচের সংসার চাঁদ অবি-মৃষ্যকারিতা সহকারে "গুর্খা"দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা অনেকাংশ লাঘব হয়। অধ্যবসায়শীল সুদক্ষ শিখ-সর্দার, প্রাচীন পার্ব্বত্য রাজন্যবৃন্দের সকলকেই সেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিতেন; তৎকালে তাঁহারা সকলেই যাড়োয়াল হইতে কর সংগ্রহ করিতেছিলেন; কিন্তু প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার এক উৎকট লালসার অনুবর্ত্তী হইয়া, সংসার চাঁদ কালুরের (বা বিলাসপুরের) সর্দারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন;

---

* মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং", ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Murray's Runjeet Singh", p. 59. 60.) ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন, সার চার্লস মেট্‌কাফ গবর্ণমেণ্টের বরাবর এক পত্র লেখেন। তাহাতে জানা যায়,—তৎকালে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে, রণজিৎ সিং এত বলশালী ছিলেন না যে, তিনি কেবলমাত্র বল প্রয়োগে মালোয়া শিখদিগের ক্রিয়াকলাপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ও ৭ই মার্চ্চ, ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই সার ডেভিড অক্‌টারলোনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়—পাতিয়ালার রাজা এবং অন্যান্য সর্দারগণের সহিত ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে যে সন্ধি-বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে অতঃপর সে বন্দোবস্ত নষ্ট হইয়াছিল।

সেই হীনবল শিখ-সর্দার অনন্যোপায় হইয়া গোর্খা-সেনাপতির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। উমার সিং থাপা হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইলেন। শত্রুদিগের প্রতি এই প্রথম আক্রমণে, নালাগড়ের সর্দার-যুবক, সংসার চাঁদের সহায়তা করিলেন। গুর্খা সেনাপতির আগমনে, তিনি বীরোচিত তেজস্বিতার সহিত বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এত বীরত্ব—এত বাধা সত্ত্বেও, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিশাল রাজ্যখণ্ডে গুর্খা-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই বৎসর উমার সিং শতদ্রু অতিক্রম করিয়া কাঙ্ড়া অবরোধ করিলেন। জ্বালামুখী পরিদর্শন কালে, সংসার চাঁদ রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই সুদৃঢ় দুর্গাধিকারে বহু ধন-প্রাণ নাশের আশঙ্কায়, সংসার চাঁদ তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না; সংসার চাঁদ স্বীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং বিদেশীয় শত্রুগণকে বিতাড়িত করিবার কোনই বন্দোবস্ত-বন্দোবস্ত হইল না। *

* প্রায়ে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৬০ পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Compare Murray's Runjeet Singh", p. 60; and Moorcrofts 'Travels', 1. 127. &c).

প্রাচীন রাজপুত সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া, গোলাম মহম্মদ নামক অনেক আশ্রয়-প্রার্থী রোহিলা সর্দারের পরামর্শে সংসার চাঁদ আফগান সৈন্য নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন,—এই অপরিণামদর্শিতাই গুর্খা-দিগের নিকট তাঁহার পরাজয়ের একমাত্র কারণ।

প্রজাগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, নাহনের রাজা গুর্খাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহিগণের শান্তিবিধান-মূলে

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং প্রথমতঃ কাশুর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই স্থানে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা নিজাম-উদ্দীন পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তরাধিকারী অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহাতে রণজিৎ সিং বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। হয়ত, রণজিৎ সিংহ মনে করিয়াছিলেন,—পাঠানদিগের বৃহৎ একটী উপনিবেশ অধিকার করিয়া লাহোরের পৌরাণিক প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্য, স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহার গুণ-গরিমায় এবং যশোপ্রভায় দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে। পিতার পূর্ব্ব-মিত্র সুত্রধর খুশা সিংহের পুত্র যোধ সিং রামগড়িয়ার সাহায্যে রণজিৎ সিং সেই স্থান আক্রমণ করিলেন। একতার অভাব হেতু তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা কুতব-উদ্দীন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তিনি কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অবরোধের প্রায় এক মাস পরে, কুতব-উদ্দীন স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রণজিৎ সিং শতদ্রুর পরপারস্থিত একখণ্ড ভূ-সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর রণজিৎ সিং মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেই প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর-দুর্গ তৎকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু এ স্থলে তিনি আশাতিরিক্ত বাধা প্রাপ্ত হইলেন; দুর্গ-রক্ষিগণ এত বীরত্বের সহিত তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল যে, তিনি সে দুর্গ অধিকার

গুর্খাগণ যমুনা অতিক্রম করে। পরে একজন রাজপুত সর্দারের সাহায্যার্থ তাহারা শতদ্রু পার হয়। একতা থাকিলে, নূতন জাতি হইলেও, কেহই তাহার অবাধগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণ কাগজ-পত্রাদির আলোচনায় জানা যায়,—গুর্খাগণ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শতদ্রু অতিক্রম করিয়াছিল।

করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু দুর্গাধিপতি উপঢৌকন প্রদানের অঙ্গীকার করায়, তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন বলিয়া, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তিনি আপন অকৃতকার্য্যতা স্বীকার করিলেন না। ভাওয়ালপুরের নবাবের সহিত এই সময়ে তাঁহার যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তিনি সেই কার্য্য-কুশল নবাবের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, তিনি নবাবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং সেই শ্রদ্ধা হেতুই তিনি সেই সুরক্ষিত দুর্গ আফগান শাসনকর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। *

সেই বৎসর, ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে, রণজিৎ সিং মোকুম চাঁদ নামক অনেক সুচতুর ক্ষত্রিয়কে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি রণজিৎ যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় বীর সে বিশ্বাসের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাতিয়ালার রাজার সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্রকারিণী স্ত্রীর ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল; রণজিৎ সিং সেই নবাভিষিক্ত কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে সেই গৃহবিবাদে যোগদান করিতে গমন করেন। এ বিষয় পূর্ব্বে হোলকার ও আমীর খাঁর নিকট যেরূপ লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, এক্ষণে লাহোরাধিপতির পক্ষে তাহা সমরূপ লাভজনক বলিয়া অনুভূত হইল। শিশু-পুত্রের ভরণপোষণের জন্য রাণী তখন দুর্ব্বল স্বামীর নিকট হইতে রাজ্যের একটী বৃহৎ অংশ বলপূর্ব্বক হস্তান্তর করিতে অভিলাষিণী হন। এক্ষণে রাণী, হীরক হার ও পিত্তল-নির্ম্মিত কামান প্রদানের প্রস্তাব করিয়া, রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; রণজিৎ সিং সে

* মরের 'রণজিৎ সিং' ৬০ এবং ৬১ পৃষ্ঠা। ('Murray's Runjeet Singh, p. 60, 61) এবং ভাওয়ালপুর রাজপরিবারের হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; রাণীকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। রণজিৎ সিংহ শতদ্রু অতিক্রম করিলেন; বালকের ভরণ-পোষণ জন্য বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। অনন্তর রণজিৎ সিং আম্বালা ও পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী একটী রাজপুত পরিবারের অধিকৃত নারায়ণগড় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রথমবার তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন; তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হইল। পরে তিনি সে স্থান অধিকার করিলেন। সেই আক্রমণকালে ফুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের প্রাচীন রাজা তারা সিংহ, লাহোর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন; নারায়ণগড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জলন্ধর দোয়াবের রাজ্য অধিকার করিতে রণজিৎ সিং সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শক্তি-সামর্থ্যে এবং তেজোবীর্য্যে সেই বৃদ্ধ নরপতির বিধবা পত্নী, পাতিয়ালার রাজার ভগ্নীর সমকক্ষ ছিলেন। কথিত হয়,—সেই রমণী পুরুষ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রণসাজে সাজিয়া দুর্গের ভগ্ন প্রাচীরের উপর অসি-হস্তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। *

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উত্তর পঞ্জাবের বহুতর স্থান লাহোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। স্বাধীন শিখ-সর্দারগণ রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের রাজ্যগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত লাহোর রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে শাসিত হইতে লাগিল। কিছু কাল পূর্ব্বে শতদ্রুর পশ্চিম তীরে কতকগুলি রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল; এক্ষণে মোকুমচাঁদ তাহার সুবন্দোবস্তের জন্য নিযুক্ত হইলেন। রণজিৎ সিংহের ধারাবাহিক আক্রমণে সারহিন্দের শিখদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার

* Compare 'Marnay's Runjeet Singh, p. 61, 63 এই উপলক্ষে রণজিৎ সিং পাতিয়ালা হইতে যে কামান প্রাপ্ত হন, তাহার নাম—জুব্রি খাঁ; ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইংরাজ কর্তৃক সেই কামান অধিকৃত হয়।

হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দ ও কাইথালের সর্দারগণ এবং পাতিয়ালার দেওয়ান-মন্ত্রী প্রভৃতি মিলিত হইয়া, ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনার্থ দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন। শতদ্রুর পশ্চিমতীরবর্ত্তী রাজ্য সমূহের সর্দারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে চিঠি-পত্র চলিতেছিল, এ যাবৎ সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই সময়ে কর্ণালের নিকটবর্ত্তী স্থানে কুঞ্জপুরার মুসলমান খাঁকে গবর্ণর-জেনারেল নিশ্চিত বলিলেন যে, তাঁহার পৈতৃক-রাজ্য সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ নাই।* শিকরীর শিখ-সর্দার ইংরাজদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাদের কার্য্যাবলী পুরস্কার-বৃত্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।† কিন্তু সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ দিল্লীর ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি তাঁহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল,—কার্য্যকালে তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন না। এই ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়ায়, তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; এমন কি, তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভয়-প্রশমনার্থ রণজিৎ সিং তাঁহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন: তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সর্দারগণ অনুরুদ্ধ হইলেন। রণজিৎ সিংহের আশ্বাস বাণীতে তাঁহারা সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সর্ব্ব-সম্মানিত লাহোর-রাজের সহিত আপনাপন বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা করিতে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন।‡

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যিনি গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। যমুনার পূর্ব্ব-তীর-

---

* ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারির একখানি দলিলে দ্রষ্টব্য।

† ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১১শে মে তারিখে আম্বালার ক্লার্ক সাহেবের লিখিত দিল্লীর প্রতিনিধির পত্র দ্রষ্টব্য।

‡ See 'Murray's Runjeet Singh', p. 64, 65.

বর্ত্তী রাজন্যবৃন্দের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হয়, তিনি সেই সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করেন; তাঁহারই কূটনীতির ফলে, যমুনা নদী—ইংরাজ রাজত্বের সীমা নির্দ্ধারিত হয়। সা জামানের ভারত আক্রমণে, প্রায় তিন বৎসর কাল ভয়ের বিভীষণ মূর্ত্তিতে এবং আশার কাঁপুনিতে লোকের মন যুগপৎ অভিভূত এবং উত্তেজিত হইয়াছিল; অধিকন্তু গবর্ণর-জেনারেলের কোন জ্ঞান ছিল না। সারহিন্দের শিখগণ যদি লর্ড কর্ণওয়ালিশের আশ্রয় প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অস্বীকৃত হইতেন, এবং সেই অস্বীকার-সূচক চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিতেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাতে অভিনব বিপৎপাতের সূত্রপাত হইতে থাকে। তৎকালে তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, ফরাসী, তুর্কী এবং পারস্য রাজন্যবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, নবাগত গবর্ণর জেনারেল যমুনার পর-পারস্থিত রাজন্যবৃন্দের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; এমন কি, সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তত্রত্য সর্দারগণের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন।* নেপোলিয়নের ভারত-আক্রমণের অভিসন্ধি জানিয়া, আফগান ও শিখদিগের সহিত আত্মরক্ষণোপযোগী সন্ধিস্থাপন অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন সা-সুজার দরবারে প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ মেট্‌কাফ রণজিৎ সিংহের দরবারে উপনীত হইয়া অভীপ্সিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

---

* মিঃ অবার (Mr. Auber, 'Rise and Progress' of the British Power in India, ii. 461) এই তিন রাজার [illegible] [illegible] ; ইহাতে [illegible]

পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও কাইথলের রাজগণকে মৌখিক এক নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইল;—তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীন রাজা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। রণজিৎ সিংহের প্রথমে কতকগুলি মিত্র-রাজা এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া, কিয়ৎপরিমাণ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। বোধ হয়, রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভুত্ব এবং ইংরেজদিগের শান্তিময় শাসনের পার্থক্য তাহারা অনুভব করিতে পারায়, এইরূপ ঘটিয়াছিল। *

রণজিৎ সিংহ তাঁহার নব-বিজিত কাশুর নগরীতে মিঃ মেট্‌কাফকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা নিজেই সমগ্র শিখ জাতির অধিপতি বলিয়া প্রচার করিলেন। অধিকন্তু লাহোর অধিকারে সাব্রিদের উপরও তাঁহার স্বত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে—কার্য্য-কলাপে তিনি সে ভাব প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহা হউক, ফরাসী আক্রমণে যে তাঁহার নিজ স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরন্তু তাঁহার রাজ্যের প্রান্তভাগে একটী বিশাল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। শতদ্রুর তীরে তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, ইংরাজদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন।† তৎক্ষণাৎ সন্ধিস্থাপনের সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, তিনি শতদ্রুর দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশসমূহ তৃতীয়বার আক্রমণ করিলেন। ফরিদকোট ও

---

* ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনির নিকট গবর্ণমেন্ট-লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য; মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং", ৬৫ এবং ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', p. 65. 66.

† মুরক্রফ্‌ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইংরাজদের বাধাপ্রদান এত বিরক্তিকর হইয়াছিল যে, রণজিৎ সিং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। যে ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে যুক্তি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খাজাঞ্চী উজীর-উদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য।

আম্বালা অবরুদ্ধ হইল; মালের কোটলা এবং মালেরকন্‌ হইতে মহারাজ বলপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন, এবং পাতিয়ালার রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইংরাজ দূত এই সকল একান্ত শত্রুতাচরণের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং যতদিন রণজিৎ সিং পুনরায় শতদ্রু অতিক্রম না করিয়াছিলেন, তত দিন তিনি শতদ্রু তীরে অবস্থান করিলেন। *

লাহোর-অধিপতির কার্য্য-প্রণালীতে গবর্ণর-জেনেরল এক্ষণে শতদ্রু অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গবর্ণর-জেনারেল এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সন্ধি-সংস্থাপন-প্রস্তাবে মিঃ মেট্‌কাফের সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শতদ্রুর উত্তরদিকে রণজিৎ সিংহের প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ রাখাও তাহাদের আর এক কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারেল তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ‡ কথিত হয়, তাহাদের প্রতি আর এক আদেশাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল;—রণজিৎ সিংহের সহিত আর একটা সর্ত্ত করিতে হইবে যে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, যথাযোগ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে; ইংরাজ-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশসমূহে রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভুত্বের বিপক্ষতাচরণে তাঁহাদের মনে অন্যের উদ্রেক হইবে না; বরং তথায় মিত্র-রাজগণ আধিপত্য করিবেন। সীমান্ত প্রদেশে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য লোপ প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে,১৮০৯

---

* মারে বিরচিত "রণজিৎ সিং", ৬৬ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 66).

‡ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর এবং ২১শে ডিসেম্বর, স্যর ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেন্টের নিকট এরূপ পত্র প্রেরণ করেন। এতাদৃশ [illegible]।

খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সার ডেভিড অক্টারলোনির অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য যমুনা অতিক্রম করিল। বুড়িয়া ও পাতিয়ালার পথ অবলম্বন করিয়া, সেনাপতি লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সারহিন্দের সর্দ্দারগণ সকলেই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু এক মাত্র 'ক্রোড়া-সিংঘিয়া' সম্প্রদায়ের নামমাত্র অধিনায়ক যোধ সিং তাঁহার প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু যাত্রাকালে তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, পাছে রণজিৎ সিং প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। উভয়বিধ সন্ধি-প্রস্তাব-হেতু, সেই সর্দ্দার কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি আর অগ্রসর হইলেন না; যদি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কায় আপন সৈন্যদলের সন্নিকটে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে, তিনি বক্রগতি অবলম্বন করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। *

রণজিৎ সিং কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। রাজ্যের সন্নিকটে ইংরাজ সৈন্যের অবস্থান হেতু, রণজিৎ সিং কথঞ্চিৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

---

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী, ৪ঠা, ৯ই এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সার ডেভিড অক্টারলোনি, গবর্ণমেণ্টের বরাবর কয়েকখানি পত্র লেখেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ গবর্ণমেণ্টও সার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট পত্র প্রেরণ করেন। সেগুলি পরস্পর মিলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। সার ডেভিড যাহা লিখিয়াছেন বা যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা কোনমতেই অনুমোদন করেন নাই। তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া, সার ডেভিড অক্টারলোনি কর্ম্মত্যাগ করেন। (১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১১শে এপ্রিল, সার ডেভিড গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র লেখেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।)

ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহার নিকট নানারূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন; কিন্তু নানা অজুহাতে মহারাজ সে সকলই প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরস্থিত তাঁহার রাজ্যগুলি সম্বন্ধে অকিঞ্চিৎকর সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, মিঃ মেট্‌কাফ আপন মনোভাব গোপন রাখিতেছেন,—তিনি তদ্বিষয়েও অভিযোগ করিলেন। তৎসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে স্থির হয়, তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যগুলি প্রত্যর্পিত হইবে; এবং তিনি তাঁহার সমগ্র সৈন্য লইয়া শতদ্রু নদীর উত্তরদিকে গমন করিবেন;—তাহাতে তাঁহার সহিত পুনরায় সন্ধি-স্থাপনের অনিবার্য্য ভিত্তি অধিকতর দৃঢ় হইবে।* যখন এইরূপ ব্যবস্থার কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন গবর্ণর-জেনারেল ইউরোপ হইতে এক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, নেপোলিয়ন ভারত আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথবা তিনি সেই অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হইয়াছেন। তিনি যে ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে বিরত হইয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর-জেনারেল বুঝিলেন, আত্মরক্ষার জন্য—

---

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন; এবং ঐ বৎসর ৩০শে জুলাই গবর্ণমেণ্ট সার-ডেভিড অক্টারলোনিকে উত্তর প্রদান করেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। কর্ণেল স্মেল্স বলেন, (Adventures in the Punjab, p. 31. note 8) সার চার্লস মেট্‌কাফ অপরাপর রাজ্যের বিষয় জানিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের তাৎকালিক দাবীকৃত বিষয়ে স্বীকৃত হইলে, মহারাজ যে আর কোন স্থানে অধিকার-প্রবেশ করিবেন না, সর্ব্ব বিষয়েই যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন,—তৎসম্বন্ধে ইংরাজদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, আপাততঃ কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন অনাবশ্যক।* অতএব প্রচারিত হইল, রণজিৎ সিং যাহাতে শতদ্রুর দক্ষিণস্থ রাজ্যসমূহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া, সেই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে না পারেন—ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এক্ষণে তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য; সেই সকল রাজ্যের নিরাপদ-বিধানই ইংরাজদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইউরোপীয় শত্রুর আগমনের সম্ভাবনা না থাকিলেও, অন্যান্য কারণে দক্ষিণ-দেশবাসী শিখদিগকে আশ্রয় প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন,—রণজিৎ সিং শতদ্রুর পশ্চিম তীরে তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন; পরে তিনি যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে; কিন্তু প্রথমে তিনি যে সমুদায় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি পুনঃ-প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে মহারাজ কোনরূপ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিবেন না। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের কারণ নিরাকরণার্থে সার ডেভিড অক্‌টারলোনি লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য-সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন; এবং তথায় তিনি স্থায়ীরূপে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে পারিতেন।† কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানেই সেনানিবাস স্থাপনের উপযোগিতা বুঝাইতে লাগিলেন; গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ কিছুকালের জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানেই সেনানিবাস স্থাপনের

---

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, সার ডেভিড অক্‌টারলোনির নিকট গবর্ণমেণ্ট এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

† ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, ৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৩ই মার্চ, সার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে গবর্ণমেণ্ট পত্র দেখেন। তাহাই দ্রষ্টব্য।

অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে লুধিয়ানায় ইংরেজদিগের একটী স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপিত হইল; তৎসম্বন্ধে কেহই কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না। *

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সার ডেভিড অক্টারলোনি এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। তাহাতে প্রচারিত হইল,—শতদ্রুর পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী সমুদয় রাজ্য ইংরেজদিগের আশ্রয়াধীন; তাঁহারা সেই সমুদয় রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। লাহোরাধিপতি সেই সকল রাজ্য অবধা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন।† রণজিৎ সিং তখন বুঝিলেন,—ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট সত্য সত্যই তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী। তাঁহার ভয় হইল, পাছে পঞ্জাবের অপরাপর স্বাধীন রাজগণ, ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ হন, এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার সাম্রাজ্য-গঠনের সমুদয় আশা-ভরসা সমূলে নির্ম্মূল হইবে। তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিচক্ষণতার সহিত এক মন্ত্রণা স্থির করিলেন। প্রয়োজনানুরূপ, তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন; তাঁহার শেষ-বিজিত রাজ্যসমূহ পরিত্যক্ত হইল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল, লাহোরের একমাত্র অধিপতি অমৃতসরে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। স্থির হইল;—শতদ্রু নদীর দক্ষিণে যে সমুদয় রাজ্য পূর্ব্বে তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহার অধিকারেই থাকিবে; কিন্তু ভবিষ্যতে

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন, গবর্ণমেণ্ট সার ডেভিড অক্টারলোনিকে পত্র লেখেন। তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

† অষ্টম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (See Appendix, No viii.)

তাঁহার রাজ্যলালসা শতদ্রু নদীর উত্তর এবং পশ্চিমাভিমুখে সীমাবদ্ধ হইল। তিনি তদ্দেশবর্ত্তী সমুদয় রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন; কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। *

এই সময়ে শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি শিখ এবং হিন্দু ও মুসলমান রাজা, ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাঁহারা ইংরেজদিগের আশ্রিত বলিয়া প্রচারিত হইলেন। বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহারা কি কি সর্ত্তে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে সেই বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। সার ডেভিড অক্‌টারলোনি প্রতিপন্ন করিলেন,—যখন সর্দারগণ প্রথমে ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, রণজিৎ সিংহের আক্রমণ ভয়ে তাহা বিদূরিত হইয়াছিল। তখন হয়ত তাঁহারা যে কোন প্রস্তাবিত সর্ত্তে সম্মত হইতেন; এমন কি, রীতিমত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইতেন না। † যখন সেই সর্দারগণ প্রথমে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; লাহোরে তৎকালে যে দূত প্রেরিত হয়, তাঁহার দৌত্য-কার্য্যে সর্দারগণ এক নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ, তাঁহারা আর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের আশ্রয় এক্ষণে অপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট দূর-দেশস্থ

* নবম পরিশিষ্টে সন্ধিপত্র দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং" ৬৭ এবং ৬৮ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 67. 68)

† ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে, সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

কোন বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে যেমন ভীত হইয়াছেন, ইংরাজদিগের সেই ভয় হেতু তাঁহারা পঞ্জাবের স্বেচ্ছাচারীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ; ফলতঃ, এক্ষণে ইচ্ছা করিয়া কেহ আর আশ্রয়-প্রার্থী হন না। তখন যে নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, তাহাতে হয়, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিবেন ; না হয়, তাঁহারা শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইবেন ; * সার ডেভিড প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন,—সেই বিশ্বাসেই রাজন্যবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ হইবে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট নূতন আশ্রয়প্রার্থী রাজাদিগের সম্বন্ধে উদার-নীতি অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে, এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। স্থির হইল,—রণজিৎ সিংহের আক্রমণ সম্বন্ধে স্যারহিন্দ এবং মালোয়ার সর্দারগণ প্রতিভূস্বরূপ রহিলেন ; রণজিৎ সিং কোন সময় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবেন ; সর্দারগণ আপনাপন রাজ্যে একাধিপত্য

* ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট দিল্লীর রেসিডেণ্টকে এক পত্র লেখেন ; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ব্যারণ হ্যগেল ('ভ্রমণ বৃত্তান্ত,' ২৭৯ পৃঃ ;— Travel's, p. 299.) বলেন,—স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যেই অন্ততঃ ইংরাজগণ পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজকার্য্যে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে,—ন্যায্য উত্তরাধিকারী অভাবে সমুদয় রাজ্য গ্রাস করিয়া, তাহার উপস্বত্ব ভোগ-দখল করাই—ইংরাজদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে ধনসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, পরবর্ত্তী সময়ে [illegible] উৎকট অভিলাষ [illegible]। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সেই [illegible] ইংরাজগণ [illegible] নাই।

করিবেন, তাঁহারা স্বাধীন রহিলেন; তাঁহাদিগকে কোনরূপ কর প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু যুদ্ধ-সময়ে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে তাঁহারা সাহায্য প্রদান করিবেন। আরও অনেকানেক সর্ত্ত সাব্যস্ত হইল; কিন্তু এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। *

রণজিৎ সিংহের আক্রমণ-ভয় হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই, কলহপ্রিয় দুর্দ্দান্ত সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ কেহ বা আপনাদিগের অপেক্ষা হীনবল পারিপার্শ্বিক রাজন্যের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সর্দারদিগকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে গবর্ণর জেনারেল পূর্ব্বাপর অনিচ্ছুক ছিলেন।† কিন্তু মিঃ মেটকাফ প্রতিপন্ন করিলেন,—সেই সকল সর্দারের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অবৈধ আক্রমণ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক; এবং তাহাদিগের সকলকেই সমরূপে রণজিৎ সিংহের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সেই মর্ম্মে সংপ্রতি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করা কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলিলেন,—তাঁহাদিগের বিপদ নিরাকরণের একটা নিশ্চয়তা প্রদত্ত না হইলে, উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গ বাধ্য হইয়া লাহোরাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; তাঁহাদের মনে হইবে,—তিনিই আশ্রয় প্রদানের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। নববলে বলীয়ান হইয়া, লাহোরাধিপতি বিজয়-সমরের সুযোগ পাইবেন; তদ্বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধিলাভও অবশ্যম্ভাবী।‡

---

* দশম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (See Appendix, No. x.)

† ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, স্যর ডেভিড অক্টারলোনির বরাবর গবর্ণমেণ্ট এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

‡ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন, গবর্ণমেণ্টের বরাবর মিঃ মেটকাফ যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহারই মর্ম্ম উল্লেখ করা হইয়াছে।

সকলেই সেই মতের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন,—সকলেই সেই মত সমর্থন করিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে সর্দারদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল; কেহ কাহারও রাজ্য অথবা আক্রমণ না করেন,—ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইবে, এবং রণজিৎ সিংহের আক্রমণে তাঁহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন—সে সম্বন্ধেও সর্দারদিগকে আশ্বস্ত করা হইল। * এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, বিবাদ-বিসম্বাদ, অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং অথবা রাজ্য-আক্রমণ সহজে মিটিল না। সার ডেভিড্ অক্‌টারলোনির আগমনে, যোধ সিং খালসিয়া নানারূপ অছিলায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিস্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি বলপূর্ব্বক কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে দমন করিতে সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল। যোধ সিং যে সকল স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার-সাধনই সেই অভিযানের উদ্দেশ্য। †

---

* একাদশ পরিশিষ্টের ঘোষণা-পত্র দ্রষ্টব্য। (See the Proclamation. Appendix. No xi.)

† ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর, দিল্লীর রেসিডেণ্ট রাজাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে, আম্বালার প্রতিনিধির নিকট এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করেন। সামরিক ব্যয়স্বরূপ ৭৫ হাজার টাকা সেই রাজার নিকট হইতে আদায় করিতে আম্বালার প্রতিনিধি আদিষ্ট হন। তৎকালে, কিছুকাল পূর্ব্বে সেই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি যোধ সিং মুলতান অধিকার করিয়া, রণজিৎ সিংহের সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আশ্রিত শিখগণ এবং

দক্ষিণ প্রদেশস্থ 'মালোয়া' শিখদিগের ইতিহাসে, সাধারণ পাঠক-দিগের কৌতূহলপ্রদ ঘটনাবলীর অসদ্ভাব না হইতে পারে; ভারতের শাসনসম্পর্কে যাঁহারা জ্ঞানলাভেচ্ছু, সে ইতিহাসে তাঁহাদেরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত থাকিতে পারে; কিন্তু এস্থলে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কয়েকটী গুরুতর সমস্যা-পূর্ণ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠিল,—সমশক্তিসম্পন্ন রাজগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই বিবাদে যোগদান করা কর্ত্তব্য কিনা; দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক রাজগণ এবং তাঁহাদের মিত্র-রাজগণ অথবা অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ বা সর্দ্দারদিগের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য হেতু বিবাদ বিসম্বাদ সংঘটিত হইলে, সে ক্ষেত্রেই বা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট কোন নীতি অবলম্বন করিবেন;—সে সকল স্থলে তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করা কর্ত্তব্য কিনা, ইত্যাদি বিষয় মীমাংসার জন্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলেন। বিভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ সামাজিক রীতি-নীতির সহিত হিন্দুদিগের উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক প্রচ-লিত নিয়মসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিতে, তাঁহারা অশেষ পরিশ্রম করিলেন;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক প্রথা অনুসারে, উত্তরাধি-কারিত্বের প্রাচীন বিধিসমূহ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কৃষি-জীবী শিখজাতি সহসা রাজ্যাধিকারী হওয়ায়, তাহাদের সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রানু-

---

ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম সম্বন্ধে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং "ক্রোড়া-সিংঘিয়া" মিছিলের অধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং নিঃসন্তান আত্মীয়স্বজনগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই সম্প্রদায়ের প্রকৃত এবং উপযুক্ত অধিনায়করূপে [illegible] হইলেন।

দায়ের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে সম্পত্তির কিরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত— তাহা মীমাংসার জন্যও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল,—ব্রিটিশ জাতির নাগরিক (মিউনিসিপাল) বিধি বিধানই শ্রেষ্ঠ; আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য তাঁহারা যে যাহাকে করিতে প্রস্তুত তদ্দ্বারা তাঁহারা প্রত্যুপকারের আশা করিতে পারেন। তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—স্বগোত্রজ বা সপিণ্ডজ উত্তরাধিকারীদিগের স্বত্বাধিকার সীমাবদ্ধ; সম্পত্তিতে তাঁহাদের জীবনস্বত্ব; যাঁহারা কোন রাজস্ব প্রদান করেন না, তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা; রাজস্ব আদায় না করাতে বুঝিতে হইবে যে, সম্পত্তিটীকে অতি সহজেই খাস করিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিখ রাজ্যের এবং ইংরাজ রাজত্বের সাধারণ সীমা নির্দ্দেশ করাও তাঁহাদের আর একটী অনিবার্য্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এক্ষণে কোন কোন স্থলে তাঁহারা রণজিৎ সিংহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন—অধুনা কোন প্রধান নগর অধিকৃত হইলেই, তৎসংলগ্ন পারিপার্শ্বিক গ্রাম ও জনপদ সমূহে নূতন স্বত্ব জন্মিবে; সেই সমুদায় স্থান স্থানীয় শাসন-কর্ত্তাদিগের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইবে। অধীনস্থ ব্যক্তিগণ কতকগুলি পতিত জমী দখল করিয়া তাহাতে চাষ আবাদ করিতেছিল, সেই সকল জমী রাজার অধিকৃত বলিয়া ঘোষিত হইল। তাঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নাগরিক (মিউনিসিপাল) শাসন-নীতি বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রিটিশ প্রজাগণের নিকট হইতে অপহৃত সম্পত্তি সমূহের জন্য তাঁহারা ক্ষতি-পূরণের দাবী করিলেন, অপরাধীদিগের আত্ম-সমর্পণের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বতন বিচার-পদ্ধতি সমান-প্রচলিত থাকার ব্যবস্থা রহিল; [illegible] [illegible]

নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায়ও সেই পূর্ব্ব-নীতি দূর হইল না। ব্রিটিশ প্রজার ধন-সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দাবী করা সম্বন্ধে এবং অপরাধিগণের আত্ম-সমর্পণ বিষয়ে পূর্ব্বে বিচার-ব্যবস্থায় যে স্বেচ্ছাচার-নীতি অবলম্বিত হইত, এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব্বনীতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল না। প্রগল্ভ এবং অবি-বেচক কর্ম্মচারিগণের যথেচ্ছ কার্য্য-কলাপে বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন-নীতি এবং বিচার-ব্যবস্থা অনেক সময়ে নিন্দাভাজন এবং ভ্রমমূলক বলিয়া কথিত হয়;—সাধারণে তৎপ্রতি পূর্ব্বাপরই দোষারোপ করিয়া থাকেন। সেই সকল কর্ম্মচারী মনে করেন; অপরের শ্রেষ্ঠ শক্তি হ্রাস করিতে পারিলেই, তাঁহাদের প্রভুর জটিল স্বার্থ সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়। তাঁহা-দের বিশ্বাস,—আপন প্রভুর রাজ্যের মঙ্গল বিধানার্থে কোন সুবিধা প্রাপ্ত হইলেই, তাঁহাদের নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় প্রশস্ত হইবে। আপনাপন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অন্বেষণ করেন। এই সকল কার্য্য-কলাপের জন্য কেবল নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণই অপরাধী নহেন; ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে সর্ব্ব-সামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিপূর্ণ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তনের এবং শাসন-দণ্ড পরিচালনের আবশ্যক। শিখদিগের রাজ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই, ভয় এবং মনোদুঃখের কারণ। তদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায়, পরিশেষে তৎ-সম্বন্ধে তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাই তাঁহাদের কল-ঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।* ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সার ডেভিড অক্-টার-লোনি "মারকুইস অব হেষ্টিংসের" নিকট অকপটে স্বীকার করিয়া-

* ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে তারিখের গোপনীয় পত্রাদিতে [illegible]
[illegible] [illegible] স্বীকৃত হইয়াছিল।

ছিলেন,—মন্ত্রি-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, তিনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—তখন শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে কয়েকজন মাত্র শক্তিশালী সর্দ্দার বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারাই সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের জন্য দায়ী, তাঁহাদের উপরই শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। তিনি বুঝিলেন,—'মিছিল' গঠনের সময় হইতেই তাহাদের ভিত্তিতে দোষ স্পর্শ করিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল 'মিছিল' বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, আমেদ শার সময় হইতে শিখগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহারা সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই অবলম্বন করিয়াছিল। রাজগণের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, এবং তাঁহারা সকলে আবার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কিরূপ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ—সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই, শিখ-জাতির অবস্থা-বিশেষের প্রতি বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেরূপ মনোযোগ করেন নাই।* আপনাদিগের ন্যায় সমপরিমাণ ক্ষমতা-

* ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, কাপ্তেন মারে, মিঃ ক্লার্ক, সার ডেভিড অক্টারলোনি এবং লেফটনাণ্ট কর্ণেল ওয়েডের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শতদ্রুর উভয় পার্শ্বের শিখ-রাজ্যে বহুকাল প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন-মতাবলম্বী হইলেও ইংরাজ-রাজত্বের মঙ্গলবিধানার্থ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতেন। তাঁহারা আপনাপন সৎস্বভাব এবং প্রভুত্বগুণে স্বদেশবাসীর গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন,—বৈদেশিক সভ্যজাতির প্রাধান্যে তাঁহারা ভারতবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাহাতে বৈদেশিক শাসন-নীতির কঠোরতা আদৌ অনুভূত না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-বীরপুরুষদিগের মধ্যে সার ডেভিড অক্টারলোনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; উত্তর ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতি-

জাতি সমূহের মধ্যে শিখ-জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছিল। যখন ইংলণ্ডের বিস্তৃত বিশাল শক্তি তাহাদিগের প্রতিরোধ করে, তখন

চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। যে সকল নরপতি ইংলণ্ডের বিশাল শক্তির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সার ডেভিড অক্টারলোনিকে বিশেষ ভাল বাসিতেন; তিনি সৈন্যগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, অধীনস্থ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; কেহ কেহ আবার স্থানীয় শাসন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে আপাত-মধুর এবং অধিকতর সুবিধাজনক বিষয়েই আসক্ত হইতেন। যাহাতে স্বার্থ-সাধন অবশ্যম্ভাবী, সাধারণের অপ্রীতিকর হইলেও সেই সকল কার্য্য সম্পাদনেই তাঁহারা তৎপর হইতেন। তাঁহারা কচিৎ সুচতুর এবং তৎপর শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন; যাঁহারা বহুদর্শন ও বহুগ্রন্থ-পাঠে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, এই সকল শাসনকর্ত্তৃগণ কখনই তাঁহাদের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, তাৎকালিক যুবক এবং কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারিগণও সামরিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতিভা কেহই উপলব্ধি করিতেন না। সুতরাং মন্ত্রিগণের অনুপস্থিতি-কালে শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহাকে কাজে কাজেই গবর্ণমেন্টের স্থানীয় প্রতিনিধিগণের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইত। বস্তুতঃ, মঙ্গল-বিধানার্থই হউক, আর অনিষ্ট-সাধনোদ্দেশ্যেই হউক, সেই সকল কর্ম্মচারী পক্ষপাতিত্ব করিতেন, অথবা একদেশদর্শী হইতেন। গ্রন্থকার অতি অল্পকাল মাত্র কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তৎকালে একটী বিচার-সভা বা সংশোধনকারী সমিতি ছিল। গ্রন্থকার তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক কারণ অনুভব

তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা রাজনীতি সম্বন্ধে পরিমাণাচার অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন; স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধবাদী হইয়া, জনসাধারণ যাহাতে সাম্য-ভাব অবলম্বন করে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

করিয়াছিলেন। তাঁহারা কূটনীতিকাপূর্ণ বাদানুবাদের মধ্য দিয়া সর্ব্ব-প্রকার কার্য্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, রাজনীতি এবং ন্যায়পরতার সর্ব্ববাদিসম্মত নীতি অনুসারে সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্যই তাঁহারা বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন। ভারতে ইংরাজ-প্রাধান্যের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ ছিল, তাঁহারা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিতেন; ভারতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কার্য্যাবলীর নিশ্চয়তা, এবং একতা-বিধান আবশ্যক। তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা অবলম্বন প্রয়োজন; এবং সাধারণের উপযোগী করিয়া শাসনীতি প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সেই সকল শাসনীতির কঠোরতা অনুভূত না হয়, তদ্বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

জ্ঞাপে জানিতে পারিলেন, মহারাজ সিন্ধিয়ার নিকট সন্ধি-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। * তাঁহার রাজধানী লাহোরে কয়েক বৎসর ধরিয়া গোয়ালিয়র, হোলকার এবং আমীর খাঁ প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ প্রকাশ্যভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।† তদ্বিষয় সকলেরই নয়নপথে পতিত হইল। পঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জাতি একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিদেশীয় বিজেতৃ-বৃন্দকে নিষ্কাশিত করিতে উদ্যুক্ত হইবে,—তাঁহাদের প্রভুগণ বহু কাল সেই আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া কালযাপন করিলেন। ইংরেজ শাসনকর্তৃগণের আরও বিশ্বাস জন্মিল,—মারহিদের শিখগণ বাহাতে ইংরাজদিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করে, রণজিৎ সিং তদ্বিষয়ে শিখদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন; তাঁহার এবং হোলকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আশ্রয়দাতাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, তিনি শিখদিগকে পরামর্শ প্রদান করিতেছেন। ‡ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সার ডেভিড অক্টারলোনির ন্যায় সুচতুর সেনানায়কও ভাবিয়া দেখিলেন,—এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য, এবং লুধিয়ানায় সেনা-নিবাস স্থাপন করিয়া

---

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন, দিল্লীর রেসিডেন্ট, সার ডেভিড অক্টারলোনির বরাবর সেই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করেন।

† ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর, সার ডেভিড অক্টারলোনি, গবর্ণমেণ্টের বরাবর সেই মর্ম্মে পত্র লেখেন। এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৩০শে জানুয়ারী এবং ২২শে অক্টোবরের পত্র দ্রষ্টব্য।

‡ ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেণ্টের বরাবর সার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র দ্রষ্টব্য।

বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকা বিধেয়।* এদিকে রণজিৎ সিংহের মনেও সেইরূপ অবিশ্বাস এবং সন্দেহ জন্মিল কিন্তু রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস সচরাচর প্রকাশ পাইত না; তাঁহার ব্যবহারেও সে সব কিছুই বুঝা যাইত না। তবে সময়ে সময়ে অনিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থবোধক কথা-বার্ত্তায় তাঁহার মানসিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত; কখনও বা কার্য্য-প্রণালী এবং পত্রাপত্রের নিয়ম হইতে তাঁহার অবিশ্বাসের বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারিত; তাঁহার কার্য্যকলাপ এবং আচার-ব্যবহার হইতেও তাহা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইত; কখনও বা পদ-গৌরব হেতু তাঁহার সে অবিশ্বাস প্রকাশ হইয়া পড়িত: কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য আলাপ অথবা বাদ-প্রতিবাদ হইতে তাঁহার মানসিক ভাব-ভঙ্গি কিছুই উপলব্ধি হইত না। উভয় রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বিদূরিত হইল। তখন রণজিৎ বুঝিলেন,—শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি নির্ব্বিঘ্নে আপন রাজ্য-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি ইংরাজদিগকে বুঝাইলেন, যখন তিনি অন্যান্য দেশ জয় করিতে ব্যাপৃত থাকিবেন: সুতরাং দক্ষিণ-প্রদেশস্থ কলহ-প্রিয়-মিত্র রাজগণের কার্য্য-কলাপে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি ইংরাজদিগকে বিব্রত করিবেন না। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল এবং মহারাজ উভয়ের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান হইল। † পর বৎসর

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর, স্যার ডেভিড অক্টারলোনি সেই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লেখেন।

† এই সময়ে লাহোরে একখানি গাড়ী প্রেরিত হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রেসিডেণ্ট, স্যার ডেভিড অক্টারলোনিকে

মহারাজ-কুমার খড়্গ সিংহের বিবাহোৎসবে সার ডেভিড অক্‌টারলোনি যোগদান করিয়া, মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।* সেই সময় হইতে শিখ যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিখ-আক্রমণের অকিঞ্চিৎকর জনরবে একমাত্র কার্য্যনিরত অলস ব্যক্তিগণেরই আনন্দ-বর্দ্ধন হইত; সরল-বিশ্বাসিগণ ভয়ে অভিভূত হইতেন। কিন্তু ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেল তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

মিঃ মেটকাফ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে রণজিৎ সিং লুধিয়ানার সম্মুখবর্ত্তী ফিলোরের সীমান্ত স্থান এবং অমৃতসরের গোবিন্দগড় নামক দুর্গ সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তাহাই তিনি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। শিখজাতির ধর্ম্মস্থান সেই রাজধানী অধিকার করিয়াই, রণজিৎ সিং সেই দুর্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।† সেই সময় কাটোচের সংসার চাঁদ গুর্খাদিগকে দমন করিতে রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুর্খাগণ বহুকালাবধি কাঙ্‌ড়ার দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল; এক্ষণে তাহাদের অবিচ্ছিন্ন আক্রমণ অসহনীয় হইয়া উঠিল। রাজপুতরাজ যমুনা হইতে বিতস্তা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারের মনস্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে গুর্খাদিগের

এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর, সার ডেভিড অকটারলোনি গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেন,—তাহাই দ্রষ্টব্য।

* ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র দিয়াছিলেন,—তাহা দ্রষ্টব্য।

† মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৭৬ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's. "Ranjeet Singh," p. 76.)

আক্রমণে তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। গুর্খাদিগকে বিতাড়িত করাই সংসার চাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল, সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্যই তিনি রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রদানের পুরস্কারস্বরূপ সংসার চাঁদ, শিখ-রাজকে কাঙ্গড়ার দুর্গ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে সংসার চাঁদ এক বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিলেন; তিনি গুর্খাদিগকে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণের উপযোগিতা বুঝাইয়া তিনি দুর্গ-প্রবেশের আশা করিলেন। তিনি নেপাল-সেনাপতির নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে দুর্গ প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। সর্ত্ত হইল,—তাঁহাকে সপরিবারে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি নেপাল-সেনাপতির হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিবেন। মহারাজ সংসার চাঁদের সকল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি মিত্র-পুত্রকে বন্দী করিলেন, এবং নানারূপ চতুরতা সহকারে কাঠমাণ্ডু-সেনাপতিকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উমার সিং থাপা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন,—উভয় সৈন্য মিলিত হইয়া পর্ব্বতবাসীদিগকে আক্রমণ করিবে; এবং তিনি কাঙ্গড়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইবেন, অথবা লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে গুর্খাদিগের অংশ বলিয়া দুর্গটী তাঁহাকেই সমর্পণ করা হইবে। যুক্তি প্রদানের ভাব প্রকাশ করিয়া মহারাজ সহসা দুর্গ প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। সংসার চাঁদের সকল আশা নির্ম্মূল হইল; উমার সিং প্রতারিত হইলেন। এইরূপে প্রতারিত হইয়া উমার সিংহ আপন দুরদৃষ্টের জন্য উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে শতদ্রু অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিলেন।* [illegible]

* [illegible]-বিরচিত রণজিৎ সিং, ৭০, ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। [illegible]

কুশল নেপাল-সেনাপতি অতঃপর আপন সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগস্থিত কতক-গুলি বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু কাঙ্ড়া অধিকার করিতে না পারিয়া, লজ্জা এবং ঘৃণায় দারুণ বৃশ্চিক-দংশনে তিনি জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি স্যার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া, সৈন্য সমভি-ব্যাহারে সিন্ধুনদ অভিমুখে যাত্রা করিবেন: পার্ব্বত্য-প্রদেশসমূহ এবং সমতল ভূমি অধিকার করিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্ররূপে বিভাগ করিয়া লইবেন, যিনি যাহা অধিকার করিবেন, তাহার অধিকারে সেই স্থানই থাকিবে।* রণজিৎ সিংহ ইংরাজদিগের সাম্য-নীতি এবং ভিন্ন-জাতি-বিষয়ক বিধি-বিধান কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার উচ্চাভিলাষ ইংরেজগণ কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়াছে; তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাদিগের সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে কোন না কোন ছল করিয়া নেপালের মিত্রগণ তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইবেন। মহা-রাজ রণজিৎ সিং সেই ভাবনা ভাবিয়া আকুল হইলেন;—তাঁহার মনে যুগপৎ ভয়-বিস্ময়ের ঘোর বিভীষিকা উদয় হইতে লাগিল। তিনি প্রচার করিলেন,—উমার সিং থাপা যে সর্ত্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি সেই সর্ত্তেই উমার সিংহের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন। এদিকে

কাপ্তেন ওয়েডকে বলিয়াছিলেন,—গুর্খাগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অংশ-গ্রহণে অভিলাষী। কিন্তু তিনি মনে করেন, তাহাদিগকে পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করাই বিধেয়। (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েড গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।)

* ১৮[illegible] খৃষ্টাব্দের ১৬ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর স্যার ডেভিড অক্টারলোনী গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

গবর্ণর-জেনারেল তাঁহাকে উত্তরে জানাইলেন,— পার্ব্বত্য-প্রদেশে আক্রমণ-কারী গুর্খাদিগের শাস্তিবিধান জন্য কেবল যে তিনিই একাকী শতদ্রু নদী অতিক্রম করিবেন, তাহা নহে; পরন্তু যদি তাহারা সাম্রাজ্যের সমতল ক্ষেত্র আক্রমণ করে, তাহা হইলে, ইংরেজগণ তাঁহার সহায়তা করিবেন। উভয় রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশক শতদ্রু নদী প্রকৃতপক্ষে অলঙ্ঘনীয়, গবর্ণর-জেনারেলের এই প্রস্তাবে তিনি তাহার আর একটী প্রমাণ পাইলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিং অভীপ্সিত স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং পার্ব্বত্য প্রদেশের নিভৃত কন্দরে অভিযানের আবশ্যকতা আর অনুভূত হইল না; রণজিৎ সিং তদ্বিষয়ে আর কোন বাক্যালাপ করিলেন না। * কিন্তু উমার সিং আপন ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে বহুকাল দুঃখা-নলে দগ্ধ হইলেন: আপন দুরাদৃষ্টের বিষ-জ্বালা তাঁহার মন হইতে সহজে নির্ব্বাপিত হইল না। পঞ্জাব আক্রমণের জন্য তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষীয়-দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; তাঁহাদিগকে বিবিধ উপায়ে উত্তেজিত করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—নেপালের সহিত সন্ধি স্থাপনে, শিখ-দেশবাসী সকলেই পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা তাঁহারা উভয় গবর্ণ-মেণ্টের শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তজ্জন্য রণজিৎ সিং অবৈধ-রূপে কটোচের গুর্খা-অধিকার আক্রমণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন,—অগ্রসর হওয়াই অধিকতর নিরাপদ। শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পরপারে গমনের ইচ্ছা

* ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর, সার ডেভিড অক্‌টার লোনি গবর্ণ-মেণ্টের বরাবর এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর এবং ৫ই অক্টোবর সার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লিখিয়াছিলেন,— তদ্বলে জানাই অক্টাৰ্ছ।

প্রকাশ করা ভিন্ন, ইংরাজগণ আর কি উপায়ে শতদ্রু অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেন?* ফলতঃ, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এক যুদ্ধ বাধিল। শিখদিগের রাজ্যের অতি সন্নিকটে, পার্ব্বত্য-প্রদেশে এবং অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। গুর্খাগণ, কাশ্মীর অধিকারের আশা পরিত্যাগ করিল; অধিকন্তু তাহারা স্বদেশ কাটমাণ্ডু বিষয় ভাবিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কেহই রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না। ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সংসার চাঁদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, গুর্খা এবং তাহাদের মিত্ররাজগণের সং-সার্থ তাঁহাকেই অনুরোধ করিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতা এবং অবৈধ সাহায্য প্রার্থনার জন্য রণজিৎ সিং ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সার ডেভিড অক্টারলোনি তাঁহাকে জানাইলেন—মহারাজের প্রভুত্বে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই স্বীকার করিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট অব্যাহতি পাইলেন; কহলুরী হিন্দু সর্দ্দার অপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে সম্বদ্ধ হইবার জন্য কোনরূপ বিশেষ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন না।†

---

* ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

† ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এবং ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট, সার ডেভিড অক্টারলোনিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এতদ্বিষয় সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর সার ডেভিড অক্টারলোনির বরাবর দিল্লীর রেসিডেন্টের পত্র; এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর সার ডেভিড, রণজিৎ সিংহকে যে পত্র লিখিয়া-ছিলেন, [illegible]।

শতদ্রুর তীরবর্তী উত্তর প্রদেশে রণজিৎ সিংহের রাজ্য দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি আর এক নূতন বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাহাতে পুনরায় ইংরাজদিগের সাখ্য-নীতির গভীর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন;—তাঁহাদের পরামর্শের স্থির অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসী এবং পারস্য সম্রাটের আক্রমণ

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে সার ডেভিড অক্টারলোনি সময় সময় কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। অন্ততঃ একবারও তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে, পার্ব্বত্য প্রদেশে যেরূপ যুদ্ধ হইতেছিল, তাহাতে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে সিপাহী সৈন্য সেইরূপ পার্ব্বত্য যুদ্ধের বিশেষ অনুপযোগী। (১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর, সার ডেভিড অক্টারলোনি সেই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন।) এই সকল যুদ্ধে হিন্দুরের (নালাগড়ের) রাজা রামশরণ ইংরাজদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছিলেন। রাজা রামশরণ—হরিচাঁদের বংশধর; হরিচাঁদ গুরু গোবিন্দের হস্তে নিহত হন। বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণে তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত সংসারচাঁদের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াই তিনি গুর্খাদিগের অব্যাহত গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই মহামান্য রাজা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তিনি সার ডেভিড অক্টারলোনির এবং তাঁহার "অষ্টাদশ পাউণ্ডার" কামানের ও সৈন্যের বিশেষ প্রশংসা করিতেন; হিমালয়ের উচ্চ-পার্ব্বত্য-পাশ অতিক্রম করিয়া সেই কামানগুলি লইয়া যাওয়ার পক্ষে রাজা যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি বিশেষ [illegible] [illegible]

আশঙ্কায়, রুশদিগের গতি প্রতিরোধের জন্য মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন কাবুলের সম্রাট, সা সুজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধি স্থাপনের অব্যবহিত পরেই সা সুজার ভ্রাতা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কাবুলের সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইলেন। সা সুজা তাঁহাকেই প্রথমে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি সুচতুর মন্ত্রী, ফতে খাঁর হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই দক্ষ মন্ত্রী ফতে খাঁ রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তৎকালে মহারাজ ভুজিরাবাদে ছিলেন; তত্রত্য শিখ-সর্দার এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত শিখের পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করিয়া, সেই স্থান অধিকার করাই, তাঁহার উদ্দেশ্য। তৎকালে তিনি জানিতে পারিলেন, সা সুজা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। সা সুজার বিশ্বাস ছিল,—কোন না কোন মিত্ররাজ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিবেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হন নাই। সা জমানের নিকট রণজিৎ সিংহ রাজধানী লাহোর নগরী দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই লাহোর সম্বন্ধে তিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকলই তাঁহার মনে উদয় হইল। তাঁহার মনে ভয় হইল, মুষ্টিমেয় সৈন্যের বিনিময়ে সমগ্র পঞ্জাব ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে। তজ্জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির একজন প্রতিনিধিকে আপন আয়ত্তাধীনে রাখিতে চেষ্টিত হইলেন *। মুলতান এবং কাশ্মীর পুনরুদ্ধার-কল্পে সাহায্য প্রদান করিবেন, প্রকাশ করিয়া, রণজিৎ সিংহ সেই ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহ বলিলেন,—হিন্দুস্থান অভিমুখে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইলে, সম্রাটের বিশেষ কষ্ট হইবে; সুতরাং তাঁহার পরিশ্রম নিবারণার্থ

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর স্যার ডেভিড অক্‌টার্লোনি, গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

রণজিৎ সিং স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। * সাহিওয়ালে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু কোন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির নির্দ্ধারিত হইল না। তখন সিদ্ধি-লাভের আশা, সাহ মনে জাগরিত হইল; তিনি কতকটা আশান্বিত হইলেন। রণজিৎ সিংহের অকপটতায় তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল; সা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। † তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু অত্রাচ সন্ধি-স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মহারাজ তৎপ্রতীক্ষায় কাল বিলম্ব না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; সম্রাটের নাম করিয়া, তিনি মুলতান সমর্পণের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই স্থান অধিকার করাই, তাঁহার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। সেই দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসের জন্য লাহোর হইতে রণজিৎ সিং "জেম জেম" বা "ভাঙ্গী তোপ" নামক প্রসিদ্ধ কামান আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা— সকল উদ্যম, ব্যর্থ হইল। বিফলমনোরথ হইয়া তিনি এপ্রিল মাসে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তাঁহার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; এক-লক্ষ ৮০ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে তথা হইতে

* ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই, ১০ই, ১৭ই ও ৩০শে ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, গবর্ণমেণ্টের বরাবর সার ডেভিড অক্‌টারলোনির পত্র দ্রষ্টব্য।

† সা সুজার আত্ম-চরিত, দ্বাবিংশ অধ্যায়। (Shah Shooja's Autobiography, chap. xxii.) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের "কলিকাতার মাসিক পত্রিকা" দ্রষ্টব্য। (Calcutta Monthly Magazine) সার আত্ম-চরিত কখনও পূর্ণলিখিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আদিতঃ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ফিরিয়া আসিলেন। * এই সময়ে, গবর্ণর-জেনারেল কলিকাতায় ছিলেন; তত্রত্য শাসনকর্তা মজঃফর খাঁর সহিত তাঁহার পত্রাপত্র চলিতেছিল। রণজিৎ সিংহ তাহাতে বড় ভীত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—মজঃফর খাঁ, ইংরাজদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব করিলে, ইংরাজগণ তাঁহার সে প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তিনি সার ডেভিড অক্‌টারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—উভয়ের 'মিত্রতা-সূত্রে-আবদ্ধ' শক্তিদ্বয় একযোগে মুলতান আক্রমণ করিবেন, সেই বিজিত রাজ্য পরে উভয়-পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। † তখন তাঁহাদিগের মনে হইল, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের ন্যায় অবরোধ-প্রণালী জানিতেন না; সুতরাং তিনি ইংরেজদিগের নিকট অবরোধকারী সৈন্য এবং আগ্নেয় অস্ত্রাদির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শতদ্রু নদী, উভয় রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছিল; উত্তরদিকেও সেই নদী রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমা মধ্যে পরিগণিত কি না, রণজিৎ সিং তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং কিছু বিরক্ত হইলেন। ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন,—ইংরাজগণ বিনা কারণে, বা বিনা অপরাধে কাহাকেও কখনও আক্রমণ

* ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২১ মার্চ্চ ও ২৩শে মে তারিখে সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত খানিতে প্রকাশিত হয়,—দুই লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। কাপ্তেন মারে বলেন, ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদানের প্রস্তাব হয়। এস্থলে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত হইল।

† ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই এবং ১৩ই আগষ্টের পত্রে গবর্ণমেণ্টের নিকট সার ডেভিড অক্‌টারলোনি সেই পত্র প্রেরণ করেন।

করেন না। কিন্তু অন্য পক্ষে তাঁহাদের পত্রাপত্রের মর্ম্ম অন্য রূপ ছিল। তাহাতে রণজিৎ সিংহের বিশ্বাস হইল,—মুলতান অধিকার সম্বন্ধে তাঁহাকে কেহই বাধা প্রদান করিবেন না। *

রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পর, সা সুজা আটক অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্রোহী ভ্রাতার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, সা সুজা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সমগ্র পেশোয়ার তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। প্রায় ছয় মাস কাল ঐ স্থান তাঁহার অধিকারে ছিল। পরে উজীরের ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, তিনি দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মুলতানের শাসনকর্ত্তার সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে মুলতান প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। তদনুসারে তিনি কয়েক মাইল দূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎকালেও মুলতানের শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন না। অতঃপর পুনর্ব্বার তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে সর্ব্বত্রই কাবুলের অসংখ্য শত্রু বিদ্যমান ছিল; তজ্জন্য তিনি দ্বিতীয়বার পেশোয়ার অধিকারে সমর্থ হইলেন। পেশোয়ার অধিকার কালে দুইটী যুদ্ধ হয়; একটীতে তিনি পরাজিত হন,

* ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টকে এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্ট সার ডেভিড অক্টারলোনিকে পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। মারে-লিখিত "রণজিৎ সিং," ৮০, ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's "Runjeet Singh," p. 80-81.)

জগদলীতে তিনি জয়লাভ করেন। তৎপর পেশোয়ারে তাঁহার অধীনতা পাশে দ্বিতীয়বার আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই সম্রাটের প্রতি সন্দিহান হইতে লাগিল। তাহারা মনে করিল,—সম্রাট সা সুজা, উজীর ফতে খাঁর সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অথবা, রণজিৎ সিংহের পরামর্শ অনুসরণ করিয়া, তাহারা সা সুজাকে বন্দী করিতে মনস্থ করিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, আটকের শাসনকর্তা জেহান-দাদ-খাঁ সা-সুজাকে বন্দী করিলেন; প্রথমে সাহ আটকের দুর্গে কিছুকাল রাখিয়া, পরে তাঁহাকে তিনি কাশ্মীরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তথায় সা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল বন্দী অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন।*

* ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, 'কলিকাতা মাসিক পত্রিকায় সা সুজার আত্ম-চরিতের ত্রয়োবিংশ অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়; তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। (Shah Shooja's Autobiography, ch. xxiii—xxv. in the Calcutta Monthly Journal for 1839). মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৭৯, ৮৭, ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) "Murray's Runjeet Singh." p. 79. 87. 92.)

১৮১০-১১ খৃষ্টাব্দে সা সুজা দ্বিতীয়বার মুলতানে উপস্থিত হন। এই ঘটনা মারের বর্ণনা অনুসারে প্রদত্ত হইল। মুলতান অধিকারের উদ্যোগ সম্বন্ধে সা সুজা 'আত্মচরিতে' কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে শিখদের জোয়াত প্রদেশে অর্থাৎ জেরা-ইস্মাইল-খাঁ প্রভৃতি [illegible] বিরুদ্ধে তিনি [illegible] করিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ মুলতান অধিকারে অসমর্থ হইলেন। সেই অকৃতকার্য্যতায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া, রণজিৎ সিংহ এবং তাঁহার মন্ত্রী মোকম্‌চাঁদ উক্ত-ভূমির ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক শিখ এবং মুসলমান সর্দারদিগকে নূতনরূপে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি, ভিম্বার, রাজাওরি এবং অন্যান্য স্থানের পার্ব্বত্য-রাজগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ, সিন্ধু এবং সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী লবণ-খনিতে উপনীত হইলেন। সা মামুদ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, রণজিৎ সিংহ সৈন্য সমভিব্যাহারে রাওলপিণ্ডি অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য জানিবার জন্য, তথা হইতে রণজিৎ সিংহ এক দূত পাঠাইলেন। আফগান, উদ্দেশ্য জ্ঞাপনার্থ সা পূর্ব্বেই রণজিৎ সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণ মহারাজকে জানাইলেন,—কাশ্মীর-রাজ, সাহ সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারই সাহায্যে সা সুজা এখনও মুলতানের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। কাশ্মীর-রাজকে শাস্তি প্রদান করাই সা'র অভিপ্রেত। অতঃপর সম্রাটদ্বয় উভয়েই সন্তুষ্ট হইলেন। লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, মহারাজ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তাদিগের রাজ্যসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন রাজ্যমধ্যে শাসনশক্তির অভাব ছিল, যখন সর্ব্বসামঞ্জস্যব্যঞ্জক রাজ-শক্তির আধিপত্য দেশ মধ্যে বিস্তৃত হয় নাই, তখন তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন।*

* মরে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং,' ৮৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 83 &c.) যে সকল শিখ-সর্দারের রাজ্য

যুবরাজ মহারাজের অপ্রতিহত গতিতে কেহই আর বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে অন্ধ সম্রাট সা জামান, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলেন। তাঁর সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ হইল। কিছুকাল তিনি লাহোরে অবস্থান করিয়া আপন পুত্র ইউনাচকে লুধিয়ানায় প্রেরণ করিলেন। তথায় সার ডেভিড অক্‌টারলোনি তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যুবরাজ বুঝিলেন—তাঁহার উপস্থিতি এবং আতিথ্য কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে; সুতরাং তাঁহারা রণজিৎ সিংহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কিছু কাল মধ্য-এশিয়ায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কেহই তাঁহাদিগকে আশ্রয়-প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না।* পর বৎসর ভূতপূর্ব্ব সম্রাটদ্বয়ের পরিবার লাহোরে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ সেই সময়ে কাশ্মীরের উপত্যকা অধিকার

বলপূর্ব্বক অধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'সিংপুরিয়া বা ফৈজুল্লাপুরিয়া' মিছিলের সুধ সিং সর্ব্বপ্রধান। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

* মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং,' ৮৭ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 87.) যুবরাজের উপস্থিতি, রণজিৎ সিংহের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সা নিশ্চয়ই তাঁহার অনুসরণ করিতেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে সা ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, "রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া, সহানুভূতি ও দয়ানুকম্পার নিয়মাদি পরিত্যক্ত হইল; তাহার সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন।" তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন, কাবুলীদিগের আক্রমণে বাধা দিয়া আত্ম-রক্ষা ও রাজ্য-রক্ষা

সময়ে কাশ্মীরের দক্ষিণ প্রদেশস্থ পার্ব্বত্য-রাজগণকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। অপরের পরিত্রাণ হেতু তাহার পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিয়া, তিনি আপন সিদ্ধির পথ সুগম করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। স্বরাজ্যের ভিত্তি-ভূমি দৃঢ়ীকরণ মানসে, রণজিৎ সিংহ, সা সুজার পত্নীর নিকট প্রকাশ করিলেন,—তিনি তাঁহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবেন; কাশ্মীরে সা সুজার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে। রণজিৎ সিংহের আশা ছিল,—সেই বীরোচিত কার্য্যে বিপন্ন-সাধ্বী তাঁহার পক্ষপাতিনী হইবে, সেই বিপন্ন রমণী তাঁহার দুঃসাহসিক কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন, রমণীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি জগদ্বিখ্যাত "কোহিনুর" নামক হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সা সুজাকে বন্দী করাই যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। পার্ব্বত্য রাজগণকে আক্রমণ করিয়া প্রথম প্রথম রণজিৎ সিংহ কতকটা সিদ্ধি লাভ করিলেন। এদিকে তাঁহার নব-বিবাহিত পুত্র খড়্গ সিংহ ইতিমধ্যে জম্মু অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন ১৮১২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি শুনিতে পাইলেন,—কাবুলের উজীর ফতে খাঁ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছেন। কাশ্মীর অধিকার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। রণজিৎ সিংহ সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন,—দুইটি বিদ্রোহী দলকে দমন করিতে, তিনি

কেবলই সেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; এক ভ্রাতার বিরুদ্ধে অপরকে সাহায্য প্রদানের জন্য সে সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। আশ্রয়হীন শাহ্‌জাদাকে আশ্রয় প্রদানের জন্য রাজভক্ত স্যর ডেভিড অক্টারলোনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। (১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১১শে জানুয়ারী, স্যর ডেভিড অক্টার-লোনির বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র; এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর ও ১৮১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পত্রাপত্র দ্রষ্টব্য।

উজীরের সহায়তা করিলেন। একজন বিদ্রোহী, রাজার ভ্রাতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, মুলতানের শাসনকর্ত্তা, মামুদের অধীনতা স্বীকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। সেই দুই জনকে দমন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। ফতে খাঁ নিজেও রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমধিক উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে, কাশ্মীর অধিকার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সুতরাং আপন উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে ফতে খাঁ স্বতঃই যে কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত ছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করিতে, তিনি রণজিৎ সিংহের যে কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিতে সম্মত ছিলেন। মহারাজ এবং উজীর উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ক্রীড়া-পুত্তলি-স্বরূপ আপন কুক্ষিগত রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ সিদ্ধি-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশ্মীর অধিকৃত হইল। মোহকম চাঁদের অধীনস্থ শিখদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া, ফতে খাঁ অগ্রগামী হইলেন। ফতে খাঁ প্রতিপন্ন করিলেন,— তিনি নিজেই সে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং রণজিৎ সিং সে রাজ্যের অংশ পাইতে অধিকারী নহেন। তবে রণজিৎ সিং একটী সুবিধা পাইলেন; তিনি সাকে নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন। ফতে খাঁ সেই হতভাগ্য সম্রাটকে বলিয়াছিলেন,—তিনি স্বেচ্ছা গমন করিতে পারেন; সুতরাং সম্রাট শিখ-সৈন্যের সহিত যোগদান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন;—শিখ-সৈন্য-সমভিব্যাহারে লাহোরে উপনীত হইয়া, সা-সুজা প্রকৃতপ্রস্তাবে বন্দিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।* কিন্তু মহারাজ সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইলেন না।

* মারে কৃত "রণজিৎ সিং", ৯২ এবং ৯৫ পৃষ্ঠা; ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ, গবর্ণমেণ্টের বরাবর স্যার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র

তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সকল একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। মামুদের সৈন্যদল কাশ্মীরে পুনঃপুনঃ জয়লাভ করায়, আটকের রাজদ্রোহী শাসনকর্তা বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই তিনি রণজিৎ সিংহকে আটকের দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই অভাবনীয় অনুষ্ঠানে, ফতে খাঁ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তিনি মহারাজের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সা সুজার সহিত নূতন সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন—সেই ভাব প্রকাশ করিয়া, ফতে খাঁ, মহারাজকে ভয়-প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেন। মহারাজ আপন শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই আটকের সন্নিকটে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে কাবুলের উজীর এবং তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ, মোকুম চাঁদ পরিচালিত শিখ-সৈন্যের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। *

সা সুজাকে লাহোরে বন্দী করিয়া, মোগল সিংহাসনের শোভাসম্বর্দ্ধন-কারী উজ্জ্বল রত্ন অপরিমেয় মূল্যবান কোহিনুর অধিকার করিতে রণজিৎ সিংহ সবিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নানা প্রকার ভাণ করিয়া সম্রাট প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত দাবীকৃত বিষয় কিছুকাল উপেক্ষা করিতে

সুজার আত্মচরিত,' পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 92, 95 ; Sir David Ochterlony to Government, 4th March, 1813 ; and Shah 'Shooja's Autobiography' ch. xxv.)

* মারে কৃত 'রণজিৎ সিংহ,' ৯৫ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 95.) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্যর ডেভিড অক্টরলোনির পত্র।

জানিলেন। এমন কি, পরিমিত পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং সার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল; উভয়ে পরস্পর শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন; রণজিৎ সিংহের হস্তে হীরকখণ্ড সমর্পিত হইল। সম্রাট আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পঞ্জাবে একটী জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন; এবং কাবুলের পুনরুদ্ধারকল্পে রণজিৎ সিং, সা সুজাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।* অতঃপর ফতে খাঁর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ মানসে রণজিৎ সিং সিন্ধুনদ অভিমুখে গমন করিলেন। তৎকালে ফতে খাঁ মহম্মদের প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করিতেছিলেন। কাশ্মীর অধিকার-কল্পে মন্ত্রণা স্থির হইলে, তিনি সা সুজাকে পক্ষাবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। এদিকে ফতে খাঁও বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমেই অধিকতর সুযোগ উপলব্ধি হইল; সহসা রণজিৎ সিং প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সা সুজা ধীরে ধীরে

---

* মারে কৃত "রণজিৎ সিং," ৯৫ পৃষ্ঠা। (Murray's "Runjeet Singh", p. 95.) সা সুজার "আত্মচরিত," পঞ্চবিংশ অধ্যায়। (Shah Shooja's 'Autobiography,' ch. xxv.) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এবং ২০শে এপ্রিল সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টকে এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর দিল্লীর রেসিডেন্টকে পত্র প্রেরণ করেন। হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইতে, রণজিৎ সিং যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, সা সে সকলই বর্ণন করিয়াছেন। মারের বিবরণ অপেক্ষা সেই বিবরণই রণজিৎ সিংহের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সা প্রথমতঃ এক লক্ষ টাকার একটী জায়গীর চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ৫০ হাজার টাকার একটী জায়গীর তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে জায়গীরে তিনি সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই; সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্তির কোন প্রমাণও তিনি প্রাপ্ত করেন নাই।

তাঁহার অনুগমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অধিকাংশ বহুমূল্য সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। শিখদিগের বিবরণে জানা যায়,—সাধারণ দস্যুগণ তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। কিন্তু সা সুজার বিশ্বাস,—শিখগণই সেই কার্য্যে অপরাধী। রণজিৎ সিংহের অধস্তন কর্ম্মচারিগণ বিশেষরূপ বিচারক্ষম না হইতে পারেন; কিন্তু সার আপন গৃহেই শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না। পঞ্জাবের মধ্য দিয়া গমন কালে, সা সুজার যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, মিঃ এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের পরিচালক ও পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সার দুঃসময়ে সেই কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অনেক গচ্ছিত বহুমূল্য সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। কোহিনুর এবং অন্যান্য মহামূল্য তৈজসপত্রাদি ধনসম্পত্তির নিরাপদের বিষয়, সেই মীর আবুল হাসানই প্রথমে শিখরাজের নিকট জ্ঞাপন করেন। লাহোরে অবস্থানকালে, তিনিই রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাহাতে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন,—আফগান সম্রাট, কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশ্বাসঘাতকতায়, শিখ রাজধানী হইতে তাঁহার প্রভুর সপরিবারে পলায়নের পথ কণ্টকিত হইল। বহুকাল চেষ্টার পর, পরিশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেগম লুধিয়ানায় পলায়ন করিলেন। সা সুজা বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহাকে বন্দী রাখাই, মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার আরও প্রতীতি জন্মিল,—তাঁহার নাম করিয়া আপন স্বার্থসাধনই রণজিৎ সিংহের একান্ত উদ্দেশ্য। ইহার কয়েক মাস পরেই সা নিজেও পলায়ন করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় রণজিৎ সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট কতকগুলি শিখ তাঁহার সহিত যোগদান করিল; কাশ্মীর আক্রমণকালে কিস্তোয়ারের শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহায়তা করিলেন। তিনি উপত্যকা-ভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে সত্বরই সে স্থান হইতে

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। অতঃপর অকপট এবং প্রাণপণ পার্ব্বত্য অনুচরগণের সহিত তথায় বহুকাল অবস্থানের পর, তিনি কাশ্মীরের মধ্য দিয়া শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সা লুধিয়ানায় গমন করিয়া আপন পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন।* সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার উপস্থিতিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; সাহারাণপুর অথবা কর্ণালে প্রত্যাগমনের জন্য যাহাতে তাঁহার প্রতি পীড়াপীড়ি করা হয়,—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। স্যর ডেভিড অক্টারলোনিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন,—তিনি রণজিৎ সিংহকে বলিবেন, হিন্দুস্থানের সীমামধ্যে ভূতপূর্ব্ব কাবুল-সম্রাটের উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে; তাঁহার কার্যকলাপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অশান্তিজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ সত্ত্বেও, তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহার্থে পূর্ব্বে যে ১৮ হাজার টাকার বন্দোবস্ত ছিল, তাঁহার আগমনে সেই টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া ৫০ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইল। তিনি এরূপ যথোপযুক্ত সম্মান-সম্বর্দ্ধনা এবং আদর-অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন।†

---

* মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং', ১০২,১০৩ পৃষ্ঠা। ('Murray's Runjeet Singh,' p. 102 103.) সা সুজার 'আত্ম-চরিত', পঞ্চবিংশ ও ষড়্বিংশ অধ্যায়। (Shah Shooja"s Autobiography, chaps. xxv, xxvi.)

† ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ও ২০শে আগষ্ট তারিখের এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই, ২২শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত স্যর ডেভিড অক্টারলোনির পত্র। ওয়াফা বেগমকে পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল, ইংরাজদিগের সহায়তা লাভের, তাঁর পরিবারবর্গের কোনই

এইরূপে সা সুজা মহারাজের হস্তস্থিত হইলেন। অতঃপর কাশ্মীর অধিকারকল্পে তিনি আরও কয়েকবার চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু সা সুজার ন্যায় আর কোন ফলোদয় হইল না। কিন্তু সেই পার্ব্বত্য উপত্যকা অধিকারের জন্য রণজিৎ সিং পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের সহিত পত্রাপত্র চালাইতেছিলেন।* পীর-পাঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণভাগস্থিত শাসনকর্ত্তৃগণ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হওয়ায়, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে সামরিক সাজ-সজ্জা প্রক্রিয়াদি চলিতে লাগিল। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন বহুদর্শী সুচতুর মোকুম চাঁদ রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অথচ তিনি রণজিৎ সিংহকে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিলেন; বর্ষাসমাগমে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, তৎকালে কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে, বৃদ্ধ মন্ত্রী পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবশ্যকীয় সকল বন্দোবস্তই স্থির হইয়াছিল; সুতরাং মহারাজের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইল। এক দল সৈন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া, উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল। তাহাদের আক্রমণে এক দল আফগান সৈন্য বিতাড়িত হইল। তখন সৈন্য দল পূর্ব্বোদ্যমে 'সুপেইন' নামক স্থান আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ

সত্ত্বাধিকার নাই। ইংরাজগণ তাঁহাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা করেন না। (১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে দিল্লীর রেসিডেন্ট, গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।)

* ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর ও ২১শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টে লিখিত স্যার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র।

হওয়ায়, শিখ সৈন্য সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে প্রত্যাগমন করিল। তৎকালে শিখ-সৈন্য বহুকাল সেই পার্ব্বত্য-উপত্যকার সীমান্ত-প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল। অত্রত্য শাসনকর্ত্তা, মহম্মদ আজীম খাঁ, রণজিৎ সিংহের প্রধান সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। মহারাজ তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় বর্ষার জলপ্লাবন আরম্ভ হইল; বিশৃঙ্খলা-বেষ্টোবস্থে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল; মিথসিং নেয়ানিহ নামক একজন বীর ও সাহসী সর্দার নিহত হইলেন; আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে রণজিৎ সিং রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছিল; সুতরাং সঙ্গী ও অনুচর বিহীন রণজিৎ সিং একরূপ একাকী স্বদেশে ফিরিলেন। তাঁহার অগ্রগামী সৈন্য-দল নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিল; আজীম খাঁ তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না। আজীম খাঁ বলেন, সেই সৈন্যদলের অধিনায়কের পিতামহ যোকুম চাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা পরবশ হইয়াই, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া-ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, প্রভুত্ব লাভের জন্য তৎকালে যে বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে উজীর ফত্তে খাঁর উচ্চাভিলাষী ভ্রাতা স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং সুখ্যাতি অর্জ্জনের পথ প্রশস্ত ও সুগম করিতে হইলে, প্রত্যেক সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যে বিজ্ঞতার পরিচায়ক, তিনি তদ্বিষয় বিশেষরূপে অনু-ধাবন করিয়াছিলেন।*

---

* মরে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং' ১০৪ ও ১০৮ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh', p. 104, 108.) ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট, স্যার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র প্রেরণ করেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। রণজিৎ সিংহের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই দেওয়ান মোকুম চাঁদের মৃত্যু হয়।

কাশ্মীর আক্রমণ কালে, বিপুল বাহিনী সজ্জিত করিতে হইয়াছিল; মহারাজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং পুনরায় যুদ্ধের সাজ-সজ্জা প্রস্তুত করিতে কিছু কাল-বিলম্ব ঘটিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মুলতানের পারিপার্শ্বিক প্রদেশসমূহে রাজস্ব-সংগ্রহ করিতে মহারাজ স্বল্প একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং রণজিৎ সিং তৎকালে আপনা নগরে থাকিয়া আভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থার সুব্যবস্থায় ব্যাপৃত রহিলেন। তৎকালে ইংরাজ এবং নেপালীদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তিনি তাহাই অভিনিবেশ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ফলতঃ, কয় মাস কাল সেই যুদ্ধে ইংরাজদিগের অযোগ্যতাই প্রকাশ পাইতেছিল। শিখদিগের পলায়নের পর, কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের কতকগুলি মুসলমান জাতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল; সেই বৎসরের শেষ ভাগে রণজিৎ সিং তাহাদিগকে পুনরায় অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নূরপুরের পার্ব্বত্য রাজা স্ব-রাজ্য সমর্পণ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; ইংরাজদিগের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দীনভাবে কালাতিপাত করাই বরং প্রশংসনীয় বিবেচনা করিলেন। ঝঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তার রাজ্যগুলি মহারাজ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন; সেই শাসনকর্তার পদ চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ডেরা-ইস্মাইল-খাঁর অন্তর্গত 'লিয়া' প্রদেশ হইতে মহারাজ রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সৈক্ষ-বংশের বাসভূমি চন্দ্রভাগা-নদী-তীরস্থিত 'উচ' নগর কিছুকালের জন্য ফতে সিং আলুওয়ালিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতার মিত্র যশা সিং সূত্রধরের পুত্র মৃত যোধ সিং রামগড়িয়ার অধিকৃত সমুদায় রাজ্য, রণজিৎ সিং অধিকার করিয়া লইলেন; সে সকলই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। সংসার চাঁদ বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্ব-মিত্রের সাক্ষাৎকার-লাভে তিনি কিছু ভীত হইয়াছিলেন।

অতঃপর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়োল্লাসে অমৃতসর হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। *

পঞ্জাবের উত্তরস্থিত সমতলভূমি ও পর্ব্বত-পাদদেশস্থিত প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ স্থলে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিংহের রাজ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম উত্তরদিকে, কাবুলের অন্তর্ভুক্ত অথবা নামমাত্র শাসনাধীন প্রদেশ সমূহে সীমাবদ্ধ। সেই সকল স্থান অধিকারের কল্পনা মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বাস্থ্য-হানি-হেতু এক বৎসরের জন্য তাঁহার কল্পনা স্থগিত রহিল। মুলতান অধিকার করাই, তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আদুর গর্ব্ব-খর্ব্বকারী পুত্র খড়্গ সিংহের সেনাপতিত্বে মুলতান আক্রমণের জন্য তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজ কি কারণে মুলতান আক্রমণে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন,—এ স্থলে তাহার আলোচনা বা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি মনে করিয়াছিলেন,—আফগানদিগের ন্যায় শিখদিগেরও ইচ্ছামত যে কোন দেশ অধিকারের ক্ষমতা আছে। অধিকন্তু আবেদ খাঁর বংশধরগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া মুলতানের প্রকৃত অধিকারী, স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বহু অর্থের দাবী করা হইল; কিন্তু সে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইল। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই শিখগণ মুলতান অধিকার করিল; কিন্তু জুন মাসের প্রথম পর্য্যন্তও দুর্গটী অধিকৃত হইল না। অতঃপর দুর্গ অধি-কারের এক সুযোগ উপস্থিত হইল। সাধু সিং নামক 'আকালী' সম্প্র-

* মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং, ১০৮ এবং ১১১ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 108, 111.)

দলের এক ব্যক্তি এই সময় "খালসার" পক্ষ হইতে যুদ্ধে গমন করিল, এবং তাঁহার পুত্র সৈন্যদলের আকস্মিক আক্রমণে অতি সহজেই কার্য্য-সিদ্ধ হইল। শিখগণ কি যেন এক অভাবনীয় শক্তিতে সহসা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। উত্তেজনাবশে সকলে মিলিত হইয়া দুর্গের বহির্ভাগ অধিকার করিল, এবং চারি মাস কাল ক্রমাগত আক্রমণে দুর্গের যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া শিখসৈন্য অতি সহজেই দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই আক্রমণে তাৎকালিক শাসন-কর্ত্তা মজঃফর খাঁ ও তাঁহার দুইটী পুত্র নিহত হইলেন, এবং অপর দুই পুত্র বন্দী হইল। সৈন্যগণ বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করিল, কিন্তু সৈন্যগণ লাহোরে পৌঁছিলে, অর্থরাশি রাজকোষে জমা রাখিতে মহারাজ অনুমতি করিলেন। তাঁহার অনুমতি যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় নাই, তজ্জন্য তিনি হয় তো কিছু গর্ব্বিত হইলেন; কিন্তু তিনি যে আশানুরূপ ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন নাই, সে জন্য মহারাজ অনুযোগ করিয়াছিলেন। *

---

* ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন এই স্থান অধিকৃত হয়। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং,' ১১৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (See 'Murray's Runjeet Singh', p. 114 &c.) মহারাজ মুরক্রফটকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্প পরিমাণই তিনি পাইয়াছেন। (মুরক্রফটের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।—Moorcroft, 'Travels', p. 102.) ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে "ভাঙ্গী" মিছিলের শিখগণ বিতাড়িত হইলে, বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তা মহম্মদ মজঃফর খাঁ সেই সময় হইতে মুলতান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তীর্থ-দর্শন-মানসে মক্কায় গমন করেন; তিনি দুই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু তিনি পুত্র সরফরাজ খাঁকে পূর্ব্বেই শাসন-ভার [illegible] অর্পণ করিয়াছিলেন। [illegible]

সেই বৎসরই, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নামমাত্র শাসন-কর্ত্তা, মামুদের পুত্র কামরাণ কর্ত্তৃক কাবুলের উজীর ফতে খাঁ নিহত হইলেন। পারস্য সৈন্য তৎকালে হিরাট আক্রমণ করিয়াছিল; তাহাদিগকে দমন করিতে উজীর হিরাটে গমন করেন, তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জয় সিং আতারিওয়ালা নামক একজন শিখ রাজাও তাঁহাদের অনুগমন করেন; তখন জয় সিং অসন্তুষ্ট হইয়া, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফতে খাঁ কৃতকার্য্য হইলেন; বিশিষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন: তখন আমেদ সাহ বংশধর হিরাটে রাজত্ব করিতেন: ফতে খাঁ হিরাট অধিকার করিতে উৎসুক হইলেন। দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার শিখ বন্ধু তথা হইতে সেই যুবক শাসন-কর্ত্তাকে বিতাড়িত ও রাজ্যচ্যুত করিতে নিযুক্ত হইলেন: দোস্ত মহম্মদ কিছু নৃশংসতা সহকারে আপন উদ্দেশ্য সাধন করিলেন; একটী রাজবংশীয় রমণীর অঙ্গ হইতে রত্ন উন্মোচন কালে, সৈন্যগণের ব্যস্ততায় রমণীর অঙ্গ স্পৃষ্ট হইল। ভগিনীর প্রতি এইরূপ অপমানে কামরাণ স্বীয় বংশের চিরশত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই এক কারণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমতঃ, ফতে খাঁর চক্ষু দুইটী উৎপাটিত হয়; পরে তাঁহাকে নিহত করা হইল। বস্তুতঃ, এই পাপাচরণে আমেদ সাহ উত্তরাধিকারিগণ হিরাট পুনরায় প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু

রাজ-পরিবারের বিবরণে জানা যায়, রণজিৎ সিংহের শেষবার আগমনে বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা, অন্যান্য অবরোধ সময়ের ন্যায়, সেবারেও শত্রুর দক্ষিণে সপরিবারে গমন করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কঠোর প্রতিরোধের নিমিত্তেই হউক, আর হতাশার ফলেই হউক, তিনি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিনা,—তদ্বিষয়ে স্পষ্ট কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিছুদিনের জন্ত তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন; একণে তাঁহারা সম্ভবতঃ অপরাপর সকল রাজ্যের অধিকার-লাভেই বঞ্চিত হইলেন। কাশ্মীর শাসনের ভার স্বীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে জব্বর খাঁর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, মহম্মদ আজীম খাঁ কাশ্মীর হইতে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি সা-সুজাকেই সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু পরিশেষে সা আইউবকেই সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি পেশোয়ার ও গজনী এবং কাবুল ও কান্দাহারের অধিপতি হইলেন। এই রাজ-পরিবর্তন রণজিৎ সিংহের মতবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে অনুকূল হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার আগমনে পেশোয়ার পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু তখন পেশোয়ার স্বাধিকার-ভুক্ত রাখা, তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূল বলিয়া অনুমিত হইল না। সিন্ধুর দক্ষিণ-তীরস্থ খাইবারাবাদ দুর্গে তিনি কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভবিষ্যতে সেই পথ অধিকার করাই বা তাহার সর্ব্বে-সর্ব্বা হওয়াই—তাঁহার উদ্দেশ্য। আটকের পূর্ব্ব-মিত্ররাজ, জেহান-দাদ খাঁ তথায় নিযুক্ত হইলেন; পেশোয়ার তাঁহার অধীনে রহিল; বাহুবলে পেশোয়ার রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। অনন্তর রণজিৎ সিংহের প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই, বারুকজাই শাসনকর্ত্তা, ইয়ার মামুদ খাঁ, ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু হীনবল জেহান-দাদ খাঁ পেশোয়ার রক্ষা-করে কোন চেষ্টা করিলেন না। *

* মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১১৭ ও ১২০ পৃষ্ঠা। (Compare 'Murray's 'Runjeet Singh', p. 117. 120). সা সুজ আত্ম-চরিত, সপ্তবিংশ অধ্যায়। ('Shah Shoojas' 'Autobiography'.

এক্ষণে কাশ্মীরের প্রতি রণজিৎ সিংহের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। কাশ্মীর অধিকার করে তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ আজীম খাঁ অনেকগুলি শিক্ষিত সৈন্য লইয়া প্রস্থান করায় সে স্থানের সৈন্যবল অনেক হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু দেশা সিং মুজিথিয়া ও সংসার চাঁদের কার্য্যকলাপে আত্ম-রক্ষার্থ ব্যাপৃত থাকায়, রণজিৎ সিং অন্ত রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজের প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এই শাসনকর্ত্তৃদ্বয় পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। শতদ্রুর উভয় পার্শ্বেই কালুরের রাজার রাজ্য ছিল; সাহসিকতার সহিত তিনি রণজিৎ সিংহের রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হন। গুর্খাদিগের বন্ধুর পূর্ব্বকার্য্যের প্রতিশোধ লওয়ার এই সুযোগ পাইয়া, সংসার চাঁদ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সিন্ধু-নদ অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণও সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া বাহুবলে তাহাদের গতিরোধ করার জন্য, একদল সৈন্য সর্ব্বদাই সজ্জিত ছিল। রণজিৎ সিং অনতিবিলম্বে সৈন্যগণের প্রত্যাগমনের আজ্ঞা প্রচার করিলেন; এবং সর্দ্দার দেশা সিং স্বয়ং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার কথা

chap. xxvii.।) মুন্সী মোহনলাল লিখিত দোস্ত মহম্মদের জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৯৯. ১০৪ পৃষ্ঠা। ('Moonshee Mohan Lal's Life of 'Dost Mahomed', p. 99. 104.)

কাপ্তেন মারে (p. 131) বলেন, 'আজারি' সম্প্রদায়ের জয় সিং, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পক্ষ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পূর্ব্বকথিত সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে, মিঃ ম্যাসনের ভ্রমণবৃত্তান্ত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। (Compare Mr. Masson, 'Travels', iii. 21, 32.)

প্রার্থনা করেন, ইহাও তাঁহার আদেশ ছিল।* এই সকল ভীতিব্যঞ্জক ঘটনার অবসানে, মহারাজ বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে কাশ্মীর আক্রমণে গমন করিলেন। এই সময় কতকগুলি সৈন্য কাবুল অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছিল; কাবুল হইতে ইতিমধ্যে আর একদল অতিরিক্ত সৈন্য আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করায়, তাহাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। দেওয়ান চাঁদ নামক যে ব্রাহ্মণ সন্তান মুলতানে বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনিই অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন; যুবরাজ খড়্গ সিং একদল রক্ষক-সৈন্য-ব্যূহের সেনাপতিত্ব লাভ করিলেন, এবং স্বয়ং রণজিৎ সিং একদল 'রিজার্ভ' সৈন্য লইয়া সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের পশ্চাতে রহিলেন। অশ্বারোহী শিখ সৈন্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্য, পদাতিক সৈন্যের সহিত পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিল; তাহারা কতকগুলি দশ-ভার কামানও সঙ্গে লইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথগুলি অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু তখন সকলেই দেখিল, জব্বর খাঁ তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত রহিয়াছেন। প্রথমতঃ আফগানগণ আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দুইটী কামান কাড়িয়া লইল; কিন্তু তাহারা আর অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিল

* মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh, p. 121, 122, and Moorcroft, 'Travels', p. 110.) দেশা সিংহের প্রতি মহারাজের মনোমালিন্য কত দিন ছিল, তাহাই নিরূপণ করা বড় কঠিন।

না। পরন্তু পুনর্ম্মিলিত শিখগণ পুনরায় আক্রমণ করিয়া একরূপ বিনা রক্তপাতে যুদ্ধে জয়লাভ করিল। *

কাশ্মীর অধিকারের কয়েক মাস পরে, রণজিৎ সিং নিজে পঞ্জাবের দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিলেন এবং কাবুলের অন্যতম উপনিবেশ-সিন্ধু-তীরবর্ত্তী ডেরা-গাজী-খাঁ বিজয়োন্মত্ত শিখগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার সঙ্গম-স্থলে রণজিৎ সিংহের রাজ্যের অধীন ভাওয়ালপুরের রাজার কতকগুলি রাজ্য ছিল; দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই ডেরাগাজী-খাঁর দুরাণি শাসন-কর্ত্তাকে পরাজিত করায়, ইজারা-স্বরূপ ঐ স্থান তাঁহাকে প্রদান করা হয়। কিন্তু শতদ্রুর পূর্ব্বদিকের সমুদায় রাজ্য প্রকৃত পক্ষে না হউক, প্রকারান্তরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীনে আনীত হয়; এবং এই প্রকারে তিনি কতক পরিমাণে, রণজিৎ সিংহের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন। † ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত কলহপ্রিয় মুসলমান-বংশ সমূহের ক্ষমতা হ্রাস-করণে তিনি কতক চেষ্টা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ডেরা-ইস্মাইল খাঁ অধিকার করিয়া, মধ্যসিন্ধু-প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে

---

* মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২২—১২৪ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 122—124.)

† Government to Superintendent of Ambala, 15th Jan. 1815. and Sir D, Ochterloney to Government, 23rd July 1815. Compare Murrays Runjeet Singh p. 104. ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্তে জানা যায়, রণজিৎ সিং শতদ্রু নদীর দিকে পাকপটন পর্য্যন্ত গমন করেন; ভাওয়ালপুর আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রতিরোধের আয়োজন দেখিয়া, এবং নজরানা উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া, তিনি পশ্চিম দিকে গমন করেন।

রণজিৎ সিং স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাবের পশ্চিমদিকবর্ত্তী দুইটি নদীর মধ্যবর্ত্তী সুদৃঢ় মানকেরা দুর্গ, বহুদিন হইতে সেই স্থানের শাসন-কর্ত্তার পিতা হাফিজ আমেদ খাঁ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কাবুলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই; কিন্তু সম্মান-সূচক কতকগুলি সর্ত্তের অঙ্গীকারে প্রলোভিত হইয়া, বৎসরের শেষ ভাগে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিলেন। সিন্ধুনদের দক্ষিণতীরস্থ সমগ্র দেশ এবং তদন্তর্গত ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ তাঁহার অধীনে রহিল; কিন্তু লাহোরের জায়গীরদার স্বরূপ তিনি উহা ভোগ-দখল করিতে থাকিলেন।*

ফতে খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আজীম প্রভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ-করণ মানসে, তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আটকের সন্নিকটবর্ত্তী খাইরাবাদ আক্রমণ করাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য। আশ্রয়বিহীন শিখ-শাসন-কর্ত্তা জয় সিং তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী পরিদর্শন করিয়া, মহারাজ পশ্চিমাভিমুখে আসিলেন; তিনি তথা হইতে পেশোয়ারের শাসনকর্ত্তা ইয়ার-মামুদ খাঁর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া রাজস্ব দাবী করিলেন।† সেই শাসনকর্ত্তা, রণজিৎ সিংহকে যেরূপ ভয় করিতেন, ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁর ষড়যন্ত্রেও তদ্রূপ ভীত

* মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১২৯, এবং ১৩০ পৃষ্ঠা এবং সার এ, বারনেস্ কৃত 'কাবুলের' ৯২ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 129, 130 and Sir A. Burne's 'Caubul' p, 92.)

† মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১৩৪—১৩৭ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 134—137.)

ইয়ার মাহমুদ খাঁ উপহারস্বরূপ যে অশ্ব সমূহ রণজিৎ সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন, মহম্মদ আজীম খাঁ তাহা অনুমোদন করিলেন না। সুতরাং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় পেশোয়ারে গমন করিলেন। ইয়ার মাহমুদ, ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ না করিয়া ইউসফজাই দিগের পার্ব্বত্য রাজ্যে পলায়ন করিলেন; সেই প্রদেশ, বরু-বংশের একটী শাখার হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু শিখদিগের প্রধান অধ্যক্ষ এই সময়ে অদূরেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তখন আপন ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-করে কৃত-সংকল্প হইলেন। ১৩ই মার্চ তাঁহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন; হস্তী-যূথ নদীর পরপারে কামান বহন করিয়া লইয়া গেল। সিন্ধুনদ-তীরবর্ত্তী 'খটুক'দিগের রাজ্য

প্রদত্ত হইয়াছে, সে গুলি সঠিক নহে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, দিল্লীতে রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন মারে এবং কাপ্তেন রস যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর তারিখে স্যর ডেভিড অক্টারলোনি, কাপ্তেন রসকে যে পত্র দেন তাহাতে, এবং ঐ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন গবর্ণর-জেনারেলের দিল্লীর এজিণ্টি, কাপ্তেন মারের নিকট ও ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট যে পত্রাদি প্রেরণ করেন,—তাহাতে, অন্যান্য আবশ্যকীয় সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল, ১০ই জুলাই এবং ১৮ই অক্টোবর গবর্ণর জেনারেলের এজিণ্টির নিকট গবর্ণমেণ্টের পত্রাদি হইতেও অনেক বিবরণ জানা যায়। কাপ্তেন মারে বলেন, এই উপলক্ষে [illegible] মিঃ একেবারেই অযথারীতি অধিকারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] সৈন্য-যুক্ত করিয়া লইতে রণজিৎ সিংহকে [illegible] করেন।

অধিকৃত হইল; আকোরা নামক স্থানে মহারাজ, আশ্রয়-বিহীন জয় সিং ঘাণ্ডরিওয়ালাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সকল দোষ মার্জ্জনা করিলেন। মুসলমানগণ ধর্ম্ম-যুদ্ধ বা 'জেহাদ' ঘোষণা করিল; 'খুটুক' জাতি এবং 'ইউসফজায়ী' সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ সহস্র সৈন্য, ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের আহ্বানে ধর্ম্ম রক্ষার্থ অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত হইল। এই বিশাল সৈন্যদল নওশেরার অনতিদূরবর্ত্তী পাহাড়ী প্রদেশে এবং তৎচতুর্দ্দিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল; কিন্তু কাবুল নদীর পশ্চিম তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিল; তীরে মহম্মদ আজীম খাঁ সেই নদীর দক্ষিণ তীরে একটী উচ্চতর স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। পাঠান সাময়িক সৈন্যগণের উপর তাঁহার যে প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; আপন ভ্রাতার সততার প্রতিও তিনি সন্দিহান হইলেন। উভয়কে প্রতিরোধ করার মানসে রণজিৎ সিং একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন; সেই সৈন্যদল সত্বর কৃষকদলকে আক্রমণ করিতে নদী অতিক্রম করিল। আকালি সম্প্রদায়ের শিখগণ চকিতের ন্যায় মুসলমান গাজীয়াদিগকে তীমবেগে আক্রমণ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অমৃতসরের ধর্ম্মোন্মত্ত যোদ্ধৃগণের দুর্দ্ধর্ষ পরিচালক ফুলা সিং নিহত হইলেন; বিপক্ষ সৈন্য সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং ফুলা সিংহের সৈন্যগণ, সেই পদাতি সৈন্যসাগরে বিশেষ কোনই স্থায়ী নিদর্শন রাখিতে পারিল না। অতঃপর আফগান সৈন্য উৎসাহিত হইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; তাহাতে লাহোরের শাসনকর্ত্তার শিক্ষিত সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যাহা হউক, সমবেত সৈন্যের আবির্ভাবে এবং নদীর বিপরীত তীরস্থ সুসজ্জিত সৈন্যের সমাগমে, তাহাদের গতি প্রতিহত হইল, এবং পরিশেষে রণজিৎ সিংহের

শত্রু ও পরিশ্রমের এই বাধা-প্রদান, বিজয়গাতে সমাহিত হইল। মহম্মদী ও ধর্ম্মপ্রাণ পর্ব্বতবাসিগণ এই পরাজয়ের পর পুনরায় সমবেত হইল; "গাজীগণ", মহম্মদ আকবরের অবিনাশকল্পে পরদিন যুদ্ধ করিতে চলিয়া, তাহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু কাবুলের উজীর তখন অতিকষ্টে পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং আর কেহই তাহাদিগকে উৎসাহ কিংবা সাহায্য প্রদান করিল না। সেনাগণ পেশোয়ার ধ্বংস করিয়া ফেলিল; কিন্তু জনসাধারণের শত্রুভাবহেতু সেই বিজিত প্রদেশ শাসনাধীনে রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ইহার মামুদ খাঁর কর্ত্তা খাঁকারের প্রস্তাবে বিচক্ষণ মহারাজ, সম্মত হইলেন। অত্যল্পকাল পরে মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই পেশোয়ার, কাবুল এবং কান্দাহার প্রভৃতি তিনটী রাজধানীর অধিকারী ভ্রাতৃবর্গের সৈন্যদলের একতাও নষ্ট হইল। সা মামুদ এবং তৎপুত্র কামরাণ, হীরাটে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকিলেন। অন্যদিকে, সা আইউব আফগানিস্থানের নামমাত্র সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন; তিনিও তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না। *

---

* মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৩৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; মূরক্রফটের ভ্রমণবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩৩, ৩৩৪ পৃষ্ঠা; এবং ম্যাসনের "ভ্রমণ বৃত্তান্ত," তৃতীয় খণ্ড ৫৮—৬০ পৃষ্ঠা। (Compare 'Murray's Runjeet Singh' p. 137 &c. ; Moorcroft's 'Travels', ii. 333, 334 ; and Masson's 'Journey's, iii. 58-60. রণজিৎ সিং কাপ্তেন ওয়েডকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণের মধ্যে একমাত্র তাহারাই, মুসলমান আক্রমণে অটল ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ওয়া এপ্রেল কাপ্তেন ওয়েড, দ্বিতীয় রেসিডেন্টের নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাই

আবাদের চেষ্টা করিতেছিলেন।* তিনি শিকারপুর, 'ভাগপুর' সংশের অধিকৃত রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু তখনও মহারাজ উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংসার চাঁদের মৃত্যুর বিষয় তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। এক সময়ে সেই শাসনকর্ত্তা মহারাজের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সংসার চাঁদের পুত্রকেই পিতৃক্ষমতাধিক বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। যুবরাজ খড়্গ সিং, কটোচের রাজের উত্তরাধিকারীর সহিত বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন।†

27, 128.) উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই উপলক্ষে দোস্ত মহম্মদ খাঁ ঘোর বিদ্রোহতাচরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধিগণ এবং জন-সাধারণে পরে সেই ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; শিখগণ ও আফগান জাতি প্রকৃতপ্রস্তাবে শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন তাহারা পরস্পর দৈব-ঘটনা সমূহের দৌটাতে স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিত, সংসারেই একত্রিত হইতে প্রস্তুত হইত।

* Captain Murray to Governor-General's Agent at Delhi, 15th Dec, 1825 and Capt Wade to the same, 7th, Aug, 1823.

† মরের বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৪১ পৃষ্ঠা (Murray's Runjeet Sing, p. 141.) সংসার চাঁদের বংশ ও রাজ্যের বিবরণ জানিতে মুরক্রফটের ভ্রমণবৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। (মুরক্রফট, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ১২৬—১৪৩ পৃষ্ঠা।)

ইত্যবসরে কাশ্মীর মুলতান এবং পেশোয়ার প্রভৃতি তিনটী মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া রণজিৎ সিং তথায় শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কি পার্ব্বত্য প্রদেশে, কি সমতল ক্ষেত্রে,—পঞ্জাবের সর্ব্বত্রই রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। রাজ্যের অধিকাংশই তিনি বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন। সুদাক এবং সিন্ধুদেশ অধিকারের জন্য তিনি যে কল্পনা স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে। অপরাপর ঘটনাবলীর বর্ণন-ব্যপদেশে, রণজিৎ সিংহের কার্য্যপ্রণালীর বিবরণে কিছু কালের নিমিত্ত বিরত হইলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রণজিৎ সিংহের প্রকৃতি ও চরিত্র বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সেই সকল বিষয়ের বর্ণনা একান্ত আবশ্যক। দেশের ইতিহাসের সহিতও সেই সকল বিষয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানায় পৌঁছিয়া, সা সুজা স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাবুল ও কান্দাহার বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে কিছু দিন বদ্ধমূল ছিল। ইংরাজদিগের বিশ্বাস,—সা সুজা কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; সা সুজা তাহাতে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তিনি এক জন সম্রাট; ভাগ্য-চক্রের কঠোর নিষ্পেষণে রাজ্যধন হারাইয়া, তিনি নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন; বিপন্ন অবস্থায় রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে বারে বারে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন;—সা সুজা সেই ভাব প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইতেন। ফতে খাঁর আক্রমণে যখন তিনি প্রপীড়িত হইয়া পড়েন, তখন সিন্ধু-দেশের আমীরগণ তাঁহাকে বহু আশা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল,—দক্ষিণ দিক হইতে আফগানিস্থান আক্রমণ করিলে, যুদ্ধ জয়ের বিশেষ সম্ভাবনা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজদিগের নিকট,

তাঁহাদের সুবিধাজনক অনেক বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, বিদেশীয় কার্য্য-কলাপের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই, এবং পারিপার্শ্বিক সকলের সহিতই তাঁহারা শান্তিতে ও নির্ব্বিবাদে বাস করিতে অভিলাষী। সা সুজা যখন এইরূপে স্থানে স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফতে খাঁ নিহত হইলেন। মহম্মদ আজীম খাঁ, সা সুজার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। তৎপ্রতি বিশ্বাস বশতঃ, সা তৎক্ষণাৎ লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, সা সুজা সেই স্থান পরিত্যাগ করেন; ভাওয়ালপুরের নবাবের সাহায্যে ডেরাগাজী-খাঁ তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অতঃপর শিকারপুর অধিকারার্থ পুত্র তাইমুরকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি দুরাণিদিগের সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইবেন; তাঁহার পেশোয়ার যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইত্যবসরে মহম্মদ আজীম খাঁ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রচার করিলেন,— তিনি স্বয়ং আইউবের উজীর। সাসুজা ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া খাইবার পর্ব্বত-শ্রেণীর কতকগুলি ভিন্ন-সম্প্রদায়ের আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুই মাস পরে সেখান হইতেও তিনি বিতাড়িত হন; শিকারপুর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মহম্মদ আজীম খাঁ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সুতরাং সা সুজা সেখান হইতেও পলায়ন করিলেন। প্রথমতঃ তিনি খয়েরপুর গমন করেন; তৎপর হায়দ্রাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সিন্ধুআমীরদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর শিকারপুর পুনরুদ্ধার করিয়া এক বৎসর তথায় বাস করেন। কিন্তু মহম্মদ আজীম খাঁ পুনরায় আগমন করিলেন। তখন হায়দ্রাবাদের শাসন-কর্ত্তৃগণ এই আদেশ করিলেন যে, সা সুজা ইংরাজদিগকে আমাদের রাজ্যের মধ্য-দিয়া

করিয়াছেন; এক্ষণে ইঁহাকে বিতাড়িত করায় উভয়েরই বেশ কার্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তথায়ও নিরাপদ নহেন মনে করিয়া, সা সুজা দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। পরিশেষে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দ্বিতীয়-বার লুধিয়ানায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সা জুমান ঠিক সেই সময়ে পারস্য এবং আরব দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, সেই পথে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। সা সুজার নির্দ্ধারিত বৃত্তি এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাসী সুচতুর খাজা মোবাদপ্রমুখ তাঁহার পরিবার-বর্গ গ্রহণ করিতেন। সা জুমান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করায়, তাঁহার ভরণপোষণের জন্য প্রথমতঃ ১৮,০০০ টাকা, পরে ২৪,০০০ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়।

* Compare 'Shah Shooja's Autobiography.' ch. xxvii, xxviii, xxix, in the Calcutta Monthly Journal for 1839, and 'Bhawalpur Family Annals' (Manuscript)' কাপ্তেন মারে (History of Runjeet Singh, p. 103) বলিয়াছেন যে, শিখগণের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সা-সুজা একবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হয়। যাহা এই স্থলে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, তৎসমর্থনার্থ নিম্নলিখিত পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ও ৭ই জুনের দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের পত্র; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর এবং ১০ই অক্টোবরের এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন মারের, এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল, ৩০শে জুন ও ২৭শে আগষ্টের স্যর ডেভিড অক্টারলোনির নিকট কাপ্তেন মারের পত্রাবলী।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের রাজ্যচ্যুত মারহাট্টা-রাজ, আপ্পা সাহেব, ইংরাজদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, অমৃতসরে উপনীত হন। তাঁহার কার্য্য-কলাপে বোধ হইয়াছিল, তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক অর্থ ছিল। রণজিৎ সিং যাহাতে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন, অমৃতসরে গমন করিয়াই, তদ্বিষয়ে তিনি বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহারাজের মিত্র, ইংরাজদিগের সহিত আপ্পা সাহেবের ঘোর শত্রুতার বিষয় জানিতে পারিয়া, মহারাজ রণজিৎ সিং আপ্পা সাহেবকে রাজ্য পরিত্যাগের অনুমতি করিলেন। আপ্পা সাহেব তখন কিছুকালের জন্য সংসার চাঁদের রাজ্য কটোচে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কটোচে থাকিয়া শতদ্রুর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সমগ্র ভারতখণ্ড অধিকারের জন্য, শা জুমানের পুত্র যুবরাজ হায়দরের সহিত জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল, দিল্লী হইতে কমোরীণ অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যখণ্ডে তুরাণি রাজা হইবেন; মারহাট্টা সকল তাঁহার উজীররূপে, অধীন রাজার ন্যায়, দক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। এই সংকল্পে পঞ্জাব যোগদান করিল না। কিন্তু রণজিৎ সিং, সংসার চাঁদ কিংবা কাবুলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার এই অভিসন্ধিতে লিপ্ত ছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যখন সেই ঘটনা প্রচারিত হইল, তখন সংসার চাঁদ আপন অতিথিকে অন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আপ্পা সাহেব মণ্ডীতে গমন করেন; এই স্থান শতদ্রু নদী এবং কাংড়ার মধ্যে অবস্থিত। তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে গমন করেন, এবং পরিশেষে সে দেশ পরিত্যাগ পর বৎসর করিয়া, যোধপুরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রাজাও তখন ইংরাজদিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং ভূতপূর্ব্ব রাজার আত্ম-সমর্পণ আবশ্যক হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজপুত-রাজ তাহাতে নানারূপ আপত্তি করিলেন; সুতরাং আপ্পা

সাহেবকে নিরাপদে রাখিতে স্বীকৃত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট আর কোন আপত্তি করিলেন না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; অতঃপর সকলেই আপ্পা সাহেবের কথা বিস্মৃত হইল।*

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, নূরপুরের পার্ব্বত্য রাজা, বীর সিংহ, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনিও শতদ্রুর দক্ষিণে আশ্রয়ানুসন্ধান করিতেছিলেন। এই সময় সা সুজা লুধিয়ানায় পৌঁছিলে, বীর সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়াই, সেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যখন সা বন্দী অবস্থায় লাহোরে বাস করিতেন, তখন মহারাজ বিভিন্ন অসন্তুষ্ট রাজপুরুষগণের সন্ধিপ্রস্তাব সম্পূর্ণরূপ উপেক্ষা করেন নাই। ইংরাজদিগের সহিত সার সন্ধির বিষয় তাঁহার স্মরণ হইল; রাজ্যভ্রষ্ট রাজাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য উচ্চাভিলাষিগণ কিরূপ তৎপর, তাহা তিনি জানিতেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজ-কর্তৃপক্ষদিগের উদ্দেশ্য জানিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু নূরপুরের রাজার প্রতি ভীতি প্রদর্শনের ভাণ করিয়া মহারাজ ইংরাজদিগের প্রতি আপন সন্দেহ গোপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার

---

* Compare 'Murray's Runjeet Singh,' p. 126; Moorcroft's 'Travels', i. 109; and the 'quasi-official authority, the 'Bengal and Agra Gazetteer' for 1841, 1842 (articles "Nagpoor" and "Jodhpur"). See also Capt. Murray's Letters to Resident at Delhi, 24th Nov. and 22nd Dec. 1821, and the 13th Jan. 1822, and 6th June, 1844; and likewise Capt. Wade to Resident at Delhi, 5th March, 1824.

সৈন্যগণ এক্ষণে মুলতানের সন্নিকটে অবস্থিত ; সুতরাং বীর সিংহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া, হয়তো বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে পারেন। তখন সা সুজা কর্তৃক প্রতিনিধিগণের আদর-অভ্যর্থনায় সকলেই অমত প্রকাশ করিলেন ; এবং বিতাড়িত রাজার লুধিয়ানায় বস-বাসও অনভিপ্রেত বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু রণজিৎ সিং বুঝিলেন,—আপন প্রাধান্ত রক্ষার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বনে, তাঁহার (সার) সত্ব স্বীকার করা হইয়াছে : কিন্তু ইংরাজ-রাজ্যের সীমা মধ্যে তৎকর্তৃক কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারিবে না। মহারাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন,—দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহার রাজধানী লাহোর সর্বসময়েই নিরাপদ ; সুতরাং বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, মহারাজ আর কোনই প্রতিবাদ করিলেন না। *

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বিচক্ষণ পরিব্রাজক মুরক্রফট, ইয়ারখন্দ ও বোখারা পরিদর্শন মানসে, ভারত-প্রান্তর পরিত্যাগ করেন। পঞ্জাবের ...তা-প্রদেশে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া, তিনি রণজিৎ সিংহের ...তে সাক্ষাৎ করিতে লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হন। রণজিৎ সিং মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার ব্যবহারে মহারাজের এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের

* ১৮১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের সরকারী কাগজ পত্রের, বিশেষতঃ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত দিল্লীর রেসিডেণ্টের পত্রেরই, এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ বৎসর বীর সিংহ নিজ রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে আর একবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। ('Murray's Runjeet Singh', p. 145, and Captain Murray to Resident at Delhi, 25th February. 1827) পরিশেষে তাঁহাকে কারামুক্ত করা হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন ; কিন্তু তখন কেহই আর তাঁহার নাম গণ্য করিত না।

সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছিল। মহারাজ অকপটচিত্তে তাঁহার জীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত মূরক্রফটের নিকট একে একে বর্ণন করিয়াছিলেন; তিনি পরিব্রাজক মূরক্রফট্‌কে আপন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল দেখাইয়াছিলেন; এবং অবসরক্রমে নিঃসন্দেহে তাঁহার রাজধানীর যে কোন অংশ পরিদর্শন করিতে, তাঁহাকে উৎসাহ, প্রদান করিয়াছিলেন। চিকিৎসাদি বিষয়ে নৈপুণ্যে, সর্ব্ব বিষয়ে বহুদর্শিতায়, আপন সরল-অকপট ব্যবহারে এবং কার্য্যদক্ষতা ও উৎসাহে মিঃ মূরক্রফট সর্ব্বজন-প্রিয় হইয়াছিলেন; এবং তাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে তিনি পঞ্জাবে ইংলণ্ডজাত পণ্যদ্রব্য প্রবর্ত্তন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহারাজ সেই প্রস্তাব কৌশলে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কথিত হয়, মহারাজের বি[illegible] তাহাতে রাজস্ব হ্রাস হইতে পারে; বিশেষতঃ, এরূপ ক্ষেত্রে যাহাদের পরা[illegible]শুক, সেই সকল প্রধান কর্ম্মচারী বহুদূরদেশ আক্রমণে গমন করিয়াছিলে[illegible] মূরক্রফটের ভ্রমণের জন্য সকল প্রকার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছিল; পরিশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, যদি তিনি তিব্বতদেশ হইতে ইয়ারখন্দে না পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি কাশ্মীরের মধ্য দিয়া কাবুল ও বোখারা পর্য্যন্ত গমন করিবেন। সর্ব্বশেষে সেই পথ অবলম্বন করাই, তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিঃ মূরক্রফট নিরাপদে লুদাকে পৌঁছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে, রুষিয়ার মন্ত্রী যুবরাজ নেসেলরোডের নিকট হইতে মহারাজ একপত্র প্রাপ্ত হন; তাহাতে রুষিয়া একজন সওদাগরকে রণজিৎ সিংহের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি আরও নিশ্চিত জানাইয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের অধি-বাসিগণ, রুষ রাজ্যে মহা সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইবে—রুষিয়ার অধি-বাসী একজন সদাশয় ব্যক্তি; তিনি অত্যন্ত [illegible] বহু-সামগ্রী [illegible] [illegible]—প্রধানতঃ, শিখদিগের রাজ্যের শান্তি [illegible] তিনি [illegible]

বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ময়ক্রফ্টের প্রেরিত সওদাগর রুবিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে পরিভ্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরিশেষে জানা গিয়াছিল, কয় বৎসর পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি লাহোরের মহারাজ এবং লাদাকের রাজার নিকট এইরূপ পত্রবাহক দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। *

রণজিৎ সিং একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনায়, তাহার শাসন-শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে পারিলে, শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহা রণজিৎ সিংহের প্রকৃতির উপযোগী হয় নাই; অথবা সমগ্র শিখ জাতির পক্ষেও তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছিল। যতদিন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনশীল শক্তি সমূহের আবর্ত্তনে আপনিই পরিবর্ত্তিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন সেই সম্প্রদায়ের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়, অথবা তদন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্যম গতি স্থগিত হয়, ইহা কদাচ তৎসম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নহে। নানক এবং গোবিন্দ যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের চরিত্রে তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আপন পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি-সাধন-উদ্দেশ্যে তিনি আপন শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে অনুগত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যে শক্তি ধ্বংস করা কিংবা শাসনে রাখা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত, সেই শক্তিকে তিনি একটী নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছেন; শিখগণ যাহাতে তাঁহার শত্রুতাচরণ না করে,

* Moorcroft, 'Travels', i. 99, 103; and see also 383, 387 with respect to a previous letter to Runjeet Singh.

অথবা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে রাজ্য বিস্তার অথবা দূরবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ ব্যপদেশে নিযুক্ত রাখাই, তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। স্বাধীন শিখ-জাতির প্রথম রাজনৈতিক প্রথা, কয়েকটী কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়;—প্রথমতঃ, সেই প্রথার অসম্পূর্ণতা; দ্বিতীয়তঃ, সুশিক্ষিত সভ্য গবর্ণমেণ্টের সংস্পর্শ; তৃতীয়তঃ, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাধান্ত। ইতিপূর্ব্বেই "মিছিল" ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল; অথবা আলহওয়ালিয়া এবং পাতিয়ালা (বা ফুলকিয়া) সম্প্রদায়ের শিখগণের মধ্যেই মিছিল-প্রথা বর্ত্তমান ছিল। তবে উহাদের মধ্যেও 'আলহওয়ালিয়গণ' তাহাদের সামন্তের প্রাধান্ত স্বীকার জন্ত রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল; এবং 'পাতিয়ালা' বা ফুলকিয়াগণ, ইংরেজদিগের কৌশলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। রণজিৎ সিং কখনও মনে করেন নাই, তাঁহার রাজ্য অথবা শিখ-সাম্রাজ্য একমাত্র পঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ রহিবে। তাঁহার ঐকান্তিক কামনা এই যে,—'খালসা' ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার দক্ষতার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া, বীর এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন, ততদূর পর্য্যন্ত সেন্ত পরিচালনা করিবেন। শাসন নীতির উচ্চ কল্পনায় অথবা বাহ্ সৌকর্য্য সাধনে তিনি কখনও প্রয়াসী হন নাই। তিনি কেবল রাজ্য বিস্তারের জন্তই সচেষ্ট ছিলেন; বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি যে ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়েছেন, ইংরেজ প্রতিবেশীদিগের নিকট সে প্রশংসা শুনিবার জন্য তিনি আদৌ উৎসুক ছিলেন না। বিভিন্ন মতাবলম্বী মূর্খ ও উন্মত্ত প্রজাবর্গের সুশাসনের জন্ত, তিনি ইংরাজদিগের প্রশংসা-ভাজন হইতে প্রয়াসী হন নাই। তিনি উৎপন্ন শস্যের ন্যায়সঙ্গত অংশ গ্রহণ করিতেন; ব্যবসায়িগণ আপনাপন লভ্যাংশের উপর [illegible] [illegible] কর প্রদান করিতে বাধ্য হইত, তিনি তাহাই [illegible]

তিনি একান্ত লুঠ-তরাজ বন্ধ করিয়াছিলেন; শিখ-কৃষকদিগের উপর সামান্য মাত্র কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। স্থানীয় কোন রাজকর্ম্মচারী কোন 'খালসার' প্রতি পীড়ন করিতে সাহসী হইতেন না; রাজস্ব-সংগ্রহকারিগণ যদি কোনরূপ অত্যাচার-অবিচারের জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই পদচ্যুতি ঘটিত; তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে কদাচ সৈন্য সাহায্য প্রদান করা হইত না। যাহারা স্বহস্তে সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে পারিত, তিনি সাধারণতঃ তাহাদিগের প্রতি শাস্তিবিধান করিতেন না; সেরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই সতর্কতার সহিত কার্য্য করিত। শিখ-জাতির সমুদায় ঐশ্বর্য্য এবং সমস্ত শক্তি যুদ্ধব্যাপদেশে এবং সামরিক অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও সাজসজ্জাদি সরবরাহে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। জায়গীর (Feudal) প্রথার আদর্শক্রমে তাঁহার রাজ্য-শাসনপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের এবং চরিত্রগত স্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। এইরূপ শাসন-প্রণালী শিখ-জাতির বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল; তাহারা যথেষ্ট কার্য্য পাইয়াছিল; তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত হইয়াছিল; সমরের পর সমরে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়, তাহাদের সন্তোষ বৃদ্ধি করিয়াছিল; এতদ্বারা তাহাদের পরিবারবর্গ ধনশালী হইয়াছিল। কিন্তু রণজিৎ সিং কখনও স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী রাজার ন্যায় ক্ষমতালাভ বা উপাধি গ্রহণ করিতে তৎপর হন নাই। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন; তিনি ধার্ম্মিক মহাত্মাগণকে ভক্তি করিতেন, এবং বহু দান-ধর্ম্মাচরণে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। রণজিৎ সিংহ মনে করিতেন,—ঈশ্বরানুগ্রহেই সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি আপনাকে এবং শিখ-জাতিকে 'খালসা' অথবা গোবিন্দের সাধারণতন্ত্র নামে অভিহিত করিতেন। যখন তিনি ব্যক্তিগত শিখ-সর্দ্দারদিগের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করিতেন; যখন তিনি তাঁহার দলভুক্ত দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত প্রসিদ্ধ পুরুষগণকে পুরস্কৃত করিতেন; যখন তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত 'আকালি' সম্প্রদায়ের অত্যাচার প্রশমনকল্পে উদ্যোগী হইতেন; অথবা যখন তিনি বিপক্ষ সৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়া, নূতন রাজ্য অধিকার করিতেন;— কখনই তিনি আপনার প্রতিষ্ঠা-প্রচারে বা স্বার্থ-সাধনে উদ্যোগী হইতেন না; প্রত্যেক কার্য্যই গুরুর জন্য, "খালসা" সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য ঈশ্বরের নামে সম্পন্ন করিতেন।*

---

* কি লিখিবার সময়, কি আপন গবর্ণমেণ্টের কথা বলিবার সময়,— রণজিৎ সিং সর্ব্বদাই 'খালসা' নাম প্রয়োগ করিতেন। অন্যান্য শিখদিগের ন্যায়, রণজিৎ সিং সাধারণতঃ নিজ সীল মোহরের উপর নামের পূর্ব্বে, "আকাল সুহাই"—এই বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নামের পূর্ব্বে, "ঈশ্বর সাহায্যকারী, রণজিৎ সিং,"—এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইত। এই বিশেষণ ব্যবহারের সহিত, ইংলণ্ডের সাধারণ-তন্ত্রের "ঈশ্বর আমাদের সহায়"—এই বাক্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক উইল্‌সন ("Journ. Royal Asiatic Society, No xvii. p. 51) বলিয়াছেন, রণজিৎ সিং, নানক ও গোবিন্দকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন, এবং জগতের একমাত্র শাসনকর্ত্তার প্রাধান্য উপেক্ষা করিয়া, আপনাকেই "খালসার" একমাত্র প্রতিকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বর্ণনার কোন প্রমাণ নাই।

শিখদিগের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ ও সাধুভাব কিংবা কার্য্যদক্ষতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ মতভেদ সকল গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে মিলিতে পারে। শিখ-গবর্ণমেণ্ট শিখদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল,—তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কারণ এইরূপ উপযোগিতা [illegible] [illegible] শাসনপ্রণালীর গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য,

পরিচিত হইলেন। * সাধারণতঃ কথিত হয়,—এই দুই সেনানায়কের এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী সহযোগী কোর্ট এবং এভিটেবাইল নামক সেনা-পতিদ্বয়ের বিশেষ পরিশ্রমে শিখ-সৈন্যের এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু এ কথাও, প্রত্যেক শিখের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা এবং শ্রমশীলতাই সেই উন্নতির মূলীভূত কারণ। প্রত্যেক নবোদ্যমশীল জাতি যে উদ্যোগী তেজঃ-শক্তি প্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, প্রত্যেক শিখের হৃদয়ে সে শক্তি জাগরিত হইয়াছিল; মহাপ্রাণ ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ সাধারণের মঙ্গল-বিধানার্থ উদ্দেশ্য-সাধন এবং জাতৈশ্বর্য্য-বিবর্দ্ধক যে জ্ঞান ও ভাবের উন্মেষণ করিয়া গিয়াছিলেন, প্রত্যেক শিখ হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই শিখ-জাতি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত ও পাঠানগণ অতি সৎসাহসী এবং সমর-শূর বীরজাতি বলিয়া পরিচিত; কিন্তু তাহাদের যে গর্ব্ব ও সাহসিকতা ব্যক্তিগত; পরন্তু তাহা তাহা-দের প্রাচীন বংশ এবং শ্রেষ্ঠকুলবাচক। তাহারা আপনাপন বংশের অযোগ্য ও অমর্য্যাদাসূচক কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না; স্বজাতীয় রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন: অন্য দিকে, বিদেশীয় কঠোর শাসন হইতে মুক্তি লাভের অভিলাষে মারহাট্টাগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট আশা বা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। পরন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যমই উদ্দেশ্যবিহীন ও নিরাশা-পূর্ণ। তাহারা স্বাধীন হইয়াছিল বটে; কিন্তু কিরূপে সে স্বাধীনতা রক্ষা

দিগের অধীন ছিল, তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ফস্টার আফগান শাসনের কঠোরতা বর্ণন করিয়াছেন। (Travels, ii. 26&c).

* স্যার লিপেল গ্রিফিন-কৃত রণজিৎ সিংহ, ১০৩ পৃষ্ঠা। Murray's Runjeet Sing, p. 137&c.)

শিখ অশ্বারোহী

(৩৫৭ পৃষ্ঠা।)

ডেভিড অকটারলোনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অপরাজিত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিন্ধিয়া এবং হোলকারের সৈন্যগণ অপেক্ষা, যান্ত্রিক বল-বীর্য্য-সাহসিকতায় তিনি অধিকতর দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবেন; সেই কারণে, অতি শিক্ষিত এবং দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সাবধান হইবেন।* গত শতাব্দীর যোদ্ধৃজাতির মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র একণে জনশ্রুতিমূলক; মারহাট্টাদিগের বর্শা, আফগানদিগের তরবারি, শিখদিগের বন্দুক এবং ইংরাজদিগের [illegible] একণও সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদির আধিক্য এবং শ্রেষ্ঠত্বই তাহাদের কৃতকার্য্যতার কারণ। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিপতিগণ যে বিজয়-গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সে গৌরব তাঁহাদের বন্দুক-কামানের উৎকর্ষে বা সংখ্যাধিক্যে অর্জ্জিত হয় নাই;—প্রকৃত সত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহারা স্বগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, নগণ্য পদাতিক সৈন্যের দুর্দ্দমনীয় সাহস এবং দৃঢ় পণসাধনায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ হইয়াছিল বলিয়াই, ইংরেজ নামের গৌরব অদ্যাপি দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। যাহা হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তিসমূহের সকলেই অধিকসংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; ডি, বয়েন নামক সেনাপতি পরিচালিত সৈন্যদল কখনও কামান পরিত্যাগ করিত না। কিন্তু এখনও দৃঢ়-তরবারি-ধারণে শিক্ষা-প্রাপ্ত, ইংরেজ-সৈন্যদলভুক্ত সিপাহীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।†

* Sir D. Ochterloney of Government, 1st Dec, 1810.

† যাহারা ভারতীয় সৈন্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এরূপ সেনানায়কগণ তাহাদের অবিদিত নহে। কামান পরিচালক সৈন্য, বন্দুকধারী

রণজিৎ সিং বলিয়াছেন, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড লেকের সৈন্য-শিবির পরিদর্শন করিতে গমন করেন। * কথিত হয়, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ মেটকাফের শরীর রক্ষক, অল্পসংখ্যক সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মবদ্ধ সৈন্য দেখিয়া, মহারাজ তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ

সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর গর্বিত। যখন সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়, তখন তাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে কামানের নিকটবর্ত্তী হইতে দেয় না; যুদ্ধে গমন কালে, সিপাহী সৈন্যগণ কখনও সেগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া গমন করে না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত—"জর্জ্জ টমাসের সহিত পেরঁর যুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায়। (Major Smith's Regular Corps In Indian Emptoy, p. 24.)

বস্তুতঃ, রাজপুত, পাঠান এবং ব্রাহ্মণগণে, ইংরাজ সৈন্যদল গঠিত; কিন্তু ইহাদের প্রায় অধিকাংশই উচ্চতর গঙ্গোপত্যকার অধিবাসী। এ স্থানের অধিবাসিগণ বিদেশীয়দিগের সহিত মিলিত হওয়ায় এবং সম্পূর্ণ-রূপে বিদেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করায়, তাহাদের স্বভাব-প্রকৃতি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। স্ব স্ব বংশ মর্য্যাদার নিদর্শন স্বরূপ অনেক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলেও, সৈন্যদল হিসাবে তাহারা তেজোহীন; যাহা ক্ষত্রিয় এবং আফগান জাতির অকৃত্রিম বংশধরগণের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ, তাহাদের সেরূপ একাগ্রচিত্ত ও অদম্যশক্তি, বংশগত সে তেজস্বিতা, এক্ষণে আর তাহাদের নাই। মূল গ্রন্থের এই মন্তব্য, প্রধানতঃ হরিয়ানা ও রোহিলখণ্ডের এবং অন্যান্য উপ-নিবেশ সমূহের পাঠান-জাতির প্রতি, এবং রাজপুতনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিনায়কগণ ও কৃষক ব্রাহ্মণগণের প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

* মুরক্রফটের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃঃ। (Moorcroft, 'Travels', i. 102.)

বর্ণিত সৈন্য দল, এক সময়ে আকালিদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিল।* অতঃপর কয়েক বৎসর অতীত হইলে, তিনি নিয়মানুবর্ত্তী, শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থায়ী পদাতি সৈন্য গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে স্যার ডেভিড অক্টারলোনি দেখিলেন, যে সকল ব্যক্তি ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা কার্য্যে অবসর লইয়াছে—তাহারাই দুই দল শিখসৈন্য গঠন করিয়াছে; তদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানিদিগের কতকগুলি সৈন্যদল তাহাদেরই নিকট রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।† পর বৎসর মহারাজ, ২৫টী পদাতি-সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব করিলেন।‡ গুর্খাগণ ইংরাজ-সৈন্যদলকে যেরূপ কৃতকার্য্যতার সহিত বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে শৃঙ্খলা-পদ্ধতিতে তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি সেই জাতিকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশবাসিগণের যাহাতে রীতিমত শিক্ষা বিধান হয়, তিনি তাহাতেই প্রধানতঃ মনোযোগী হইলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, মিঃ মুরক্রফ্‌ট শিখ-পদাতিক সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল ও শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন।¶ সৈন্যদলকে চির-প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধপ্রণালী পরিত্যাগ করাইতে, রণজিৎ সিংহকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে প্রচুর বেতন দানে উৎসাহিত

---

* মরে কৃত "রণজিৎ সিং", ৬৮ পৃঃ। (Murray's 'Runjeet Singh', p. 68.)

† Sir D. Ochterloney to Government, 27th Feb. 1812.

‡ Sir D. Ochterloney to Government, 4th March. 1813.

¶ মুরক্রফটের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ। (Moorcroft's 'Travels', i. 98.) বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লাহোরে [illegible] লোকসমাকুল ছিল।

করিতেন ; স্বয়ং তাহাদিগকে কুজ-কাওয়াজ শিখাইতেন, এবং তাহাদের সাজ-সজ্জায় মনোযোগী হইতেন। রণজিৎ সিং নিজে সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদ পরিধান, এবং বাহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া, তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। * প্রাচীন রাজগণ এইরূপ সংস্করণ ও নববিধান পসন্দ করিতেন না; আধুনিক শিক্ষা ও কঠোর-নিয়ম-প্রবর্তনকারী, দেশা সিংহের পিতা, দেশা সিং মুজিথিয়া, মিঃ মুরক্রফটের সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, মুলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীর, স্বাধীন "খালসা" অশ্বারোহিগণ অধিকার করিয়াছিল। † ক্রমে ক্রমে পদাতি সৈন্যের উপযোগিতাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল; রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পূর্বে শিখ-জাতিকে সকলেই একটী যোদ্ধ-জাতি বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাহারা একমাত্র বন্দুক পরিচালন শিক্ষা করিয়াই নিরস্ত ছিল না; নিরাপদ-স্থান-প্রয়াসী পদাতি সৈন্যদলের ন্যায়, কেবল সৈন্যশ্রেণীর শোভা-সম্বর্দ্ধন না করিয়া, কিরূপে কামান পরিচালনা করিতে হয়, তাহাও তাহারা শিক্ষা করিয়াছিল।

এইরূপে শিখ সৈন্যের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হইল। সেনাপতি আলার্ড ও ভেণ্টুরা যখন পঞ্জাবে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রণজিৎ সিংহ তদ্রূপ সংস্কারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা কার্য্যোপযোগী অতি উৎকৃষ্ট উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং সুদক্ষ সৈনিক পুরুষের ন্যায় প্রতিভা-বলে তাহাদিগকে

* মুন্সী সাহামত আলির নিকট হইতে গ্রন্থকার এই গল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গল্প তাঁহার 'শিখ ও আফগান' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ; এ গল্প সাধারণের বিশেষ পরিচিত।

† মুরক্রফ্‌ট কৃত "ভ্রমণ বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা। (Moorcroft, 'Travels', i. 98.)

ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত রীতি-পদ্ধতির সার্থকতা সাধনেও চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার ফরাসী-পদ্ধতিক্রমে শিখদিগের সমরকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আট বৎসর পূর্ব্বে অসমসাহসিকতা, ঐকান্তিক আদেশানুবর্ত্তিতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিখদিগের প্রধান গুণমধ্যে গণনীয় ছিল; এখনও ভারতীয় সৈনিকগণের মধ্যে ঐ সকল গুণাবলী শিখ-পদাতিকগণের পরিচয়, চিহ্নরূপে বিরাজমান আছে। কিন্তু ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষগণের শিক্ষার ফলে, ফরাসী পদ্ধতিক্রমে শিখগণ কামান সমাবেশে ব্যূহ রচনায় পারদর্শিতা লাভ করায়, তাহাদের রীতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; প্রকৃতিগত সদ্গুণাবলীর উপর ফরাসী জাতির শিক্ষাপ্রভাব প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। * ভেন্টুরা, আলার্ড, কোর্ট, এভিটেবাইল—

* শিখ সৈন্যের এই কষ্টসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Forster 'Travels.' i. 332, 333; Malcolm, 'Sketch', p. 141; Mr. Masson, 'Journeys,' i. 433; and Colonel Steenbach, 'Punjab', p. 63. 64.

একজন সেনানায়ক এবং একজন সহকারী সেনানায়কের অধীনে শিখ-সৈন্যের সাধারণ দল গঠিত হইত। প্রত্যেক দলের অধীন সহকারী কর্ম্মচারী থাকিত। "বক্সী" অথবা খাজাঞ্চির সহকারিগণ তাহাদের বেতন পরিশোধ করিত; কিন্তু "মুৎসুদ্দি" অথবা কেরাণিগণ হিসাব তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিত; লোকজনের উপস্থিতি রেজিষ্টারী করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। প্রত্যেক সৈন্যদলে অন্ততঃ একজন করিয়া "গ্রন্থী" অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক-পাঠক নিযুক্ত হইত। যখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বেতন প্রদান করিতেন না, তখন চাঁদার উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হইত। প্রত্যেক সৈন্যদলের অধীন "খাব্বা" বা পতাকার সম্মিলিত সম্প্রদায়

কেহই শিখ-সৈন্তের প্রতিষ্ঠাতা নাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফরাসী সৈন্তাধ্যক্ষগণের কার্য্যকুশলতা ও স্বাধীন-চিন্তায় জনসাধারণের মনে ইউরোপীয় প্রাধান্তের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদের শিক্ষায় শিখগণ সৈনিক কার্য্যে প্রকৃতরূপে পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হয় নাই।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, রণজিৎ সিংহ যখন বালক ছিলেন, তখন গুরবক্স সিংহের কন্তা, মেতাব কৌড়ের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব হয়। গুরবক্স কানিয়া (বা ঘাণি) সম্প্রদায়ের সামন্তগণের একমাত্র উত্তরাধি-কারী ছিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা মাহাসিংহের সহিত নিহত হন। এই বালিকার মাতা সুদা কৌড় অতিশয় তেজঃগর্ব্বশালিনী এবং প্রভুত্ব-প্রয়াসী ছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে 'কানিয়' সেনাপতি জয় সিংহের মৃত্যু হইলে, কানিয়া সম্প্রদায়ের কার্য্য-কলাপে তাঁহার আধিপত্যই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে। তিনি জামাতাকে তাঁহার বিধবা মাতার প্রভুত্ব নষ্ট করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। কথিত হয়, ভাবী মহারাজ কেবল সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্য রক্ষণা-

শ্রেণী স্থাপিত হইত। ঐ স্থানেই তাহাদের বাসস্থান রূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৈন্যদলের সহিত অবস্তায় শিবির এবং ভার-বহনোপযোগী পশু, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকিত; প্রত্যেক সৈন্তদলের নিমিত্ত সরকার হইতে দুই জন পাচক অথবা রুটিওয়ালা নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকে আপনাপন বয়দা বস্তু, যাখরা ও ঠাসিয়া দিলে, তাহাই উত্তপ্ত করা তাহাদের কার্য্য ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা স্বজাতি অথবা অপেক্ষাকৃত নীচ ব্যক্তিগণের জন্ত দূষিত রুটিও প্রদান করিত। ক্যান্টনমেন্টের সৈন্তগণ ব্যারাকে থাকিত; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা ছিল না। এ প্রথা এক্ষণে ইংরাজদিগের মধ্যে প্রচলিত

বেকর্ণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, ব্যাভিচারিণী অপবাদে মাতাকে নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ও উন্নতির প্রারম্ভে সদা-কৌড়ের পক্ষ সমর্থন করা, বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। 'কানিয়া' মিছিলের সহযোগিতায়ই তিনি লাহোর ও অমৃতসর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সদা কৌড় আশা করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীর মাতামহী হিসাবে, এবং আপন স্বত্বানুসারে শাসনকর্ত্রী-স্বরূপ শিখদিগের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে তিনি আপন প্রভুত্ব-ক্ষমতা রক্ষা করিতে সমর্থা হইবেন; কিন্তু তাঁহার কন্যা নিঃসন্তান ছিলেন; রণজিৎ সিং নিজেও সুচতুর ও সতর্ক ছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বুঝা গেল, মেহতাব কৌড়ের সন্তানসম্ভাবনা। সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু রণজিৎ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলে, সন্তান হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে দুইটী শিশুপুত্র সন্তান প্রদত্ত হইল। তখন মহারাজার মনে সন্দেহ জন্মিল। শের সিং একজন সূত্রধরের পুত্র, এবং তারা সিং তন্তুবায়ের সন্তান ছিলেন, এইরূপ সংবাদে তিনি সচরাচর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। তথাপি তাহারা বিখ্যাত মাতামহীর যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিল;—মনে হইল, সত্য সত্যই তাহারা যেন রণজিৎ সিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সদাকৌড় দেখিলেন, ঐ বালকদ্বয়ের নামে তিনি কোনই ক্ষমতা পাইতে পারেন না। তখন হতাশ্বাস হইয়া সেই রমণী, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিলেন। জামাতা তাঁহার স্বত্ব বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশ্যভাবে রণজিৎ সিংহকে নিন্দার্হ ও শাস্তি-যোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। নববিজিত মিত্ররাজগণের সাহায্যে রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহার এই আবেদনে ইংরাজ-

সিংহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; কিন্তু তিনি বিদ্রোহের কোন আয়োজন করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে পূর্ব্ব অবস্থায় ও স্ব-পদেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং, শের সিংহকে প্রকৃতপ্রস্তাবে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন; তাঁহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য রহিল, পরিণামে তদ্দ্বারাই স্বতন্ত্র আধিপত্য লোপ করিবেন। ঐ রমণী কাণিয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ, এই কুমার ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দেশ করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শেষে তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি আক্রান্ত ও কারারুদ্ধ হইলেন,—তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রণজিৎ সিংহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। যাহা হউক, ইংরাজদিগের মধ্যস্থতায় শতদ্রুর দক্ষিণ, ওয়াদনি নামক ক্ষুদ্র সম্পত্তি তাঁহাকে পুনঃ-প্রত্যর্পিত হইয়াছিল,—তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। *

রণজিৎ সিং, বাল্যাবস্থায় "নাকিয়া" সম্প্রদায়ের অধিপতি, খুজান সিংহের কন্যারও পাণিগ্রহণ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গর্ভে রণজিৎ সিংহের এক পুত্র জন্মে,—সেই পুত্রের নাম খড়্গ সিং এবং তিনিই উত্তরাধিকারী-স্বরূপ প্রতিপালিত হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে একজন কাণিয়া সেনাপতির কন্যার সহিত এই যুবরাজের বিবাহ হয়; মহা সমারোহে ও আমোদ-প্রমোদে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। যুবরাজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার শাসন-প্রণালীতে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা, তাহার ক্ষমতা কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেন; এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদনে পুত্রকে উদ্বুদ্ধ

* Compare Murray's 'Runjeet Singh', pp.—46-51, 63, 127, 128, 134, 135. See also Sir. D. Ochterloney to Government, 1st and 10th Dec. 1816, and this volume.

কুমার নাওনিহাল সিংহ।

৬৮৭ পৃষ্ঠা।

করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু পুত্র স্বভাবতঃ অলস ও দুর্ব্বলচেতা ছিল; সুতরাং তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে খড়্গ সিংহের একটী পুত্র সন্তান জন্মে; সেই বালকের নাম,—নাও নিহাল সিং; নাও নিহাল সিং শীঘ্রই পাঞ্জাব রাজ্যের মহারাজার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত হইলেন। *

রণজিৎ সিংহের পারিবারিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। কিন্তু দেশবাসী-দিগের উপর, পাপকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা এবং পাপাচারী প্রভৃতি যে সকল অপবাদ প্রদত্ত হইত, রণজিৎ সিংহও তাহার একজন অংশভাগী ছিলেন। কথিত হয়, তিনি উন্মত্তকারী মাদক দ্রব্য সচরাচর পান করিতেন। কেবল তাহাই নহে,—সময় সময় বেশ্যা পরিবৃত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইয়া ভদ্রতা, শীলতা ও মর্য্যাদা নষ্ট করিতেন। † যৌবনের প্রারম্ভে মহরা নামক একজন বারাঙ্গনা, রণজিৎ সিংহের উপর বিশেষ আধিপত্য-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাহার নামাঙ্কিত মুদ্রা এবং পদক মুদ্রণ হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু রণজিৎ সিংহকে একজন মদ্যপায়ী অথবা ইন্দ্রিয়-সুখোন্মত্ত বলিয়া মনে করাও উচিত নহে; শিখজাতি সম্পূর্ণ নির্লজ্জ এবং মনুষ্যজাতির অপমানসূচক প্রত্যেক পাপকর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা,—এইরূপ বিশ্বাস করাও অবৈধ। প্রত্যেক যুগেই শিক্ষিত এবং সভ্য সমাজ অপেক্ষা, অশিক্ষিত এবং অসভ্যগণের মধ্যে যে আত্ম-সম্মান ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পবিত্রতা অত্র আদরণীয় ছিল,

---

* মারে কৃত রণজিৎ সিং; ৪৮, ৫৩, ৯০, ৯১, ১১২, ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', pp. 48, 53, 90, 91, 112, 129.)

† মারে কৃত রণজিৎ সিং, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 58.)

অভিমতে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন দেশের সমগ্র কৃষকজাতি অকস্মাৎ আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে, এবং সমাজের বিবিধ প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভনে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া, নীচবৃত্তিগুলির চরিতার্থ করিতে তৎপর হয়। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও এইরূপ অমিতাচার সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি বহির্ভূত। যাঁহারা কোন সময়ে শিখদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন, অথচ অন্য সময়ে তাহাদের কি প্রকার ধৈর্য্যের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-যাত্রার বিবরণ বর্ণন করেন, তাঁহাদের এই পরস্পর-বিরোধী মতের বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, মানবের স্বভাবজাত সাধারণ ভ্রম এবং উচ্চ মনোবৃত্তিসমূহে যাহা সচরাচর নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ বলিয়া অনুমতি হয়, তাহা কখন কোন জাতির প্রকৃতি-গত আচার ও অভ্যাস মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কোন দেশের শস্ত্রধারী শাসনকর্ত্তাকে সাধারণ অধিবাসীর ন্যায় নৈতিক শাসনে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। তাহারা কখনও শান্তভাবে, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে, কর্ম্মোপ-দেষ্টার ন্যায় সাবধান থাকিতে পারে না। কতকগুলি ব্যভিচারী শাসন-কর্ত্তা ও লম্পটস্বভাব সৈন্যের আচার-পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া, সহস্র সহস্র কষ্টসহিষ্ণু কৃষক ও শ্রমশীল শিল্পীদিগের চরিত্র বিচার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ; অবনতির চরম দশা প্রাপ্ত সৈনিকগণের চরিত্র দেখিয়া, সাহসী এবং দলবদ্ধ সকল সৈনিককেই দোষী সাব্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। * উত্তর ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ কৃষকগণের ন্যায় পঞ্জাবের

* কর্ণেল ষ্টিনব্যাক্‌ও ('Punjab', p. 76, 77.) তাহাদের [illegible] আহারাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কতকগুলি বীভৎস আচার, জন সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কাপ্তেন মারে ('Runjeet Singh' p. 85) এবং মিঃ ম্যাসন ('Journeys i. 435)

কৃষকগণ, যব বা গমের রুটি এবং এক গণ্ডূষ কূপ-জল পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়। সৈন্যগণের অবস্থাও বেশী উন্নত নহে; আমোদ-উৎসবের সময় ব্যতীত, তাহারা অন্য সময় উন্মাদকারী মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে না; ধনৈশ্বর্য্য এবং পদসম্পন্ন অলস ব্যক্তি অথবা অধিকতর অকর্ম্মণ্য ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিই উন্মত্ততা ও উৎসাহপ্রার্থী হয়; অথবা মানসিক চিন্তা-বিহীনতা ও কার্য্য-শূন্যতা নিরাকরণার্থ মাদক দ্রব্য বা মদের আশ্রয় গ্রহণ করে। আহার্য্যাদি সম্বন্ধে বাহুল্য মুসলমানদেরই স্বভাবসিদ্ধ—ভারতীয়দিগের সেরূপ স্বভাব নহে। ইউরোপীয়গণ যেরূপ অমিত-ব্যয়িতার সহিত পানাহারে আমোদ প্রমোদ করেন, তাহা তুর্ক ও পারসী-দিগের অবিদিত, সেরূপ করিলে, মিতাচারী হিন্দুগণ নিন্দাভাজন হন।*

উভয়েই এই সকল পদ্ধতির প্রতি অতি সাধারণভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনও ('Hist.' of India' i. 567) একই রূপ মত প্রকাশ করিয়া, এই নিন্দনীয় ইন্দ্রিয়সুখপরতা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, কোন জাতির নীতি-পদ্ধতি, এবং আচার-ব্যবহারের বিচার করিতে হইলে, ব্যক্তিচারিত্রের সামান্য কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখিয়াই, সাধারণ উপসংহারে উপনীত হওয়া উচিত নহে। ভারতবাসিগণও, ইউরোপীয়দিগের বিষয়ে সেইরূপ অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া থাকে; বারবণিতা পরিবেষ্টিত হইয়া, ইংরাজগণ মদ্যপান করিতেছে এবং নানা বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে, প্রাচ্য কাব্যে ও সংবাদ অভিনয়ে, তাহাই বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণে বা অকারণে তাঁহারা তাহাদের অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও উল্লিখিত হয়।

* ফষ্টার (Travels, i. 335) শিখদিগের মিতাচারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বহুসংখ্যক উত্তেজক ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে নিস্পৃহতা সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। স্বমত সমর্থনার্থ তিনি কর্ণেল পলিয়ারের

রণজিৎ সিংহ, কেবল যে অপরিমিত ইন্দ্রিয়সুখপরবশ ছিলেন তাহা নহে,—অত্যাচারী ও অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী শাসনকর্তাদিগের ন্যায় তিনিও অবিশ্বাসী, পক্ষপাতি এবং তোষামোদপ্রিয় ছিলেন। একপক্ষে তিনি সমগ্র শিখ জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গোবিন্দের খালসা-চেতা অনুচরবর্গ, সমস্ত ভোগী 'খালসার' অপর একজন সভ্যের কখনই আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত অনুরাগী না হইলেও, অতি সহজেই যাহাদের প্রশংসা-ভাজন হইতে পারা যায়, এবং নিজ অনুগৃহীত ব্যক্তি বোধে যাহাদিগের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে,—সেই বিদেশী ব্যক্তিবর্গকে তিনি আশ্রয়প্রদান করিতেন। প্রথম যে ব্যক্তি এইরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহার নাম,—খুসহাল সিং। তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় এবং সাহরাণপুরের অধিবাসী। রণজিৎ সিং প্রথমে যে সৈন্যদল গঠন করেন, ইনি সর্ব্বাগ্রে সেই সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন; তৎপর মহারাজের সৈন্য-শ্রেণীর একজন রক্ষক বা পদাতিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তৎপ্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেউড়ির জমাদার অথবা প্রবেশদ্বারের দ্বারপাল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু তিনি শিখধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, খোসহাল সিংহের আধিপত্যই অক্ষুণ্ণ রহিল। পরিশেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা উভয়েই জম্মু-রাজপুত-

---

বিবরণের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ম্যালকম্‌ও ('Sketch', p. 141) শিখগণকে পরিশ্রমী ও সরল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই সময় হইতে যখন জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, অধিকাংশ লোকেই ধনী এবং অলস ব্যক্তিগণ যে বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ হইয়া উঠিল,—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

দিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র গোলাপ সিং আপত্তি দর্শাইলেন যে, তাঁহার পিতামহ, বিখ্যাত রণজিৎ দেওর ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু এই বংশ দোষযুক্ত এবং দরিদ্র বিধায়, গোলাপ সিং, খোসহাল সিং পরিচালিত সৈন্যদলে একজন অশ্বারোহী নিযুক্ত হইলেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ধিয়ান সিংহকে তথায় আনিলেন, প্রবল ক্ষমতাশালী তোষামোদকারীর ন্যায় তাঁহারা উভয়েই রণজিৎ সিংহের সৈন্যদলের বাহক-পদাতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উভয়ের অধ্যবসায়ে, অধিকন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার সদ্ব্যবহারে, তাঁহাদের প্রতি মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ধিয়ান সিং শীঘ্রই ব্রাহ্মণ-রাজগৃহাধ্যক্ষের স্থান অধিকার করিলেন। যাহা হউক, তিনি তাঁহাকে অবমাননা করেন নাই; কারণ ধনী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও সম্পত্তি এবং পদবী ছিল। গোলাপ সিং সামান্য একটী সৈন্যদলের অধিনায়ক হই-লেন; কিন্তু এই সময়ে রাজাওয়ারির কলহপ্রিয় মুসলমান শাসনকর্তাকে আক্রমণ করিয়া, তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। অতঃপর এই পরিবারের জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ জায়গীরস্বরূপ জম্বু প্রদত্ত হইল, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ সুচেত সিং এবং অপর ভ্রাতৃদ্বয় সকলেই একে একে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; এবং মহারাজার পরামর্শ মন্ত্রণায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা-লাভ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ-সম্পর্কীয় কোন পরামর্শ সম্বন্ধে তাঁহা-দের কোন ক্ষমতা ছিল না;—কারণ এস্থলে তাঁহার নিরপেক্ষ মতের আবশ্যক হইত এবং তাহার উপযোগিতাও যথেষ্ট ছিল। সরলহৃদয় সুচতুর গোলাপ সিং সর্ব্বদা পার্ব্বত্য প্রদেশেই থাকিতেন; অন্যান্য রাজপুতদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, এবং পরিণামে পুত্রকে রাজ্য সংস্থাপন উদ্দেশে, তিনি নিঃশব্দে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এদিকে বহুদর্শী অথচ অধিকতর শিক্ষিত ধিয়ান সিং, সর্ব্বদাই মহারাজের নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার

অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আবার অন্যপক্ষে জাঁকজমকপ্রিয় সুচেত সিং, কাহারও ক্ষমতা আত্মসাৎ না করিয়া, কিংবা কাহারও শত্রুতাচরণ না করিয়া, আরোহণপ্রিয় প্রিয়দর্শন সজ্জন ও সাহসী সৈনিক পুরুষের ন্যায় কাল-যাপন করিতেন। নামমাত্র ধর্ম্মানুরাগী ফকির, মুসলমান উজীর-উদ্দীন, সাধারণ তোষামোদকারীর ন্যায় নীচ স্থান অধিকার করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রথম হইতে সর্ব্বদা রণজিৎ সিংহের নিকটে অবস্থান করিতেন; রণজিৎ সিংহও তাঁহাকে বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী বলিয়া বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। খোসহাল সিং ও বিয়ান সিং—উভয়ের প্রভুত্ব সময়ে, রণজিৎ সিং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, এবং ইংরাজদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় তিনিই মধ্যস্থ নিযুক্ত হইতেন। পূর্ব্ববর্ণিত ব্যক্তিগণই লাহোর রাজসভায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের মানসিক বৃত্তি কখনও অন্য কাহারও পদানত হয় নাই। সচ্চিদানন্দ সাহান মলকে রণজিৎ সিং মুলতানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভাশক্তি ও অকপট শিখধর্ম্মানুরাগের পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ, হরি সিং নালোয়াকে পেশোয়ার-সীমান্তের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন।* তাঁহার পুরাতন মন্ত্রী, ফতে সিং আলুয়-

* Compare Murray's 'Runjeet" Singh, p. 84, 113, 125, 147; "Moonshee Shahamut Alee's 'Shikhs and Afghans', ch. iv and vii. উজীর-উদ্দীন ও দেশা সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য:—Moorcroft. "Travels, i. 94, 98, 110 &c Lieut-Colonel Lawrence's work; "The Adventurer" in the Punjab and Capt. Osborne's "Court and Camp of Runjeet Singh." শেষোক্ত গ্রন্থে মহারাজের মন্ত্রী ও

ওলিয়া ক্রমবর্দ্ধনশীল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, আজিজ মিছিলের একমাত্র সাহায্যদাতারূপে বাস করিতে লাগিলেন অমৃতসর ও জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া, দেশা সিং মুজিথিয়া মহারাজের প্রশংসা ও বিশ্বাসভাজন হইলেন।

তোষামোদকারিগণের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড এলেনবরার জন্য মিঃ ক্লার্ক এই বিষয়ের যে একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার সুবিধামত তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। খাকুম চাঁদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দেওয়ান চাঁদের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। যখন মুলতান অধিকৃত হয়, তখন তিনি প্রকৃত সেনাপতি ছিলেন, এবং কাশ্মীর আক্রমণ কালে, তিনিই অগ্রবর্ত্তী সৈন্য পরিচালনা করেন। প্রকৃত শিখসৈন্যদিগের মধ্যে মিথ সিং বেহ্রানিয়াও অতিশয় সাহসী এবং সহৃদয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার হইতে, রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।

১৮২৪—১৮৩৯।

[ইংরাজ ও শিখদিগের সম্বন্ধ পরিবর্তন;—বিবিধ কার্য্য;—শিখদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনকারী ব্রিটিশ প্রতিনিধি, কাপ্তেন ওয়েড;—আপ্পুর হস্তগত;—পেশোয়ারে সৈয়দ আমেদ শার বিদ্রোহাচরণ;—রণজিৎ সিংহের ব্যাধি;—রূপারে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ;—সিন্ধুদেশ অধিকারে রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা, এবং সিন্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার ইংরাজদিগের ব্যবস্থা;—১৮৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে শা-সুজার আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার অধিকার;—রাজা গোলাপ সিং কর্ত্তৃক লদাক অধিকার;—শিকারপুরে রণজিৎ সিংহের স্বত্ব, এবং ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি বহির্ভূত সিন্ধুদেশ অধিকারে রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা;—আফগানিস্থানের বারকজাইদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ;—রণজিৎ সিংহের আগমনে দোস্ত মহম্মদের পলায়ন;—আফগান কর্ত্তৃক শিখদিগের পরাজয়;—নাও নিহাল সিংহের বিবাহ;—সার হেন্রি ফেণ;—ইংরাজ, দোস্ত মহম্মদ, ও রুষ জাতি।—শা-সুজার সিংহাসন-প্রাপ্তি;—ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়ে রণজিৎ সিংহের অনুভূতি;—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।]

রণজিৎ সিং পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু তৎপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে তাঁহাকে বহুকালব্যাপী যুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। রণজিৎ সিং সমস্ত পঞ্জাবের অধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ এতদিন যে দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন নাই। যে দিন নেপোলিয়নের সৈন্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবার জন্য, ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই

দিন হইতেই শিখ-জাতির সামাজিক অবস্থার ও তাহাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যমুনা নদী এবং বোম্বাই সহরের সমুদ্র কূল, তখন আর ইংরাজ-রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সীমা বলিয়া বিবেচিত হইত না। ইংরাজগণ নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; রাজপুতনার রাজ্যগুলি করদ-রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পরিশেষে সমগ্র দেশ যাহাতে ধনৈশ্বর্য্যশালী হয়—তদুদ্দেশ্যে, এবং দূরোপযোগী বাণিজ্য শৃঙ্খলে দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহকে বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহারা জলপথে বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ বিবিধ উপায় বিধানে তৎপর হইয়াছিলেন: উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা বাধ্য হইয়া, শিখরাজের উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই, তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব্ব অথচ সুনিশ্চিতরূপে রণজিৎ সিংহের রাজ্যগ্রাসের নিমিত্ত তৎপর হইয়াছিলেন। অধিকন্তু নানক গোবিন্দ আপনাপন প্রতিভাবলে যে ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ-স্বাধীনতা বিষয়ক নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, কঠোর পার্থিব শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আটকের উত্তর সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থ কলহপ্রিয় মুসলমান জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাতে শিখ-সেনাপতি হরি সিং গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং পুনরায় প্রস্তর-গর্ভ প্রবল সিন্ধুনদ কাটিয়া পার হইলেন। কিন্তু অসভ্য পার্ব্বতীয়গণ তাঁহার আগমনেই পলায়ন করিল। ইয়ার মামুদ খাঁ শিখদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন না; তাঁহার পুনঃ পুনঃ বাদ-প্রতিবাদে রণজিৎ সিংহের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। * ১৮২৫

---

* কাপ্তেন মারে কৃত 'রণজিৎ সিং' ১৪১ ও ১৪২ পৃষ্ঠা। (Capt. Murray's Runjeet Singh. p. 141, 142.)

খৃষ্টাব্দে গুর্খাদিগের সন্ধি প্রস্তাবে,রণজিৎ সিং বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইং. দিগের প্রভুত্ব তাহাদিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং গুর্খাগণ, রণজিৎ সিংহের সহিত পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নেপালিদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনও জানিতে না পারিয়া, চঞ্চল-মতি শিখরাজ শিকারপুর আক্রমণ-কল্পে চন্দ্রভাগা অভিমুখে গমন করিলেন।* এই সময়ে সিন্ধু দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ ভরতপুর আক্রমণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছেন, লোকমুখে তাহাও শুনা যায়। সুতরাং সেই বৎসরের শেষ ভাগে মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎকালে 'জাঠ' জাতীয় এক ব্যক্তি যমুনা-তীরবর্ত্তী সমুদায় রাজ্য অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল; এক্ষণে সেই ব্যক্তি ইরাবতী-তীরবর্ত্তী 'জাঠ' অধিপতির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মহারাজ এই সৌহৃদ্য বিষয়ে অবিশ্বাসের ভাণ করায় ইংরাজগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। যে দুর্গাধিপতি ইংরাজদিগের শিক্ষিত সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিয়া, তাঁহাদের ভীতিব্যঞ্জক অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; রণজিৎ সিং সেই দুর্গাধিপতির সহিত শত্রুতাচরণ করিলেন না।† তবে ঠিক সেই সময়েই দুর্গাধিপতিগণের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের নানা কারণ উপস্থিত হইল। ফতে সিং আলুওয়ালিয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; সুতরাং

* Agent at Delhi to Capt. Murray, 18th March, 1825 and Capt. Murray in reply, 28th March. Compare also Murray's Runjeet Singh. p. 144.

† Captain Murray to Resident at Delhi, 1st and 3rd Oct. 1825 and Capt. Wade to Capt. Murray 5th Oct. 1825.

বাধ্য হইয়া, ফত্তে সিং দুর্গটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিলেন অধিকন্ত তিনি ভয়ে ভীত হইয়া, শতদ্রুর দক্ষিণে পলায়ন করিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্য সম্ভাবনায় পৈতৃক রাজ্য সারহিন্দ প্রদেশে নিশ্চিন্ত অবস্থায় রহিলেন বটে, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত সন্ধির কথা স্মরণ করিয়া রণজিৎ সিং আশ্রয়হীন ব্যক্তির ভয় অপনোদন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরাজদিগের আশ্রয়ে সেই সামন্তকে দুর্দ্দমনীয় জানিয়া, রণজিৎ সিং তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ফত্তে সিং লাহোরে প্রত্যাগমন করিলে, রণজিৎ সিং অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তখন ফত্তে সিং প্রায় সমুদায় রাজ্যই পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। *

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রণজিৎ সিং কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ইউরোপীয় ডাক্তার কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে ডাক্তার মারে নামক একজন সার্জ্জন ভারতীয় ইংরাজ সৈন্য দলে নিযুক্ত হইলেন। রণজিৎ সিংহের চিকিৎসার

* Resident at Delhi to Capt Murray, 13th Jan 1826 and Capt Murray's "Runjeet Singh", p. 144. ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা স্বীয় মিত্র-ভ্রাতার (Turban brother) ভয়ে এত ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বতন্ত্ররূপে ইংরাজদিগের সম্পর্কীয়. তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

শতদ্রুর দক্ষিণ মামদতের মুসলমান শাসনকর্ত্তা, এই কারণে ইংরাজদিগের অধীনরূপে গৃহীত হইবার জন্য, বহু চেষ্টা করেন। অবশেষে হতাশ হইয়া,ফত্তে সিংহের ন্যায় পলায়ন করেন; পরে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি প্রথমতঃ কাতলের অধিপতি ছিলেন। (Government to Resident at Delhi, 28th April, 1827, with Correspondence to which it relates, and compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 145).

জন্য প্রেরিত হওয়ায় তিনি কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন। কিন্তু অজ্ঞানিত প্রতিষেধকের কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে বিদেশী চিকিৎসক এবং তৎপন্থাবলম্বীদিগের প্রতি মহারাজ বিশ্বাস করিতেন না; পরন্তু মন্ত্রের কার্য্যকারিতা, উপবাস এবং নিজ ডাক্তার-বৈদ্যের বহুদর্শিতা-লব্ধ মুষ্টিযোগ প্রভৃতি প্রতিষেধকের প্রতি তাঁহার অধিকতর বিশ্বাস ছিল। তথাপি রণজিৎ সিং, বিদেশী ডাক্তার নিকটে রাখিতে ভাল বাসিতেন। তিনি মনে করিতেন,—তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ের সংবাদ পাওয়া যাইবে, এবং অতি সহজেই তাহার সন্তোষবিধান হইবে;—সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বিদেশী ডাক্তারকে আহ্বান করেন এই সময়ে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট উত্তরপ্রদেশ পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন; মহারাজ তজ্জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের গণনার তথ্য সংগ্রহে তৎপর হইলেন। ব্রহ্মদেশবাসীর সহিত যুদ্ধাবসানে বিজেতা ইংরেজ কি পরিমাণ টাকার দাবী করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বারাকপুরে একদল সিপাহীর বিদ্রোহাচরণের বিষয় তিনি অনুসন্ধান করিতেন; সেই বিদ্রোহ দমনে দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল কিনা,—তদ্বিষয় তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন।* ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সিমলায় লর্ড আমহার্ষ্ট উপস্থিত হইলে, আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য, একজন দূত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। মহারাজের সভায়, ইংরাজ সীমান্তের শাসনকর্তা, কাপ্তেন ওয়েড এই অভিনন্দন প্রত্যর্পনার্থ প্রতি-

* Capt. Wade to the Resident at Delhi, 24th Sept. and 30th Nov. 1826, and 1st Jan. 1827. Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 135.

হরিদাস সাধু।

[মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে, মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ-যোগী হরিদাস সাধু পাঞ্জাবে গমন করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই সাধুকে চল্লিশ দিন কাল মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিয়া ইঁহার যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার অলৌকিক যোগবল দর্শনে, মহারাজ একেবারে মুগ্ধ হন। ইঁহার অদ্ভুত জীবন-বৃত্তান্ত, 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "হরিদাস সাধু" পুস্তকে বর্ণিত আছে।]

সন্ধি স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। * পর বৎসর ইংরাজ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি (লর্ড আর্ট) লুধিয়ানায় আগমন করেন। রণজিৎ সিং মঙ্গলকামনা জানাইয়া, তাঁহার নিকট এক জন দূত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ভরতপুর বিজয়ীকে পঞ্জাবের দুর্গসমূহ পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করা হইল না। †

---

* Government to Capt. Wade. 2d May, 1827.

† Murray's 'Runjeet Singh', p. 147. এই সময়ে নিত্যোৎসাহী পণ্ডিত সোমা ডি করসের বিদ্যালোচনায় ও দেশ-পর্য্যটনে এবং সিমলায় ইংরাজদিগের আবাস স্থান নির্ম্মিত হওয়ায়, একপক্ষে তিব্বতের চীনদেশবাসিগণ এবং অপরপক্ষে রণজিৎ সিং, ইংরেজদিগের বিষয়ে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই হেতু গারো নামক স্থানের কর্তৃপক্ষগণ, ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত বিশেহির নামক স্থানের শাসনকর্ত্তাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন—"পুরাকালে 'ফেলিংপা' দিগের "(অর্থাৎ ফিরিঙ্গী অথবা ফ্রাঙ্কগণ—সূত্রকার এবং অসৎ জাতি) নাম "পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই; একণে বহুসংখ্যক "ফেলিংপা" প্রতি বৎসর "উক্ত-প্রদেশসমূহ পরিদর্শন করিতেছে। তাহাতে বিশেহিরের শাসন-"কর্ত্তা তাহাদের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত "থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রভূতপ্রতাপশালী 'লামা' ইহাতে অসন্তুষ্ট; "তিনি একদল সৈন্যকে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিতে অনুমতি করিয়া-"ছেন। ইংরাজগণ যাহাতে তাঁহাদের রাজ্য-সীমা অতিক্রম "না করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সতর্ক করা হউক; অথবা যদি তাঁহারা "নিতান্ত যাত্রা করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সমুদ্র পথে পিকিনে গমন "করিতে পারেন। ইংরাজদিগের যুদ্ধনৈপুণ্য অথবা ঐশ্বর্য্য, বিশেহিরের "অধিবাসিগণের বিশ্বাস করা উচিত নহে। একণে বাদশাহ তাঁহাদের

ব্রিটিশ এবং শিখ-গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের মধ্যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তৎসম্পাদনের ভার দিল্লীর রাজ-প্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি এতদুদ্দেশ্যে আম্বালায় রাজনৈতিক প্রতিনিধি (এজেণ্ট) কাপ্তেন মাড়ের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। লুধিয়ানায় কাপ্তেন ওয়েড নামক তাঁহার একজন সহকারী ছিলেন; অল্পতা সৈন্যদল সম্পর্কেই তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন কাপ্তেন ওয়েড লাহোরে মহারাজার দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তখন মহারাজ এক ইচ্ছা প্রকাশ করেন; তাঁহার প্রার্থনা—কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য লুধিয়ানার কর্ম্মচারীকে শতদ্রুর দক্ষিণস্থ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি পদে বরিত করা হউক যে; প্রতিনিধি দিল্লীর রেসিডেণ্টের অধীন থাকিবেন; কিন্তু আম্বালার প্রতিনিধির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।* তাঁহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হইল।† কিন্তু কথিত রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ কালে দেখা গেল, কতকগুলি সন্দেহমূলক বিষয়ের তখনও মীমাংসা হয় নাই; সে গুলির মীমাংসা হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। চুমকৌড়, আনন্দপুর-

---

"অপেক্ষা ৩০ "লাক্কাং" (১২০ মাইল) উন্নত; তিনি চারি জাতির উপর "আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; এক্ষণে একটা যুদ্ধ এশিয়ার ছয়টী জাতি "ঘোর দুর্দ্দিনে পতিত হইবে; সুতরাং ইংরাজগণ যাহাতে তাহাদের রাজ্য "সীমা অতিক্রম না করে, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।" আপত্তি-"নিবারণার্থ প্রার্থনা ও অনুজ্ঞাব্যঞ্জক আরও কত কি লিখিত হইয়াছিল। (Political Agent Subathoo to Resident at Delhi, 26th March, 1827.

* Captain Wade to Resident at Delhi, 20th June, 1827.

† Government to Resident at Delhi, 4th Oct, 1827.

বাহাওয়াল এবং গুরু গোবিন্দের সগোত্রাক্রান্ত প্রতিনিধিবর্গ বা 'সোধি' সম্প্রদায়ের অধিকৃত অন্যান্য স্থানে অধিকার স্বত্ব আছে বলিয়া, রণজিৎ সিংহ দাবী করিলেন। তিনি ওহাদনিতেও আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষ করেন; কারণ, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান শত্রুর অধিকৃত বলিয়া, তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তৎকালে ফিরোজপুর এক সন্তানহীন বিধবার অধীন ছিল; রণজিৎ সিং তথায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। অতঃপর আলহওয়ালিয়াদিগের নগরসমূহ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে উদ্যোগী হন। তিনি আরও অপরাপর স্থান অধিকার করিতে তৎপর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই।* ফিরোজপুর এবং ফতে সিং আলহওয়ালিয়ার পৈতৃক রাজ্য অধিকারের জন্য মহারাজ যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল; কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল, ওহাদনিতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য স্থাপনের স্বত্বও টিকিল না। চুনকৌড় ও আনন্দপুর-

---

* Captain Wade to the Resident at Delhi, 20th Jan, 1828, and Capt. Murray to the same, 19th Feb. 1828.

ফিরোজপুর সম্বন্ধে পরিশেষে গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছিলেন, (Government to Agent at Delhi, 24th Nov. 1838) যে, কতকগুলি এক-গোত্রোদ্ভূত উত্তরাধিকারী (যাঁহারা স্বত্বাধিকারের দাবী করিয়াছিলেন) সকলেই স্বত্ববান হইবেন না। হিন্দু আইন অনুসারে ও শিখদিগের পদ্ধতি অনুসারে পরস্পর পৃথক হইয়া গেলে, উত্তরাধিকারীস্বত্ব ধ্বংস হয়। যাহা হউক, ইংরাজদিগের পদ্ধতি এত অনিশ্চিত যে, শিখ-রাজ্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থা-সমূহের মধ্যে ফিরোজপুরের দাবীদারগণের অনুকূল কোন না কোন হেতু পাওয়া যাইতে পারে।

মাখোয়ালে, লাহোরাধিপতির স্বত্বই স্বীকৃত হইল; কারণ তৎস্থান ইংরাজদিগের অধিকারে রাখা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহাদের মনে হইল, স্বধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্তার দ্বারাই শিখদিগের যাজক-সম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। * ফিরোজপুর হস্ত-চ্যুত হওয়ায়, রণজিৎ সিংহ বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ সহজ কণ্ঠে সেই প্রভুত্ব-বিধায়ক স্থানের প্রশংসা করিতেন। † বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা বন্দোবস্ত অনুসারে সকলেই বুঝিয়াছিলেন, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ভবিষ্যতে বিবাদের সম্ভাবনা অতি বিরল।

এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়েই তিনি, আপনার প্রিয়তম প্রতিনিধিগণের মতেই অনেক স্থলে নির্ভর করিতে লাগিলেন। ধীয়ান সিংহের পুত্র হীরা সিংহের বাল্যবস্থাতেই মহারাজ তাহার ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। এই বালকের স্বাভাবিক সরলতায় ও শিষ্ট-সৌজন্যে তিনি প্রীত হইলেন। মহারাজ তাহাকে রাজা উপাধি প্রদান

* Government to the Resident at Delhi, 14th November, 1824.

† ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ বিধবা রমণীর জন্য ফিরোজপুরের সুদৃঢ় এবং বিখ্যাত দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন কাপ্তেন মারে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন সম্পন্ন ব্যক্তি এই বিধবা ভূম্যাধিকারিণীর সম্পত্তি আক্রমণ করিতেছিল; (Captain Murray to the Agent at Delhi, 20th July, 1423) রাজ-প্রতিনিধিগণ লুধিয়ানা অপেক্ষা ফিরোজপুরের রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিতেন। (Government to Agent at Delhi, 20th Jan, 1824.)

করেন। তাহার পিতা প্রকৃত ভারতবাসীর ন্যায়, বিশুদ্ধ বংশপরম্পরা রক্ষিত স্থানীয় কোন রাজপরিবারের একটী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, নিজ বংশের বিশুদ্ধতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি কাঙ্গড়ার শাসনকর্তা মৃত সংসার চাঁদের কন্যার সহিত এই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিং আলাহ-ওয়ালিয়ার পুত্রের বিবাহোৎসবে যোগদান করার উদ্দেশ্যে, নিজ ভগ্নীর সহিত জাম্মুর শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ লাহোর পরিদর্শন করিতে যান; তথায় অজানিতভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধীয়ান সিংহের করায়ত্ত হন। সুতরাং নূতন শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ অতি অনিচ্ছার সহিত সে বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। এই প্রস্তাবিত বিবাহে কুলনাশের আশঙ্কায় ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অপেক্ষা বালিকাবৃন্দের মাতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, সন্তানগণের সহিত শতদ্রুর দক্ষিণে পলায়ন করিবার অভি-সন্ধি করিলেন। তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে আনরোধ চাঁদ আদিষ্ট হন; কিন্তু তিনিও নিজে পলায়ন করেন; সুতরাং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধ হয়। দুঃখে ও বিরক্তিতে মাতার মৃত্যু হইল; স্বত্ব-সাহায্যে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ক্ষুদ্র রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনকল্পে পুত্র ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে মাতার মৃত্যুর পর, পুত্রও তাঁহার পশ্চা-দগামী হইলেন। সংসার চাঁদের কতকগুলি 'অসিদ্ধ' সন্তানও ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ স্বয়ং দুইটী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অনুকম্পায় একটী পুত্র রাজপদে উন্নীত হইল; পিতৃরাজ্যের কতকাংশ পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া, মহারাজ কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই বৎসরই সমবংশ-পর্য্যায়ের একটী বালিকার সহিত মহা সমারোহে হীরা সিংহের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। রণজিৎ সিংহের উদারতা ও মহত্বে বিমোহিত হইয়া

ইংরাজদিগের আশ্রিত বহু রাজা এই উপলক্ষে মহারাজকে অভিনন্দন ও উপঢৌকন প্রদান করিলেন।*

ইতিমধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি পেশোয়ারের সন্নিকটে ঘোর বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিল। উত্তর ভারতের অন্তর্গত বরেলী নামক স্থানের সৈয়দ বংশসম্ভূত আমেদ সা নামক একজন মুসলমান, বেতনভোগী সেনাপতি আমীর খাঁর অনুচর ছিল। তৎকালে মারহাট্টা ও পিণ্ডারা রাজগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধের অবসানে, যখন তাহার প্রভুর সামরিক সৈন্যদল ভঙ্গ হয়, সেই সময় ইংরাজগণ আমীর খাঁকে একজন অধীনস্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; যুদ্ধে বিজয় লাভের পর, এই ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হয়। সেই সময় সৈয়দ দিল্লীতে গমন করেন; আবদুল আজিজ নামক একজন ভক্তপ্রধান ধর্ম্ম-প্রচারক তখন ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি আমেদের সত্য-ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় বহুল পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মোপাসনার সর্ব্ববিধ কু-প্রথাসমূহ আমেদ নিন্দনীয় ও দগুার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার উল্লেখ করিলেন না; একমাত্র কোরাণের উপদেশ সমূহ মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিতে, তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার যশো রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল, ইসমাইল এবং আবদুল হাই নামক শিক্ষিত অথচ স্বতন্ত্র মতাবলম্বী দুই জন মৌলবী সৈয়দের শিষ্য ও অনুগত আজ্ঞাবাহীরূপে তাঁহার অনুরক্ত হইলেন।†

* মরে কৃত 'রণজিৎ সিং', ১৪৭, ১৪৮ পৃঃ। ("Murray's 'Runjeet Singh', p. 147, 148,) and Resident at Delhi to Government, 28th Oct. 1828.

† মৌলবী ইসমাইল সৈয়দ আমেদের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক উর্দু

দেরূপ প্রচার করিলেন,—সকল কার্য্যের প্রারম্ভে তীর্থ-যাত্রা বিশেষ মঙ্গলসূচক। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রবাস-গমনোদ্দেশ্যে অযোধ্যাসে তাঁহাকে

ভাষায় (উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষায়) প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সদুপদেশপূর্ণ এবং তাঁহার মত-সমর্থনক্ষম। এই গ্রন্থের নাম,—"টাকভিয়া-উল-ইমান" বা ধর্ম্মের ভিত্তি; এই গ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডই ইসমাইলের লিখিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; দ্বিতীয় খণ্ড কতকাংশ নিকৃষ্ট। এই হেতু মনে হয়, ইহা অপর কোন ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত।

সূচনায় (মুখবন্ধে) গ্রন্থকার এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন,—"যে একমাত্র জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তি, ঈশ্বর-বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম।" ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, ঈশ্বরের উপদেশ-প্রচার-ব্যপদেশে "অসভ্য ও অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতেই একজন প্রচারক "নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি—জগদীশ্বর—স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই ধর্ম্ম-"তার পথ এত সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। প্রধানতঃ দুইটী বস্তু সর্ব্বাগ্রে "প্রয়োজনীয়। প্রথম একেশ্বরবাদিত্বে বিশ্বাস স্থাপন; এক ঈশ্বর ব্যতীত "অন্য কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা, দ্বিতীয়, প্রচারকের সম্বন্ধে "জ্ঞানলাভ ও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন; ইহাই ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়মের "বাধ্যতা বা বশবর্ত্তিতা। অনেকে মনে করেন, যোগি-পুরুষদিগের বাক্যই "তাহাদের পরিচালক। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর-বাক্যই পালন করিতে হইবে; কিন্তু শিক্ষা লাভের জন্য ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের উপদেশ পাঠ "করিতে হইবে; কেননা, সেগুলি ধর্ম্মপুস্তকের সহিত একমতাবলম্বী।"

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে একেশ্বরবাদিত্বের বিবরই উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ে যোগী, দেবদূত প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা অধর্ম্ম-মূলক বলিয়া বর্জ্জিত হইয়াছে। এইরূপ উপাসনায় যে সকল কারণ

বিশ্বাস, তিনি কনস্তান্তিনোপলও পরিদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চারি বৎসর পর তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া, ধর্ম্মবিশ্বাসিগণকে বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে আদেশ করেন। বিধর্ম্মী নামে তিনি কেবল শিখদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার কার্য্যকলাপেও তাহাই বোধ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। ইংরাজ যাহাতে কুপিত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু বহু-বিস্তৃত জনাকীর্ণ দেশে, বৈদেশিক জাতীর প্রাধান্য প্রবল হওয়ায়, অলক্ষিতভাবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে তিনি প্রচুর সুবিধা পাইলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পাঁচ শত অনুচর সমভিব্যাহারে আমেদ দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন; তখন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, নির্দ্দিষ্ট পরিচালকের অধীনে অপরাপর সৈন্যদলও তাঁহার অনুগমন করিবে। পথে প্রভু আমীর খাঁর বাসস্থান 'টঙ্ক' নামক স্থানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিলেন। পরে তত্রত্য সামন্তপুত্র তাৎকালিক নবাবও সেই সিদ্ধ পুরুষের শিষ্যদল-ভুক্ত হইলেন। সেই নব-দীক্ষিত শিষ্যের নিকট আমেদ কিছু অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মরুভূমির মধ্য দিয়া, সিন্ধুদেশের খইরপুর নামক স্থানে উপনীত হন। তথায় মীর রুস্তম খাঁ কর্ত্তৃক মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া, তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তী "গাজী" বা ধর্ম্মযোদ্ধৃগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহারা সকলেই তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল। অতঃপর আমেদ কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য কেহই বিশ্বাস করে নাই, অথবা সকলেই তাহা ভুল বুঝিয়াছিল। সেই হেতু তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা, বারুকজাইগণের নিকট কোন সাহায্য বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন না; সুতরাং খিলজাইদিগের অধিকৃত, জনপদের মধ্য দিয়া তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই কাবুল নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি পেশোয়ারে

শিখদের মধ্যবর্ত্তী “ইউসফজাই” সম্প্রদায়ের অধিকৃত পর্ব্বতমালার অন্তর্গত “পাঞ্জতারে” উপনীত হইলেন।

রণদুর্দ্দ ইউসফজাইদিগের মধ্যে 'পাঞ্জতার' রাজপরিবার কতক উল্লেখযোগ্য। ইহার মামুদ খাঁর বংশের ইউসফজাইগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত; রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করায়, আফগান সম্রাটের আক্রমণ ভয় ইহার মামুদের মন হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। সুতরাং সৈয়দ এবং 'পাঞ্জাবী'গণ সশঙ্কিত জাতির ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া সাদরে গৃহীত

* Compare Murray's "Runjeet Singh" p. 145, 145.

কাজীর ওস্তাদপত্রের নিকট হইতে ওয়েড সাহেব সৈয়দ আহমেদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। একজন সংবাদ যোগবাহীও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরে উক্ত ব্যক্তি টঙ্ক প্রদেশে সম্মানসূচক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুন্সী সাহামত আলীর নিকট হইতে তিনি অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন। পীর মহম্মদ খাঁ নামক কান্দাহারের একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কুর্ত্তবিদ্য পাঠানই প্রধানতঃ তাঁহাকে আবশ্যকীয় সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি তখন ইংরাজদিগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি মনে করেন, পাকপাটন, মুলতান এবং উচ নগরের পবিত্র সান্নিধ্য সত্ত্বেও আহমেদের কথাই সত্য। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মুসলমানই তাঁহার ধর্ম্মনীতির যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। টঙ্কের রাজা অকিঞ্চিৎকর উৎসবের বিশেষ বিরোধী ছিলেন; ভূপালের সুচতুর রিজেন্ট-বেগমও টঙ্কের রাজার কঠোরতা অবলম্বনের প্রশংসা করিয়াছেন। ধর্ম্মভীরু লোকের মধ্যেও সৈয়দ বহু শিষ্য প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তাঁহার বক্তৃতা এত কার্য্যকরী হইয়াছিল যে, দিল্লীর দর্জিগণ অন্যায় বিচার করিয়া, অবশিষ্ট কাপড় তাহাদের প্রভুদিগের নিকট ফেরত পাঠাইয়াছিল।

হইলেন; সকলেই আমাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। এই সময়ে একদল শিখ সৈন্য, মহারাজের স্ববংশোদ্ভূত সুধ সিং সিধানওয়ালার অধীনে আটকের কয়েক মাইল উত্তর, অকোরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। সৈয়দ তাঁহার অসম্পূর্ণরূপে সজ্জিত অনুচরবর্গকে সেই ক্ষুদ্র শিখ-সৈন্য-দল আক্রমণ করিতে অনুমতি করিলেন। শিখ-সেনাপতি সুরক্ষিত স্থান হইতে সৈন্য পরিচালনা করিয়া, অশিক্ষিত পর্ব্বতবাসীদিগের শৃঙ্খলাবিহীন আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার কিছু বলক্ষয় হইল; কিন্তু তিনি আর কোন যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। সুতরাং সৈয়দের যশঃ গৌরব এবং সৈন্য-বল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক্ষণে সৈয়দ যাহাতে ইউসফজাই-রাজ্যসমূহের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন, সেইরূপ কোন প্রস্তাবে সৈয়দকে সম্মত করাই ইয়ার মামুদ খাঁ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি নীচমনা ব্যক্তির ন্যায় বিষ-প্রয়োগে আমেদকে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—এই অপবাদে পেশোয়ারের হীনবল, শাসনকর্ত্তা দোষী সাব্যস্ত হইলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা বা সংবাদ প্রচার করিয়া, সৈয়দ অস্ত্র-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইয়ার মামুদ গুরুতররূপে আহত ও পরাজিত হইলেন; জেনারেল ভেনটুরা এবং যুবরাজ শের সিংহের অধীনে শিখ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, পেশোয়ার শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল; অতঃপর ইয়ার মামুদের ভ্রাতা, সুলতান মামুদকে সেই স্থান প্রদান করা হয়। মহারাজের জন্য লয়লা নামক প্রসিদ্ধ ঘোটক আনয়ন করিবার ভাণ করিয়া, শিখসৈন্য তৎকালে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই ঘোটক "কাহার" নামক প্রসিদ্ধ অশ্ব আর একটীর সমকক্ষ; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বারুকজাইদিগের নিকট "কাহার" প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। *

* Compare Murray's "Runjeet Singh", p. 146, 149.

শিখ সৈন্য শতক্র অভিমুখে প্রস্থান করিল। সুলতান মহম্মদ খাঁ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ যথাসাধ্য তাঁহাদের আত্মীয় বা উপনিবেশসমূহ রক্ষা করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের অবস্থা বিপদসঙ্কুল বুঝিয়া, এবং তৎপ্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করা সহজসাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া, রণজিৎ সিং আশা করিয়াছিলেন, উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিলে, কোন দোষ হইবে না।* কিন্তু সৈয়দ আমেদের প্রভুত্ব কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; অধিকন্তু সেই উপত্যকা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয়গণ লাহোরের শাসনাধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমেদ,

---

সৈয়দ আমেদের অনুচরগণের বিশ্বাস যে, ইয়ার মামুদ বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে, "গাজী"গণ অনেক কষ্ট পাইয়াছিল,—তাহারা তাহাও বলিয়া থাকে।

সেনাপতি ভেন্‌চুরা অবশেষে "লয়লা" নামক একটী অশ্ব লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ নামের ঘোটক স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। আবার কোন সময়ে বোধিত হয় যে, ঐ অশ্ব পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। (Capt. Wade to the Resident at Delhi, May 17th, 1829)

* Capt. Wade to Resident at Delhi, 15th September, 1830. মহারাজ নিজেও বারুকজায়ীদিগের সহিত বিবাদের অনেক কারণ পাইয়াছিলেন। "বুটুক" নামক অপর একটী জাতিকে তাহারা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে রণজিৎ সিং বলিয়াছিলেন, উজীর ফতে খাঁ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা স্বাধীনভাবেই বাস করিবে। (Capt. Wade to Government, 9th Dec. 1831)

সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া, সেনাপতি আলার্ড ও হরি সিং নালোয়া পরিচালিত শিখ-সৈন্য আক্রমণের কল্পনা করিলেন; কিন্তু তথায় পরাজিত হওয়ায়, তিনি সিন্ধুনদের পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং নববলে বলীয়ান হইয়া, সুলতান মহম্মদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন বারুকজায়ী যুদ্ধে পরাভূত হইলেন এবং সৈয়দ ও তাঁহার "গাজী"-গণ পেশোয়ার অধিকার করিলেন। কৃতকার্য্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উল্লাসও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, তিনি "কালিফ" নাম প্রচার করিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন। ঐ মুদ্রার উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল;—"সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পর আমেদ,—ধর্ম্ম-স্থাপনকর্ত্তা; তাঁহার তরবারির চাকচিক্যে বিধর্ম্মীদিগের ধ্বংস সাধিত হয়।" পেশোয়ারের অধঃপতনে লাহোরে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হওয়ায়, সিন্ধু-তীরস্থিত প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল; কুমার শের সিংহ তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। যাহারা স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিল, যাহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থসিদ্ধিই শ্রেষ্ঠতর মনে করিত, সেই সকল নামমাত্র মুসলমান শাসনকর্ত্তা, ভারতীয় বিজেতার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইতে ঘৃণা প্রকাশ করিত; অধিকন্তু আমেদের অবিবেচকতায় তাঁহার অনুচর 'ইউসফজায়ীগণ' ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি কৃষকদিগের উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তনে কোন অসন্তোষের চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক বিষয়েই ধর্ম্মগুরুর স্বত্ব বর্ত্তমান,—তাহাদের যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল; তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ঐ করপ্রদান করিত। অবশেষে আমেদ এক হীনতার পরিচয় প্রদান করিলেন; তাহাতেই অনর্থ ঘটিল;

তিনি আদেশ করিলেন যে, প্রত্যেক যুবতী স্ত্রীলোক বিবাহোপযুক্ত বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলেই, তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে; এইরূপ আদেশ প্রচারিত হওয়ায়, অর্থলোলুপ আফগান পিতা-মাতার আয়ের পথ রুদ্ধ হইল। আফগান-জাতি সাধারণতঃ অর্থলুব্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাহারা সচরাচর সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিকেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু সৈয়দ আপনার দীন ভারতীয় অনুচরগণকে এক একটী করিয়া কুমারী প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, সৈয়দ আমেদ সেই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেন; তাঁহার দুরভিসন্ধি বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল; সকলেই সৈয়দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল; ফলে, অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, কোন নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া, তিনি সুলতান মহম্মদকে পেশোয়ার প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর শিখদিগের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া, শতদ্রুর পশ্চিম তীরে গমন করিলেন। মুষ্টিমেয় "গাজী"গণের উপরই সৈয়দ প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন; তাহারাই সুখ-দুঃখে পূর্ব্বাপর তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। 'ইউসফজাইগণের' সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল; সুতরাং মজঃফরাবাদ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাগণের বলবীর্য্যের উপরও তিনি কতকাংশে নির্ভর করিয়াছিলেন। শের সিং এবং কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে, পার্ব্বতীয় "খাঁ" জাতি শীঘ্রই বশ্যতা স্বীকার করিল। তথাপি আমেদ নিরস্ত হইলেন না; বরং অকুতোভয়ে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বন্ধুর পর্ব্বতমালা মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল; প্রথমে কিছুকালের যুদ্ধে আমেদই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; সেই যুদ্ধের পর কিছুকাল নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভেই বালাকোট নামক স্থানে আমেদ পুনরায় আক্রান্ত হইলেন;

আকস্মিক আক্রমণে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন; সৈন্তগণ তাঁহার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে নিহত করিল। ইউসফজায়ীগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিনিধিগণকে বিতাড়িত করিল; "গাজী"গণ ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেল; সৈয়দ-পরিবার, টঙ্কের নবাবের নিকট আশ্রয় পাইবার আশায়, হিন্দুস্থানে প্রস্থান করিলেন। টঙ্কের নবাব সৈয়দের একজন পরম বন্ধু ছিলেন; সৈয়দ পরিবার মনে করিয়াছিলেন,—নবাব তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে ও সম্মানের সহিত আশ্রয় প্রদান করিবেন। *

এক্ষণে রণজিৎ সিংহের যশঃ-প্রভায় দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল। ভিন্নদেশবাসী রাজগণ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্থানের রাজ-প্রতিনিধি আসিয়া শিখরাজকে অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করেন। তৎকালে হারাণ্ড এবং দাজেল নামক সীমান্ত প্রদেশ দুইটী ভাওয়ালপুরের নবাব রাজা বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। বেলুচি-রাজ-প্রতিনিধির একান্ত ইচ্ছা, সেই দুইটী প্রদেশ তাঁর শাসনকর্তাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা হইবে। † হীরাটের সা মামুদের সহিতও মহারাজার

* Captain Wade to Resident at Delhi, 21st March, 1831. পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বৎসরের এবং ঐ বৎসরের অন্য তারিখের পত্রও দ্রষ্টব্য। মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 150.) সৈয়দের "কালিফ" উপাধি গ্রহণ, নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ এবং তদীয় অনুচরদিগকে 'ইউসফজায়ী' কুমারী প্রদান,—সৈয়দের অনুচরগণ সে সকলই অস্বীকার করিয়া থাকে।

† Captain Wade to the Resident at Delhi, 3rd May,

পত্রাপত্র চলিতেছিল। * যুবক সিন্ধিয়ার বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের বাইজাবাই মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেন। † এই সময়ে ইংরাজগণের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, মহারাজ, রুষ-রাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের জন্ত লেখা-লিখি করিতেছেন। ‡ সুতরাং ইংরাজগণও মহারাজকে তোষামোদ আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন,—লাভজনক বাণিজ্য-ব্যবসায় এবং স্বাধ্য অধিকার বিস্তার করিয়া, উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে

1829 and 29th April, 1830. এক সময়ে হায়ান্দ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। (See Munshee Mohun Lal's Journal, under date 3rd March, 1836.) ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, অপরাপর কয়েক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতদ্রুর পশ্চিমে সমুদায় রাজ্য হইতে যখন বাহাওয়াল খাঁ বঞ্চিত হইলেন; তখন ঐ স্থান পুনরাধিকারের ভার সেনাপতি ভেণ্টুরার হস্তে অর্পিত হয়। (গ্রন্থকার সেই কর্ম্মচারীর নিকট এইরূপ বিবরণই শুনিয়াছিলেন।)

* দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র,—তারিখ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী, এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর।

† দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েডের পত্র; তারিখ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল। যখন তাঁহার পুত্রের বিবাহ হয়, তখন সিন্ধিয়া লাহোরে ছিলেন না,—এই কথা বলিয়া মহারাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত করেন।

‡ দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র; তারিখ-১৮৩০ খৃষ্টাব্দের, ২৪শে আগষ্ট।

স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি শিখজাতিকে সেই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। যুবরাজ খড়্গ সিংহের স্বত্ব-প্রভুত্ব স্বীকারে যাঁহারা ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুচতুর শাসনকর্তা হরি সিং তাঁহাদের অন্যতম। ভাবী উত্তরাধিকারী নিজেও শিখ-জাতির মনোভাব অবগত ছিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বোম্বাইয়ের শাসনকর্তার সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন; উদ্দেশ্য—অন্তঃসারশূন্য সুখ্যাতিপূর্ণ উত্তরাদি হইতে তাঁহার মনে হয়তো কোন আশার সঞ্চার হইতে পারে।* রণজিৎ সিং তাঁহাদের এক সম্মিলনের প্রস্তাব করিলেন; ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শতদ্রু তীরে রূপার নামক স্থানে তাঁহাদের সম্মিলন সংঘটিত হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে কতকগুলি অশ্ব উপঢৌকন স্বরূপ লাহোরে আনীত হয়; লেফ্‌টেন্যান্ট বারনেস সিন্ধুনদ

* এই পত্রাদি সম্বন্ধে পারস্যরাজ সেক্রেটারী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৩ই জুলাই বোম্বাইয়ের পোলিটিকাল সেক্রেটরীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

রণজিৎ সিংহ স্বয়ং হরি সিংহের শত্রু ছিলেন; কিংবা অনুগত ভৃত্য প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু হরি সিং একজন ধর্ম্মপ্রাণ শিখ বলিয়া পরিচিত; তিনি একজন উচ্চাশয় ব্যক্তি ছিলেন। খড়্গ সিং সর্ব্বদাই আপনাকে বিপদসঙ্কুল মনে করিতেন; সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধেও তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। রূপার নামক স্থানের সম্মিলন, রণজিৎ সিংহের বাগ্মিতার বিষয়, এম, আলার্ড অতিরঞ্জিত-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং মারের 'রণজিৎ সিং' গ্রন্থে প্রিন্সেপের বিবরণ হইতে তাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। (Princep's Account in Murray's Runjeet Singh, p. 306.)

এবং ইরাবতীর পথে সেগুলি লইয়া লাহোরে পৌঁছেন। গবর্ণর-জেনারেলের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু একবার চির-বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা স্বরূপ, রণজিৎ সিং এক লিখিত সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করেন এবং পরে তাহা প্রাপ্ত হন। * তখন জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, অতঃপর ইংরাজগণ তাঁহার পরিবার-বর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজদিগের সাহায্য-প্রাপ্ত হইবেন। পূর্ব্বেই রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য কতকাংশে সাধিত হইয়াছিল; এক্ষণে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল; কিন্তু সিন্ধুদেশ লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন; তৎপ্রদেশ সম্বন্ধে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য অনিশ্চিত বড়যন্ত্রের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল; তিনি আপন বিধিব্যবস্থা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিলেন, ভাবিলা দেখিলেন,—আমীরদিগের উপযুক্ত সৈন্যের অভাব; তাঁহারা কোম্পানীর বাহাদুরের কার্য্যকলাপে বাধা প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং আমীরগণ ইংরাজদের প্রতিও সন্তুষ্ট নহে। † সিন্ধু রাজগণের নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম, গবর্ণর-জেনেরল অনুসন্ধিৎসু অভ্যাগত মিত্র-রাজের নিকট কখনও ব্যক্ত করেন নাই। শান্তিস্থাপনের

---

* মারে কৃত 'রণজিৎ সিং' ১৬৬ পৃষ্ঠা। (Murray's "Runjeet Singh, p. 166.

† Murray's "Runjeet Singh, p 167. সিন্ধিয়ার সৈন্য সম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের এই বিবরণ, দাস্বা ও বিজ্ঞানি বিজয়ীর পক্ষে সন্তোষজনক নহে। যদিও মহারাজ তাঁহাদের সাহসিকতার নিন্দা করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের শিকার ও সাজ-সজ্জার নিন্দা করিয়াছেন। যাহা হউক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সা সুজার আক্রমণেই রণজিৎ সিংহের এইরূপ শিক্ষিত সৈন্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

জন্য স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, —তাঁহার ভয়, পাছে রণজিৎ সিং তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রস্তাবিত কার্য্যকলাপের কোন অন্তরায় উপস্থিত করেন।* রণজিৎ সিং হয়তো বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রতি ইংরাজদিগের আর সে বিশ্বাস নাই ;—তিনি ইংরাজদিগের অবিশ্বাসভাজন হইয়াছেন ; কিংবা তদ্বিষয়ে হয়তো তাঁহার সে ধারণা আদৌ জন্মে নাই। যাহা হউক, সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে হইলে, মহারাজকে পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক ; পরন্তু তদ্বিষয়ে বহু কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল এবং সেপক্ষে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে ইংরাজগণ যদি কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিত ;—কর্ত্তৃপক্ষগণ নীতি-সঙ্গত কার্য্যই করিতেন।

পরিব্রাজক মুরক্রফট বেশ বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ের সুবিধার জন্য সিন্ধুনদ বিশেষ উপযোগী। সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে পারিলে, ক্রমশঃই বাণিজ্যের শ্রী বৃদ্ধি সাধন হইবে।† সিন্ধুনদ ও শাখা-নদী সমূহে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন ; অধিকাংশ লোকের যাহাতে সুমঙ্গল হয়, যাহাতে অধিকাংশ লোক ধনৈশ্বর্য্যশালী হয়, সেই হিতবাদ-প্রথা প্রচারকগণও ভিন্নমত প্রকাশ করিলেন না। রাজা উইলিয়মের

* Murray's "Runjeet Singh," p. 167, 168. কাপ্তেন ম্যরের গ্রন্থের দশম অধ্যায় ; রূপারের দরবারের বিষয়, মিঃ প্রিন্সেপের লেখনী প্রভৃতি ; গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীরূপে তিনি তৎকালে গবর্ণর জেনারেলের সহিত ছিলেন।

† মুরক্রফটের ভ্রমণবৃত্তান্ত। (Moorcroft, Travels p. 338.)

প্রদত্ত উপঢৌকনসমূহ জলপথে রণজিৎ সিংহকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দারা কৌশলে সিন্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারিবে। গঙ্গা নদীর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লাভালাভ অপেক্ষা, সিন্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইলে লাভ সম্ভাবনা অধিক,* লেফ্টেনাণ্ট বার্নেসের পরীক্ষার ফলে তাহা স্থিরীকৃত হয়; লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কও তাহাতেই বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে বিশ্বাসের আরও প্রকৃষ্ট কারণ ছিল; তাঁহার বিশ্বাস,—এক সময়ে পশ্চিমদেশীয় উপত্যকা, পূর্বদেশীয় স্থানের ন্যায় জনাকীর্ণ ছিল। তিনি ক্ষণকালের জন্য ভাবিয়া দেখিলেন যে, রাজনৈতিক অবস্থার উপস্থিত হওয়ায়, অনেককষ্টকার-নিষেধিত নদীসমূহ হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায় নির্বাসিত হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা বিধি ব্যবস্থার বলে প্রভূত প্রচার করিতে সমর্থ হইলে, সে সমুদায় বিশ্ব-বিপণি এক এক অনুষ্ঠিত হইবে।† অতএব বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সর্বসাধারণের উপকারার্থ সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও সম্পাদিত হইল।

রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের কিছু পূর্বে, লেফ্টেনাণ্ট-জেনারেল কর্ণেল পটিঞ্জারকে হায়দ্রাবাদে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সিন্ধুনদের নিম্নতর অংশে বাণিজ্যপোত গমনাগমনের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট হারে কর প্রদানের প্রস্তাব করিয়া সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত ব্যবস্থা বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।‡ ইহার

* Government to Colonel Pottinger, Oct. 22nd. 1831, and Murray's 'Runjeet Singh', p. 153.

† Government to Col. Pottinger, 22nd Oct. 1831.

‡ মারে কৃত 'রণজিৎ সিং', ১৬৮ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Sing, p. 168.)

দুই মাস পরে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, তিনি মহারাজের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন; বাষ্পীয় পোত দেখিবার জন্ত মহারাজ পূর্ব্বে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচায়ক। দুইটী রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধের দৃঢ়তা ও ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনের মন্ত্রণা চলিতেছে, সুতরাং অচিরেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। এই সময়ে কাপ্তেন ওয়েড সিন্ধু দেশে প্রেরিত হইলেন; কর্ণেল পাটিঞ্জার পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সিন্ধুনদীর নিম্নতর অংশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর অংশে সমগ্রভাবে অবাধে বাণিজ্য-পোত চালনায় অনুমতি প্রার্থনা করা তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিস্তার করা যে ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য নহে,—তদ্বিষয়ে মহারাজকে আশ্বস্ত করার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। * এদিকে রণজিৎ সিংহ নিজেও স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার মনেও সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। † পাঞ্জাবের দক্ষিণ ভাগে নববিজিত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনানুসারে যথাসম্ভব কৌশল-ক্রমে উত্তেজিত করিলেন। ডেরাগাজী-খাঁর পরপারস্থিত রাজ্যের প্রতিনিধি, ভাওয়ালপুরের নবাব

* Government to Capt. Wade, 19th Dec. 1831. অতঃপর স্বীকৃত হইল যে, এই প্রতিনিধি প্রেরণে রুশিয়া সম্বন্ধে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু গবর্ণর-জেনারেল তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নাই। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 168)

† সিন্ধু জয় করাই রণজিৎ সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একজন আমীরের অথবা কোন আমীর পুত্রের সহিত একটী পারসী রাজকন্যার বিবাহ প্রস্তাবের জনরবে, তাঁহার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হয়। (Capt. Wade to Government. 5th Aug. 1831.)

নির্দিষ্ট হারে যথা নিয়মে রাজস্ব প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি তদনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। সুতরাং পঞ্জাব হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করাই রণজিৎ সিং শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন;—তাঁহার মনে হইল, ইংরাজগণ যদি নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে বাহওয়াল খাঁ ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শতদ্রুর পূর্ব্ব তীরে রাজশাসন করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে লেফ্‌টেনাণ্ট বারনেস তখন সিন্ধু নদের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশে আগমন করিতেছিলেন। মহারাজ চিরকালই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন; তিনি স্থির করিলেন,—উক্ত কর্ম্মচারীর গন্তব্যের রাজনৈতিক কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাই সমর্থন করিবেন।* এই সমস্ত কারণে সিন্ধু নদের প্রধান শাখা পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিনিধি সকলই পরিবর্ত্তনশীল দেখিতে পাইলেন। রূপারে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই জেনারেল ভেন্টুরা ভাবলপুরের খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন;—শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরস্থিত তাঁহার পৈতৃক রাজ্য এবং লাহোরের জায়গীর প্রভৃতির অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন।† অধিকন্তু শিকারপুর, 'কালহোর' বা 'তালপুর' সম্প্রদায়ের অধিকৃত সিন্ধু রাজ্যের অংশভুক্ত বলিয়া গণ্য হইল না। আইউবের উজীর মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যুর পর 'তালপুরগণ' ঐ স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল; সেই সময় হইতেই খয়েরপুর, মীরপুর এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের রাজপরিবারবর্গ একত্রে ঐ স্থান অনায়াসলব্ধ

---

* মহারাজ এতদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়াছিলেন, কাপ্তেন ওয়েডের অন্তপর তাহাই বোধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, তাহার লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

† Capt. Wade to Government, 5th Nov. 1831.

অধান করিয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন। রণজিৎ সিংহের মনে হইল,—সিন্ধু তীরস্থ পক্ষজাতীয়দিগের তিনিই একমাত্র অধীশ্বর। সুতরাং সিন্ধু দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশস্থ আমীরগণের স্বত্ব অপেক্ষা, ঐ প্রদেশে তাঁহার স্বত্বই প্রবল। সুতরাং তৎপ্রদেশসমূহ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে মহারাজ তৎপর হইলেন। *

যখন কাপ্তেন ওয়েড, ইংরাজ বণিকগণের সুবিধার জন্য শতদ্রুতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন রণজিৎ সিংহের মানসিক গতি এইরূপ ছিল। মহারাজ স্বীকার করিলেন বটে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন; কিন্তু তখনই তাঁহার মনে উদয় হইল,—ইংরাজগণ সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া বলপূর্ব্বক গমনাগমনের পথ প্রশস্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কর্ণেল পটিঞ্জারের সহিত কয়জন সৈন্য প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং অনতিবিলম্বে আমীরদিগের ধ্বংস সাধনের জন্য বারংবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। † অতঃপর আরও প্রমাণিত হইল,—যখন পটিঞ্জার ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে অপর পর সামন্তগণের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতেছিলেন, লাহোর রাজ্যের বন্ধুত্ব স্বার্থ এবং 'তালপুর' সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটনোদ্দেশ্যেই যেন মহারাজ, খাঁয়েরপুরের মীর-আলি-মোরাদকে তখন ডেরা গাজী-খাঁ ইজারা দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। ‡

---

* রণজিৎ সিং সর্ব্বদাই এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। Capt. Wade to Govt. 15th Jan. 1837.

† Capt. Wade to Government. 1st and 13th Feb. 1837.

‡ Captain Wade to Government, 21st Dec, 1831, and Col. Pottinger to Government, 23rd Sept. 1837.

কিন্তু তিনি দেখিলেন, গবর্ণর-জেনেরল উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; সুতরাং সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে সম্পারণের মঙ্গলার্থ বাণিজ্য-পোত পরিচালনায় অনুমতি প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। এই নৌ-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণার্থ মিথেনকোটে একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর অবস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। * বহুদিনের মিত্রগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে ভাব প্রকাশ করিতে মহারাজ আদৌ ইচ্ছা করেন নাই। ইংরাজদিগের বাণিজ্যনীতির প্রভাবে তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তিনি শিকারপুর আক্রমণের সংকল্প সিন্ধুজয়ের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন;—কাপ্তেন ওয়েডের নিকট সে বিষয় গোপন রাখিতে রণজিৎ সিং কখনও চেষ্টা করেন নাই। †

এক্ষণে সা-সুজা নূতন আশার উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে সিন্ধুতীরস্থ বিভিন্ন জাতির সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ কিছু জটিল হইবার উপক্রম হইল। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, সেই হতভাগ্য সম্রাট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানায় গিয়া বাস

---

* দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ, জিনিসের মাশুলের তালিকা প্রস্তুতের কথা উঠে। তদনন্তর প্রতি নৌকার জন্য করাদায়ের বন্দোবস্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজস্বের পরিমাণ, ৫৭০্ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। এতন্মধ্যে লাহোর গবর্ণমেণ্ট, শতদ্রু দক্ষিণ তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ১৫৫্ টাকা ৪ আনা এবং পশ্চিম তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ৩৯্ টাকা ৫ আনা এক পাই প্রাপ্ত হইবেন,—এই বন্দোবস্ত হয়। (Govt. to Capt Wade, 9th June, 1834, and Capt. Wade, to Govt. 13th Dec. 1835.)

† Capt Wade to Government, 13th Feb. 1832.

করিতে আরম্ভ করেন। তথায় অবসরক্রমে খোরাসান পুনরধিকারের বিষয় মনে মনে স্থির করিতে থাকেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত এ বিষয়ে চিঠিপত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হন; রণজিৎ সিংহ সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন যে, সা তখনও তাঁহার অতিথি অথবা বন্দী হইতেছেন না। * ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি (সা-সুজা) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; উত্তরে জানিলেন:—রণজিৎ সিংহ কিম্বা সিন্ধুদেশীয়দিগের সাহায্যে তিনি আপন রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু যদি তিনি অকৃতকার্য্য হন, তাঁহার বর্ত্তমান আশ্রয়দাতা পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না। † সৈয়দ আমেদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে, পেশোয়ারের শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সা উৎসাহিত হইয়া, রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন যে, শিখ সৈন্যের সাহায্যে অতি সহজেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া, তিনি আর একবার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বৃথা আশায় মহারাজা তাঁহাকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন; ইংরাজগণ এদিকে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সুতরাং ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সকল আশাই নিষ্ফল হইল। ‡ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিলেন; তালপুর-আমীরগণ ইংরাজরাজ-প্রতিনিধিদিগের উপস্থিতিতে আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদিগের নামমাত্র সম্রাট সা-সুজার প্রস্তাবিত বিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন। ¶ রণজিৎ সিংহের সহিত

---

* Capt. Wade to the Resident at Delhi, 25th July 1826.

† Resident at Delhi to Capt. Wade, 25th July, 1827.

‡ Government to Resident at Delhi, 12th June, 1829.

¶ Capt. Wade to Government, 9th Sept. 1831.

সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। এই সময়ে সিন্ধু দেশ লইয়া ইংরেজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহেরও মনোমালিন্য জন্মে; শা সুজার স্বীয় সিংহাসন পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁহাকে সাহায্য করিতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শিখজাতি পারস্য-রাজ্যের সীমান্ত এবং সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তারের মনন করিল। তখন রণজিৎ সিং প্রস্তাব করিলেন, যদি সমগ্র আফগানিস্থানে গোলযোগ নিবারণ হয়, এবং সোমনাথ মন্দিরের সিংহদ্বার যদি প্রাচীন মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। শা, এই সকল বিষয় অনুমোদনে সম্মত ছিলেন না; তিনি নানা প্রকার ভাব করিয়া মহারাজের সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহকে স্মরণ করাইয়া দিলেন,—তাঁহার প্রিয় মিত্র ইংরাজগণ স্বদেশে ঘোষণা করিয়াছেন; এবং গজনী হইতে সিংহদ্বার অপহৃত হইলেই, হিন্দুস্থানের সকল সম্প্রদায়ী এতদ্বিষয়ে কেবলই শুনা গিয়াছে।

* Capt. Wade to Government, [illegible]—অতঃপর ইংরেজ কর্তৃক এই পৌরাণিক সিংহদ্বার অপহৃত হইলে, আড়ম্বরিক যুদ্ধ ও উপহাস প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহা মনে করিও, সেই প্রস্তাবের অনুমোদক ও প্রস্তাবকদিগের বিশেষ লাঞ্ছনা। বিশেষ এই যে, ঐ সিংহদ্বারগুলি অত্রত্যস্থলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার যখন ভাওয়ালপুরে ছিলেন, তখন একদল আফগান বণিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংঘটিত হইবে কি না?—কারণ, তাহাদের মসজিদের (পূর্ব্বে একটী কবর ছিল, কু-সংস্কারবশতঃ তাহা ভজনালয়ে পরিণত হয়,) ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজক বা সাধুর আয় অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। তাহারা বলিল, যদি সরকার সহিত সে জমি তাহারা বদল করিয়া লইবে; তাহারা আরও বলিল যে,

পক্ষের প্রত্যেকটীরই বিভিন্ন এবং বিপরীত উদ্দেশ্য ; অধিকন্তু পরস্পরের উদ্দেশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত। ন্যায্য-স্বত্বাধিকারী রাজনৈতিক অধীশ্বরের হৃত-রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে সাহায্য প্রদান করিয়া, রণজিৎ সিং সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হন—বাণিজ্য-নীতি অনুসারে ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; রণজিৎ সিংহের ইচ্ছা—তিনি সে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ভাবিলেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করা বা শাসনাধীনে রাখাই, মহারাজের প্রকৃত ইচ্ছা। সুতরাং তাঁহার সিন্ধু-ব্যবচ্ছেদের মন্ত্রণা ব্যর্থ হইল। * অন্য পক্ষে ভাবলপুর আমীরগণ কপটাচারে কৌশলক্রমে শিকারপুরের উদ্ধার সাধন করিবেন মনস্থ করিলেন ; এতদুদ্দেশ্যে যাহাতে শিখ-শাসনকর্তার এবং সার মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপিত না হয়, সে পক্ষে তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। †

রণজিৎ সিংহের সহিত সা সুজা কোনরূপ সন্তোষজনক সন্ধি-সর্ত্তে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রধানতঃ শিকারপুর রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার নিরপেক্ষতা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, রণজিৎ সিংহের সহিত সা এক সন্ধি স্থাপন করিলেন ; তাহাতে সিন্ধু-নদের অপর তীরস্থিত প্রদেশগুলি এবং শিখদিগের অধিকৃত রাজ্য-সমূহ সকলই মহারাজের হস্তে সমর্পিত হইল। ‡ ইংরাজগণও তাঁহার

* Capt. Wade to Government. 9th April, 1833.

† Capt. Wade to Government, 27th March, 1833.

‡ এই সন্ধিই, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ত্রিপক্ষীয় সন্ধির ভিত্তি গঠন করিয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই সন্ধিপত্র লিখিত হয় বটে ; কিন্তু পক্ষগণের ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে সকলেই সেই সন্ধি-পত্রে

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী শিকারপুরের অনতিদূরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে সা সুজাকে নগদ ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিল, এবং বিজেতার উপস্থিতি পরিহারার্থ, শিকারপুরের জন্য বাৎসরিক কর প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। * অতঃ সা কান্দাহারের অভিমুখে গমন করিয়া, কয়েক মাস ঐ নগরের অনতিদূরে অবস্থান করিলেন। ঐ বৎসরের ১লা জুলাই, দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সা পুনরায় আক্রান্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। † বহুদিন দেশ পর্য্যটন করিয়া, পারস্তরাজ ও হিরাটের সা কামরাণের নিকট আবেদন-নিবেদনের পর, তাঁহাদের সাহায্যে শিকারপুর পুনরুদ্ধারের জন্য সা সুজা আর একবার চেষ্টা করিলেন। ‡ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সা পুনরায় লুধিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হন; তখন তাঁহার নিকট নগদ এবং বহুমূল্য সম্পত্তিতে সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। ¶

এদিকে রণজিৎ সিং বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,— সা-সুজা নিশ্চয়ই তাঁহাদের বন্ধুত্ব-ব্যঞ্জক সন্ধিপত্র ও সন্ধিসর্ত্ত পরিহার করিবেন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধিলাভে যে ফলোৎপাদিত হইতে পারে, তাহাতে বাধা দিবার জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কন্দ-রাজগণ কাবুলের বশুতা স্বীকার করিয়া অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ায়

---

* Capt. Wade to Government, 30th Jan, 1834.

† Capt Wade to Government, 25th July, 1834.

‡ Capt Wade to Govt., 21st Oct, and 29th Dec., 1834, and 6th February, 1835.

¶ Capt Wade to Government, 19th March, 1835.

পূর্ব্বেই, তিনি পেশোয়ার আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। * মহারাজের পৌত্র নাও নিহাল সিংহের নামমাত্র সেনাপতিত্বে এবং সর্দার হরিসিংহের কর্তৃত্বাধীনে বৃহৎ একদল সৈন্য সিন্ধুনদ অতিক্রম করিল। সৈন্য সমভিব্যাহারে সেনাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুবরাজ এই সর্ব্বপ্রথম আগমন করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার এই উপস্থিতির হেতুবাদে অতিরিক্ত রাজকরস্বরূপ অধিক সংখ্যক অশ্বের দাবী করা হইল। প্রথমে বোধ হইল, এই দাবীকৃত বিষয় অনুমোদিত হইবে ; কিন্তু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ৬ই তারিখে পেশোয়ার দুর্গ আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল। † প্রবলপরাক্রান্ত হরি সিং, সুলতান মহম্মদ খাঁর সহিত আফগানগণের কপট সন্ধি-প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। তিনি আফগানদিগের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব ব্যক্ত করিতেন ; অধিকন্তু পেশোয়ার অতিক্রম করিয়া শিখ-আধিপত্য বিস্তৃত হইবে—সে কল্পনাও তিনি তাহাদের নিকট গোপন রাখেন নাই। ‡

ইতিমধ্যে শিখগণ পেশোয়ার ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হরি সিং, আটকের উত্তরস্থ কতকগুলি মুসলমান জাতিকে শেষবার পরাজিত করিলেন ; তাহাদিগকে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে এক দুর্গ নির্ম্মিত হইল। ¶ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ অতিক্রম করিয়া, তাহারা টাঙ্ক এবং বান্নু প্রদেশস্থ আফগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল ; কিন্তু

---

* Capt. Wade to Government, 17th June, 1834.

† Capt. Wade to Government, 10th May, 1834.

‡ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হন, তখন হরি সিংহের এই মত পঞ্জাবের সকলেই অবগত হন।

¶ Captain Wade to Government, 7th Aug. 1832.

একটী পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য পরাজিত হইল, এবং উচ্চপদস্থ একজন সেনানী ও ৩০০ তিন শতাধিক সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। এই পরাজয়ে মহারাজ বিরক্ত হইলেন। ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিতে, আপন প্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহারা, মহারাজের সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, এই আশঙ্কায় তিনি কাপ্তেন ওয়েডকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্ব্বেও একবার এইরূপ ঘটিয়াছিল; কিন্তু যতদিন অবিশ্বাসের কোন কারণ উপস্থিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার অদূরদর্শী কর্ম্মচারিগণ বিলম্ব করে নাই; বস্তুতঃ জেনারেল (সেনাপতি) গিলেস্পি এবং কালাঙ্গার গুর্খাদিগের ব্যবহারই, পূর্ব্ব ব্যাপারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। *

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কটোচের সংসার চাঁদের পৌত্র, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সংসার চাঁদের যশোখ্যাতিতে ভাবী বংশ কতকাংশে রাজকীয় সম্মান এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে লুধিয়ানার মধ্য দিয়া আগমনকালে, পথিমধ্যে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ হৃদয়হীন বা নির্ম্মম ছিলেন না; অথবা কূট রাজনীতির অনুরোধে তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতে অভিলাষী ছিলেন না। সেই যুবকের আগমনে মহারাজ তাহাকে ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার

* Capt. Wade to Govt., 10th May, 1831. ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ এবং তৎচতুর্দ্দিকবর্ত্তী সমগ্র দেশ শাসনাধীনে আনিতে দুই বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। (Capt. Wade to Govt., 7th and 13th July, 1836.)

একটী জায়গীর বা যোধভূমি প্রদান করিলেন। * সেই বৎসরই ইংলণ্ডের রাজার জন্য কিছু উপঢৌকন লইয়া, একজন রাজাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সিন্ধুদেশ আক্রমণকল্পে তিনি এক কল্পনা স্থির করিয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে সাধারণের মত নির্দেশ করাই সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, গুজার সিং মজিথিয়া প্রমুখ প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন; তাঁহারা প্রায় দেড় বৎসর কাল তথায় ছিলেন। †

যখন মিঃ মুরক্রফ্ট লদাকে অবস্থান করিতেছিলেন, (১৮২১ খৃঃ ইত্যাদি) তখন তৎপ্রদেশের সকলেই রণজিৎ সিংহের ভয়ে সশঙ্কিত ছিলেন; কাশ্মীরের শিখ-শাসনকর্ত্তা তৎপূর্ব্বেই রাজস্বের দাবী করিয়াছিলেন। ‡ কিন্তু সেই হীনবল দূরদেশস্থিত জনপদ, পূর্ব্বে কেহই আক্রমণ করেন নাই। পরে জাম্মুর রাজগণ, ইরাবতী ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র পার্ব্বতীয় রাজ্যের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইলে, কিছুকাল পরে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের প্রতি তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল; এক্ষণে তাঁহাদের অনুরোধ মহারাজের উপেক্ষণীয় নহে। জাম্মু-রাজগণ আপনাদিগের ক্ষমতা নিশ্চিত উপলব্ধি করিয়া, পরিশেষে কাশ্মীর আক্রমণ করেন। রাজা গোলাপ সিংহের কিষ্টোয়ারের সেনাপতি জোরাওয়ার সিং, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লে নামক স্থানের আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদে যোগদান করেন; তিনি এক্ষণে ঘোষণা প্রচার করিলেন,

* Capt. Wade to Government, 9th Oct., 1833, and 3d June, 1835.

† Capt. Wade to Government, 11th Sept. 1834, and 4th April, 1836.

‡ Moorcroft, 'Travels', I. 420.

যে, কিষ্টোয়ারের রাজগণ পূর্ব্বে যে প্রাচীন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, অহা অবশ্যই তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে। শেষে তিনি দক্ষিণ-প্রদেশ-সমূহে প্রবেশ করেন; কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজধানীতে পৌঁছিতে পারেন নাই। তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তৎকালিক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে জোরোয়ার সিং ত্রিশ সহস্র টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিলেন; তথাকার দুর্গে এক দল সৈন্য স্থাপিত হইল। শেষ হিমালয়ের উত্তর-পাদ-দেশস্থিত ক্রমনিম্ন স্থানের কতকগুলি জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লুণ্ঠিত সম্পত্তি সহ তিনি জাম্মুতে উপনীত হইলেন; হৃত-সর্ব্বস্ব রাজা, লাসার চীন-রাজ-কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট অভিযোগ করিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন; সুতরাং এই অত্যাচারের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল না। তখন কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন;—গোলাপ সিংহের বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, নিয়মিত শাল-পশম সরবরাহের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। পরিশেষে অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদিগের ক্ষমতালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, তাহাদের আনুগত্য ও রাজভক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও, রণজিৎ সিং তাহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। *

---

* Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835, and Mr. Vigne, 'Travels in Kashmeer and Tibet', ii. 352; গ্রন্থকারের হস্তলিখিত পত্রিকা অনুসারে তাহাদের বাক্যাবলী সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যুবরাজ খড়্গ সিং, জাম্মু পরিবারের সম্বন্ধে সশঙ্ক হইয়াছিলেন। (Capt. Wade to Government, 10th Aug., 1836.)

পেশোয়ারের দিকেই রণজিৎ সিংহের ভয়ের প্রধান কারণ বর্ত্তমান রহিল। কিন্তু সিন্ধু দেশ সম্বন্ধে অপর মোহিনী কল্পনায় তাঁহার প্রাণ মাতিয়া উঠিল। নিজ [illegible] অবস্থার পূর্ব্বে আমীরগণের যে বিশ্বাস ছিল, পরাজয়ের পর সে বিশ্বাস বিদূরিত হইল। সা সুজা কান্দাহার হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, হায়দ্রাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদের [illegible] এক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন; ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের আগমন হইতে রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলে, হায়দ্রাবাদের [illegible] শিকারপুর প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। * এই প্রস্তাবের [illegible] প্রত্যাশী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অধিকন্তু রণজিৎ সিংহেরও আমীরগণের প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাঁহাদের [illegible] কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহারাজ বিতাড়িত কালহোরাদিগের একজন প্রতিনিধিকে সিন্ধুনদের পরপারস্থিত রাজনপুর নামক স্থানে বৃত্তিভোগী অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। † এক্ষণে তাঁহাদের উভয়ের এবং বারুকজাঈদিগের মনে ভীতি সঞ্চারার্থ, সা সুজার [illegible] হইলে, তাঁহার

---

* Captain Wade to Government, 6th Feb. 1835.

† Captain Wade to Government, 17th June, 1834. সরফরাজ খাঁ, বনাম গোলাম সা, 'কালহোরা' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি তালপুরগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। কাবুল হইতে তিনি জায়গীরস্বরূপ রাজনপুর প্রাপ্ত হন, এবং রণজিৎ সিংহ তাহা সংরক্ষণ করেন। কথিত হয়, এই রাজ্যে ১,০০,০০০্ এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত; এতন্মধ্যে রাজকোষের জন্য এতদংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইত। বস্তুতঃ, ঐ জেলার প্রকৃত মূল্য ৩০,০০০্ ত্রিশ হাজার টাকার অধিক নহে।

সহিত মহারাজ পুনর্ব্বার সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। * কিন্তু তাঁহার মিত্র ইংরাজদিগের সহিত ব্যাপারেই বিশেষ গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাঁহার অনুরোধের যথার্থ প্রমাণ করিতে হইলে, সুজার দস্যুদল আমীরদিগের নিকট যে গুপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহাকে প্রদর্শন করিতে হইবে; † তাঁহাকে আরও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, শিকারপুর,—খোরাসানের শাসন-কর্ত্তাদিগের অধীন; ‡ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে,—"মিথেনকোটের দক্ষিণে যে সিন্ধুগামী নদী বর্ত্তমান তাহা সিন্ধুনদ নহে,—পরন্তু উহা সন্ধিপত্রে উল্লিখিত শতদ্রু নদী বলিয়া পরিচিত; তাঁহাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ সেই চিরস্মরণীয় উদ্যান এতকাল এই নদীর প্রবাহেই এইরূপ সৌন্দর্য্য এবং অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে। এই নদীই পঞ্চনদমধ্যস্থিত ভূ-খণ্ডের উর্ব্বরতা বিধান করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে;—তাহাতে পূর্ব্ব-খণ্ডের মিত্র-রাজশক্তিদ্বয়ের অধিকৃত রাজ্য সমূহ পৃথকীকৃত হইলেও, দেখিলে বোধ হয়, যেন উহারা অবিভক্তই রহিয়াছে। ¶

---

* Captain Wade to Government, 17th April, 1835, and other letters of the same year. (ঐ বৎসরের অন্যান্য পত্রাদি)। তখনও মহারাজ বলিতেছিলেন যে, সা-সুজার কৃতকার্য্যতায় ইংরাজগণ সাম্য-নীতি অবলম্বন করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য—হয়তো, আহমদ সার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশের মহত্ব, মহারাজের মনে তখনও জাগরিত ছিল। কিন্তু তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য, ইউরোপীয় মিত্রগণের নিকট তাহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি জ্ঞাপন করা।

† Capt. Wade to Govt., 5th Oct., 1836.

‡ Capt. Wade to Govt. 15th Jan. 1837.

¶ Capt. Wade to Govt., 5th Oct. 1836.

কিন্তু সিন্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, ইংরাজগণ সিন্ধু গোষ্ঠের সহিত সেই মর্ম্মে এক সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং রণজিৎ সিংহের সেই প্রস্তাব, তাঁহাদের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইল। তাঁহারা বলিলেন, যাহাদের সহিত তাঁহারা স্বার্থ এবং বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ, তাহাদের প্রতি অযথা শত্রুতাচরণের প্রশ্রয় দিতে তাঁহারা কোন মতেই স্বীকৃত নহেন; তাঁহারা মহারাজের সে উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী এবং তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত। * অতএব রণজিৎ সিং যাহাতে শিকারপুর আক্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা সে পক্ষে যত্নপর হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এ কার্য্য অতি বিবেচনার সহিত করিতে হইবে; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত বন্ধুভাবে অবস্থান করা, জনসাধারণের শান্তিবিধানার্থ পক্ষ অবলম্বন করা ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। † ইংরাজদিগের মনে সর্ব্বদা এই ভাব জাগরূক ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশে শিখ ও সিন্ধুবাসিদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; তাহাতে বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্ত্তা, মিথেনকোটের দক্ষিণ সিন্ধুনদের পশ্চিম-তীরবর্ত্তী "মাজারি"নামক দস্যুজাতির দণ্ডবিধান করেন। তিনি রোজানের দুর্গ সৈন্যে পরিপূর্ণ রাখিতে বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে মহারাজ প্রতিবাদী হন। ‡ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, শিখরাজ্য

* Government to Capt. Wade, 22nd Aug., 1836.—রোমীয়গণ প্রতিপক্ষ অবলম্বনকালে যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, এইরূপ হেতুবাদে তাহাই স্মরণ হয়। তাহাদের অছিলা এই যে,—বিদেশীয়গণ তাহাদের বন্ধুগণকে উৎপীড়ন করিতে পারিবে না।

† Government to Captain Wade, 22nd Aug. 1836.

‡ Capt. Wade to Govt., 27th May, 1835.

ও শিখ দুর্গ আক্রমণ করিতে খয়েরপুরের আমীরগণও মাজারিদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। ইংরাজগণের ধারণা,—এই জাতি সিন্ধুদেশের অধীন; কিন্তু মাজারিগণের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত বন্দোবস্তেই প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু বাণিজ্য বিষয়ক বন্দোবস্ত অনুসারে তাহারাও জলকরের কতকাংশ পাইবার অধিকারী ছিল। তথাপি ইংরেজগণ আমীরদিগকে জানাইলেন,—তাঁহারা যেন মাজারিদিগকে শাসনাধীনে রাখেন। এরূপ উপায়ে তাহাদের উপর রণজিৎ সিংহের সমস্ত অধিকার লোপ পাইতে পারে,—ইহাই ইংরাজদিগের আশা। * ইংরাজদিগের সমুদায় চেষ্টা সত্ত্বেও, এইরূপ আক্রমণ চলিতে লাগিল; অথবা তাঁহাদের নিকট সেইরূপ সংবাদ প্রদত্ত হইল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুলতানের শাসনকর্ত্তা রোজান অধিকার করিলেন। † পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে, মাজারিগণ, যুদ্ধে পরাজিত হইলে, শিখগণ "কেন্" নামক একটী দুর্গ অধিকার করিল। এইস্থান রোজানের দক্ষিণে অবস্থিত এবং শিখজাতির রাজ্যের সীমা-বহির্ভূত। ‡

এইরূপে রণজিৎ সিং বল-প্রয়োগে আপনার পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজগণও কূটনীতিতে তাঁহাকে পরাজিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। স্থিরীকৃত হইল যে, পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সিন্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার উদ্দেশে কাপ্তেন বারনেস বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ-

---

* Government to Capt. Wade, 27th May, 1835, and 5th Sept, 1836; and Government to Col. Pottinger, 19th Sept, 1836.

† Captain Wade to Government, 29th Aug. 1836.

‡ Capt. Wade to Government, 2d Nov. 1836.

সম্মুখে গমন করিবেন। * তাঁহার প্রতি এই উপদেশ প্রদত্ত হইল,—মহারাজের নিকট যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত না হয়; একমাত্র বাণিজ্যই তাঁহাদের উদ্দেশ্য,—তাঁহার নিকট সেই ভাব প্রকাশের জন্যই তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইল। বস্তুতঃ, বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থ প্রথমে মিথেনকোটে যেরূপ একটী বাণিজ্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেইরূপ অন্য কোন স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণকল্পে মহারাজের সাহায্যের আশা ইংরাজগণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ও ব্যক্ত করা হইল। † তথাপি ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে বাণিজ্যনীতি ও রাজনীতি, উভয়বিধ নীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহা হউক, গবর্ণর-জেনেরল বলিলেন, ঐ দেশের অবস্থা বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া, তৎফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ দেশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। ‡ তিনি আরও বলিলেন, আমীরগণ, রণজিৎ সিংহের ভয়ে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী। তাঁহাদিগের আশঙ্কায় অথবা তাঁহাদের শত্রুতাচরণে পূর্ব্বে যে সমুদায় সন্ধি-প্রকরণ ভগ্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদানার্থ সে সকলই পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইবে। সর্ব্বশেষে ইংরাজগণ স্থির করিলেন যে, রণজিৎ সিং এবং সিন্ধিয়ানদিগের কার্য্যকলাপে যোগদান করিলে, অতঃপর, যখন হায়দ্রাবাদে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তখন তাঁহারা অপ্রাপ্ত অবান্তরিক সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া দিবেন।

রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধে ইংরাজ-শাসন-কর্ত্তৃগণ ভাবিয়া স্থির করিলেন,—রাজনৈতিক স্বার্থের কঠোরতম বিচারে, সিন্ধুনদের তীর-ভূমিতে শিখ-

* Government to Captain Wade, 5th Sept. 1836.

† Government to Capt. Wade, 5th Sept. 1836.

‡ Government to Col. Pottinger, 26th Sept. 1836.

দিগের ক্ষমতা অধিকদূর বিস্তারে বাধা প্রদান করিতে তাঁহারা বাধ্য। যে রাজ্য তাঁহারা মহারাজের অধিকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মহারাজের অধিকৃত সেই রাজ্য সমূহে হস্তক্ষেপ করা নীতিবিরুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, বর্তমান সন্ধি-সম্বন্ধ ভঙ্গ হওয়া উচিত নহে; কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনায় বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তখন রাজনৈতিক প্রতি-নিধির প্রতি আদেশ হইল যে, যাহাতে রণজিৎ সিং শিকারপুর আক্রমণের আশা পরিত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিতে হইবে। উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভয়-প্রদর্শন ব্যতীত, তিনি অন্য যে কোন উপায় অব-লম্বন করা আবশ্যক মনে করেন, তিনি তাহাই করিতে পারিবেন। সা সুজা তখনও নিরাশ হন নাই; তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনের কথা চলিতেছিল। প্রতিনিধির প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল,—তাঁহাকে জানাইতে হইবে যে, যদি তিনি লুধিয়ানা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে, পুনরায় তথায় ফিরিতে পারিবেন না; এবং তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণার্থ যে বৃত্তি প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে 'মাজারি'দিগের অধিকৃত ভূমি শিখগণ অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তাহাদের পরাজয়ে সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শাসন-সংরক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্ন ভবিষ্যতে কোন সময়ে মীমাংসিত হইতে পারিবে। *

অন্যপক্ষে, সিন্ধিয়ানগণ "কেনের" দুর্গাধিকার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। রণজিৎ সিং সিন্ধিয়ানদিগকে জানাইলেন,—তাহাদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে; এবং অধিকৃত দুর্গ ফিরিয়া পাইতে হইলে, তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

* Government to Capt. Wade, 26th Sept. 1836.

রণজিৎ সিংহ সিন্ধিয়ানদিগের নিকট এই সকল বিষয় দাবী করিলেন। সিন্ধিয়ানগণ উত্তরে তাঁহাকে জানাইল যে, অনন্যোপায় হইয়া তাহারা সকলেই অস্ত্র-ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। * তৎকালে সিন্ধিয়ানদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য এক সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল। পটিওয়ারের সেই সন্ধি-প্রস্তাবে রণজিৎ সিংহ যে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; অন্যথা, শিখ-গণ নিশ্চয়ই সিন্ধিয়ানদিগকে আক্রমণ করিত। ইংরেজগণ হয়তো মহারাজের এই কার্য্যে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিলা, সেই অছি-লায় পরিশেষে সন্ধি-সত্ত ভঙ্গ করিবেন,—রণজিৎ সিং তাহা মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কুমার খড়্গ সিং এবং নাও নিহাল সিং বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থান করিতে-ছিলেন; কেবলমাত্র ইংরাজ-রাজনৈতিক-প্রতিনিধির প্রতি-প্রতিবাদে ও আপত্তিতে মহারাজ লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতৎ সত্ত্বেও, সন্ধি স্থাপন ও যুদ্ধ ঘোষণা উভয়ের উপযোগিতা রণজিৎ সিং তুলনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং কাপ্তেন ওয়েড স্বয়ং মহারাজের রাজধানীতে গমনের সংকল্প করিলেন; প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাচরণ করিয়া, তিনি যে বিপদসাগরে ঝম্প প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এবিষয় মহারাজকে বুঝাইবার জন্য তিনি লাহোরে উপনীত হইলেন। মহারাজ সকল কথাই শুনিলেন, এবং পরিশেষে বশীভূত হইলেন। তিনি বলিলেন, অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়াই তিনি মিত্রগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া থাকেন; আমীরগণের সহিত পূর্ব্ব-সম্বন্ধ বজায় রাখিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু তিনি কেনের দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন; রোজান এবং মাজারি

* Capt. Wade to Government, 2d Nov, and 13th Dec, 1836.

রাজ্য তাঁহারই শাসনাধীনে থাকিবে।' * ইংরাজদিগের দাবীকৃত বিষয়ে সমস্ত হইতে রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ সামন্তগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের বিবেচনায় এইরূপ দাবী কত দিনে এবং কোথায় শেষ হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু মহারাজ অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে মারহাট্টাদিগের দুই লক্ষাধিক সৈন্যের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন। † ইংরেজগণ তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে সকলই ভুলিয়া গিয়া ইংরাজদিগেকে ক্ষমা করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ পৌত্রের বিবাহোপলক্ষে গবর্ণর জেনেরল মহোদয়কে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিং এই পৌত্রকেই সিন্ধু-বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন, মনে করিয়াছিলেন। ‡ যাহা হউক তিনি নিরাশ হইলেন না; তাঁহার আশা রহিল, কোন একদিন উদ্দেশ্য সফল হইবে। তিনি আমীরদিগের সহিত রাজ্যের সীমা বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লইলেন না; 'মাজারী'দিগের উপর আধিপত্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসাও স্থগিত রহিল। ¶ রোজান পরিত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; ঐ স্থান শিখদিগের অধিকারেই রহিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে অত্যো

---

* Captain Wade to Government, 3d Jan, 1837,

† Compare Capt, Wade to Govt,, 11th Jan, 1837, ইংরাজদিগের সহিত সকল অবস্থাতেই কেন বন্ধুতাচরণ করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মারহাট্টা শক্তির ধ্বংসের কথা সর্ব্বদাই রণজিৎ সিং উল্লেখ করিতেন।

‡ Capt. Wade to Government, 5th Jan. 1837.

¶ Capt. Wade to Govt. 13th and 15th Feb. 8th July and 10th Aug. 1837.

সর্দ্দার দোস্ত মহম্মদ।

[৪২৩ পৃষ্ঠা।]

শাসনকর্ত্তা অধীনতা স্বীকার করিলেন; তিনি শিখ রাজকে রীতিমত কর প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঐ স্থান শিখ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। *

আফগানিস্থানের 'বারুকজায়ী' শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজদিগের কি সম্বন্ধ ছিল,—এক্ষণে তাহাই নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, পেশোয়ার শিখদিগের কর-রাজ্য ভুক্ত হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ আজীম খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফত্তে খাঁ এবং মহম্মদ আজীম উভয়ে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎপুত্র হবিবুল্লা তাহারই নামমাত্র অধীশ্বর হইলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে বুঝা গেল, যুবক অন্যবস্থিত চিত্ত; তাঁহার অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপে তাঁহার দুষ্ট এবং অধার্ম্মিক পিতৃব্য, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, নিজ সম্পত্তি বলিয়া কাবুল, গজনী এবং জালালাবাদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের দ্বিতীয়দল স্বাধীনভাবে কান্দাহার শাসন করিতে লাগিলেন; এবং তৃতীয় দল রণজিৎ সিংহের করস্বরূপ পেশোয়ারে রাজত্ব করিতে থাকিলেন। † ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক মিঃ মুরক্রফট, বারুকজায়ীদিগের সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রতিপোষকতায় তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ‡ কয়েক বৎসর অতীত হইলে, পেশোয়ারের সুলতান মহম্মদ খাঁ, বিদেশীয়গণের আগমনে ভীত হইয়া, লুধিয়ানায়

---

* Capt. Wade to Govt. 9th Jan. 1838.

† Compare Moorcroft, 'Travels', ii. 345 &c. and Moonshee Mohun Lal, 'Life of Dost Mahomed Khan', i. 130, 153 &c.

‡ Moorcroft, 'Travels', ii. 346, 347.

রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।* ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন।† কিন্তু কয়েকটী ভ্রাতাই পরস্পর বিরোধী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বতন্ত্র রাজ্য লাভের অভিলাষী হইয়া উঠিলেন; দোস্ত মহম্মদ প্রভুত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তৎকালে পারস্য-রাজের আক্রমণের বিষয় লোকমুখে ব্যক্ত হওয়ায়, পশ্চিমদিকে তাঁহারা সকলেই ভীত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বদিকে রণজিৎ সিংহ বলপ্রয়োগে রাজ্য অধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহাতে তাঁহারা অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে আফগানিস্থানে ইংরাজ-পরিব্রাজকের আকস্মিক উপস্থিতিতে তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল,—ভারতের বৈদেশিক অধীশ্বরগণ পরস্পর-বিরোধী রাজগণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিবেন।‡ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ খাঁ, পুত্রের মুক্তির জন্য পুনরায় সন্ধি-প্রস্তাব করিতে প্রয়াস পাইলেন; তৎকালে তাঁহার পুত্র রণজিৎ সিংহের নিকট প্রতিভূ-

---

* Capt. Wade the Resident at Delhi, 21st April, 1838.

† Captain Wade to Government, 19th May, 1832.
মিঃ মুরক্রফটের মধ্যস্থতায় ভ্রাতৃবর্গ পূর্ব্বেই (১৮২৩, ১৮২৪) এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

‡ বাঙ্গালার সিভিলিয়ান, মিঃ ক্রেয়ার এবং মিঃ ষ্টার্লিং উভয়েই তৎকালে আফগানিস্থানে ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তথায় গমন করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ ম্যাসনও পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ডাক্তার হরলান নামক একজন আমেরিকান সেই পথে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হরলান [illegible]

স্বরূপ অবস্থান করিতেছিল। * নবাব-উপাধি-প্রাপ্ত কাবুলের জব্বর খাঁও ইংরাজদিগের সীমান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট সেইরূপ পত্র লিখিলেন; ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রার্থনা করিলেন। † অতি ভদ্রতার সহিত এই সকল পত্রাদির উত্তর প্রদত্ত হইল; কিন্তু কিছুকালের জন্য দূরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত সর্ব্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন। ‡

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী 'বারুকজায়ী' সম্প্রদায় আরও নূতন বিপদ-জালে জড়িত হইল; সা-সুজা সিন্ধিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া কান্দাহারে পৌঁছিলেন এবং অপরাপর ভ্রাতৃগণ, ইংরাজ-রাজ্যের সন্নিকটে থাকিতে আর একবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজদিগের রণকৌশল এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদির বিষয় অবগত ছিলেন; তাঁহারা জানিতেন, তোবাযোগে সকলেই বশীভূত হয়। সহসা জব্বর খাঁ পুত্রকে লুধিয়ানায় প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন;—তিনি বলিলেন, ইউরোপীয়গণের বিজ্ঞানবলে এবং সভ্যতার ফলে পুত্রের মনোবৃত্তি উন্নত

আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে, তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ও সা-সুজার কাবুল সম্পর্কীয় মন্ত্রণা বিষয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে চাহেন। (Resident at Delhi to Capt. Wade, 3d Feb. 1829.)

* Capt. Wade to Govt. 19th May, and 3d July, 1832.

† Capt. Wade to Govt., 9th July, 1832, and 17th Jan. 1833.

‡ Govt. to Capt. Wade, 28th Feb. 1833.

হইবে। * জব্বর খাঁ অন্যের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, দোস্ত মহম্মদের পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল; ইংরাজ-শাসনের রমণীয়তার প্রশংসা করিয়া, তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা-লাভের আশা করিলেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি সকলেরই সন্দেহভাজন হইয়া উঠিলেন। † এইরূপে তাঁহার প্রতি সর্দারবর্গ সন্দিহান হইয়া, সা-সুজার গতিরোধ করিবার জন্য দোস্ত মহম্মদ কাবুল পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু শিখগণ ইতিমধ্যে পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিল; সুতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় শাসনকর্তা অনন্যোপায় হইয়া আর একবার ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ‡ তিনি ইংরাজদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া গ্রেট-ব্রিটেনের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে নিজ রাজ্য জামিন স্বরূপ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তিনি সা সুজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে সা পরাজিত হইলে, উল্লাসোন্মত্ত বিজয়ী ক্ষণকালের জন্য আপন বিষম বিপত্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। শিখগণ পেশোয়ার অধিকার করিয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন;—বিধর্ম্মী আক্রমণকারিগণের সকলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, তিনি জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া একটী ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণার চেষ্টা করিলেন। ¶ তিনি "গাজী" অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষাকারী উপাধি গ্রহণ করিলেন, অনিশ্চিত "আমীর" উপাধি গ্রহণ করিয়া, তাহাই তিনি উচ্চ-বংশ-পরিচায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণের সম্পূর্ণ অসন্তোষের

---

* Capt. Wade to Government, 9th March, 1834.

† Capt. Wade to Government, 17th May. 1834. Compare Masson, 'Journeys', iii, 218, 220.

‡ Capt. Wade to Government, 17th June, 1834.

¶ Capt. Wade to Government, 25th Sept. 1834.

প্রতি দৃকপাত করিতেন না; তিনি তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। *

দোস্ত মহম্মদ খাঁ অত্যধিক উল্লসিত হইলেন। এখনও তিনি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; ধর্ম্মনিষ্ঠগণের ঐকান্তিকতারও তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ভারতের ইংরাজ-অধিস্বামীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। † যে যুবক লুধিয়ানায় শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিল, সেই যুবা-পুরুষই কূটনীতিকের ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। আমীর শিখদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণের বিদ্বেষ ও শত্রুভাব জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইংরাজদিগের অভ্যাগতের প্রতি শিখজাতি সন্দিহান হইয়াছে; পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে অনেক বাধা-বিপত্তি সহ্য করিয়াছে।—আমীর এইরূপ নানা কথার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তখনও ইংরাজগণ, স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে তাঁহার সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা দোস্ত মহম্মদকে এই আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, শতদ্রুর পূর্ব্বাভিমুখে তাঁহারা নবাব জব্বর খাঁর পুত্রের বিশেষ যত্ন করিবেন। এইরূপে তাঁহারা নানা ভাণ করিয়া আমীরের সানুনয় প্রার্থনার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন না। আংশিক সত্য বিষয়ের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া, তাঁহারা বলিলেন,—আফগানগণ ইংরাজদিগের স্থায় বাণিজ্য-প্রিয়; বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থে সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালন

* Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835.

† Capt. Wade to Government, 4th Jan. and 13th Feb. 1835.

বন্দের আমীরগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিকজাতির এই প্রিয়তর মন্ত্রণার পক্ষপাতী।" তাঁহারা আরও বলিলেন,—তাঁহাদের আশা, বাণিজ্য বিষয়ে যে নূতন উদ্দীপনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে; বিস্ময়াবিষ্ট রণকুশল আমীরকে তাঁহারা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আফগানিস্থানের সীমা-নির্দ্দেশক বৃহৎ নদী, এবং কাবুলের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইবার কোন সহজ গম্য পথ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিষয় প্রস্তাব করিবার আছে কি না?* রণজিৎ সিংহের প্রতিও ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণ উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে শত্রু ও মিত্রগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ়তর হইতেছে দেখিয়া, রণজিৎ সিং সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, ইউরোপীয় অধিবাসিগণ দোস্ত মহম্মদের সহায়তা না করিয়া, তাঁহারই পৃষ্ঠপোষণ করিবেন। এ দিকে গবর্ণর-জেনারেল ভাবিয়া দেখিলেন, বাধা দিবার চেষ্টা করিলে ঘোরতর বিপদ সম্ভাবনা। গবর্ণর-জেনারেল আরও স্থির করিলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে মিত্রতার ভাণ করিয়াছেন, তাহাতে দোস্ত মহম্মদ বুঝিয়াছেন, ইংরাজ তাঁহার সহায়তার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।†

এইরূপে উভয় পক্ষ আপনাপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। শিখগণ পেশোয়ার অধিকার করিলে, আমীর তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিং প্রথমতঃ আমীর এবং সুল-

---

* Government to Capt. Wade, 19th April, 1834, and 11th February 1835. ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আবদুল গিয়াস খাঁ লুধিয়ানায় পৌঁছেন; দিল্লীতে অধ্যয়নের জন্য পাঠাইবার প্রথম যে কল্পনা স্থির হইয়াছিল, পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়।

† Govt. to Capt. Wade, 20th April, 1835.

তান মহম্মদ খাঁর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা করিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট করদ শাসনকর্ত্তা অতি সহজেই মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল,—রণজিৎ সিং পরাজিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ স্বয়ং পেশোয়ার অধিকার করিয়া বসিবেন। দোস্ত মহম্মদ, খাইবার পাশের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী প্রবেশ দ্বারে উপনীত হইলেন; এবং যতদিন পর্য্যন্ত রণজিৎ সিংহের সৈন্যদল একস্থলে মিলিত না হইল, ততদিন রণজিৎ সিং নানারূপ প্রস্তাবে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে থাকিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে, শিখ সৈন্য আমীরকে পরিবেষ্টিত করিল। স্থির হইল, ১২ই মে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমীর পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। দুইটী কামান এবং কয়েকটী আবশ্যকীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, আমীর চলিয়া গেলেন। শিখ-দূতগণ বন্দীভাবে বা প্রতিভূস্বরূপ উপস্থিত থাকিলে, যদি কোন উপকার সাধিত হয়, এতদুদ্দেশ্যে আমীর সেই শিখদিগকে সঙ্গে লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমীর এই উদ্দেশ্য-সাধনের ভার, ভ্রাতা সুলতান মহম্মদ খাঁর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সময় বুঝিয়া সুলতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের সহিত যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিনিধিগণকে মুক্তিদানের জন্য সুলতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সুলতান মহম্মদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ পেশোয়ারে কয়েকটী জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ঐ প্রদেশের শাসন-বন্দোবস্ত পর্য্যবেক্ষণের জন্য এবং সামরিক শাসন-কার্য্য পরিচালনার্থ একজন কর্ম্মচারী লাহোর হইতে তথায় গমন করিলেন।*

* Capt. Wade to Govt. 25th April, and 1st, 15th and 19th May, 1835. Compare 'Masson, 'Journeys',

এক্ষণে দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন। কিন্তু পলায়নের জন্য তিনি সাধারণের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন; অনেকাংশে তাঁহার সম্মান হানি হইল। ইংরাজদিগের নিকট তিনি যে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না; সুতরাং তিনি পারস্যরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন।* কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অপেক্ষা পারস্যরাজের সহিত মিত্রতাবন্ধন রাজনৈতিক হিসাবে অল্প কার্য্যকরী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, দোস্ত মহম্মদ পুনরায় গবর্ণর-জেনারেলের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,—শিখগণ অবিশ্বাসী; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ও মঙ্গলকামনায় একমাত্র তিনিই জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন।† এদিকে কান্দাহারের ভ্রাতৃগণও হীরাটের সা কামরাণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ তাঁহাদিগকে কোনরূপ সহায়তা করিলেন না; সুতরাং তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে পারস্য-রাজের

iii, 342&c.; 'Mohun Lal's Life of Dost Mohomed', i. 172&c.; and also 'Dr. Harlan's 'India and Afghanistan', p. 124, 158. এই উপলক্ষে দোস্ত-মহম্মদের নিকট প্রেরিত দূতগণের মধ্যে ডাক্তার হার্লান অন্যতম।

কথিত হয়, এই সময়ে পেশোয়ার উপত্যকায় শিখদিগের ৮০,০০০ আশী হাজার সৈন্য ছিল।

* Captain Wade to Government, 23rd Feb. 1836. পারস্য-রাজের নিকট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

† Capt. Wade to Government, 19th July, 1836.

আক্রমণ আশঙ্কায়, কামরাণ ভীত হইলেন; তাহাতে কান্দাহার ভ্রাতৃগণের ভয় বিদূরিত হইল; তজ্জন্যই তাঁহারা আর ইউরোপীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না।* অন্য দিকে, রণজিৎ সিংহও ইংরাজ ও আফগানদিগের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপনের বিশেষ বিদ্বেষী ছিলেন; দোস্ত মহম্মদকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতে রণজিৎ সিং বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আমীরকে পেশোয়ার প্রদানের অনিশ্চিত আশা প্রদান করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি অশ্ব প্রেরণ করিতে বলিলেন। রণজিৎ সিং জানিতেন, সাধারণ লোকের মনে, অনুগ্রহ প্রদানের ধারণা জন্মাইবার, ইহাই একমাত্র উপায়। দোস্ত মহম্মদ, করদরাজ্য স্বরূপেও, পেশোয়ার অধিকার করিতে অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, অশ্ব প্রদান করিলে, সেই উপঢৌকন কাবুল হইতে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া শিখগণ প্রচার করিবে। কিন্তু তাহারা পেশোয়ারের নাম উল্লেখ করিবে না।† পলায়নের বিষয় স্মৃতিপটে উদয় হওয়ায় তিনি অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি ব্যক্ত করিলেন,—অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, ঘোরতর বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।‡ শিখজাতি তাঁহার ভ্রাতা জব্বর খাঁকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে; সর্দার হরি সিং, খাইবার পাশের প্রবেশ-দ্বার অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন; দুর্গম গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে জামরুদে একটী সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি

* Capt. Wade to Government, 9th March, 1836.

† Captain Wade to Government, 12th April, 1837.

‡ Captain Wade to Govt. 1st May, 1837.

উপায়ান্তর বিহীন হইয়া, অল্পকালেই অধিকতর অভিলাষী হইলেন। *
আমীরের পুত্রগণের মধ্যে সুচতুর ও রণকুশল মহম্মদ আকবর খাঁর
সেনাপতিত্বে কাবুল-সৈন্য খাইবারের পূর্ব্বদিকে সমবেত হইল। ১৮৩৭
খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল, জামরুদের সেনানিবাস আক্রান্ত হইল;
কিন্তু শিখসৈন্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেও, আফগান সৈন্য
সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারে নাই। পলায়নের ভাণ করিয়া, হরি সিং
শৃঙ্খলান্বিত শত্রুগণকে প্রান্তর ভূমিতে আনয়ন করিলেন; তাঁহার
পলায়নপর এবং সমরোন্মুখ সৈন্যের মধ্যে বীর সেনাপতি সর্ব্বত্রই
উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সাংঘাতিক আঘাতে তিনি নিহত হইলেন।
এদিকে যথা সময়ে কাবুলের আর একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত
হইল; বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত ছত্রভঙ্গ শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
হইল। তাহাদের দুইটী কামান শত্রুহস্তে নিপতিত হয়। আফগানগণ
জামরুদ কিংবা পেশোয়ার অধিকার করিতে সমর্থ হইল না; আফগানগণ
কয়েকদিন ধরিয়া তত্রত্য উপত্যকা-সমূহ লুণ্ঠন করিল; ইতিমধ্যে
শিখসৈন্য অতিরিক্ত সৈন্যদলের সহিত লাহোরে সমবেত হইল। সুতরাং
তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুনরায় বিপজ্জালে জড়িত না হইয়া,
আফগান সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। †

* Capt. Wade to Govt., 13th Jan., 1837.

† Capt. Wade to Govt. 13th and 23rd May, and 5th July, 1837. Compare Masson, 'Journeys,' iii. 382, 387, and Mohun Lal's 'Life of Dost Mahomed, i. 226, &c.

অনুমান হয়, প্রথমে আফগান সৈন্য বিব্রত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহারা কয়েকটী কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কিন্তু

হরি সিংহের মৃত্যুতে এবং শিখসৈন্যের পরাজয়ে লাহোরে বিশেষ উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু মহারাজ অতি ক্ষিপ্রতা-সহকারে তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; সকলেই তাঁহার আহ্বানে সমবেত হইল। কথিত হয়, চন্দ্রভাগা তীরস্থিত রামনগর হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ছয় দিনে রাস্তাপথে বৃহৎ কামান আনীত হইয়াছিল; রামনগর হইতে পেশোয়ারের দূরত্ব দুই শত মাইলেরও অধিক।* স্বয়ং রণজিৎ সিং রোটাসে (রোহতকে) আগমন করিলেন; এদিকে সুচতুর ধেইন সিং সীমান্তে অগ্রসর হইলেন; জামরুদে একটী স্থায়ী দুর্গ স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি নিজ প্রভু-ভক্তির জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন।† দোস্ত মহম্মদ নিষ্ফল বিজয় লাভের উল্লাসে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন; যে

যথাসময়ে সমস-উদ্দীন খাঁ নামক আমীরের একজন আত্মীয়ের অধীনে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া পৌঁছায়, যুদ্ধে আফগানদিগের জয়লাভ হইয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও সকলের বিশ্বাস, যদি হরি সিং নিহত না হইতেন, তাহা হইলে শিখসৈন্য জয়লাভ করিতে পারিত। নাও নিহাল সিংহের বিবাহোপলক্ষে এবং গবর্ণর জেনারেল ও ইংরেজ সেনাপতির ভাবী পরিদর্শন ও উপস্থিতির উৎসব হেতু, লাহোরে সৈন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। তথায় বহুতর সৈন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, পেশোয়ার উপত্যকার সৈন্য-সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল।

* লেফ্‌টানেন্ট-কর্ণেল ষ্টিনব্যাক ('Punjab' p. 64, 68) বলেন, তিনিও শিখসৈন্যের সহিত তিন শত মাইল পথ বার ঘণ্টায় গমন করিয়াছিলেন; অপরাপর সকলেই এগার ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করেন।

† Mr. Clerk's Memorandum of 1842, regarding the Sikh Chiefs, drawn up for Lord Ellenborough.

প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে আফগান আধিপত্য বিস্তৃত, সেই প্রদেশ পুনরুদ্ধার করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং তাঁহার চিত্তপ্রসাদলাভার্থ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন; তাঁহার সহিত আমীরের সন্ধি হইল; তিনি সা সুজার সহিতও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন; এবং সেই সময়ে আমীর দোস্ত মহম্মদ ও সা সুজা উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন। * কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য দূত ক্রমে ক্রমে কাল্পনিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিন্ধুনদের বহু উচ্চতর প্রদেশ পর্য্যন্ত বাণিজ্য-পোতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এমন দিন আসিল যে, রাজনৈতিক হিসাবে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আর বিপদসঙ্কুল বলিয়া অনুমিত হইল না; পরন্তু শান্তিসুখে অবাধ বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে এবং সুখাবহজনক সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কে, এইরূপ মধ্যস্থতা অবলম্বন বা বাধা-প্রদান বিশেষ লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজ-শাসন-কর্ত্তৃগণ অতি আনন্দের সহিত উভয় পক্ষের সম্মানজনক সন্ধিস্থাপনে মধ্যস্থতা করিবেন,—ইংরাজগণ সেইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন। তখন প্রতিবাদ চলিতে লাগিল;—এইরূপ ঘোষণা প্রচারেও দোস্ত মহম্মদ, পেশোয়ারের ন্যায় লাভপ্রদ স্থানের স্বত্ব-স্বামীত্ব কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং সেরূপ আশা করাও অন্যায়। পুনঃপুনঃ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ, আফগানদিগের প্রতিই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। † তথাপি স্থির হইল,—কাপ্তেন ওয়েড, রণজিৎ সিংহের অভিপ্রায়

* Compare Capt. Wade to Government, 3rd June, 1837, and Government to Capt. Wade, 7th Aug. 1837.

† Government to Capt. Wade, 31st July, 1837.

নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং কাপ্তেন বারনেস আমীরের মতামত নির্দেশ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ শেষোক্ত কর্মচারী কূটনৈতিক ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন।* এক দিকে পারস্য জাতি এবং অন্য দিকে রুষজাতির বৃথা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণের বৃথা জনরবের অকিঞ্চিৎকর ভয়ে অভিভূত হওয়ায়, শিখ এবং আফগানদিগের পরস্পর বিরোধ মিটিয়া গেল। স' সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে তাহারা সকলেই ইংরাজদিগের সহিত যোগদান করিলেন। প্রায় এক শতাব্দি পরে, ইউরোপীয় সৈন্যের ভারত আক্রমণের ভিত্তিহীন জনরবে, ভারতের ইংরাজ অধিপতির সুখ-শান্তি পুনরায় ভঙ্গ হইল;† ফরাসী সেনাপতি আলার্ডের কার্য্যকলাপে তাঁহাদের মনে আরও সন্দেহ জন্মিল। ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর পঞ্জাবে অবস্থান করিয়া, আলার্ড স্বদেশে গমন করেন; পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইয়া, তিনি পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। যখন তিনি ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে একখানি দলীল পাইতে চেষ্টা করেন যে, যখন তিনি বিপজ্জালে জড়িত হইবেন, অথবা ইংরাজগবর্ণমেণ্টের নিকট যদি লাহোর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত না হন, তখন রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে ফরাসী দূত বলিয়া স্বীকার করিবেন। ইংরাজগণ বুঝিলেন, অবস্থা একান্ত সঙ্কটাপন্ন না হইলে, মহারাজকে

* Government to Capt. Wade, 11th Sept, 1837.

† ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রুষ-আক্রমণের ভয়ে গবর্ণর-জেনারেল বিচলিত হইয়াছিলেন। (See 'Murray's Runjeet Sing', by Princep, p. 168) রণজিৎসিংহ কাপ্তেন বারনেসের মনেও যে ধারণা বদ্ধমূল হয়; কিন্তু অজ্ঞাপর তিনি উহা প্রকাশ করেন।

ঐ দলীল প্রদান করা হইবে না। কিন্তু আলার্ড বিবেচনা করিলেন, যখন নিজের অবস্থা বিশেষ বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া অনুমিত হইবে, তখনই তিনি সেই দলীল দেখাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার দলীলাদি শিখ-শাসন-কর্ত্তাকে দেখাইলেন; শুনা গেল, জেনারেল আলার্ড লাহোরে ফরাসী দূত নিযুক্ত হইলেন; কিছুকাল পরে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের অভ্যাগতকে কাল্পনিক প্রতারণার জন্ত ক্ষমা করিয়াছিলেন। *

---

* ফরাসী কর্ম্মচারিগণ সেই দলীল পত্র যে ভাবে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—গ্রন্থকার তাহাই প্রদান করিয়াছেন। জেনারেল ভেন্টুরাই তাহার একমাত্র উপযুক্ত প্রমাণ; পূর্ব্বে জেনারেলের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। পারিসে ব্রিটিশ রাজদূত এবং কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত জেনারেল আলার্ড স্বয়ং কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন; তিনি এ বিষয়ে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী ছিলেন; ইংরাজদিগেরও সেই মত। (Government to Capt. Wade, 16th Jan. and 3rd April, 1837).

রণজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই দুইটী সিদ্ধান্তের মধ্যে, ইংরাজদিগের সিদ্ধান্ত, ইংরাজ-জাতির উপযুক্ত নহে। প্রভুর অধীনতা স্বীকার না করিয়া, স্বাধীন ভাবে থাকিতে হইবে,—ভৃত্যের পক্ষে এরূপ চেষ্টা অন্যায়। তাহাতে সেই ভৃত্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাধা প্রদানের জন্ত নিশ্চয়ই তিনি কুপিত হইতেন।

রণজিৎ সিংহের নিকট পত্রে লুই ফিলিপ, ফরাসী ভাষায় "Empereur" বা বাদসাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Captain Wade to Government, 15th Sept. 1837) ফরাসী জাতি এই

রণজিৎ সিং, মহাসমারোহে পৌত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল, আগরার গবর্ণর (সার চার্লস্ মেট্‌কাফ) এবং ইংরাজ সৈন্য-দলের কমাণ্ডার-ইন-চিফ (সেনাপতি) নিমন্ত্রিত হন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ মার্চ মাসের প্রারম্ভে শ্যাম সিংহ আটারিওয়ালা নামক এক শিখ-সর্দ্দারের কন্যার সহিত যুবরাজের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে একমাত্র সার হেনরি ফেণ সেই বিবাহে উপস্থিত হইলেন। সেই সুদক্ষ সেনাপতি চিরকালই অতি সতর্কতার সহিত সামরিক শক্তি সামর্থ্য ও বীরোচিত গুণাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেন। পঞ্জাবকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে হইলে, কত সৈন্য ও অর্থ-সামর্থ্য আবশ্যক, তিনি তাহার একটা হিসাব স্থির করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি এক মূলনীতি স্থির করিলেন; তাঁহার মনে হইল,— শতদ্রু এবং রাজপুতনার মরুসদৃশ প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ ইংরাজ-রাজ্যের প্রকৃত সীমা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে; পূর্ব্বখণ্ডে ইংরাজদিগের এইরূপ স্থান অধিকার করাই কর্ত্তব্য।* তখন

উপাধিতে গর্ব্বিত ও সন্তুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু শিখজাতি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পারসী ও ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে, "রাজা" বা "রাণী" শব্দের পরিবর্ত্তে 'Emperor' শব্দের ন্যায়, "বাদশা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

* সরকারী কাগজপত্রে সার হেনরী ফেণের মত সম্বন্ধে কোন উল্লেখ থাকিতে না পারে; কিন্তু সে বিষয় গবর্ণর-জেনরলের পার্শ্বচরগণ অবিদিত নহেন। আমার স্মরণ হয়, আমি কাপ্তেন ওয়েডের নিকট শুনিয়া[illegible]ে, তাঁহার হিসাবে শিখ-সৈন্য-সংখ্যা, সর্ব্বশুদ্ধ ৭১০০০, তাঁহার বিবেচনায় দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার সম্ভাবনা ছিল।

শিখদিগের সহিত যুদ্ধের কোনই সম্ভাবনা ছিল না; পরন্ত একজন আগন্তুক ব্যক্তি ভদ্রতার খাতিরে শত্রুতা-ব্যঞ্জক মন্ত্রণায় পরিপোষণ করিতে পারেন না। অতএব সার হেনরি ফেন, অকপটচিত্তে ও ঐকান্তিকতা সহকারে লাহোরের বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন। তিনি সেই উৎসবে সকলের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন, এবং আপন কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। রণজিৎ সিং সাধারণ জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলেও, তিনি ফেণের কার্য্যে বাধা দিলেন না; বরং সন্তুষ্ট-চিত্তে ইংরাজ সৈনিক পুরুষের মতেই স্বীকৃত হইলেন। ইউরোপীয় জাতীর বীর-সমাজে বীরোচিত কার্য্য-কলাপের জন্য, পুরস্কার হিসাবে, এখনও সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে উপাধি বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে। যুদ্ধ সৈনিক পুরুষদিগের উপাধি-প্রথার ন্যায়, উপাধি (Order of Merit) প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা লাহোরে কিছু দিন হইতে চলিতেছিল। সম্ভবতঃ সেরূপ প্রণালী সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হইলেও, প্রতিবেশী ইংরাজদিগকে সন্তুষ্ট করাই মহারাজের একান্ত ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্য সার হেনরি ফেণের উপস্থিতিতে ইংরাজ আদর্শের অনুকরণে মহারাজ পঞ্জাবে সেইরূপ উপাধি (Order of the Auspicious Star of the Punjab) প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পাইলেন।* ইংরাজ-

তাঁহার এই লাহোর পরিদর্শনে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় সৈন্যের সেনাপতি (Quarter Master General) লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল গর্ডন, ইহাতে ঐ প্রদেশের একখানি সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যখন শিখদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ঐ মানচিত্রই বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

* পার্লিমেণ্টের কাগজ, কাপ্তেন ওয়েডের পত্র। (Capt. Wade to Government, 7th April, 1837.)

কর্তৃপক্ষীয়দিগের তুষ্টি-সাধনার্থ কিংবা তাঁহাদিগকে নিজ বাধ্য রাখার অভিপ্রায়ে, এইরূপ উপায় অবলম্বন রণজিৎ সিংহের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কিসে ইংরাজদিগের মনোরঞ্জন হয়, মহারাজ তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, এবং যাহা তিনি নিজ স্বার্থানুসরণীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও অসম্পূর্ণ থাকিত না। সম্বর লবণ এবং মালোয়া আফিং প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে, তিনি অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং তাহার নমুনা চাহিয়া পাঠান।* সত্যসত্যই মিত্ররাজগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি না, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন;—মহারাজ ইংরাজদিগের নিকট পাঁচ শত বন্দুক চাহিয়া পাঠান, এবং তাঁহাদিগের নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে 'মাস্কেট' বন্দুক প্রদত্ত হইল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে পুনরায় পাঁচ সহস্র বন্দুক চাওয়ায়, তাঁহাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়।† তৎকালে বোম্বাই নগরে গমনের জন্য কয়েক খানি পণ্য-বোঝাই পোত প্রস্তুত ছিল; রণজিৎ সিং তাহার উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল পোত ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে মহারাজের পদাতিক সৈন্য-দলের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই থাকিবে, পরে ইংরাজগণ তদ্বিষয় জানিতে পারিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থে মহারাজের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে থাকিলেন।‡ তাঁহার ইচ্ছা,—

---

* Captain Wade to the Resident at Delhi, 2nd Jan., 1831 and to Government, 25th Dec., 1835.

† Captain Wade to Government, 22nd July, 1836.

‡ কাপ্তেন ওয়েডের বরাবর গবর্ণমেণ্টের পত্র; ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১এ অক্টোবর।

বন্দুকধারী সৈন্য লুধিয়ানায় কামান পরিচালনা শিক্ষা করে। * মহারাজ তাঁহাদের নিকট দস্তা পাঠাইয়া দিতেন; তাঁহার আশা ছিল, ইংরাজগণ সেগুলি পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাকে গোলা-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবেন। † মহারাজ ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেন; তিনি ভারতীয় সৈন্যের বেতন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর এবং সৈনিকদিগের বিচার-সভার ইংরাজ-প্রবর্তিত আইন-প্রণালীর নকল লইতেন এই সমুদায় জটিল এবং অনুপযোগী প্রথা বিষয়ে উপদেশদাতাদিগকে তিনি সম্মানসূচক উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতেন। ‡ বেত্রাঘাতের পরিবর্তে আর এমন উপযোগী কোন শাস্তি-প্রথা প্রবর্তন করা যাইতে পারে, তিনি তাঁহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। ¶ তাঁহার একজন অধীন শাসনকর্তার এক আত্মীয় পুত্রকে লুধিয়ানার স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। §

---

* Captain Wade to Government 7th Dec., 1831.

† যখন সা-সুজাকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্থির হইয়া গেল, তখন রণজিৎ সিং লুধিয়ানায় গোলা প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তিনি কোন রাজনৈতিক কারণেই এরূপ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন,—সৈনিক-বিভাগীয় কোন বিষয়ই কাহারও নিকট গোপন রাখা উচিত নহে।

‡ মার্শল হোয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায়, ভারতীয় সৈন্যগণের সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয়; তিনি রণজিৎ সিংহের অনুরোধে শিখদিগের পরিচ্ছন্ন কোর্টমার্শেল (সৈনিকপুরুষের বিচার) বিচার নিয়ম প্রণয়ন করেন। (Government to Captain Wade, 21st Nov., 1834.)

¶ Government to Capt. Wade, 18th May, 1835.—জানান হয় যে, বেত্রাঘাতের পরিবর্তে নির্জন কারাবাসই উপযুক্ত দণ্ড।

§ Capt. Wade to Govt., 11th April, 1835, [illegible]

মহারাজের ইচ্ছা,—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রাদি লিখিবার সময় ঐ যুবক তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে। তখন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে অতঃপর ইংরাজী ভাষায় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। মহারাজ আরও কয়েকটী বালককে লুধিয়ানার চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। তৎকালে রাজনৈতিক প্রতিনিধি কর্তৃক সেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজের উদ্দেশ্য—তাঁহার সৈন্য দলে সেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা অনেক সহায়তা করিতে পারিবে।* রণজিৎ সিং বৃটিশ শক্তিকে কখনও বাধা দিতে সাহসী হন নাই; কিংবা তৎপ্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না। কিন্তু তিনি একণে কতকটা ঐকান্তিকতা সহকারে এবং কতকটা অবসন্নতার সহিত সেই ইংরাজ প্রতিনিধি-দিগের অনুগ্রহ-ভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন।

ইতিমধ্যে আফগানগণ জামরুদে জয়লাভ করে; যুবক সেনাপতি হরি সিং সেই যুদ্ধে নিহত হন;—পূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দুঃসংবাদে পৌত্রের বিবাহোৎসবের আনন্দ, রণজিৎ সিংহের মনে অধিক দিন স্থায়ী হইল না; যৌবনকালে পৌত্রের ভাবী মহত্ত্বের চিহ্ন উপলব্ধি করিয়াও, মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ

কতকগুলি রাজা সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁহাদেরও বিশ্বাস, ইংরাজী-ভাষা প্রবর্ত্তিত করিয়া সম্রাটের প্রকৃত অভিসন্ধি এবং গোপনীয় পত্রাদি জানিতে না দেওয়াই, এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

* ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারে সৈন্য নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হয়। সেই সৈন্যের সহিত এই যুবা পুরুষদিগের কয়েকজন, যুবরাজ তাইমুরের যুদ্ধাভিযানকালে, খাইবারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল।

মহারাজ সেই 'প্রকৃত শিখের' শোচনীয় পরিণাম শ্রবণ করিয়া, অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার ক্ষোভের আর অবধি রহিল না। * পেশোয়ার উপত্যকায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া, মহারাজ সীমান্ত প্রদেশে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর দুঃখভারাক্রান্ত করিতে এবং তাঁহার মনে অশান্তির প্রচণ্ড বহ্নি প্রজ্বলিত করার অভিপ্রায়েই যেন ইংরাজগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে তাঁহার আধিপত্য পূর্ব্বেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে পশ্চিম দিকেও তাঁহারা মহারাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ করিলেন। ইংরাজ জাতির বাণিজ্য-নীতি অনুসারে, সিন্ধুদেশ, খোরাসান এবং পঞ্জাব প্রদেশের অর্দ্ধ-শিক্ষিত জাতিবৃন্দের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা আবশ্যক; যাহাতে সেই-সকল জাতি শ্রমশীল হয় এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হয়, সে পক্ষে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। নবপ্রতিষ্ঠিত করদ-রাজ্যের শাসন প্রণালীর নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছিল; সামরিক বৃত্তি সম্পন্ন রাজগণের মধ্যে সাম্যবিধানের চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছিল। তাঁহাদের ইচ্ছা, রণজিৎ সিং পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অধিকৃত রাজ্যাংশেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; সিন্ধু দেশের আমীরগণ, এবং হীরাট, কান্দাহার ও কাবুলের শাসনকর্ত্তৃগণ আপনাদিগের রাজ্য বিপন্মুক্ত বলিয়া মনে করিবেন; পরন্তু তাঁহারা আর অধিক রাজ্য লাভ করিতে প্রয়াসী

* Captain Wade to Government, 13th May, 1837. এস্থলে বৃটিশ সৈন্যের চিকিৎসক, ডাক্তার উডের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; ডাক্তার উড রণজিৎ সিংহের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী ভাবে প্রেরিত হন; তৎকালে রণজিৎ সিং রোটাসের (রোহতাস) শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

হইবেন না; এবং অস্থির-মতি সা সুজা তাঁহার স্বপ্রবৃত্ত সিংহাসন-পুনঃপ্রাপ্তির সকল আশা ও স্বত্ব বিনা আপত্তিতে পরিত্যাগ করিবেন। * ভাওলপুর, খায়রপুরী এবং শিখদিগের নিকট এই বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য, ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি তাঁহার প্রতিনিধিগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে রুষগণ পারস্য ও তুর্কিস্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইলেন; তাঁহাদের এরূপ যড়যন্ত্রের আরও অনেক কারণ ছিল। এইরূপ অভাবনীয় বিষয় সংঘটিত না হইলে, ইংরাজগণ তাঁহাদের অবৈধ কল্পনার অসারতা ও অযোগ্যতা সহজেই বুঝিতে পারিতেন। † রণজিৎ সিংহ এবং দোস্ত মহম্মদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপন অভিলাষে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থতার প্রস্তাব

---

* Compare Government to Capt. Wade, 15th Nov., 1837, and to Capt. Burnes and Capt. Wade, both of the 29th January, 1838. রণজিৎ সিংহের সিন্ধুদেশ অধিকারের কল্পনায়ও ইংরাজগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমীরগণের সহিত যে সকল পত্রাদি বিনিময় হইত, তাহাও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, অথবা গুপ্ত-বিষয়-প্রকাশক। অধিকন্তু তাঁহার যে আদৌ কোন ক্ষমতা ছিল না, পত্রগুলি তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। (Government to Capt. Wade, 25th Sept., 13th Nov., 1837)

† রুষিয়ার নির্দ্দিষ্ট রাজনীতি অথবা রুশিয়ার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে, পারস্য ও তুরস্ককে ইংলণ্ড সাহায্য প্রদান করিতেন;—তৎসম্বন্ধে রুশিয়ার মতামতের কোনরূপ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। খোরাসান ও তুর্কীস্থানে অনুসন্ধিৎসু প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এবং ভারতে ইংরাজ-রাজ্যের উদ্যোজন বিকৃতি দেখিয়া, তাহাদের কোন সন্দেহের কারণ না পাইলেও, তাঁহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল

করিলেন। * বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্পষ্টবাদী অধ্যবসায়শীল দূতের ব্যবহারে বুঝা গিয়াছিল যে, পেশোয়ার সম্বন্ধে আপনার আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে, আমীর কোন মতেই স্বীকৃত নহেন। † এই পক্ষপাতিত্বে সেই ধূর্ত্ত শাসনকর্ত্তা এক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিখদিগকে বিশেষ ভয় করিতেন;

---

* Government to Capt Wade, 31st July, 1837.

† স্যার আলেক্জাণ্ডার বার্ণেসের পক্ষপাতিত্বে দোস্তমহম্মদ আশা স্থাপন করেন। ইংরাজগণের এই সুদক্ষ নেতার সহিত তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন, এ বিষয় তাঁহাদের অবিদিত নহে। অন্ততঃ, সুলতান মহম্মদের জন্য পেশোয়ার পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁহার আশা ছিল :— তাহা ম্যাসনের ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। (Masson's 'Journey's', iii. 423) দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত, শিখদিগের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকারের যে মন্ত্রণা চলিতেছিল, স্যার আলেকজাণ্ডার বার্ণেসের প্রকাশিত পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। (Letters of 5th Oct., 1837 and 26th Jan. and 13th March, 1838—Parliamentary papers) এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইতে (dated 2[illegible]th Jan, and especialy of 27th April, 1838.) এবং মিঃ ম্যাসনের বিবরণ হইতেও এ বিষয় তাহা জানা যায়। (Masson's 'Journeys', iii. 423, 448) মিঃ ম্যাসনের বিবেচনায়, সুলতান মামুদকে ঐ প্রদেশ প্রদান করিলে, উচিত কার্য্যই করা হইত। কিন্তু মুন্সী মোহন লালের মতানুসারে (Life of Dost Mohomed, i. 257 &c) জানা যায়, পেশোয়ারে শিখদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়া অপেক্ষা, ভ্রাতৃগণকে ঐ প্রদেশ প্রদান করিলে, নিজ স্বার্থের অধিকতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভব—আমীর তাহাই মনে করিয়াছিলেন।

আমীর তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, শিখদিগের আক্রমণ-ভয় নিবারণার্থ তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তিনি পারস্য সম্রাটের সহিত পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, তাঁহারা পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ইংরাজগণ সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইবেন,—এই সকল আশায় তিনি রুষরাজদূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কান্দাহার-ভ্রাতৃগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, শিখসৈন্যের কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রচারিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ নিশ্চয়ই আপন অজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। * কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই শত্রুভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, অথবা তাঁহাদের মনে সে ধারণা জন্মিল। এই সময়ে ভারতের রাজ্যচ্যুত কতিপয় যুবরাজ উত্তর প্রদেশীয় আক্রমণের পরম্পরাগত সংবাদ অবগত হইয়া, সে সংবাদ সর্বত্রে প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র ভারত এক নূতন আশায় অনুপ্রাণিত হইল;—ইংরাজদিগের বিসদৃশ ও অপ্রিয় আধিপত্য বিলুপ্ত হইবে, এবং তাহার সমাধিক্ষেত্রে অপর একটী জাতি আধিপত্য বিস্তার করিবে;—ইংরাজগণ সেই জাতির অধীনতা স্বীকার করিবেন। † কাবুল

* কর্ণেল ওয়েডের মত এইরূপ: বাণিজ্য বিষয়ে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ও ১৫ই মে তিনি যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তাঁহার মত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্তু নীতি-প্রণালী অবিচলিত ভাবে অনুসৃত না হইলেও, কিংবা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী না হইলেও, তাঁহার মত গৃহীত হইয়াছিল।

† তৎকালে লোকের মনে এই ভাব কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, যাঁহারা সেই সময়ে ভারতীয় কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই অধিকতর পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে

হইতে কাপ্তেন বারনেসের পুনরাহ্বানে এই ভ্রমাত্মক সংবাদ বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে, গুরুতর প্রতিঘাতের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। একণে একতা-বিধানকল্পে সিন্ধুতীরে শান্তি-স্থাপন আবশ্যক। সুতরাং বিজয়োল্লাসে মধ্য-এশিয়ার সমতলক্ষেত্র অতি-ক্রম করিয়া সা-সুজাকে তৎ-পিতৃ সিংহাসনে করদরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাঁহাদের এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, অভিপ্সিত উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইত; ইংরাজগণ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন,—ইহা ইংরাজ নামের উপযুক্ত কার্য্যই হইত। *

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গবর্ণর-জেনারেল, সা-সুজাকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না; † কিন্তু চারি মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাই গৃহীত হইল; এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে সেই বৎসর মে মাসে স্যার উইলিয়ম ম্যাগনাটন রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরিত হইলেন। ‡ ভারতবর্ষের প্রবল শক্তির

আগষ্ট তারিখের গবর্ণর-জেনেরলের 'মিনিট' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

* ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে যে সংবাদে বিচলিত হইয়া-ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারি-খের গবর্ণর-জেনারেলের 'মিনিট' এবং সেই বৎসরের ১লা অক্টোবরের ঘোষণা পত্র উল্লেখযোগ্য। পার্লামেণ্টের অনুমতিক্রমে এই দুইটী বিষয়ই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

† Government to Capt Wade, 20th January, 1838.

‡ বস্তুতঃ সা-সুজাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য এত যত্ন হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, যোদ্ধ বংশজ, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা

সাহায্যে সা সুজাকে সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মহারাজ আপন উদ্দেশ্য সাধনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে তৎপর হইলেন; কিন্তু তিনি এই ব্যবস্থায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ মতানুবর্ত্তী হইতে অস্বীকৃত

অপেক্ষা পারস্য কিংবা রুষ-রাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই বরং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যথাসম্ভব রণজিৎ সিংহকে তাহাতে পক্ষভুক্ত করাই—সার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের লাহোর গমনের উদ্দেশ্য। (See among other letters, Government to Capt. Wade 15th May, 1835.) ২০শে মে তারিখে ইংরাজ দূত পঞ্জাবের অন্তর্গত রূপারে পৌঁছেন। কিছুকাল আদিনা নগরে অবস্থান করিয়া, পরে তিনি লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৩১শে মে রণজিৎ সিংহের সহিত প্রথমবার ও ১৩ই জুলাই তাঁহার শেষ দেখা। সার উইলিয়ম ম্যাগনাটন ১৫ই জুলাই শতদ্রু পুনরায় অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানায় পৌঁছেন; এবং সা সুজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমুদায় সর্ত্ত বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার সেদিন ও তৎপর দিবস অতিবাহিত হয়।

এই প্রতিনিধির আগমনের দুই মাস পূর্ব্বে, রণজিৎ সিং জাম্মু পরিদর্শন করেন। সম্ভবতঃ এই বোধ হয় তাঁহার প্রথম জাম্মু পরিদর্শন, অথবা ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন। এই সময়েই বৃদ্ধ রাজা অকৃত্রিম, অবিমিশ্র সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার রাজভক্তির চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া, গোলাপ সিং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন; মহারাজের পদতলে নিপতিত হইয়া, চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের উপঢৌকন (নজর) প্রদান করিয়া তিনি বলেন,—মহারাজের অধীনস্থগণের মধ্যে তিনি সকলের অধম; যাঁহাদিগকে মহারাজ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র, তন্মধ্যে তিনিই কৃতজ্ঞ। রণজিৎ সিং অশ্রুবর্ষণ করিলেন; কিন্তু

হন; পূর্ব্ব মিত্রগণের সহকারিতায়ও তিনি বিশেষ বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহাকে শিকারপুর লাভের সকল আশাই বিসর্জ্জন দিতে হইবে;—পরন্তু ইংরাজ শাসনের কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইবে,—তাহাই ভাবিয়া তিনি সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অকস্মাৎ আদিনা নগরের শিবির ভঙ্গ করিয়া তিনি কহিলেন,—ইংরাজ দূতগণ অবসর মত তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা শিমলায় প্রত্যাবর্ত্তনও করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ সংবাদ পাইলেন, তিনি যোগদান করুন, বা না করুন, কল্পিত ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। তখন সেই সংবাদে সা-সুজার সহিত তাঁহার সন্ধির রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। কিন্তু এই সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত মহারাজ সর্ব্ব বিষয়েই নীরব ছিলেন। তখন বারুকজায়ীদিগের প্রভুত্ব ধ্বংসের নিমিত্ত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি সংস্থাপিত হইল। * ইংরাজগণ দ্বিগুণ উৎসাহে দুই দিক হইতে একযোগে আফগানিস্থান আক্রমণের কল্পনা করিলেন। প্রথমতঃ সিন্ধুর আমীরগণ, মিত্রতা-ব্যঞ্জক বা অধীনতা-সূচক

অতঃপর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আমুতে পূর্ব্বে প্রস্তর ও উপলখণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই লক্ষিত হইত না, তথায় এক্ষণে নিশ্চয়ই স্বর্ণখণ্ড দৃষ্ট হইবে। Major Mackeson's letter to Capt. Wade, 31st March, 1838).

* রণজিৎ সিংহকে বলা হইয়াছিল, যদি তিনি সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া যোগদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হইবে;—এ বিষয় রাজকীয় সাধারণ কাগজ-পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুকালব্যাপী বাদানুবাদের সময়, সন্দেহ-জনক [illegible] ভীতিপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ম্যাক্‌নটন [illegible] [illegible]-বাহক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রস্তাবিত সকল সন্ধিতেই ঘৃণা প্রকাশ করিবেন; সুতরাং কান্দাহার গমন কালে পথিমধ্যে সা সুজা কর্তৃক তাঁহাদের ক্ষমতা ধ্বংস হওয়াই সুবিধা-জনক; দ্বিতীয়তঃ, ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরকে রণজিৎ সিংহের হস্তে অর্পণ করা, কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইল না; কারণ, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর না হইয়া, বরং প্রয়োজন-মতঃ তাঁহাকে শিখদিগের কার্য্যোদ্ধারেই নিযুক্ত করিবেন। * অতএব এক্ষণে এই বন্দোবস্ত

---

* ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের গবর্ণর জেনারেলের "মিনিট" বা সংক্ষিপ্তসার, এবং ঐ মাসের ১৫ই তারিখে স্যর উইলিয়ম ম্যাক্‌নাটনের প্রতি তৎপ্রদত্ত উপদেশাবলী দ্রষ্টব্য। এই আক্রমণে নিজ অংশ-স্বরূপ কিছু পাইতে রণজিৎ সিং বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। শিকারপুর প্রাপ্তি বিষয়ে সিন্দের আপত্তি অধিক জানিয়া, মহারাজ জেলালাবাদ পাইতে অভিলাষী হইলেন। সৈন্যের ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ মহারাজ প্রত্যুপকার প্রতি বৎসর সাহর নিকট দুই লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হইবেন; অথচ এই কর প্রদানে গবর্ণর-জেনারেল আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। (See letter of Sir William Macnaghten, 2nd July 1838) সুতরাং সেই সর্ত্ত লোপ প্রাপ্ত হইল।

রণজিৎ সিংহকে কাবুল আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া, আফগানিস্থানে একটী মিত্ররাজ্যের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা, অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। এইরূপ কল্পনায় অনেক বিষয়ে সুবিধার আশা ছিল। গবর্ণর-জেনারেলের সংক্ষিপ্তসার (12th May, 1838) দ্রষ্টব্য। পার্লিয়ামেন্টের অনুমতিক্রমে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়, এবং এই বিষয়ে স্যর উইলিয়ম ম্যাক্‌নাটনের পত্র সম্বন্ধে মিঃ ম্যালেসন যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে গবর্ণর জেনারেলের মিনিটের

হইল যে, সা স্বয়ং শিকারপুর ও কোয়েটার পথে যাত্রা করিবেন; এবং পঞ্জাবের মহারাজ প্রেরিত সৈন্যের সেনাপতিরূপে সার পুত্র পেশোয়ারের পথ অবলম্বন করিয়া, কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজ সৈন্য ফিরোজপুরে সমবেত হইল। ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধি এবং শিখ-শাসন-কর্ত্তার মধ্যে পরস্পর আতিথ্য বিনিময়ে, এই বিখ্যাত অভিযানের উদ্বোধনে অধিকতর আড়ম্বর উৎসব হইল। * প্রকৃতপক্ষে রণজিৎ সিং সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম সীমায় পৌঁছিয়া-

---

গ্রন্থকার কৃত সংক্ষিপ্তসার অনেক বিষয়ে অনৈক্য। সা সুজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সন্ধি হয়, চতুর্দ্দশ পরিশিষ্টে তাহা দ্রষ্টব্য।

* এই উপলক্ষে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়। তন্মধ্যে একবার এইরূপ আতিথ্য বিনিময় হইয়াছিল; তদ্বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য। রণজিৎ সিং দুইটী রাজ্যের বন্ধুত্ব একটী আঙ্গুরের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—আঙ্গুরের রক্তাভ ও পীতবর্ণ পরস্পর এত মিশ্রিত যে, যদিও দুইটীর আকৃতি দ্বিবিধ, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহারা উভয়ই এক। লর্ড অকল্যাণ্ড উত্তরে কহিয়াছিলেন,—মহারাজের উপমা অতি সুন্দর; যেহেতু ইংরাজও শিখ উভয় জাতির জাতীয় বর্ণ যথাক্রমে—রক্ত ও পীত বর্ণ। রণজিৎ সিংহও তদুত্তরে সেই ভাবে বলেন যে, বস্তুতঃ এই তুলনা অতি উপযোগীই হইয়াছে; কারণ উভয় শক্তির বন্ধুত্ব আঙ্গুরের (আপেলের) ন্যায় উপাদেয় ও তৃপ্তিকর। স্যার উইলিয়ম ম্যাক্নাটন এবং ফকির-উদ্দিন অতি সুন্দররূপে এবং বিশেষভাবে যথাক্রমে ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন; কি বলিবার সময়, কি লিখিবার সময়—উর্দ্দু সময়েই উভয়েই তাহাতে অধিকার ছিল।

ছিলেন; তিনি উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষিজীবী পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতি যে রাজ্যের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি সেই রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ভারতের বিদেশীয় অধিপতিগণ, তাঁহাকে উচ্চাসনে স্থান দিয়া, তৎপ্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য গুরুতররূপে ভগ্ন হইয়া আসিল। মহারাজ বুঝিলেন, তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সুচারুরূপ সম্পাদনে তিনি বিশেষ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, ইংরাজদিগের প্রতিনিধি কর্ণেল ওয়েড সমভিব্যাহারে, সাজাদা তাইমুর লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। পেশোয়ারে সন্ধিবদ্ধ সৈন্যদলকে একত্রিত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। পরিশেষে উপত্যকা সমূহে বহুসংখ্যক সৈন্য শিবির স্থাপন করিল বটে; কিন্তু, রণজিৎ সিংহের পৌত্র তাহাদের সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। আফগানদিগের সম্রাটের সাহায্যার্থ বিত্ত সংগ্রহে ব্যাপৃত না হইয়া, তিনি লাহোরের পক্ষে বিত্ত লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুতরাং যুবরাজ টাইমুর এবং ইংরাজ প্রতিনিধির সন্ধিপ্রস্তাবে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। * ক্রমে রণজিৎ সিংহের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি এপ্রিল মাসে কান্দাহার অধিকারের

---

* See among other letters, Capt. Wade to Government, 18th Aug., 1839, কাপ্তেন ওয়েডের দৈনিক কার্য্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট বারের প্রকাশিত 'জর্ণাল' দ্রষ্টব্য; (Lt. Barr's published 'Journal'); তাঁহার পৌত্রের [illegible] ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে মুন্সী সাহামত আলীর "শিখ ও আফগান" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সংবাদ শুনিলেন। তথায় স্বপক্ষদলের বিলম্ব হওয়ায়, তাঁহার হতাশ প্রাণে পুনরায় এক নূতন আশার সঞ্চার হইল; মহারাজ আনন্দে গদগদ হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—এখনও ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। কিন্তু কাবুল সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে না হইতে গজনী অবরোধের পূর্ব্বে ২৭শে জুন তারিখে, ৫৯ উনষাট বৎসর বয়সে, রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইল। আপন সৈন্য দ্বারা খাইবার পাশ উন্মুক্ত হওয়ায়, রণজিৎ সিং অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে যুদ্ধের অংশভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থ-লাভের আশা সমূলে নির্মূল হইল।

রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থান সময়ে পঞ্জাব কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি-বদ্ধ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সে গুলিও ক্রমে হীনবল হইয়া আসিতেছিল। আফগান ও মারহাট্টাদিগের উৎপীড়নে বিভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যাদি লুণ্ঠন করিত। কিন্তু সকলেই ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ একত্রিত করিয়া একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ, তিনি বলপূর্ব্বক কাবুল সম্রাটের নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে বাধা প্রদান করার কোন হেতুই ইংরাজগণ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেখিলেন, অশ্বারোহী সৈন্যই তাঁহার স্বদেশের সৈন্য-সজ্জা। তাহারা সকলেই বীর ও সাহসী; কিন্তু কেহই জানিত না যে, যুদ্ধবিদ্যা একটী শিক্ষার সামগ্রী। পঞ্চাশ সহস্র শিক্ষিত সৈন্য, পঞ্চাশ সহস্র সুসজ্জিত ক্ষেত্রপাল (Yeomanry) ও সাময়িক সৈন্য, এবং তিন শতেরও অধিক সংখ্যক যুদ্ধ-কামান রাখিয়া রণজিৎ সিং স্বর্গলোক গমন করেন। প্রজাবৃন্দের প্রকৃতি অনুসারে তিনি শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু সামরিক নীতি ও রাজ্য-প্রসারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কার্য্যও তাঁহার রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন শিখ রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং যাঁহার প্রভুত্ব-ক্ষমতা

ন; প্রতিভা বিলুপ্ত হয়, তখন শিখ জাতির প্রচ্ছন্ন তেজঃশক্তি, নিরবচ্ছিন্ন গৃহবিবাদে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। *

---

* ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, কাপ্তেন মারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন,—শিখদিগের রাজস্ব পরিমাণ, ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর কিছু বেশী; সৈন্য সংখ্যা—৮২০০ আট সহস্র দুই শত। এতন্মধ্যে স্থায়ী পদাতি সৈন্য,—১৫,০০০ এবং কামানের সংখ্যা,—৩৭৬টী, (Murray's "Runjeet Singh" by Princep, p. 185, 186) সেই বৎসর কাপ্তেন বারণেসের হিসাব মতে স্থির হয়, শিখরাজের রাজস্ব পরিমাণ,—২৫০ লক্ষ; সৈন্য পরিমাণ ৭৫,০০০; ২৫,০০০ স্থায়ী পদাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত (Capt Burnes, 'Travel'. i. 289, 291.) মিঃ ম্যাসনও ('Journey's', i. 430) সমপরিমাণ রাজস্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সৈন্য সংখ্যা ৭০,০০০; এতন্মধ্যে ২০,০০০ শিক্ষিত সৈন্য। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ম্যাসন কাবুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন; এই হিসাব সেই সময়ের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, লেফ্‌টনান্ট কর্ণেল ষ্টিনব্যাক Steinbach. 'Punjab', p. 58) যে বিবরণ প্রদান করেন, তদনুসারে শিখ সৈন্যের পরিমাণ,—১,১০,০০০; ইহার মধ্যে ৭০,০০০ স্থায়ী সৈন্য। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের জন্য যে হিসাব সংগ্রহ করা হয়, সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ না হইলেও,—তাহাতে দেখা যায় যে, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজারের অধিক সংখ্যক শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য তৎকালে রণজিৎ সিংহের অধীনে ছিল; সর্ব্বশুদ্ধ সৈন্য পরিমাণ ১,২৫,০০০; তাহাদের প্রায় ৩৭৫টী কামান ছিল। নির্দ্দিষ্ট হিসাবের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য;—Calcutta Review, iii, 176; Dr. Macgregor's 'Sikhs', ii. 86, and Major Smith's 'Reigning Family of Lahore,' Appendices, p. xxxiii;

যখন লর্ড অক্লাণ্ড রণজিৎ সিংহের অতিথিরূপে লাহোরে এবং অমৃতসরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহারাজের কথা বলিবার ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। তাঁহার শরীরের সামর্থ্যও কমিয়াছিল; ক্রমে তাঁহার বাক্‌শক্তি লোপ প্রাপ্ত হইল; পরে তাঁহার ধী-শক্তিও অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে, নাওনিহাল সিংহ স্থানান্তরে ছিলেন; সুতরাং জাম্মুর রাজগণ অতি সহজেই গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। সমগ্র সৈন্য সমবেত করা হইল; এবং মুমূর্ষু মহারাজের শিবিকা সৈন্য-শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া বহন করিয়া লওয়া হইল। ধীয়ান সিং সর্ব্বদাই মহারাজের জন্য শোক-চিহ্ন প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি যেন মুমূর্ষু নরপতির নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অন্ত্যেষ্টি যাত্রাকালে, সময়ে সময়ে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিং, খড়্গসিংহকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন; এবং তিনি বলিয়াছেন,—ধীয়ান সিংহই, রাজ্যের উজীর বা মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। * সৈন্যসমূহ নীরবে তাহাতেই স্বীকৃত হইল। † পঞ্জাবের অভিনব ও অযোগ্য শাসন-

---

এ সমুদয় গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ে সঠিক; আবার কোন স্থলে পরিমিতরূপ।

লাহোরের রাজস্ব হিসাব সম্বন্ধে দ্বাবিংশ পরিশিষ্ট (App. xxii) এবং লাহোর সৈন্যের তালিকার জন্য, ত্রয়োবিংশ পরিশিষ্ট (App. xxiii) দ্রষ্টব্য।

* Mr. Clerk's Memorandum of 1842 for Lord Ellenborough.

† রণজিৎ সিংহের ব্যক্তিগত আকৃতি এবং আচার-ব্যবহারের অনেক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। [illegible]

কর্ত্তাকে অকপটভাবে যথারীতি অভিনন্দন পত্র প্রদানে, শিখজাতি অপেক্ষা সম্ভবতঃ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টই অধিকতর প্রয়াসী ছিলেন।

সঙ্কলন অধিকতর বিবৃত। (Princep's Edition of Murray's 'Life', p. 178 &c.) কিন্তু কাপ্তেন অসবর্ণের "দরবার ও শিবির" (Capt. Osborne's 'Court and Camp'), এবং কর্ণেল লরেন্সের "পঞ্জাব-বিজয়ী" (Capt Lawrence's 'Adventurer in the Punjab) এই দুই গ্রন্থে অনেক চিত্রযুক্ত বিষয় ও গল্প সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মহারাজের সাদৃশ্য বিষয়ে যতই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনারেবল মিস ইডেনের চিত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রধানতঃ আদি অঙ্কনই সঠিক এবং ভাব-ব্যঞ্জক। রণজিৎ সিং কিছু খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। যুবাবয়সে তিনি সর্ব্বপ্রকার পৌরুষব্যঞ্জক ব্যায়ামেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তিনি দুর্ব্বল ও স্থূলকায় হইয়া পড়েন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হয়; তাঁহার মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠ-গুণ-ব্যঞ্জক, তাঁহার ললাট উচ্চ, গুরু ও প্রশস্ত ছিল; কিন্তু সাধারণ প্রতিকৃতিতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু।

১৮৩৯—১৮৪৫।

[পুত্র নাওনিহাল সিং কর্ত্তৃক খড়্গ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ;—লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ওয়েড এবং মিঃ ক্লার্ক ;—নাওনিহাল সিং ও জাম্বুর রাজগণ ;—খড়্গ সিংহের মৃত্যু ;—নাও নিহাল সিংহের মৃত্যু ;—শের সিং মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হন, কিন্তু নাও নিহাল সিংহের মাতা রাজকীয় সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন ;—সৈন্যদলের সহায়তা-স্বীকার এবং শের সিংহের ক্ষমতা লাভ ;—সৈন্যগণের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ এবং সৈন্যদলের রাজ-নৈতিক সম্প্রদায় গঠন ;—ইংরাজগণের বাধাপ্রদানে অভিলাষ ;—শিখজাতির প্রতি ইংরাজগণের অভিসন্ধি প্রকাশ ;—তিব্বতে শিখজাতি ;—চীনদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত এবং ইংরাজ কর্ত্তৃক তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস ;—কাবুলে ইংরাজ ;—জেনারেল পলকের অভিযান ;—সিন্ধানওয়ালা এবং জাম্বু পরিবারদ্বয় ;—শের সিংহের মৃত্যু ;—রাজা ধীয়ান সিংহের মৃত্যু ;—মহারাজ দলীপ সিং এবং রাজা হীরা সিংহের ঘোষণা প্রচার ;—বিফল রাজদ্রোহ ;—পণ্ডিত জুল্লার কার্য্য-কলাপ ও ব্যবহারাবলী ;—হীরা সিংহের পদচ্যুতি ও প্রাণদণ্ড ;—উজীর জোয়াহীর সিং ;—গোলাপ সিংহের বশ্যতা স্বীকার ;—পেশোয়ারা সিংহের বিদ্রোহ ;—সৈন্যগণ কর্ত্তৃক জোয়াহীর সিংহের নিধন সাধন।]

হীনবল অকর্ম্মণ্য খড়্গ সিংহকে সকলেই পঞ্জাবের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু মৃত মহারাজের আত্মজাত পুত্র শের সিং আপন [illegible] স্বত্ব ও ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিয়া, [illegible] প্রতিনিধিত্ব [illegible]

মহারাজ খড়্গ সিংহ।

(৪৫২ পৃষ্ঠা ।)

অর্পণ করিতে লাগিলেন। * নামমাত্র রাজার ঔরসজাত পুত্র নাও-নিহাল সিংহ সম্রাটের সকল কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণের উদ্দেশ্যে, পেশোয়ার হইতে অনতিবিলম্বে লাহোরে আগমন করিলেন। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক যুবরাজ, মন্ত্রী এবং জাম্বুর রাজগণ আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। কিন্তু মহারাজের দুর্ব্বল চিত্তের উপর চেৎ সিং নামক একব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল; খড়্গ সিং বৃটিশ-রাজ-দূতের প্রভুত্বের উপর নির্ভর করিয়া সুখে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মিলিত হইল। তাহাদের প্রথম উদ্দেশ্য, তোষামদকারিগণের ধ্বংস-সাধন করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করা। সেই কর্ম্মচারী শিখদিগের স্বত্বাধিকার উদারভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কিরূপে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার করা কর্ত্তব্য,—তাহা বুঝাইয়া দিতেন; এই সমুদায় কারণে তিনি রণজিৎ সিংহের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইতেন। ধীয়ান সিংহের মধ্যবর্ত্তিতায় মহারাজের সহিত সর্ব্ব-প্রকার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিতে হইবে,—মহারাজের এ প্রস্তাব তিনি অটলভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। আফগান রাজাগণের সহিত ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, তিনি অভদ্রোচিত ব্যবহারে তাঁহা-

* Govt. to Mr. Clerk, 12th July, 1839. পেশোয়ারে কর্ণেল ওয়েডের অনুপস্থিতি কালে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মিঃ ক্লার্ক, শের সিংহের দূতকে আবদ্ধ করেন; পরে তিনি সাধারণভাবে গবর্ণর-জেনারেলের নিকট নিজ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে আবশ্যকীয় সর্ব্বপ্রকার অনুমতি প্রদানের জন্য সকল বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছিল। বন্দী [illegible] তাঁহার প্রভু —শের সিংহকে এই কথা জানাইবার জন্য, লর্ড অকল্যাণ্ড কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

উত্তরাধিকারীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রণজিতের দরবারে তিনি যেরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে শিখজাতি মনে করিত,—তিনি খড়্গসিংহের নিকট প্রতিভূ-স্বরূপ রহিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সকলেই বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিত; কেহ কেহ ইংরাজদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। অথচ লাহোরের অধীশ্বর যাহাতে গবর্ণর-জেনারেলের অনুমিত বিষয়গুলি রীতিমত সম্পন্ন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সেই সকল ব্যক্তি একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কর্ণেল ওয়েডের বাধা-প্রদানে বা অনধিকার-চর্চ্চায় তাহারাও ভীত হইয়াছিল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে, যুবরাজ ও মন্ত্রী অতি উচ্ছৃঙ্খলভাবে মহারাজ-প্রাসাদসম্পর্কীয় পারিবারিক মর্য্যাদা নষ্ট করিলেন। অতি নৃশংসতার সহিত পারিবারিক নিয়ম ভঙ্গ হইল। ভীত, চকিত প্রভু অনেক পদ অগ্রসর হইলেই, চেৎ সিংহকে হত্যা করা হইবে, সেই সংকল্পে তাঁহাকে আক্রান্ত করা হইল।* কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করায়, পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া বৃটিশ-বাহিনী পরিচালনার সুযোগ

* নাও নিহাল সিং এবং গোলাপ সিংহের ভ্রাতার উপস্থিতি সত্বেও, গোলাপ সিং স্বয়ংই শোকাবহ ব্যাপারের অগ্রণী হন; তিনিই এই শোকাবহ কার্য্যের অভিনেতা। লাহোরে এরূপ অত্যাচারের—এরূপ ব্যভিচার সম্ভব হইতে পারে, তজ্জন্য লাহোর দরবারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দুঃখ প্রকাশ করিতে, কর্ণেল ওয়েড আগমন করেন; (Government to Col. Wade, 28th Oct. 1839) খড়্গ সিংহের পিতার অন্ত্যেষ্টি সময়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া, সতীদাহ প্রথা ইংরাজদিগের অননুমোদিত বলে, খড়্গ সিংহের নিকট মিঃ ক্লার্ক তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

উপস্থিত হয়। কর্ণেল ওয়েডের স্থানান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপায়ে বৃটিশ সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা-যথোচিত স্থিরীকৃত হইল।

গবর্ণর-জেনেরল এক কল্পনা স্থির করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বহুসংখ্যক ভারতীয় ইংরাজ-সৈন্য সা-সুজা সমভিব্যাহারে কাবুলে গমন করিয়াছিল। তাহারা বোলান পাশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, পেশোয়ারের মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন করিবে, গবর্ণর-জেনারেল তাহা স্থির করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল লাহোরে রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন; তখন পত্রাদি বিনিময়ে এ বিষয় সুস্থির না হইলেও, মহারাজ মৌখিক ব্যবহারে এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।* মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য, নূতন মহারাজের অভিনন্দন মানসে, এবং সর্ব্বশেষে গজনী বিজয়ীদিগের সহিত লর্ড কীনের প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্থির করিতে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ক্লার্ক দূত রূপে প্রেরিত হইলেন। যুবরাজ এবং মন্ত্রী পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল; অধিকন্তু ক্ষমতা লাভের জন্য উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পঞ্জাবের কেন্দ্রস্থলে বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ভয়,—সৈন্যদল কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপরের ধ্বংস-সাধন করিবে; অথবা মৃণিত খড়্গ সিংহের সাহায্যার্থ উভয় পক্ষের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু সৈন্যদলের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতে পারে না, অথবা তাহাদের গতিরোধ করা যাইবে না। তাঁহারা জেলা-ইসমাইল-খাঁর দুর্গম পথে ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাগমনের পথ নির্দ্দেশ করিলেন; এবং তাঁহারা বিজয়ীর সহিত যে পথ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাতে রাজধানী নিরাপদ রহিল। শিখগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, ভবিষ্যতে ইংরাজ সৈন্য আর

* Government to Mr. Clark, 20th Aug. 1839.

কখনও শিখ রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিবে না। * শিখ-শাসনকর্তৃগণ এই নূতন সন্ধি ব্যবস্থাপকের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। সেই কার্য্যকুশল এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী সকলেরই বিশেষ বিরাগপাত্র ছিলেন। পরিবর্তনের ফলে, কোন নূতন বিষয়ের উৎপত্তি অনিবার্য্য। যখন শিমলায় দূত প্রেরিত হয়, তখন গোপন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, কর্ণেল ওয়েড স্বয়ং লাহোরের শাসন-কর্তৃগণের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন। তৎসম্বন্ধে লর্ড কীনের নিকট উপর্য্যুপরি ক্রমাগত অভিযোগ হইতে লাগিল; মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হেতু, তিনি কয়েক দিনের জন্য সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। † ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কর্ণেল ওয়েড কাবুল হইতে প্রত্যাগমন করেন; সেই সময়ে তিনি শিখ-রাজধানীতে উপনীত হন। তখন অনেকেই খড়্গ সিংহের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন; অথবা খড়্গ সিং যাহাতে প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎপক্ষে অনেকেই উদ্যোগী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই কর্ণেল ওয়েডকে ঘৃণা করিতেন। খড়্গ সিং তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায়, পাছে চির-শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করেন,—এই আশঙ্কায়, সদনুষ্ঠানের ভাণ করিয়া তাঁহারা খড়্গ সিংহকে দূরে রাখিলেন; কর্ণেল ওয়েডের সহিত তাঁহার দেখা হইল না। ‡

* Mr. Clerk to Government, 14th Sept. 1839. ইংরাজ সৈন্য পুনরায় শিখ-রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিবে না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রদানে গবর্ণর-জেনারেল সম্মত হন নাই। (Govt. to Mr. Clerk, 4th Oct. 1839)

† See particularly, Government, to Col. Wade, 10th Jan. 1840, and Col. Wade to Government, 1st April, 1840.

‡ Compare Moonshee Sahamut Alee's "Sikh's and

আফগানিস্থান আক্রমণকারী একদল ইংরাজ সৈন্য পরিশেষে আফ-গানিস্থানে স্থাপিত হইল। তখন বুঝা গেল, সাহায্য-প্রদান ব্যতীত শা-সুজা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। স্থায়ী-সৈন্য সমূহের নানা বিষয়ে অভাব হইতে লাগিল। সুতরাং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লুধিয়ানার কর্ণেল ওয়েডের কার্য্যভার গ্রহণের পর, কাবুলে প্রেরণের জন্য খাদ্যসামগ্রী এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সামরিক সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সেই সকল দ্রব্যজাত ও সৈন্যদলের রক্ষার্থ, একদল সিপাহী সৈন্য প্রহরী-স্বরূপ প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল; কিন্তু শিখ-মন্ত্রী ও ভাবী উত্তরাধিকারী উভয়ে বলিলেন যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তৎসর্ত্তানুসারে এরূপ কার্য্য কখনও হইতে পারিবে না। ভূতপূর্ব্ব ইংরাজ-প্রতিনিধির প্রতি তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বিদেশীয় সৈন্যের গমনাগমনের জন্য দেশ রাজপথে পরিণত করার প্রস্তাবে, তাহারা আরও কুপিত হইলেন; সকলেই একবাক্যে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। প্রধানতঃ কর্ণেল ওয়েডের দুর্ণাম রটনায় এবং তাঁহার অপমানের

'Afghan's', p. 543 &c.; খড়্গ সিংহের প্রতি ইংরাজগণ যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ৫৪৫ পৃষ্ঠায় "নোটে" যে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই দ্রষ্টব্য; ইহা যে কাপ্তেন ওয়েডের স্বহস্তলিখিত— তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কর্ণেল ওয়েড, গবর্ণর-জেনারলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে, পঞ্জাবের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত উৎকৃষ্ট না হইলেও, বর্ত্তমান বৃত্তান্ত অপেক্ষা মন্দ হইত। বৃটিশ-রাজপ্রতিনিধি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাসী, ন্যায়-পরায়ণ এবং সরল হইলে, প্রকাশ্যভাবে বাধা না জন্মাইয়াও, তাহকীয় [illegible] [illegible] তিনি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

জন্য বিচ্ছিন্ন বৃটিশ সৈন্যের সাজ-সজ্জা যুদ্ধোপকরণাদি প্রেরণের উদ্যোগে বাধা প্রদানে সাহসী হইল। এক্ষণে কাবুল অভিমুখে গমনের জন্য সুগম পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা গবর্ণর-জেনারেল উপলব্ধি করিতে পারিলেন; লাহোরের কলহপ্রিয় বিভিন্ন দলের তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তথা হইতে এডিনিথিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ধীয়ান সিং এবং যুবরাজ উদ্দেশ্য সাধনে হতাশ হইলেন। সঙ্গীন-হস্ত প্রহরী সৈন্যদিগকে স্বপথে অগ্রসর হইতে কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না; তখন গবর্ণর জেনারেল তাঁহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।* ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে মিঃ ক্লার্ক, পঞ্জাবের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ-স্থাপন সম্পর্কীয় কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিক্ষিত এবং বহুগুণে ভূষিত ছিলেন; রাজস্বকীয় সামরিক কার্য্যাদি সম্পাদনের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি; সিন্ধুদেশ শাসনাধীনে রাখিয়া যখন আফগানিস্থান আক্রমণ করাই অভিপ্রেত হইয়াছিল, তখন যে কারণে কর্ণেল ওয়েডের দৌত্যকার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হয়, এক্ষণেও সেই কারণেই মিঃ ক্লার্কের দৌত্যও ভারতে ইংরাজদিগের অনিশ্চিত শাসন-নীতির পক্ষে বিশেষ মঙ্গল-বিধায়ক হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ, কর্ম্মচারিদ্বয় উভয়েই

---

* এই সময়ে গবর্ণর-জেনেরল কলিকাতায় গমন করিতে ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য শিখদিগের প্রিয় এবং নিজের অনুগ্রহভাজন একজন এডিনিথিকে সীমান্ত প্রদেশের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকালে লাহোরে যাঁহারা আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য একজন উপযুক্ত লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হয়,—ইহাই গবর্ণর-জেনেরলের বাসনা। (Government to Capt. Wade. 10th Jan. 1840.)

তৎসাময়িক শিখ-শাসনকর্তৃগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এবং ইংরেজগণের স্বার্থনীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন — এমন সর্ব্ববিষয়ে সেইরূপ ভাবই প্রকাশিত হইত।

এইরূপে শিখ-শাসনকর্ত্তা এবং গবর্ণর জেনারেল উভয়েই তৎকালিক উদ্দেশ্য সাধন করিলেন। একপক্ষে মহারাজ উচ্চাভিলাষী পুত্রের তেজস্বীতায় ও বিদ্রোহিতায় অত্যধিক ভীত হইলেন; অন্যপক্ষে, পঞ্জাব প্রদেশে বৃটিশ সৈন্যের অবাধ গতিবিধিতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার সহিত ইউরোপের পশ্চিমাংশকে বন্ধুত্বের চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাহাকে কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব, সেই ভাবনায় তিনি আকুল হইলেন। অতঃপর নিকট-সম্পর্কীয় ও অত্যাবশ্যকীয় অপরাপর কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা-বিধানে উভয় পক্ষের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। সিন্ধুনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনার জন্য ইংরাজগণ, অধিকতর সুবিধাজনক বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিলেন। সিন্ধুনদের উপকূলে একটী বন্দর নির্ম্মাণের জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, এই বন্দর সত্বরেই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে।* যে সকল বাণিজ্য-পোত সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে গমনাগমন করিত, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে, তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শিখগণ, ইংরাজদিগের পরিবর্ত্তনশীল মতের অনুবর্ত্তী হইল না; পণ্য বোঝাই পোতের উপর কর

---

* Government to Mr. Clerk, 4th May, 1840. সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার কল্পনা স্থির করিয়া, উপকূল স্থানে বৃহৎ একটী বাণিজ্য বন্দর নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে, ইংরাজগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Government to Capt. Wade, 5th Sept. 1836.)

ধার্য্য না করিয়া, পণ্যের মূল্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট হারে তাহারা নিজেই বাণিজ্য শুল্ক স্থাপন করিল। * এইরূপ নিয়ম অনুসৃত হওয়ায়, আর এক নূতন প্রথার সৃষ্টি হইল ;—সকল বাণিজ্যপোত অনুসন্ধানের ফলে, বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বাণিজ্য তরণীর উপর পুনরায় পরিবর্ত্তিত হারে কর সংস্থাপিত হইল ; কিন্তু এবারে খাদ্যদ্রব্য, কাষ্ঠ এবং পাথুরিয়া চুন বোঝাই বাণিজ্য তরণী এ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া, তাহাদের উপর শুল্ক ধার্য্য হইল না। † কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শত চেষ্টা সত্ত্বে, বৃহৎ সৈন্য দলের আকস্মিক সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও, সিন্ধু নদে বহুমূল্য বাণিজ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার আশা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। এতৎ-সম্বন্ধে কতকটা কারণ এই হইতে পারে যে,—একত পক্ষে সিন্ধুদেশ ও আফগানিস্থান মোটের উপর অনুর্ব্বর প্রদেশ ; তথায় অর্দ্ধ অসভ্য জাতির বাস ; তাহাদের অভাবও সামান্য, আয়ও অতি অল্প। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বহু-কালাবধি স্থল-পথীয় বাণিজ্যে অনেক মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল ;

---

* Mr. Clerk to Government of India, 19th May and 18th Sept. 1839, and Government to Mr. Clerk, 20th Aug. 1839 For the Agreement itself, see Appendix vi.

† Mr. Clerk to Government, 5th May, and 15th July, 1840. For the Agreement itself, see Appendix xvi. ফল-শস্যগুলি কাষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সময়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত সময়ে সময়ে বাদানুবাদ হইত। ধান প্রভৃতি শস্যাদি ("Grain)" অন্তর্ভুক্ত কিনা, তদ্বিষয়েও অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিত ; কারণ এইগুলি শস্যাদির অন্তর্ভুক্ত নহে। অধুনা "Corn" শব্দের বিলাতে নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকায়, আধুনিক শব্দ "Bread-stuff" বা খাদ্য অর্থে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরস্পর সেই বাণিজ্য-সূত্রে গ্রথিত ছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকাল প্রাচীন [illegible] বন্দরে এবং [illegible] বাণিজ্য কার্য্য চলিত; সেই বাণিজ্য প্রভাবে বহুসংখ্যক উষ্ট্র ও বৃষপৃষ্ঠ মেষপালক জাতির জীবিকা-সংস্থান হইয়াছিল; যে রাজ্যে বহুকাল হইতে রাজনৈতিক বিবাদ-বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে, তথাকার বিভিন্ন ব্যবসায়ি-গণের চির-প্রচলিত পারিমিত প্রথার পরিবর্ত্তন সাধন করা সময়-সাপেক্ষ; সুতরাং ইংরেজোচিত বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির পরিবর্ত্তে প্রাচ্য-গৌরবের কেন্দ্রস্থলরূপে এক বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠার কল্পনা, ঘোষণা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। *

জাম্বুর ক্ষমতাশালী রাজার ধ্বংসসাধন করাই নাও নিহাল সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জাম্বু-রাজ সমুদায় রাজশক্তি গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন; পঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার অধিকারে ছিল। তদ্ব্যতীত ইরাবতী ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য জনপদ সমূহে এবং লদাকে তিনি আংশিকরূপে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। মণ্ডি এবং কাঙ্গরার পারিপার্শ্বিক রাজপুত-রাজগণ স্বীকৃত রাজস্ব প্রদানে পুনঃপুনঃ বিলম্ব

---

* যাহা হউক, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জলন্ধর-দোয়াব রাজ্যভুক্ত হইলে, পুনর্ব্বার পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তখন সকলেরই আশা ছিল যে, হুশিয়ারপুর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ হইবে; কিন্তু সে আশাও বিফল হয়। ইংরাজ শাসনের ভাবী উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া, অনেক সহৃদয় ব্যক্তির অপূর্ণ আশার নানা নিদর্শন ভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ-শাসনে স্বতঃই বিবিধ নীতি এবং আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা সত্য; কিন্তু অতি ধীরে এবং পরিশ্রম সহকারে বিবিধ উপায়ে শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

করিতেন। সেই অছিলায় জাম্বুরাজ পূর্ব্ব-প্রদেশীয় পার্ব্বত্য রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইল; সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জাম্বুর উত্তর-পূর্ব্বাংশে একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন; এই সৈন্যদল লাহোর হইতে আগত সৈন্যের সহিত সমবেত হইয়া, পরস্পর সাহায্য করিতে পারিবে—তাহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সুচতুর সেনাপতি ভেণ্টুরা এবং রণকুশল যুবকরাজা অজিৎ সিং সিন্ধানওয়ালা, এই সৈন্য সমূহের সেনাপতি মনোনীত হইলেন। কিন্তু কেহই রাজা ধীয়ান সিংহের মঙ্গলাকাঙ্খী কিংবা তৎপ্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। * সুতরাং সেই রাজগণকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে রাখা সম্বন্ধে অপরিণত-বয়স্ক যুবরাজের কল্পনা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু লাহোর-রাজ্যের এবং পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত কাবুল রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার সকল মন্ত্রণাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ সৈন্যাভিযানে প্রস্তুত হইতেছিলেন; সেই আক্রমণ ভয়ে খোরাসানের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তৃগণ কম্পিত হইলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে শত্রুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, সেই শত্রুর আত্ম সমর্পণের পথ সুগম হইয়া আসিল। দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এবং কান্দাহারের রাজগণকে সা-সুজার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন,—যুবরাজ সেই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন: ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার আরও মনোমালিন্য ঘটিল সে সকল রাজ্যের বিষয় সন্ধিপত্রে উল্লিখিত হয় নাই, অথবা যাহা প্রকাশ্যরূপে লাহোরের অধিকারভুক্ত নহে, সা-সুজা সেই

* Compare Mr. Clerk to Government, 6th Sept. 1840.

সকল রাজ্যের অধিকার-স্বত্বের দাবী করিলেন। সা-সুজার কার্য্যে যে সকল ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারাও যে বিজেতা শিখদিগের স্বত্ব অপেক্ষা, দুরানিদিগের স্বত্বই অধিকতর বলবৎ বিবেচনা করিয়াছিলেন,—তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে, পেশোয়ার প্রদেশ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সা স্বত্ব রূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সর্ত্তানুসারে তাহাতে লাহোরাধিপতির স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছিল; এক্ষণে পার্থক্য-বিধায়িনী নদীর তীর-ভূমিতে সেই প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। * রাও নিহাল সিংহের মোহরাঙ্কিত দলীলাদি প্রদর্শিত হইল; দোস্ত মহম্মদকে অঙ্গীকৃত অর্থ সাহায্য প্রদানের বিষয়ও তাহাতে উল্লিখিত ছিল। বিশ্বাস-ঘাতকতা-মূলক সকল অভিযোগই দূর হইল বটে; কিন্তু তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর জাল সাব্যস্ত হইল। পঞ্জাবের বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি স্বীকার করিলেন,—অপ্রকাশ্য ও রাজদ্রোহমূলক উপায়াবলম্বন করা, স্বাধীন ও অকপট সরল-বিশ্বাসী শিখগণের স্বাভাবিক বৃত্তি নহে। † এই সময়ে খিলিজী-বংশীয় রাজদ্রোহিগণ পেশোয়ারের সন্নিকটে কোহাট

---

* See particularly Sir Wm. Macnaghten to Government, 24th Feb. and 12th March, 1840.

† Government to Mr. Clerk, 1st Oct. 1840, and Mr. Clerk to Government, 9th Dec. 1840. কর্ণেল ষ্টিনবাকের গ্রন্থও দ্রষ্টব্য। ('Punjab', p. 23) তিনি বলেন যে, ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য সাধন মানসে, যুবরাজ নেপাল এবং কাবুলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি হয়তো ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, জম্মুর রাজগণকে দমন করিয়া, পঞ্জাবের অধিপতি হওয়াই, রাও নিহাল সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

নামক স্থানে সুলতান মহম্মদের জায়গীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাহারা নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, স্বেচ্ছাচারী সা এবং তাঁহার সাম্যনীতি অনুসরণকারী মিত্র ইংরাজদিগের বিসদৃশ শাসনকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। বারুকজায়ী শাসনকর্ত্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লুধিয়ানায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।*

এক্ষণে দেখা গেল, নাও নিহাল সিং ইংলণ্ড হইতে যে বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সে সকলই দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি পিতামহের প্রিয়তমগণের সীমাতিক্রান্ত ক্ষমতার উচ্ছেদ-সাধনে উদ্যোগ করিতেছেন। এই সময়ে মহারাজের মৃত্যুকাল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবনে এবং পুত্রের কু-সন্তানোচিত নিষ্ঠুরতায়, অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ অযোগ্য ও দুর্ব্বলচেতা শাসনকর্ত্তাকে কেহই গ্রাহ্য করিত না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর তারিখে ৩৮ বৎসর বয়সে খড়্গ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স অধিক না হইলেও, তিনি অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, নাও নিহাল সিং, রাজা বলিয়া বিঘোষিত হইলেন, এবং রাজশক্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু যে দিন মণিমাণিক্যখচিত চাকচিক্যশালী রাজমুকুটে তাঁহার মস্তক পরিশোভিত হইল, সেই দিনই তিনি নিহত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টি চিতা-সজ্জার শেষ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া, গোলাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন; এমন সময়ে সেই অট্টালিকার কতকাংশ

* Government to Mr. Clerk, 12th Oct., and Mr. Clerk to Government, 14th May, 20th Sept. and 24th Oct. 1840.

ভাঙ্গিয়া পড়িল; মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল; নাও নিহাল সিং এত গুরুতর আঘাত পাইলেন যে, কিছুকাল অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া রাত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। নাও নিহাল সিংহকে নিহত করিবার জন্য জাম্মুর রাজগণ এইরূপ অভিসন্ধি করিয়াছিলেন কিনা,—তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগকে এ দোষ হইতে মুক্ত করা, নিতান্ত দুঃসাধ্য; এ পাপ কার্য্য যে তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব, তাহাও নিশ্চিত। আত্মরক্ষাই দোষক্ষালনের একমাত্র হেতু। কারণ যুবরাজ তাঁহাদিগের অবনতির জন্য, এবং সম্ভবপর হইলে, তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধন-কল্পে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।* এইরূপে বিংশতি বৎসর বয়সে, নাও নিহাল সিং নিহত হইলেন; সকলেই আশা করিয়াছিল, তিনি একজন সুদক্ষ ও বীর্য্যবান শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইবেন। যদি অকালে তাঁহার জীবন সংহার না হইত, এবং স্বার্থ-নীতি অনুসারে যদি ইংরাজগণ তাঁহাকে কতকাংশে অগ্রণী বলিয়া

* Compare Mr. Clerk to Government, 6th, 7th and 10th Nov. 1840. ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মিঃ ক্লার্ক লর্ড এলেনবরার জন্য যে সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন, তাহাতে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জেনারেল ভেণ্টুরার মতে দৈবঘটনাক্রমে সিংহদ্বার পতন হইয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ষ্টিনব্যাকের "পাঞ্জাব" নামক গ্রন্থ (p. 24.) এবং ম্যাজর স্মিথের "লাহোরের রাজবংশ" ('Reigning family of Lahore', p. 35 &c.) নামক গ্রন্থ, দ্রষ্টব্য। কাপ্তেন গার্ডনার নামক জনৈক চামুস-প্রস্তাবকারী ইংরাজ জনাতির বর্দ্দা বিভি-বরণ গ্রহণ করিয়া, শেষোক্ত গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। তিনি দিল্লুখাল তথায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার লেখা-সংক্রান্ত, রাজা ধ্যান সিংহের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয় না।

স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে সিন্ধুদেশে ও আফগানিস্থানে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত হইত। এমন কি, হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়াও তিনি আপন লালসা পরিতৃপ্তির প্রচুর সুযোগ পাইতেন। পরিশেষে হয়তো আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিতে পারিতেন, ভারতের নবজীবন প্রাপ্ত কৃষিজীবি-গণ কর্ত্তৃক মামুদ এবং তাইমুরের লুণ্ঠনের ও অত্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিফল প্রদত্ত হইয়াছে।

শিখ-রাজমন্ত্রী এবং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি সংস্বভাবসম্পন্ন বিলাসাসক্ত শের সিংহকেই পঞ্জাব সিংহাসনাধিরোহণের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। যখন মহারাজের মৃত্যু হয়, এবং তৎপুত্র নিহত হন, তখন শের সিং স্থানান্তরে ছিলেন; এক্ষণে যাহাতে শের সিং বলিষ্ঠ বন্ধুবর্গ সমবেত করিবার যথেষ্ট সময় ও অবসর প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য ধিয়ান সিংহ শেষোক্ত ঘটনাটী যতদিন সম্ভব গোপন রাখিলেন। তৎকালে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের স্বতঃই উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভব জানিয়া, সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহাকে পুনঃপুন আদেশ করিতে লাগিলেন। * কিন্তু শের সিংহের বংশ ও জন্ম বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; তাঁহার প্রভুত্ব-ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল; তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। জম্মুর রাজগণ অধিকাংশ শিখ-সামন্তের বিশেষ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। অতএব খড়্গসিংহের বিধবা পত্নী এবং মৃত যুবরাজের মাতা চাঁদ কৌর স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি (অভিভাবিকা) নিযুক্ত হইয়া, সমুদায় রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, অকস্মাৎ অজানিত-ভাবে কার্য্য সমাপ্ত হইল; কিন্তু যাহারা তাঁহার এ কার্য্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া-

* Compare Mr. Clerk to Government, 7th Nov., 1840, and also Mr. Clerk's Memorandum of 1842.

রাণী ঝিন্দন বা চন্দ্রাবতী

[৪৭০ পৃষ্ঠা।]

ছিল, তৎকালে তাহারা কেহই তাঁহাকে বাধা দিল না, কিংবা কোন আপত্তি করিল না। কতকগুলি খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন বটে; কিন্তু রণজিৎ সিংহের নিকট সম্পর্কীয় এবং স্ববংশ-জাত 'সিন্ধানওয়ালা' রাজবংশই প্রধানতঃ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। প্রাপ্ত-যৌবন হীরা সিংহের স্বত্বাধিকার বলবৎ করিবার জন্য এই রমণী তাহাকে পোষ্য গ্রহণের প্রস্তাব করেন; বৃদ্ধ মহারাজ প্রকৃত পক্ষে তাহাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ না করিলেও, সামাজিক প্রথানুসারে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় স্বীয় কন্যা গর্ভবতী বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তিনি পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন দলপতিগণকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। তখন শের সিংহের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া, একদল সেই রমণীকে দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অনজ্জা প্রকাশে চাঁদ কৌর এ বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপর পক্ষ অধিকতর ন্যায্য কারণ দর্শাইয়া বলিলেন, উত্তর সিং সিন্ধানওয়ালাই যোগ্য ব্যক্তি; কারণ এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে, উত্তর ভারতের প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুসারে, পরিবার মধ্যে তিনি সম্মানসূচক উচ্চ-পদ লাভ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, মহারাজের বিধবা পত্নী, রাজ্যাধিকারে আপনার স্বত্ব বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলে, এইরূপে পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইল,—প্রথমতঃ, "মাই" অথবা "মাতা"—প্রধানতঃ শাসনকর্ত্রী বা নাও নিহাল সিংহের ভাবী সন্তানের অভিভাবিকা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন; দ্বিতীয়তঃ, শের সিংহ—সহকারী প্রতিনিধি বা অভিভাবক অথবা মন্ত্রী-সভার সভাপতি; তৃতীয়তঃ, ধীয়ান সিং—উজীর অথবা শাসনবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছুকাল পরে পিশোর সিং এবং শের সিং উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাহোরে [illegible] [illegible] [illegible] করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্যে

তৎকালে যে কার্য্য উপস্থিত হইয়াছিল, সে কার্য্য নির্ব্বাহে, একজন ভাবিলেন, তিনিই একমাত্র সক্ষম। তাঁহার আশা রহিল, স্বয়ংই যদি সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে, সাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মিবে যে, শাসন-দণ্ড পরিচালনায় তাঁহার সাহায্যই একমাত্র আবশ্যক। দ্বিতীয় ব্যক্তি, পরন্তু উভয়েই, উপহার ও অধিক বেতন প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া, সৈন্যদিগের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় পরোক্ষে প্রচ্ছন্ন-ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আবশ্যক হইলে, বলপ্রয়োগ দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাদের মনে তখন সেই ভাবের উদয় হইল। কিন্তু যেরূপ ঘৃণার সহিত শের সিংহের পৈতৃক স্বত্ব উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে মন্ত্রীবর তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অধিকতর উপযোগী উপাদানের আবশ্যক হইবে কিনা। তদনুসারে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ কখন যে বিষয় অবগত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল;—কাবুলের সিংহাসনে সা-সুজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে যখন পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়, তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বে রণজিৎ সিংহের প্রিয়তমা মহিষী অথবা উপপত্নী রাণী জিন্দান, দলীপ নামক এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। *

বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি (গবর্ণর জেনারেল) কখনও যদি চাঁদ কৌরকে তাঁহার স্বামী ও পুত্রের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী অথবা তাঁহাদের

* Compare Mr. Clerk to Government, of dates between the 10th Nov. 1840, and 2nd Jan. 1841. উল্লিখিত পত্রাদি ব্যতীত, বিশেষতঃ ১১ই ও ২০ শে নবেম্বর এবং ১১ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রগুলি দ্রষ্টব্য। দলীপ নামক কোন বালকের অস্তিত্ব বিষয়ে যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ কিছুই অবগত ছিলেন না,—তাহা স্পষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

রাজ্যের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদিগের দ্বারা উভয় রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ সম্পর্কে, গবর্ণর জেনারেল তাঁহার রাজ্যকে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন; যাহা হউক, পঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য গবর্ণর-জেনারেল বিশেষ উৎসুক ছিলেন। আফগানিস্থানের কার্য্যাবলীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোস্ত মহম্মদ এই সময়ে সিংহাসন-প্রাপ্তির চেষ্টা করেন; একমাত্র ইংরাজসৈন্য সাহায্যে তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার দৃঢ় সংকল্পে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল; সুতরাং খড়্গ সিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিন সহস্র সৈন্য কাবুল গমনোদ্দেশে ফিরোজপুরে পৌঁছিয়াছিল।* লাহোরের গৃহবিবাদে এই প্রবল সৈন্য-স্রোতের গতি প্রতিহত হয় নাই; কিংবা তাহারা তথায় বিলম্ব করিবার অবসর পায় নাই। নির্ব্বিবাদে সৈন্যগণ ক্রমাগত যাত্রা করিতে লাগিল; পেশোয়ারে উপনীত হইয়া তাহারা দেখিল, দোস্ত মহম্মদ বন্দী হইয়াছেন। একদল অবসর প্রাপ্ত সৈন্য দ্বারা প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজ্যচ্যুত আমীর, পঞ্জাবের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তখন শের সিংহ লাহোরের দুর্গ অবরোধ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন; তথাপি তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিজয়ের সহিত শিখ-রাজ্যের সীমায় পরপারে ইংরাজ সৈন্যের গমনাগমনের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মুসলমান জাতিগুলিও সম্পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ সেনাপতি অন্য উপায়ে গৃহবিচ্ছেদের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন

---

* Government to Mr. Clerk, 1st and 2d Nov. 1840, and other letters to and from that functionary.

না ; কেবল সংবাদ-লেখকদিগের প্রচারে এবং লোকমুখে সেই সমুদায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইল। *

বস্তুতঃ, লাহোর-সিংহাসনে কে উত্তরাধিকারী হইবে, তৎসম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোনই ঘোষণা প্রচার করিলেন না। কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, শের সিংহই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তখন মাহ্রি চাঁদ কোঁয়ের মন্ত্রিগণ বুঝিতে পারিলেন, রাজা ধীয়ান সিংহের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, যুবরাজের অপ্রকৃত সত্বাধিকারে, এবং ইংরেজদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতায় বাধা প্রদান করা অসম্ভব। ধীয়ান সিং কোন সময়ে মহারাণীর প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। গোলাপ সিং সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও বিচক্ষণ ছিলেন। বিচক্ষণ রমণীর স্বাভাবিক জটিল শাসন প্রণালী, তিনি আপন পরিবারের উন্নতি-পক্ষে সুবিধাজনক বহু বিষয় বর্ত্তমান দেখিলেন। বস্তুতঃ পক্ষপাতিত্ব দোষে কলুষিত এবং শিখ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী সাধারণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট রাজ-গণের শাসনে এ সকল দোষ কিছুই বর্ত্তমান থাকিতে পারিত না। কিন্তু রাজ্ঞির মন্ত্রিগণ সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত অবস্থায় থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধীয়ান সিংহও দূরে থাকিয়া উপযুক্ত সময়ে সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়া, গোপনে শের সিংহকে আশ্বাস দিলেন। এ দিকে, যুবরাজ আপন সিংহাসন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে ইংরাজ-প্রতিনিধির মতামত জানিতে চাহিলেন। ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে উত্তর প্রদান করিলেন ;— ইংরেজ প্রতিনিধি তাঁহাকে নিশ্চিত জানাইলেন—যাঁহারা বত্রিশ বৎসর কাল শিখদিগের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারা পঞ্জাবে কেবল

* [illegible] এবং [illegible] কর্ণেল হইলার কর্তৃক প্রত্যাবর্ত্তনকারী সৈন্যদল পরিচালিত হইয়াছিল। আফগান এবং শিখ-যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার নাম [illegible] বিশেষ পরিচিত।

দৃঢ়-শাসন-নীতি-প্রবর্ত্তন দেখিতে বাসনা করেন; যুবরাজ এইরূপ উত্তর পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন।*

মন্ত্রীর সাহায্যে শের সিং কয়েকটী সৈন্য-বিভাগ হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যদি তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তাহাদের সেনাপতি হইতে পারেন, তাহা হইলে, সমগ্র সৈন্য বিভাগই তাঁহার পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হইবে। যুবরাজ অথবা তাঁহার প্রিয় অনুচরগণের ব্যগ্রতায় সকল কার্য্যই অনতিবিলম্বে সংঘটিত হইল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী যখন তিনি অকস্মাৎ লাহোর আক্রমণ করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন ধীয়ান সিং তখনও জাম্বু হইতে আসিয়া পৌঁছেন নাই; পরন্তু তাঁহার অব্যবহিত মন্ত্রণায় বিনীতভাবে মন্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা অপেক্ষা, রাজ্যের সর্ব্ববিদিত অধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞীর অনুকূলে যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া গোলাপ সিং, সুসজ্জিত হইয়া আছেন। কিন্তু শের সিং আর অধিকক্ষণ প্রভুত্ব-শক্তি পরিচালনা করিতে পারিলেন না; তাহার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। নিজেও আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। সুতরাং অনতিবিলম্বেই প্রবল সৈন্যদল দুর্গ জয় করিতে অগ্রসর হইল। গোলাপ সিং কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন, এবং তাহাদিগকে শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনই ফললাভ হইল না। ১৮ই জানুয়ারী ধীয়ান সিং এবং প্রধান প্রধান রাজগণের অনেকেই আসিয়া পৌঁছিলেন; দুই দলে বিভক্ত হইয়া, তাঁহারা কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরিশেষে বিবাদ মীমাংসা হইয়া গেল; বাহিরে সকলেই বাহিক সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু

* See Mr Clerk's letters to Government of Dec. 1840 and Jan 1841, generally that of the 9th Jan.

শের সিং পঞ্জাবের মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেন; ধ্যান সিং পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যের উজীর-পদ লাভ করিলেন; মাসিক এক টাকা হারে স্থায়িরূপে সৈন্যদিগের বেতন বর্দ্ধিত হইল। সিন্ধান্‌ওয়ালাগণ বুঝিল, তাহারা নূতন মহারাজের অপ্রিয়ভাজন হইবে; উত্তর সিং ও অজিৎ সিং সর্ব্ব প্রথমে নানা উপায়ে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া, পরিশেষে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু লেহনা সিং নামক আর একজন প্রধান ব্যক্তি, কুলু এবং মণ্ডির পার্ব্বত্য প্রদেশে যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল পরিচালনা করিয়াছিলেন, তৎসহ রাজধানীতেই রহিলেন। *

শের সিংহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সৈন্যগণ স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সৈন্যরূপে তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার, অথবা প্রজারূপে তাহাদিগকে শাসন পালন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং তাঁহার অক্ষমতা বুঝিয়া, এবং আপনাদিগের ক্ষমতায় ও বীরত্বে বিশ্বাসবান হইয়া, যে সকল কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, অথবা সৈনিকবিভাগের হিসাব-নিকাশকারী যে সকল কর্ম্মচারী প্রতারণাপূর্ব্বক তাহাদিগকে বেতনলাভে বঞ্চিত করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তৎপ্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বহু ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করিল, কতকগুলি নির্দ্দোষী ব্যক্তি নিহত হইল। কয়েকজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এইরূপে তাহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; সজ্জন ও সৎস্বভাবসম্পন্ন উদার-চেতা জেনারেল কোর্ট প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন; ফস নামক একজন সাহসী ইংরাজ যুবক অতি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। একমাত্র রাজধানীর

* See Mr. Clerk's letters, of dates from 17th to 30th Jan. 1841.

মহারাজ শের সিংহ।

[৪৭৬ পৃষ্ঠা।]

সৈন্যগণের মধ্যেই এই অত্যাচার-উত্তেজনা আবদ্ধ ছিল না; অথবা কেবল পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্য প্রদেশেই ইহা বিস্তৃত হয় নাই; পরন্তু কাশ্মীর ও পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র প্রদেশে সে অত্যাচার-উত্তেজনা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত স্থানে তত্রত্য শাসন-কর্ত্তা মিহান সিং, সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, এবং শেষোক্ত স্থানে জেনারেল এভিটেবাইল এত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জালালাবাদে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। * তখন সকলের বিশ্বাস জন্মিল যে, সৈন্যগণ কেবলমাত্র আপনাদের অনিষ্টের প্রতিফল প্রদান করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না; মনে হইল, তাহারা সর্ব্বসাধারণের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ লুণ্ঠন করিবে, এবং রাজ্য অধি-কার করিতে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, শতদ্রুর উভয় পার্শ্বের অধিবাসিগণ, আভ্যন্তরীণ এক বিষম বিশৃঙ্খলা গণ্ডগোলের সম্ভাবনায়, পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিল; মালগুদাম লুণ্ঠনের আশঙ্কা করিয়া, অমৃতসরের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যবসায়িগণ পূর্ব্ব হইতে ইংরাজ-দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শের সিং অত্যধিক ভয়ে আকুল হইলেন; তৎকর্ত্তৃক যে শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, যে শক্তির গতিরোধ করিতে তিনি অপারগ হইয়াছিলেন, সেই দুর্দ্দমনীয় শক্তির ধ্বংস সাধনে উদ্যোগী হইতে তিনি কাপুরুষের ন্যায় ইংরাজকে অনুরোধ করিলেন; সেই ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সন্দিহান হইয়া জানিতে চাহিলেন যে, এই অন্তর্ব্বিবাদ-সূত্রে, তাঁহার রাজ্যের লোকের এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা অবসানের কোন সম্ভা-বনা থাকিতে পারে কিনা? ইংরাজ এই বিশৃঙ্খলা অতিশয় কৌতু-

* Compare Mr. Clerk to Government, 26th Jan., 8th and 14th Feb., 28th April, and 30th May, 1841.

বল ও উদ্বেগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে, যখন সহরাদি ও নগর সমূহ লুণ্ঠনের সম্ভাবনা দেখিলেন, এবং জনপদং-প্রদেশে অত্যাচার স্রোতে প্রবাহিত হইল, তখন সুসভ্য ও ক্ষমতা-শালী রাজ-শক্তির কর্ত্তব্য-প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরিত হওয়ায়, এই অত্যাচার-অবিচার নিবারণের জন্য উচ্চ রোল উঠিল; কিন্তু যে সকল উপায়ে সে অত্যাচার দমনের বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত ও পরস্পর-বিরোধী। এতৎ সত্ত্বেও, সৈন্যগণের মধ্যে এক দিকে যেমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, অন্য দিকে তেমনি রাজ্য বিস্তারের উৎকট লালসা বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-পুরুষ-হিসাবে শিখজাতির নিকৃ-ষ্টতা সম্বন্ধে কৃত্রিম বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইল; জম্মুর রাজগণের পার্ব্বতীয় সৈন্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল; তৎকালে, একমাত্র জম্মুর সর্দ্দারগণই কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ধারণা,—কৃষিজীবী শিখজাতি হঠাৎ এইরূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে; এবং ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় উত্তেজিত ও উন্মত্ত না হইলে, তাহাদের বীরত্ব ও রণকুশলতা সন্দেহ মূলক। কিন্তু রাজপুতদিগের একমাত্র প্রাচীন নামই, কতিপয় সাহসিক রাজার অল্পসংখ্যক অনুচরগণের সর্ব্ববিধ বীরত্বব্যঞ্জক। সুতরাং বিরুদ্ধ সম্বন্ধে যুদ্ধ দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইংরাজ সদস্যদিগের মনে শিখদিগের সম্বন্ধে একটী ভ্রম ধারণা বদ্ধমূল ছিল; তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কলুষিত হইয়াছিল। *

* শিখসৈন্যের অনুপাতে জম্মুর রাজগণের এবং পঞ্জাবের অপরাপর পার্ব্বত্য রাজগণের সৈন্য-সংখ্যা গণনায় নানা ভ্রম দৃষ্ট হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এবং ১৩ই এপ্রিল, মিঃ ক্লার্ক লিখিত পার্লেমেন্টীয় সরকারী পত্রে, তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ বৎসরের

এইরূপে ইংরাজগণ কোন না কোন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্ত অনুরুদ্ধ হইলেন। ইংরাজদিগের এক জন প্রতিনিধি কাবুলে সা-সুজাকে সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; এই সময়ে রণজিৎ সিংহের শেষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি বিশেষ সুবিধা পাইলেন। তিনি প্রচার করিলেন,—লাহোরের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইরূপে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া, তিনি পেশোয়ার আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিলেন বটে; কিন্তু শিখদিগের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতার ভাব প্রকাশ না করিয়া, ভবিষ্যতে সিন্ধুতীরস্থ ডেরাজাত ও পেশোয়ার, হীনবল দুরাণী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার আশায়, বৃটিশ গবর্ণ-মেণ্ট উল্লসিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন—সিন্ধানওয়ালা সর্দারগণ এবং জাম্মুর রাজগণ কর্তৃক অনতিবিলম্বেই শিখরাজ্য নিশ্চয়ই

৮ই ও ১০ই জানুয়ারী এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫ই জানুয়ারী, ১০ই ফেব্রুয়ারী এবং ২০শে এপ্রিলের পত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। মিঃ ক্লার্ক যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন, শিখজাতি পার্ব্বত্য-অধিবাসীদিগের ভয়ে সন্ত্রস্ত; পার্ব্বতীয়গণ শিখ-জাতি অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। শিখজাতি যে আফগানদিগকে দমন করিতে পারে নাই, রাজপুতজাতি সে আফগানদিগকে দমন করিতে সমর্থ। কিন্তু হয়তো তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, একশতাব্দীর মধ্যেই প্রাচীন রাজপুতগণ, উত্থানশীল গুর্খা ও মহারাট্টা উভয় জাতির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি, গঙ্গা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমগ্র হিমালয় প্রদেশের বিজাতীয় রাজগণ, শিখদিগকে রাজস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। * লাহোর সাম্রাজ্য এক দিন এইরূপ প্রণালীতে বিচ্ছিন্ন হইবে, শতদ্রু তীরস্থ ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধি তাহা কখনও মনে করেন নাই। অপিচ আপন রণনৈপুণ্য, সৈন্যদলের শিক্ষা-চাতুর্য্যে এবং ইংরাজ নামের মহত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই, চতুর্গুণ অধিক বিদ্রোহী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে, তিনি কেবলমাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শিখরাজধানী অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রায় মনস্থ করিলেন। † তাঁহার উদ্দেশ্য,—পঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, শের সিংহের স্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, শতদ্রুর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী রাজ্যখণ্ডে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব বিস্তার, এবং সাহায্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ চল্লিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করা। এতদুদ্দেশেই তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, শিখ-সৈন্য-সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। যেরূপ ঔৎসুক্য ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাহাতে মহারাজ মনে করিলেন, প্রজাগণের হস্তেই তাঁহার মৃত্যু অবধারিত; বিদ্রোহীগণের হস্তেই রাজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। ‡ গবর্ণর

* See especially Government to Sir Wm. Macnaghten, of 28th Dec. 1850 in reply to his proposals the 20th Nov. গবর্ণর-জেনারেল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, কোন একজন নির্দিষ্ট রাজার সহিত সন্ধি হয় নাই; সমস্ত শিখরাজ্যের সহিতই সেই সন্ধি হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত এই মৈত্রতার কর্ত্তব্য পালন ও দায়িত্ব অনুসারে কার্য্য হইবে, ততদিন ঐ সন্ধি-সর্ত্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে;—গবর্ণর জেনারেলের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বটে।

† Mr. Clerk to Government, of the 26th March 1842.

‡ যখন শের সিং মিঃ ক্লার্কের প্রধান অনুচর হন, কথিত হয়, তিনি

হীরা সিং আপন কার্য্যকলাপে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিলেন। যে প্রণালীতে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রমাণিত হইত। কিন্তু উপযুক্ত দান ও প্রীতিজনক সম্ভাষণে রাজা তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন। জাল নামক একজন ব্রাহ্মণ

নিম্নলিখিত পত্রাদি দ্রষ্টব্য :—Lieut-Col. Richmond to Govt. of the 7th April, 3rd and 27th May, 25th July, 10th Sept. and 5th and 25th Oct. 1844; and of Government to Lieut-Colonel Richmond of the 19th and 22nd April, 17th May and 10th August of the same year.)
ব্রিটিশ বিচারালয়ে কোন সম্পত্তির স্বত্বরক্ষা-সম্বন্ধে বিচার-বিষয়ক যে নীতি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে তদনুসারে, এবং লাহোর ও কাবুলের আইনানুসারে, উত্তরাধিকারিত্বে সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বত্বের মধ্যে কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বরং অসাধারণ অপ্রকাশ্য বিচারাদির আইনানুসারেই প্রধানতঃ এই ব্যবহারিক প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, মৃত ব্যক্তি যে জাতীয় এবং যে প্রদেশের অধিবাসী, সেই জাতি ও দেশগত প্রথা অনুসারে সেই সকল সম্পত্তির বিতরণ ও তাহার বন্দোবস্ত হইবে। সচরাচর যখন বিরোধীয় ব্যক্তিগণ একই বিদেশী রাজ্যের প্রজা হয়, তখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সম্রাটের হস্তেই উহা সমর্পিত হইয়া থাকে। তখন এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, বিরোধীয় স্থানে পক্ষগণের স্বত্ব উত্তমরূপে মীমাংসিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক শাসনকর্ত্তাই ন্যায়বান ও বিচারক্ষম।

বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে, একজন নিঃসন্তান রাজদ্রোহীর সম্পত্তিতে একটী নিরপেক্ষ বিদেশী রাজ্যের অধিকার-স্বত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করায়, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতার আইন-ব্যবস্থাপক ও বিচারপতিগণ

পণ্ডিত সমুদায় উপায় নির্দ্দেশ করিতেন; তিনি এক হিসাবে জাম্মু ভ্রাতৃগণের পারিবারিক পুরোহিত, এবং ধীয়ান সিংহের পুত্রগণের শিক্ষক ছিলেন। এই ধূর্ত্ত এবং দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি, যুবক মন্ত্রীর উপর সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, এবং যাহারা রণজিৎ

অপেক্ষা ইউরোপের ভিন্ন-জাতি-সম্পর্কীয় আইনের অসম্পূর্ণতাই সর্ব্বতোভাবে অধিকতর নিন্দনীয়। অধিকন্তু এই সম্পত্তিতে কোন ব্রিটিশ প্রজা অথবা আশ্রিত ব্যক্তিই দাবি করে না: ভ্যাটেল এই নীতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, একজন বিদেশীয় ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার জাতীয় ঐশ্বর্য্য সমষ্টির অংশ মাত্র; এবং ঐ ব্যক্তির স্বদেশীয় আইনানুসারেই উক্ত সম্পত্তির সত্ত্ব স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। (Bk. ii. chap. viii, sects 109 and 110); কিন্তু যে স্থলে প্রজাগণ অথবা সাধারণ পক্ষগণ (মোকদ্দমাকারী) প্রতিবাদী, বক্ষ্যমান অংশে (Section) কেবলমাত্র সেই সকল ঘটনা বা মোকদ্দমার কথাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু মিটার চিটি ১০৩ ধারার নোটে, (ed. 1834) দেখাইয়াছেন যে, বিদেশীয় সম্রাট-গণ অন্ততঃ ইংলণ্ডে ব্রিটিশ প্রজার নামে মোকদ্দমা আনিতে পারেন বা অভিযোগ করিতে পারেন।

জায়গীরদারগণের (বা করদ বৃত্তিভুক্‌দিগের) রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ক প্রাচ্যদেশ প্রচলিত আইনাদি বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়। ("Bernier's Travels," i, 145-137) এস্থলে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ স্বত্ব অধিকার। বৃত্তভুক ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র জীবিতকাল পর্য্যন্ত সম্পত্তি-সব ভোগদখল করিতে পারিবে, এবং কৃপণতা বা প্রজা-পীড়ন দ্বারা তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সাম্রাজ্যের সম্পত্তি। সাধারণ ব্যক্তি এবং একজন বিতাড়িত সম্রাটের মধ্যে তাহার বোধ

সিংহের অশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন, সেই শিখগণের উপরও তিনি সেইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন। একবে বোধ হইল, যেন শিক্ষকই সভাসদ হইয়া আদেশ প্রচার করায়, সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়া, শাসন কর্ত্তৃগণকে পরাজিত করিল। ক্রমে লালসা বৃদ্ধি হইল, এবং দক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত মারহাট্টাগণের মধ্যে যেমন তাঁহারই স্বজাতীয় এক ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব্বে স্বতন্ত্র একটী রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিল; বোধ হয়, তিনিও তেমনি পঞ্জাবের অশিক্ষিত এবং কষ্ট-সহিষ্ণু 'জাঠ' অধিবাসিগণের মধ্যে "পেশোয়ার" রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শিখ সৈন্যকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারাও কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। কোন কারণবশতঃ তিনি রাজ্যের অধিকাংশ নামমাত্র শাসনকর্ত্তাদিগের প্রকৃতি ও শক্তি-সামর্থ্যে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার উপলব্ধি হইল,—সুচেৎ গোলাপ সিং রাজ্যের অধিকাংশ স্বগণ পোষণ করিয়া, অসীম শক্তি ও প্রভুত্ব করে

. . . .

অথবা তাহার প্রতারণা সম্বন্ধে বিচার করা কষ্টকর হইতে পারে; কিন্তু রাজদ্রোহ ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে সন্নিবদ্ধ বাক্য এবং রাজ্যের প্রথার মধ্যে বিচার কালে, কোনই ক্লেশ বা বিঘ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না; যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে কোন পলাতক রাজদ্রোহী অথবা দেশহিতৈষী ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের আশ্রয়-স্থল কলুষিত করিতে সক্ষম নহে। যে রাজ্যের অনুগ্রহে তাহারা প্রতিপালিত এবং এতদূর অনুগৃহীত হইয়াছে, আবশ্যক এবং দুষ্কর্মের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত বা বাজেয়াপ্ত করিয়া নির্ভীক ব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রতারণা বিধান না করিতে পারে, এই নীতি বিবৃত হইলে, তাহা নিবারিত হইত।

প্রধান রাজশক্তিকে অতি গুরুতররূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ, সৈন্য-সম্প্রদায়ের বেতন নিয়মিত রূপে পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করাই প্রধান আবশ্যক। অতএব পণ্ডিতপ্রবর নিঃসঙ্কোচে সর্দারদিগের কতকগুলি জায়গীর স্বত্ব রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। পরিশেষে সৈন্যগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আবশ্যকতা বুঝাইয়া, তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিংহকে ভয় প্রদর্শন করায়ও তাঁহার যে কোন কারণ ছিল না, তাহা নহে; সেই অবিবেচক রাজা সম্প্রতি রাজা সুচেৎ সিংহের সমুদায় রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনিই ঐ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। *

সর্বপ্রকার কার্য্যেই জালার বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে তিনি অতি অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় কার্য্য করিতেন এবং একই সময়ে অত্যধিক কার্য্য সাধনে চেষ্টিত হইতেন। সম্ভবতঃ তিনি শিখদিগের প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এবং সুচতুর গোলাপ সিংহের প্রতিও তিনি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সুচেৎ সিংহের জায়গীর সমূহ তাঁহার (সুচেৎ সিংহের) ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত অংশ বিভাগ করিয়া লইতে রাজা বাধ্য হইয়াছিলেন। † এদিকে ফতে খাঁ টৌয়ানা পুনরায় ডেরাজাতে এক বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন; ‡ চতার সিং আতারিওয়ালা

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট এবং ১০ই অক্টোবর, গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ড যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

† ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, লেফটনাণ্ট-কর্ণেল লিখিত গবর্ণমেণ্টের পত্র।

‡ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন, গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

রাওয়ালপিণ্ডির নিকট অবধারণ করিলেন; * এবং পণ্ডিত জালা যাহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সুচতুর ও বহুদর্শী রাজার উত্তেজনায় কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ মুসলমান জাতিগুলি উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বালিত করিল। † পেশোয়ারা সিং এই সময়ে পুনরায় পঞ্জাবের রাজ্য লাভের আশা করিলেন; গোলাপ সিং তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিলেন; তখন এইরূপ দুর্দান্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি-স্থাপন ও মিত্রতা বন্ধনের আবশ্যকতা পণ্ডিত জালা বুঝিতে পারিলেন। ‡ সুতরাং তদনুসারে এক সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং রাজা তাঁহার পুত্র সোহান সিংহকে লাহোরে প্রেরণ করিলেন। ¶ তখন পেশোয়ারা সিংহের সকল আশাই নির্মূল হইল, এবং তিনি নিরাপদের জন্য শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে পলায়ন করিলেন। §

---

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটেনাণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র দ্রষ্টব্য।

† ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত গবর্ণমেণ্টের পত্র; তারিখ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪এ নবেম্বর।

‡ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের এবং ঐ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র দ্রষ্টব্য।

¶ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর রিচমণ্ডের এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর ও ১০ই ডিসেম্বর ব্রডফুটের পত্র দ্রষ্টব্য।

§ গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৪ খৃঃ, ১৪ই ও ১৮ই নবেম্বর, (Major Broadfoot to Government, 14th and 18th Nov, 1844.) লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র, ১৮৪৪

পণ্ডিত জাল্লা আরও ভ্রমে পতিত হইলেন। শিখগণ কেবল যে এক গোলাপ সিংহের প্রতিই অবিশ্বাসী ছিল, তাহা নহে; বরং তাহারা যে ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকের প্রতি ঈর্ষাপরবশ, পণ্ডিত জাল্লা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া, তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সে সকল ব্যক্তিও সৈন্যদিগের স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী শিখ জাতি; এবং 'খালসা' নামে কি ধনী, কি দরিদ্র কি উচ্চ, কি নীচ,—সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। তিনি মুলিগণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন সর্দারদিগের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তীর্থযাত্রায় ভাণ করিয়া, জেহলা সিং যতিখিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া যান;* তখন যোগ্য ব্যক্তির অভাবে জাম্মুর রাজার অনুচর ব্রাহ্মণবংশীয় লাল সিং নামক একজন অযোগ্য ব্যক্তিকেই প্রধান পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু এই ব্যক্তি অনন্যপায়ে অসচ্চরিত্রা রাণী ঝিন্দানের নীচ প্রবৃত্তির উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,—পরে তাহাই বুঝা যায়। পণ্ডিত-প্রবর পুনরায় স্বাভাবিক উদ্ধত-প্রকৃতি হেতু অধৈর্য্য হইয়া, মহারাজের

খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর ম্যাজর ব্রডফুট সীমান্ত প্রদেশের এজেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পেশোরারা সিংহকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তিনি তাঁহাকে মাসিক এক হাজার টাকা হিসাবে মাসহারা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাৎকালিক অবস্থা বিবেচনায় তাঁহার এক কার্য্য অতি গর্হিত হইয়াছিল।

* জেহলা সিং প্রথমতঃ হরিদ্বারে, তৎপরে বারাণসীক্ষেত্রে গমন করেন। অতঃপর তিনি প্রয়াগ, জগন্নাথ, এবং কলিকাতা পরিদর্শন করিলেন। যখন শিখদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন জেহলা সিং শেষোক্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

মাতার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলেন; এবং রাণীর ভ্রাতা জোয়াহির সিংহের প্রতি অবমাননা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। হঠকারী লম্পট যৌবনপরায়ণা রমণী এবং দুরাকাঙ্ক্ষ জোয়াহির সিং কর্তৃক উত্তেজিত হইল। পূর্ব্বমন্ত্রী সর্দারগণের অথবা নিধন-সাধনে খালসার সন্তান-সন্ততিগণ পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল। এক্ষণে মহামহিম মহারাজের বিধবা পত্নী তাহাদের নিকট সকলই সানুনয়ে নিবেদন করিলেন। তখন হীরা সিং ও পণ্ডিত উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের শাসনকালের অবসান হইয়া আসিয়াছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা উভয়ে রাজধানী হইতে অকস্মাৎ পলায়ন করিয়া শিখ-সৈন্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু জম্মুতে পৌঁছার পূর্ব্বেই তাঁহারা ধৃত ও নিহত হইলেন। তাঁহাদের সহিত হীরার ভ্রাতা সোহান সিং এবং বিশ্বাসী সেনাপতি লাভ সিং মৃত্যুমুখে পতিত হন। পণ্ডিত জালার পরিণাম স্মরণ করিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু হীরা সিংহের মৃত্যুতে কতকটা শোক-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। কারণ, তিনি ন্যায়রূপে তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পবিত্রভাবে ও মাধুর্য্যের সহিত তাঁহার বংশগত মহত্ত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন।*

হীরা সিংহের শাসন-প্রণালী হঠাৎ ভগ্ন হওয়ায়, কিছুকাল রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বোধ হইল, রাজ্যমধ্যে যেন [illegible] জ্ঞান-সম্পন্ন কোন প্রধান ব্যক্তি বর্ত্তমান নাই। কিন্তু পরিশেষে

---

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর, গবর্ণমেণ্টের বরাবর মেজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Govt. 24th and 28th Dec. 1844.)

ক্রমশঃ বুঝা গেল যে, জোয়াহির সিং এবং রাণীর প্রিয়-পাত্র লাল সিং—উভয়েই শাসন-কর্তৃবর্গের মধ্যে অত্যধিক ক্ষমতাশালী* ইতিমধ্যে পেশোয়ারা সিং ইংরাজদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন, তখন তিনি ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধানে ও আশ্রয়াধীনে সংস্থাপিত হন; কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা লাভের জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। যাহারা হীরা সিংহের প্রতি তাঁহার অন্যায়ের প্রতিশোধ এত অধানুসিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।† প্রভুভক্তি ও সু-কার্যের পুরস্কারস্বরূপ সৈন্যগণের মাহিন মাসিক আট আনা হারে আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহারা অনেক জায়গীর ফিরিয়া পাইল, এবং গোলাপ সিংহের বিরুদ্ধে পুনরায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ হওয়ায়, রাজ্যের বিভিন্ন পদাভিলাষী ব্যক্তিগণের ধন-লালসা প্রবল হইয়া উঠিল ‡ কাশ্মীরের পার্ব্বত্য প্রদেশে অশান্তি প্রশমিত

---

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র লেখেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare Major Broadfoot to Govt., 24th and 28th Dec. 1844.)

† ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare Major Broadfoot to Government 24th Dec. 1844, and 4th Jan, 1845.) ম্যাজর ব্রডফুট বলেন, জানুয়ারী মাসে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব গ্রহণের জন্য যুবরাজ প্রস্তুত ছিলেন।

‡ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী, এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে

রাজা লাল সিংহ।

[৫৩৬ পৃষ্ঠা।]

হইল; বিদ্রোহী ফতে খাঁ অনুগ্রহ ভাজন হইলেন। তখন সমস্ত আফগান-শক্তির আক্রমণ হইতে পেশোয়ার নিরাপদ হইল বটে; কিন্তু শুনিতে পাওয়া গেল যে, গোলাপ সিং সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া, পরাজিত বারুক আমীরদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন। * প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই সৈন্য নিযুক্ত রাখা প্রধান কর্তব্য; যাহাতে লালসা পরিতৃপ্ত হয়, অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় বর্ত্তমান তাহা সকলের পক্ষেই বিশেষরূপ আনন্দদায়ক; অতএব শিখ-সেনা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জাম্মুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল। †

গোলাপ সিং তাঁহার সৈন্যদলের আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে সকলই জানিতেন। একণে তিনি সর্ব্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিং, সৈন্যদলের পঞ্চায়িৎগণের মধ্যে অকাতরে অর্থদান করিলেন; ব্যক্তিগত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তিনি সেই কমিটী সমূহের সদস্যগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, এবং রাজত্ব ও প্রভূত লাভের আশা দেখাইয়া, পুনরায় তিনি পেশোয়ারা সিংহকে

ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 24th Dec, 1844, and 2nd Jan, 1845.)

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 15th Jan. 1845.)

† লাহোর কোর্ট গোলাপ সিংহের সহিত যেরূপ সর্ত্ত-বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সৈন্যগণ সে সমুদায় সর্ত্তই অস্বীকার করিল। (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন, গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র;— Major Broadfoot to Government, 22nd June, 1845.)

উত্তেজিত করিলেন। যে সমুদায় সৈন্য তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকারের উপযোগিতা ও সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছিল,—যাহারা তাঁহাকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি সেই সৈন্যগণকে পারিতোষিক প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি পরিবারবর্গের সর্ব্বসাধারণের অধিকৃত সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট কিয়দংশ প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং রাজদণ্ড স্বরূপ ৩৫,০০,০০০, পাঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। * কিন্তু যখন অঙ্গীকৃত ধন প্রত্যাহৃত হইতে চলিল, তখন লাহোর ও জাম্বুর অনুচরবর্গের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, এবং পরিণামে তাহা সাংঘাতিক সংঘর্ষে পরিণত হইল। পরিশেষে ফতে সিং মান নামক জনৈক বৃদ্ধ শিখরাজ ও সূচনা নামক আর এক ব্যক্তি পথিমধ্যে আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। † রাজা প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রবঞ্চনার অভিযোগের প্রতিবাদ করিলেন; তৎকালে তিনি সূচনা ব্যতীত অন্য কাহারও জীবন সংহার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভব নহে। তিনি সূচনাকে নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং একমাত্র সূচনাই তাঁহার বেতনাদির পরিমাণ অবগত ছিলেন। যাহা হউক, শিখসৈন্য এই কার্য্যে অধিকতর উত্তেজিত হইল; গোলাপ সিং দেখিলেন, জাম্বু-লুণ্ঠন পরিহার করিতে হইলে, বশ্যতা স্বীকার করা

---

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 11th March. 1845.)

† ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 3rd March.

ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই ; যাহা হউক, গোলাপ সিং দুইটী ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে কতকাংশে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। তিনি তাহাদের শিবিরে সম্মিলিত করিলেন, এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে একরূপ বন্দী অবস্থায় লাহোরে উপনীত হইলেন। তথাপি তিনি সমগ্র দেশের মন্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন না ; কারণ সমুদায় শিখ-সৈন্য মনে করিল যে, এইরূপ একজন মহৎ ব্যক্তি যথেষ্টরূপে নমিত হইয়াছেন ; এবং তাঁহার অর্থদানে ও মনমুগ্ধকর মিষ্ট বাক্যে পঞ্চায়েৎগণও বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। অধিকন্তু তাঁহার দক্ষতায়, প্রধানতঃ রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রণজিৎ সিংহের অনেক পুরাতন ভৃত্যেরই বিশ্বাস ছিল। * যাহা হউক তখনও শত্রুতার শেষ হইল না ; পরিশেষে তাহাই হীরা সিংহের পক্ষে প্রাণহানিকর হইয়া দাঁড়াইল। বহুসংখ্যক বিতাড়িত পার্ব্বত্য রাজার প্রতিনিধিগণ তাহাদের পরম শত্রুর প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিল ; এবং কোন 'আকালি' সম্প্রদায়ের শর্দ্ধপ্রাণ ব্যক্তি অবাধে "ডগরা" রাজার প্রাণ বিনাশ করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারিত। জোয়াহির সিং প্রকৃতই উজীরের পদ প্রার্থনা করিলেন। লাল সিং স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাবে প্রণোদিত হইয়া মহারাজের মাতার সহিত মিলিত হইলেন ; এবং যাহার কার্য্য-কুশলতায় সকলই তৎপ্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন, সেই রাজার অনুকূল ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সদ্ভাবের যথাসাধ্য প্রতিকূলতাচরণে সকলেই প্রয়াস পাইলেন। সুতরাং তৎকালে ক্ষমতা লাভের জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, লাহোর হইতে অধিক-

---

* গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র ; ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ও ৯ই এপ্রিল এবং ৫ই মে। (Compare Major Broadfoot to Government, 8th and 9th April, and 5th May, 1845.)

তর নিরাপদ স্থানে গমন করাই, গোলাপ সিং শ্রেয় বোধ করিলেন; তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৬,৮০০,০০০, আটষট্টি লক্ষ টাকা রাজদণ্ড স্বরূপ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং শিখের আধিকৃত ন্যায্য জায়গীর বা করদ-রাজ্য ব্যতীত, পরিবারবর্গের অধিকৃত অন্যান্য প্রায় সমুদায় জনপদই ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি যে সকল নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে সিন্ধুনদ ও বিতস্তায় মধ্যবর্ত্তী লবণের খনি পাট্টা লইতে বাধ্য হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে বহু আয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল; এবং রোহ্‌তকের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব লোপ পাইল।* ১৫ই মে জোয়াহির সিংহের উজীরপদে অভিষেককালে;† এবং ১০ই জুলাই তারিখে আতারি-রাজ চত্তার সিংহের কন্যার সহিত মহারাজের বিবাহোপলক্ষে;‡—উভয় আনন্দোৎসব সময়েই, গোলাপ সিং তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের শেষভাগে অনেকাংশে ক্ষমতাহীন হইয়া, তিনি জম্মুতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার নম্রতা হেতু সৈন্যদল সকলেই তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল, এবং সর্ব্বশেষে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল, পার্ব্বত্য রাজপুত সৈন্যও যুদ্ধ-বিগ্রহে শিখ-সৈন্যের সমকক্ষ নহে।¶

---

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

† ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে, গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র।) Major Broadfoot to Government, 24th May, 1845.)

‡ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Major Broadfoot to Government, 14th July, 1845.)

¶ ম্যাজর ব্রডফুট স্বীকার করিয়াছেন,—শেষ ঘটনায় প্রকাশ

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লুণ্ঠনের অপরাধে অপরাধী এক ব্যক্তির হাতে মুলতানের সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা পথিমধ্যে নিহত হন। তথাপি কর্তৃপক্ষীয়দিগের অবিবেচনা হেতু ঐ ব্যক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল।* দেওয়ানের পুত্র মূলরাজ তাঁহার পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া, অথবা হীরা সিংহের পতনোন্মুখ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি-ক্রমে পিতৃপদের উত্তরাধিকারী স্বরূপ রাজকার্য্যে আশাতীত নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কয়েকদল শিখ-সৈন্যও সে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল; মূলরাজ অতিশয় বীরত্বের সহিত সে বিদ্রোহ দমন করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন। মৃত দেওয়ানের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীরূপে তিনি অর্দ্ধ-রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্যায়পূর্ব্বক সেই রাজ্যের স্বত্ব-স্বামীত্বে দাবী করে; মূলরাজ স্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে তাহাকেও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। মূলরাজ স্বীয় ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া স্থানীয় সকল বিপদ হইতেই মুক্ত হইলেন; কিন্তু অতিরিক্ত ভূ-সম্পত্তি অথবা কন্ট্রাক্টের (চুক্তি বা নিয়ম-পত্রের) জন্য লাহোর-কোর্ট যে দাবী করেন, তিনি তাহা দৃঢ়রূপে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ নিয়-

---

পাইয়াছে", পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজ্যগুলি হীনবল। তাঁহার অনুচরবর্গ সাহসী ও বিশ্বাসী হইলে, তথায় তাঁহার আরও বীরত্ব দেখান উচিত ছিল। (গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৫, ৫ই মে।— Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র। (Lieut-Col. Richmond to Government, 10th Oct. 1844.)

যানুসারে দেয় অতিরিক্ত "নজরানা" অথবা সাহায্য প্রদানেও তিনি সেইরূপ আপত্তি করিলেন। অতএব গোলাপ সিংহের অধীনতা স্বীকারে অনতিবিলম্বে মূলতানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব হইল। 'রেজিমেণ্ট' ও 'ব্রাইগেড' সৈন্যদলের সমবেত পঞ্চায়েৎ-প্রমুখ "খালসা", এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল। নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা এই প্রস্তাব শুনিয়া, অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সেই শাসনকর্তা ১৮,০০,০০০৲ আঠার লক্ষ টাকা রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিবেন। চুক্তিপত্রে উল্লিখিত টাকার অতিরিক্ত টাকা প্রদানের দায় হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন বটে; কিন্তু প্রথম দাবীকৃত বিষয়ের বর্গে বর্গে পরিশোধ করিতে গিয়া, তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। *

একণে পেশোয়ারা সিংহের কার্য্যকলাপে নূতন উজীর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। মূলতানের শাসনকর্তা তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করেন, কিংবা গোলাপ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন হয়তো তাঁহার উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হয় নাই। পেশোয়ারা সিংহের কার্য্যকলাপে, তাঁহার উদ্বেগের অবধি রহিল না। যুবরাজ আত্মাভি-

* এই অংশের ঘটনাবলী বর্ণনায়, গ্রন্থকার প্রধানতঃ নিজের সংক্ষিপ্তসারের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মূলতানে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। গবর্ণর তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীদিগকে পরিবেষ্টন করেন; তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করায়, সমগ্র সৈন্যের প্রতি গোলা-গুলি বর্ষিত হয়। তাহাতে প্রায় চারি শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল। দেওয়ান মূলরাজ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং পরবর্ত্তী মাসে লাহোর দরবারে তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির সম্বন্ধে সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হয়।

মানী গর্ব্বিত, ইন্দ্রিয়-পরবশ এবং ভীরু ছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের বনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া, শিখজাতি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। এক্ষণে গোলাপ সিং তাহার শৈলনিবাসে নিরাপদ থাকিয়া যুবরাজকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যখন জোয়াহীর সিং মহারাজাকে লইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে পলায়ন করিবার ভয় প্রদর্শন করেন, তখন যে দুইটী সৈন্যদল জোয়াহির সিংহকে বন্দী করিয়াছিল, এক্ষণে সেই সৈন্যদলের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করিলেন। জোয়াহির সিং তদ্বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পেশোয়ারা সিংহকে বাধা প্রদান করা সম্বন্ধে সৈন্যদিগের বিচার ক্ষমতা রাজ্যের পক্ষে কতদূর হিতকর, তাহা তাঁহার মনে উদয় হইল না। আপনার অপমানই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। প্রভুত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, তিনি অতি নির্দ্দয় ও নৃশংসের ন্যায় নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া অপরাধী সৈন্যদলের সেনাপতিকে শাস্তি প্রদান করিলেন। পেশোয়ারা সিং ভাবিলেন, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করা হইল। তিনি আপনার যোধভূমি শিয়ালকোটে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার অধিকার-স্বত্ব স্বীকার করিতে শিখজাতি কোন মতেই সম্মত ছিল না। তিনি বিশেষ বিপদে পড়িলেন, এবং জুন মাসে পলায়ন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষভাগে আটকের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তিনি মহারাজ, পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পরে দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই আজ-রাজার বিরুদ্ধে 'আতারি' সম্প্রদায়ের সর্দার সিং প্রেরিত হইলেন; এবং তাঁহার সাহায্যার্থ ডেরা-ইসমাইল-খাঁ হইতে একদল সৈন্য যাত্রা করিল। রাজা আপনার দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া নিজ অক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন। ৩০শে আগষ্ট অধীনতা স্বীকার করায়, তাঁহাকে লাহোরে

আলয়নের আদেশ প্রচারিত হয়। কিন্তু কথিত হয়, মতে খাঁ তোয়া-নার প্ররোচনায় এবং জোয়াহির সিংহের উত্তেজনায়, মতে খাঁ কর্তৃক গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। কারণ, এই সময় মতে খাঁ তোয়ানা কোন বিশেষ কার্য্য সাধন করিয়া তাৎকালিক প্রভুর অধিক-তর অনুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে মতে খাঁ প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন, এবং প্রভু তাঁহাকে সিন্ধুনদের উচ্চতর জেরাজাতের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন।*

জোয়াহির সিং এবারেও সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু এই শেষ বারের জয়লাভ, জোয়াহির সিংহের পক্ষে বিশেষ অশুভজনক হইল। তাঁহার প্রতি চিরদিন সাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল; এক্ষণে তৎসঙ্গে বিজাতীয় ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় মিলিত হইল। সময় সময় তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সে উৎসাহ—সে তেজ, তাঁহার ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও ক্রোধের উত্তেজনা বা অভিব্যক্তি মাত্র;—ক্রোধের উত্তেজনা বশেই, তাঁহার সে তেজঃ-শক্তি প্রকাশ পাইত। তাহাতে কখনও বিশিষ্ট বিচারশক্তি কিংবা তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রতিভা-শক্তি প্রকাশ পায় নাই। ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার পলায়নের প্রথম অভিসন্ধিতেই শিখগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং "খালসা" সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাঁহার সরল বিশ্বাসেও শিখ-জাতির অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। হীরা সিং এবং পণ্ডিত জালার নির্ব্বাসনে তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ

* গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৫ খৃঃ ১৪ই, ২৬শে জুলাই এবং ৮ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর। (Compare Major Broadfoot to Government, 14th and 26th July, and 8th and 18th Sept. 1845.)

হইল বটে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কেবল-মাত্র সৈন্যদিগের হস্তে তাহাদের ক্রীড়া-পুত্তলীবিশেষ;—সাধারণের উদ্দেশ্য-সাধনব্যপদেশেই সৈন্যগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এক্ষণে "পন্থ খাল্‌সাজি" অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসিগণের সমাজ বলিয়া সৈন্যগণ প্রধানতঃ আপনাদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। * অধিকন্তু সশস্ত্র সৈনিক-পুরুষগণ যে শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাতে জোয়াহির সিংহের মনে অত্যধিক ভয় জন্মিল। জম্মুর বিরুদ্ধে সন্ধি-লাভের মধ্যেও তিনি নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়-বিহ্বল হইলেন, এবং দুইবার শতদ্রুর দক্ষিণে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাদের নামমাত্র রাজার এই অসদুপায় অবলম্বনে সমুদায় সৈন্য বিশেষরূপ কুপিত হইল। তখন তাঁহার অনুভব হইল, তিনি নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থিত; সুতরাং পলায়ন করিয়া নির্জ্জনে শান্তি-সুখভোগের যে আশা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল তাহাতে, এবং মুসলমান সৈন্য সংগ্রহের সমুদায় আশায় তিনি জলাঞ্জলি দিলেন; আশ্রয়দাতা ইংরাজদিগের সহিত তিনি মিলিত হইলেন না, এবং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের নিস্ফল বাক্যালাপে দম্ভ প্রদর্শনেও তিনি বিরত রহিলেন। † এইরূপে জোয়াহির সিং, শিখ-

* অথবা, "সারবাত খালসা"—মুক্ত ব্যক্তিগণের সমাজ। ম্যাজর ব্রডফুট (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর পত্র;—letter of 2d Feb. 1845) মনে করেন, সৈন্যগণের এই উপাধি তাঁহার পত্রাদিতে নূতন। তাহারা সে উপাধি অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উত্তরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানাইলেন যে, কলিকাতার সরকারী কাগজ-পত্রাদি অনুসারে ইহা পুরাতন শব্দ।

† ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী; ৫ই এপ্রিল এবং ১৫ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র।

দিগের অবিশ্বাসী ও ঘৃণাভাজন হইলেন। লাল সিং উজীরের পদ প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারই প্ররোচনায় জোয়াহির সিংহের প্রতি শিখদিগের বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস আরও গাঢ়তর হইল। পেশোয়ারা সিংহের হত্যাকাণ্ডে শিখজাতির সেই প্রধূমিত বিদ্বেষ-বহ্নি অনন্ত শিখা বিস্তার করিল। কারণ জনসাধারণের অবমাননা-সূচক বলিয়া, সকলেই সেই কার্য্য অপরাধজনক ও দণ্ডার্হ বলিয়া মনে করিল; এবং এই নৃশংস কার্য্য অবাধে সংঘটিত হইলে, সামন্তগণ কখনও নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না মনে করিয়া, দেশীয় সামন্তগণ উহা দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। * সৈন্য-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলের পঞ্চায়েৎগণের এক সভা আহূত হইল; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন,—সাধারণ-তন্ত্রের বিরোধী এবং বিশ্বাসঘাতক জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড হইবে; কারণ কোন অপরাধী মন্ত্রীকে অপসারিত করিতে হইলে, কলহপ্রিয়, বিশৃঙ্খল এবং অর্দ্ধ-অসভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাই একমাত্র উপায়। সুতরাং ২১শে সেপ্টেম্বর জোয়াহির সিং 'খালসা' সভায় স্বীয় দুষ্ক্রিয়ার অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি হস্তী-পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলেন; কিন্তু পরিণাম চিন্তায় ভীত হইয়া, তিনি শিশু মহারাজকে এবং কতকগুলি স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সৈন্যগণের পুরোভাগে পৌঁছিবা

(Compare Major Broadfoot to Government, 23rd and 28th Feb., 5th April—a demi-official letter—and 15th, 18th Sept. 1845.)

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রড-ফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 22nd Sept. 1845.)

দেওয়ান দীননাথ।

: ৫৩৭ পৃষ্ঠা : :

হস্তে, হস্তস্থিত উপহার এবং বিপুল স্বর্ণরাশি প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া, কতকগুলি ক্ষমতাশালী ডেপুটী ও কর্মচারীকে তিনি স্বদলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি সাধারণের কঠোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইল যে, মহারাজ তাঁহার নিকট থাকিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার কোন কথাই শুনা হইবে না। মহারাজকে অনতিদূরবর্তী একটী শিবিরে রাখা হইল, এবং একদল সৈন্য অগ্রসর হইয়া বন্দুকের গুলির একই আঘাতে উজীরকে নিহত করিল।* ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীর তোষামোদকারী আর দুইজন ব্যক্তিকে ও নিহত করা হইল বটে; কিন্তু কোনরূপ লুণ্ঠন বা হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল না। বিচার-বিভাগের পবিত্রতা ও সাম্যনীতি অনুসারেই, এই বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল; জন-সাধারণ সকলেই তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন জোয়াহির সিংহের মৃতদেহ স্থানান্তরে লওয়ার আদেশ প্রচার হইল; সহমরণের ঘোর বিভীষিকাময় এবং ভয়াবহ সম্বাদের সহিত জোয়াহির সিংহের মৃতদেহ ভস্মীভূত হয়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এই শেষবার সতীদাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

জোয়াহির সিংহের মৃত্যুর পর, কেহই রাজ্য-মধ্যে প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন না। কিংবা স্বাধীন সৈন্যদলের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কয়েক মাস মধ্যেই আম্বুর অসীম ক্ষমতাশালী রাজা শিখ-সৈন্যের হস্তে বন্দী হইলেন; তাহারা মুলতানের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিল;—মুলতানের শাসনকর্তা তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজের ভ্রাতা নামে পরিচিত

* Compare Major Broadfoot to Government 26th Sept. 1845. এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, শিখ জাতির সাধারণ বিশ্বাস ছিল, জোয়াহির সিং ইংরাজদিগকে আনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এবং খালসার প্রতিও তাঁহার সন্দেহ ছিল।

এক ব্যক্তির বিদ্রোহ দমিত হইল, এবং শিখগণ রাজ্যের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-প্রণালীর রীতিমত বিচার করিয়া তাহাদের দণ্ড-বিধান করিল। পেশোয়ারে এবং সীমান্ত প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ আফগানদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য, শিখগণ নানা উপায় অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফললাভ হইল না। রাজা গোলাপ সিং, রাজধানীতে গমনের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেন; কিন্তু সৈন্যগণের কার্য্যকলাপে তিনি ও অপরাপর সকলেই যারপরনাই ভীত হইয়াছিলেন। উজীর অবর্ত্তমানে রাণী ঝিন্দান স্বয়ংই শাসন-সংরক্ষণ ও বিচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন; এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে সৈন্যগণ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইল; কারণ 'কমিটি' সমূহ ভাবিল যে, তাহারা রাজ্যগুলিকে অধীন রাখিতে সক্ষম। অধিকন্তু তাহারা বাঙ্গালি দীননাথ, বেতনদাতা ভগবৎ রাম এবং নুরউদ্দীন নামক অপর ব্যক্তির প্রতিভা এবং সাধুতায় যথেষ্ট বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি, আপনার বৃদ্ধ এবং স্থবির ভ্রাতা উজীর উদ্দিনের ন্যায়, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি এবং যুদ্ধাদির বিশেষ বিবরণ অবগত ছিলেন। সৈন্যগণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, এই তিন ব্যক্তির সহিত জোয়াহির সিংহের পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন কর্ম্মচারী আপন সুযোগ-সুবিধা সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হওয়ায়, রাজা লাল সিং উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সর্দার তেজ সিং সেনাপতিপদে (Commander-in-Chief) পুনরায় নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসের প্রথমে এই সমুদায় কর্ম্মচারী স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।*

* এই অংশে গ্রন্থকার, ঘটনাবলী বর্ণনায় মিঃ সংক্ষিপ্ত নোটই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন।

ফকীর নূর উদ্দীন।

(৫৮০ পৃষ্ঠা)

নবম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ।

১৮৪৫—১৮৪৬

[শিখ এবং ইংরাজদিগের যুদ্ধের কারণ ;—সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি সম্ভাবনায় ইংরাজদিগের আতঙ্ক ;—১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিনিষ্পন্ন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে বাধা প্রদানের উদ্যোগ ;—শিখদিগের সন্দেহের ক্রমবিকাশ ;—ইংরাজ-আক্রমণের বিপদাশঙ্কা ;—ইংরাজ প্রতিনিধিগণের প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি ;—ইংরাজদিগের অভিসন্ধি নির্ণয়ে শিখদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ;—শতদ্রু অতিক্রম করিয়া শিখ সৈন্যের যুদ্ধের উদ্যোগ ;—শিখদিগের রণনৈপুণ্য ;—শিখ-সেনাপতিগণের উদ্দেশ্য ;—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ফিরোজপুর পরিত্যাগ ;—মুদকির যুদ্ধ ;—ফিরোজশহরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের পলায়ন ;—ইংরাজ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে এই সমুদায় নিষ্ফল বিজয় লাভের পরিণাম ;—শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু পুনরতিক্রমণ ;—বাদোয়ালের খণ্ড যুদ্ধ ;—আলিওয়ালের যুদ্ধ ;—সন্ধি প্রস্তাবে রাজা গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতা ;—সব্রাওনের যুদ্ধ ;—শিখ-সর্দারগণের অধীনতা স্বীকার এবং ইংরেজ কর্তৃক লাহোর অধিকার ;—পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ ;—দলীপ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ;—গোলাপ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ;—উপসংহার, ভারতে ইংরাজদিগের পদ-সামর্থ্য।]

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বহুকাল পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া পঞ্জাবের আত্মাভিমানী শিখ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ভারতীয় জনসাধারণ, কেবলমাত্র বিদেশীয়গণের উন্নতি বিষয়ে অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্য আর একটী রাজ্য ইংরাজ-রাজ্যের সহিত সংযোজনের সংবাদ শুনিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু কি কারণে রাজ্য-সংযোজিত হইল, তদ্বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া

তাঁহারা নিজ নিজ কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে যত্ন করেন নাই যোর স্বার্থপর শিখনায়কগণ সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, যাহাতে তাঁহারা সুখ-সচ্ছন্দে ও নির্ব্বিবাদে আপনাপন রাজ্য ভোগদখল করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের দেশের কার্য্য-প্রণালীতে সেইরূপ প্রতিকূলতাচরণ আবশ্যক। এই সমুদায় ঐশ্বর্য্যশালী অথচ হীনবল রাজগণ, রণজিৎ সিংহের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা সম্বন্ধে এবং যে নিগূঢ় শক্তিতে অতুলনীয় সুশিক্ষিত শিখ-জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সেই অব্যক্ত শক্তি সম্বন্ধে বিশেষরূপে নিন্দনীয় ও তিরস্কৃত হইতেন। এইরূপে তাঁহারা নির্ব্বোধের ন্যায় আশা করিয়াছিল যে, কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেই, তাঁহাদের সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু শিখ-সৈন্য হিন্দুস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবলপরাক্রান্ত শক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিষয়ে মুখে গর্ব্ব করিলেও, প্রথম যুদ্ধের পূর্ব্বে দুই তিন মাসের মধ্যে শিখগণ আন্তরিক ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক হইয়াছিল কিনা—তাহা সন্দেহজনক; তখন পর্য্যন্তও অগত্যা ক্ষেত্রপালগণ ভাবিয়াছিল, একমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই তাহারা যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছে;

যখন রাজ্য-মধ্যে শিখ সৈন্যই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, তখন হইতেই ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ জানিতে পারিলেন যে, শাসন-যন্ত্র খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইবে;—সর্ব্বত্রই লুণ্ঠনকারীর দল সৃষ্টি হইবে; এবং সাধারণতঃ সমাজের প্রতি সুসভ্য জাতির ইতিকর্ত্তব্যতা এবং স্ব স্ব অধীনস্থ প্রজাবর্গের প্রতি শাসনকারী রাজশক্তির কর্ত্তব্য কার্য্যে সকলেই সংঘর্ষ উৎপাদনের জন্য সমবেত হইবে। এইরূপে সীমান্ত দুর্গগুলি সুর-ক্ষিত ও দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে এবং পূর্ব্ব-আক্রমণে বাধা প্রদানের উপযোগী সৈন্য সতত সুসজ্জিত রাখিবার জন্য, যথানিয়মে সকল উপায়ই অবলম্বিত হইল। যে পরিমাণ সৈন্য অন্ততঃ সমরূপ প্রতিফল প্রদান করিতে পারে, অথবা ইংরাজ নামের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়,

তদুপযোগী সৈন্যও আহরিত হইল। * ইহাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সংগু
নিয়মিত উদ্দেশ্য। কিন্তু শিখগণ, উভয় রাজ্যের আপেক্ষিক অবস্থায় বস্তুত
মত গ্রহণ করিল; তাহারা সন্নিহিত বিশালশক্তিসম্পন্ন প্রতিবেশীদিগের
অসৎ উচ্চাকাঙ্খায় ভীত হইল: যখন আভ্যন্তরীণ গৃহ-বিবাদে তাহাদের
আপেক্ষিক নিকৃষ্টতার আরও নীচ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তখন কেন
অপরে তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইবে, সে বিষয় তাহারা বুঝিতে পারিল
না। তাহাদের নিকট বাধা প্রদানের উপায় অবলম্বন, প্রথম আক্রমণের
আয়োজন বলিয়া উপলব্ধ হইল। তখন শিখগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হইল যে, অতি শীঘ্রই তাহাদের দেশ আক্রান্ত হইবে। দুর্ব্বল এবং
অল্পবুদ্ধি শক্তিপুঞ্জের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসও অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান
হয় নাই;—কারণ, মনে রাখা উচিত যে, সভ্যতায় ভারতবর্ষ ইউরোপের
সমকক্ষ নহে; পরন্তু ভারতবর্ষ তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক
রশ্মি প্রাপ্ত হয় নাই;—ভারতবর্ষ তখনও অসভ্যতায় ঘোর অন্ধকারে
নিমগ্ন ছিল। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় রাজ্যে রাজ-নৈতিক সভ্যতা, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-
জ্ঞান যেমন কঠিন সমাবৃত ও অসংযম হইত; তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে
পূর্ব্ব খণ্ডেও তাহার অভাব ছিল না। অধিকন্তু কাবুল হইতে আসাম
[illegible] এবং সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র হিন্দুস্থান একরাজ্য বলিয়া
অভিহিত হইত, এবং এই বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্গত কোন রাজ্যের কথা
বলিলেই, সাধারণতঃ লোকের মনে একই রাজা অথবা একই বংশের
প্রাধান্যের ভাব স্বতঃই উদয় হইত। ভারতে বিক্রমাদিত্য এবং চন্দ্রগুপ্ত,

* Compare Minute by the Governor-General, of the 16th June, 1845, and the Governor General to the Secret Committee, 1st October, 1845. (Parliamentary paper, 1846.)

তুর্কমান ও মোগল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ ও বংশপরম্পরার প্রাধান্য ও রাজত্ব-বিষয়ক বিবরণ সকলেরই বিশেষ পরিচিত। একণে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পুনরায় রাজ্য বিজয়ের বা অধিকারের কথা শ্রবণ করিয়া, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই মনে করিবেন যে, ইংরাজ জাতির ভাগ্যবল অতি মহৎ, এবং তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি দুর্নিবার ও অনিবার্য্য। কোন কোন রাজা হয়তো ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাঁহার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে এবং তিনি করদ রাজার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন; কিন্তু জন-সাধারণে কখনও বিজেতৃবৃন্দকে অন্যায় অধিকারের দোষে অভিযুক্ত করিবে না; অথবা অন্ততঃ তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ দুরাকাঙ্ক্ষা বা স্বার্থ ইংরাজদিগের প্রতি আরোপ করিবে না।

পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান সময়েও ইংরাজগণ চিরকালই আপনাদিগের ক্ষমতা বিস্তারে স্বতঃপরতঃ অভিলাষী ছিলেন,—তাহাতে অপরাপর জাতির ন্যায় শিখদিগের এই সাধারণ বিশ্বাসে, একমাত্র পঞ্জাবের প্রতি ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধ সংযোজিত হওয়া আবশ্যক; ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে যখন পূর্ব্ব-খণ্ডে ফরাসী আক্রমণের আতঙ্ক প্রশমিত হইল, এবং যমুনা নদীকেই রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করার প্রতিজ্ঞা যখন অনুমোদিত হইল না, তখন ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেল বলিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিংহকে অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজিত করা অপেক্ষা, লুধিয়ানা অভিমুখে যে কয়েকটী সৈন্য-দল প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কর্ণাল অভিমুখে ফিরাইয়া আনাই বরং শ্রেয়; এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি এক আদেশাজ্ঞাও প্রচার করিয়াছিলেন।* বস্তুতঃ এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা যুক্তিযুক্ত

* Government to Sir David Ochterloney, 30th January, 1809.

বলিয়া অনুমিত হয় নাই; কিন্তু তথা যুদ্ধের অবসানে পার্ব্বত্য পুলীশ প্রহরীর জন্য সাবাথু নামক স্থানে যে প্রাদেশিক সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তথাদে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ সময়ে, শিখ সীমান্তে লুধিয়ানার সৈন্য সমূহই ইংরেজদিগের একমাত্র সশস্ত্র সৈন্যদল মধ্যে পরিগণিত হয়। শতদ্রু-তীরস্থিত অগ্রগামী সৈন্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কোনরূপ সামরিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই; কিন্তু ইহা শিখদিগের সহিত মিত্রতার স্পষ্ট প্রতিরূপক বলিয়া সূচিত হইত। যাহাতে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ও মিত্রতা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়, ক্ষমতার নিকৃষ্টতা হেতু তাহার সচরাচর পূর্ব্ব অঙ্গীকার আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিতে অভিলাষী ছিল। লাহোর ব্যতীত আর সমস্ত শিখরাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ হেতু প্রাপ্য বলিয়া, এবং রাজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করায়, উত্তরাধিকারী অভাবে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, লুধিয়ানা হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ শতদ্রু-তীরস্থ ক্ষুদ্র ফিরোজপুর রাজ্য, ইংরাজগণ অধিকার করিলেন। সমর-বিভাগের মতানুসারে দেখিতে গেলে, ঐ স্থানের সমুদায় সুবিধার বিষয় অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে প্রশংসিত ও আলোচিত হইত, এবং পঞ্জাবের রাজধানীর সান্নিধ্য হেতু রণজিৎ সিং, ভবিষ্যতে ভয়ের কারণ জানিয়া, ঐ স্থান স্বীয় অধীন রাজ্য বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। * ঐ নগণ্য সহর ভবিষ্যতে সেনানিবাস মধ্যে পরিগণিত হইবে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজের এইরূপ ভীতি ইংরাজগণ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে খোরাসান গমনের জন্য ফিরোজপুরে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। সৈন্যগণের অগ্রসর হওয়ার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই জানিতে পারা গেল যে, পারস্য সেনা হীরাটের অবরোধ

* See Chap. vii, and also note in the book.

পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন স্থিরীকৃত হইল যে, কল্পিত আক্রমণে বিজয়লাভ হইলে, যখন তৎস্থানে সৈন্য-সমাবেশের আর আবশ্যক হইবে না, তত দিন পর্য্যন্ত তথায় ক্ষুদ্র একদল সৈন্য অবস্থান করিবে। * কিন্তু আফগানিস্থান ও সিন্ধুদেশে পরবর্ত্তী যুদ্ধ সময়ে এই নব প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাস স্থায়ীভাব ধারণ করিল। পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শতদ্রু-তীরস্থিত দুইটী সেনানিবাস সাহায্য প্রদান না করায়, আম্বালায় স্থায়ীরূপে বৃহৎ এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়; এবং তথা হইতে শিখ-সীমান্তের অধিকতর নিকটবর্ত্তী স্থানে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইংরাজ সৈন্যদলের অবস্থিতির তাহাই মূলীভূত কারণ মধ্যে গণ্য হইল। †
ইহা সত্ত্বেও শিখগণ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-বন্ধনের বিষয় বা সর্ত্ত

* তৎকালে এইরূপ বন্দোবস্তই হইয়াছিল। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ দলীলাদি লেখা পড়া হয় নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু সকলেরই আশা ছিল যে, সা-সুজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; এবং এক বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাগত হইবে।

† এই সমুদায় কারণের প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার কোনই লিখিত দলীল পত্রের উল্লেখ করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই সমুদায় প্রকৃত হইয়াছিল। অগ্রসর হওয়ার উপায় স্থির হইল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সারহিন্দে কোনই সেনানিবাস স্থাপিত হয় নাই। শতদ্রুর প্রধান প্রধান পথের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ পঞ্জাব সম্পর্কে এই স্থানে একটী সেনানিবাস স্থাপনের সুবিধা ও উপযোগিতা, বহুদিন পূর্ব্বেই স্যার ডেভিড অক্টারলোনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। ('Sir David Ochterloney to Government, 3rd May, 1810.) কিন্তু পাতিয়ালার শিখদিগের প্রতি কিছু অসদ্ব্যবহার করা হয়; তখন সারহিন্দ তাহাদেরই অধিকারে ছিল। কিন্তু কোনরূপ উদ্দেশ্য না

পালন করিত; কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার আনুষঙ্গিক নানাবিধ বিচার-আলোচনায়, ইংরাজগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্যও করেন নাই।

যাহাতে জনপদ সমূহের জনসাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপিত হয়, লুণ্ঠনকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তত্রত্য স্থানের সৈন্যগণই যাহাতে তাহাদিগকে বাধা প্রদানে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান হেতু লুধিয়ানা ও ফিরোজপুরে তদুপযুক্ত অতিরিক্ত সেনা স্থাপিত হইল। দেশের চিরপ্রচলিত গবর্ণমেণ্টের অসহায় অবস্থাই যে তাহার একমাত্র কারণ—তাহা কখনও শিখ-রাজ-কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট গোপন করা হয় নাই।* রাজ্যের নিরাপদ হেতু ইংরাজগণ যে যথেচ্ছ সৈন্য-বন্দোবস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা স্বত্ববান—শিখজাতি তাহা কখনও অস্বীকার করে না; কিন্তু যাহারা আপনাদিগের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়াছিল, লাহোর হইতে কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় তাহারা কখনই তাহা স্বীকার করে নাই। এইরূপে যুক্তি-তর্কের প্রত্যেক প্রণালী ও নীতি হইতে শিখগণ তথাপি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। অপরাপর আরও অনেক বিষয় ইংরেজগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত অথবা অবিবেচিত হওয়ায়, করিয়াই, লাহোরের শিখদিগকে ভীতি প্রদর্শনের অধিকতর আকাঙ্ক্ষীয় অথচ অল্পমাত্র রক্ষণোপযোগী উপায় গৃহীত হইত।

* Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2d December, 1845 ('Parl. papers, 1846); and also his Dispatch of the 21st December, 1845. ('Parl. papers, p. 28.)

শিখদিগের এই বিশ্বাস আরও প্রবল হইল। প্রকৃতপক্ষে রণজিৎ সিংহের পৌত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন রণজিৎ সিংহের বংশ-লোপ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন সা-সুজাকে পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিয়া স্যার উইলিয়ম ম্যাগনাটেন ও অন্যান্য সকলে শিখ-রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শিখদিগকে তদ্বিষয় জানান হয় নাই; কিন্তু যখন সরকারী কাগজ-পত্রাদিতে এবং গুপ্ত-মন্ত্রণা-সভায় এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বিচার-মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তখন লাহোর গবর্ণমেণ্ট যে এই মন্ত্রণায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এরূপ অনুমান করাও বৃথা। অথবা ঐ স্থান দোস্ত মহম্মদকে প্রদান করিতে স্যার আলেকজাণ্ডার বারণেস পূর্ব্বে একবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহাও শিখ গবর্ণমেণ্ট অবগত ছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে শিখ-রাজধানীতে গমন করিয়া, তত্রত্য শিখ-সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে তিনি সৈন্য প্রেরণের যে প্রস্তাব করেন, অন্ততঃ সেই জাজ্জ্বল্যমান স্মৃতি অবশ্যই শিখ কর্তৃপক্ষীয়গণের মনে জাগরূক ছিল।* পুনরায় ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়ায় সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, শতদ্রু নদীতে সেতু নির্ম্মাণের জন্য ইংরাজগণ নৌকা বা জলযান প্রস্তুত করিতেছেন; এবং মুলতান আক্রমণের জন্য তাঁহারা সিন্ধু-দেশীয় সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিতেছেন। † উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের

*Compare the Governor-General to the Secret Committee, December 2nd. 1845.

† মুলতান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার জন্য পাঁচ সহস্র সৈন্যকে সুসজ্জিত করিবার উদ্দেশে, সক্কুরে যে সমুদায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের আয়োজন হয়, ১৮৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের সাধারণ সরকারী পত্রাদিতে তাহাই আলোচ্য বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—কলিকাতার মিলিটারী বোর্ড এবং

ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য সৈন্যদলের সহিত অতিরিক্ত সৈন্য যোগদানে ক্রমশঃ তাহাদের দলপুষ্টি হইতেছে; এবং সেই সৈন্যের জন্য অনেক রূপ যুদ্ধ সামগ্রী সরবরাহ হইতেছে। * এ সমস্ত বিষয় গবর্ণমেণ্টকে কিছুই জানান হয় নাই; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যাবতীয় শিখসৈন্য

তদধীন বিভিন্ন বিষয়ীয় কর্মচারিগণের মধ্যে যে পত্রাদি লিখিত হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য।

* লর্ড এলেনবরা এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধীয় যে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত করিয়াছেন, কলিকাতা রিভিউ নামক সংবাদ-পত্রে শেষোক্ত মহাবংশজ ব্যক্তির শাসন কাল সম্পর্কীয় প্রবন্ধে তাহা দ্রষ্টব্য। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল লরেন্স ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস ও ধারণা।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীমান্তের সমুদয় সৈন্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—সাবাথুতে একটী রেজিমেণ্ট, এবং লুধিয়ানায় দুইটী রেজিমেণ্ট। তাহাদের অধীন ছয়টী কামান; সর্ব্বশুদ্ধ তাহারা যথাধিক ২৫,০০ সৈন্যের সমকক্ষ। লর্ড অকল্যাণ্ড লুধিয়ানার সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়া এবং ফিরোজপুরে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, মোট সংখ্যা ৮,০০০ আট হাজার করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরা পুনরায় আম্বালা, কসৌলি এবং শিমলা প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন সেনানিবাস প্রস্তুত করিয়া সেই সমুদায় স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪,০০০ চৌদ্দ হাজার সৈন্য, এবং তাহাদের অধীন সীমান্তে ৬০টী কামান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সকল অতিরিক্ত সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়া, সৈন্য-সংখ্যা,—৩২,০০০ বত্রিশ হাজার এবং তাহাদের অধীনে ৬৮ আটষট্টী কামান স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত মিরাটের বন্দুকাদি সহিত ১০,০০০ দশ সহস্র সৈন্য ছিল। ১৮৩০। খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মীরাট কর্ণালের সেনানিবাসই পরিত্যক্ত

তাহাতে বিশ্বাস করিল। তাহাদের ধারণা হইল, এই সকল বিষয় আশঙ্কার আয়োজন নহে; অপিচ উহা পূর্ব্ব আক্রমণের উদ্যোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।*

তখন শিখগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করাই ইংরাজদিগের মূল নীতি। এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে লাহোর অধিকার করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরাজদিগের তাৎকালিক প্রতিনিধির কার্য্যকলাপে জনসাধারণের মনে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রতিনিধির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিখদিগের মনে পূর্ব্ব হইতে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের সন্দেহ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মিঃ ক্লার্ক আগরার লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হন; শিখদিগের কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে লেফটনাণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ড, মিঃ ক্লার্কের স্থান অধিকার করেন। পরিশেষে শেষোক্ত কর্ম্মচারীর কার্য্যান্তর গ্রহণে, পরবৎসর নবেম্বর মাসে ম্যাজর ব্রড্‌ফুট তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ম্যাজর ব্রড্‌ফুটের অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে সকলেরই তৎকালে গাঢ় বিশ্বাস ছিল। মিত্ররাজগণ এবং অধীনস্থ সামন্তদিগের নিকট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, ভারতবর্ষের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কেবল একমাত্র উপায়েই তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মধ্যবর্ত্তিতায় ভারতীয় রাজগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের

হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালে ঐ স্থানে অন্ততঃ চারি সহস্র সৈন্যের সমাবেশ হইতে পারিত।

* গোপনীয় পরামর্শ-সভায়, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare Governor-General to Secret Committee, Dec. 2d. 1845.)

কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। সেই কর্ম্মচারীর ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে;—তিনি যাহা বলেন, বা যে কার্য্য করেন, সর্ব্ব-বিষয়েই তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র-প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর কার্য্য-কলাপেই গবর্ণমেণ্টের গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই কর্ম্মচারীর কার্য্য-প্রণালীতে শিখ কর্ত্তৃপক্ষগণ, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শান্তি-স্থাপনের কোনই চিহ্নই দেখিতে পান নাই। যে ব্যক্তি প্রায় ত্রিশ মাস পূর্ব্বে শিখদিগের রাজ্যমধ্যে এত অশান্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এবং যিনি বলপ্রকাশে তাঁহাদের রাজ্যের মধ্য সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির নির্ব্বাচনে ইংরাজদিগের শান্তি-সুখে বাস করিবার কোনই নিদর্শন, শিখজাতি উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ম্যাজর ব্রডফুটের কার্য্যাবলীর মধ্যে,—সর্ব্বপ্রথমে তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, লাহোরের অধিকৃত শতদ্রুর পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় রাজ্য-গুলি, পাতিয়ালা এবং অপরাপর রাজ্য সমূহের ন্যায় সমরূপে ইংরাজদিগের আশ্রিত ও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত এবং মহারাজা দলীপ সিংহের মৃত্যুর পর, অথবা তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার কোন আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে ঐ সমুদায় রাজ্য ইংরাজদিগের রাজ্যভুক্ত হইবে।*

* যে উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধে ম্যাজর ব্রডফুটের পত্রাদি (Letters to Government of the 7th December, 1844, January, and 28th February, 1845') এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষ পত্রে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ বসন্তরোগে আক্রান্ত; যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, তিনি আদেশ করিবেন যে, শতদ্রুর পূর্ব্বদিকবর্ত্তী রাজ্য সংক্রান্ত সকল সংবাদ তাঁহার নিকটই প্রেরণ করিতে হইবে (অবশ্য লাহোরেশ্বর আইন

শিখ-গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মন্ত্রণা আইনানুসারে ঘোষিত হইল না ; কিন্তু ইহা কাহারও অবিদিত রহিল না,—পরন্তু ইংরাজদিগের এই

ব্যবসায়ী অথবা প্রতিনিধি দ্বারা) ; কিন্তু পঞ্জাবের অপর কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রেরিত হইবে না।

শুনিতে পাওয়া যায়, ম্যাকর সুভঙ্কট শিখদিগের নিকট একখানি পত্রের বিষয় উল্লেখ করেন। ঐ পত্র ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে স্যার ডেভিড অক্টারলোনি, রণজিৎ সিংহের প্রতিনিধি মোহকম চাঁদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, অপরাপর রাজ্যের সহিত শতদ্রুর পূর্ব্বতীরস্থিত লাহোর রাজ্যও ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের আদেশপত্রও তিনি প্রদর্শন করেন। তাহাতে রণজিৎ সিংহ, তাঁহার শতদ্রুর দক্ষিণস্থ কর্ম্মচারীগণকে, ইংরাজ প্রতিনিধির আদেশানুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ;—অন্যথা হইলে, দণ্ডস্বরূপ তাহাদের নাসিকা কর্ত্তিত হইবে। তৎকালে স্যার ডেভিড অক্টারলোনি, তাৎকালিক কোন কোন বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ইংরাজদিগের বন্ধুত্বের প্রকৃতি যে এইরূপই বুঝিয়াছিলেন—তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু শতদ্রুর পূর্ব্ববর্ত্তী লাহোর-রাজ্য-সমূহ, আশ্রয়ীয়-প্রণালী অনুসারে ইংরাজদিগের আশ্রিত, এইরূপ ঘোষণা নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় না ;—(১) যখন ইংরাজগণ, সারহিন্দের রাজগণকে আশ্রয় প্রদান করেন, তখন ঘোষিত হয় যে; রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করাই, এই আশ্রয় প্রদানের উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে, ইংরাজগণ শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সকল প্রদেশকেই আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। কারণ এই রাজ্যের কতকাংশ লাহোরের অধিকৃত। (১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র এবং ১৮০৯

উদ্দেশ্য সফলেই অবগত হইল। যখন ব্যাক্স ক্রফুট আনন্দপুর মখোয়ালের থর্ব্ব-খাজকোলম সোধিগণের কার্য্যকলাপে বাধা দিতে অগ্রসর

খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখের ঘোষণার—Declartion—প্রথম আর্টিকেল বা প্রথম সর্ত্ত দ্রষ্টব্য। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেণ্ট লিখিত স্যর ডেভিড অকটারলোনির পত্রও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।) অধিকন্তু সুবিধা বুঝিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করিতে পারেন যে, শতদ্রুর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি, রণজিৎ সিংহের অবশ্য পালনীয় হইলেও, তাহা ইংরাজদিগের পালনীয় নহে; কেন না তাহাতে ইংরাজদিগের যথেচ্ছা কার্য্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। (Government to Captain Wade, 23rd April, 1833) বস্তুতঃ, ভাওয়ালপুর সম্বন্ধেই এই বিষয় লিখিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই উহা প্রযুক্ত হইতে লাগিল। (২) শাহিদের রাজগণকে যে আশ্রয় প্রদান করা হয়, অতঃপর সমতলভূমি সমূহে তাঁহাদিগকে অধিকতর নিরাপদ ও নিঃসংশয় প্রদানের জন্য আরও সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু রণজিৎ সিংহ এবং গুর্খাদিগের বিরুদ্ধে পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে তাঁহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করা হয় নাই। (Government to Sir D. Ochterloney, 23rd January, 1810) কিন্তু শতদ্রুর পূর্ব্বদিকস্থ রণজিৎ সিংহের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে তখন ঘোষিত হইল যে, (নেপালের বিরুদ্ধে) ঐ সমুদায় রাজ্য তিনি স্বয়ংই রক্ষা করিবেন। তাহাদের রক্ষণোদ্দেশ্যে তাঁহাকে কোন সাহায্য প্রদান করা উচিত কি অনুচিত—তাহা রাজনৈতিক বিষয় বলিয়া মীমাংসিত হইল না।। পরন্তু আরও বলা হইল যে, তিনি শতদ্রুর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহের মধ্য দিয়া গমন করিবেন; তাহা হইলে, তিনি উল্লিখিত রাজ্য-রক্ষাকল্পে যমুনার সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ

হন, তখন তিনি এই মতের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়াছিলেন। আনন্দপুর মাখোয়াল একটী বোধভূমি : কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানের দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, রণজিৎ সিংহই যখন বিশেষ-অধিকার-প্রাপ্ত ভূ-স্বামীদিগের সহিত যথোপযুক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম, তখন সর্ব্বপ্রকার স্বত্ব পরিত্যাগ করাই ইংরাজদিগের পক্ষে শ্রেয়। * অধিকন্তু লাহোরের অধিকৃত কটকোপুরা অভিমুখে গমনের জন্ত একদল অশ্বারোহী সৈন্স ফিরোজপুরের নিকট শতদ্রু অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য,—সচরাচর তথায় যে সৈন্সদল রক্ষিত হইত, সেই অশ্বারোহী প্রহরী সৈন্সগণকে সাহায্য করা, অথবা তাহাদের বল বৃদ্ধি করা। কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির নিয়ম মতে, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয়, তদনুসারে ব্রিটিশ এজেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, সৈন্সদল শতদ্রু নদী অতিক্রম করিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সৈন্স যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিতেছিল, তদ্বিবেচনায় সেই পরিবর্ত্তিত নিয়ম সৈন্যদলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাহা হউক, তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট সৈন্স-দলকে

গুর্খাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন। (Government, to Sir David Ochterloney, 4th October, and 22nd November, 1811.)

* অনন্দপুর সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের নোট দ্রষ্টব্য। মূলগ্রন্থে বর্ণিত বিবাদ বিসম্বাদ সম্বন্ধে, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্টের নিকট ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত পত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে; এই পত্রে ম্যাজর ব্রডফুট আপনার কার্য্য-প্রণালীর এবং সাধারণ কারণে সীমা-গ্রহণের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু আজ্ঞাপালনে তাহাদিগকে দীর্ঘসূত্রী এবং উদাসীন মনে করিয়া নিজেই প্রহরী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। যখন তাহারা হাঁটিয়া নদী পার হইতেছিল, তখন তাহারা ধৃত হইল। ইংরাজ পদাতিকগণ গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু শিখ-সেনাপতি তাহাদের সহিত কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করিলেন না। এরূপ কোন কার্য্য দ্বারা পাছে লাহোর গবর্ণমেণ্ট বিপদগ্রস্ত হয়, এই ভয়েই তিনি ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে বিরত রহিলেন। * অধিকন্তু সেতু-নির্ম্মাণার্থ বোম্বাই সহরে যে সমুদায় নৌকা প্রস্তুত হইতেছিল, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে সেই নৌকাগুলি ফিরোজপুরে প্রেরিত হইল। পোতগুলি যাহাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে আনীত হইতে পারে, তজ্জন্য ম্যাজর ব্রডফুট একদল সশস্ত্র ও সুসজ্জিত প্রহরী-সৈন্যকে উহা রক্ষার্থ অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন; এবং ফিরোজপুরে পোতগুলি আসিয়া পৌঁছিলে, তিনি নাবিকদলকে সেতু নির্ম্মাণার্থ নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন এই সমুদায় কার্য্য-কলাপে বিপদ সম্ভাবনা প্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় একরূপ স্বীকার করিলেন যে, শিখদিগের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। †

---

* Compare Major Broadfoot to Government, 27th March. 1845. শুনিতে পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্ট এই সকল কার্য্যকলাপ অনুমোদন করেন নাই।

† পঞ্জাবের তাৎকালিক অবস্থানুসারে প্রত্যেক পোত-সমষ্টির সহিত এক এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর অধীনে সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্যক হইল। যাহা হউক, তৎকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহনির্ম্মিত জল-যান, প্রহরী সৈন্যের বিনা সাহায্যে শতদ্রু নদীতে গমনাগমন করিতে পারিত; একখানি পোত বিলাতের কামান দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া

শতদ্রুর পূর্ব্বদিকের জনপদসমূহ সম্বন্ধে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনায় যে সকল উপায় অনুসৃত হইত, তদ্বিষয়ে ম্যাজর-ব্রডফুট যে মত অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং পরে প্রধান গবর্ণমেণ্ট যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতক পরিমাণে তাঁহাদের সেই মত সমর্থন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, কাল্পনিক ও অপ্রকৃত কারণানুসারে, অথবা স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনির অনিশ্চিত ঘোষণা দ্বারা কিংবা রণজিৎ সিংহের প্রত্যেকবারের নির্ব্বন্ধাতিশয়ের ফলে, এই কার্য্য-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। আরও বিশ্বাস হইল যে, বিরোধীয় রাজ্যাংশ যদি পরিত্যাগ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, বিনা অস্ত্র-ধারণেই ঐ স্থান অতি সহজেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ম্যাজর ব্রডফুটের প্রতি কার্য্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব-কথিত স্থির প্রতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল, এবং হিতৈষণা অপেক্ষা বরং শত্রুতার ভাবই অনুভূত হইল। * এদিকে শিখগণও তাহাদের সহায়-

---

অনেক দিন তথায় অবস্থান করিতেছিল; শিখগণ তৎপ্রতি সৌজন্য প্রদর্শন ভিন্ন শত্রুতাচরণ করে নাই।

* ভারতের ইংরাজগণ সাধারণতঃ মনে করিতেন,—ম্যাজর ব্রডফুটের নিয়োগেই শিখদিগের সহিত যুদ্ধ-সম্ভাবনা অধিক হইয়াছিল। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি মিষ্টার ক্লার্ক আজ প্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিত না। ম্যাজর ব্রডফুটের স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি হইতেই সম্ভবতঃ দেখা যায় যে, মেজর ব্রডফুট, শিখদিগের শত্রু-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ তিনি লিখিয়াছিলেন,—"মুলতানের শাসনকর্ত্তা ম্যাজরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি শিখগণ (লাহোর সৈন্য) তাহাদের দাবী অনুসারে মুলতানের শাসনকর্ত্তাকে অনুপস্থিত রাখিতে স্বীকার

কারী কর্ত্তৃক চারিদিকে সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মুলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য, বহুসংখ্যক দস্যুবৃন্দের অনুসরণ করিয়া, সিন্ধুরাজ্যে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। সিন্ধুনদ ও পর্ব্বতমালা মধ্যবর্ত্তী এই দুই রাজ্যের সীমা কোন স্থলেই স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল না; সুতরাং দুষ্টিদের সৈন্যের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু শাসনকর্ত্তা সার চার্লস নেপিয়ার অকস্মাৎ একদল সৈন্যকে অবিলম্বে মুলতানের নিয়গামী কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কাশ্মরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন; এই আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করাই সৈন্য-প্রেরণের উদ্দেশ্য।

করাইতে তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করে, তাহা হইলে মুলতানের শাসনকর্ত্তা কি উপায় অবলম্বন করিবেন? কিন্তু সাধারণ অবস্থায় একজন রাজপ্রাধান্য-অস্বীকারকারী ভৃত্য, তাহার প্রভু ও ইংরাজদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব-রক্ষণকারীকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। যাহা হউক, ম্যাজর ব্রডফুট, দেওয়ান মুলরাজের প্রস্তাবেই পুনরায় সম্মত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। কারণ, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর যখন তিনি পঞ্জাবের সহিত কোনরূপে সংস্রবযুক্ত কর্ম্মচারীগণকে লিখিয়া জানাইলেন যে, ইংরাজদিগের অধিকৃত রাজ্যগুলি আক্রান্ত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। তখন তিনি প্রকৃত বীর এবং সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্ব-সময়ে সুসজ্জিত সার চার্লস নেপিয়ারকে বলিলেন যে, মুলতানের শাসনকর্ত্তা স্বয়ংই নিজ রাজ্য সমূহ এবং সিন্ধুদেশ শিখদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন;—তাঁহার এই নিশ্চয়তা প্রদানে বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহারা মুলতানের শাসনকর্ত্তাকে লাহোরের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে এবং শিখজাতি হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এদিকে লাহোর-কর্তৃপক্ষীয়গণও প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন নাই; পরন্তু সিন্ধুদেশ বিজয়ীর এইরূপ এত সত্বর এত তৎপরতার সহিত উপায় অবলম্বন শিখগণ করায় বিবেচনা করিল যে, পঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ সংঘটন করাই ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ অভিলাষ, এবং এই সমুদায় বন্দোবস্ত তাহারই প্রমাণস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইল। *

শিখ-সৈন্যগণের, বস্তুতঃ সমগ্র শিখ-জাতির বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অতি দূরদর্শী

* শুনিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীরে একদল সৈন্য স্থাপনের জন্য সার চার্লস্ নেপিয়ার বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থানে একদল ইউরোপীয় সৈন্য প্রেরণের পূর্ব্বাদেশ প্রত্যাহার করিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবে ইংরাজদিগের প্রবেশের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সার চার্লস্ নেপিয়ার যে একটী অসংযত বক্তৃতা করেন, তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। (Compare Major Smyth's Reigning Family of Lahore, Intro xxii);—বিশেষতঃ ম্যাজর ব্রডফুট স্থির করিয়াছিলেন, শিখ-দরবার ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহ পাঠেই অধিকতর উত্তেজিত হইয়া থাকে। পরন্তু আক্রমণ সম্বন্ধে পুনরাবৃত্ত অংশের প্রতি সামান্য মনোযোগে তাহাদের ভয় উত্তেজনার ভাব ব্যক্ত হয় না। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—জনসাধারণের মত কি পরিমাণ অনুসরণ করা যাইতে পারে, তাহা পণ্ডিত জালা সিং বুঝিতেন এবং সেই ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সংবাদপত্র সমূহ উপযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ প্রয়োগ করার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। (Major Broadfoot to Government 30th Jan. 1845.)

কর্ম্মচারিগণ জানিতেন যে, শিখজাতি একান্তভাবে শক্রতাচরণ না করিলে সম্ভবতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাধা দিবেন না।* যখন পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তৃরাজগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা পরবশ হইলেন, এবং সকলেই শক্রদিগকে সমপরিমাণ ভয় করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আত্মসম্মান এবং স্বাধীনতা-ধনে জলাঞ্জলি দিয়া, ধনৈশ্বর্য্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এইরূপে মহারাজ শের সিং, সিন্ধানওয়ালাগণ এবং অন্যান্য সকলেই করদ-মিত্র মধ্যে পরিগণিত হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং বৈদেশিক শক্তির উপর সমগ্র আত্মরক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। সৈন্যদিগের শক্তি যেমন প্রবল হইতে লাগিল, এবং তাহারা যেমন "কমিটি" বা সমিতি-প্রণালী হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, রাজকীয় শাসন কর্ত্তৃগণ এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত বীরগণও তেমনই এক নূতন বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইলেন। তাহারা হয়তো সকলেই একে একে এই দুর্দ্দমনীয় সৈন্য-সম্প্রদায়ের স্পৃহার বশবর্ত্তী হইতেন; অথবা তাঁহাদের মধ্য হইতে এরূপ একজন দক্ষ ও পরাক্রান্ত নেতার আবির্ভাব হইত যে, সেই ব্যক্তি অন্যান্য সকলের শক্তিসমষ্টি শোষণ করিয়া, ধনী, স্বার্থপর এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের সর্ব্বনাশ

---

* Compare Inclosure No 6 of the Governor-General's Letter to the Secret Committee of the 2d Oct. 1845 (Parl. Papers' Feb. 26th, 1846, p, 21) ম্যাজর ব্রডফুট গোলাপ সিংহের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যেকের পক্ষেই যে প্রযোজ্য ও সত্য—তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি মনে করিতেন, ইংরাজগণের পঞ্জাব-বিজয়ে স্বতই সাধ এবং তাহারই বড়যন্ত্র করিতে তাঁহারা ব্যস্ত। (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1145.)

সাধন করতঃ অমৃতসরের সন্ধি-বিধান করিলেন। আম্বুর রাজা এককাল ইংরাজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের বড়ই বিরোধী ছিলেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত লাহোরের মন্ত্রীরূপে নিজ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অক্ষম হইলেন, এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের জায়গীরস্বরূপ স্বীয় নিরাপদ বিষয়ে হতাশাস হইয়া পড়িলেন। এদিকে লাল সিং, তেজ সিং এবং অন্যান্য ক্ষমতাপন্ন নেতৃবৃন্দ সৈন্যগণকে দমন করিতে পারিলেন না। সুতরাং সৈন্যগণের শাসন-সম্বন্ধে তাঁহারা আপনাদের অক্ষমতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিয়া কোন যুদ্ধে লিপ্ত করাই যুক্তিযুক্ত; এই উপায়ে তাহাদিগকে স্থানান্তরে রাখাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই যুদ্ধে যে তাহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে এবং তাহাদের দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতা ধ্বংস হইবে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করা অপেক্ষা, এই উপায়ে তাঁহারা অধিকতর নিশ্চিতরূপে মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, এবং ক্ষমতা লাভের পথও পরিষ্কৃত হইবে। সুতরাং যাহাতে পঞ্জাবের স্বাধীনতা লোপ অবশ্যম্ভাবী, সেরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে তাঁহারা নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকাশ করিলেন না। *

* Compare Inclosures to the Governor-General's letter to Secret Committee of 31 December, 1845. "Parl. paper", 16th Feb. 1846 p. 27 (গুপ্ত সভায় গবর্ণর জেনেরল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং পার্লামেন্টের কাগজপত্র— ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬, ২৭ পৃঃ—দ্রষ্টব্য।) এস্থলে জনৈক শাহ জোয়াহির সিংহের অভিভাবকতার এবং মহারাণীর অব-প্রণয় সম্বন্ধে কোন বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রেরিত কাগজ পত্রে, এই সকল ঘটনায় কেবলমাত্র লাহোর দরবারের

যদি সৈন্যদিগের স্বতন্ত্র সম্প্রদায় (Committee) সমষ্টি ইংরাজদিগের পক্ষেও কোনরূপ সামরিক সাজ-সজ্জা উপলব্ধি না করিতে পারিল, তাহা হইলে,—পূর্ব্বকালে তাহারা পরাক্রান্ত মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশ-অনুসারে কোন বিষয়ে ভক্তিমান্ না হইয়া ছিলী

(Court) অকর্ম্মণ্যতার এবং মূর্খতারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। হয়তো সময় সময় জাওয়াহির সিংহকে মাদকোন্মত্ত হইতে দেখা গিয়াছে; মহারাণী হয়তো তাঁহার ব্যভিচারের বিষয় সর্ব্বাধিক গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণের সম্মুখে তাঁহারা হয়তো কদাচিৎ অশোভনীয় ব্যবহার করিয়াছেন। প্রধানতঃ যখন বিদেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিত, তখনও শেষ পর্য্যন্ত রাজদরবারের আড়ম্বরকীয় রীতিনীতি অতি সতর্কতার সহিত পালিত হইত। সাহাজাদাদিগের গার্হস্থ্য জীবন অধিক দূষণীয় ও লজ্জাস্পদ হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণের নৈতিক অবস্থা আদর্শস্থানীয়। অধিকন্তু শাসনকার্য্যে নিযুক্ত সাধিগণও জনসাধারণের এই অবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অসৎ স্বভাবের ও পাপের তুলনায় সাধারণ কার্য্য-প্রণালীতে উহার প্রাবল্য অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছিল। অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তিগত দোষ অতিরঞ্জিত করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও বার্ত্তাবাহকদিগের মধ্যে যথেষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল; এবং যেরূপ প্রবল অথবা লালসা-পরায়ণ হইয়া এই সমস্ত বিষয় বিকৃতভাবে বর্ণনা করায়, তাহাতেই কূট-নৈতিক কার্য্য সর্ব্বদাই দূষণীয় বলিয়া বিদিত এবং কলঙ্কিত হইয়াছে। আর একটী শেষ কথা এই যে, হিন্দুস্থানে ইংরাজদিগের দেশীয় (native—ভারতীয়) দূতকর্ম্মচারিগণ, অধিকাংশ স্থলেই বেতনভোগী এবং অর্থলোলুপ, তাহারা প্রায়শঃই অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত অথবা মধ্যশ্রেণীর

অভিমুখে যাত্রা করিলেন—বর্তমান সময়ে, লাল সিং ও তেজ সিংহের ন্যায় অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণের কপট উৎসাহ ও পরামর্শে কর্ণপাত করিত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণের মত ও উদ্দেশ্য সকলই হঠকারী সৈন্যদিগের বিশ্বাসের সহিত মিলিয়া গেল—সকলই সৈন্যগণ বিশ্বাস করিল। যখন বিপক্ষদল সৈন্যদিগকে বিদ্রূপস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'খালসা' রাজ্য ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এবং লাহোরের সমতলভূমি বহুদূরবর্তী বিদেশী ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ক্রমশঃ অধিকৃত হইতেছে; সুতরাং তখন কি তাহাদের নিরুদ্বেগচিত্তে সে সকলই দর্শকের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে

রহে। তাহারা ভাবে যে, কাহারও দুর্নাম বা অপবাদ রটাইতে পারিলেই প্রভুকে সন্তুষ্ট করা হয়; অথবা তাঁহার সুরে সুর মিশাইতে পারিলেই প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহাদের সহিত শত্রুতা কিম্বা মনোমালিন্য আছে, প্রধানতঃ তাহাদের অপবাদ ঘোষণা করাই এই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য। এস্থলে তোষামোদ করার অভ্যাস বদ্ধমূল ও স্বাভাবিক। সাধারণের বিশ্বাস,—ইংরাজগণ আপনাদিগের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন, এবং অপরের নিন্দাবাদে আনন্দিত হন। এই সকল বিশ্বাস এত প্রবল যে, স্বাধীন রাজা অথবা আশ্রিত রাজগণের নিকট মৌখিক অথবা লিখিত সংবাদ (রিপোর্ট) প্রেরণ করিতে হইলে, স্থানীয় নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ প্রতিযোগিগণের নিন্দাসূচক কোন কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই হেতু লাহোরের সংবাদদাতা তাঁহার ব্যবসায়োপযোগী স্বভাববশতঃই এই ব্যভিচারিতায় দুষ্ট বর্ণন করিয়াছেন। ইহার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে, হয় তো তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইংরাজ জাতি যাহা শুনিতে বা জানিতে অভিলাষী, তিনি তাহাই প্রেরণ করিতেছিলেন।

চাহিয়া দেখা উচিত? তখন তাহারা একবাক্যে উত্তর করিল যে, গোবিন্দের সাধারণতন্ত্রভুক্ত সকলেই প্রাণপাত করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিবে, এবং সমবেত খালসা সৈন্য যুদ্ধাভিযান করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে আক্রমণকারিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।* যে সময়ের কথা বলা হইতেছে অর্থাৎ নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে, লুধিয়ানার সন্নিকটস্থ দুইটী জনপদ পৃথকভাবে স্বতন্ত্ররূপে স্থাপিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ ঘটিল। যে সকল অপরাধী ব্যক্তি এই দুইটি স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই,—এইরূপ ব্যবহারের এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইল।† যখন ইংরাজ এবং শিখ উভয় পক্ষই পরস্পর সদ্ভাবে শান্তিভোগ করিতেছিল, তখন এইরূপ ব্যবহার কতই অস্বাভাবিক ও নীতিবিরুদ্ধ। এই ব্যাপারে বাধ্য হইয়া গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং কালবিলম্ব না করিয়া সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। ইংরাজদিগের এই ব্যবহারে 'পঞ্চায়েৎগণের' চিরপোষিত মানসিক সন্দেহ সকলই বিদূরিত হইল। শিখজাতি তখন দলে দলে সমবেত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। রণজিৎ সিংহের সমাধি ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শিখ-জাতি 'খালসা'র প্রতি বিশ্বাসী হইতে

* মূল গ্রন্থে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুরূপ অনেক বিবরণই তাৎকালিক ব্যক্তি বিশেষের পত্রাদিতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

† ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বরের পর হইতেই, সম্ভবতঃ মেজর ব্রডফুটের সরকারী পত্রাদি বন্ধ হয়। হয়তো, সেই কারণেই সরকারী চিঠি-পত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।* এইরূপে মুখ্য শাসিত্র অভাবে, শিখজাতি উত্তেজিত হইয়া ১৭ই নবেম্বর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহার কয়েক দিন পরে, লাহোর হইতে দলে দলে সৈন্য গমন করিতে লাগিল। ১১ই ডিসেম্বর তাহারা হারিকি এবং কাসুরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া ১৪ই ডিসেম্বর কতক সৈন্য ফিরোজপুরের কয়েক মাইল দূরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।†

এইরূপে শিখ জাতির উত্তেজনার সূত্রপাত হইল। ইংরাজগণ পঞ্জাবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শান্তিতে কালযাপন করিতে একান্ত অভিলাষী ছিলেন,—একথা বলিয়া লইলে, তাঁহারা পরে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব অঙ্গীকার সুসঙ্গত পালন করার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা, ঐতিহাসিক বৃত্তান্তবেত্তা এবং ব্যবহারিক জীবনে অবগত হইয়াও, রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরাজদিগের ন্যায় বিচক্ষণ রাজশক্তির যেরূপ দূরবস্থা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য, ইংরাজদিগের সে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতারও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। কেবলমাত্র কাল্পনিক শিখ আক্রমণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল; কেবল হীনবল প্রতিবেশীর অনিষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। কিন্তু অতীত কালের মূল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় নাই; তদনুসারে সান্নিধ্য প্রদেশে কোন

* The Lahore news-letter of the 24th November, 1845, prepared for the Government.

† Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2d and 31th December, 1845, with Inclosures (Parl. papers, 1846.)

সৈন্যদল অথবা ইংরাজ প্রজা কিছুই ছিল না। এই ব্যবস্থা অনুসারে অধীনস্থ মিত্ররাজ্যগুলি ইংরাজ-রাজ্যের এবং লাহোরের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে অৰ্দ্ধসভ্য সৈনিক-রাজ্যের এবং শিষ্ট ও শিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের পরস্পর দুরাশি নিবারিত হইতে পারিত। ইংরাজ শাসন-কর্ত্তৃগণের সংকল্প অবিশ্বাস-যোগ্য নহে; কিন্তু মনুষ্যজাতি-বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা এবং বিচার-শক্তি জলাঞ্জলি দিয়াই, কেবল তাঁহাদের সততার বিষয় স্বীকার করা যাইতে পারে।

তখনও ইংরাজদিগের এই অপ্রশংসনীয় আশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। তাঁহাদের এই ভয়ের কোনই কারণ ছিল না। সীমান্তবর্ত্তী নদীর উপর নৌ-সেতু নির্ম্মাণার্থ পোত আহরণে শত্রুতার কোনই চিহ্ন পরি-লক্ষিত হয় নাই। অবিনীত জাতির উপর ইহার প্রভাবে কি ফলোৎ-পাদন হইবে, তাহা কেহই অনুধাবন করেন নাই। তাহাদের আশার কারণ অপেক্ষা, ভয়ের কারণই অধিক ছিল; কারণ শিখগণ দেখিল, এক লাহোরের পথ ব্যতীত সৈন্য পরিচালনার আর কোন উপায় নাই। ইংরাজগণ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গোবিন্দের শিষ্যদিগকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দের শিষ্যগণের সঞ্জীবনী শক্তি প্রকৃত ভাবে বুঝিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহা তাঁহাদিগের নিরবচ্ছিন্ন বিজয়-লাভের পক্ষে মহৎ অশুভজনক ও সাংঘাতিক অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মনে করিলেন, শিখজাতি আফগানদিগের সমকক্ষ নহে; কিংবা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণেও অক্ষম;—একথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহারা মনে করিলেন, শিখজাতি বীরোচিত গুণগ্রামে [illegible] পার্ব্বত্যজাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী সংবাদে লাহোর সৈনিকগণ "ইতর" জাতীয় (Rabble) বলিয়া অভিহিত হইল। পরবর্ত্তী বর্ণনায় [illegible] সৈন্যদল, দেশীয় যোদ্ধার এবং গৃহস্থ সমূহে গঠিত বলিয়া উক্ত

হয়, তথাপি তখন পর্য্যন্তও ইংরাজগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সৈন্য সম্প্রদায় হিসাবে লাহোর সৈন্য দিন দিন দুর্ব্বল প্রায় হইতেছে; * বস্তুতঃ কতকগুলি ইংরাজ-কর্ম্মচারী এবং ভারতীয় সিপাহীর বিশ্বাস ছিল, দৃঢ়তার সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়া অল্প পরিমাণ অশ্বের অস্ত্র—গোলাগুলি সাহায্যে তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। কিন্তু এস্থলে যে বিশেষ দক্ষতার ও চতুরতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে এবং সেই যুদ্ধ বহুকাল চলিবে,—তাহা তাঁহারা কখনও মনে করেন নাই। †

---

* Major Broadfoot to Government, 18th and 25th January, 1845. এক বৎসর পূর্ব্বে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল লরেন্স (Calcutta Review, No iii. p. 176, 170) বলিয়াছিলেন, ভারতীয় অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের ন্যায় শিখসৈন্য অতি শিষ্ট; মহারাজপুরের যুদ্ধে গোয়ালিয়রের সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা শিখসৈন্য কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তবে লাহোরের গোলন্দাজ সৈন্য যে অতি দুর্দ্ধর্ষ, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার মতে গোলন্দাজ শিখসৈন্য আমাদ বর্দ্ধনে বিশেষ পটু। তাঁহার (Adventurer in the Punjab, p. 47. note k) গ্রন্থে তিনি মারহাট্টা সৈন্যেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

† আবার ম্যাজর স্মিথের মতে, ইংরাজদিগের সিপাহী সৈন্যগণ শিখসৈন্যের বিশেষ প্রশংসা করিত। কিন্তু ইংরাজগণ নিজেরাই শিখদিগকে কাপুরুষ ও অহঙ্কারী বলিতেন। (Major Smith's "Reigning Family of Lahore, Introduction," xxiv. and xxv.) Compare Dr. Macgregor, "History of the Sikhs". ii. 89, 90.

ইংরাজগণ শত্রুদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াই বিরত হন নাই। শিখদিগের প্রথম আক্রমণের বিষয় তাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণ যে ভাবে ও যে উপায়ে সম্পাদিত হইবে, ইংরাজগণ তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে,—মন্ত্রি সভা, অথবা এমন কি সৈনিক সম্প্রদায় বলপূর্ব্বক নদী পার হইতে সাহসী হইবে; এবং সমভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করিবে। রাজগণের বিদ্রোহবাঞ্জক মত সম্বন্ধে ইংরাজগণ সকলই অবগত ছিলেন; শিখসৈন্য যে একতা এবং গম্ভীর ভাবের অধিকারী তাহাও তাঁহারা জানিতেন; তথাপি ইংরাজগণ সে সকলই সমভাবে উপেক্ষা করিলেন। তাঁহাদের তখনও বিশ্বাস যে, ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ ঘটিবে; তাহাতে ইংরাজদিগের বাধা প্রদান আবশ্যক হইবে, এবং তাঁহারা আপনাদিগের সুবিধামত যথেচ্ছাচার করিতে পারিবেন।* এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়ায়, নৌ-সেতু

* Compare the Governor-General to the Secret Committee, 31st. December, p. 1845 ('Parl. Papers,' 1846) and the 'Calcutta Review', No, xvi. p. 475. সিক্রেট কমিটীর বা গুপ্তমন্ত্রণা সভার নিকট গবর্ণর জেনেরেলের পত্র, তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৪৫ (পার্লামেন্টের কাগজ পত্র, ১৮৪৬) এবং কলিকাতা রিভিউপত্রের ষোড়শ সংখ্যার ৪৭৫ পৃষ্ঠা। এই সময়ে কোন একটী বিষয় লইয়া, ভারতবর্ষে বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছিল; তৎসম্বন্ধে এস্থলে কয়েকটী কথা বিশেষ আবশ্যক। সেই বিষয়টী এই;—ম্যাজর ব্রডফুটের সহকারী কাপ্তেন নিকল্সন এই সময়ে ফিরোজপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। নিকল্সন পুনঃপুনঃ ম্যাজর ব্রডফুটকে জানাইলেন যে, শিখ-সৈন্য শতদ্রু নদী অতিক্রম করিতে

নির্ম্মাণার্থ পোত, সৈন্যদল এবং কামান প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী সমুদায় দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু খাদ্য, যুদ্ধোপকরণ, যানাদি এবং চিকিৎসোপকরণ প্রভৃতি যুদ্ধকালীন আবশ্যকীয় বস্তু সকলই নিতান্ত

উদ্যোগী হইয়াছে। তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট অবিশ্বাসবশতঃ সহকারীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার মনে হইল না যে, শিখ-সৈন্য শতদ্রু পার হইতে সমর্থ হইবে। ভারতীয় জনসাধারণ এ বিষয় স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, কাপ্তেন নিকলসন যেন কয়েকমাস ধরিয়া, অথবা এক বৎসর কি ততোধিক সময় পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংরাজ-অধিকৃত প্রদেশ সমূহ শিখ-সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। পরিশেষে শিখ-সৈন্য কি করিবে তৎসম্বন্ধে কাপ্তেন নিকলসন অজ্ঞাত, সকলেই প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সপ্তাহ কি সমসংখ্যক দিবসের মধ্যে শতদ্রু অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে, ম্যাজর ব্রডফুট, কাপ্তেন নিকলসনের সমুদায় রিপোর্টই অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। লাহোর সৈন্যের কুচ যাত্রা, নিকট আগমন, শতদ্রু তীরে লাহোর-সৈন্যের সেনানিবাস স্থাপন, এবং শতদ্রু অতিক্রমণ সম্বন্ধে তাহাদের একান্ত স্থির-প্রতিজ্ঞতা, প্রভৃতি সকল বিষয়ই কাপ্তেন নিকলসন জানাইয়া-ছিলেন। ম্যাজর ব্রডফুট এ সমুদায় বিশ্বাস না করিয়া, শিখদিগের রাজধানী লাহোর হইতে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসঘাত-কতাপূর্ণ হইলেও, তাহাতেই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ব্রডফুট বুঝিয়াছিলেন, শিখ-সৈন্যের শেষ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এই সংবাদই তাঁহার [illegible]। ইহাই যে সত্য [illegible], [illegible] হইতে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের [illegible]

পড়িয়া রহিল; কোন কোন দ্রব্য আগ্রা হইতে আসিয়া পৌঁছিল না, কিংবা তখনও আবশ্যকীয় বস্তু আহরণের কোনই উদ্যোগ হইল না।*

* সেই সময় গবর্ণর-জেনারেল এই মর্ম্মে "গুপ্ত সমিতির" নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। (Parl. Papers. 1846, p 26, 27.)

"কলিকাতা রিভিউয়ের" ষোড়শ সংখ্যায় যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেই প্রবন্ধ-লেখক, ম্যাজর ব্রডফুটের দোষস্খালনের চেষ্টা করিয়াছেন। সীমান্ত-প্রদেশস্থ সকল কর্ম্মচারীই যে এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি তাহাই দেখাইয়া ব্রডফুটকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যাহা হউক, সাধারণতঃ বলিতে গেলে, তখন শিখ আক্রমণের কোনই সম্ভাবনা ছিল কি না—প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচার্য্য বিষয় নহে। শিখসৈন্যের শতদ্রু অতিক্রমণের সম্ভাবনা জানিয়া, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতেই ম্যাজর ব্রডফুটের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল কিনা—এস্থলে তাহাই বিচার্য্য। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে একমাত্র ম্যাজর ব্রডফুটই জানিতেন, শিখসৈন্য তৎকালে কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল। সমালোচক এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ১৭ই নবেম্বরের সংবাদ ভিন্ন অপরাপর কর্ম্মচারী তাহার পর আর কোন আধুনিক ও নূতন সংবাদ প্রদান করেন নাই। অতএব এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যবং ম্যাজর ব্রডফুট ব্যতীত, অন্য কাহারও শতদ্রুতীর পরবর্ত্তী ঘটনাবলী বিচারের ক্ষমতা ছিল না। ইংরাজগণ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল জঙ্গী লাটের বরাবর ঐ পত্র প্রেরিত হয়। আপনাদিগকে বজায় রাখিতে হইলে, সেনানিবাসসমূহ সুদৃঢ় করা আবশ্যক—ঐ পত্রে এতৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

† এই সময়ে জনসাধারণে নানা গুজব প্রকাশ করিতে লাগিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই গবর্ণর-জেনারেল আম্বালায় গমন করিয়া সেনাপতির (Commander-in-Chief) সহিত মিলিত হইলেন। যখন নিশ্চিতরূপে বুঝা গেল, শিখ-সৈন্য শতদ্রু অভিমুখে আগমন করিতেছে, তখন উত্তর-প্রদেশস্থ ইংরাজ-সৈন্যগণও বাধা প্রদানের জন্য পরিচালিত হইল। আম্বালা, লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুরের সৈন্যগণই অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত সতের হাজার; তাহাদের সহিত ৬৯টী কামান ছিল। শেষোক্ত সৈন্যদলের প্রতি প্রথম আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝিয়া, আম্বালা-সৈন্য অন্য কোথাও বিলম্ব না করিয়া, তাহাদের দলপুষ্টির জন্য সেই সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইল। এদিকে লুধিয়ানার ক্ষুদ্র দুর্গ রক্ষার জন্য যে সৈন্য ছিল, লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই সৈন্য সহ লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, লর্ড গাফের অধীনে যথাসম্ভব অতিরিক্ত সৈন্য স্থাপন করিবেন, এবং শিখগণ শতদ্রু-নদী অতিক্রম করিলে, লর্ড গাফ সেই সৈন্য লইয়া শিখদিগের সম্মুখীন হইবেন। *

কিন্তু সাধারণের সে মন্তব্য ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। তাহারা বলিল, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ চলিতে থাকিলে, লর্ড হার্ডিঞ্জের ন্যায় একজন সুদক্ষ ও প্রসিদ্ধ সৈনিক-পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-গবর্ণমেণ্ট সৌভাগ্যবান বটে; কিন্তু লর্ড এলেনবরা এ সময়ে গবর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে, সৈন্যগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিত।

* "কলিকাতা রিভিউ" (No. xvi. p. 472) অনুসারে, তৎকালে [illegible] ১৭,৭২৭ সৈন্য ছিল। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের সংবাদ অনুসারে জানা যায়, তখন [illegible] সৈন্য-পরিমাণ—১৮,৭০০ [illegible] ৩২,[illegible] সৈন্য আম্বালা হইতে [illegible]

এই সময়ে লুধিয়ানায় একদল শিখ-সৈন্য প্রেরিত হয়। অবস্থানুসারে সুবিধা পাইলেই বিপক্ষ দল আক্রমণ করিবে, তাহাদের প্রতি সেইরূপ আদেশ ছিল। এক্ষণে সেই লুধিয়ানার সৈন্য ব্যতীত সুসজ্জিত লাহোর সৈন্যের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ হাজার হইয়া পড়িল। তাহাদের সহিত কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সর্ব্বসমেত ১৫০টী ছিল। এই সময়ে শিখ-সৈন্যের পরিমাণ বর্ণিত সংখ্যা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ছিল। বিজেতৃবৃন্দ ও পরাজিত ব্যক্তিগণ সকলেই সৈন্যদল সম্বন্ধে সাধারণতঃ অতিরঞ্জিত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত হয়, শিখদিগের স্থায়ী সৈন্যদল, ইংরাজ-সৈন্যের দেড়গুণ অধিক ছিল;—কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, বহুসংখ্যক অশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া যোগদান করায়, আক্রমণকারিগণের সৈন্য পরিমাণ যে প্রতিপক্ষ ইংরাজের সৈন্য সংখ্যায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল,—তন্মধ্যে এই সৈন্যই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

* গবর্ণর-জেনারেল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর যে "ডেস্প্যাচ" প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়,—তৎকালে শিখ-সৈন্যের সংখ্যা ৪৮ হাজার হইতে ৭০ হাজার ছিল। কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে, সমগ্র দেশের স্থায়ী সৈন্যের পরিমাণ,—৪২ হাজার পদাতিকের অধিক নহে। লাহোর, মুলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীরের সৈন্যদলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আবার আক্রমণকারী সৈন্যের অধিকাংশই ইহার মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রকার সৈন্যের মোট সংখ্যা ৩০ হাজার গণনা করিলে, অনেকটা ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

শিখ-সেনাপতিগণ ফিরোজপুর আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দুর্গ-রক্ষক সাত হাজার বৃটিশ-সৈন্যের প্রতি তাঁহারা কোনই আক্রমণ করিলেন না। সেনাপতি সার জন লিট্‌লার যথোচিত তেজঃ-গর্ব্বের সহিত এই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন; সুতরাং তাহারা অগণ্য শিখ-সৈন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিল। নিরাশ্রয় সৈন্যদলের ধ্বংস সাধন করিয়া, ইংরাজকর্ত্তৃক বিপদগ্রস্ত হওয়া, লাল সিং ও তেজ সিংহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ-পক্ষীয় সমবেত সৈন্য কর্ত্তৃক যাহাতে শিখ-সৈন্য বিপর্য্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কৃতজ্ঞ বিজেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকেই বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করেন,—তাহাই লাল সিং ও তেজ সিংহের একান্ত বাসনা। সুতরাং তাঁহারা ফিরোজপুর আক্রমণ করিলেন না; পরন্তু, তাঁহারা স্থানীয় কর্ম্মচারিগণকে নিজ নিজ গূঢ় অভিসন্ধি এবং যথেষ্ট সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষণার ভাব প্রদর্শনেরও আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব সহজ-লভ্য ফতেপুর দুর্গ অস্পৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজ-সৈন্যের অধিনায়কদিগকে আক্রমণের আবশ্যকতাই শিখ-সৈন্যের নিকট তাঁহারা পুনঃপুনঃ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—গবর্ণর-জেনারেলকে বন্দী করিতে পারিলে, অথবা তাঁহাকে নিহত করিলে, খালসার যশঃ-প্রভার চারিদিক উদ্ভাসিত হইবে। * যে পর্য্যন্ত গবর্ণর-জেনারেল নিহত অথবা বন্দী না হন,

---

* ফিরোজপুরে ইংরাজদিগের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার নাম কাপ্তেন নিকল্‌সন। এই সময়ে লাল সিং তাঁহার নিকট পত্রাদিতে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিতেন,—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদেরও তাহাই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঐ কর্ম্মচারীর অকাল-মৃত্যুতে লাল সিংহের প্রেরিত পত্রাদির বিষয় কিছুই জানা যায় না। [illegible]

রাজা তেজ সিংহ।

[৫০১ পৃষ্ঠা।]

এবং যত দিন ইংরাজনায়কগণ আক্রান্ত না হন, তত দিন অন্যান্য স্থানে আক্রমণে বিরত থাকিতে, তাঁহারা শিখ সৈন্যকে উপদেশ দিলেন। যুদ্ধাদি-ব্যাপারে সর্ব্বসম্মত যুক্তি-পরামর্শের আবশ্যকতা শিখ-সৈন্য বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান শাসন-কর্ত্তাদিগের সহিত একমত হইয়া, তাহারা সৈনিক-সমিতি এবং অপরাপর সমিতির ক্ষমতা কিছু-কালের জন্য উপেক্ষা করিয়াছিল। এইরূপে এই সকল অযোগ্য ব্যক্তি অতি সহজেই তাহাদের হেয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। * সামরিক বিধি-ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মানুসারে বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপন কালে, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের নিয়োগ সময়ে, সেনাপতি ও নিম্ন-পদস্থ দলপতিগণ আপনাপন স্বার্থ-সাধনো-দ্দেশ্যেই কার্য্য করিয়াছিলেন। যে শক্তি বলে সামান্য সৈনিক-পুরুষও গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্র রক্ষা-কল্পে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই স্বর্গীয় শক্তির প্রতি সকলকেই কতকটা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। তখন সৈন্যগণ একই উদ্দেশ্য এবং একই কার্য্য-সাধন-কল্পে অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই সকল সৈন্য পরিচালনায় সেনাপতিগণ অক্ষম ছিলেন; তাঁহারা যুদ্ধ-কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; স্বার্থ-সাধনই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা অনুচরবর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাত-কতা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। সুতরাং এইরূপ উৎসাহশীল সেনাগণ

কি আশা দিয়াছিলেন,—তাহাও এক্ষণে জানিবার কোন উপায় নাই ;—Compare Macgregor's. "History of the Sikhs", ii. 80.

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর লাহোর হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট একখানি সংবাদ পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে জানা যায়,—লাল সিংহ লাহোর-গবর্ণমেণ্টের উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তেজ সিংহ সেনাপতি পদে বরিত হন।

দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে, পরিণামে কি-কুফল উৎপন্ন হইতে পারে,—তাহা সহজেই বুঝা যায়। ফলতঃ, যেরূপ ক্ষিপ্র-কারিতা সহকারে কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র এবং আহার্য্য দ্রব্য বৃহৎ নদীর পরপারে আনীত হইল, তাহা হইতেই এ বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। প্রত্যেক শিখ এই যুদ্ধ যেন আপনার বলিয়া মনে করিল; প্রত্যেকই মজুরের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। যুদ্ধ সময়ে অস্ত্র-শস্ত্র কামান-বন্দুকাদি চালনায়ও তাহারা অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকেই কামান-বন্দুক বহন করিল; বলদ ও উষ্ট্রচালকরূপে কার্য্য করিতে লাগিল; এবং আনন্দোল্লাসে পোতে মাল বোঝাই এবং মাল খালাস করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা বিত্তভোগী সৈন্যের ন্যায় অপটু, অলস কিংবা অবাধ্য ছিল না। বহু আয়াস ও যত্ন-পোষিত বিত্তভোগী সৈন্য দেশের জন্য কিংবা বিদেশী প্রভুর মঙ্গল-কামনায় কদাচ অনুপ্রাণিত হয় না। কিন্তু শিখ-জাতি স্বদেশের স্বজাতির মঙ্গল-কামনায় অকাতরে প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইল। 'খালসা' সৈন্য প্রত্যেকেই কার্য্যকুশল এবং দৃঢ়মনা। কিন্তু তাহারা কখনও এরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই। এশিয়া-খণ্ডের সর্ব্বত্রই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজ সৈন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শিখজাতি ইংরাজ সৈন্যের ভয়ে স্বভাবতঃই ভয় পাইত; তজ্জন্য তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল এবং সামরিক নীতিও কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। একণে শিখ-সৈন্য সিন্ধু নদ অতিক্রম করায় সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ হইল। অতঃপর শিখ-সৈন্য আপনাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া চমকিত হইয়া উঠিল; তাহাদের একদল সৈন্য তথায় শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; অপর আর একদল বিপৎকালে সাহায্য প্রদানের জন্য রক্ষিত হইল। এইরূপে তাহারা বিপৎপাৎ হইতে অব্যাহতি পাইল। প্রকৃতপক্ষে এই কার্য্য শিখ-জাতির ভীরুতার পরিচায়ক। যখন দুঃসাহসিক সুইডগণ সম্রাট-শ্রেষ্ঠ গাস-

তাঁহাদের অধিনায়কত্বে জর্মণি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহাই অষ্ট্রিয়ার বহুদর্শী সেনাপতিগণের সমক্ষে রোমীয় সৈন্যগণের শিবির সংস্থাপন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল। * যাহার অতুলনীয় সাহস ও বলবীর্য্যে সকলে ভয়-প্রকম্পিত হইত, যিনি কখনও বর্ষা সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই; সেই যুবকশ্রেষ্ঠ বীর টেলিমেকাসও শত্রুর ভয়ে ইথেকার যু বরাজের প্রতি বর্ষা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং শত্রু আশ্রয়লাভার্থ বীরশ্রেষ্ঠ পিতার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। †

এই সময়ে আম্বালা এবং লুধিয়ানায় ইংরাজদিগের দুই দল সৈন্য

* লিপজিগে যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে 'ওয়ারবেনে' গুইষ্টাভাসের এইরূপ করিয়াছিল। কর্ণেল মিচেল বলেন,—শিবির সংস্থাপনের সুকৌশলে এবং সৈন্যগণের রণকৌশলে গাসটেভাস এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন।—Life of Wallestein, p. 210.

† Odyssey, xxii. শিখ-সৈন্য রোমীয় এবং গ্রীকদিগের নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। রাত্রিকালে এবং পথিমধ্যে অবস্থান সময়ে, রোমীয়গণের ন্যায় শিখসৈন্য সুরক্ষিত শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিত, এবং গ্রীকদিগের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিত। পরন্ত ইউরোপীয়গণ তৎকালে যে প্রণালী অনুসারে যুদ্ধ চালাইতেন, তাহাতেই শিখগণ ইংরাজদিগের ভবিষ্যত যুদ্ধনীতি অনুভব করিতে পারিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ নিম্নশ্রেণীর গোলন্দাজ সৈন্য বৃদ্ধি করিতেন, এবং তাহাদের সংখ্যাই প্রবল হইত। শিখসৈন্য পদাতি ও কামান সমভিব্যাহারে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিত; তাহাদের বহু অশ্বারোহী সৈন্যও দেশের সর্ব্বস্থানে দেখা যাইত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়,—স্থানান্তর-যোগ্য ইংরাজ সৈন্যদল ব্যতীত ভারতীয় কিম্বা এসিয়ার কোন সৈন্যই শিখদিগকে পরাজিত করিতে পারে না।

ছিল। ১৮ই ডিসেম্বর সেই দুইদল সৈন্য, ফিরোজপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী 'মুদকি' নামক স্থানে উপনীত হইল। তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না করিতেই, একদল শিখসৈন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তৎকালে সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—মুদকিস্থিত শিখ সৈন্যের সংখ্যা ত্রিশ সহস্রেরও অধিক ছিল; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সৈন্যদলের মধ্যে পদাতিক সৈন্তের সংখ্যা দুই হাজারেরও কম; তাহাদের সহিত ২২টী কামান ছিল, এবং আট হইতে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছিল। * লাল সিংহের অধিনায়কত্বে শিখ-সৈন্য ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথম অভিসন্ধি অনুসারে, শিখ সৈন্যদিগকে ঘোর সমরসাগরে ভাসাইয়া দিয়া, লাল সিং তাহাদিগকে পরিত্যাগ

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর লর্ড গাফ্ এক 'ডেসপ্যাচ' প্রেরণ করেন; তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা তখন ৩০ হাজার ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে ৪০টি কামান ছিল। এই সময় কাপ্তেন নিকলসন ফিরোজপুর হইতে একখানি বে-সরকারী পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে জানা যায়, তৎকালে শিখ-সেনার পরিমাণ সাড়ে তিন হাজারের অধিক ছিল না। বস্তুতঃ তাঁহার গণনায় শিখ-সৈন্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। পরে অনুসন্ধানে জানা যায়, শিখদিগের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা কম ছিল, এবং তাহারা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ফিরুসহরে যে কয়েকটী সৈন্যদল ছিল, সেই কয়েকটী ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেকটী হইতে অল্প অল্প সৈন্য লইয়া, এই পদাতিক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। (The Calcutta Review, No xvi, p. 489.) কলিকাতা রিভিউ পত্র অনুসারে জানা যায়,—শিখদিগের নিকট বাইশটী কামান ছিল; এই হিসাব কিছু নির্দ্ধারিত হইয়াছে—ইহাই সত্য বলিয়া অনুমিত হয়।

করিয়া চলিয়া গেলেন ; সুতরাং তাহারা পরিচালক বিহীন হইয়া আপনাদিগের সাহস ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, শিখ সৈন্য পলায়ন করিল ; তাহাদিগের ১৭টী কামান ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। * কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু এই যুদ্ধে জয়লাভ তাঁহাদের গৌরবের উপযুক্ত হয় নাই। সুতরাং শিখ-সৈন্যের পুরোভাগ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে সার জন লিটারের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হওয়াই স্থিরীকৃত হইল। এই সময়ে সারজন লিটারের সৈন্যদল, মুদকি ও ফিরোজপুর হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী ফিরুসহর গ্রামের চারিদিকে অশ্ব-খুর-নালের ন্যায় গভীর ব্যূহ রচনা করিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। † শতাধিক কামান দ্বারা এই সেনানিবাসটী সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। মুদকির যুদ্ধের পর, এই স্থানের ঈষৎ অসম্পূর্ণ পরিখা ইতস্ততঃ এক

---

* এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ২১৫ জন নিহত এবং ৬৫৭ জন আহত হয়। (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর লর্ড গাফ্ যে 'ডেসপ্যাচ' প্রেরণ করেন, তাহাতে এ বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।) তৎকালে লর্ড গাফের অধীনে ১১ হাজার সৈন্য ছিল।

† যে স্থানে এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহার প্রকৃত নাম মূল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। মানুষের "ফিরু" নাম হওয়া অস্বাভাবিক নহে ; "সহর" শব্দ সীমা-নির্দ্দেশক। কোন স্থানের বা নগরের পরিবর্ত্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'ফিরোজ সা' নাম ভ্রমমূলক। কৃষকগণ এবং সাধারণ লোকে 'ফিরুসাহার' শব্দ বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহাদের সেই বিকৃত উচ্চারণ হইতেই সেই ফিরুসহর নাম গঠিত হইয়াছে।

কোমর করিয়া উত্তোলিত হইয়াছিল। তৎকালে সকলেরই মনে হইল, তথায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের স্থান সংকুলান হইতে পারিবে। কিন্তু পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে স্থির হইল, দ্বাদশটী পদাতিক সৈন্যের দল এবং আট কি দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিক সে স্থানে থাকা অসম্ভব। অতএব পার্শ্ববর্ত্তী আক্রান্ত শিখ-সৈন্য, আক্রমণকারিগণকে সর্ব্ববিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। শিখদের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় কামান ছিল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যের অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণীর গোলন্দাজ সৈন্য; তাঁহাদের কামানগুলিও আকৃতিতে শিখদিগের কামান অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল।* কিন্তু বৃটিশ-সৈন্যের সৌভাগ্যে ও বিজয়-শ্রী লাভে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; সুতরাং দশ গুণ অধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে সিপাহী-সৈন্য আনন্দোল্লাসে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল।

২১শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নকালে পূর্ব্বোক্ত সৈন্য সার জন লিটারের সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এই স্থান শত্রুগণের সেনানিবাস হইতে

---

* শিখগণ এবং লাহোরের ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন,—ফিরুসহরের যুদ্ধে ১২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিযুক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমান হয়। গবর্ণর-জেনারেল এবং সেনাপতি (জঙ্গীলাট) উভয়ের প্রতীতি অনুসারে জানা যায়,— শতদ্রুর পশ্চিম তীরে ৬০ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য সমবেত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ অনুমিতি ভ্রমমূলক। লর্ড গাফ বলেন, কয়েকটী ক্ষুদ্র পদাতিক সৈন্যদল ছাড়া, আরও ৩০ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া লাল সিং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি আরও বলেন, ২২শে ডিসেম্বরের যুদ্ধে তাঁহার সহিত কতকগুলি আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। সুতরাং ফিরুসহরে প্রকৃত পক্ষে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে এবং ৩১শে ডিসেম্বরের "ডেস্‌প্যাচ" দ্রষ্টব্য।

চারি মাইল দূরে অবস্থিত। আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা বিন্যাস করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। সূর্য্যাস্তের পর এক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আত্মবিশ্বাসী ইংরাজগণ পরিশেষে অভিপ্সিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজ সৈন্য যুগ্ম-পদ্ধতিতে যুদ্ধ-যাত্রা করিল; চির-প্রসিদ্ধ গোলন্দাজ সৈন্য অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। শিখদিগের কামানসমূহ প্রবলবেগে অগ্নি উদ্গারণ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাদের একটী লক্ষও ভ্রষ্ট হইল না; তাহাদের পদাতিক সৈন্য সুসজ্জিত কামান শ্রেণীর মধ্যে ও পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা অবিচলিতভাবে সৈন্য-বিন্যাসের মধ্য হইতে অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য কখনও এরূপ প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই, কিংবা কখনও এরূপ কঠোর বাধা প্রাপ্তির আশাও করে নাই। সকলেই বিস্ময়ে চমকিত হইয়াছিল। কামান অবতারিত হইল; যুদ্ধোপকরণ বৃথা ব্যয়িত হইল; কতক বা আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল; বৃটিশ সৈন্যের দল ভঙ্গ হইতে লাগিল; দলে দলে সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া গেল; কিন্তু প্রত্যেক সৈন্যদল বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল। অবশেষে সূর্য্যাস্তের পর বিপক্ষ দলের অধিকৃত স্থানের কতকাংশ অধিকৃত হইল। তমসাচ্ছন্ন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে এবং অবিচ্ছিন্ন ঘোরতর যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন অস্ত্রধারী সৈন্য সকলেই এক সঙ্গে মিশিয়া গেল। সেনাপতিগণ তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না, এবং আপনাদের কৃতকার্য্যতার বিষয়ও তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন নাই। কর্ণেলগণ জানিতে পারিলেন না, তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণের কিরূপ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। অথবা তাহারা যে সৈন্য-শ্রেণীর অংশ সেই সৈন্যেরই বা কি পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাও তাঁহাদের জানিবার [illegible] হইল না। শত্রু-পক্ষীয় সৈন্য শ্রেণীর কতকাংশ তখনও [illegible]

ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। শিখদিগের যে কামানগুলি শত্রুহস্তে পতিত হয় নাই, তাহারা সেই কামানগুলি লইয়া বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন্য আক্রমণ করিল; তৃষ্ণা এবং যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত ইংরাজ সৈন্যের প্রতি ঘন ঘন অগ্নি বর্ষণ হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতে ইংরাজ-সৈন্যের হস্ত-পদাদি অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; খড়ের আগুণ জ্বালিয়া তাহারা শরীরের উষ্ণতা-বিধান করিতেছিল। সেই সঙ্কেত পাইয়া, সতর্ক শিখগণ তাহাদিগকে প্রবল-বেগে আক্রমণ করিল। ইংরাজগণ তখন বিপদসাগরে ভাসমান হইলেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি বিদেশে, কি ভারতবর্ষে, ইংরাজদিগের বিজয়ী সৈন্যদল সর্ব্বত্রেই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল: তখন সুশিক্ষার অভাব ছিল বটে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন কৃতকার্য্যতা লাভে সে অভাব হইত। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চ সহস্র বিদেশীয় ইংরাজ-সৈন্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, দেশীয় সৈন্য তাহাদের যুদ্ধ-চাতুর্য্য এবং রণ-কৌশল সকলই শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে এমন সঙ্কটকাল উপস্থিত যে, তাঁহাদিগকে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। সেই চিরস্মরণীয় রজনীতে ইংরাজগণ কদাচিত জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহারা যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা তাঁহারা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের সন্নিকটে আর কোন মজুত সৈন্য ছিল না; বিপক্ষ শিখ-সৈন্য পশ্চাদ্গমন করিয়া, দ্বিতীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারা এক্ষণে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তখন ইংরাজগণ ফিরোজপুরে পলায়নের মনস্থ করিলেন; তাঁহাদের সে সকল অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু সাহসী বীর লর্ড গাফ ভিন্নরূপ কল্পনা স্থির করিলেন; তিনি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ অভিনব নির্ভীকতার সহিত ইংরাজ-সৈন্য এবং প্রবীণ পদাতিক সৈন্যদলের পুরোভাগস্থিত আরোহীর সাহায্যে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন।

পরিশেষে আংশিক জয়লাভে সমর্থ হইয়া, ইংরাজগণ কিছুকালের জন্য বিশ্রামের সুযোগ পাইলেন। ২২শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শিখদিগের অবশিষ্ট সৈন্য তাহাদের শিবির হইতে বহিষ্কৃত হইল। কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শিখ-সৈন্যদলের দ্বিতীয় অংশ রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইল। তখন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত ইংরাজ সৈন্য দেখিল, সম্মুখে ঘোর দুর্দ্দিব উপস্থিত; তাহারা বুঝিল,—ঘোরতর যুদ্ধ সম্ভাবনা, এবং সে যুদ্ধে কোনমতেই জয়লাভ হইবে না। তেজ সিং এই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার একাগ্র এবং অকপট সৈন্যদল, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। কিন্তু ভীতি-প্রদায়ক 'খালসা' সৈন্য যাহাতে পরাজিত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়, তৎসাধনই তেজ সিংহের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং লাল সিংহের সৈন্যদল সর্ব্বস্থলে বিধ্বস্ত হইয়া পলায়নপর না হওয়া পর্য্যন্ত, তেজ সিং বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ পূর্ণ-উদ্যমে পতাকামূলে সমবেত হইল। এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত তেজ সিং কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন; তিনি কয়েকটী কৃত্রিম যুদ্ধের ভাণ করিলেন মাত্র; কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন না। পরিশেষে আপন সৈন্যদলকে অকূল সমর-সাগরে ভাসাইয়া, তিনি তাড়াতাড়ি পলায়ন করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-গণের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; কিছুকালের নিমিত্ত তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তখন ইংরাজদিগের গোলা-বারুদ সৈন্যের যুদ্ধোপকরণ সকলই ফুরাইয়া গিয়াছিল; তাহাদের একদল সৈন্য ফিরোজপুরে, প্রস্থান করিতেছিল।* সেই সময় যদি

---

* ফিরোজসহরের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে লর্ড গফের 'ডেসপ্যাচ' দ্রষ্টব্য।

শিখ-সৈন্য সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে, ইংরাজগণ সহস্র চেষ্টায়ও অবশিষ্ট সৈন্যদলকে রক্ষা করিতে পারিতেন না।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, লর্ড গাফ সেই 'ডেসপ্যাচ' প্রেরণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জও ৩১শে ডিসেম্বর আর একটী সংবাদ প্রেরণ করেন। সেই সকল ডেসপ্যাচে ফিরুসহরের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণিত আছে। অশ্বারোহী সৈন্যদলের কার্য্যকারিতার বিষয় গবর্ণর-জেনারেল বিশেষ-রূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ৬৯৪ জন সৈন্য নিহত, এবং ১৭২১ জন সৈন্য আহত হয়।

'কোয়ার্টারলি রিভিউ' ('Quarterly Review' for June, 1845, P. 203-206) এবং 'কলিকাতা রিভিউ' (Calcutta Review for December, 1847, p. 498.) পত্রের বর্ণনায় কতকগুলি অজ্ঞাত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল বিষয় এই ইতিহাসে উল্লেখ আবশ্যক। তন্মধ্যে দুইটী বিষয় প্রধান;—(১) ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিযোগে ফিরোজপুরে আশ্রয়গ্রহণ করার প্রস্তাব। (২) পর দিন প্রাতে অধিক সংখ্যক ইংরাজ-সৈন্য ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা।

যদি শিখ-সৈন্য সুকৌশলে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে সমর-নীতি অনুসারে ফিরোজপুর অভিমুখে ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়ঃ ছিল; কিন্তু কয়েকজন স্বদেশ-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের আজ্ঞানুসারে শিখ-সৈন্য পরিচালিত হওয়ায়, নির্ভয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থানই, ইংরাজগণ শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। লাল সিং এবং তেজ সিংহের অকর্ম্মণ্যতা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়, ইংরাজ-সেনানায়কগণ সম্পূর্ণরূপ অনুধাবন করিতে পারেন নাই, কিংবা তাহাতে

এইরূপে একটী যুদ্ধে জয় হইল। ৭০টীর অধিক কামান এবং বিজিত ও অধিকৃত রাজ্য লাভ হওয়ায়, বিজয়-শ্রী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজসেনার সপ্তমাংশ এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অত্যধিক উত্তেজনা ও অশেষ পরিশ্রমে ইংরেজসৈন্য অনেকাংশে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে শিখগণ শতদ্রু নদী পার হইয়া নূতন যুদ্ধের আয়োজন করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইংরাজ-পক্ষের বেতনভোগী সিপাহী-সৈন্যগণকে এইবার সমশক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল। কি অস্ত্র-শস্ত্রে, কি সৈন্য সংখ্যায়, কি গোলাগুলি বর্ষণে উভয় পক্ষই সমকক্ষ ছিল। শিখদিগের কামান অপেক্ষা সিপাহীদিগের কামানগুলি নিকৃষ্ট ছিল বলিয়া, সিপাহীগণ ঘোর আপত্তি জানাইয়াছিল। নদীর তীরে দুই তিন ফিট উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপগুলিকে তাহারা দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীর বলিয়া অতিরঞ্জিতভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল; তাহাদের কল্পনাপ্রভাবে বারুদখানা এবং যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি সাংঘাতিক

সমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। এই কারণে সমগ্র ব্রিটিশ-রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, তিনি ও অল্প কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যুদ্ধের অবসানে ফিরুসহরে দুই পক্ষের সেনানিবাস-ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষের অস্ত্র-শস্ত্রাদির অবস্থা উপলব্ধি হইয়াছিল। শিখ-গোলন্দাজদিগের কামানের বৃহৎ নালসমূহ এবং গোলাগুলির গুরুভার লক্ষিত হয়; এবং ইংরেজদিগের ক্ষুদ্র কামানসমূহ তত্তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। শিখদিগের যে সকল কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাতে গোলার কোনরূপ আঘাত-চিহ্ন ছিল না; কিন্তু ইংরাজদিগের কামানসমূহের তৃতীয়াংশ, গাড়ীর উপর অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছিল।

গুপ্ত অস্ত্র ('মাইন') রূপে প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। কেবল ভারতীয় সৈন্যগণই যে বিপক্ষদলের যুদ্ধ আয়োজনে ভীত ও চকিত হইয়াছিল, তাহা নহে; ইউরোপীয় সৈন্যগণের মধ্যেও সে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং ধর্ম্মযাজকগণ প্রমুখ বৃটিশ জনসাধারণের প্রাণেও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহাতে বৈদেশিক অধিকারের শান্তি এবং নিরাপদের বিষয়ে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। * এই সময়ে অতিদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য এবং বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত অসংখ্য সৈনিক কর্ম্মচারী আহূত হইয়াছিলেন। ইংরাজজাতির চিরন্তন রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন ও পুরুষত্রয় অর্জ্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্য রক্ষার জন্যই বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সকলেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সঙ্কট-সময়ে একজন প্রধান সৈনিকের উচ্চ-প্রকৃতি ও স্থিরচিত্ততা, এবং অপর একজন সেনাপতির ঐকান্তিক পরিশ্রম ও যুদ্ধোপকরণের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতায়,

---

* ভেরাসের পরাজয় এবং সেনাদলের ধ্বংসের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অগাষ্টস্ ভয়বিহ্বল হইয়াছিলেন। দিল্লী এবং যমুনার অন্তর্গত প্রদেশ অধিকৃত হওয়ায়, ইংরাজগণও সেইরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। রোমের শক্তিমত্তা, এবং তাহার দুর্ব্বলতার কারণ-পরম্পরা অবগত হইয়াও, সেই [illegible] অগাষ্টস্ জর্ম্মণি কর্ত্তৃক ইটালী আক্রমণের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের আশঙ্কায় বিশেষ দোষারোপ করা যাইতে পারে না। সামান্য ভিত্তির বা অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরায় নির্ভর করিয়া, অতুল ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

সকলেই সন্তোষলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল; কারণ উপস্থিত ঘোর বিপদের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশা অনেকেরই মন হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অতঃপর সৈন্যগণের মুক্তির জন্য ঘোষণাদ্বারা ঈশ্বরোপাসনার আদেশ প্রচারিত হয়। কিন্তু বীর ইউলিসিসের নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, একদেশদর্শী দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহাতে সেই কথাই মনে হয়;—

ঈশ্বরের উপাসনা নরহত্যা হেতু,
সে নহে পবিত্র—শুধু নরকের সেতু।

---

* Odyssey xxii. ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর গবর্ণর জেনারেল এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহাতে সৈন্যদিগকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে কলিকাতার খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ উপাসনার প্রণালী-পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচার করেন। গবর্ণর জেনারেলের উৎকণ্ঠার বিষয় তাঁহার ঘোষণা-প্রচারেই বুঝিতে পারা যায়। সেই ঘোষণায় তিনি শিখ সৈন্যদিগকে স্বদল পরিত্যাগে উৎসাহিত করেন; ভবিষ্যতে বৃত্তি এবং বর্ত্তমানে পুরস্কার দিবার প্রলোভন দেখান। স্বদলত্যাগী ব্যক্তিগণ ইংরেজরাজ্যে আসিয়া কোনরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, শীঘ্রই তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে,—শিখদিগকে তাহাও বলা হয়।

ক্রমওয়েল বা গাষ্টাভাসের সৈন্যদল বিজয়ক্ষেত্রে যে অনুরাগ ভরে নতজানু হইয়া, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়। কারণ, তাহা ঐকান্তিকতাপূর্ণ; এবং উচ্চ হইতে নিম্ন স্তরের সকলের মধ্যেই সেই ঐকান্তিক ভাব প্রস্ফুট হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সেনাদল পরাজিত হইলে, তাহারা সরলভাবে ভর্ৎসিত ও তাড়িত

ক্রমশঃ বৃটিশ-সৈন্যের দলপুষ্টি হইতে লাগিল। ফিরোজপুর হইতে হারিকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সৈন্যদলের সমাবেশ হইল। এদিকে শিখগণও শতদ্রুনদীর পশ্চিম পারে, ইংরাজ সৈন্যশ্রেণীর সমান্তরালভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যুদ্ধোপকরণ এবং বৃহৎ কামান প্রভৃতির অভাবে ইংরেজগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে বিলম্ব হওয়ায়, ইংরাজ সৈন্য শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছিল; তাহাতে বিপক্ষ সৈন্যদল নবোদ্যমে অসীম সাহসে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে শতদ্রুনদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী জায়গীরদারগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিয়া, বরং দেশ মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগের অধীনস্থ লাদোয়ার রাজা এক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। * তিনি এখন কর্ণালের

তখন সম্মান বা অবজ্ঞার চিহ্ন আপনাপনিই প্রকটিত হইত; রাজকীয় আদেশ বা 'সরকারী ঘোষণার' আবরণ তাহার প্রাণভূত হইতে পারিত না। কোন সুসভ্য ও সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার আন্তরিকতাশূন্য বাহ্য উপাসনা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সর্ব্বথা বিরত হইতেন; তাঁহারা সামরিক নিয়মাবলীর পরিপালনে সমধিক ধর্ম্মপরায়ণ হইতেই চেষ্টা করিতেন। দৈনিক উপাসনায় এবং উপদেশে সৈনিক রাজকর্ম্মচারিগণের মানস ক্ষেত্রে সর্ব্বদা ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন; সেইরূপ ব্যবস্থাই সমীচীন। ক্বচিৎ যুদ্ধজয় কালে ঈশ্বরের প্রশংসা-কীর্ত্তন আড়ম্বর মাত্র।

* ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মেজর ব্রডফুট গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সামন্ত (লাদোয়ার রাজা) লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রণজিৎ সিংহের আত্মীয় এবং রাজোরের

সন্নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যভাবে রণজোর সিংহ পরিচালিত শিখসৈন্যদলে যোগদান করিলেন। রণজোর সিংহের সেই সৈন্যদল জলন্ধর-দোয়াব পার হইয়া লুধিয়ানার অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিল। এই সময় লুধিয়ানা সহর শূন্য করিয়া সকল সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধী সৈন্যদলের দলপুষ্টি করে। অবশেষে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি নূতন সৈন্য আনয়ন করিয়া ঐ স্থান সুরক্ষিত করা হয়। যমুনা হইতে ফিরোজপুর অভিমুখে যে সকল ইংরাজ-সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল, এই সকল সৈন্য পরিশেষে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। * জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে লুধিয়ানার নিকট-

---

নিকটবর্ত্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সরস্বতী-নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ বিষয়ে দানশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। লাডোয়ার রাজা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সামান্য শক্তিশালী ছিলেন। তিনি অপরিমিতব্যয়ী এবং ব্যভিচারী বলিয়া পরিচিত। পিতা গুরদত্ত সিংহের অস্থিরচিত্ততা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। গুরদত্ত সিং, এক সময়ে কর্ণাল ও যমুনা নদীর পূর্ব্ব-তীরস্থিত কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন; এবং ১৮০৩ হইতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজদিগকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন।

* কি জন্য সে সময়ে লুধিয়ানায় উপযুক্তরূপ সৈন্য সমাবেশ হয় নাই, তাহার কারণ বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। কি জন্যই বা ফিরুসহরের যুদ্ধের পর, মিরাট হইতে সৈন্য আসিয়া লুধিয়ানা বেষ্টন করে নাই, তাহার কারণও অবিদিত। ফিরোজপুরের অরক্ষিত অবস্থায় সৈন্যদল প্রেরণে ও তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনে, গবর্ণর জেনারেল [illegible] মনোযোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানের সামরিক অবস্থিতির জন্য তিনি বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের [illegible]

বর্ত্তী বাদোয়ালের জায়গীর হইতে পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিবার জন্ত লাদোয়ার রাজা প্রত্যাবর্ত্তন করেন. এই সময়ে তৎকর্ত্তৃক লুধিয়ানার সেনানিবাসের কিয়দংশ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হয়, তৎকালে লুধিয়ানায় অল্পমাত্র পদাতিক সৈন্ত ছিল, অশ্বারোহী সৈন্য আদৌ ছিল না; সেই সুযোগেই তিনি সেনানিবাস ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে বিপক্ষদলের অলস ভাব উপলব্ধি করিয়া প্রধান শিখসৈন্তদল শতদ্রু নদী পুনরায় অতিক্রম করিতে লাগিল এবং পারাপারের জন্ত তাহারা অবাধে একটী সেতু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরাজসৈন্ত নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইল; তাহারা মনে করিল,—সে সময়ে শিখদিগকে আক্রমণ করিলে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা; এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির অভাবে নিজেদের মঙ্গলাদি সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় ঘটিতে পারে। যাহা হউক, স্বভাবতঃই শিখগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং পুনরায় ঘৃণিত বৈদেশিকগণকে আক্রমণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। তাহাদের এই আস্ফালনে কেহ কেহ সুস্পূর্-

---

পরামর্শ হয়, শত্রুর নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ সুরক্ষিত করাই কর্ত্তব্য; শিখদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার পক্ষে, তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এই বিপৎপাতের মধ্যেও সম্ভবতঃ গবর্ণর-জেনারেলের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল।

পঞ্জাবের রাজধানীর এবং শিখসৈন্তগণের প্রধান দলের চতুষ্পার্শ্বে সৈন্ত সমাবেশের জন্ত, লর্ড হার্ডিঞ্জ, সিন্ধুদেশ হইতে সার চার্লস নেপিয়ারকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। মুলতানের প্রতি তিনি এ সময়ে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, পুনঃপুনঃ আক্রমণের সময় উপস্থিত হইলে, বিদ্রোহী সৈন্য-[illegible] তিনি মুলতানে প্রেরণ করিবেন।

রূপ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; ফিরোজপুর ইংরেজদিগের সীমান্ত প্রদেশরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার অসুবিধা ক্রমে ক্রমেই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজগণ এতদিন পর্য্যন্ত কেবল কাগজ-কলমে যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তরবারির দ্বারা তাহা শাসন-সংরক্ষণে কৃতকার্য্য হন নাই, এক্ষণে সেই সকল দেশ হইতে সাহায্য প্রাপ্তি, তাঁহাদের পক্ষে দুরাশা হইয়া দাঁড়াইল। চুন্দকোড় হইতে গোবিন্দ সিংহের পলায়নের সময় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, মোগলবাহিনী মুকুন্দসর বা মুক্তিসরের যে ক্ষুদ্র দুর্গে ইতিপূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, প্রাদেশিক ইংরেজ সৈন্যদলের এবং বিকানীর হইতে আনীত অতিরিক্ত সৈন্যদলের আক্রমণেও এক্ষণে সেই দুর্গ শিখ সাহায্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। বলা বাহুল্য, বিকানীরের সৈন্যদল প্রাদেশিক ইংরেজসৈন্যের ন্যায় যুদ্ধোপকরণ বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দর্ম্মকোটের ক্ষুদ্র দুর্গও এই প্রকারে ইংরেজগণ কর্ত্তৃক দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইলেও, শিখগণ তাহা রক্ষা করিয়াছিল। সারহিন্দের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রক্ষণীয় স্থানের জনসাধারণ সশস্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল; রক্ষী সৈন্য এবং অপরাপর সৈন্যদল অবাধে অগ্রসর হইতেছিল; এক্ষণে তাহারা বাধা প্রাপ্ত হইল। *

---

* সিমলার পার্ব্বত্য নিবাসে বহুসংখ্যক ইংরাজ পরিবার বাস করে। উহা শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তী; কাশৌলি এবং সাবাথু হইতে ঐ স্থানে সহজেই গমন করা যায়। এই সময়ে কতকগুলি শিখ-সৈন্য এবং লাহোরের অধীনস্থ মুণ্ডির জায়গীরদার কর্ত্তৃক সিমলা শৈলের পার্ব্বত্য-নিবাস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ঐ সকল স্থান রক্ষার্থ যত সামান্য যে সৈন্যদল অবস্থিতি করিত, এক্ষণে তাহারা স্থানান্তরিত হইয়াছিল; সুতরাং বিপক্ষ কর্ত্তৃক ঐ সকল স্থান অতি সহজেই

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী ধরমকোট (ধর্ম্মকোট) আক্রমণের জন্ত ম্যাজর জেনারেল সার হারি স্মিথ সসৈন্তে প্রেরিত হইয়াছিলেন; বিনা রক্তপাতে ঐ স্থান আত্ম-সমর্পণ করে। ইহাতে সৈন্তদলের জন্ত রসদ প্রেরণের পথ প্রশস্ত হয়। যে সকল সৈন্তদল কামান, যুদ্ধোপকরণ এবং রসদাদি লইয়া ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদিগের প্রতি বিপক্ষদলের দৃষ্টি না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই সার হারি স্মিথ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গমনাগমনের পথে বিপক্ষদল যে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহা মুক্ত করাও তাঁহার অন্ততম উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জানা গেল, রণজোর সিং সৈন্ত সহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা আক্রমণের জন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তিনি সেই স্থান রক্ষার জন্ত আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ২০শে জানুয়ারী, তিনি জাগরাওন নামক এক বাণিজ্য-বন্দরে শিবির স্থাপন করেন; তাঁহার গন্তব্য স্থান হইতে জাগরাওন ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ফতে সিং আলুওয়ালিয়ার পুত্র জাগরাওনের অধিকারী হইয়াছিলেন: এক্ষণে তিনি তত্রত্য সুদৃঢ় দুর্গ ইংরাজ সেনাপতিকে অর্পণ করিলেন। এই সময় জানা গিয়াছিল, লুধিয়ানার অব্যবহিত পশ্চিমে রণজোর সিং শিবির স্থাপন করিয়াছেন; বাদোয়ালে তাঁহার অল্পমাত্র সৈন্ত অবস্থিতি করিতেছে। জাগরাওন হইতে বাদোয়াল ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত; এক্ষণে চারিদল পদাতিক, তিন দল

হস্তগত হইতে পারিত। কিন্তু স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগণ কতকগুলি পার্ব্বতীয় রাজপুত-সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের দ্বারা এ সকল স্থান রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল স্থান আক্রমণ হয় নাই; কিন্তু নির্জ্জন আনন্দপুর মাখোয়ালের একদল দুর্দান্ত লোককে অব্যাহতি হইতে হইয়াছিল।

শিখ অশ্বারোহী।

[৫১১ পৃষ্ঠায়

অশ্বারোহী এবং ১৮টী কামান আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজ সৈন্যের বলপুষ্টি হইল। তাহারা গভীর রাত্রে বাদোয়াল অভিমুখে যাত্রা করিল। ২১শে জানুয়ারী প্রত্যুষে জানা গেল, প্রায় দশ সহস্র শিখসৈন্য পূর্ব্ব দিবস বাদোয়াল অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যের পুরোভাগ হইতে সেই স্থান তখন আট মাইল মাত্র ব্যবধান। সার হ্যারি স্মিথ বিবেচনা করিলেন, তিনি যদি বক্র-গতিতে দক্ষিণ দিক্ দিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে শিখ-সৈন্য তাঁহার বামপার্শ্বে তিন মাইল দূরে পড়িয়া থাকে; তিনি অবাধে লুধিয়ানার সৈন্য-দলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি অগ্রে পাঠাই-বার জন্য তাঁহারা এক স্থানে অল্পক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিলেন। তখন বন্দোবস্ত হইল,—যুদ্ধোপকরণবাহী পশুপাল সৈন্যদলের দক্ষিণ অংশে সমান্তরালভাবে গমন করিবে; তাহাতে সৈন্যদল কর্ত্তৃক আবৃত থাকায়, বামপার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে কেহই দেখিতে পাইবে না। বাদোয়াল সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ইংরাজসৈন্য দেখিল, শিখগণও সেইরূপভাবে অগ্রসর হইতেছে। বুঝা গেল,—ইংরাজদিগকে বাধা দিবার জন্য তাহারা যেন বক্রগতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, সার হ্যারি স্মিথ আরও দক্ষিণদিকে বক্র-গতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে দাঁড় করাইয়া, পদাতিক সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পথ বন্ধুর বলিয়া, পদাতিকগণ স্বভাবতঃই মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে-ছিল। কিন্তু শিখগণ যুদ্ধার্থ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া, ইংরাজ অশ্বারোহী-দিগের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময় বালুকাস্তূপের পার্শ্বে ইংরাজ-সৈন্যদলের নিক্ষিপ্ত কামানে, শিখ সৈন্য-দিগের গতিরোধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বৃটিশ পদাতিক সৈন্যদল ও তৎপশ্চাৎস্থিত দূর অশ্বারোহী সৈন্যদল একত্র মিলিত

হইল ; শিখ-সৈন্যের গোলাবর্ষণের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। ইংরাজ সেনাপতি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার পদাতিক সৈন্যগণ এই সময়ে নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে, শিখ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইতে পারে, তাঁহাদের সরঞ্জামাদি নির্ব্বিঘ্নে সংরক্ষিত হয়, এবং লুধিয়ানার সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া, সহচরদিগের সহায়তা করিতে পারে। তখন প্রত্যেকেরই মনে ঘোর যুদ্ধের আশঙ্কা উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু পদাতিক সৈন্যদল যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়-মান হইল, তখন দেখা গেল, কর্ম্মকুশল শিখসৈন্যগণ অলক্ষিতভাবে বালুকাস্তূপের পার্শ্ব দিয়া ইংরাজ সৈন্যদলের পশ্চাদ্দিকে কামান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে ;—বিপক্ষ ইংরাজ সৈন্যদিগকে তাহারা বামপার্শ্বে হটাইয়া দিয়াছে, ইহাই তখন বুঝা গেল। শিখগণ অতি বিচক্ষণতার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাতে ইংরাজদিগের সমস্ত সৈন্য যেন এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ; কামানের গম্ভীর গর্জ্জনে হতাহতের আর্ত্তনাদ কর্ণগোচর হইল না। যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধুর ; ক্রমাগত নয় ঘণ্টাকাল আঠার মাইল পথ পর্য্যটন করিয়া সৈন্যদল অবসন্ন ; সুতরাং সহজেই প্রতীয়মান হইল, জয়লাভ করিলেও এই যুদ্ধ সাংঘাতিক হইবে, সংশয় নাই। পদাতিক সৈন্যদল আর এক-বার অগ্রসর হইল ; অশ্বারোহী সৈন্যের দৃঢ়তা এবং কৌশল বলে তাহারা লুধিয়ানার দিকে গোপনে পলায়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল। শিখসৈন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল না। কারণ তাহারা তখন পরি-চালক হীন ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হয়, তাহাদের কোন পরিচাল-কেরই সে ইচ্ছা ছিল না। রণজোর সিং তাঁহার সৈন্যদলকে, যুদ্ধার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কিনা, সন্দেহ স্থল। বিপক্ষ ইংরাজদিগের [illegible] পরাজিত হইল, এবং শিখসৈন্যগণ [illegible], কি

সে পক্ষে সামান্য চেষ্টাও করেন নাই। ইংরাজদিগের সমস্ত যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি একণে শিখসৈন্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইল; তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য কোন নায়ক ছিল না; সুতরাং তাহারা শত্রুদের স্রোত সম্বরণ করিতে পারিল না। ভারবাহী যে সকল পশু লুধিয়ানার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে নাই, কিম্বা কামানের শব্দে ভয় পাইয়া যাহাদিগকে কৌশলে জাগরাওনের দিকে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায় একণে শিখদিগের হস্তে পতিত হইল। সেই সকল যুদ্ধোপকরণ-বাহী গাড়ী প্রাপ্ত হইয়া, শিখগণ ইংরাজদিগের নিকট হইতে কামান কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। *

লুধিয়ানা মুক্ত হইল। কিন্তু এই খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত

---

* গোপনীয় পরামর্শের জন্য যে সভা হইয়াছিল, ১৯শে জানুয়ারী এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী সেই সভায় গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীর লর্ড গফের প্রেরিত কাগজ-পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee 19th Jan. and 3rd February, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1845.) ২১শে জানুয়ারীর খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষের ৬৯ জন সৈন্য নিহত এবং ৬৮ জন সৈন্য আহত হয়। ৭৭ জন সৈন্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শেষোক্ত সংখ্যার কতকগুলি শিখদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। বন্দীদিগের মধ্যে মিঃ ক্যারু নামক একজন ডাক্তার (Assistant Surgeon) এবং কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য লাহোরে প্রেরিত হইয়াছিল।

হওয়ায়, পতনোন্মুখ ভারতের রাজন্যবর্গের মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, গুরুগোবিন্দের শিষ্যগণের সাহসিকতায় ও দক্ষতায় তাঁহাদের বৈদেশিক প্রভুর ভীষণ সৈন্যবল এতদিনে বিধ্বস্ত হইল; স্বদেশের প্রিয় সন্তানগণ জয়লাভ করিল। ইংরাজদিগের অধীনস্থ সিপাহী সৈন্যগণ এইবার পরস্পর গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করিল; তাহারা কার্য্যত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাকলে তাহাদের গৃহাভিমুখে পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের গণ্ডস্থলে কালিমার চিহ্ন লক্ষিত হইল; জয়লাভ অপেক্ষা সংঘর্ষের চিন্তাই তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। গবর্ণর-জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি একণে অবরোধোপযোগী কামানবাহী শকট এবং যুদ্ধোপকরণাদির রক্ষক সৈন্যগণকে নিরাপদ করিবার জন্য বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আক্রমণকারী বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের রক্ষার জন্য এবং বিপক্ষ-পক্ষীয় সৈন্যের আক্রমণজনিত ক্ষতিপূরণার্থ শেষোক্ত ব্যবস্থাই একণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরাজিত সৈন্যদলের নেতা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পরে, একণে কলঙ্ক-পসরা মস্তকে লইলেন; শীঘ্র তাঁহার সে কলঙ্ক মোচনের আশা রহিল না। অন্য পক্ষে শিখগণ আনন্দে উন্মত্ত হইল; ইউরোপীয়গণকে বন্দী অবস্থায় লাহোরে লইয়া যাওয়ায়, তাহাদের উল্লাসের অবধি রহিল না। লাল সিং এবং তেজ সিং মনে মনে ভয় পাইলেন। গোলাপ সিং যুগপৎ মন্ত্রী ও সেনানায়কপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; তিনি একণে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, খালসা সেনা তাঁহাদিগকেও পরাজিত করিতে পারে, তাহারা এরূপ দুর্দ্দম [illegible]। ২৭শে জানুয়ারী, [illegible] শিখ-দিগের [illegible]

উদ্দেশ্য।* তেজ সিংহের সৈন্যদল অশেষ উৎসাহে পুনরায় শতক্র নদী অতিক্রম করিল। পূর্ব্বোক্ত সেতু এইবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে বৃটিশ সৈন্যদলের সম্মুখে শিখদিগের একটী সুদৃঢ় সেনা-নিবাস স্থাপিত হইল। শিখগণ পুনরায় শত্রুদিগের অধিকার মধ্যে পতিত হইয়া, যুদ্ধ চালাইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গোলাপ সিং বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিলেন;—এ সময় শিখগণ যশোগৌরবের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তীকালের পরাজয়ে এবং অধীনতা স্বীকারে শীঘ্রই তাহাদিগকে সে গৌরবভ্রষ্ট হইতে হয়।

২২শে জানুয়ারী রাত্রিযোগে রণজোর সিং, বাদোয়াল হইতে শতক্র নদীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থান লুধিয়ানা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। নদী পার হইবার জন্য পথ অনুসন্ধানে তিনি অবিলম্বে কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার এই অভিযানের উদ্দেশ্য জানা যায় না। শিখগণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই বলিয়াই হয়তো তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎকালে শিখদিগের কয়েকটী মাত্র স্থায়ী সৈন্যদল ছিল; অবশেষে প্রধান সৈন্যদল হইতে কতগুলি কামান এবং ডারিদল (ব্যাটালিয়ন) পদাতিক সৈন্য আসিয়া পূর্ব্বোক্ত শিখ-সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিল। ইহাতে তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় পঞ্চদশ সহস্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এদিকে বিপক্ষদলের পরিত্যক্ত স্থানসমূহ এক্ষণে স্যর হ্যারি স্মিথ অধিকার করিয়া বসিলেন। ক্রমে শিখদিগেরও যেমন সৈন্যদল পুষ্ট হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে ইংরাজদিগের প্রধান সৈন্যদল হইতে একদল

* গোপনীয় পরামর্শ সভার নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী গবর্ণর-জেনারেলের পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, 3rd February, 1846.)

পদাতিক সৈন্য আসিয়া তাহাদেরও দলপুষ্ট করিল। ২৮শে জানুয়ারী সেনাপতি স্যার হারি স্মিথ এগার সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ, কিংবা আপনার অধিকৃত স্থানের দৃঢ়তা সম্পাদন, অথবা অবস্থা বুঝিয়া সেই স্থানের ধ্বংস সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। শিখগণ প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়া স্যার হারি স্মিথ জানিতে পারিলেন,—গুংগ্রানার দুর্গ পুনরুদ্ধার অথবা জাগরাওনের নিকটবর্ত্তী নগরসমূহ অধিকারের জন্য সমস্ত বা কতকাংশ শিখ-সৈন্য দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ-সৈন্যের মধ্যে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানের জন্য যমুনার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে আড্ডা ছিল, জাগরাওন ও গুংগ্রানা তাহার অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। অতঃপর ইংরাজ-সৈন্য এক অধিত্যকার প্রান্তভাগে আসিয়া উপনীত হইল। এই অধিত্যকা অধিক দূর বিস্তৃত আর্দ্র ভূ-খণ্ডকে মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে; সেই নিম্নভূমির মধ্য দিয়া অনির্দ্দিষ্ট বক্রগতিতে শতদ্রু নদীর ক্ষীণপ্রণালী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে উপনীত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি দেখিলেন, বাম পার্শ্বের পরিচালিত বুন্দি সৈন্যের আক্রমণ পরিহার পূর্ব্বক একদল শিখ সৈন্য দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শিখগণ যখন দেখিল, তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, তখন তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত 'বুন্দরী' গ্রাম এবং বাম পার্শ্বের আলিওয়াল গ্রাম তাহারা দখল করিয়া বসিল। সাধারণ সৈন্যের রীতি-প্রকৃতি এবং শিখদিগের জাতিগত ক্ষিপ্রকারিতা অনুসারে, তাহারা আপনাদের কামানের সম্মুখভাগে মৃত্তিকা দ্বারা বাঁধ বাঁধিতে লাগিল। অন্য কোন আশ্রয় না থাকিলেও, তাহারা তৎপশ্চাতে [illegible] [illegible] এবং [illegible] বাধা দিতে [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible]

উদ্দেশ্য। আকস্মিক সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ-সেনাপতি অবিলম্বে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন। বৃটিশ-সৈন্যদলের পুরো-ভাগে অশ্বারোহী সৈন্যদল অবস্থিত ছিল; বাম-পার্শ্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্যদলের মধ্যে তাহাদিগের শাণিত তরবারি ঝকমক করিয়া উঠিল; তখন শ্রেণীবদ্ধ পদাতিক সৈন্যদল এবং তাহাদের অশ্বশ্রেণী পরিলক্ষিত হইল। সেই দৃশ্য কি সুশোভন, কি ভীতিব্যঞ্জক! চক্ষের সমক্ষে যেন সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিফলিত হইল! ইংরাজ সৈন্যের রণসাজ এবং শিখ-দিগের নিশ্চল সৈন্যসমূহের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে লাগিল! সকলেরই অন্তরে আনন্দ, হৃদয়ে সাহস! অগ্রগমনোন্মুখ সৈন্যদলের উল্লাসব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দর্শনে বোধ হইতেছিল, যেন তাহাদের সহযোগী সৈন্যদলের মৃত্যুর ইচ্ছায় তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে; প্রত্যেক সাহসী সৈনিক পুরুষই সেই ইচ্ছায়ই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সৈন্যগণ যখন যুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, প্রতিপক্ষগণ তখন সম্মুখবর্ত্তী ভাবে দণ্ডায়-মান হয় নাই। শিখ-সৈন্য-শ্রেণী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং বৃটিশ সৈন্যের দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অপর আর একদল কিছু কালের জন্য কিয়দ্দূরে পশ্চাতের দিকে অবস্থিত ছিল। শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য-সজ্জার জন্য, ইংরাজগণ আট মাইল পথের মধ্যে একবারও বিশ্রাম করেন নাই; কিন্তু শিখগণ সেই অভাব সত্ত্বেও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। সার হ্যারি স্মিথ বিবেচনা করিলেন,—আলি-ওয়াল গ্রাম আক্রমণ করাই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক; দক্ষিণদিকের পদাতিক সৈন্যদল তদুদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইল। এইবার ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা উপস্থিত। শিখগণ দৃঢ়তার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে কামান বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে শিখদিগের একদল পার্ব্বতীয় পদাতিক সৈন্য আলি-ওয়াল রক্ষা করিতেছিল। তাহারা সংখ্যায় সম্পন্ন; কিন্তু 'খালসার' প্রতি অনুরক্ত নয়;—এই জন্যই যুদ্ধিগণ তাহাদিগকে [illegible] [illegible]

করিয়াছিলেন। অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইলে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল; তাহাদের তাৎকালিক অধিনায়ক রণজোর সিংহও পলায়ন করিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইবার জন্যই যেন একদল সাহসী শিখ-গোলন্দাজ সৈন্য, রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। দক্ষিণদিকের বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যদল এই সময়ে ভীমবেগে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন প্রতিদ্বন্দ্বী শিখসৈন্যের অর্দ্ধেক অংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া বিতাড়িত হইল। ইংরাজ পদাতিক এবং গোলন্দাজগণের বিপুল উদ্যমেও, দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত অবশিষ্ট শিখ-সৈন্য বিপক্ষ-সৈন্যকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। কারণ, তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে স্থায়ী পদাতিক শিখ-সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত ছিল; যাহারা প্রকৃত শিখ, সহজে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? এক্ষণে ইংরাজ-পক্ষে সত্বর বিশেষ উদ্যম আবশ্যক হইল। একদল ইউরোপীয় বল্লমধারী সৈন্য, বেতনভোগী ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে—শিখ-পদাতিকগণের মধ্যে সবেগে নিপতিত হইল। ইংরেজ যোদ্ধগণের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে শিখগণ বাধা প্রদান করিল; ইংরাজ সৈন্য স্বদেশের সম্মান-রক্ষার কথা স্মরণ করিয়া, বীরোচিত যশঃখ্যাতি অর্জ্জনের অভিলাষে এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-তৃষা নিবারণের জন্য, অতুল সাহসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সঙ্কট সময়ে, গোবিন্দের বহুসংখ্যক অশিক্ষিত সৈন্য নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। তথাপি শিখগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল না; বলের অনুগামী হইয়া তাহারা অসীম সাহসের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে পুনঃপুনঃ তিনবার পরাজিত হইয়া, শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইল। ইংরাজ-পক্ষ অতি বিজ্ঞতা ও সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেন। তবে পরাজিত পলায়িত শিখদের অনেকে, ইংরেজ পক্ষের সিপাহী [illegible]

পশ্চাদ্দিকে পুনরায় সৈন্য সমাবেশের চেষ্টা হইল, শিখগণ বাধা দিয়া কোনই ফললাভ করিতে পারিল না। অতঃপর শিখ-সৈন্য শতদ্রু-নদীর পরপারে বিতাড়িত হইল; তাহাদিগের পঞ্চাশটীরও অধিক কামান ইংরাজগণ কাড়িয়া লইলেন; ইংরাজ সেনাপতি পূর্ব্ব-দুঃখ বিস্মৃত হইলেন; সৈন্যগণ অপমান এবং সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেল; ইংরাজগণের জয়োল্লাসে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। *

---

* ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত সার হ্যারি স্মিথের কাগজ-পত্র, এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেরিত লর্ড গাফের কাগজ-পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare Sir Harry Smith's despatch of the 30th January, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1846.; পার্লামেণ্টের কাগজপত্র, ১৮৪৬;—Parliamentary papers, 1846.) এই যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের ১৫১ জন সৈন্য নিহত এবং ৪১৩ জন সৈন্য আহত হয়; ২৫ জন সৈন্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের ষোড়শ সংখ্যার ৪৯৯ পৃষ্ঠায়; (Calcutta Review, no. xvi, p. 499) জানা যায়, বাদোয়ালের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর, শিখদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময়, সার হারি স্মিথের কতকগুলি যুদ্ধোপকরণের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই যুবক সেনাপতিকে উৎসাহ দানের কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে সময়ে তাঁহার সাহায্যের জন্য সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যদল আসিলে, আলিওয়ালের যুদ্ধ বহু পূর্ব্বেই আরব্ধ হইতে পারিত। ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক তাঁহার প্রবন্ধে লর্ড গাফের প্রতি আপনার ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান নাই; আবার বিশেষ বিশেষ স্থলে সৈন্যদলের [illegible]

এই যুদ্ধ-জয়লাভ ইংরেজের পক্ষে বড়ই সময়োচিত এবং সুবিধা-জনক হইয়াছিল। নীচমনা গোলাপ সিং ইচ্ছা করিলে, তাঁহার কার্য্য-কুশলতা ও শক্তিমত্তার গুণে, বহুক্ষণ যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু

শিখগণের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রধান সেনা-পতি (Commander-in-Cheif) সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের কোন দোষ নাই সেই প্রবন্ধে (৪৯৭ পৃষ্ঠা; see p. 497) তাহাও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কিরুসহরে শিখদিগের প্রতি আক্রমণে যে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, প্রবন্ধ-লেখকের মতে লর্ড গাফই তজ্জন্য দোষী। বস্তুতঃ, প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ, অথবা কাহার কি দোষে এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহার পরিমাণ নিরূপণ বড়ই দুরূহ। গবর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা এবং কার্য্যকারিতার বিষয় সকলেই স্বীকার করিতেন; সুতরাং তিনি আপনার গৌরবে আপনিই গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার কোন পুরাতন বন্ধুর ত্রুটী স্বীকারের আবশ্যক হয় নাই। 'কমিসরিয়াট' বিভাগ সম্বন্ধে (৪৮৮ পৃষ্ঠায়—p. 488) এইরূপ কথিত হয়, ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে সকল রসদ সরবরাহের কথা ছিল, ম্যাজর ব্রডফুট, ছয় দিনে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কমিসরিয়ট' বিভাগ কেবল অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন; চুক্তিপত্র অনুসারে দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; কিংবা প্রকাশ্য হাট-বাজারে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু ম্যাজর ব্রডফুট, আশ্রিত সামন্তগণের নিকট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আদেশমাত্র অবিলম্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আশ্রিত সামন্তগণের সম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া, সেই সময়ে তিনি কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। একজন [illegible] এইরূপভাবে রসদ সরবরাহ সম্বন্ধে আপত্তি করায়, তিনি অপ-[illegible] হন, এবং তাঁহার নিকট হইতে [illegible] আদায় [illegible]

তৎপরিবর্ত্তে বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন ইংরাজদিগের সহিত দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিবার জন্য পরাজিত শিখগণকে প্রথমেই তিনি উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইংরাজ দলপতিদিগের সহিত সন্ধি

একজন সামন্তও এই কারণে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এ বিষয় প্রবন্ধ-লেখকের অবশ্যই জানা উচিত ছিল, কিংবা হয়তো তিনি তাহা জানিতেন। দিল্লী, সাহরাণপুর, বরেলী এবং অন্যান্য স্থানের ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, তাঁহাদের সীমানার মধ্যে শস্য এবং শকট প্রভৃতি যদি পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রোক করিয়া আক্রমণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে 'কমিসারিয়ট' বিভাগকে কদাচ নিস্পাই হইতে হইত না। অধিকন্তু সমর-বিভাগের আবশ্যকমত দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য, যদি সমর-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ আদেশ প্রাপ্ত হইতেন, অথবা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে শিখগণ শতদ্রু নদী পার হইবার পূর্ব্বেই আক্রমণ করিবার জন্য অথচ আত্মরক্ষার জন্য, ইংরাজগণ যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে সমর্থ হইতেন। যাহারা সামান্য সৈনিক মাত্র, আর্থিক অভাব অনুভব করিবার তাহাদের কোনই কারণ ছিল না ;— একথা অনেকেই জানেন, এবং ইহা যে স্পষ্ট কথা, তাহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া, সৈন্যদিগের জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ পক্ষে প্রধানতঃ লর্ড হার্ডিঞ্জই দায়ী ছিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যধিক ক্ষমতাশালী গবর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ ব্যাপারে প্রধান সেনাপতিরও (Commander-in-Chief) কোন কোন বিষয়ে দায়িত্ব আছে। কিন্তু সেনাপতির সে দায়িত্ব কোন কোন অংশে সীমাবদ্ধ; অবরোধের কৌশল এবং যুদ্ধের রীতি-পদ্ধতি বিষয়েই তাঁহাকে দায়ী করিতে পারা যায়।

স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন। * লাহোর-কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে, গবর্ণর-জেনারেল অসম্মত ছিলেন না। বস্তুতঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, একবারের চেষ্টায় পঞ্জাব অধিকার করা বড়ই দুঃসাধ্য ; অধিকন্তু শিখ-সৈন্য, তাঁহার সৈন্যদল অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে ; সেই অসংখ্য সৈন্যবলকে দমন করিয়া, কয়েক মাসের মধ্যে দুইটী রাজধানী অধিকার করা, এবং মুলতান, জাম্মু ও পেশোয়ার আক্রমণ করা, বড়ই কঠিন কার্য্য ; তাহাতে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে বিদ্যমান। ভারতে ইংরাজ রাজ্য কেবল ইংরাজ-সৈন্যের কার্য্যকুশলতা এবং তাহাদের সংখ্যার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থাতেও, গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সে সময়ে সাধারণভাবে সামরিক ব্যারাম পীড়া উপস্থিত হইলে, সামান্য সৈনিক পুরুষ হইতে প্রত্যেক সৈন্যদলের কর্ম্মচারী-সৈন্য সমূহের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। এতাদৃশ বাধা-বিপত্তি সত্বেও, ভারতবাসী প্রত্যেকেই তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইংরাজদিগের মনে তখন সেই কথাই উদয় হইতে লাগিল। এই শত্রুভাব বহুদিন বর্ত্তমান থাকিলে, কেবল যে যমুনার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ বিপদগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে ; উহাতে উত্তর-পশ্চিমের সমগ্র প্রদেশ উত্তেজিত হইতে পারে। ঐ সকল প্রদেশে প্রধানতঃ যোদ্ধৃজাতি বসতি করে ; লুণ্ঠনের লোভে কিংবা বেতনের প্রত্যাশায়, তাহারা

* গোপনীয় পরামর্শ সমিতির নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এস্থলে তাহা অর্পিত। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, of the 19th February, 1846.)

স্বতঃই যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ দেশের শান্তি-সুখ ভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া, তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল। সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে বিজয়কেতন উড্ডীন করিবার সুখ-স্বপ্নে, এবং আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত দূর প্রদেশ-সমূহ বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার উচ্চ কল্পনায়, গবর্ণর-জেনারেলের অন্তর নিঃসন্দেহ উল্লাসোৎফুল্ল হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য,—অস্ত্রবলে শিখদিগকে শতদ্রু-নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবেন; কিংবা তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিবে; সামন্তগণ এবং সৈন্যদিগের প্রতিনিধিবর্গ কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইবেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে শ্রেয়ঃলাভ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে না। কারণ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সামন্তই নীরবে আপনাপন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; কিংবা এই অবসরে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তৃতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু যদি দেশের সামন্তগণ সকলেই নির্ভীকচিত্তে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন; এবং দেশের সৈন্যগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যদি এক জন রণকুশল সেনাপতির আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হয় এবং তীব্রবেগে ইংরাজ-দিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ কখনই এত অধিক সংখ্যক সুসজ্জিত শিখসৈন্যকে একবার পরাজিত করিয়াই শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইংরাজগণ তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা গোলাপ সিংহকে জানা-ইলেন, যদি পঞ্জাবের সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে ইংরাজগণ [illegible] শিখ-প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু শিখ-সৈন্যগণ জয় করা দুরূহ বলিয়া রাজা গোলাপ সিং ইংরাজদিগকে আপনার অক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই এক্ষণে সৈন্যদের ভয়ে [illegible]

স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন। * লাহোর-কর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে, গবর্ণর-জেনারেল অসম্মত ছিলেন না। বস্তুতঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, একবারের চেষ্টায় পঞ্জাব অধিকার করা বড়ই দুঃসাধ্য; অধিকন্তু শিখ-সৈন্য, তাঁহার সৈন্যদল অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; সেই অসংখ্য সৈন্যদলকে দমন করিয়া, কয়েক মাসের মধ্যে দুইটী রাজধানী অধিকার করা, এবং মুলতান, জাম্মু ও পেশোয়ার আক্রমণ করা, বড়ই কঠিন কার্য্য; তাহাতে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে বিদ্যমান। ভারতে ইংরাজ রাজ্য কেবল ইংরাজ-সৈন্যের কার্য্যকুশলতা এবং তাহাদের সংখ্যার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থাতেও, গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সে সময়ে সাধারণভাবে সাময়িক ব্যারাম পীড়া উপস্থিত হইলে, সামান্য সৈনিক পুরুষ হইতে প্রত্যেক সৈন্যদলের কর্ম্মচারী-সৈন্য সমূহের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। এতাদৃশ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, ভারতবাসী প্রত্যেকেই তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইংরাজদিগের মনে তখন সেই কথাই উদয় হইতে লাগিল। এই শত্রুভাব বহুদিন বর্ত্তমান থাকিলে, কেবল যে যমুনার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ বিপদগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে; উহাতে উত্তর-পশ্চিমের সমগ্র প্রদেশ উত্তেজিত হইতে পারে। ঐ সকল প্রদেশে প্রধানতঃ যোদ্ধ-জাতি বসতি করে; লুণ্ঠনের লোভে কিংবা বেতনের প্রত্যাশায়, তাহারা

---

* গোপনীয় পরামর্শ সমিতির নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, of the 19th February, 1846.)

স্বতঃই যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ দেশের শান্তি-সুখ ভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া, তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই হতাশাস হইয়া পড়িয়াছিল। সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে বিজয়কেতন উড্ডীন করিবার সুখ-স্বপ্নে, এবং আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত দূর প্রদেশ-সমূহ বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার উচ্চ কল্পনায়, গবর্ণর-জেনারেলের অন্তর নিঃসন্দেহ উৎসাহোৎফুল্ল হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য,—অস্ত্রবলে শিখদিগকে শতদ্রু-নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবেন; কিংবা তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিবে; সামন্তগণ এবং সৈন্যদিগের প্রতিনিধিবর্গ কোনরূপ বিরুক্তি না করিয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইবেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধে শ্রেয়ঃলাভ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে না। কারণ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সামন্তই নীরবে আপনাপন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, কিংবা এই অবসরে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তৃতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু যদি দেশের সামন্তগণ সকলেই নির্ভীকচিত্তে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন; এবং দেশের সৈন্যগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যদি এক জন রণকুশল সেনাপতির আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হয় এবং তীমবেগে ইংরাজ-দিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ কখনই এত অধিক সংখ্যক সুসজ্জিত শিখসৈন্যকে একবার পরাজিত করিয়াই শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইংরাজগণ তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা গোলাপ সিংহকে জানাইলেন, যদি পঞ্জাবের সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে ইংরাজগণ লাহোরে শিখ-প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু শিখ-সেনাদলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া রাজা গোলাপ সিং, ইংরাজদিগকে আপনার অক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই তখনও সৈন্যদের ভয়ে আতঙ্কিত

ক্রীত হইয়াছেন; এমন কি, রণজিৎ সিংহের পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণও সৈন্যদলের ভয়ে সন্ত্রস্ত। বস্তুতঃ, স্বার্থ-সাধনের জন্যই রাজ্ঞী আপনার অসহায় অবস্থার বিষয় ইংরাজদিগের নিকট কতকটা অতি-রঞ্জিত ভাবে বর্ণন করিলেন। ক্রমে সময় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল; তখন ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষার্থ লাহোরের সহিত অনতিবিলম্বে এক সন্ধি স্থাপনের আবশ্যকতা ইংরাজ পক্ষের সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। পরিশেষে উভয় পক্ষ একমত হইয়া, এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। স্থির হইল, ইংরাজগণ শিখ-সৈন্য আক্রমণ করিবেন; যুদ্ধে শিখ-সৈন্য পরাজিত হইলে, লাহোর-গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা আপনাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। আরও স্থিরীকৃত হইল যে, শতদ্রু নদী অতিক্রমকালে ইংরাজ-দিগকে কেহই কোন বাধা প্রদান করিবেন না, এবং বিজয়ী ইংরাজগণ যাহাতে অবাধে রাজধানী লাহোরে উপনীত হইতে পারেন, তাহার সকল ব্যবস্থাই সামন্তগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। এইরূপ অবস্থায়, লজ্জাকর ষড়যন্ত্রে এবং আত্মরক্ষণোপযোগী নীতি অনুসারে সুব্রাওনের যুদ্ধ সং-ঘটিত হইয়াছিল। *

শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরস্থিত পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ক্রমে ক্রমে দৃঢ়-

---

* ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত-মন্ত্রণা সভায় গবর্ণর জেনারেল যে পত্রাদি প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General's letter to the Secret Committee of the 19th February, 1846) গোলাপ সিংহের সহিত সন্ধি-প্রস্তাব সম্পর্কে যে পত্রাদি লেখা হয়, তাহাতে কেবলমাত্র গোলাপ সিংহের সহিত ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথাই উল্লিখিত আছে। সুতরাং সংক্ষেপেই উল্লেখ করা হইল।

সংখ্যক শিখ-সৈন্য আসিয়া সমবেত হইল। তখন দেখা গেল, অধিকাংশ শিখসৈন্য এই দুর্গে অবস্থিত। প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দেহে তাহারা সেই দুর্গের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই দুর্গ প্রাকারের চতুর্দ্দিকে ৬৭টী কামান সুসজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে, দেখা গেল। তৎকালে পঁয়ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য সেই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল; সম্ভবতঃ তাহাদের প্রকৃত সৈন্য-সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২০ সহস্রের অধিক নহে; অধিকন্তু সেই পরিবর্ত্তিত সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশই স্থায়ী সৈন্য নহে। এই দুর্গ নির্ম্মাণে কৌশলের অভাব ছিল। সৈন্য এবং সেনাপতিগণের মধ্যে একতা ছিল না। এই বহুকালব্যাপী যুদ্ধের সময়, প্রত্যেক যুদ্ধে সৈন্যগণই প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেনাপতিগণ কোনরূপ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেননাই। তাঁহারা সর্ব্বসময়ে এবং সর্ব্ববিষয়ে নিথর নিশ্চল অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন। শিখসৈন্যের মধ্যে কর্ম্মীলোকের এবং সাহসী পুরুষের অভাব ছিল না; কার্য্যকুশল সৈন্যও তাহাদের মধ্যে বহু-সংখ্যক ছিল। কিন্তু সেই সকল সৈন্য-পরিচালনায় কিংবা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার কেহই ছিল না;—প্রত্যেক নিম্নপদস্থ সেনানায়ক নিজ নিজ রণ-নৈপুণ্যে এবং শক্তি সামর্থ্যে নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে প্রধানতঃ শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য ছিল; একটী মানুষের উচ্চতার সমপরিমাণ উচ্চস্থানে, সেই সৈন্যশ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এবং বামপার্শ্বে সারি সারি কামান সুসজ্জিত ছিল; সেই উচ্চ স্থান হইতে যুদ্ধ করায়, শিখদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর পুরোভাগের বিস্তৃত পরিখা বিনা আয়াসে লম্ফ প্রদান করিয়া সেই পরিখা উল্লঙ্ঘন করা, সশস্ত্র সৈনিক পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। সম্মুখভাগে সৈন্যশ্রেণীর অধিকাংশ সেই বাঁধ বা পরিখার অন্তরালে অবস্থান করিয়া দেখিয়াছিল যে, সেখানে কোন প্রহরী না থাকিলে, অকাতরে

অব্যর্থ-সন্ধান গোলন্দাজ সৈন্য তথায় নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে; এবং সেখানে তাহার বিপদাশঙ্কাও অতি অল্প। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যদল প্রধানতঃ সেই ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল; নদী-তীরবর্ত্তী বালুকা প্রাকারের অসম্বদ্ধ অবস্থা হেতু তথায় কোনরূপ প্রাচীর উত্তোলন বা নির্ম্মাণ করাও সহজসাধ্য নহে; বিশেষ কৌশল এবং পরিশ্রম ব্যতিরেকে সেই স্থানে প্রাচীর নির্ম্মাণ করা অসম্ভব। যাহারা স্থায়ী সৈন্যদল ভুক্ত নহে, তাহারা এইরূপ অসুবিধার প্রতীকারে অনভ্যস্ত; সেই সকল অশিক্ষিত অনিয়মিত শিখ-সেনা, সেই সঙ্কট-স্থলে স্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত সৈন্যদলের প্রহরী-স্বরূপ দুই শত 'জাম্বুরাক' বা শিকারী সৈন্য তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু এই সৈন্যদল কামানসমূহ হইতেও কিয়ৎপরিমাণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; অধিকন্তু শতদ্রু নদীর অপরপারে যে সমুদয় বৃহৎ কামান ছিল, তাহাতেও এই সৈন্যদলকে অনেকাংশে সহায়তা করিয়াছিল। * তেজ সিং এই দুর্গস্থিত সৈন্যের

* সাধারণতঃ সকলের বিশ্বাস,—সুব্রাওনের দুর্গ-পরিখা নির্ম্মাণে উভয়ের পরামর্শ ছিল। একজন ফরাসী সেনাপতি এবং একজন স্পেনীয় সেনাপতি উভয়ে পরামর্শ করিয়া, এই দুর্গ পরিখা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ফরাসী এবং স্পেনীয় সেনাপতিগণের শিক্ষা চাতুর্য্যে শিখ-সৈন্য রণনিপুণ এবং কার্য্য-কুশল হইয়াছিল, সে মন্তব্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সাহসী স্পেনীয় বীর হার্ব্বন এবং ফরাসী সেনাপতি মৌটন তৎকালে সুব্রাওনে ছিলেন; তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা একদল 'রেজিমেণ্ট' কিংবা একদল 'ব্রাইগেড' সৈন্যদলের উপরই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত অন্য [illegible] তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু তৈজ

সেনাপতি ছিলেন; এবং শতদ্রু নদীর আরও উত্তরাংশে লাল সিং অতি অসংযত-ভাবে বিশৃঙ্খলার সহিত একদল অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইংরাজদিগের একদল অশ্বারোহী সৈন্য, লাল সিংহের গতিবিধি এবং কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আলিওয়ালের যুদ্ধের পর, শিখসৈন্য কিছু নিরুৎসাহিত হইয়াছিল: নির্ম্মল-সলিলা শতদ্রুর বক্ষ স্রোতে নাচিতে নাচিতে যে সকল মৃত দেহাবশেষ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই সকল মৃত শিখ সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা আরও মর্ম্মাহত হইয়াছিল। স্ব-দেশবাসী, স্ব-ধর্ম্মাবলম্বী, সহচর ও সমব্যবসায়ী শিখদিগের আসমান মৃত-দেহের প্রতি কোনরূপ বীরোচিত সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই মনে করিয়া, তাহারা অধিকতর ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী শিখ-সৈন্যের সে আত্মাভিমান পুনর্ব্বার হৃদয়ে জাগরিত হইল। এই সময় ইংরাজ-নির্ম্মিত একটী পরিদর্শন-মঞ্চ শিখদিগের হস্তগত হয়। সে স্থানে তখন কোন ইংরাজ প্রহরী ছিল না। সেই স্থান অধিকার করিয়া, এক্ষণে ইংরাজদিগের সুরক্ষিত স্থানের সন্নিকটে শিখ-সৈন্যগণ আপনাদিগের রণ-নৈপুণ্য ও সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। এতদ্দেশের প্রবীণ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিচার-শক্তির প্রতি তাহারা কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিল না। সমগ্র শিখ-জাতির অদৃষ্টে যে বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী, তাহার ঘোর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনে তাহাদের মনে উদয় হইতে লাগিল। পারিবারিক বিপ্লব বা বৈদেশিক জাতির অধীনতা-পাশ হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই তাহারা দেখিতে পাইল না। 'আকালি' সম্প্রদায়ের শুভ্র-কেশ সামন্ত প্রায় নিজ স্বদেশের এবং স্ব-জাতির শত্রুর সহিত প্রথম যুদ্ধে লিপ্ত হইতে

অপরিমাণ মত্য, কখনও বৈজ্ঞানিক কৌশল শিক্ষা করেন, একদা পরিচিত

কৃতসংকল্প হইয়া, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে গোবিন্দের মুক্তাত্মার তুষ্টিসাধনে, বৃদ্ধ শ্যাম সিং আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের ইহাই একমাত্র উপায়।

বৃটিশ-শিবিরে ইংরাজ-সৈন্যগণের উৎসাহের আর অবধি রহিল না। তখনও ইংরাজ-সৈন্যের হৃদয়ে অগাধ বিশ্বাস;—ইংলণ্ডের ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। ইংলণ্ডের পরিণাম চিন্তা করিয়া, ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যগণের মনে তখন আর অণুমাত্র হতাশের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। আলিওয়ালে বিজয়লাভের পর, সকলেই আশার উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সৈন্যগণের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভেই দিল্লী হইতে দুর্দ্দমনীয় অসংখ্য সৈন্য ও কামান আসিয়া পৌঁছিল; সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণও দিল্লী হইতে সরবরাহ হইয়াছিল। মহা-বলশালী হস্তীযূথ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুরুভার কামান সমূহ স্থানান্তরে বহন করিয়া লইল; তাহাতে ইংরাজপক্ষীয় সিপাহী-সৈন্য অনুপম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজ-জাতির বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ সেই ভয়াবহ কামান শ্রেণী অবলোকন করিয়া, ইংরাজ-সৈন্যের অন্তঃকরণ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই স্থির করিলেন, ১০ই ফেব্রুয়ারী শিখ-সৈন্যের আবাস-স্থান দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে। বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন্যের মনে প্রতিহিংসা গ্রহণের আশা বলবতী হইয়া উঠিল; সুতরাং সম্পূর্ণ বিজয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইতে, সৈনিক পুরুষগণ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-গোলন্দাজ সৈন্যদলের 'অফিসার' বা কর্মচারী সেনাপতিগণের মনে সহজেই উদয় হইল যে, ইউরোপীয়-দিগের প্রবর্তিত প্রচলিত নিয়ম অনুসারে অতি সুকৌশলে কামান চালনা

মুসলমান সিপাহী।

গুর্খা সিপাহী।

[৮১৬ পৃষ্ঠা।]

[৮২৮ পৃষ্ঠা]

হইল। সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; বীরত্ব প্রকাশে যে কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে, সৈন্যগণ তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল; আদেশ গ্রহণ এবং আদেশ-জ্ঞাপনের জন্য, 'অফিসার' বা কর্ম্মচারী সেনা ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে অশ্ব পরিচালনা করিতে থাকিলেন। সেই কালে সামান্য বিশ্রামের জন্য, কিংবা মুহূর্তমাত্র নির্জ্জন পরামর্শের জন্য, কাহারও অবসর ছিল না। সর্ব্বদাই সৈন্যদলের পর সৈন্যদল দুর্গ-কেন্দ্র অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সর্ব্বদাই গোলার শব্দ এবং অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনা যাইতেছিল; সেই অনল বর্ষণের উজ্জ্বল আলোক মধ্যে শাস্ত্রিগণ ধীর পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিল। সে দৃশ্যে, অমর কবি সেক্সপিয়রের প্রতিভা প্রভাবে, চিরস্মরণীয় এজিনকোর্ট যুদ্ধের প্রারম্ভ, এবং বীর নৃপতির স্মৃতি স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। *

ক্রমে ক্রমে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। প্রকৃতি দেবী যেন নীলাম্বর পরিধান করিলেন। নিবিড় অন্ধকার; অধিকন্তু অনন্তব্যাপী কুজ্ঝটিকায়, অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীর গাঢ় অন্ধকার যেন আরও গভীর হইয়াছিল। সেই ভয়াবহ রজনীতে নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে বৃটিশ-সৈন্যশ্রেণী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঞ্ছিত সেনানিবাসে উপনীত হইয়া, ইংরাজপক্ষ তথায় কোন শিখসৈন্য দেখিতে পাইল না। বোধ হইল, যেন শিখগণ সর্ব্বত্রই ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে। যখন আক্রমণের কাল উপনীত হইল, তখন শিখগণ সমূহ বিপদ উপলব্ধি করিতে পারিল; শিখসৈন্যের শিবির হইতে ঘোর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল; তৎসত্বেও তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল; সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজপক্ষ অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন; বিপক্ষ

* Shakespeare Henry V. Act IV. Chorus. অনুবাদ পুস্তকের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দলের অধিকাংশ সেতুর উপর অন্যূন তিন ঘণ্টা ধরিয়া অনবরত অগ্নিবৃষ্টি হইল। ঘূর্ণিত গোলার প্রচণ্ড আঘাতে শকটগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল; রাশি রাশি বালুকা-স্তূপ বিধ্বস্ত হইয়া বাতাসের সহিত অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল; শূন্যগর্ভ গোলা-সমূহ শিখসৈন্যের সম্মুখ-ভাগে নিপতিত হইয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল; অন্তরাভ্যন্তরস্থিত সাংঘাতিক অস্ত্র-শস্ত্র শিখসৈন্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট 'রকেট' (হাউয়াই বাজীর ন্যায় অস্ত্রবিশেষ) অতি ভীমবেগে শূন্যমার্গে উড্ডীন হইয়া, সশব্দে সৈন্য-স্রোতের মধ্যে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইংরাজ-পক্ষের এত চেষ্টা, এত উদ্যম সকলই নিষ্ফল হইল; শিখগণ কিছুতেই নিরুৎসাহিত কিংবা ভীত, বিচলিত হইল না। তাহারা অস্ত্রাঘাতের পরিবর্তে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল; অগ্নি বিনিময়ে অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সু-সজ্জিত সৈন্য-শ্রেণীর অস্ত্রসমূহের বিশৃঙ্খলকে যুদ্ধক্ষেত্র উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছিল। সে দৃশ্য কি মনোহর! গন্ধকময় ধূমরাশি উত্থিত হইয়া, কখনও সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল; কখনও বা উজ্জ্বলতর লৌহতরবারির বজ্র-কঠোর তীক্ষ্ণ রশ্মিতে এবং খরপ্রভা পিত্তল-নির্ম্মিত অসিকোষ ও বর্ম্মের অসাধারণ চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল;—সৈন্যগণের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিতেছিল। অধিকন্তু তোপ কামান সমূহের গভীর গর্জ্জন এবং ঘোর প্রতিধ্বনিতে সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইতেছিল। জয়োল্লাস কষ্ট-সহিষ্ণু সৈনিকপুরুষদিগের কর্ণকুহরে সেই ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের হৃদয়ের উৎসাহ আরও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু হার্ডিঞ্জ সাহেব আপন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গোলা বৃষ্টির মধ্যে মধ্যে ইংরেজ পক্ষের সকলেরই প্রতীত হইল যে, যদ্যপি সৈন্যগণ এইরূপ অবিশ্রান্তভাবে অগ্নিবর্ষণ করিতে, কোনই সুফল ফলিবে না;

কেবল নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধই চলিতে থাকিবে। সুতরাং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, সম্মুখ-সমর-কুশল বীরহৃদয় পদাতিক সৈন্যের আক্রমণই এস্থলে বিশেষ কার্য্যকারী হইবে। অতএব কিছু কালের জন্য অগ্নি-বর্ষণ নিবৃত্ত হইল; প্রত্যেক যোদ্ধাই ভাবী যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইতে লাগিল। বৃটিশ-সৈন্যের অন্তরে অন্তরে এক তেজঃগর্ব্বশালিনী মহাশক্তি স্বতঃই জাগ্রত হইয়াছিল; যে শক্তি তাহাদের মনে উৎসাহের ও আশার আলোক প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের ক্ষীণপ্রভ রক্তারক্ত-লোচন এবং অস্ত্রধারণে দৃঢ়মুষ্টিই সেই তেজঃশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বৃটিশ সৈন্যের বামপার্শ্বস্থ সৈন্যদল যুদ্ধপ্রথা অনুসারে অতি মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। কিন্তু ইংরাজপক্ষ প্রথমেই এক ভুল করিয়া বসিলেন: সৈন্যদলের অধিনায়কগণ প্রত্যেক সৈন্যদলকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় না করাইয়া, তাঁহারা সৈন্য-ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজ-সৈন্য, শিখসৈন্যের সমকক্ষ হইতে পারিল না; এরূপ আক্রমণে যতক্ষণ যুদ্ধ হওয়া সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অধিক সময় অতি-বাহিত হইল। বিপক্ষ শিখদিগের অব্যর্থ সন্ধানে ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; শিখদিগের প্রত্যেক অস্ত্রক্ষেপে বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন্যের অধিকাংশই মৃত্যু আলিঙ্গন করিল; শিখদিগের প্রাণঘাতিক 'মাস্কেট' এবং ঘূর্ণায়মান কামানের নিয়ত অগ্নিবর্ষণে, এবং শিখ গোলন্দাজ সৈন্যের আক্রমণে, ইংরাজ-সৈন্যের অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কেহ বা পশ্চাৎ হটিয়া গেল। বামপার্শ্বের প্রান্তভাগে, ইংরাজ-সৈন্যগণ দুর্গের বহির্ভাগস্থ পরিখা অতিক্রম করিয়া, দুর্গ প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে স্থান অধিকার করায়, কোনই ফল রহিল না। এদিকে দক্ষিণপার্শ্বে তাহাদের সহচরগণ কতকাংশে জয়লাভ করিয়া উৎসাহিত হইল বটে; কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শনের [illegible] [illegible] তাহারা জর্জরিত হইতে লাগিল; তাহাদের [illegible] ও

ক্রোধের আর অবধি রহিল না। ইংরাজ-পক্ষীয় সৈন্যগণ স্বাভাবিক উত্তেজনা বশে বিভিন্ন দলে (Wedges and Masses) বিভক্ত হইল; পরিশেষে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, একজন প্রাজ্ঞ ও নির্ভীক বীর সেনাপতির অধিনায়কত্বে, বৃটিশ-বাহিনী প্রবলবেগে শিখ-সৈন্যের উপর নিপতিত হইল। * এক বিকট চীৎকারধ্বনিতে বৃটিশ সৈন্যগণ পরিখা উল্লঙ্ঘন করিল; দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্যগণ শিখদিগের কতকগুলি কামান অধিকার করিয়া বসিল; যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয়লাভ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজদিগকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল; শিখগণ ঐকান্তিকতা সহকারে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত অটলভাবে যুদ্ধ করিল; অভ্যন্তরস্থ কামানসমূহ শ্রান্ত ও ক্লান্ত আক্রমণকারিগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তখন কেবল পরিখার প্রান্ত বা তীরভূমি অধিকৃত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই পরিখা প্রান্তও এক মুহূর্ত্তে অধিকৃত হয় নাই। প্রথম আক্রমণকারিগণ বিধ্বস্ত হইলে, কেন্দ্রস্থিত সৈন্যদলকে পুরোভাগে আগমনের আদেশ প্রদান করা হয়। এই সকল প্রহরী সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই উচ্চ দুর্গ প্রাচীর অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল; সামান্য বেড়া অপেক্ষা সেই প্রাচীর অত্যধিক উচ্চ, এবং বহুদূর বিস্তৃত: সেই প্রাচীরের জন্যই ইংরাজ সৈন্যের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয়। বিজয়-গর্ব্বিত শিখদিগের অগ্নিবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া, শেষোক্ত ইংরাজ সেনাও পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। কিন্তু অতঃপর তাহারা পুনরায় একত্রিত হইয়া, শিখদিগকে আক্রমণ করিল; প্রায় এক কার্টিজ বা ৪৫০

---

* দুর্গ পরিখার সন্নিকটে স্যর রবার্ট ডিক যখন আপনার অনুযায়ী সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতেছিলেন, তখন তিনি সাংঘাতিক রূপে আহত হন।

হস্ত-পরিমিত দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া, বৃটিশ সৈন্য আপনাদিগের স্বাভাবিক বীরত্বের এবং চরিত্রগত উচ্চ-শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয়বার আক্রমণকালে, পরিখা-পশ্চাতে, বিজয়ী প্রথম সৈন্তশ্রেণীর অাগমনে আক্রমণকারী বৃটিশ-সৈন্য-দল বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট অনেক সাহায্যও পাইয়াছিল। এই ঘোরতর যুদ্ধের অবসানে, কেন্দ্রস্থিত সৈন্যদল পুরোভাগস্থিত বিপক্ষপক্ষীয় সকলগুলি কামানই অধিকার করিয়া লইল। বৃটিশ সৈন্যের দ্বিতীয় দলের এই অভাবনীয় পৃষ্ঠ প্রদর্শনে, এবং প্রথম দলের ঘোরতর যুদ্ধাভিযানে হয়তো কোন প্রত্যক্ষবাদী স্বতঃই বিজয়-লাভের পরিবর্ত্তনশীল বিভিন্ন কারণ ও অবস্থা-পরম্পরার বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন; কিন্তু সেনানায়কবৃন্দ সকলেই সম-বেত হইয়া, ক্ষিপ্রকারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আলিওয়ালের যুদ্ধে বিজয়ী সেনাগণ, দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের সম্মুখভাগস্থিত শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত অংশ আক্রান্ত হওয়ায়, নির্ভীক বীরপুরুষ সকলেই ধ্বংসমুখে পতিত হইল। স্থানে স্থানে স্তূপাকারে মৃত সৈনিক দেহ পতিত হইল; প্রথম-শ্রেণী, দ্বিতীয়শ্রেণীর উপর পড়িল। এই দ্বিতীয় সৈন্যদল নির্ভিক-চিত্তে বিপক্ষ বৃটিশ সেনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিল। এক্ষণে বৃটিশ-সৈন্যের দুইটী দল একত্র মিলিয়া গেল; পরিশেষে বৃটিশ-সৈন্য বিশৃঙ্খল-ভাবে তীমবেগে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন দ্বিতীয় সৈন্যদল তাহাদের লুপ্ত-খ্যাতির পুনরুদ্ধার সাধন করিল; বিপক্ষ শিখ-দিগের শিবির মধ্যে জলস্রোতের ন্যায় বৃটিশ অশ্বারোহী আসিয়া পতিত হইল; তাহারা বামপার্শ্ব হইতে আসিয়া অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের সহিত যোগদান করিল; সুতরাং পরিশ্রান্ত ইংরাজ পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি হইল।

এইরূপে শিখদিগের দুর্গ পরিখার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত হইল। বৃটিশ
সৈন্যের গোলাগুলির আঘাতে দুর্গের সর্ব্বত্রই ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু
সুসজ্জিত কামান-শ্রেণী পরিচালক শিখ-সেনা তখনও বশ্যতা-
স্বীকার করিল না। দুর্গাভ্যন্তরে বহুতর সাহসী সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইল।
তাহারা প্রতি বিপৎপাতেই প্রত্যেক বাধা-বিঘ্নে অবসর বুঝিয়া সুযোগ
অনুসন্ধান করিত;—তাহা হইতে সেই সকল বীরপুরুষ লক্ষ্য অনুসন্ধান
করিত। এমন কি, সূচ্যগ্র-প্রমাণ ভূমিখণ্ডের জন্যও তাহারা ঘোর যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। বস্তুতঃ, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তেজ
সিং উত্তেজনা-বহ্নির অনলস্রোত প্রবাহিত করিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্ব-
স্থিত সৈন্যগণের হতাশ-হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন নাই। তিনি প্রথম
আক্রমণেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হয় আকস্মিক ঘটনাবশতঃ, না হয়
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, তেজ সিং শতদ্রু-নদীর নৌ-সেতুর মধ্যভাগস্থিত একখানি
নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ প্রাচীন শ্যাম সিং আপনার
প্রতিজ্ঞা বা ব্রতের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি শুভ্রবর্ণের
সামান্য একটি পোষাক পরিধান করিলেন; বোধ হইল, তিনি যেন
মৃত্যুর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অতঃপর শ্যাম সিং, স্বজাতি-
ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সকলকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন,
তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সাহসী বীরপুরুষকেই গুরু গোবিন্দ
অবিমিশ্র নিত্য-সুখের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ
উৎসাহ বাক্যে শ্যাম সিং বিধ্বস্ত সৈন্যদিগকে পুনর্ম্মিলিত করিলেন।
পরিশেষে স্বদেশ-প্রাণ বৃদ্ধ শ্যাম সিং, স্বদেশের, স্বজাতির জন্য, শেষ
মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন; স্বদেশবাসীর রাশিকৃত
মৃতস্তূপের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। তখন জন্মভূমি, স্বদেশ-
স্বধর্ম্মে অন্যান্য সকলেও শ্যাম সিংহের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইল।
কিন্তু ইংরাজ সেনের নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি-বর্ষণের মধ্যেও তাহারা দুর্গ

প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা তরবারি হস্তে বিপক্ষদিগের উপর পতিত হইল, এবং ইংরাজসৈন্য যেদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই দিকে কামান ফিরাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণের জন্য, শিখ-সেনা কামান-পরিচালক সৈন্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিল। অম্ল দুর্গ প্রাচীরের দুর্ভেদ্য অর্দ্ধাংশ বরাবর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল;—লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুর্গপ্রাচীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল; এবং মৃত, অর্দ্ধমৃত ও মুমূর্ষু সৈন্যদেহে দুর্গ-পরিখা পরিপূর্ণ হইল। কর্ণবধিরকারী কামান গর্জ্জন এবং অসংখ্য বন্দুকের ঘন ঘন অগ্ন্যুদ্গীরণের মধ্যে, তখনও ইংরাজপক্ষের জয়ধ্বনী অথবা ঘৃণাব্যঞ্জক ঘোর চীৎকার শব্দ শুনা যাইতেছিল; এবং অগণিত তরবারির বিদ্যুৎ-ঝলক তখনও স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। অথবা সময় সময় অগ্ন্যুদ্গীরণকারী কামান সমূহ হইতে শূন্যগর্ভ গোলা সমূহ নিপতিত হইয়া, মহাশব্দে বিদীর্ণ হইতেছিল; কখনও বা সেই প্রচণ্ড গোলার আঘাতে বিক্ষোভিত ধূম ও অনল সমূহ ভেদ করিয়া, বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড এবং বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইয়াছিল, যেন সৈন্যগণ সেই ধূম ও অগ্নি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তখন সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধে, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং কামানের গভীর গর্জ্জনের মধ্যেও প্রাণরক্ষার জন্যও তৎপ্রতি সকলেই মনঃসংযোগ করিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে যুদ্ধোপযোগী সমুদায় স্থানেই বৃটিশ সৈন্য অধিকার করিয়া বসিল। শিখসৈন্য ক্রমশঃই দুর্জ্জয় শত্রুর অভিমুখে পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। বৃটিশ সৈন্য, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদলে বিভক্ত হইয়া, উভয় দিক হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও শিখদিগের [illegible] বীরত্বে পরাস্ত হইল না;—[illegible]

কেহই আশ্রয় প্রার্থনা করিল না। শিখগণ সর্ব্বসমক্ষেই বিজয়ী ইংরাজ-দিগের সম্মুখীন হইয়া, সদর্পে বাধা প্রদান করিল; কেহ কেহ বা সদর্পে মৃত্যুকে পদবিক্ষেপে রোষভরে চলিয়া গেল; কিন্তু মৃত্যু অব-ধারিত জানিয়াও অধিকাংশ শিখসৈন্য তীব্রবেগে বিপুল ইংরাজ বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। পরাজিত শিখদিগের অদম্য সাহস, উৎসাহ ও বীরত্ব দেখিয়া, বিজয়ী বৃটিশ-সৈন্য বিস্ময়াবিষ্ট ও হতবুদ্ধি হইল; অসহায় মুমূর্ষু সৈন্যের দুঃখশঙ্কক বিশুষ্ক ভ্রুকুটী অবলোকন করিয়া, বৃটিশ সৈন্য আর তাহাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল না। কিন্তু সৈন্যের অধিনায়কগণ তখনও আপনাপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং বীরোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের প্রয়োজন বশতঃই হউক, অথবা নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যেই হউক, সৈন্যের অধিনায়কগণ গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে শতদ্রু নদীর খরস্রোতে অবতরণ করার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। যে সেনাদল এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভুত্ব-ক্ষমতা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আড়ম্ব নিশ্চিহ্ন-রূপে সেই শিখদিগের ধ্বংস-সাধন করাই অধিনায়কগণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাকাব্যে বর্ণিত দেব-দেবীসমূহ কখনই জীবন্ত বীর-পুরুষগণকে প্রপীড়িত বিপর্য্যস্ত স্রোতস্বিনীর পঙ্কিল সলিলে উৎসর্গ করেন নাই। বহুসংখ্যক মৃতদেহ স্তূপাকারে পতিত হইয়া স্রোতস্বিনীর গতি রোধ হইল, এবং পলায়মান হতাহত সৈন্যের রক্তে নদীর জল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল।

চিরকীর্ত্তি অর্জ্জনে অভিলাষী বীর সমাজ
এইরূপেই প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরি-
তার্থ করিয়া থাকেন।

তখন [illegible] প্রতিহিংসা-বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল। [illegible] [illegible] [illegible] সেনাদল [illegible] [illegible] [illegible]

অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। পরিশেষে বিজয় লাভের বাসনা সকলেরই মনে উদয় হওয়ায়, সৈন্যগণের মনোভাব আপনিই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। পুনঃপুনঃ জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া, সৈন্যদল বিজয়ী সেনাপতিগণকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিতে লাগিল।*

---

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লর্ড গাফ, গবর্ণর-জেনারেলের নিকট যে কাগজ-পত্র প্রেরণ করেন, এ স্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ম্যাগ্রীগরের 'শিখ-ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Compare Lord Gough's despatch of the 13th February, 1846, and Macgregor's 'History of the Sikhs, ii. 154. &c.) এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে সম্ভবতঃ ৩২০ জন নিহত এবং ২,০৮৩ জন আহত হয়। শিখদিগের পক্ষে সম্ভবতঃ ৫,০০০ পাঁচ সহস্রেরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। সম্ভবতঃ নিহত শিখসৈন্যের পরিমাণ,—৮,০০০ আট সহস্র। ইংরাজদিগের কাগজ-পত্রে যে হিসাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতেও এই হিসাব কম বলিয়া অনুমিত হয়।

ভারতের প্রধান ইংরাজ-সেনাপতির হিসাব মতে, শিখসৈন্যের পরিমাণ, ৩০ সহস্র ছিল। সচরাচর কথিত হয়, সেই দুর্গে শিখদিগের ৩৬টী 'রেজিমেণ্ট' বা সৈন্যদল থাকিত। কিন্তু পরিখার এবং দুর্গ প্রাচীরে ২০ সহস্র পরিমিত সৈন্য ছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। আক্রমণকারী সমস্ত সৈন্যের পরিমাণ, তৎকালে ১৫ সহস্র নিরূপিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ সুব্রাওনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যে স্থানে যুদ্ধ হয়, তৎকালে তৎসন্নিকটে সুব্রাওন বা সাভ্রাহান নামে একটী বা দুইটী পল্লী ছিল; তাহাদের নাম অনুসারেই এই যুদ্ধের নামকরণ হইয়াছে। [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

'সিং' সিপাহী।

[৮২৭ পৃষ্ঠা।]

যে দিন যুদ্ধে বিজয়লাভ হইল, সেই দিন রজনীযোগে একদল বৃটিশ সৈন্য ফিরোজপুরের সম্মুখভাগে শতদ্রু নদী অতিক্রম করিল। তথায় তাহারা শত্রুপক্ষীয় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারী সৈন্য-গণ কাশুরের দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল; তথায় কেহই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল না। পর দিবস সেই সৈন্যদল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই প্রাচীন নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল। তৎকালে সকলেরই অনুমান হইল, তখনও ২০ সহস্র শিখ সৈন্য অমৃতসর অঞ্চলে সম্ভ-বেতরূপে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু "খালসার" সশস্ত্র প্রতিনিধিবর্গের বা 'খালসা' সৈন্যের তখন আর সে পূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল না। ধন-সম্পত্তি, আহার্য্য এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি যাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, প্রথমে তাঁহারা ঔদাসীন থাকায় শিখ সৈন্যের পরাজয় হইল; তাঁহারা প্রকা-রান্তরে শিখ সৈন্যের ধ্বংস-সাধন করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা যাইয়া বিপক্ষ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া, শিখগণ লাহোর দরবারের অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করিল;—বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে যে সর্ত্তে লাহোরে শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত সেই সমুদায় সর্ত্ত-বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত করিতে, শিখদিগের প্রিয় মন্ত্রী গোলাপ সিং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজা গোলাপ সিং এবং অপরাপর কতকগুলি সামন্ত গবর্ণর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কাশুরে গবর্ণর-জেনা-রেল তাঁহাদিগকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গবর্ণর জেনা-

অফসারের নাম অনুসারেই সেই সেই স্থান অভিহিত হইয়াছে। পরিশেষে একটা যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায়, সেই সুভ্রাওন নাম যুদ্ধের সহিত চিরদিন গ্রথিত রহিয়াছে।

রেল তাঁহাদিগকে জানাইলেন,—দলীপ সিং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মিত্র-রাজ মধ্যে পরিগণিত হইবেন; শতদ্রু এবং বিপাশার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র রাজ্যখণ্ড বিজয়ী ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে; যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ লাহোর গবর্ণমেন্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং (পাউণ্ড—১৫৲ টাকা) ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। গবর্ণর-জেনারেল সামন্তগণকে বলিলেন যে, প্রথম আক্রমণকারিগণ যে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তদ্বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করাই এই ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের মনেও ধারণা হইবে,—নিরপরাধী ইংরাজদিগের সহিত বৃথা শত্রুতাচরণে শত্রুপক্ষের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বহু তর্ক-বিতর্কের পর শিখ-প্রতিনিধিগণ বিরক্তিসহকারে সেই সন্ধি-সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন; বালক মহারাজ স্বয়ং আসিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিলেন; পরিশেষে ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ বাহিনী শিখ-রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইল। ইহার দুই দিবস পরে, দুর্গের কিয়দংশ ইংরাজ সেনায় পরিপূর্ণ হইল। আত্মাভিমানী বিপক্ষ শিখগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণের মনে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই,—ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য। তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্রই সামন্তগণ আত্মক্রোধ এবং হিংসাপরবশ হইয়া, দুর্দ্ধর্ষ ব্যবচ্ছেদ-বিধানকারী বৈদেশিক ইংরাজদিগের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের বিষয় সচরাচর আলোচনা করিতেন।*

---

* ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ৪ঠা মার্চ্চ গুপ্তমন্ত্রণা সভায়, গবর্ণর-জেনারেল যে কার্য্যপত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, under dates the 19th February, and 4th March, 1846.)

এক্ষণে গবর্ণর-জেনারেল শিখদিগের পূর্ব্ব অপরাধের শাস্তি বিধান করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না। ভবিষ্যতে তাহারা কখনও ইংরাজদিগকে বিপর্য্যস্ত না করে, তজ্জন্য তিনি শিখদিগের মনে ভয় জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। তজ্জন্যই তিনি বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শতদ্রুর প্রাচীন সীমানা সম্পর্কে না হইলেও, লাহোরের সম্পর্কে সে সমুদায় স্থান অধিকার করা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যেই গবর্ণর-জেনারেল প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, গোলাপ সিং, জম্মুর পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইবেন। * বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন, গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ সর্ব্বদা সেই আশাই করিতেন। বস্তুতঃ, আশ্রিত ও অধীনস্থ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাধিনায়ক মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইতে তখনও যে গোলাপ সিং অভিলাষী ছিলেন, হয়তো সে বিষয় কাহারও স্মৃতি-পথে পতিত হয় নাই। † আলিওয়ালের যুদ্ধে

---

* ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত মন্ত্রণা-সমিতির বরাবর গবর্ণর-জেনারেলের পত্র। (Compare Governor-General to the Secret Committee.)

† গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ বহুকালাবধি এই কল্পনা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। ধীয়ান সিং, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করিতে বহু চেষ্টা করেন। ধীয়ান সিংহের মনে হইয়াছিল,—কর্ণেল ওয়েডের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তিনি ধীয়ান সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহারই মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইবেন; কর্ণেল ওয়েড সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। যখন ধীয়ান সিং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন হইতেই গোলাপ

বৃটিশ-পক্ষের বিজয়লাভে যখন জানা গেল, শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন রাজা গোলাপ সিং ইংরাজদিগের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সমগ্র লাহোর রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব-পদে গোলাপ সিংহকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে;—গোলাপ সিং সেই আশায়ই যে পূর্ব্বে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে কাহারও মনে উদয় হইল না। পূর্ব্বে পঞ্জাবের সামন্তগণ এবং জনসাধারণ ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া গোলাপ সিংহকে উজীর পদ প্রদান করেন। যখন সময় অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, অথচ সমস্ত যুদ্ধ সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিল না, তখন গবর্ণর-জেনারেল প্রমুখ ইংরাজগণ গোলাপ সিংহকেই পঞ্জাবের মন্ত্রী বলিয়া মানিয়া লইলেন।* কিন্তু যখন লাল সিং দেখিলেন,—জাম্মিলা

সিংহের পরিবারের এই আশা। লাহোর-মন্ত্রীর এই উভয় সংকল্পই মিঃ ক্লার্ক অবগত ছিলেন; কিন্তু জম্মুর সামন্তগণকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করার প্রস্তাবই মিঃ ক্লার্ক প্রধানতঃ অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন। নাও নিহাল সিংহের মৃত্যুর পর, সকলেই জম্মুরাজ-গণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিত,—সম্ভবতঃ সেই কারণেই মিঃ ক্লার্ক জম্মুর রাজগণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংরাজগণ যদি গোলাপ সিংহকেই মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছা করিতেন, এবং লাল সিংহের জীবমৃত্যু সম্বন্ধে কোনই তথ্য না লইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ লাহোরে বিশাল শক্তিসম্পন্ন সুনিয়ম-বদ্ধ গবর্ণমেণ্ট পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তাহা হইলে, সম্ভবতঃ লাহোর অধিকারের এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-বন্ধনেরও কোনই প্রয়োজন হইত না।

* ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের [illegible] ১২ই ফেব্রুয়ারী [illegible] লিখিত

তুমুল সংগ্রামের পর, গবর্ণর-জেনারেল সন্তুষ্টচিত্তে, অথবা বাধ্য হইয়া, লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং লাহোর বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের মিত্র-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল, তখন তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। লাল সিং মনে ভাবিলেন, মহারাজের মাতার উপর তাঁহার অযথা প্রভুত্বপ্রভাব তখনও সম্পূর্ণরূপ বর্ত্তমান; সুতরাং সেই রমণীর সহযোগিতায় তিনি ঘৃণিত জাম্বু রাজকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইবেন,—লাল সিংহ সেই আশায় উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। সমস্ত ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ ও স্বদেশ দ্রোহের ফলে, অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেই নীচাশয় চক্রিকার লাল সিং মনে মনে আপনাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই স্বদেশদ্রোহিতা এবং ষড়যন্ত্রের ফলে, স্বাধীন শিখ-রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে তাঁহার আত্মোন্নতি বিহিত হইবে,—লাল সিংহের আশার আর অবধি

গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General's letter to the Secret Commitee, of the 3d and 14th February, 1846.) এতদুভয় পত্রেই লর্ড হার্ডিঞ্জ জানাইয়াছিলেন যে, গোলাপ সিংহের কোন উপকার করিতে, তাঁহার একান্ত বাসনা। গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা করেন, গবর্ণর-জেনারেল সে কথার কখনও উল্লেখ করেন নাই। কিংবা তৎকালে যে সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল, জাম্বুর স্বাতন্ত্র্যতা অবলম্বন সম্বন্ধে তন্মধ্যে কোন সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইবে, গবর্ণর-জেনারেল সে বিষয়ও শিখদিগকে জানান নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, ইংরাজদিগের নিজলাভের আনন্দোৎসবে, সেই ক্ষমতাশালী রাজাকে সন্তুষ্ট করার বিষয়, ইংরাজ পক্ষ একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

রহিল না। গোলাপ সিংহ বুঝিলেন,—ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত আত্ম-রক্ষা অসম্ভব; তাঁহার পূর্ব্ব ক্ষমতা সমস্তই লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে লাহোরের মন্ত্রিরূপে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন নাই। সুতরাং গোলাপ সিং একণে নূতন বিষয়ের দাবী করিয়া, গবর্ণর-জেনারেলকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন; গোলাপ সিংহ বলিলেন, তৎকর্তৃকই এত শীঘ্র শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাঁহারই ষড়যন্ত্রে শিখ-গণ এত শীঘ্র ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে; সুতরাং গবর্ণর-জেনারেল গোলাপ সিংহকে কি পুরস্কার প্রদান করিবেন? এক সময়ে গোলাপ সিং কাতরে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের স হস্ত যুদ্ধ চালাইতে হইলে, দুর্দ্ধর্ষ পদাতিক সৈন্যসমূহ দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় থাকিবে;—সে কথা তখন সকলেরই স্মৃতিপথে পতিত হইল; এবং দিল্লীর প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে কেবল অশ্বারোহী সৈন্য বিচরণ করিবে,—গোলাপ সিংহের সে কথাও কেহ বিস্মৃত হন নাই। যখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল, এবং সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল, তখন সকলেরই উপলব্ধি হইল যে, অবশিষ্ট শিখসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া, রণকুশল জাতিকে অকাতরে বিপুল অর্থরাশি এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রদানে যে ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে পারে, একণে তাঁহাকেই সন্তুষ্ট রাখা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য।

তৎকালে লাহোর রাজকোষের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লাল সিংহও শত্রুকে অপসারিত করিয়া আপনার উন্নতির পথ মুক্ত করিতে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই অবসরে গবর্ণর-জেনারল প্রকারান্তরে রাজা গোলাপ সিংহের আশানুযায়ী তুষ্টি-বিধান করিলেন। তাহাতে রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীর আধিপত্য-প্রতিপত্তি আরও

মহারাজ গোলাপ সিংহ।

[৬৩২ পৃষ্ঠা।]

রাজা ধীয়ান সিং।

৬৩২ পৃষ্ঠা।
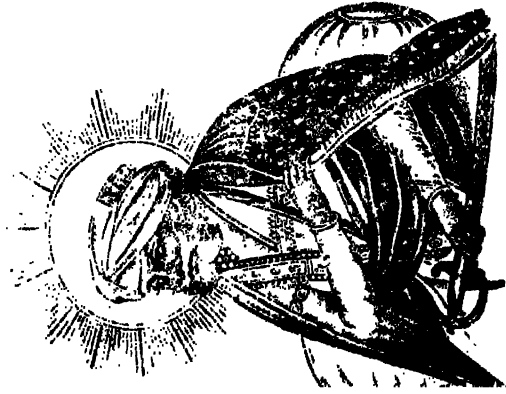
হ্রাস হইল। জম্বুর রাজা আপনার সামাজ্য গণ্ডীর মধ্যে বিপুল ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য ইংরেজগণ যে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছিলেন, লাহোর গবর্ণমেণ্ট তাহার তৃতীয়াংশের অধিক পরিশোধ করিতে সক্ষম হইলেন না; তাহার দুই তৃতীয়াংশ বাকী রহিল। সুতরাং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্ত্তে রাজ্য গ্রহণ করিলেন। পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইল; কাশ্মীর এবং বিপাশা হইতে শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড পঞ্জাব হইতে পৃথক হইয়া গেল; গোলাপ সিং সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া লাহোরের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইলেন। রাজ্য লাভের জন্য তন্মূল্য স্বরূপ গোলাপ সিং, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ১০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং প্রদান করিলেন। শিখদিগের ক্ষমতা হ্রাস করা সম্পর্কে বলিতে গেলে ইংরেজগণ অতি চতুরতার সহিত এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল কার্য্য-প্রণালী বৃটিশ নামের কিংবা বৃটিশ মহত্ত্বের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছিল; তাহাতে বৃটিশ নামের গৌরব কিছুই রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্ব্বে, গোলাপ সিং আপন প্রভু লাহোরপতিকে দণ্ড স্বরূপ ৬৮ লক্ষ টাকা (৬৮,০০,০০ পাউণ্ড) প্রদান করিতে স্বীকৃত হন,—সে বিষয় বিবেচনা করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই নীতি সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। * প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় মহাদেশের প্রথা অনুসারে, প্রত্যেক জায়গীরদার তাহার প্রভুকে বৈদেশিক যুদ্ধাদি সময়ে কিংবা পারিবারিক অন্তর্বিবাদে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং যে ১০ লক্ষ পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং মাথাই পড়িয়াছিল,

---

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৫ইমে গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। এই টাকা গোলাপ সিং প্রদান করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার কখন তাহা শুনেন নাই, কিম্বা তাহাতে তিনি বিশ্বাসও করেন না।

লাহোরের অধীনস্থ জায়গীরদার হিসাবে, তাহা গোলাপ সিংহের পরিশোধ করা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় স্বাধীন ভাবে লাহোরের অধিকার ভুক্ত প্রদেশ সমূহে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, গোলাপ সিংহ কোন মতেই ন্যায়পরতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। রাজ্যের উত্তরাধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শিখগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। গোলাপ সিং কখনও এরূপ স্বাতন্ত্র্য গ্রহণের আশা করেন নাই; কিন্তু রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যের মন্ত্রিবর্গ গোলাপ সিংহকে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিং রাজশক্তি ও প্রভুত্ব-ক্ষমতা লাভ করিলেন; তাহাতে সকলেরই ঈর্ষা বৃদ্ধি হইল,—সকলেরই মনে আত্মোন্নতির আশা জাগিয়া উঠিল। তেজ সিং বিশেষ ধনী ছিলেন; তিনি আপনার অর্থ-সামর্থ্য সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন,—অর্থ বলে কি না সংসাধিত হইতে পারে? সুতরাং রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ মুকুটে সুশোভিত হওয়ার জন্য, এবং পঞ্জাব বিভাগ করিয়া আর একটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রাপ্তির আশায়, লাল সিং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ২৫ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু ইংরেজদিগের রাজ-নীতি বুঝিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না, বা সেই নীতির অবধা বিচারে, লাল সিং বিশেষ ভর্ৎসিত হইলেন। তৎকালে একমাত্র গোলাপ সিংহের সহিতই এইরূপ বন্দোবস্ত হইল; কিন্তু আর কেহই সে বন্দোবস্তের অংশভাগী হইতে পারিলেন না। এক্ষণে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ অমৃতসরে গোলাপ সিং মহারাজ উপাধি ভূষণে ভূষিত হইলেন; বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে মিত্ররাজ বলিয়া স্বীকার করিলেন।* কিন্তু প্রথমে গোলাপ সিংহকে যে রাজ্য প্রদানের কথা

* এই উপলক্ষে মহারাজ গোলাপ সিং, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে ইংরাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারলের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা

হয়, তাঁহার প্রভু ইংরাজগণ সে রাজ্য কিছু কালের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে রাখিলেন; তাঁহার নিকট যে অর্থের দাবী করা হইয়াছিল, তাহার চতুর্থাংশ গ্রহণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, গোলাপ সিংহের ভ্রাতা সুচেৎ সিং, ফিরোজপুরে যে অর্থ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, গোলাপ সিংহই সেই ধন-সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী ছিলেন; তাহাই বিবেচনা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিলেন। এক্ষণে

প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে মহারাজ গবর্ণর-জেনারেলের "জর-খারিদ" অথবা স্বর্ণে ক্রীত ক্রীতদাস বিশেষ। বস্তুতঃ, মহারাজ উপহাসচ্ছলে এ কথা বলেন নাই।

এই ইতিহাসে একাধিকবার রাজা গোলাপ সিংহের নীচ প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, মহারাজ গোলাপ সিং ঈর্ষাপরায়ণ এবং অসৎস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শত্রুকে প্রতারিত করিয়া, অক্লেশে তাহার প্রাণ সংহার করিতেন; এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য, তিনি অত্যাচার উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই শতাব্দীর এবং তাঁহার জাতি-গত নৈতিক উন্নতি বিচার করিয়াই, মহারাজের চরিত্র-প্রকৃতির বিচার করা আবশ্যক। অপিচ তাঁহার ন্যায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পদ বজায় রাখিতে হইলে, যে যে বিষয় আবশ্যক তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। এই সকল বিষয় প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, গোলাপ সিং একজন কার্য্যকুশল এবং পরিমিতাচারী ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় অথবা অলস ব্যক্তির ন্যায় কোন কার্য্য করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতিতে সন্তোষ এবং ক্ষমা-দাক্ষিণ্য যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল।

গোলাপ সিংহের পক্ষে সে দাবী পরিশোধ করা সহজসাধ্য হইয়া

লাল সিং আর একবার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লাল সিং এবং তাঁহার বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী সহকারী সামন্তগণ সকলেই জানিতেন, ইংরাজগণ পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলে, মুষ্টিমেয় সৈন্যের আক্রমণ হইতেও তাঁহারা আপনাপন পদ-সামর্থ্য রক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং গোলাপ সিংহের খাজনা অবলম্বনে, প্রথম সন্ধি-সর্ত্তের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিল। তখন স্থির হইল, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত একদল বৃটিশ-সৈন্য লাহোরে অবস্থিতি করিবে। ইতিমধ্যে সামন্তগণ আপনাপন ক্ষমতার দৃঢ়তা বিধান করিয়া লইবেন; সৈন্যদলের পুনঃসংস্কার এবং পুনর্গঠন সংসাধিত হইবে; দেশে শৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম-বদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে। ক্রমে বৎসর শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু তখনও সামন্তগণের অসহায় অবস্থা;—তাঁহারা তখনও আপনাপন প্রভুত্ব-ক্ষমতার দৃঢ়তা সাধনে সমর্থ হন নাই; সুতরাং সামন্তগণ সাগ্রহে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত পুনরায় এক বন্দোবস্ত হইল;—সামন্তগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সেই বন্দোবস্ত ক্রমে, রণজিৎ সিংহের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীনে রহিল; রণজিৎ সিংহের পালিত পুত্র এবং হীনবল উত্তরাধিকারী সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত, ইংরাজগণ সে রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। †

---

* অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। লাহোর এবং জাম্মুর সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির বিবরণ ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। (See Appendices xviii. xix. xx. for the Treaties with Lahore and Jummoo.)

† লাহোরের সহিত দ্বিতীয় সন্ধি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, পঞ্জাব

বিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন গবর্ণর-জেনারেল এবং ইংরাজদিগের প্রধান সেনাপতি। (কমাণ্ডার-ইন-চিফ) লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদল শিখ সৈন্য তথায় উপনীত হইল। তখন তাহাদের বেতন পরিশোধ হইয়া তাহাদের দল-ভঙ্গ হইয়া গেল। তৎকালে সেই সৈন্যদলের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে বিদ্রোহপরায়ণ বিপ্লবকারীর নৈরাশ্য, অথবা বেতনভুক্ বৈদেশিক সৈন্যের নির্জীবভাব কিংবা ঔদাসিন্য প্রকাশ পায় নাই। যে বীরত্বের সহিত শিখ-সৈন্য বিজয়ী ইংরাজ-গণের সম্মুখীন হইয়াছিল, বিজয়ী ইংরাজগণ শিখদিগের যে বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতেন, শিখ-সৈন্যের বীরোচিত ব্যবহারে তাহাদের সেই সাহসিকতার মাধুর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে, শিখজাতি সেই কথাই বলিত; অথবা প্রবলক্ষমতাশালী প্রভুগণের আগমনের পথ তাহারাই সুগম করিয়া দিয়াছে, শিখদিগের মনে সেই ধারণাই বদ্ধমূল রহিল। এইরূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তাহারা অন্তরে অন্তরে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বা পরিণামের বিষয় দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে চিন্তা করিত; আপনাদিগের অদৃষ্ট সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাসের অণুমাত্রও লাঘব হয় নাই। যদি কেহ কৌতুকচ্ছলে কখনও তাহাদিগকে অনুপযুক্ত এবং অপরিণতবয়স্ক শিশুসম্প্রদায় বলিয়া উপহাস করিত, তাহা হইলে, শিখগণ নীরস ও অর্থ-ব্যঞ্জক ঈষৎহাস্যে উত্তর দিত,— তখনও 'খালসার' শিশুকাল অতিবাহিত হয় নাই। যখন শিখদিগের সাধারণ-তন্ত্র ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে এক নূতন ভূষণে ভূষিত করিলেন; শিষ্যগণের [illegible]

পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (See Appendix xv. for the Second Treaty with Lahore.)

সাহস ও শক্তি সঞ্চার করিয়া, গোবিন্দ তাহাদিগকে অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাহসী বীরগণ সান্ত্বনা লাভ করিলেন; যে উন্নত শক্তি বলে তাহারা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, যে শক্তিবলে শিখগণ অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাদের সেই তেজঃশক্তি, ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সভ্যতা বলে একণে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল; তাহারা যে বাধা প্রদান করিল বটে, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না। শ্রেষ্ঠ শক্তির কঠোর শাসনাধীনে বিশুদ্ধভাব ধারণ করিতেই শিখদিগের সেই শক্তি ইংরাজ শক্তির পদানত হইল। ইউরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের আলোক-মালায় তাহাদের মন উন্নত ও উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন হইবে এবং উচ্চ কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী করিয়া গঠিত হইবে। *

এইরূপে শিখদিগের স্বতন্ত্র শাসনকালের অবসান হইল;— পঞ্জাবের স্বাধীনতা সূর্য্য চিরতরে অস্তাচলশায়ী হইলেন। প্রাচীন ভারত-ভূমির বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে একণে ইংরাজেরই একাধিপত্য বিদ্যমান; ইংরাজ

---

* শিখ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রেসকোর শিখদিগের ধর্ম্মমন্দির ও ধর্ম্মশালাসমূহ পরিদর্শন করিতে কীর্ত্তিপুর এবং আনন্দপুর-মাখোবালে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানটী গোবিন্দের অধিকতর প্রিয় ছিল তত্রত্য সকলেই ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন বিচক্ষণ ও যশস্বী ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মবিধাতৃগণ বলিতেন, দর্শ্ব সময়ে সকল দেশের অধিবাসীই 'খালসা' ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। দুর্ব্বিসহ প্রপীড়ক মুসলমান-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে বৈদেশিক ইংরেজগণ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, নানকের শিষ্য-সম্প্রদায় সে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য ইংরাজদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞ,—ধর্ম্মযাজকগণ তাহাও স্বীকার করিতেন।

এক্ষণে ভারতের অবিসম্বাদিত অধিস্বামী। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের প্রাচীন শাসন-প্রণালী অপেক্ষা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক প্রথাও অধিকতর নিয়মানুবর্ত্তী। প্রাচীন মুসলমান-সাম্রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ-রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয় হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ; বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে সে রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। ইংলণ্ডের সৈন্যদল সুশিক্ষিত, এবং অর্থ-সামর্থ্যও অত্যন্ত অধিক; সর্ব্বকার্য্যেই ইংলণ্ডের জন সাধারণের একতা বর্ত্তমান এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া থাকে। যে শাসন প্রণালী প্রাচ্য দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণেরও বোধগম্য নহে, ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী, প্রাচীন রোমের আদর্শ শাসন-নীতির অনুকূল। কিন্তু এক্ষণে হিন্দুগণ সমগ্র দেশে আপনাদিগের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত, তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় শৃঙ্গ হইতে বীরপ্রবর রামচন্দ্র নির্ম্মিত পৌরাণিক সেতু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের অধিবাসী শ্রীরাম ভক্তকুল দ্বি-জাতি বংশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে; এখনও তাহারা সেই ভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধান্য প্রবল হওয়ায়, মধ্যখণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের অসভ্য পার্ব্বত্যবাসী এবং বঙ্গ প্রদেশের অধিবাসিগণের ভাষা ক্ষত্রিয়দিগের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহারা একটী মিশ্রিত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোকের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্মপ্রণালী এবং ধর্ম্মক্রিয়ায় ব্রাহ্মণগণের নিগূঢ় সারগর্ভ দর্শনশাস্ত্র এবং পুরাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্যই ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ, ব্রাহ্মণদিগের এই গবেষণাপূর্ণ দর্শন-শাস্ত্রের নীতি এবং যুক্তি-দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ এদেশে দেশ-লুণ্ঠনের নিমিত্তই আগমন করে। ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে

থাকে ; পরিশেষে বিজয়ী জাতিসমূহ পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া সর্ব্বভূমি ভারত-ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল ; তাহাদের প্রভাবে পরাজিত অধিবাসীদিগের অবস্থার এবং ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিল বিজেতৃ-বৃন্দের সংসর্গে তাহারা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বাদসাহ আকবরের রাজত্ব-কালে ভারতে 'ইসলাম' ধর্ম্ম, একটী জাতীয় ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইল ; মনু এবং সেকেন্দর সাহের (আলেকজাণ্ডারের) সময়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততটা ভেদা-ভেদ নাই ; বস্তুতঃ কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত, অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের সে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু ও মুসলমান দুইটী ভিন্ন জাতি ; তাহাদের ধর্ম্মও পরস্পর বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিক জীবনে বা গার্হস্থ্য জীবনে তাহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিয়া থাকে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্যে আপনীতে যোগদান করে ; পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে ; এবং পরস্পর পরস্পরের কার্য্য প্রণালী অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে তাহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে তিরোহিত হই-তেছে ; সুতরাং এতদুভয় জাতির ধ্বংস-সাধনে, তাহার সমাধি স্থলে নূতন উপাদানে ভবিষ্যতে কোন একটী সাধারণ ধর্ম্ম-প্রথা বা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। দূষিত শূদ্র জাতির—যাহারা জাঠ, গুর্খা, শিখ প্রভৃতি জাতির—প্রাধান্য হেতু গ্রাম্য কৃষককুল এবং নগর ও সহর সমূহের ইতর শ্রেণীর মধ্যে আরও অধিক মিশ্রণ সংসাধিত হইয়াছে। এইরূপে পুরাতত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পক্ষে কতকটা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কোন জাতির কথিত ভাষা অপেক্ষা, সেই জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনিশ্চিৎ বা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরব-দেশীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্ম কিংবা বেদ ও পুরাণ-

তত্ত্ব প্রভৃতির কোনটীকেই অনেক স্থলে বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে ধর্ম্ম-প্রাণ মোল্লাগণ এবং শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথবা উভয়-ধর্ম্মের ধনী এবং মহৎ ব্যক্তিগণই সেই সেই ধর্ম্মের পবিত্রতা এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যে ক্ষমতা-বলে এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য ভারতবাসীর উপর ইংলণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; ইংলণ্ড সেই ক্ষমতা বলেই এইক্ষণে ভারতবাসীর শাসন সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। অধুনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব লাভে অপরাপর জাতি তৎপ্রতি ঈর্ষা পরবশ হইতে পারেন; কিন্তু ইংলণ্ডের সুসন্তান সাহসী ইংরেজগণ প্রাচ্য-খণ্ডে যে গুরুতর কার্য্যভার ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, সেই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে ইংরাজদিগের ভবিষ্যকালের জন্য চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মানবের মঙ্গল-বিধানার্থ ইংলণ্ড যে মহৎ কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থ ইংলণ্ড অতি বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিবেন; সকলের প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়, ইংরাজগণের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই ইংরাজগণ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন। ইংলণ্ডের রাজত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ ইংলণ্ডই মীমাংসা করিয়া দেন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্ত্তন এবং মানসিক বিপ্লব সাগরের বীচিবিক্ষোভে, সুবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কীর্ত্তি বহিরাবরণ টলায়মান হইয়া পড়ে। কি সভ্যতালোকে, কি মধ্যবর্ত্তিতার নিরপেক্ষতায়, সর্ব্ববিষয়েই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় মহত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধীনস্থ প্রজাবর্গের নিকট ইংলণ্ড কেবলমাত্র সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন; ইংলণ্ড কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যধিক কৃতজ্ঞতা এবং আনুরক্তির উপর নির্ভর করিতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে, ইংরাজদিগকে বিচক্ষণ এবং সতর্ক হইতে হইবে; এবং চিরস্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন বর্ত্তমান রাখিতে হইলে, সাম্রাজ্যের জনসমূহ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ প্রিয়দর্শন রাজপ্রাসাদ কিংবা উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের

পরিবর্ত্তে, ইংলণ্ডকে তদপেক্ষা গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ইংলণ্ড অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারেন ; নদী, মহানদী প্রভৃতির উপর, তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম ; বিজ্ঞানবলে এবং অর্থের ঐন্দ্রজালিক মোহিনী-শক্তি সাহায্যে তাঁহারা পর্ব্বত ভেদ করিতে সমর্থ। সেই সকল প্রাচীন জাতির ন্যায়, ইংরাজগণও বৈদেশিক রাজ্যে, প্রবল-পরাক্রান্ত 'হেরড দি গ্রেটের' ন্যায় নরপতি-কুল সৃষ্টি করিতে পারেন ; তাঁহাদের শিক্ষা কৌশলে রেভিয়াস জোসেফাসের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিক দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভবপর ; কিন্তু কা ট্রিআর্ণের আহ্বানে হোরিষ্ট যেরূপ তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন, এবং সিয়াপ্রীতম যেমন ক্রভিসের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রাচীন রোমের ন্যায়, ইংলণ্ডের সারা জীবনেও সেরূপ ঘটিবে কি না সন্দেহস্থল। ইংলণ্ড অপর একজন 'সিনেসিন'কে সত্য জীবনের রমণীয়তা শিক্ষা দান করিতে পারেন ; ইংলণ্ডের প্ররোচনায় অপর একজন এটেলাস, পারগেমাসের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে ;—অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়েও ইংলণ্ডের শিক্ষা-গুণে অসংখ্য বীর পুরুষ, অদ্বিতীয় কল্পনাশক্তি সম্পন্ন কবি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন,—তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সমুদায় অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল জাতি গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে সেই সকল কবি এবং দার্শনিক অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন ;—এক্ষণে ইংলণ্ডের তাহাই করা কর্ত্তব্য ; ৩০ পুরুষ পরেও যাহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ আইন-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত ; রোমের প্রাচীন নীতি এবং গ্রীসের দর্শনশাস্ত্র যেমন খৃষ্টধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিল, সেইরূপ বিজ্ঞান এবং নীতি-শাস্ত্রবলে ভারতবর্ষে, লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং চিন্তা বৃত্তির উপর আধিপত্য

বিস্তার করিতে চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত। যে আদর্শের উপর ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শের সমকক্ষ হইতে, অথবা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সকল বিষয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং আশা-বীজ রোপণ করা, ইংলণ্ডের একমাত্র কর্ত্তব্য।*

---

* বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ড, ভারতবাসীর মনে কোন স্থায়ী-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তবে ইংরাজগণ ভারতে অত্যাশ্চর্য্য সামরিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বিচক্ষণতার সহিত নানা ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া, শাসনকার্য্য শক্তি বলিয়া গর্ব্বিত হওয়ার পক্ষে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

তথাপি ইংরাজদিগের প্রতিভা-শক্তি তখনও ভারতবাসীর মন অধিকার করিতে পারে নাই; কিংবা ভারতবাসীর অন্তর তাহাতে পরিপূর্ণ হয় নাই। শিক্ষিত পণ্ডিতগণ যতদিন সংস্কৃত এবং পারস্য (Arabic) ভাষায় জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন ভারতবর্ষ ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে না; সুতরাং অধ্যাবসায়ের সহিত এই দুইটী ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ, সেই ভাষাদ্বয়ের সারবত্ত্ব হেতুই যে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু শিক্ষা দিবার পক্ষে সেই ভাষাই একমাত্র উপায়স্বরূপ। স্ব স্ব অত্যন্ত ভাষায় প্রকাশিত হইলে, "[illegible]" বা ভারতীয় দার্শনিক এবং উদ্ভোবাদ, গণিত এবং তর্ক-শাস্ত্র সম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রকার বিষয়েই সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন। এবং তাঁহারা যে বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আবশ্যকমত তাহাও জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। বর্ত্তমান সময়ে অসম্পূর্ণ বঙ্গ-ভাষার সাহায্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বনে, অতি ধীরে ফল লাভ হইবে। সুতরাং "[illegible]"

কিন্তু বৃটিশ-সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া, রাজ্য রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিতে না পারিলে, ইংলণ্ড কিছুই করিতে সমর্থ হইবেন না। এ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ কেবল রাজ্য বিস্তারেই যত্নবান ছিলেন ; রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহারা কোন বন্দোবস্তই স্থির করিতে পারেন

ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব বশতঃই এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এরূপ প্রচারে কখনও সিদ্ধিলাভ হইবে না। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত ও চিত্র প্রভৃতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বিশদভাবে সর্ব্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিতে পারিলে, হয়তো কোনরূপ ফললাভ হইতে পারে। আংশিক বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিকাংশ স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় অসম্পূর্ণ ও অবিশুদ্ধ বর্ণনায় উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। এই সমুদায় সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত গ্রন্থের প্রতিলিপি, সংস্কৃত অথবা পারস্য ভাষায় মুদ্রিত হইলে, শিক্ষিত ভারতবাসীর গর্ব্ব অতি সহজেই খর্ব্ব হইত।

টোলেমির জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত হওয়ায়, উহা ব্রাহ্মণগণের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়. বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা উন্নতি বিধানে যত্নপর হইয়াছেন, তাঁহারা যেন যে বিষয় কখনও বিস্মৃত না হন। ল্যাটিন ভাষার সাহায্যে, কপারনিকাস, গ্যালিলিও, বেকন এবং নিউটন প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ পদার্থ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা বিখ্যাত এবং বহুবিস্তৃত রোমান এবং গ্রীক ভাষাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন ; প্রাচীন হিব্রু ভাষা এবং গল, সিরিয়া, আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরের অসম্পূর্ণ ভাষা সমূহ তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন নাই। উভয় পক্ষেই সেই বহু-পূজিত ভাষার গর্ব্ব প্রচারিত

নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ক্রমশঃ কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল। তাহারা মোগল এবং মারহাট্টাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং দূরবর্ত্তী মিত্ররাজকে সাহায্য প্রদান করিয়া, তাঁহার রাজ্যের সন্নিকটস্থ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী শত্রুকে দমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড

হইত। তাহাতে ওরিজেন, আইরেনিয়স, টর্টুলিয়ন এবং রোমের ক্লিমেণ্টের ধর্ম্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং আরও আধুনিক দার্শনিকগণের ধর্ম্ম-বিশ্বাসও তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষেও, সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী ভাষার সাহায্যে সর্ব্ব বিষয়ই জনসাধারণের গোচরীভূত করা যাইতে পারিত, এবং তর্ক-শাস্ত্রের প্রমাণ সমূহ আরও সঠিক হইত।

স্থানীয় এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-দান হওয়ায়, কলিকাতা সহরে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনেকটা সুফল ফলিয়াছে। প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকদিগের অধ্যবসায় এবং কার্য্য-কুশলতার গুণেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবার এবং বংশের ও জাতির আরক্তীয় বালকগণ, মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধ-বাদী বলিয়া মনে হয় না; তাহাদের সত্যতা প্রমাণের পক্ষে এ সমুদায় বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কলিকাতায় ইংরাজের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঐশ্বর্য্য-বিভবে, জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তায় এবং রাজনৈতিক উন্নতিতে সেই ইংরাজদিগের প্রাধান্য-প্রভাব অধুনা অনেকাংশে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই মানসিক প্রাধান্য এত সহজে নষ্ট হইয়াছে যে, রাজধানী হইতে ৫০ মাইল দূরত্বের মধ্যবর্ত্তী সহর সমূহে, তাহা আদৌ অনুভূত হয় না। কাশী, দিল্লী, পুণা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় জনাকীর্ণ স্থান সমূহে সে প্রাধান্য-স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করা সহজ-সাধ্য নহে।

ক্ষমতার উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। অধুনা ইংলণ্ডের নামে সকলেই ভীত হইয়া থাকে; কেহই আর বন্ধুভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন না। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া, ভারতের রাজন্যবৃন্দ এক্ষণে রাজ্য কিংবা যশ অর্জ্জন করিতে অক্ষম। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে সেই রাজন্যবৃন্দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্বাভাবিক শত্রুভাব আপনাআপনিই দূরীভূত হইবে। শাসনকর্ত্তার প্রভূত শক্তি পরিচালনা না করিয়াই. তাঁহারা রাজপদে সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিবেন। হর্ষোৎফুল্ল অগণিত নক্ষত্রমণ্ডল-পরিবৃত সুধাকর যেমন হাসিতে হাসিতে নৈশ-গগনে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণে ত্রিভুবন পুলকিত করিয়া তুলে; ইংলণ্ডও তেমনি অধীনস্থ রাজন্যবৃন্দ পরিব্যাপ্ত হইয়া, নৈশ-গগনের চন্দ্রের ন্যায় পরি-শোভমান হইবেন; ভারতবাসী, ইংলণ্ড এবং ভারতীয় রাজন্যগণকে নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রের সহিত তুলনা করিবে। অন্যপক্ষে, অসীম প্রতাপ-শালী দিবাকরের অসহনীয় মধ্যাহ্ন কিরণে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না; ভারতবাসী, ইংলণ্ডকে সূর্য্যের সহিত কখনও তুলনা করিবে না। মনুষ্য মাত্রেই ক্ষমতা এবং শান্তি লাভের ইচ্ছা করে; সকলেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে চায়। যাহারা পতিত ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিত, তাহাদেরই মনে সেই ভাবের উদয় হইত। ইংরাজগণ অনতি-বিলম্বে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করিল;—তাহাতে অনুচর রাজন্যবর্গ মনে ভাবিতে লাগিলেন,—বাধা প্রদানের চেষ্টা করা বৃথা। ইংরাজগণ তাঁহা-দিগকে আর অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করেন না, কিংবা তাঁহাদের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ বিদ্বেষ ভাবও নাই; অধিকন্তু তাঁহারা শাসন-সংরক্ষণে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টে কতকটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ-দেশের ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীতে প্রধানতঃ কেবল বণিক সম্প্রদায়েরই

উন্নতি সাধিত হইয়াছে; সেই বণিক-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-বিধান-কল্পেই যেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এতকাল রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ ইংরাজ সমাজে স্থান পান না; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যেই তাঁহারা নিযুক্ত হইতেন না। দরিদ্র কৃষককুল সময়ে সময়ে উৎপীড়িত হইত; অত্যাচারিগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত; সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহারা অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিপতিত হইত; কখনও কখনও তাহারা আবার শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিত। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের শাসনে এ সমুদায় বিভীষিকা দূরীভূত হইল বটে; কিন্তু, মঙ্গল-বিধায়ক হইলেও, অনুপযোগী পীড়াদায়ক আইনের ফলে, এক্ষণে তাহারা সময় সময় বিশেষরূপ উৎপীড়িত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল।* তাহারা অত্যধিক করভারে প্রপীড়িত

* ভারতীয় পুলীশ-সম্প্রদায় দুশ্চরিত্র এবং প্রজাপীড়ক। তাহারা প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য অসৎ কার্য্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঠগ, ডাকাইত, দলবদ্ধ নরহত্যা এবং দস্যু সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধনের জন্য যে সমুদয় কার্য্যালয় এবং স্থায়ী বিধি ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার ফলে, অনতিবিলম্বে দেশমধ্যে পাপস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। এক দিকে দলবদ্ধ অপরাধী ব্যক্তিগণের অত্যাচার-উৎপীড়ন যেমন বৃদ্ধি হইত, অন্যদিকে এই সমুদয় ব্যবস্থার ফলে, পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ তেমনই প্রশ্রয় পাইত। পাপ-কার্য্য নিবারণে এবং পাপী অপরাধীদিগের শাস্তি-বিধানে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং নিরুপায়। সত্য বটে, সৈনিক বিভাগ সম্পর্কীয় শক্তি-সামর্থ্যে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট অদ্বিতীয় এবং অসীম ক্ষমতাশালী; কিন্তু দেশবাসী-দিগের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা সম্বন্ধে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট অপদার্থ [illegible]। যাহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জ ধনে-প্রাণে নিরাপদে বাস করিতে

হইয়া পড়িল; কিন্তু সর্ব্বত্র তুল্যাংশে সে কর সংস্থাপিত হইল না
গবর্ণমেণ্টের আবশ্যকীয় রাজস্বের জন্য জমীর উপরেই প্রধানতঃ সে

পারে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেরূপ ব্যবস্থা বিধানে সম্পূর্ণ অপারক। ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ড এত অনভিজ্ঞ যে, ইংলণ্ডবাসিগণ অনায়াসেই অর্থ-লোলুপ বেতন-ভুক কর্ম্মচারী সম্প্রদায়ের উপরই তাঁহারা প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন; যাহারা ইংলণ্ডের ক্ষমতা-প্রাধান্যে ভীত হইয়া থাকে, অথচ যাহারা ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা ঘৃণা পরবশ, সেই সমুদায় লোকের হস্তেই আভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খলা বিধানের ভার অর্পিত হয়; তাহারা অতি সহজেই নিঃসঙ্কোচে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টকে প্রতারিত করিয়া থাকে। দেশে সু-বিচার, সু-শাসন এবং সু-শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, এখনও দেশের লোক এবং বহুসংখ্যক বেতন-ভুক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। মধ্যবিত্ত বা মধ্যশ্রেণীর জোতদারদিগের উপর কতকাংশে শাসন-ভার বা জামীনের ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত; এবং অপরাপর সকলের উপর তাহাদের আপনাপন 'পরগণা' বা জেলাসমূহের (Hundreds and shires) 'জুরি' বা 'পঞ্চায়েৎ' সম্প্রদায় গঠন করার ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাহারাই [illegible] স্থানের শাসন-সংরক্ষণের কার্য্য সম্পন্ন করিবে। এইরূপ সীমায় [illegible] থাকিয়া, অন্যান্য দেশের অধিবাসিবৃন্দের ন্যায় ভারতীয় জমীদারগণও [illegible] দের [illegible] অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবেন। (এতৎসম্বন্ধে [illegible] কথাগুলি যথাযথ মন্তব্য সম্বন্ধে লেফটেনান্ট কর্ণেল স্লিমান প্রণীত, ভারতীয় কর্ম্মচারীর পূর্ব্বস্মৃতি এবং [illegible] নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;—See Lieutenant Colonel

কর নির্দ্ধারিত হইতে লাগিল।* কৃষক-সম্প্রদায় তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; গবর্ণমেন্টের প্রতি তাহাদের কোনরূপ সহানুভূতি রহিল

Sleeman's Rambles and Recollections of an Indian Official, ii. 313 &c.)

* বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সাধারণ রাজস্ব হিসাবে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে ভূমির রাজস্ব পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ;—

বঙ্গদেশ — ৩/৪ ; বোম্বাই — ২/৩ ; মান্দ্রাজ — ১/৪ ; আগ্রা — ৩/৫। পঞ্জাব — মোটের উপর ১/৫।

ইউরোপের কতকগুলি রাজ্যে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে রাজস্ব নির্দিষ্ট আছে ;—

ইংলণ্ড — ১/২৪ ; ফ্রান্স — ১/৪ ; স্পেন — ১/১৫ (হয়তো এই গণনায় কতকটা ভ্রম থাকিতে পারে); বেলজিয়ম — ১/১৫ ; প্রুশিয়া — ১/১৫ ; নেপল্‌স্ — ১/৪ ; অষ্ট্রিয়া — ১/৪।

যুক্তরাজ্যের (ইউনাইটেড ষ্টেটস্) রাজস্বের অধিকাংশই প্রধানতঃ বাণিজ্য-শুল্ক হইতে সংকুলান হইয়া থাকে।

এ স্থলে হিন্দুদিগের পুরাতন আইন-পদ্ধতির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিংবা মুসলমানদিগের আধুনিক বিধি-ব্যবস্থা পুনরায় আলোচনা করারও কোন আবশ্যক নাই। অপিচ ব্রিগ্‌স্, মনরো, সাইক্‌স্, হ্যালহেড এবং গালওয়ে প্রভৃতি মহাজনগণ নিজ নিজ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অধিকাংশ বিষয়ই মীমাংসিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় কৃষকসম্প্রদায় পারিভাষিক অর্থে খাজনা (Rent) প্রদান করে, কি 'কর' (Tax) প্রদান করিয়া থাকে,

না। তজ্জন্যই সম্প্রদায় অন্তরে অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ ক্রোধপরবশ হইয়া কড়ভাবে শিখ হইতে

নিশ্চিত জানা যাইতেছে যে,—(১) গবর্ণমেণ্ট (বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, জায়গীরদার বা প্রতিনিধি) প্রায় অধিকাংশ স্থলেই, উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং (২) যে স্থলে গবর্ণমেণ্টই মালিক অর্থাৎ খাসমহালে, মূলধন দ্বারা কূপ খনন কি অন্য কোন সুবিধা প্রদান করিয়া, গবর্ণমেণ্ট আপন কর্তব্য পালন করেন না; ইংলণ্ডে শস্যাগার এবং পয়ঃপ্রণালী বর্তমান থাকায়, সঙ্কট সময়ে অবশ্য কৃষকসম্প্রদায় বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে; ভারতে সেরূপ প্রথা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কতিপয় স্বদেশ-পরায়ণ প্রাচীন জমীদার ব্যতীত ভারতের অনেকেই জমীর উৎকর্ষ-সাধনে অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। পুনশ্চ, অধিক পরিমাণ অর্থলাভের আশায়, অল্পসংখ্যক সঙ্গতিপন্ন অহিফেন এবং শর্করা ব্যবসায়ী জমীর উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি অথবা [illegible] প্রজা একান্ততঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট, কিংবা রাজস্ব-সংগ্রহকারীর হস্তে কর প্রদান করিয়া থাকে; যে পরিমাণ শস্যে বীজ সংগ্রহ হইতে পারে, মোটামুটি আহার্য সংস্থান হয়, এবং ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত সাধারণ আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, রাজস্ব পরিশোধান্তে প্রত্যেক গৃহস্থই সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত শস্য প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কোন উপায় না থাকায় তাহারা কেহই জমীর উন্নতি বিধানে ব্যয়-বাহুল্য করিতে সমর্থ হয় না।

সুতরাং ইংলণ্ডের কর্তব্য,—(১) পরিমিত [illegible] কর [illegible] (২) জমীর রাজস্ব পরিমাণ [illegible] (৩) [illegible] কি-

লাগিলেন; কেহ কেহ বা রাজ্যপরিবর্ত্তনে উদ্দেশ্য সাধনের আশায় উৎফুল্ল হইলেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের এইরূপ কামনায় অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একমাত্র বণিক-সম্প্রদায়ই আপনাদিগের ধনসম্পত্তির

কোরফা প্রজা স্বরূপ। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের প্রজাকুল পূর্ব্বোক্ত সমুদায় সত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক সম্পত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক, এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পদ্ধতিতে অতি সহজেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। প্রত্যেক ভূম্যাধিকারীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি প্রদান করিতে হইবে; সেই ভূম্যাধিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে তাহা বিলি করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাকে সে সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনই ক্ষমতা প্রদান করা হইবে না; তিনি কেবল উৎপন্ন শস্যের বিক্রীত মূল্যই ব্যয় করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের ভূম্যাধিকারী স্বত্ব বিষয়ে কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত যুক্তি-তর্ক ও মন্তব্য সম্বন্ধে লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল স্লিমান কৃত "ভারতীয় কর্ম্মচারীর পূর্ব্বস্মৃতি এবং অসম্বদ্ধ মন্তব্য নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। (See Lieutenant-Colonel Sleeman's "Rambles and Recollections of an Indian Official" i. 80 &c.; and ii. 346 &c.) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বর্ত্তমান সময়ে যে হস্তান্তর বা পরিবর্ত্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেই হস্তান্তর বা পরিবর্ত্তন প্রথায় রাজস্ব-সংক্রান্ত বিবরণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেফ্‌টনাণ্ট-গবর্ণরের 'সেটলমেণ্ট' কর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ এবং রাজস্ব-প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (Lieutenant-Governor's "Directions for Settlement

বিষয় চিন্তা করিয়া অনুপম সুখ লাভ করিয়া থাকে। * তাহারা মনে করে,—যদি গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করেন, অথবা উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাহা হইলেই তাহাদের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত; এবং মহাসুখে নির্ব্বিঘ্নে ধনসম্পত্তি ভোগদখল করিতে সমর্থ।

---

* লেফটনাণ্ট কর্ণেল শ্লিমান মনে করেন,—(Rambles of an Indian Official, ii. 175) ইংরাজগণ জনসাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হন নাই। দেশের কৃষক-সম্প্রদায় এবং জমীদারবর্গ ভারতীয় অন্যান্য শাসনকর্ত্তার প্রতিও সন্তুষ্ট ছিল না; এক্ষণে তাহারা ইংরাজদিগের প্রতিও সন্তুষ্ট নহে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অথবা অন্য কোন শাসনকর্ত্তার পদ-সামর্থ্যের বিষয় ভাবিতে গেলে, একটী বিষয় সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। শিখ সম্প্রদায় এবং কতকাংশে পশ্চিম ভূভাগের রাজপুত ব্যতীত কোন কৃষক সম্প্রদায়, মুসলমান জাতি এবং কতকাংশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি, দেশের শাসন-কার্য্যে যোগদান করিত না; কিংবা একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে উদ্যুক্ত হইত না। নগর ও জনপদ সমূহের অধিবাসিগণের অধিকাংশই স্বদেশী কিংবা বিদেশী শাসনকর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। যাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ, তাহাদের অধিকাংশই করদাতা; তাহাদের দ্বারা ইংলণ্ডের শক্তি-সামর্থ্য কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। উৎপন্ন শস্যের যে পরিমাণ অংশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন, কোন বিদ্রোহের জয় অথবা রাজ্যজয়ের পর, অন্য কোন শক্তিকে সেই রাজস্ব দাং-

ভারতীয় রাজা, জমিদার, কৃষক সম্প্রদায়কে পুরুষানুক্রমে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ রাখিতে হইলে, বিপুল অর্থ-সামর্থ্যের আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের সামরিক প্রথারও উন্নতি বিধান করিতে হইবে। অসংখ্য দুর্গ এবং গড় নির্ম্মিত করা কর্ত্তব্য; সময় সময় তথায় সৈন্যদল অবস্থিতি করিবে।* ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ সমষ্টির সংমিশ্রণে স্বতন্ত্ররূপে হস্ত হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করে। এই সমুদায় ভীরু প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি ন্যায়পর এবং কৃপাপরবশ হওয়া ইংলণ্ডের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু কলহ-প্রিয় সৈনিক জাতিকেই প্রধানতঃ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে; তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে হইবে; কখনও বা তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। এই সমস্ত যোদ্ধৃ-জাতি বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে, এবং প্রভুত্বলাভে সর্ব্বদাই যত্নবান হইয়া থাকে।

* বস্তুতঃ, ইংরাজদিগের বল প্রকাশের স্থান অতি অল্পসংখ্যক। সৈন্য স্থাপনের জন্য তাঁহাদের গড়ের সংখ্যা অতি কম। এমন কি, সামান্য নিরাপদ স্থান,—অস্ত্র-শস্ত্রাগার এবং যুদ্ধোপকরণ আহরণের বা রাখার জন্য সুরক্ষিত স্থান ইংরাজদিগের নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভারতে ইংরাজদিগের সামরিক প্রথার এই একটী প্রকৃত মৌলিক দোষ। বিপ্লবকালে কিংবা সামরিক প্রক্রিয়া বা যুদ্ধ সময়ে সাধারণ ভাবে বিস্তৃত শস্যাগারের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়; অধিকন্তু যে দেশে ধনী ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেন্ট কোন সাহায্য প্রাপ্ত হন না, কিংবা সেই ধনবান সম্প্রদায় সাধারণের মতামত গ্রাহ্য করেন না, এবং যে দেশে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ সচরাচর ঘটিয়া থাকে, যে

বহুসংখ্যক বিভিন্ন সৈন্যদল গঠন করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।* এইরূপ সুসংখ্য দুর্গ, গড় এবং বহুসংখ্যক সৈন্যদল গঠনেই ইংলণ্ডের প্রাধান্য বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে; এবং তাঁহাদের আক্রমণে আক্রমণকারী শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবে। সমাজ ও ধর্ম্মে উত্তরোত্তর যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে, এবং শিখধর্ম্মই যে পরিবর্ত্তনের মূল আদর্শ, সেই ধর্ম্মসংস্কার এবং সমাজ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য,—অভিনিবেশ সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করা বিধেয়। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অধুনা এক নূতন ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বা মুসলমান ধর্ম্মের পূর্ব্বতন রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধেই পরিহার

এইরূপ প্রথা প্রচলিত; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেক নিয়ম-প্রণালীর কোন না কোন হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে।

* শিক্ষিত সৈন্যদলের স্বতন্ত্র একটা জাতি অথবা কোন একটি শাখা-সম্প্রদায় গঠন করিতে ইংরাজগণ কখনও সমর্থ হয় নাই। একমাত্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই তাঁহারা এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন;—তথায় সিপাহী সৈন্য আপনাপন দল মধ্যেই কালযাপন করিত। একদিকে যখন সৈন্যদলের মধ্যে প্রথম 'কোম্পানী' গঠনের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল, এবং অন্যদিকে যেমন বৈদেশিক শক্তির অভ্যুদয় হইতে লাগিল, তখন সিপাহীদিগের যেরূপ সামরিক শক্তি-সামর্থ্য ছিল, এক্ষণে ভারতীয় সিপাহীগণের আর সেরূপ শক্তি-সামর্থ্য নাই।—তখন সিপাহীদিগের মনে যেমন যুদ্ধ-লালসা স্বতঃই জাগিয়া উঠিত, অধুনা তাহাদের সে সামরিক তেজঃশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে;—প্রথমতঃ, এক্ষণে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান; দ্বিতীয়তঃ, এক্ষণে [illegible] ঐক্য জাতীয়

করিতে চেষ্টান্বিত। সকলেই ভবিষ্যতের সুখ এবং বর্তমানের শান্তির আশায় নূতন ধর্ম্মমতের প্রতীক্ষা করিতেছে; কোন এক স্বর্গীয় শক্তির করুণা লাভের জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া আছে। দুইটী পরস্পর

সদ্ব্যবহারেই সন্তুষ্ট। কোন কোন স্থলে বা পূর্ব্ব ব্রাহ্মণদিগকে সৈন্যদল-ভুক্ত করার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে; কারণ ব্রাহ্মণগণ সহজেই অধীনতা স্বীকার করে; তাহারা বিদ্বান এবং বিচক্ষণ। তৃতীয়তঃ, একাধিপত্য এবং একইরূপ শাসন-প্রণালী দেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত; এবং সেইরূপ শাসন-প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই সর্ব্বদা চেষ্টা হইয়া থাকে। ভারতবাসী সকলেই কোনও না কোনও দলের পক্ষপাতী। অব্যবহিত অধিনায়কের প্রতি তাহারা যাহাতে অনুরক্ত হয়, তৎপক্ষে ভারতবাসীকে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। ইংরাজ-সেনায়ক যেরূপ গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত, ভারতবাসীকেও তেমনই গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত রাখিতে হইবে। যাহারা কোনও জাতি বা বংশের প্রধান ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত, অথবা যাহারা জায়গীরদার কিংবা সেতনভোগী দলপতিদিগের প্রতি আসক্ত, তাহারা কখনও রাজনীতির গূঢ় উদ্দেশ্যে, বিজাতীয় বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয় না; সেই সৈন্যদলের ইংরাজ-পরিচালকগণের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধৃজাতিকে লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈন্যদল গঠিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন-বিষয়ে সম্ভাবনা। তাহাতে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাহাদের অন্তরে উচ্চ সামরিক আদর্শ বিস্তার করিতে হইবে। ইংরেজ যদি নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধৃজাতির সহিত মিশিতে না চায়, অথবা [illegible] তাহাদের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিতে না [illegible] [illegible] মধ্যে যে চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত, [illegible]

বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নীতির মধ্যে সেই নূতন ভাব প্রবাহ একণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। শিখদিগের বাহুবল প্রভাবে নানক এবং গুরু গোবিন্দের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবে; তাহাতে মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত সুখ-তৃষা পরিতৃপ্ত হইবে,—ভারতের সর্ব্বত্রই সেই ভাব পরিস্ফুট। কিন্তু একণে শিখগণ পার্থিব শক্তির কঠোর হস্তে সংহত হইল; নূতন জাতির অভ্যুদয়ে সর্ব্বত্র নূতন ভাবে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে জন সাধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোপ পাইতে লাগিল। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই বিশৃঙ্খলা স্রোত বর্দ্ধিত রহিল। নূতন নূতন উচ্ছ্বাসে মনে নূতন নূতন চিন্তা স্থান লাভ করিল। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, হয়তো কোন সময়ে কোন অজ্ঞাতনামা অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া, নূতন ধর্ম্মনীতি প্রচার করিবেন; তাহাতে জেন্দা-ভেস্ত এবং সিবিলাইন লিভস্ এর অতল-তলে বিস্মৃতি-সাগরে বেদ এবং কোরাণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু তাহাতে জ্ঞান এবং সুনীতির একটী আলোক-রেখা সম্ভবতঃ বিলীন হইবে না; যে বিশ্বাস বলে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী শাসন-কর্ত্তৃগণের সভ্যতা সমলঙ্কৃত, সেই জ্ঞান-নীতিই তাহার প্রবর্ত্তক। আশা করি, ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী নিস্ফল হইবে না। যে কারণে ভারতে অসংখ্য প্রজার প্রাণে ব্যথার সঞ্চার হয়, তাহার নিগূঢ় তথ্য অনুসন্ধান করিয়া, সেই ব্যথা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলে, ইংলণ্ডের যশোগৌরবে নবীন জ্যোতি উদ্ভাসিত হইবে;—ইংলণ্ড বংশপরম্পরায় নিকট কৃতজ্ঞতা লাভ করিবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়, তদ্রূপ বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনায় লোকের উদ্বেগ-অশান্তি দূর করিতে পারিলে, নূতন উদ্দী-পনায় নূতন পথে পরিচালিত হইয়া, জগদ্বাসী [illegible] সভ্য-জগতের [illegible] স্বীকার করিবে; এবং স্বাধীনতা ও [illegible] মধ্য

উপসংহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ।

১৮৪৭—৪৮।

[পূর্ব্বস্মৃতি ;—মূলরাজের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগে সঙ্কল্প ;—সঙ্কল্পের কারণ ;—রেসিডেণ্ট লরেন্সের প্রতিজ্ঞা ;—ইংরেজের বিশ্বাস-ঘাতকতা ;—ব্রিটিশ সৈন্য সাহায্যে খাঁ সিংহের দেওয়ানী পদ লাভের চেষ্টা ; আহত ব্রিটিশ কর্ম্মচারিদ্বয় ;—ইদ্গায় ব্রিটিশ-পক্ষের অবস্থান ;—মূলরাজকে আত্মসমর্পণের আদেশ ;—মূলরাজের অস্বীকৃতি ও দলপুষ্টি ; শিখগণের ব্রিটিশ-পক্ষ পরিত্যাগ ;—বিভীষিকায় ব্রিটিশ-পক্ষের আত্মরক্ষার চেষ্টা ;—উন্মত্ত জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইদ্গা আক্রমণ ;—ইংরেজ কর্ম্মচারিদ্বয়ের হত্যা ও খাঁ সিংহের বন্দিত্ব ;—দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূচনা ;—কার ত্রুটির কি পরিণাম !]

দিনমণি সায়াহ্নগগনে ঢলিয়া পড়িলেন ; সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে সংসার গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইল। পঞ্জাবের গৌরব-সূর্য্য রণজিৎ সিংহ লোকান্তরে গমন করিলেন ; পঞ্জাব ধীরে ধীরে অধীনতার আঁধারে আচ্ছন্ন হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে, সোব্রাওনে শিখ-সৈন্যের পরাজয়ে, এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধিসূত্রে, সেই আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিল। যে ষড়যন্ত্রের প্রভাবে [illegible] [illegible]-সলিল-প্রবাহে হিন্দু-গৌরব নিমজ্জিত হইয়াছে ; যে ষড়যন্ত্রে [illegible] [illegible] ইংরেজের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হই-

যায়ে; সেই ষড়যন্ত্রই শিখ-সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। শিখ-কুল-কলঙ্ক লাল সিংহ ও তেজ সিংহ ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই জন্মভূমিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। সেই গৃহ-বিভীষণগণের চক্রান্তেই, মুদ্‌কি, ফিরু সহর, আলিওয়াল, সোব্রাওন প্রভৃতির সংগ্রামে শিখগণ পরাজিত হইল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই গোলাপ সিংহ প্রমুখ শিখ-সর্দারেরা ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট সমীপে অবনত মস্তকে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। একদিন রণজিৎ সিংহের প্রবল প্রতাপ সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া, গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো, সহকারী মেট্‌কাফকে পাঠাইয়া, পঞ্জাবের সহিত সখ্যতা-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; আর আজি সেই পঞ্জাব, চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া বৃটিশের দ্বারে সন্ধি-প্রার্থী হইয়া তাহার পদানত হইল। কালের কি বিচিত্র গতি! সোব্রাওনের যুদ্ধের পর, সন্ধিসর্ত্তে বন্দোবস্ত হইল,—দলীপ সিংহ নামে মাত্র পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা রহিলেন; তাঁহার জননী রাণী ঝিন্দান বা চন্দ্রাবতী অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন; ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সার হেনরি লরেন্সের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। এই সন্ধির ফলে, 'জলন্ধর দোয়াব' (শতদ্রু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ) ইংরেজগণ অধিকার করিয়া বসিলেন; ইংরেজের যুদ্ধের ব্যয়ভার, দেড় কোটী টাকা, পঞ্জাবকে বহন করিতে হইল; লাহোরে একদল বৃটিশ-সৈন্য অবস্থিতি করিয়া শিখ-উন্নতির গতিরোধ করিল। একটী মন্ত্রিসভার (Regent Council) পরামর্শ অনুসারে পঞ্জাবের রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ব্রিটিশ-রেসিডেণ্ট তাহার কর্তৃত্বভার অধিকার করিয়া রহিলেন। শিখ-সৈন্যগণ, ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিয়া, ইংরেজের নিকট যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষায় নিযুক্ত হইল। যাহারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে পঞ্জাব হইতে স্থানান্তরিত করা হইল। এইরূপে [illegible] ইংরেজের শাসনাধীনেই পঞ্জাবের শাসনকার্য্য চলিতে

লাগিল। ইংরেজের আশ্রয়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, দলীপ সিংহ পঞ্জাবের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবেন,—এই মাত্র প্রচার রহিল। ফলতঃ, প্রথম শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব নামে মাত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও, উহার অন্তর্গৌরব সম্যক্রূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

অতঃপর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন; লর্ড ডালহৌসি ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। পঞ্জাবে সে সময়ে কোনই অশান্তির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ প্রশান্তভাব ধারণ করে, তখন পঞ্জাবে যেন সেই প্রশান্তভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রাজ্যলোলুপ ডালহৌসির পদার্পণে, পঞ্জাবের রাজ্য-গগনে সহসা একখণ্ড গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল। সোহান মলের পুত্র মূলরাজ, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুলতানের দেওয়ান-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় মূলরাজ উচ্চাভিলাষী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহাকে দেওয়ান-পদে অভিষিক্ত করিবার সময় লাহোরের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা 'নজরানা' চাহিলেন। সে সময় লাহোরে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। সুতরাং মূলরাজ "নজরানা" পরিশোধ করিলেন না; অধিকন্তু ন্যায্য রাজস্ব প্রেরণেও পরাঙ্মুখ হইলেন। এইবার তাঁহার প্রতি লাহোরের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল; তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লাল সিংহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মূলরাজও তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই সংঘর্ষে লাহোরের সৈন্যদলের পরাজয় হয়। অবশেষে ইংরেজগণ সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায়, মূলরাজের সহিত এক নূতন বন্দোবস্ত স্থির হইল। মূলরাজ কতকগুলি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; বাকী রাজস্ব প্রদানে স্বীকার করিলেন। এতদিন

মূলরাজ যে পরিমাণ রাজ্য অধিকার করিয়া, যে পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করিতেন, নূতন ব্যবস্থায় তাহার বহু ব্যত্যয় সংঘটিত হইল: রাজ্যের পরিমাণ কমিয়া গেল; কিন্তু রাজস্বের হার বৃদ্ধি পাইল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে শস্যোৎপত্তির সময় হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শেষোক্ত বন্দোবস্ত প্রবল রহিল; ঐ সময় পর্য্যন্ত মূলরাজ নূতন হারে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইলেন। এইরূপ কঠোর সর্ত্তে বাধ্য হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিন্তু মূলরাজের দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল। অতঃপর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লাহোরে উপস্থিত হইয়া, মূলরাজ মূলতান-প্রদেশের দেওয়ানী-পদ পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তখন স্যার হেন্‌রি লরেন্সের পরিবর্ত্তে, তাঁহার ভ্রাতা মিঃ জন লরেন্স লাহোরে রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত। তিনি মূলরাজকে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন,—পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখিতে কহিলেন। কিন্তু মূলরাজ তাহা শুনিলেন না; তিনি যথারীতি লাহোর দরবারে পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। রেসিডেণ্ট লরেন্স সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর সম্বন্ধে বাধা দিলেন; মূলরাজের কয়েকটী সর্ত্তে কোন ক্রমেই স্বীকার হওয়া যায় না বলিয়া, তিনি আপত্তি তুলিলেন। এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল। অতঃপর পুনরায় মূলরাজ রেসিডেণ্টের নিকট আর এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন; এবং তিনি যে কি জন্য দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, পত্রে তাহার দুইটী প্রধান কারণ উল্লেখ করিলেন। সে কারণ দুইটী এই;—প্রথমতঃ, পঞ্জাবে নূতন বাণিজ্য শুল্ক স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার রাজস্ব আদায়ে সমূহ বিঘ্ন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সংপ্রতি প্রজাবর্গ লাহোর-দরবারের নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনায় স্বত্ব লাভ করিয়াছে; তাহার ফলে, তাঁহার ক্ষমতা বিশেষ কমিয়া গিয়াছে; রাজস্ব সংগ্রহে তিনি আর কাহারও প্রতি কোনরূপ পীড়ন করিতে পারিতেছেন না। শেষোক্ত

কারণেই মূলরাজ পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত। যেহেতু, পূর্ব্বে তাঁহার আয়ের পথ বিস্তৃত ছিল; কিন্তু এক্ষণে পুনর্বিচারের ক্ষমতা-হেতু সে পথ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ক্ষেত্রে, মুলতান প্রদেশের কোনও অভিযোগে দরবার যদি আর কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে মূলরাজ পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। সুতরাং তিনি পদত্যাগেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পরন্তু এই সময়ে রেসিডেণ্টের নিকট তিনি দুইটী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন;—প্রথমতঃ, তাঁহাকে একটী 'জায়গীর' দেওয়ার বিষয় স্বীকার করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, তদ্বিষয়ে কোনও শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের বিষয় গোপন রাখা হউক। 'জায়গীর' দেওয়া সম্বন্ধে রেসিডেণ্ট অবশ্য পাকাপাকি কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না; পরন্ত, ঐ প্রার্থনার বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করা হইবে, এইমাত্র আশ্বাস দিলেন। তবে মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় যে গোপন রাখা হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। ঐ পদত্যাগ-পত্রের বিষয় রেসিডেণ্টের অধীনস্থ রাজনৈতিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট মাত্র জানিতে পারিবেন, লাহোর দরবারকে ঐ বিষয় কদাচ জানান হইবে না,—তখন ইহাই স্থির হইয়া গেল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ স্যার ফ্রেডারিক কারি লাহোরের রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে মিঃ লরেন্স পুনরায় মূলরাজকে এক পত্র লিখিলেন; মূলরাজ এখনও যদি পদত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন, তিনি অনায়াসে আপন পদত্যাগ-পত্র ফিরাইয়া লইতে পারেন,—লরেন্সের পত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু মূলরাজের মানসিক দৃঢ়তা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল; তিনি পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর নূতন রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রেডারিক কারি মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ

করিলেন; তিনি দরবারের সহিত ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে চাহিলেন। মিঃ করেন্স কিন্তু তদ্বিষয়ে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন; দরবারের নিকট ঐ পত্র গোপন রাখা হইবে বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক সে আপত্তি শুনিলেন না। মূলরাজ পুনঃপুনঃ পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া, তাঁহার পদত্যাগ-পত্র স্যার ফ্রেডারিক দরবারে উপস্থিত করিলেন। দরবারে সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর হইল। তখন খাঁ সিংহ মুলতানের নূতন দেওয়ান নির্ব্বাচিত হইলেন। মুলতান-যাত্রায় তাঁহার সাহায্যের জন্য দুইজন ব্রিটিশ-কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেই সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য-সামন্তও তাঁহাকে প্রহরিরূপে প্রেরিত হইল। দুই জন ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর একজন,—সিভিল সার্ভিসের মিঃ, পি, এ, ভ্যানস্ এগ্নিউ, অন্যজন,—প্রথম বোম্বে ফুসিলিয়ার্স সৈন্যদলের লেফটেনাণ্ট ডব্লিউ এ এণ্ডারসন। লেফটেনাণ্ট এগ্নিউ একদল গুর্খা সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; সেই সৈন্যদলে ছয় শত পদাতিক, পাঁচ ছয় শত অশ্বারোহী এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্য প্রস্তুত হইল। তৎকালে মুলতানে যে সমস্ত সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকে লাহোরে আনয়ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সেখানে নূতন সৈন্যদল প্রতিষ্ঠা করাই এই সৈন্যদল-প্রেরণের গূঢ় উদ্দেশ্য। সৈন্যদল স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিল; এণ্ডারসন এবং এগ্নিউ জলপথে যাত্রা করিলেন। ১৮ই এপ্রিল তারিখে মুলতানের সমীপবর্ত্তী 'ইদগা' নামক একটী প্রশস্ত অট্টালিকায় সৈন্যদলের সহিত তাঁহাদের সম্মিলন হইল। ইদ্গা অট্টালিকা মুসলমানদিগের নির্ম্মিত; মুলতান দুর্গের উত্তরাংশ হইতে গোলা বর্ষণ করিলে অনায়াসে সে গোলা অট্টালিকায় পৌঁছিতে পারে; মুলতানের একেবারে নিকটে ঐ অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। নূতন দেওয়ান ও ইংরেজ-কর্ম্মচারীদ্বয় সহসা সেই অট্টালিকায় আড্ডা গ্রহণ করায়, মূলরাজ বড়ই বিস্মিত

হইলেন। ইংরেজ রেসিডেন্ট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র যেমন মঞ্জুর করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেওয়ান মুলতান দখল করিতে আসিলেন,—ইংরেজের এ বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলেন। যাহা হউক, ঐ দিন (১৮ই এপ্রিল) দুই বার ঈদগায় আসিয়া তিনি নূতন দেওয়ান ও ইংরেজ কর্ম্মচারিদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার আবেদন প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা কথাবার্ত্তা চলিল। অতঃপর সে প্রার্থনায় আর কোনই ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মুলরাজ অন্তরে অন্তরে কাতর ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি? অগত্যা নূতন দেওয়ানের হস্তে মুলতান-দুর্গ সমর্পণ করাই স্থির হইল।

পরদিন ১৯এ এপ্রিল প্রত্যূষে সর্দার খাঁ সিংহ এবং ব্রিটিশ-কর্ম্মচারি-দ্বয় মুলরাজের নিকট হইতে মুলতান দুর্গের অধিকার গ্রহণ করিলেন। দুর্গের সমস্ত চাবি তাঁহাদের হস্তগত হইল। দুই দল গুর্খা-সৈন্য দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। নূতন শান্ত্রিদল দুর্গের প্রহরা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সহসা এবংবিধ পরিবর্ত্তনাদি সাধিত হওয়ায়, মুলতান-দুর্গের সৈনিকপুরুষগণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল; তাহারা দারুণ অপমানিত হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অতঃপর, ইংরেজ-কর্ম্মচারিদ্বয়, বাক্চাতুর্য্যের বিকাশে, মুলতানের সৈন্যগণকে নূতন আশায় আশ্বাসিত করিয়া, প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সে অপ-মানের সময়, বৃথা শুষ্ক-আশ্বাসে সৈন্যগণের উত্তেজনা নিবারিত হইবে কেন? মুলরাজের সৈন্যগণ অনেকেই ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল। ফটক পার হইয়া মিঃ এগনিউ খালের সাঁকোর উপর দিয়া ঘোড়া চালাইয়াছেন;—অমনি মুলরাজের একজন সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রথমেই বল্লমের আঘাতে তাঁহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল, পরক্ষণেই তরবারি দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে আহত করিল। আর দুই একটী

আঘাত প্রাপ্ত হইলে, তখনই এগনিউএর প্রাণবায়ু বহির্গত হইত; ইত্যবসরে এগনিউএর শরীররক্ষকগণ অগ্রসর হইল। তাহাদের কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, নৃশংস সৈনিক-পুরুষ খালের মধ্যে পড়িয়া গেল; নিদারুণ আহত হইয়া এগনিউ প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন,—মূলরাজ এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং এই হত্যাকাণ্ডের সময় জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেগে ঘোড়া চালাইয়া, তিনি দুর্গের বাহিরে আপন "আম খাস" প্রাসাদে পলায়ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে কেবল যে এগনিউ আহত হইলেন, তাহা নহে। লেফ্‌টেনাণ্ট এণ্ডারসন এ সময় অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। মূলরাজের কয়েকজন শরীর-রক্ষক, তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়া গুরুতর রূপে আহত করিল; তিনি মৃতবৎ অচৈতন্যভাবে পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন। অচৈতন্য অবস্থায়, কতকগুলি গুর্খা-সৈন্য শিবিকায় করিয়া তাঁহাকে ইদগায় লইয়া আসে। এই সময় খাঁ সিং এবং মূলরাজের সম্বন্ধী রং রাম কর্তৃক এগনিউও ইদগায় সংবাহিত হন। প্রধানতঃ রং রামের চেষ্টায় একটী হাতীর উপর করিয়া এগনিউকে ইদগায় আনা হইয়াছিল; এবং তাঁহার ক্ষতস্থানসমূহে তখনকার মত যেমন-তেমন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এগনিউ অপেক্ষাকৃত সবল ছিলেন; কিন্তু এণ্ডারসন আর উঠিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, এই বিপর্যয়ের সময় ব্রিটিশ-পক্ষের সৈন্যগণ দুর্গাধিকার ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আহত অবস্থাতেই এগনিউ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া লাহোরের রেসিডেন্টের নিকট এক পত্র লিখিলেন, এবং সেই প্রদেশে রাজস্ব-সংগ্রহের ও শান্তি-স্থাপনের জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট এড্‌ওয়ার্ডসের অধীনে যে একদল সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন।

অধিকন্তু তিনি মূলরাজকেও এক পত্র লিখিলেন। মূলরাজ যদি আপন নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে অপরাধীদিগকে ধরিয়া লইয়া স্বয়ং ইদ্গায় আসিয়া উপস্থিত হউন,—সেই পত্রে তাঁহার প্রতি সেইরূপ আদেশ জারি হইল। মূলরাজ কি ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না, হয় তো তিনি ব্রিটিশ-প্রতিনিধির প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না; হয় তো তিনি মনে করিলেন, যাহারা একবার তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহারা আবারও যে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করিতে পারিবে, তাহারই বা কারণ কি? যাহা হউক, এগ্নিউর প্রস্তাবে মূলরাজ অস্বীকৃত হইলেন। প্রত্যুত্তরে নিজে আপনার অক্ষমতার বিষয় জানাইয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—"মুলতানের হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত সৈন্যদল এক্ষণে বিদ্রোহী হইয়াছে, ব্রিটিশ কর্ম্মচারিগণ আপনাদের নিরাপদ-পথ আপনারা অন্বেষণ করুন।" যৎকালে মূলরাজ এই উত্তর প্রদান করিলেন, সে সময়ে মুলতানের প্রধান প্রধান হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ সামন্তগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত; সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া মূলরাজের পক্ষাবলম্বনে স্বীকৃত হইয়াছে:—এই অবস্থা দেখিয়া, এই সংবাদ লইয়া, দূত ব্রিটিশ-শিবিরে প্রত্যাগমন করিল। তখন মূলরাজ ও ব্রিটিশ-পক্ষের মধ্যে যে কি বিষম ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মূলরাজের পূর্ব্ব অভিসন্ধি যাহাই থাকুক, এক্ষণে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইতিমধ্যে ১৯এ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ-সৈন্যের ভারবহনকারী পশুপাল লুণ্ঠিত হইল। তখন আর তাঁহাদের পলায়নের পথ রহিল না; অগত্যা ইদ্গা অট্টালিকায় ব্রিটিশ-সৈন্যগণ যথাসম্ভব আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তখন তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য এবং ভৃত্যগণ প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এবং লাহোর হইতে যে ছয়টী কামান আনা হইয়াছিল, প্রাচীরপার্শ্বে সেই কামান-শ্রেণী সজ্জিত হইল। সেই অবস্থায় অতি ধৈর্য্যের মধ্যে ব্রিটিশ-পক্ষ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, আর তিন চারি দিন কাল যদি তাঁহারা এইভাবে আত্ম-রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের সাহায্যার্থ সৈন্যদল আসিয়া পড়িবে; তাহা হইলে, আর কোনই আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের সকল ভরসাই লোপ পাইল। দুর্গের কামান-সকল ইদ্‌গার দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ইদ্‌গার ছয়টী কামানের একটীর অধিক কামানে তোপ দাগিবার সুবিধা হইল না। অধিকন্তু, ইংরেজের সহরে লাহোরের গোলন্দাজগণ তোপ দাগিতে অস্বীকৃত হইল; তাহারা দলে দলে পক্ষত্যাগ করিতে লাগিল। শেষ এমন হইল, খাঁ সিংহ এবং আট দশটি সৈন্য ও ব্রিটিশ-কর্মচারিদ্বয়ের কয়েকটী ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদের সাহায্য করিবার রহিল না। তখন, বিপক্ষগণকে বাধা দেওয়ার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল দেখিয়া, ব্রিটিশ-কর্মচারীরা মূলরাজের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন, মূলরাজ তাঁহাদিগের প্রতি আত্মসমর্পণকারী বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করেন,—পত্রে ইহাই জানান হইল। মূলরাজ তাহাতে বলিয়া পাঠাইলেন,—ব্রিটিশ-কর্মচারিগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করুন; তাঁহাদের প্রতি কেহই কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে তিনি জানাইলেন, সৈন্যগণ তখন এতদূর উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল যে, তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; সে অবস্থায়, ব্রিটিশ-কর্মচারিগণের পক্ষে মূলতান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। মূলরাজ যাহা আশঙ্কা করিলেন, কার্য্যতঃও তাহাই সংঘটিত হইল। উন্মত্ত জনসাধারণ এবং সৈনিক পুরুষগণ বিকট চীৎকার করিয়া ইদ্‌গা আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণে খাঁ সিংহ

বন্দী এবং দুই জন ইংরেজ-কর্ম্মচারী নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। কোনও কোনও ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন,—ঈদগা আক্রমণ-ব্যাপারে মূলরাজের যোগাযোগ ছিল, এবং এই ব্যাপারের নেতৃগণকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এ অভিযোগ সম্পর্কে মূলরাজের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, এখন আর তাহা বলিবেই বা কে, এখন আর তাহা শুনিবেই বা কে? তবে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টই যে প্রকারান্তরে দায়ী, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। প্রথম শিখ-যুদ্ধের অবসানের পর, সন্ধিসর্ত্তানুসারে শিখ-রাজ্যে শান্তি-সংরক্ষণের ভার তাঁহারাই তো আপন হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন! সে ক্ষেত্রে, পুনরায় শান্তিভঙ্গ হইলে, তাঁহারাই কি তজ্জন্য দায়ী নহেন? সুশৃঙ্খলায় কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া যদি কেহ তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হয়, তজ্জন্য কি কখনও অন্যে দায়ী হইয়া থাকে? অতএব, ইংরেজ রাজপুরুষদ্বয়ের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মূলরাজ বা তাঁহার অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ যতই কেন দায়ী হউক না, সে দায়িত্ব ইংরেজের স্কন্ধেও বড় অল্প আসিতেছে না। কিন্তু ইংরেজ প্রবল-প্রতাপশালী; ইংরেজের প্রতি দোষারোপ করিবে, কাহার সাধ্য? শিখগণের মন্দভাগ্য; তাহাদের গৌরবের তটে ভাঙ্গন ধরিয়াছে; সুতরাং ইংরেজের ত্রুটির দোষে,—তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল-স্বরূপে,—যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল; তাহার একমাত্র ফলভাগী হইতে চলিল কিনা,—শিখ সম্প্রদায়! মূলতানে এই ইংরেজ কর্ম্মচারিদ্বয়ের হত্যার ফলেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের সূচনা হইল; পঞ্জাবের স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরতরে অস্তচূড়ায় শায়িত হইলেন। কাহার দোষে, কাহার ত্রুটিতে, পঞ্জাবের ভাগ্যে কি ফল ফলিল, সাহস করিয়া কে আর বলিতে পারিবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত।

[রেসিডেণ্টের নিকট মুলতান দুর্ঘটনার সংবাদ ;—তৎকর্তৃক সৈন্য-প্রেরণের ব্যবস্থা ;—শিখসৈন্যের প্রতি অবিশ্বাস ;—প্রধান সেনাপতির নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা ;—যুদ্ধে তাঁহার অনভিমত ;—গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি-জ্ঞাপন ;—লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডসের অভিযান ;—লেও অধিকার ;—দেওয়ান মূলরাজ কর্তৃক বাধা প্রদানের সংবাদে এডওয়ার্ডসের ডিরাজাত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ;—কর্ণেল কোর্টল্যাণ্ডের সৈন্যদলের সহিত তাঁহার সম্মিলন ;—লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডসের কৃতকার্যতা ;—দেরা গাজি খাঁ আক্রমণ ;—ভাওয়ালপুরের খাঁ কর্তৃক অতিরিক্ত সৈন্য-সাহায্য ;—উভয় পক্ষের সম্মিলন ;—কিনারীর যুদ্ধ ;—ভাওয়ালপুরের সেনাপতির অকর্মণ্যতা ;—একদল বিদ্রোহীর পরাজয় ;—সুদুসাম যুদ্ধে জয়লাভ।]

ইদ্গার দুর্ঘটনার দুই দিন পরে সেই দুঃসংবাদ লাহোরে ব্রিটিশ-রেসিডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন,—বিদ্রোহী শিখদিগের উচ্ছৃঙ্খলতায় ঐরূপ ঘটিয়াছে ; ঐ বিদ্রোহে মূলরাজ যে কোনরূপ লিপ্ত আছেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সুতরাং বিদ্রোহিগণের দমনের জন্য তিনি নানা দিক হইতে মুলতানে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সাত দল পদাতিক, দুই দল স্থায়ী অশ্বারোহী এবং তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য ও বহু গোলাগুলি প্রস্তুত হইল ; অতিরিক্ত ১২ শত অশ্বারোহী সৈন্যে এক নূতন দল সংগঠন করিয়াও ঐ অভিযানে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের পর, ২৩এ এপ্রিল রেসিডেণ্ট মুলতানের বিদ্রোহের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন,—মুলতান-বিদ্রোহ দমন জন্য যে শিখসৈন্য পাঠান

হইয়াছে, বিদ্রোহের গুরুত্ব পরিমাণে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; সংখ্যার অল্পতা অপেক্ষাও তাহাদের সততার বিষয়ে তাঁহার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট সময়ের সময়, প্রথমতঃ, রেসিডেন্ট ব্রিটিশপক্ষের স্থানান্তরযোগ্য কামানসমূহ লাহোর হইতে মুলতানে পাঠাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেশীয় সৈন্যদলের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্রিটিশ-কর্ম্মচারিদ্বয়ের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল,— 'লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্য স্থানান্তরিত করিলে, লাহোরেও বিপত্তির সম্ভাবনা আছে; লাহোর দরবারের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণও যে সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে পারে, তাহাই বা কে বলিল? সে অবস্থায়, মুলতান আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ-সৈন্য প্রেরিত হইলে, যাহাদিগকে মিত্র বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারাই হয় তো শত্রু-সৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইতে পারে।' এইরূপ সিদ্ধান্তের পর, তিনি পত্র লিখিলেন,—"এক্ষণে লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্যদলকে মুলতানে পাঠাইয়া দিলে, শিখ-গবর্মেণ্টের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে কি ফল ফলিবে, বলিতে পারি না; সুতরাং এই অভিযানে আমি কোন প্রকারে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে মুলতানে পাঠাইতে পারিলাম না।" রেসিডেণ্টের এই স্পষ্ট উত্তর পাইয়াও ব্রিটিশপক্ষভুক্ত শিখ-শাসনকর্তৃগণ কিন্তু নিরস্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা জানাইলেন যে,—ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত মূলরাজকে দমন করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; যাহারা ব্রিটিশ কর্ম্মচারিদ্বয়কে মুলতানে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগকেও দণ্ড-বিধানের আশা সুদূরপরাহত। শিখ-সম্প্রদায়ের এবম্বিধ উত্তরে অগত্যা রেসিডেণ্টকে একটু বিচলিত হইতে হইল; তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, তাৎকালিক প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফকে সিমলা-শৈলে এক পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিত হইল,—"রাজনৈতিক পদ্ধতি-

ক্রমে বিচার করিতে গেলে, এবং বৃটিশ-ভারতের হিত কামনা করিলে, মুলতানের দিকে সৈন্য-প্রেরণ আবশ্যক। সে হিসাবে, লাহোর দরবারের অধীনস্থ সৈন্যগণের সাহায্য না লইয়া, মুলতান দুর্গ জয় এবং নগর অধিকার করাই শ্রেয়ঃ। সেখানে শত্রুপক্ষের সহায়তায় যাহারা বাধা প্রদান করিবে, তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে, সামরিক নীতি অনুসারে আপনিই বিচার করিবেন।" রেসিডেণ্ট, মুলতানে যুদ্ধ বাধা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি লর্ড গাফ অন্যমত প্রকাশ করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—"যদিও মুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বৎসরের এরূপ সময়ে জয়লাভের নিশ্চয়তা নাই, তথাপি জয়লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াও মনে করি না। এই যুদ্ধ যদি অধিক কাল স্থায়ী হয়,—আমাদিগের অভীষ্ট-লাভে যদি বিলম্ব ঘটে,—তাহা হইলে, আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণনাশ সম্ভাবনা। তাহাতে বহু নৈতিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা; ভবিষ্যতে আমরা যে সকল যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব মনস্থ করিয়াছি, আমি আশঙ্কা করি, ইহাতে তৎপক্ষে বিপরীত ফল ফলিতে পারে।" সেনাপতির এই মতের সহিত গবর্ণর জেনারেলেরও মতানৈক্য ঘটিল না। সুতরাং প্রস্তাবিত যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল।

সিন্ধু নদের পূর্ব্ব তীরে ডেরা ফতে খাঁ নামক স্থানে লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ২২ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় মিঃ এগনিউএর প্রেরিত সাহায্য-প্রার্থনা-পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সে পত্র পাইয়া, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ডেরা-ফতে খাঁ হইতে মুলতান ৯০ই মাইল দূরে অবস্থিত; মধ্যে সেও নদী পার হইতে হয়। এডওয়ার্ডস্ সত্বর মুলতান অভিমুখে সৈন্য-পরিচালনায় অগ্রসর হইলেন। ১২ দল পদাতিক, ৩৫০ জন অশ্বারোহী, দুইটী বৃহৎ কামান এবং ২টী "জাম্বুরক" বা ক্ষুদ্র কামান সেই বাহিনীর সে মুহূর্ত

যাত্রা করিল। জেনারেল হ্যাল কট্‌ল্যাণ্ড নামক জনৈক সেনাপতি—শিখ-দরবারের অধীনে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে লেফ্‌টেনাণ্ট টেলারের নিকট একদল পদাতিক-সৈন্য এবং ৪টা কামান পাঠাইবার জন্য পত্র লেখা হইল। ২৪শে এপ্রিল তারিখে লেফটনাণ্ট এডওয়ার্ডস সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া 'লেও' অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদে, মূলরাজের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা, 'লেও' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; বিনা বাধা-বিপত্তিতে এডওয়ার্ডস সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর এডওয়ার্ডস তথায় সেনানিবাস স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া মূলরাজ সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন,—এই সময় সেই সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মূলরাজের প্রতিরোধে এডওয়ার্ডস উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটী প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন-পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। যে সকল শিখ-সৈন্য দল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এডওয়ার্ডসের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করে,—ইহাই সেই বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম। এই বিজ্ঞাপন-পত্র প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাঁহার নিকট সেই বিজ্ঞাপন-পত্র উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ প্রত্যেক শিখ-সৈন্য তাহা দেখিয়াছে মনে করিয়া, শিখ সৈন্যগণের প্রতি লেফটনাণ্ট এডওয়ার্ডসের বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল। তখন আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়া সসৈন্যে সেনাপতি কট্‌লাণ্ডের আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি আরও এক কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন; শিখদিগের সহিত যাহাদের আদৌ সহানুভূতি নাই, বাছিয়া বাছিয়া সেই শ্রেণীর কতকগুলি আফগানকে তিনি আপন সৈন্যদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল,—

সত্য সত্যই পাঁচ সহস্র সৈন্য এবং আটটী বৃহৎ কামান সহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া মূলরাজ অগ্রসর হইতেছেন; ১৮ই মে তারিখে লেও নামক স্থানে তাঁহার পৌঁছিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আপনার অধীনস্থ দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যের প্রতি সন্দেহ-প্রযুক্ত লেফটনাণ্ট এড্‌ওয়ার্ডস বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন না হওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর সিন্ধু নদ পুনরুত্তীর্ণ করিয়া, তিনি ডিরাজাৎ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন। এই স্থানে ২০শে মে তারিখে ফুতদান খাঁর পরিচালিত কতকগুলি মুসলমান পদাতিক সৈন্য এবং দুইটী কামান লইয়া লেফটনাণ্ট কটল্যাণ্ড আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

২০শে মে তারিখ পর্যন্ত যে সকল বৃটিশ-সৈন্য সমবেত হইল, তন্মধ্যে চারি সহস্র সৈন্যকে বিশ্বাসী বলিয়া বুঝা গেল; এবং ৮ শত শিখ-সৈন্য অবিশ্বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই সময়ে তিনটী বৃহৎ কামান এবং ২০টী "জাম্বুরক" নামক ক্ষুদ্র কামান বৃটিশ-পক্ষে আসিয়া জুটিয়াছিল। কিন্তু তখনও বিপক্ষ দলের সৈন্য-সংখ্যা বৃটিশ-সৈন্যের অপেক্ষা অনেক অধিক; সুতরাং অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে এড্‌ওয়ার্ডস ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাওয়ালপুরের নবাব বহুসংখ্যক সৈন্য-সহ ইংরাজপক্ষের সহায়তা করিতে আসিলেন; শতদ্রু নদী পার হইয়া মূলতান আক্রমণ করিবেন, তাঁহার এই সংকল্প হইল। সেই সংবাদে লেফটনাণ্ট এড্‌ওয়ার্ডসের আর আনন্দের অবধি রহিল না। ২০শে মে তারিখে তিনি লাহোরে রেসিডেণ্টকে পত্র লিখিলেন,—"এখন আমি মূলতান অবরোধে প্রস্তুত হইয়াছি; আপনার সম্মতি পাইলে এবং ভাওয়াল খাঁকে আমার সাহায্য করিবার জন্য আদেশ দিলে, গ্রীষ্মের অবশিষ্ট সময় এবং বর্ষাকাল পর্যন্ত, বিদ্রোহী মূলরাজকে আমি আবদ্ধ রাখিতে পারিব। এই উদ্দেশ্যে একণে ডেরাগাজি খাঁ আক্রমণ করাই

সৈন্যদল তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মূলরাজ আদেশ প্রচার করিলেন,—বৃটিশ-সৈন্য আসিয়া ভাওয়াল খাঁকে সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই যেন ভাওয়াল খাঁর সৈন্যদলের গতিরোধ করা হয়।

প্রকারান্তরে এক্ষণে তিন দল সৈন্য তিন দিকে সমবেত হইল। মূলরাজের সৈন্য, মূলরাজের সহকারী রঙ্গ রামের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল; সেই দলে ৮ সহস্র হইতে ১০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং ১০টী কামান সংযুক্ত হইল। ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলে ৮ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক, ১১টী বৃহৎ কামান, এবং ৩০টী 'জাম্বুরক' বা ক্ষুদ্র কামান ছিল; ঐ দল চন্দ্রভাগা নদীর পূর্ব্ব তীরে ফত্তে মহম্মদ খাঁ ঘোরীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইতে লাগিল। সেনাপতি এডওয়ার্ডসের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তাহার এক ভাগ জেনারেল কর্টল্যাণ্ডের অধীনে, এবং অন্য ভাগ এডওয়ার্ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রথমোক্ত দলে ১৫ শত সুদক্ষ বিশ্বস্ত পদাতিক শিখ-গোলন্দাজ ও দশটী কামান, এবং শেষোক্ত দলে ৫ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক-সৈন্য এবং ৩০টী 'জাম্বুরক' কামান রহিল। এডওয়ার্ডসের এবং কর্টল্যাণ্ডের পরিচালিত সৈন্যদল চন্দ্রভাগা নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ফলতঃ, তিন দলে বিভক্ত প্রায় দ্বিগুণ সৈন্য মূলরাজের সৈন্যদলকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। মূলরাজের সেনাপতি রঙ্গ রাম সুজাবাদের তিন মাইল দক্ষিণে মুলতানের পথে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ফত্তে মহম্মদের সৈন্যদল, ১৫ মাইল দক্ষিণে গোয়েন নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল, এবং ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের পরিচালিত সৈন্যগণ খাঁগড় হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে খালিবানওয়ালার পার-ঘাটের নিকট শিবির স্থাপন করিল। তিনটী সৈন্যদলে যেন একটী ত্রিভুজ গঠিত হইল। তাহার এক কোণে মূলরাজের সৈন্যদল, এক কোণে ভাওয়ালপুরের

(দাউদপুত্রগণের) সৈন্যদল এবং প্রবল বেগে ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের পরিচালিত সৈন্যদল অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই বন্দোবস্তে ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল যেন মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল; মূলরাজের এবং বৃটিশ-পক্ষের সৈন্যগণ উহার দুই পার্শ্বে বিদ্যমান রহিল। ভাওয়ালপুরের পশ্চাতে থাকিয়া বৃটিশ-সৈন্য অনায়াসে আত্মরক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল। যদি পরাজয়ই হয়, তবে ফলভোগ পরের পরে'!

এই সময়ে ফিরোজাবাদের সন্নিকটে মূলরাজ যদি ভাওয়ালপুরের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, এই ক্ষেত্রেই তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইত। যদিও তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ভাওয়ালপুরের সৈন্য সংখ্যার সমান ছিলনা, কিন্তু তাহার সৈন্যদল সুশিক্ষিত এবং স্বদেশপ্রাণ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তাঁহার বিজয়-লাভ-পক্ষে সংশয়ের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, তিনি এই শুভ-সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন,—কিনারীর নিকট বৃটিশ-সৈন্য নদী পার হইবে; সুতরাং আপন শিবির হইতে ৮ মাইল দূরে 'নুকারি' গ্রামাভিমুখে সৈন্যপরিচালনা করিয়া, বৃটিশ সৈন্যগণের নদী পারে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। আগে পারাপারের সময় বৃটিশ-সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়া পরিশেষে নিঃসহায় অবস্থায় ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না; উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল তাড়াতাড়ি কিনারী অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেখানে ফৌজদার খাঁর অধীনে, বৃটিশ-পক্ষের তিন হাজার পাঠান-সৈন্য নদী পার হইয়া তাহাদের দলে যোগদান করিল। যে পথে রঙ্গরামের সৈন্যগণ অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ছিল, ভাওয়ালপুরের এবং ফৌজদার খাঁর সমবেত সৈন্যগণ

সেই পথ আটকাইয়া রহিল। এই সময়ে ১৮ই জুন প্রত্যুষে আরও কতকগুলি সৈন্য লইয়া, লেফট্‌ন্যাণ্ট এডওয়ার্ডস চন্দ্রভাগা নদী পার হইলেন। জেনারেল কটলাণ্ডও অবশিষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া পশ্চাদনুসরণ করিবেন—স্থির রহিল। নদী পার হইয়াই এডওয়ার্ডস ঘন ঘন কামান গর্জ্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গরাম অতি প্রত্যুষেই বুকরি হইতে দ্রুত-গতিতে পার-ঘাট আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই পার-ঘাট অধিকৃত হইয়াছে। তখন অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি মুনারের পাহাড়ে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন, এবং সেই পাহাড়ের উপর হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন। সেই গোলাবর্ষণে, ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল; তাহারা হতাশ্বাস হইয়া পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সসৈন্য লেফ্‌টন্যাণ্ট এডওয়ার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুনঃপুনঃ ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের সাধ্য কি যে, তাহারা মূলতানের সৈন্যের গতিরোধ করিবে? ছয় ঘণ্টা কাল, ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। মনে হইল,—বুঝি বা বিজয়লক্ষ্মী আবার আসিয়া শিখ-শৌর্য্যের অঙ্কশায়িনী হইলেন! ক্ষণকালের জন্য রণক্ষেত্র নিবাত-নিষ্কম্প ভাব ধারণ করিল। "খালসা" সৈন্য বুঝিল,—বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছে, আর তাহাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। বহুদিনের পর, আবার গুরু মায়ের জয়ধ্বনিতে শিখ-শিবির বিকম্পিত হইল।

শিখ-শিবিরে এবম্বিধ আনন্দের সময়ে, বৃটিশ-পক্ষের আর ছয়টি নূতন কামান আসিয়া সহসা রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিল। দুই দল পদাতিক সৈন্যও নূতন আসিয়া বৃটিশ-পক্ষে যোগ দিল। এই অভাবনীয় পরিবর্তনে, শিখগণ চমকিয়া উঠিল। সে ক্ষেত্রেও তাহারা

শত্রুসৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিল বটে; কিন্তু আর তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, শিখগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। তখন বৃটিশ-পক্ষের নূতন সৈন্য সোৎসাহে ধাবমান হইয়া, শিখসৈন্যের শিবির অধিকার করিয়া বসিল। শিখদিগের বহু যুদ্ধোপকরণ, আটটী কামান, এবং গোলাবারুদ বৃটিশ-পক্ষের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৩০০ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল; এবং ৫০০ শত শিখ-সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। অতঃপর শিখগণ পথিমধ্যে আর কোথাও বৃটিশ-পক্ষকে বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া, মূলতান অভিমুখে অগ্রসর হইল মূলতানে শিখ-ইংরেজে ঘোর যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল।

এইরূপে কিনারীর যুদ্ধে বৃটিশ-পক্ষের জয়লাভ হইলে, ভাওয়ালপুরের 'কেল্লাদার' (দুর্গাধিপতি) স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিল। অন্যান্য আরও অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে কৃতকৃতার্থ হইল। সংসারের বিচিত্র গতি। সর্ব্বত্রই যে পক্ষের জয়লাভ হয়, সকলেই তখন সেই পক্ষ অবলম্বন করে। সুতরাং কিনারীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভের পর, বহু লোক যে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এইবার অধিকতর উৎসাহিত হইয়া, লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস পুনরায় ২২শে জুন লাহোরের রেসিডেণ্টকে এক পত্র লিখিলেন। অবিলম্বে মূলতান আক্রমণে আর ইতস্ততঃ করা কর্ত্তব্য নহে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী কামান, এবং দুর্গধ্বংসের উপযোগী সরঞ্জামাদিও চাহিয়া পাঠাইলেন। যেজন্য লেপ্টেনান্ট লাহোর হইতে আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যোগদান করেন, তাহাও এডওয়ার্ডসের প্রার্থনা ছিল। এডওয়ার্ডস মনে করিয়াছিলেন,—আর কোথাও বাধা পাইবেন না; একেবারেই মূলতান দুর্গ আক্রমণ করিবেন।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে বিশ্বাস ব্যর্থ হইল; এবার মূলরাজ স্বয়ং তাহাতে প্রতিবাদী হইলেন; দুর্গ আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি পুনরায় এক যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিলেন। সাহুশান নামক গ্রামের নিকটে ১লা জুলাই ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মূলরাজ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন; প্রায় দ্বাদশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যূন দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত মুসলমান-সৈন্য এই সময়ে ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিল। কামান এবং যুদ্ধোপকরণের প্রাচুর্য্যে ইংরেজপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হইল। বৃটিশ-পক্ষে ২২টী কামান, এবং শিখদিগের ১০টী কামান; তথাপি অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে এ যুদ্ধে অধিক লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা মনে করিয়া, মূলরাজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তাঁহার সৈন্যদল সকলেই মুলতানের দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। সাহুশানের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, অধিকতর উদ্যমের সহিত ইংরেজ মুলতান আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুলতান অধিকার।

১৮৪৮—১৮৪৯ ।

[মুলতানের বিবরণ ; মুলতান আক্রমণের আয়োজন ; সেনাপতি হুইসের ঘোষণা-প্রচার ; শের সিংহের ভাব বৈলক্ষণ্য ও ইংরেজের প্রত্যাবর্তন ; শের সিংহের ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ ; মুলরাজের সহিত শের সিংহের সাক্ষাৎ-দান ;—শের সিংহ কর্তৃক হাজারে নামক স্থানে নূতন শিবিরের আয়োজন ;—প্রায় তিন মাস কাল মুলতান অবরোধ স্থগিত থাকায় উভয়পক্ষের বলসঞ্চয় ;—ডিসেম্বর মাসে ইংরাজ কর্তৃক মুলতান পুনরাক্রমণ ; ২৭ দিন ব্যাপী দারুণ সংগ্রাম ;—৩০শে ডিসেম্বর হঠাৎ ইংরেজের গোলার আগুনে মুলরাজের বারুদ-খানা ভস্মীভূত ;—মুলরাজের আত্ম-সমর্পণ ;—মুলরাজের বিচার এবং নির্বাসন।]

চন্দ্রভাগা নদীর পূর্ব্বতীরে, নদীর কিনারা হইতে তিন মাইল দূরে, মুলতান সহর অবস্থিত। নদীতে বন্যা উপস্থিত হইলে, নদীর জল সহরের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মনোহর উদ্যানসমূহে এবং খর্জ্জুর প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে মুলতান সহর পরিবেষ্টিত। প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে মুলতান সহর ইংরেজদিগের বসবাসের বড়ই অনুপযোগী। মুলতান সহর সম্বন্ধে ইংরেজগণ ব্যঙ্গ করিয়া সময়ে সময়ে একটী কবিতা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সেই কবিতাটীর মর্ম্ম,—

ধূলা, তাপ, ভিক্ষাজীবী, আর গোরস্থান,
এই চারি দ্রব্যে হয় সেরা মুলতান।

মুলতান অতি প্রাচীন নগর। মুলতানের উপর দিয়া কতই পরিবর্ত্তনের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর মুলতান অবস্থিত, প্রাচীন কালের কত নগরের কত ধ্বংসাবশেষ সেই ভূখণ্ডে

সঞ্চিত আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মুলতানের সন্নিকটে সাদুশামের যুদ্ধে ইংরেজের যখন জয়লাভ হইল, তখন মুলতানের চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। কিন্তু সে প্রাচীর সুদৃঢ় নহে বিবেচনা করিয়া, অশেষ আয়াসে মূলরাজ তাহার উপর আর এক মৃত্তিকার প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল মুলতানে প্রবেশ করিলে, সেই প্রাচীর দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারে পরিণত হইল। পূর্ব্বে যে প্রাচীর ছিল, মূলরাজের পিতা বহু অর্থ ব্যয়ে সে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আর একবার লাহোরের রাজস্ব বন্ধ করিয়া মুলতান স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; সেই সময় বিপক্ষ-পক্ষের বহু আক্রমণেও ঐ প্রাচীর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু মূলরাজ সে দৃঢ়তায়ও আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ়তার উপর নূতন দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন; এইরূপে ভারতীয় দুর্গসমূহের মধ্যে মুলতান দুর্গ সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং সুরক্ষিত হইয়া দাঁড়াইল। ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্য-বলে, কিরূপ সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত হইতে পারে,—মুলতান তাহারই আদর্শস্থানীয়। মুলতান দুর্গের চারি ধারে বিস্তৃত সুগভীর পরিখা; পরিখার সম্মুখেই চল্লিশ ফিট উচ্চ দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাকার; সেই দুর্গ-প্রাকারের উপরে ত্রিশটী উচ্চচূড়ায় কামানসমূহ সুসজ্জিত। দুর্গের অভ্যন্তরে দুর্গরক্ষার বিপুল আয়োজন। যদি বহুদিন পর্য্যন্ত সেই দুর্গ শত্রু-হস্তে অবরুদ্ধ থাকে, অনায়াসে তাঁহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন,—এবম্বিধ যুদ্ধোপকরণ এবং রসদাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সসৈন্যে মূলরাজ মুলতানের দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মূলরাজ সসৈন্যে মুলতানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুলতান আক্রমণ সম্বন্ধে নানাবিধ আয়োজন চলিতে লাগিল। ইংরেজ বুঝিলেন, মুলতান অধিকার দুরূহ-ব্যাপার সত্য; কিন্তু মুলতান অধিকার করিতে না পারিলে, তাঁহাদের সকল গর্ব্বই খর্ব্ব হইবে। অতএব

অনেক পরামর্শের পর, পঞ্জাব সৈন্যের অধিনায়ক জেনারেল হুইশ মুলতান অভিমুখে যাত্রার জন্য আদিষ্ট হইলেন। অন্যান্য নানা স্থান হইতে মুলতান-অভিযানে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। ২৪শে জুলাই জেনারেল হুইশ, ৮০,৭৯ জন সৈন্য, দুর্গ-অবরোধোপযোগী ৩২টী কামান এবং অশ্ববাহিত ১২টী কামান লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্য-দল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া ইরাবতী নদীর পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; অপর দল ফিরোজপুর হইতে যাত্রা করিয়া শতদ্রু নদীর পশ্চিম পার দিয়া ব্রাইগেডিয়র সাণ্টারের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজের অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদলের ৮,৪১৫ জন অশ্বারোহী, ১৪,৩২৭ জন পদাতিক, মুলতান অবরোধের জন্য সমাগত হইয়াছিল; তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ববাহিত ৪৫টী কামান আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। লেফ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস কর্ত্তৃক ৭,৭১৮ জন পদাতিক এবং ৪,০৩৩ জন অশ্বারোহী-সৈন্য পরিচালিত হইতেছিল; ভাওয়ালপুর সৈন্যের অন্তর্গত ৫,৭০৩ পদাতিক-সৈন্য এবং ১,৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য লেফ্টেনাণ্ট লেক পরিচালনা করিতেছিলেন। ৯০৯ জন পদাতিক এবং ৩৩৮২ জন অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য, রাজা শের সিংহের আজ্ঞাধীনে অবস্থিত ছিল। ফলতঃ ইংরাজপক্ষের প্রায় ৩২ সহস্র, সৈন্য, মুলরাজের ১২ সহস্র সৈন্যের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও, দুর্গ-প্রাকারের সহায়তায়, মূলরাজ বিপুল বৃটিশ-বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃটিশ-পক্ষের সকল সৈন্য আসিয়া একত্র সমবেত হইলে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর জেনারেল হুইশ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। অবরুদ্ধ মুলতানের অধিবাসিগণ আত্মসমর্পণ করুক,—ইহাই সেই ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্য। তিনি জানাইলেন,—"আগামী কল্য (৫ই সেপ্টেম্বর) সূর্য্যোদয়ের

পূর্ব্বে রাজকীয় কামান ধ্বনিত হইবে; সেই কামানের শব্দ শুনিবার ২৪ ঘণ্টা মধ্যে বিনা সর্ত্তে সকলকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের মহারাণী এবং তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপ সিংহের সম্মানার্থ এই আত্ম-সমর্পণ প্রয়োজন। যাহারা অন্যথা করিবেন, তাঁহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।" কিন্তু এই ঘোষণা-পত্রে কেহই আত্ম-সমর্পণ করিল না। মূলরাজের পক্ষাবলম্বী শিখ-গণ তখন এতই উত্তেজিত যে, তাহারা কোন ক্রমেই বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিল না। পরন্তু দুই মাইল দূরাবৃত নগর-প্রাকার হইতে এক তোপধ্বনিতে ইংরেজের ঘোষণা প্রচারের প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল। রেসিডেন্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মুলতান আক্রান্ত হইলেই মূলরাজ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। অধিকন্তু ইংরেজের দল হইতেও কতক কতক শিখ-সৈন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শের সিংহ তুলুম্বায় অপেক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও আর সে আদেশ মানিলেন না; তাঁহার পিতা ছত্রসিংহ হাজারে প্রদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনিও ইংরেজের প্রতি বিমুখ হইলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর দিবাভাগে ইংরাজ পক্ষ মুলতান আক্রমণ করিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে মূলরাজের সৈন্যগণকে সম্মুখস্থ বাগান এবং বাটী হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু রজনীর গাঢ় অন্ধকারে এবং নানারূপ বিশৃঙ্খলায় ইংরেজের সে আক্রমণ ব্যর্থ হইল। পরন্তু, আক্রমণ করিতে গিয়া বৃটিশ-পক্ষ বিতাড়িত হইলেন; মূলরাজের ভরসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর ইংরেজ-পক্ষ হইতে দুই দিন কাল ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহাতেও কোন সুফল ফলিল না। ১২ই তারিখে দুর্গ-প্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়া মূলরাজ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ উভয় পক্ষ

ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। কিন্তু সেই সংঘর্ষে মূলরাজ পরাজিত হইলেন। তাঁহার ৫০০ শত সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইল; আক্রমণকারী ইংরেজ-পক্ষ নগর-প্রাকারের দিকে ৮০০ শত গজ অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইল। এইবার ইংরাজ-পক্ষ যেখানে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে গোলা চালাইলে অনায়াসেই সে গোলা নগর-প্রাচীর ভেদ করিতে পারে।

নগর-ধ্বংসের পথ সুগম হইয়া আসিল বটে, কিন্তু আর এক বিপত্তি উপস্থিত হইল। দুই দিনের যুদ্ধে যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, এইবার তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, কতকগুলি শিখ-সৈন্যের প্রাণে এইবার আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল,—তাহাদের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়া উঠিল। ইংরেজ, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছেন, বোধ হয় এইবার তাহারা বুঝিতে পারিল। হাজারে-প্রদেশে শের সিংহের পিতা ছত্র সিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, ইংরেজ-পক্ষাবলম্বী তাঁহার পুত্র শের সিংহের প্রাণ ইতিপূর্ব্বেই বিচলিত হইয়াছিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মুলতানের দিকে অগ্রসর হইবার সময়, তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন,—"আমি এ কি করিতেছি! বিদেশী বিধর্ম্মীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্ম্মীর সঙ্গে গোলাযোগ করিতে বসিয়াছি!" সম্ভবতঃ এই অনুশোচনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আপন সৈন্যদলের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন,—"ধরম খে লোমা" অর্থাৎ 'খালসার' নামে ধর্ম্মের বাদ্য, বাজান হউক। যখন এই সংবাদ ইংরেজ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। 'খালসার' নামে মুলতান আক্রমণকারী সৈন্য-দল সত্য সত্যই যদি ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে দারুণ বিপত্তির সম্ভাবনা। তিনি প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান

করিয়া, কর্ত্তব্য অবধারণের জন্ত ব্যস্ত হইলেন। তখন সকলেই এক-বাক্যে অভিমত প্রকাশ করিলেন,—এ অবস্থায় মুলতান অবরোধ সম্ভব-পর নহে। সুতরাং আক্রমণকারী সৈন্তদল নগর-প্রাকারের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইল। হয় তো অল্পক্ষণ মধ্যেই নগর ধ্বংস হইত; কিন্তু সে আশা এক্ষণে সুদূরপরাহত হইয়া পড়িল। অতঃপর, সেনাপতির নিকট হইতে পুনরায় সাহায্যার্থ সৈন্তদল আসিয়া উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত, ইংরেজ-পক্ষ 'তিব্বি' নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে শের সিংহ সসৈন্তে মুলতানে উপস্থিত হইয়া মুলরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দলপুষ্টি হইল বলিয়া, মুলরাজের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তবে মুলরাজ কিন্তু শের সিংহের উপর সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিলেন না। দুর্গে শের সিংহের আশ্রয় হইল না; দুর্গের বাহিরে সহরের মধ্যে তাঁহাদের জন্ত স্বতন্ত্র আবাস নির্দ্দিষ্ট হইল। অধিকন্তু নগরের বহির্ভাগে এক মন্দির-মধ্যে লইয়া গিয়া মুলরাজ শের সিংহকে এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাই-লেন। এইরূপ নানা কারণে শের সিংহ এবং মুলরাজের মধ্যে মিলন হইল না। তখন, মুলতানে আর অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া, শের সিংহ তাঁহার পিতার সাহায্যার্থ হাজেরা প্রদেশে যাইতে চাহিলেন; জানাইলেন,—মুলরাজ যদি তাঁহার সৈন্তগণের কিছুদিনের বেতন অগ্রিম প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে, নূতন দেশে গিয়া তিনি এক নূতন শিখ-যুদ্ধের অবতারণা করেন। এ প্রস্তাব মুলরাজের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। নূতন সমরানল প্রজ্বলিত করিবার জন্ত, ৯ই অক্টোবর শের সিংহ পিতার নিকট যাত্রা করিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর মুলতান হইতে ইংরেজ-সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হয়। ২৭ই ডিসেম্বর পুনরায় তাহারা মুলতান আক্রমণে অগ্রসর হইল। মধ্যে প্রায় তিন মাস কাল উভয় পক্ষই আপনাপন শক্তিবৃদ্ধির এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনে উদ্যোগী ছিলেন। ইংরেজের পক্ষে অনেক নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল,—অস্ত্রাদি সংগ্রহ চালাইবার অনেক নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুলরাজও সে পক্ষে উদাসীন ছিলেন না। নগর এবং উপনগরের দৃঢ়তা সম্পাদনে তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তাঁহার কতকগুলি সৈন্য শের সিংহের দলে চলিয়া যাওয়ায়, নূতন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া সেই সেনাদলের অভাব-পূরণ-কল্পেও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই সময়ে পারিপার্শ্বিক মিত্র রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছিল। রাজ-নৈতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলে, এই সময়ে তিনি কাবুলের দোস্ত মহম্মদ এবং কান্দাহারের সর্দারদিগকেও স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট সংবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"আপনারা আসুন; আমার সহায় হউন। আমরা সমবেত চেষ্টায় ফিরিঙ্গীদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই। যদি তাহাদিগকে দূর করিতে পারি, তাহা হইলে সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে উভয়ের সীমানা নির্দিষ্ট থাকিবে।" বলা বাহুল্য, মুলরাজের এ উদ্দীপনা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিলেও, আফগানগণের কেহ কেহ যে এই সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় তাহা প্রতীয়মান হয়। অন্য পক্ষে, মুলরাজের বা শিখ আধিপত্য-বিস্তারের বিরুদ্ধেও যে চক্রান্তের অভাব ছিল না,—সে চক্রান্ত, সে ষড়যন্ত্রও যে অনেক অংশে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে ষড়যন্ত্রে, যে চক্রান্তে, ভারতের সকল শক্তিই বিপর্যস্ত হইয়াছে, সেই ষড়যন্ত্রই এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বার মুলতান আক্রমণে অগ্রসর হইয়া, ইংরেজ সৈন্য প্রথমে দুর্গ অধিকারে আকিঞ্চন প্রকাশ করিল না। প্রথমতঃ তাহারা নগর-প্রাকারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উপস্থিত হইয়া, সহরতলীর প্রতি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সহরতলীর অন্তর্গত উজীরাবাদ নামক স্থানে মূলরাজের পিতা সোহান মল্লের সমাধি বিদ্যমান। মূলরাজের প্রাসাদ 'আম খাসও' সেই পল্লীর অন্তর্গত। সহসা সেই পল্লী আক্রান্ত হইবে, মূলরাজ তাহা মনে করেন নাই। সুতরাং অনায়াসে এক দিনের মধ্যেই সেই পল্লী বিধ্বস্ত হইল। সেই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, নগর-প্রাকারের অতি সন্নিকটে ইংরাজ-পক্ষ সৈন্য স্থাপন করিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া গেল। ঐ দিন হঠাৎ ইংরেজ-পক্ষের একটী গোলা দুর্গের অভ্যন্তরে বারুদ-ঘরে গিয়া পতিত হইল। বারুদ-ঘরে গোলা পতিত হওয়ায় কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। সেই বারুদ-ঘরে চারি লক্ষ পাউণ্ড বারুদ মজুত ছিল। গোলা পতিত হওয়ামাত্র, বারুদখানা ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল; ভীষণ অগ্নিগ্রহে দুর্গরক্ষী পাঁচ শত শিখ-সৈন্য নিহত হইল; দুর্গ-মধ্যে ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল; এইবার মূলরাজ বুঝিলেন,—বিধি বাম! বুঝিলেন,—শিখের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়! বুঝিলেন,—বিধাতার ইচ্ছা নয় যে, আবার শিখ জাতি জাগিয়া উঠে। তাহা না হইলে, এমন দিনে এমন বিপদ কি কখনও উপস্থিত হয়! এই দুর্ঘটনায় শিখ-সৈন্য হতাশ-সাগরে নিমগ্ন হইল; কে যেন তাহাদের প্রাণের ভিতর সঞ্জীবনী শক্তি অপহরণ করিয়া লইল;—কে যেন তাহাদের অন্তর্ভুত উদ্দীপনার অনল নিবাইয়া দিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী নূতন বৎসরের প্রারম্ভে নগরের একটী প্রাচীর ভগ্ন হইল। আক্রমণকারী সৈন্যগণ মনে করিয়াছিল,—ঐ প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিলেই তাহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে

পারিবে; কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, সেই প্রাচীরের পার্শ্বে আর একটী নূতন প্রাচীর অবস্থিত; সে প্রাচীরের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম নহে। সুতরাং একটী প্রাচীর ভগ্ন করিয়াও সৈন্যদল সে যাত্রায় হতোদ্যম হইতে বাধ্য হইল। অবশেষে প্রাচীরের অপর এক অংশ ভগ্ন হইলে, নগর প্রবেশের পথ সুগম হইয়া আসিল; কিন্তু ইংরেজ পক্ষ তখনও দেখিলেন, দুর্গ-প্রাকার সমভাবে অবস্থিত; সেরূপ যুদ্ধ ব্যতীত দুর্গ অধিকার কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, নগর বিপক্ষ-হস্তে পতিত হইল দেখিয়া, অপরাপর সৈন্য-গণকে পলায়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া, প্রায় তিন সহস্র সুদক্ষ সৈন্য সহ মুলরাজ সেই দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দুর্গের দ্বার বন্ধ রহিল; ইংরেজ পক্ষ দুর্গ ধ্বংসের পক্ষে বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৪ঠা জানুয়ারী, দুর্গের উত্তর প্রান্তে বোম্বাই বিভাগের সৈন্য-দল শিবির স্থাপন করিল; দুর্গের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে বঙ্গদেশীয় সৈন্য-দল অবস্থান করিতে লাগিল; পশ্চিম দিকে অপর কতকগুলি সৈন্য পথ রোধ করিয়া রহিল। এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গ অবরুদ্ধ হইল, মুল-রাজ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই,—মনে করিয়া, মেজর এডওয়ার্ডসের নিকট তিনি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডস সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে পারিলেন না। সন্ধি সম্বন্ধে তিনি জেনারেল হুইশের মতামত গ্রহণের উপদেশ দিলেন। সেনাপতি হুইশ কিন্তু মুলরাজের কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। মুলরাজ যদি বিনা সর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করেন, ভালই; না করেন, জোর করিয়া দুর্গ দখল করা হইবে,—হুইশ স্পষ্টতঃ সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মুলরাজ আর কি করিবেন? অগত্যা আরও কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ৮ই জানুয়ারী ইংরেজ সেনাপতির নিকট মুলরাজ এক দূত পাঠাইলেন। সে দূতের নিকটও ইংরেজ-

সেনাপতি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—বিনা সর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। মূলরাজ তখনও স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। আবার কয়েকদিন ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে চারিদিকের প্রাচীর কতক কতক ভগ্ন হওয়ায়, ২২শে জানুয়ারী প্রত্যূষে দুর্গাভ্যন্তরে ইংরেজ সৈন্যদল প্রবেশ করিবে—স্থির হইল। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক হইল না। শেষ মুহূর্ত্তে মূলরাজ আত্ম-সমর্পণ করিলেন; বিনা বাধায় দুর্গ ইংরেজের অধিকৃত হইল; মূলরাজ ইংরেজের নিকট বন্দী হইলেন। মূলতান ২৭ দিন কাল অবরুদ্ধ ছিল। সেই অবরোধের সময় ২১০ জন বৃটিশ সৈন্য নিহত এবং ৯১০ জন আহত হয়। শিখ-পক্ষের হতাহতের পরিমাণ কে আর নির্দ্দেশ করিবে? যাহা হউক, পরিশেষে লাহোরে মূলরাজের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে মূলরাজ দোষী সাব্যস্ত হইলেন; তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বিচার-ফলে মূলরাজ ফাঁসী কাঠেই লম্বিত হইতেন; মূলরাজের পক্ষেও তাহাই শ্রেয়ঃ ছিল। কিন্তু বিচারপতিগণ শেষে তাঁহার প্রতি দয়া-প্রকাশ করিলেন। অবস্থার গতিকে মূলরাজ অপকর্ম্ম করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণদণ্ড না হইয়া সমুদ্র-পারে তাঁহাকে নির্ব্বাসন করা হউক,—পরিশেষে ইহাই ধার্য্য হইল। জানি-না, মূলরাজের প্রতি এ দয়া কেন হইয়াছিল! কিন্তু মূলরাজের পক্ষে এ দয়া কি যম-যন্ত্রণা, তাহা মূলরাজই জানেন, আর তাঁহার অন্তর্যামীই জানেন! আমরা আর তাহার কি ব্যাখ্যা করিতে পারি!

চতুর্থ অধ্যায়।

রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ

১৮৪৮ খৃঃ অক্টোবর—১৮৪৯ খৃঃ জানুয়ারী।

[ছত্র সিংহের বিদ্রোহ ;—মেজর জর্জ লরেন্স প্রভৃতির কোহাটে পলায়ন ;—কোহাটের শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ কর্তৃক লরেন্স প্রভৃতিকে ছত্র সিংহের নিকট প্রেরণ ;—রামনগরে শের সিংহের সহিত ইংরেজপক্ষের ঘোর যুদ্ধ ;—কিউরটন, হ্যাভেলক প্রভৃতির মৃত্যু ;—শের সিংহের সৈন্যদল কর্তৃক রামনগর পরিত্যাগ ;—ছত্র সিংহের সহিত শের সিংহের সম্মিলন ;—চিলিয়ানওয়ালায় ইংরেজপক্ষের সহিত শিখপক্ষের ঘোর সমর ;—চিলিয়ানওয়ালায় ইংরেজপক্ষের পরাজয় ;—ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে মত পার্থক্য।]

হাজারা প্রদেশে ছত্র সিংহ বিদ্রোহের অনল প্রধূমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বিদ্রোহানল বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার সহিত আফগানজাতি যোগদান করায়, ছত্র সিংহের বিশেষ বলবৃদ্ধি হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর পেশওয়ারের সমস্ত শিখ-সৈন্য সেই বিদ্রোহে যোগদান করিল। তাহাদিগকে পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করার চেষ্টায় মেজর জর্জ লরেন্স অকৃতকার্য্য হইলেন। অতঃপর তিনি আপনাকে বাঁচাইবার জন্য আপন সহকারী লেফটেনাণ্ট বাউইর সহিত কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট, পেশওয়ার হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদ খাঁ এই সময়ে কোহাটের শাসনকর্তা ছিলেন। আফগান-যুদ্ধের সময় ইংরেজগণ তাঁহার নৃশংসতার বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তথাপি অনন্যোপায় হইয়া লরেন্স সেখানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ইতিপূর্ব্বে লাহোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবায়

সঙ্গে, লরেন্সের পত্নী লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কোহাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে কারণেও লরেন্স এবং তাঁহার সহকারিগণ কোহাটে গমন করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু তাহাদের কোহাট-গমনের ফল বড়ই বিষময় হইয়া দাঁড়াইল। কোহাটের শাসনকর্ত্তা সুলতান মহম্মদ, ইংরেজ অতিথিগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়া, ইংরেজগণ আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু সদ্ব্যবহারের পরিবর্ত্তে; সুলতান মহম্মদ তাঁহাদিগকে ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্র সিংহ, সুলতান মহম্মদকে পেশওয়ার জেলার অংশ প্রদান করিয়া, ইংরেজগণকে বন্দি-রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ছত্র সিংহের বিদ্রোহ এবং শের সিংহের ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ, উভয় কারণেই গবর্ণর জেনারেল বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বুঝি বা শিখগণ আবার এক নূতন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া, আবার এক নূতন সমরানল প্রজ্বলিত করিল, এই চিন্তা তখন অনেকেরই মনে উদয় হইল। অতঃপর প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের উপর ফিরোজপুরে সৈন্য সমাবেশের আদেশ প্রদান করিয়া, গবর্ণর জেনারেল উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেনাপতি লর্ড গাফ্‌, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রভাগা নদীর দিকে সৈন্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শতদ্রু নদীর পূর্ব্বতীরে দেড় মাইল অন্তরে রামনগর পল্লীর সন্নিকটে শের সিংহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নদীর বক্রগতি নিবন্ধন এই স্থানটি একটি দ্বীপরূপে পরিণত হইয়াছিল। দুই দিক দিয়া নদীর জল-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া যেখানে সম্মিলিত হয়, তাহারই মধ্যস্থলে শিখ সেনা অবস্থান করিতেছিল। বর্ষার সময় উহার চারিদিকেই জলরাশি বিস্তৃত থাকিত; অন্যসময়ে পূর্ব্বদিকের জলস্রোত শুকাইয়া গিয়া স্থানে স্থানে বালুকাস্তূপ সঞ্চিত হইত। পশ্চিম পার্শ্বের [illegible] জলপ্রবাহ [illegible] এবং [illegible]। [illegible] পশ্চিম-

কূল এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বীপটি অধিকার করিয়া অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বতীরেও শিখদিগের সৈন্য এবং কামান ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া লর্ড গাফ্ প্রথমেই শিখদিগকে আক্রমণ বা স্থানচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। একদল পদাতিক সৈন্য সহ ব্রিগেডিয়ার ক্যাম্বেলকে (লর্ড ক্লাইড) অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করা হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈন্য এবং অশ্ববাহিত কামানসহ তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য ব্রিগেডিয়ার কিওরটনের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রামনগরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজগণ দেখিলেন, শিখ সৈন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা নদীর দিকে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিখ সৈন্যের প্রকৃত সন্ধান না লইয়া অথবা তদ্বিষয়ে উপযুক্তরূপ অনুসন্ধিৎসু না হইয়া, অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষ বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখেই শিখগণের আটশটি কামান শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল; ইংরেজপক্ষ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, শিখগণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণের গতি রুদ্ধ হইল। ইংরেজের একটি কামান শিখগণ কাড়িয়া লইল। ইংরেজ-সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এই সময় ইংরাজদিগের যুদ্ধোপকরণপূর্ণ দুইখানি গাড়ি উল্টাইয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। এইবার নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিন হাজার হইতে চারি হাজার অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য ইংরাজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইল। কিন্তু সে আক্রমণে বিপরীত ফল ফলিল; কর্ণেল হ্যাভ্‌লক্ পরিচালিত সৈন্যদলের গুলির আঘাতে শিখগণকে সে যাত্রা পর্য্যুদস্ত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও শিখগণ নিরস্ত হইল কি? তাহারা দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে ইংরেজপক্ষ আবার বিচলিত হইয়া পড়িলেন। লর্ড গাফ্ ইংরাজ পক্ষকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

ব্রিগেডিয়ার কিউরেটন সৈন্যগণের মধ্যে সেই আদেশ প্রচার, করিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছেন ; কচিৎ তাঁহার মুখ হইতে আদেশ-বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে ;—ইতিমধ্যে সহসা শিখ-সৈন্সের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে কর্ণেল হ্যাভ্‌লকেরও মৃত্যু হইল। কাপ্তেন ফিজজেরাল্ড সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। ইংরেজ-শিবির বিষাদের ঘনছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল।

শের সিংহ চন্দ্রভাগা নদীর পশ্চিম-তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সদর্পে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ তাঁহাকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার অধিনায়কত্বে এখন প্রায় পঁয়ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য পরিচালিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায়, ব্রিটিশ পক্ষ আর সম্মুখ-সমরে সমর্থ হইলেন না। এইবার ব্রিটিশ পক্ষ শের সিংহের বাম পার্শ্ব হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। সেনাপতি সার জোসেফ থ্যাক্‌ওয়েল এক্ষণে ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন ; তিন দল অশ্বারোহী সৈন্য এবং তদুপযুক্ত কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি নদীর দিকে ধাবমান হইলেন। ২রা ডিসেম্বর তাঁহার সৈন্যদল ওয়াজিরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া শিখ-শিবিরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শের সিংহ সে ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিরোধ করিলেন ; অগণিত শিখ-সৈন্য, সার জোসেফের পরিচালিত সৈন্যমণ্ডলীর উপর নিপতিত হইল। এই ব্যাপারের প্রথমেই সার জোসেফ বিচলিত হইয়াছিলেন ; বিপক্ষ-পক্ষকে আক্রমণ করিবেন কি না; তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। শিখগণকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার উপর আদেশ ছিল না ; শিখগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়, তাহাদিগকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এখন সেই অভিপ্রায়েই তিনি সৈন্যদলকে [illegible] রাখিয়াছিলেন। শিখেরা [illegible] করিল,

ইংরেজ-পক্ষ ভয় পাইয়াছে। সুতরাং তাহারা যথেচ্ছভাবে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ-শিবির হইতে তাহার কোন প্রত্যুত্তর আসিল না; সুতরাং শিখগণের পূর্ব্ববিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইল। জয়লাভ হইল মনে করিয়া, শিখগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়েই ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণ কামান দাগিলেন। সম্মুখের দিক হইতে লর্ড গাফ্ ভীষণ গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ব দিয়া জোসেফ থ্যাকওয়েলের সৈন্যদল এবং ব্রিগেডিয়ার গডবীর পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল শের সিংহের শিবির আক্রমণ করিল। শিখগণের ভ্রম-বিশ্বাসের ফলে দারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইল। শের সিংহ দেখিলেন,—আর রামনগরের নিকট অবস্থান নিরাপদ নহে; সুতরাং ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিযোগে তিনি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বিতস্তা-নদীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এতই বিশৃঙ্খলা এবং ত্বরিত গতিতে এই প্রত্যাবর্ত্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল যে, ইংরেজ পক্ষ বিশ্বাস করিলেন,—এইবার বুঝি সমস্ত শিখ-সৈন্য বিপর্য্যস্ত হইল।

কিন্তু ইংরেজ-পক্ষ ভুল বুঝিলেন। শের সিংহ এখনও সমান বলে বলীয়ান; উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়া, পিতার সহিত যোগদান করাই এখন তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। রামনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই অগ্রসর হইলেন। এখন তাঁহার সৈন্যদল বৃদ্ধি পাইল; প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য এবং ৬২টা কামান লইয়া তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। অতঃপর শের সিংহের অনুসরণে সেনাপতি লর্ড গাফ্ সমস্ত সৈন্য সহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া পশ্চিম-তীরে উপনীত হইলেন। শের সিংহ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই পথে উত্তরাভিমুখে লর্ড গাফের সৈন্যদল পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু [illegible] অগ্রসর হইবার [illegible] তাহার পূর্ব্বের বিরাম [illegible] হইল। [illegible] পূর্ব্বে [illegible]

করিয়াছিলেন,—শের সিংহ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন; অনায়াসেই তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করা যাইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ডিঙ্গী নামক স্থানে উপনীত হইয়া, লর্ড গাফ্ জানিতে পারিলেন, শের সিংহ সমস্ত সৈন্য সহ সেই প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেছেন। লোসিয়ান-ওয়ালা গ্রামে শের সিংহের প্রধান সৈন্যদল শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল; তাঁহার প্রধান সৈন্যদল দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মীওয়ালা এবং ফতেসাকেচক গ্রামদ্বয়ে কতক সৈন্য, এবং বামপার্শ্বে বিতস্তা নদীর তীরে রসুল নামক স্থানে আরও কতকগুলি সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। এই ভাবে একটী গিরিসঙ্কটের দক্ষিণ সীমায় অধিকার করিয়া, দৃঢ়তার সহিত শের সিংহ সৈন্য সমাবেশ করিয়া ছিলেন। লর্ড গাফ্ দেখিলেন, সে অবস্থায় শের সিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করা দুরূহ ব্যাপার; সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি মনস্থ করিলেন,—রসুলের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ বিপক্ষ সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এই অবস্থায় ১৩ই জানুয়ারী রাত্রিকালে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইল। ইংরেজ-পক্ষ শিবির স্থাপন করিয়া কৌশলে শের সিংহের সৈন্য-দলকে পরাজিত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন; ইতি-মধ্যে তাহারা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজপক্ষও সে ক্ষেত্রে হীনবল ছিলেন না। সুতরাং শিখগণকে গোলা চালাইতে দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্ ইংরেজ পক্ষকেও যুদ্ধারম্ভ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার পোপের অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত সার ওয়াল্টার গিলবার্টের সৈন্যদল মিলিত হইয়া দক্ষিণ দিক হইতে শিখগণকে আক্রমণের চেষ্টা করিল। [illegible]

হইল। ব্রিগেডিয়ার হোয়াইটের অশ্বারোহী সেনাদল, লেফটনাণ্ট-কর্ণেল ব্রায়েণ্ডের তিন দল গোলন্দাজ সেনা এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেলের সৈন্যদল একত্র সম্মিলিত হইয়া বামপার্শ্ব দিয়া প্রধাবিত হইল। মধ্যস্থলে কতকগুলি সুবৃহৎ কামান সজ্জিত রহিল।

১৩ই জানুয়ারী ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম এক ঘণ্টা কাল গোলাবর্ষণে ইংরেজগণ মনে করিলেন, বুঝি বা শের সিংহের সৈন্যদল নির্মূল হইল। কিন্তু সে বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল। শিখগণ এরূপ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিল যে, বিপুল বৃটিশ-বাহিনী অল্পক্ষণ মধ্যেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল; ইংরেজ সেনানায়ক লেফটনাণ্ট কর্ণেল ব্রুক্স্ শিখ-সৈন্যের গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর, একদল শিখ পদাতিক আসিয়া, ইংরেজ-পক্ষের উপর ভীষণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সে আক্রমণ অতীব সাংঘাতিক মনে হওয়ায়, ইংরেজপক্ষ পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার পেনিকুইক এবং অপর তিন জন প্রধান সৈনিক পুরুষ নিহত হইলেন। যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল, ইংরেজ-পক্ষ ততই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইংরেজের বহু সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইল। অবশেষে সত্য সত্যই ইংরেজপক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরেজের চারিটী কামান এবং বহু যুদ্ধোপকরণ কাড়িয়া লইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে শিখগণের নিকট হইতে ইংরেজগণ যে সকল কামান কাড়িয়া লইয়াছিল, এই যুদ্ধে শিখপক্ষ সেই সকল কামানেরও অনেকগুলি উদ্ধার করিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'চিলিয়ানওয়ালার' যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। শিখগণ যেরূপ দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত চিলিয়ানওয়ালায় যুদ্ধ করিয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই যুদ্ধে ইংরেজের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, ভারতের কোন যুদ্ধে আর কখনও ইংরেজ তেমন পর্য্যুদস্ত হয় নাই। এই যুদ্ধে ইংরেজের ২৪০০ জন অফিসার

সৈন্য, এবং তিনটী সৈন্যদলের বহু সৈন্য নিহত হইয়াছিল। বুঝি বা এমন বিপর্য্যয় ইংরেজের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। শিখগণও যে এই যুদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে ইংরেজের তুলনায় তাহাদের ক্ষতি যে অতি অল্পই হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন, চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণীত হয় নাই; শিখগণই বরং এই যুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার করিয়াছিল। ইংরেজগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; তাঁহাদের প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ এবং প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল; ইংরেজের কামানগুলি শিখগণ কাড়িয়া লইল; অথচ, ইংরেজ বলেন, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় হয় নাই! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং! ফলতঃ, ইংরেজ এখন চিলিয়ানওয়ালার পরাজয়-কাহিনী যতই ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন, ইংরেজের এ পরাজয় ঢাকিবার নহে। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য বিপর্য্যস্ত হইলে, ইংলণ্ডে যে কি ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠক অনেকেই তাহা অবগত আছেন। এমন কি, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া সার চার্লস নেপিয়রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষগণ এই সময় স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সকল কথা ইংরেজের ইতিহাসেই বর্ণিত আছে; যুদ্ধের যে বর্ণনা ইংরেজের ইতিহাসে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই সার মর্ম্ম উপরে প্রকাশিত হইল। জয়-পরাজয়ের পরিচয়, বিচক্ষণ পাঠক, ইংরেজের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কথায় বলে,—'সব ভাল, যার শেষ ভাল?' শেষ-যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং পূর্ববর্ত্তী যুদ্ধে তাঁহাদের জয়-পরাজয় যাহাই হউক, সকলই

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাবের পরিণাম।

১৮৪৯—মার্চ্চ।

[চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধের পরিণাম;—গুজরাটে শিখ-সৈন্য-সমাবেশ;—ইংরেজ-পক্ষের বিপুল আয়োজন;—শের সিংহের পরাজয়;—গুজরাট যুদ্ধের ফলাফল;—মেজর লরেন্সের মুক্তি;—শের সিংহের সন্ধির প্রস্তাব;—শিখ-সম্প্রদায়ের পরিণতি;—সন্ধিপত্র;—পঞ্জাবে বৃটিশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিনুর লাভ;—গবর্ণর-জেনারেলের ঘোষণা;—দলীপ সিংহের নির্ব্বাসন ও বৃত্তির ব্যবস্থা;—তাঁহার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও পরিণাম; মন্তব্য।]

শের সিংহের সৈন্যদল প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত চিলিয়ানওয়ালা অধিকার করিয়া রহিল। সেই সৈন্যদলকে বিতস্তা নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবার জন্য লর্ড গফ নানারূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু তৎপক্ষে কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে শিখসৈন্যও ইংরেজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিল না। এই সময়ে মুলতানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী সৈন্যদল সহ জেনারেল হুইশ চিলিয়ানওয়ালা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন,—সংবাদ আসিল। এ সংবাদে লর্ড গফ উৎসাহিত ও আশ্বস্ত হইলেন। হুইশ আসিয়া উপস্থিত হইলেই পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করা যাইবে,—এই প্রতীক্ষায় লর্ড গফ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইবার ইংরেজের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। পথে আর কোন বাধা-বিঘ্ন না পাইয়া, যথাসময়ে জেনারেল হুইশ আসিয়া লর্ড গফের নিকট উপনীত হইলেন। দ্বিগুণ বল-বৃদ্ধি হওয়ায়, দ্বিগুণ উদ্যমে, লর্ড গফ শিখ-শিবির আক্রমণের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন।

একদিকে ইংরেজ-পক্ষ বিপুল বলে বলীয়ান হইয়া আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল; অন্যদিকে শিখ-শিবিরে রসদাদি সংগ্রহের অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। সুতরাং শিখগণ আর চিলিয়ানওয়ালায় অবস্থান নিরাপদ বলিয়া মনে করিল না। অতঃপর তাহারা চন্দ্রভাগা নদীর গতি অনুসরণ করিয়া, গুজরাট নগর অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য রহিল,—"রেচনা দোয়াব" পার হইয়া তৎপ্রদেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক লাহোরে গমন করিবে। ইংরেজপক্ষ শের সিংহের সে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন; অথবা, চক্রীর চক্রান্তে সে সংবাদ তাঁহাদের অবিদিত রহিল না। সুতরাং শের সিংহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে জেনারেল হুইশ উজীরাবাদের সন্নিকটে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত হুইশের সৈন্যদলের সম্মিলনেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই সময়ে ইংরেজ-সৈন্যের সংখ্যা, পঁচিশ হাজারের অধিক হইয়া দাঁড়াইল। শিখ-সৈন্যের সংখ্যাও, ইংরেজগণ অনুমান করেন, প্রায় ৬০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র একরাম খাঁ, পেশোয়ারের স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ্যভাবে শিখপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৫ শত আফগান অশ্বারোহী সৈন্য সহ, এই সময়ে তিনিও আসিয়া শের সিংহের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিখগণের সৈন্যসংখ্যা ইংরেজের অপেক্ষা অধিক হইলেও, ইংরেজপক্ষ কিন্তু বিচলিত হইলেন না। ইংরেজপক্ষের সৈন্যগণ সকলেই সুশিক্ষিত এবং ইংরেজের কামান-বন্দুক প্রভৃতিও প্রচুর। সে তুলনায়, শিখগণ ইংরেজের নিকট কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে? তাহাদের সৈন্যসংখ্যা অধিক হইলেও, ইংরেজের কামান, বন্দুকের প্রবল প্রবাহে তাহা ভাসিয়া যাইবে না কি? বিশেষতঃ ইংরেজের ষড়যন্ত্রে শিখ-শিবিরে গণ্ডগোলেরও কমি ছিল না। [illegible]

যে ইংরেজের গুপ্তচররূপে অবস্থান করিতেছিল, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফলতঃ এইবার শের সিংহের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। বোধ হয় শের সিংহও বুঝিতে পারিলেন, বোধ হয় ইংরেজও উপলব্ধি করিলেন,—এইবার শিখ-শৌর্য্যের অবসানের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে!

চিলিয়ানওয়ালা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে লাহোরের পথে গুজরাট নগর অবস্থিত। ২১শে ফেব্রুয়ারী শের সিংহের সৈন্যদল গুজরাটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। সেই সৈন্যদলের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী নালা ছিল; শের সিংহ সেই নালার পার্শ্বে কামান সজ্জিত করিলেন। তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে নগরের পূর্ব্বধারে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত; সেই নদীটী উজীরাবাদের দিকে চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। সৈন্যদলের দুই পার্শ্বে দুইটী জলপ্রবাহ বিদ্যমান থাকায়, তদ্দ্বারা যেন শের সিংহের সৈন্যদলের পরিখার কার্য্য সাধিত হইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গফ্ ইতিপূর্ব্বেই শের সিংহের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন; নিকটস্থ হইয়া, তিনি আক্রমণের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বের দুইটী জলপ্রবাহ শের সিংহের পরিখার কার্য্য করিলেও, লর্ড গফ দেখিলেন, দুই জলপ্রবাহের মধ্যস্থলে তিন মাইল পরিমিত এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান। সেই প্রাঙ্গণের পথে কোনই স্বাভাবিক বাধা-বিঘ্ন নাই। সেই পথে অগ্রসর হইলে, অনায়াসেই শের সিংহের সৈন্যদল বিপর্য্যস্ত হইতে পারে। এই মনে করিয়া, লর্ড গফ তদভিমুখে সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিলেন। এ সময় তিনি বহু বলে বলীয়ান; তাঁহার সাহায্যের জন্য নানা স্থান হইতে নানা সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেনাপতি এইচ হুইস, বোম্বের সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে সিন্ধিয়ার অশ্বারোহী সৈন্য [illegible]

জোসেফ থাকওয়েল এবং একদল অশ্বারোহী সহ ব্রাইগেডিয়ার হোয়াইট যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা শিখসৈন্যের বাম পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মেজর রজের অধীনে কাপ্তেন আনকান এবং হাসের অশ্বারোহী সৈন্যদল, পূর্ব্বোক্ত বৃটিশ-সৈন্যদলের সাহায্যার্থ পরিচালিত হইতে লাগিল। এদিকে দক্ষিণ পার্শ্বেও প্রকাণ্ড-রূপে আক্রমণের ব্যবস্থা চলিল। ব্রাইগেডিয়ার-জেনারেল ক্যাম্বেলের পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল, মেজর লাডলো ও লেফটনাণ্ট রবার্টসন পরিচালিত গোলন্দাজ সৈন্যগণ এবং অন্যান্য বহু সৈন্য, শিখসৈন্যের দক্ষিণ-পার্শ্ব ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নালার পশ্চিম পার্শ্বে মেজর জেনারেল গিলবার্টের অধীনে পদাতিক সৈন্যদল এবং ১৮টী বৃহৎ কামান সহ মেজের ডে ও হর্সফোর্ড অগ্রসর হইলেন। মেজর জেনারেল হুইশ, ব্রিগেডিয়ার মার্খাম প্রভৃতির পরিচালিত সৈন্যদল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইল। মেজর ফরবেস, কাপ্তেন মেকাঞ্জি এবং এণ্ডারসনের সৈন্যদল, কাপ্তেন ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। লেফটনাণ্ট কর্ণেল ব্রাণ্ড এবং মারসার প্রভৃতি আরও বহু সেনাপতির পরিচালিত বহু সৈন্যদল বহু দিক হইতে সমবেত হইল। সকল দলের আর কত নাম করিব?—যেন সপ্তরথীতে অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ফলতঃ, ভারতে ইংরেজের যেখানে যত সৈন্যদল ছিল, সকলেই যেন এই ক্ষেত্রে সমবেত হইল। শিখগণের ৫৯টী মাত্র কামান ছিল; ইংরেজ পক্ষে শতাধিক বৃহৎ কামান এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র কামান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী সাড়ে সাতটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিখগণ প্রথমে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিল; কিন্তু পরিশেষে তাহাদের শক্তিতে আর কুলাইতে পারিল না। তাহাদের গোলাবারুদ ফুরাইয়া আসিল;

এদিকে ইংরেজ-পক্ষ প্রবল বেগে আক্রমণ করিবার জন্ত অগ্রসর হইল। তখন আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, শিখ-সৈন্ত পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ-পক্ষের পদাতিক সৈন্তগণ দ্রুতবেগে শিখ-শিবিরের উপর পতিত হইল। এইবার আর পারিল না; শিখগণ আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না। ইংরেজপক্ষ এইবার শিখদিগের কামানগুলি কাড়িয়া লইল; শিখ-শিবির লুণ্ঠন করিল। শিখদিগের যে কেহ সম্মুখে পড়িল, সেই অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই যুদ্ধের গোলাবর্ষণে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পলায়নের সময়ে, শিখসৈন্তের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, পূর্ব্ব দিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেলের সৈন্তদল এবং পশ্চিমের দিকে বোম্বের সৈন্তদল প্রধাবিত হইল। এইরূপে প্রায় ১২ মাইল পথ ইংরেজ-সৈন্ত শিখদিগের অনুসরণে উধাও হইয়া ছুটিল। সমস্ত পথ হতাহতে পরিপূর্ণ; চারিদিকে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্ষিপ্ত; যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই যেন শ্মশানের বিকট দৃশ্য প্রতিফলিত। এই যুদ্ধের পরিণামে, অনেক নির্দ্দোষ নিরীহ প্রাণীও যে বিপন্ন হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহাদের হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না, তাহারাও অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া সন্দেহে দণ্ডিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে শিখদিগের ৫৩টী কামান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। হতাহতের সংখ্যা,—সে আর কে নির্দ্দেশ করিবে! এই যুদ্ধে ধরণী নরশোণিতস্রাবে প্লাবিতা হইয়াছিলেন। ইংরেজের ইতিহাসেই প্রকাশ,—এই যুদ্ধে শিখপক্ষের ক্ষতির অবধি ছিল না; কিন্তু ইংরেজ পক্ষের মাত্র ৯২ জন নিহত এবং ৬৮২ জন আহত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বড়লাট গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহাউসি এই যুদ্ধ-জয়ে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আনন্দের প্রতিধ্বনি আজিও যেন কর্ণে কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। ভারত-ইতিহাসে এমন যুদ্ধ ইংরেজকে আর করিতে

করিতে হয় নাই ; ভারতবর্ষে ইংরেজের যত কিছু শক্তি-সামর্থ্য ছিল, সকলই এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল ;—স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসির মুখেই এই কথা প্রকাশ।

গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজের এই জয়লাভের পর, শের সিংহ আর যুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না। শের সিংহের পিতার নিকট আফগান-গণ কর্তৃক মেজর লরেন্স বিক্রীত হইয়াছিলেন ; এ সংবাদ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। মেজর লরেন্স এক্ষণে শের সিংহের আশ্রয়াধীন। গুজরাটের যুদ্ধের পর মেজর লরেন্সকে মুক্তি-প্রদান করিয়া, শের সিংহ তাঁহাকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। শের সিংহের পক্ষ হইয়া মেজর লরেন্স ইংরেজের সহিত সন্ধির ব্যবস্থা করেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু ইংরেজ তখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ; ইংরেজ তখন অহঙ্কারে বক্ষ স্ফীত করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ; সুতরাং সন্ধির প্রস্তাব তাঁহারা শুনিবেন কেন ? লরেন্স মুক্তি পাইলেন বটে ; কিন্তু শের সিংহের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ইংরেজ, শের সিংহের সহিত সন্ধি-স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন না।

শের সিংহের সহিত সন্ধি তো হইলই না ; অধিকন্তু পঞ্জাবের অদৃষ্টচক্র একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডাল-হাউসী পঞ্জাব গ্রাস করিবার জন্যই যে পঞ্জাবে এই সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, শিখগণ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহই বা তাহার কি প্রকারে বুঝিবেন ? তাঁহারই সাহায্যার্থ, তাঁহারই রাজ্যের সুশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য, ইংরেজ ভাল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তই করিতেছেন,—বালকের কোমল প্রাণ ইহা ব্যতীত আর কি বুঝিতে পারে ? বোধ হয়, লাহোর-দরবারের অনেক সর্দারও এ সম্বন্ধে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু যখন গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের জয়লাভ হইল, তখন সকল ধাঁধার অবসান হইল।—

লাহোর দরবারের চমক ভাঙ্গিল ;—শিখ-সর্দারগণ বুঝিতে পারিলেন,—ফুরাইল—তাঁহাদের সকল আশা-ভরসা চিরতরে ফুরাইল! কিন্তু দরবারের সদস্যগণ যখন লর্ড ডালহাউসীর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, তখন আর উপায় নাই! সৈন্যবল, সমস্তই ইংরেজের করতলগত ; শিখদিগের ধন-সম্পদ, সমস্তই ইংরেজের অধিকৃত ; শিখ সর্দারগণ, ইংরেজের ক্রীড়নক-রূপে বিরাজমান ; সুতরাং তাঁহারা আর কি করিবেন? অতঃপর সর্দারগণ সুবিধাজনক সন্ধির প্রার্থী হইলেন। কিন্তু সুবিধা আর কি হইতে পারে? ইংরেজ বলিলেন,—যাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে ; যাহারা কোনরূপ বিদ্রোহিতাচরণ করেন নাই, তাঁহারা মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু পঞ্জাবের দশা কি হইবে? প্রশ্ন উঠিল,—পঞ্জাবের দশা কি হইবে? ইংরেজ এক সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করিলেন। সর্দারগণ সকলেই সেই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন ; রণজিৎ সিংহের পুত্র একাদশ-বর্ষীয় বালক দলীপ সিংহকেও সেই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করান হইল। সন্ধিপত্রে পাঁচটী সর্ত্ত লিখিত হইল। প্রথম সর্ত্তে,—মহারাজ দলীপ সিংহকে চিরতরে পঞ্জাবের স্বত্ব-স্বামিত্ব ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিতে হইল ; শিখের বড় সাধের, বড় গৌরবের পঞ্জাব, বৃটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় সর্ত্তে,—পৃথিবীর সাররত্ন কোহিনুর-মণি দলীপ সিংহ ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এক দিন আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর সা-সুজা-উলমুলুকের নিকট হইতে পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ অশেষ আয়াসে যে মহামণি অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন, এই সন্ধি-সর্ত্তে পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই অমূল্য মণি সাগর পারে বৃটিশ দ্বীপে চলিয়া গেল। তৃতীয় সর্ত্তে,—মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন ; গবর্ণর-জেনারেল লর্ড

ডালহাউসির অভিপ্রায়-মত যে-কোন স্থানে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইবে, স্থির হইল। সম্মানের মধ্যে তাঁহার চূড়ান্ত হইল,—তিনি শুদ্ধ 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি উপভোগ করিতে পারিবেন; আর তাঁহার প্রয়োজন-মত বৎসরে চারি লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ পর্য্যন্ত টাকা তিনি পেন্সন বা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। আর আর যে সর্ত্ত, সে সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ এই সন্ধি-সর্ত্তে শিখের পঞ্জাব, ইংরেজের পঞ্জাব বলিয়া গণ্য হইল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ, গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। গবর্ণর-জেনারেলের ঘোষণা-প্রচার করিলেন,—"আজি হইতে পঞ্জাব-রাজ্যের অবসান, আজি হইতে মহারাজ দলীপ সিংহের সমস্ত রাজ্য বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।" স্থূলতঃ কারণ দেখান হইল,—'শিখগণ বড়ই দুর্দ্ধর্ষ জাতি; তাহারা কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না; সময় সময় লাহোর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও তাহারা অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। শিখদিগকে সুশৃঙ্খলায় পরিপালন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; উচ্ছৃঙ্খলায়, আত্মকলহে শিখজাতির অবসান অবশ্যম্ভাবী। লাহোর গবর্ণমেণ্ট এখন আর তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না; এদিকে শিখজাতিকে দমন রাখিতে না পারিলে,—তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত করিতে না পারিলে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টেরও প্রতিপদেই বিপত্তির সম্ভাবনা। ইংরেজের আত্মরক্ষার জন্য এবং শিখদিগের পরিত্রাণ-হেতু, ইংরেজগণ এতদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। বহুদিন হইতে ইংরেজগণ শিখদিগের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, ইংরেজের পরম মিত্র ছিলেন; তাঁহার বড় সাধের শিখজাতি নির্ম্মূল না হয়, এই জন্যই তাঁহাদের প্রতি এই করুণার-পাত্রিত্ব বর্ষিত হইল।' ফলতঃ, শিখ-জাতির প্রতি দয়া-পরবশ [illegible]

করিয়া লইলেন;—গবর্নর জেনারেলের ঘোষণাপত্রে প্রকারান্তরে এই কথাই ব্যক্ত হইল।

এইরূপে পঞ্জাব বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, পঞ্জাবের আরও নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল; কমিশনার এবং ডেপুটী কমিশনারগণের অধীনে পঞ্জাবের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। ইংরেজগণ বাছিয়া বাছিয়া শিখ-সৈন্যগণকে আপনাদের সৈন্যদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। দেশের সমস্ত লোকের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। যাহারা ইংরেজের একান্ত বিশ্বাসভাজন হইল, তাহারাই সৈন্যদলে চাকরী পাইল; অবশিষ্ট শিখগণ কৃষিকার্য্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজের প্রতাপে পঞ্জাবে যেন দারুণ বিভীষিকা রাজত্ব বিস্তার করিল। অধিক বলিব কি, সেই বিভীষিকার ফলে, পরবর্ত্তীকালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, পঞ্জাব আদৌ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই;—পঞ্জাবের দুর্দ্ধর্ষ শিখগণ, তখন শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এক্ষণে পঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থা আরও পরিবর্ত্তিত। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের ন্যায়, পঞ্জাব এক্ষণে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, আরও কি হইয়াছিল, বলিতে হইবে কি? বালক দলীপ সিংহ, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহাকে সমুদ্র-পারে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। ইংলণ্ডে গমন করিয়া, দলীপ সিংহের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, সে কথা আজিও সকলেরই হৃদয়ে হৃদয়ে জাগরূক আছে। সেখানে গিয়া, পাশ্চাত্য বিলাস-মদিরায় বালকের কোমল প্রাণ ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া আসিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষে তিনি জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, যে টাকা তিনি বৃত্তি পাইতে লাগিলেন, তাহাতে আর তাঁহার কুলান হইল না;—দিন দিন তিনি ঋণজালে বিজড়িত হইতে লাগিলেন। আদালতে নালিশ

হইয়া, ইংলণ্ডের নরনারীর নিকট তিনি যেরূপ ঘৃণিত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন, সে সকল কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের সে দশা দেখিতে হইবে,—স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই। এমনি দুরবস্থায়, এমনি হতশ্রদ্ধায়, এমনি দৈন্য-দারিদ্র্যে, দলীপ সিংহের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। দলীপ সিংহের বংশধরগণ এক্ষণে বিলাতেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের আর সে শিখত্ব নাই; তাঁহারা এখন সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। হায় হায়!—পঞ্জাব-কেশরীর বংশের এই পরিণাম লিখিত ছিল! দলীপ সিংহের জননী ঝিন্দন বা চন্দ্রাবতীর দশা কি হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলেও পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া জলধারা নির্গত হয়। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় শিখগণকে উত্তেজিত করিতে গিয়া, তিনি নানারূপে নির্য্যাতন-গ্রস্ত হন। পরিশেষে, যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পুত্র দলীপ সিংহ সাগরপারে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে শোকে, তাপে, মনোভঙ্গে অভাগিনীর ইহ-লীলা সাঙ্গ হয়। সে সকল লোমহর্ষণ দৃশ্য;—আপনিই যেন চক্ষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে! অথচ, শিখজাতি সে সকল স্মৃতি বিস্মৃতি-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নিয়তই কৃত্রিম সুখ-শান্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। যে শিখজাতিকে কেহ কখনও দমন করিতে পারে নাই; পরাধীনতা কাহাকে বলে, যে শিখজাতি কখনও জানিত না; পূর্ব্ব-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া, আজ সেই শিখজাতির কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! বাসবে তাহারা এমনই ভাবে আত্ম-বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে,—নিমকের চাকরগিরিতে এমনই অকপট পরিচয় দিতে শিক্ষা করিয়াছে যে,—তাহাদিগকে আর গুরু গোবিন্দের 'খালসা' শিখ বলিয়া মনেই হয় না!

ভাবিতে গেলে, এইরূপ আরও কত কথা মনে পড়ে! মনে পড়ে,—কি সূত্রে কি ছিদ্র অবলম্বন করিয়া, শিখ-যুদ্ধের সূচনা হইল! মনে

পড়ে,—কি করিতে গিয়া, কি কার্য্যে কি ফল লাভ করিল। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে, পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব প্রকারান্তরে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টই গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদেরই পরামর্শ-অনুসারে পঞ্জাবের রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল। মূলরাজের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের মূলকারণও তাঁহারাই। অথচ রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন—দলীপ সিংহ! দলীপ সিংহের রাজত্ব রক্ষার জন্যই সোব্রাওনের যুদ্ধের পর ইংরেজের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল; পাছে শিখগণের উচ্ছৃঙ্খলায় তাঁহাদের পরম মিত্র রণজিৎ সিংহের পুত্রের পঞ্জাব-রাজ্য ছারে-খারে যায়,—এই আশঙ্কায়, সুশাসন-সুপালনের দোহাই দিয়া, ইংরেজ পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; নাবালক দলীপ সিংহের হিতসাধনের জন্য করিয়াই, ইংরেজ লাহোরের কর্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই ফল,—তাহারই পরিণাম, কি এই দাঁড়াইল! যুদ্ধ বাধাইলেন,—ইংরেজ; যুদ্ধ করিলেন,—ইংরেজ; কিন্তু রাজ্য গেল,—দলীপ সিংহের! বলিহারি—ইংরেজের ন্যায়নিষ্ঠা! জিজ্ঞাসা করি, দলীপ সিংহ কোন দোষে দোষী ছিলেন? ইংরেজ এ পর্য্যন্ত বলিতে পারিলেন না,—দলীপ সিংহের কি অপরাধে তাঁহার রাজ্য ইংরেজ কাড়িয়া লইলেন? বিদ্রোহীরা দণ্ড পাউক; তাহারা দণ্ড পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু নির্দ্দোষ দলীপ সিংহ কি করিলেন? অপরের দোষে দলীপ সিংহের রাজ্য যায়!—বলি ইংরেজ, এ তোমার কিরূপ ন্যায় বিচার? এ সমস্যার মীমাংসা কখনও হইবে না; ইংরেজের এ ন্যায়পরতার চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও কখনও স্খলিত হইবে না। যখনই শিখজাতির কথা মনে হইবে, যখনই ডালহাউসীর শাসন-নীতির কথা মনে পড়িবে, যখনই পঞ্জাবে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ হইবে, যখনই ভারত-মানচিত্রের উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে দৃষ্টি সঞ্চালিত হইবে;—তখনই সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে, ইংরেজের বন্ধুত্বের পরিণাম চিন্তায় প্রাণ আকুল হইবে।